বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সনঃ ২০১৬-২০১৭

প্রথম খণ্ড

(অনুচ্ছেদসমূহ)

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

(প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সংশ্লিষ্ট এসএফসি এবং এফসিসমূহ এর
২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের হিসাব সম্পর্কিত)

প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সনঃ ২০১৬-২০১৭

প্রথম খণ্ড

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

অর্থবছর ঃ ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	মুখবন্ধ	৪
২	Abbreviation	৫
৩	প্রথম অধ্যায়	
	অডিট অনুচ্ছেদের সারসংক্ষেপ	৭
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৮
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৯
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৯
	অডিটের সুপারিশ	৯
৪	দ্বিতীয় অধ্যায় অডিট অনুচ্ছেদসমূহ	১০-১৪
৫	অনুচ্ছেদ ভিত্তিক পরিশিষ্ট	১৫-৪৫৮
৬	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৪৫৮

মুখবন্ধ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সংশ্লিষ্ট এসএফসি এবং এফসিসমূহ এর ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের আর্থিক কার্যক্রমের ওপর প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক দৈবচয়নের ভিত্তিতে নমুনায়নের মাধ্যমে ভাউচার যাচাই নিরীক্ষাপূর্বক এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

৩। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪। এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ০৪ টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ অফিস প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মূখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রাপ্তি সাপেক্ষে তাঁদের লিখিত জবাব বিবেচনাপূর্বক এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫। এ নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক জারীকৃত Government Auditing Standards অনুসরণ করা হয়েছে।

৬। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ ০৪/১২/১৪২৬ বঙ্গাব্দ
১৮/০৩/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

Abbreviation

এ রিপোর্টে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের পরিপূর্ণরূপ নিম্নে প্রদত্ত হ'ল ঃ

SFC : Senior Finance Controller

FC : Finance Controller

FR : Financial Regulations

STD: Stanadrd Tender Documents

MCO : Material Carring Order

SF : Ship feright (Ship rent in case of water Vassel)

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সারসংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সারসংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা	জড়িত টাকা (কথায়)	পৃষ্ঠা নং
১	সামরিক বাহিনীর অফিসার ও সৈনিকগণ বিদেশে প্রশিক্ষণ/ভ্রমণকালে প্রাপ্যের অতিরিক্ত টিএ/ডিএ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ভাতা গ্রহণ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১৩,৭৭,০৮,১৬৪	(তের কোটি সাতাত্তর লক্ষ আট হাজার একশত চৌষট্টি)	
২	সামরিক বাহিনীর অফিসার ও সৈনিকগণ বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা গ্রহণকালে প্রাপ্যের অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা, হোটেল ভাতা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ভাতা গ্রহণ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১,৯৭,০২,৪৮৮	(এক কোটি সাতানব্বই লক্ষ দুই হাজার চারশত আটাশি)	
৩	সামরিক বাহিনীর অফিসারগণ বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা গ্রহণকালে প্রাপ্যের অতিরিক্ত পকেট ভাতা, লাগেজ ভাড়া, শিপ ফ্রেইট ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ভাতা অতিরিক্ত গ্রহণ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৯,৭৮,৩৬,৮৭৪	(নয় কোটি আটাত্তর লক্ষ ছত্রিশ হাজার আটশত চুয়াত্তর)	
৪	সামরিক বাহিনীর অফিসারগণ বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা গ্রহণকালে প্রাপ্যের অতিরিক্ত পকেট ভাতা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ভাতা গ্রহণ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি	২,৯২,৮২,৬২০	(দুই কোটি বিরানব্বই লক্ষ বিরাশি হাজার ছয়শত বিশ)	
	সর্বমোট টাকা =	২৮,৪৫,৩০,১৪৬	(আটাশ কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার একশত ছিচল্লিশ)	

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বছর ঃ ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানঃ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সংশ্লিষ্ট এসএফসি এবং এফসিসমূহের ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব।

নিরীক্ষার প্রকৃতিঃ নিয়মানুগ নিরীক্ষা (Compliance)।

নিরীক্ষার সময়কালঃ ২৮ আগস্ট/২০১৬ হতে ০৪ এপ্রিল/২০১৭ খ্রি. পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে।

নিরীক্ষার পদ্ধতিঃ দৈবচয়নের ভিত্তিতে নমুনায়নের মাধ্যমে ভাউচার যাচাই ।

অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধানে ঃ মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যুঃ

১. দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কারণে অর্থ মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সরকারি আদেশ যথাযথভাবে অনুসরণ না করা।

২. অর্থ আদায়/কর্তন সংক্রান্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণঃ

১. অর্থ মন্ত্রণালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী সদর দপ্তর কর্তৃক জারিকৃত বিভিন্ন আদেশ বা বিধি প্রতিপালনে ব্যর্থতা।

২. সরকারি অর্থ যথাসময়ে আদায় না করা।

অডিটের সুপারিশঃ

১. প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত সকল অনিয়মের আপত্তিকৃত টাকা আদায়।

২. অডিট আপত্তি নিরসনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ।

৩. আর্থক ও প্রশাসনিক বিধি-বিধান কঠোরভাবে প্রতিপালন।

৪. দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কারণে অর্থ মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, জে এস আই, সরকারি আদেশ, এফ আর পার্ট-১ ও ২ এবং ট্রেজারী রুলস যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি। যা অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ নং-০১

শিরোনামঃ বিদেশে প্রশিক্ষণ/ভ্রমণকালে প্রাপ্যের অতিরিক্ত টিএ/ডিএ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধা গ্রহণ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১৩,৭৭,০৮,১৬৪ (তের কোটি সাতাত্তর লক্ষ আট হাজার একশত চৌষট্টি) টাকা।

বিবরণঃ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং প্রতিরক্ষা অর্থ বিভাগের আওতাধীন সাব প্রতিষ্ঠান এফসি (আর্মি) পে-১, এফসি (আর্মি) পে-২, এফসি(বিওএফ) গাজীপুর, এসএফসি(নৌ), এসএফসি(বিমান) এর ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের হিসাব ২৮/০৮/২০১৬ খ্রিঃ হতে ০৪/০৪/২০১৭ খ্রিঃ সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে ভ্রমণ ভাতা (টিএ/ডিএ) শাখায় সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাগণের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত আদেশ/নির্দেশ, বৈদেশিক টিএ/ডিএ বিল ভাউচার, রেজিস্টার, চেক স্লিপ ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, সামরিক বাহিনীর অফিসারগণ বিদেশে প্রশিক্ষণ/ভ্রমণকালে দৈনিক ভাতা, ভ্রমণ ভাতা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদি প্রাপ্যের অতিরিক্ত গ্রহণ করেছেন। ফলে সরকারের ১৩,৭৭,০৮,১৬৪ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ **"পরিশিষ্ট-০১" এ** দেখানো হলো।

অনিয়মের কারণঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের ভ্রমণ ভাতা সম্পর্কিত আদেশ নং-অম/অবি/ব্যঃ নিঃ-২/২(১৯)/২০০-০৪/অংশ-১/২২১(১০০০) তাং-০৯/১০/২০১২ খ্রিঃ, আদেশের দৈনিক ভাতা,সর্বসাকুল্য ভাতা, হোটেল ভাতা, ট্রানজিট ভাতা, যাতায়াত ভাতা ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণিত নির্দেশনার ব্যত্যয় ঘটিয়ে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে যা বর্ণিত আদেশ এর অনুচ্ছেদ নং-২৫ অনুযায়ী গৃহিত অগ্রিম বৈদেশিক মুদ্রায় অথবা দেশীয় মূদ্রায় বর্তমান বিনিময় হারের দেড় গুণ হারে ফেরতযোগ্য।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ জিও/এফজিও এর নির্দেশ মোতাবেক সংযুক্ত ভাউচার সঠিক মর্মে সেনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষর এবং এসএফসি (আর্মি) কর্তৃক সদয় অনুমোদনের প্রেক্ষিতে বিল নিরীক্ষায় গ্রহণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ নিরীক্ষিত অফিসের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক নয়। কারণ অর্থ মন্ত্রণালয়ের তাং-০৯/১০/২০১২ খ্রিঃ, এর নির্দেশ মোতাবেক হোটেল ভাড়া ভিত্তিক (নগদ ভাতাসহ) দৈনিক ভাতা প্রাপ্তির জন্য মূল (Genuine/ Authenticated) হোটেল বিল আবশ্যক। কিন্তু দাখিলকৃত হোটেল বিলসমূহ প্রকৃত হোটেল বিল নয় বিধায় হোটেল ভাড়া প্রাপ্য না হওয়ায় সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য। অভ্যন্তরীণ যাতায়াতের বিলসমূহ ও প্রকৃত বিল না হওয়ার কারণে যাতায়াত ভাতা প্রাপ্য নয়। উল্লেখ্য সর্বসাকুল্য ভাতার মধ্যে আহার, বাসস্থান, অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচাদি, বকশিশ, ট্যাক্সি ভাড়া, কুলি খরচ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। ফলে দৈনিক ভাতা, যাতায়াত ভাতা ছাড়াও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ভাতা অতিরিক্ত গ্রহণ করায় আপত্তিকৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা হওয়া আবশ্যক।

সরকারি ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে এপ্রিল/২০১৭ মাসে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে জুন/২০১৭ মাসে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে জুলাই/২০১৭ মাসে আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ বৈদেশিক টিএ/ডিএ বিল সংশ্লিষ্ট ২টি এসএফসি ও ৩টি এফসি অফিসের পরিশোধিত টিএ/ডিএ বিল ভাউচার সমূহ দৈবচয়নের ভিত্তিতে নমুনায়নের মাধ্যমে কতিপয় ভাউচার নিরীক্ষা করে আপত্তিকৃত অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ভাউচারসমূহ নিরীক্ষা করা হলে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ১৩,৭৭,০৮,১৬৪ টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০২

শিরোনামঃ বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা গ্রহণকালে প্রাপ্যের অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা, যথাযথ ভাউচার ব্যতীত হোটেলভাতা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধা গ্রহণ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১,৯৭,০২,৪৮৮ (এক কোটি সাতানব্বই লক্ষ দুই হাজার চারশত আটাশি) টাকা।

বিবরণঃ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন এনটিটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং প্রতিরক্ষা অর্থ বিভাগের আওতাধীন সাব প্রতিষ্ঠান এসএফসি (আর্মি) পে-১, পে-২, এফসি (বিওএফ) গাজীপুর, এসএফসি (নৌ), এসএফসি (বিমান) এর ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের হিসাব ২৮/০৮/২০১৬ খ্রিঃ হতে ০৪/০৪/২০১৭ খ্রিঃ সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে ভ্রমণ ভাতা (টিএ/ডিএ) শাখায় সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাগণের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত আদেশ/নির্দেশ, বৈদেশিক টিএ/ডিএ বিল ভাউচার, রেজিস্টার, চেক স্লিপ ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, সামরিক বাহিনীর অফিসারগণ প্রাপ্যের অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা, হোটেল ভাড়া ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ভাতা গ্রহণ করেছেন। ফলে সরকারের ১,৯৭,০২,৪৮৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ **"পরিশিষ্ট-০২" এ** দেখানো হলো।

অনিয়মের কারণঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের ভ্রমণ ভাতা সম্পর্কিত আদেশ নং-অম/অবি/ব্যঃ নিঃ-২/২(১৯)/২০০-০৪/অংশ-১/২২১(১০০০) তাং-০৯/১০/২০১২ খ্রিঃ, ব্যত্যয় ঘটিয়ে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে যা বর্ণিত আদেশ এর অনুচ্ছেদ নং-২৫ অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রাতে কিংবা দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হারের দেড় গুণ হারে ফেরতযোগ্য।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ জিও/এফজিও এর নির্দেশ মোতাবেক সংযুক্ত ভাউচার সঠিক মর্মে সেনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষর এবং এসএফসি (আর্মি) কর্তৃক সদয় অনুমোদনের প্রেক্ষিতে বিল নিরীক্ষায় গ্রহণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ নিরীক্ষিত অফিসের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক নয়। কারণ অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯/১০/২০১২ খ্রিঃ তারিখের নির্দেশ মোতাবেক হোটেল ভাড়া ভিত্তিক (নগদ ভাতাসহ) দৈনিক ভাতা প্রাপ্তির জন্য মূল (Genuine/ Authenticated) হোটেল বিল আবশ্যক। কিন্তু দাখিলকৃত হোটেল বিলসমূহ প্রকৃত হোটেল বিল নয় বিধায় হোটেল ভাড়া প্রাপ্য না হওয়ায় সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য। ফলে দৈনিক ভাতা, হোটেল ভাড়া ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ভাতা প্রাপ্যের অতিরিক্ত গ্রহণ করায় আপত্তিকৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা হওয়া আবশ্যক।

সরকারি ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে এপ্রিল/২০১৭ মাসে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে জুন/২০১৭ মাসে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে জুলাই/২০১৭ মাসে আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ বৈদেশিক টিএ/ডিএ বিল সংশ্লিষ্ট ২টি এসএফসি ও ৩টি এফসি অফিসের পরিশোধিত টিএ/ডিএ বিল ভাউচার সমূহ দৈবচয়নের ভিত্তিতে নমুনায়নের মাধ্যমে কতিপয় ভাউচার নিরীক্ষা করে আপত্তিকৃত অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ভাউচারসমূহ নিরীক্ষা করা হলে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ১,৯৭,০২,৪৮৮ টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

শিরোনামঃ বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা গ্রহণকালে প্রাপ্যের অতিরিক্ত পকেট ভাতা, লাগেজ ভাড়া, শিপ ফ্রেইট ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধা প্রকৃত ভাউচার ব্যতিত গ্রহণ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৯,৭৮,৩৬,৮৭৪ (নয় কোটি আটাত্তর লক্ষ ছত্রিশ হাজার আটশত চুয়াত্তর) টাকা।

বিবরণঃ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন এনটিটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং প্রতিরক্ষা অর্থ বিভাগের আওতাধীন সাব প্রতিষ্ঠান এসএফসি (আর্মি) পে-১, পে-২, এফসি(বিওএফ) গাজীপুর, এসএফসি(নৌ), এসএফসি(বিমান) এর ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের হিসাব ২৮/০৮/২০১৬ খ্রিঃ হতে ০৪/০৪/২০১৭ খ্রিঃ সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে ভ্রমণ ভাতা (টিএ/ডিএ) শাখায় সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাগণের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত আদেশ/নির্দেশ, বৈদেশিক টিএ/ডিএ বিল ভাউচার, রেজিস্টার, চেক স্লিপ ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, সামরিক বাহিনীর অফিসারগণ প্রাপ্যের অতিরিক্ত ভ্রমণ ভাতা, পকেট ভাতা, হোটেল ভাড়া, লাগেজ ভাড়া, বিমান ভাড়া, শিপ ফ্রেইট ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ভাতা গ্রহণ করেছেন। ফলে সরকারের ৯,৭৮,৩৬,৮৭৪ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ **"পরিশিষ্ট-০৩"এ** দেখানো হলো।

অনিয়মঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের ভ্রমণ ভাতা সম্পর্কিত আদেশ নং-অম/অবি/ব্যঃ নিঃ-২/২(১৯)/২০০-০৪/অংশ-১/২২১(১০০০) তাং-০৯/১০/২০১২ খ্রিঃ, এর অনুচ্ছেদ-০৫, ০৬, ০৭,০৮,০৯,১১,১২ ও ১৩ বর্ণিত নির্দেশনা এবং সশস্ত্র বাহিনীর পকেট ভাতা সংক্রান্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২৫-০৫-১৯৯৩খ্রিঃ এর নির্দেশনা মোতাবেক পকেট ভাতা ধাপ অনুযায়ী ১ম ২০ রাত্রির জন্য পূর্ণ হারে প্রাপ্য, ২০ রাত্রির অধিক হলে পরবর্তী রাত্রি সমূহের জন্য ১০% হারে কম পাবেন এবং ৪০ রাত্রির অধিক হলে পরবর্তী রাত্রি সমূহের জন্য ১৫% হারে কম প্রাপ্য। এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে অতিরিক্ত অগ্রিম অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে যা ফেরতযোগ্য।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ জিও/এফজিও এর নির্দেশ মোতাবেক সংযুক্ত ভাউচার সঠিক মর্মে সেনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষর এবং এসএফসি (আর্মি) কর্তৃক সদয় অনুমোদনের প্রেক্ষিতে বিল নিরীক্ষায় গ্রহণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ সশস্ত্র বাহিনীর পকেট ভাতা সংক্রান্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২৫-০৫-১৯৯৩খ্রিঃ এর নির্দেশনা মোতাবেক পকেট ভাতা ধাপ অনুযায়ী ১ম ২০ রাত্রির জন্য পূর্ণ হারে প্রাপ্য, ২০ রাত্রির অধিক হলে পরবর্তী রাত্রি সমূহের জন্য ১০% হারে কম পাবেন এবং ৪০ রাত্রির অধিক হলে পরবর্তী রাত্রিসমূহের জন্য ১৫% হারে কম প্রাপ্য। এক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে পকেট ভাতা প্রাপ্য নয়। হোটেল ভাড়া ভিত্তিক (নগদ ভাতাসহ) দৈনিক ভাতা প্রাপ্তির জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের ০৯/১০/২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্র মোতাবেক মূল (Genuine/Authenticated) হোটেল বিল আবশ্যক। উহা ব্যতিরেকে দৈনিক ভাতা, প্রকৃত ভাউচার ব্যতীত হোটেল ভাড়া, লাগেজ ভাড়া, শিপ ফ্রেইট ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধা অতিরিক্ত গ্রহণ করায় আপত্তিকৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা হওয়া আবশ্যক।

সরকারি ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে এপ্রিল/২০১৭ মাসে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে জুন/২০১৭ মাসে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে জুলাই/২০১৭ মাসে আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ বৈদেশিক টিএ/ডিএ বিল সংশ্লিষ্ট ২টি এসএফসি ও ৩টি এফসি অফিসের পরিশোধিত টিএ/ডিএ বিল ভাউচার সমূহ দৈবচয়নের ভিত্তিতে নমুনায়নের মাধ্যমে কতিপয় ভাউচার নিরীক্ষা করে আপত্তিকৃত অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ভাউচারসমূহ নিরীক্ষা করা হলে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ৯,৭৮,৩৬,৮৭৪ টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৪

শিরোনামঃ বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা গ্রহণকালে প্রাপ্যের অতিরিক্ত পকেট ভাতা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধা গ্রহণ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ২,৯২,৮২,৬২০ (দুই কোটি বিরানব্বই লক্ষ বিরাশি হাজার ছয়শত বিশ) টাকা।

বিবরণঃ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন এনটিটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং প্রতিরক্ষা অর্থ বিভাগের আওতাধীন সাব প্রতিষ্ঠান এসএফসি (আর্মি) পে-১, পে-২, এফসি(বিওএফ) গাজীপুর, এসএফসি(নৌ), এসএফসি(বিমান) এর ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের হিসাব ২৮/০৮/২০১৬ খ্রিঃ হতে ০৪/০৪/২০১৭ খ্রিঃ সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে ভ্রমণ ভাতা (টিএ/ডিএ) শাখায় সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাগণের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত আদেশ/নির্দেশ, বৈদেশিক টিএ/ডিএ বিল ভাউচার, রেজিস্টার, চেক স্লিপ ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, সামরিক বাহিনীর অফিসারগণ ভ্রমণ কালে প্রাপ্যের অতিরিক্ত পকেট ভাতা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধা গ্রহণ করেছেন। ফলে সরকারের ২,৯২,৮২,৬২০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ **"পরিশিষ্ট-০৪"এ** দেখানো হলো।

অনিয়মঃ সশস্ত্র বাহিনীর পকেট ভাতা সংক্রান্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২৫-০৫-১৯৯৩খ্রিঃ এর নির্দেশনা মোতাবেক পকেট ভাতা ধাপ অনুযায়ী ১ম ২০ রাত্রির জন্য পূর্ণ হারে প্রাপ্য, ২০ রাত্রির অধিক হলে পরবর্তী রাত্রি সমূহের জন্য ১০% হারে কম পাবেন এবং ৪০ রাত্রির অধিক হলে পরবর্তী রাত্রি সমূহের জন্য ১৫% হারে কম প্রাপ্য। এ ছাড়া অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ খ্রিঃ তারিখের জারিকৃত ২২১(১০০০) সংখ্যক অফিস স্মারকের ১০ ও ১১ নং অনুচ্ছেদে প্রাধিকৃত পকেট ভাতার অতিরিক্ত ভাতা গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে **"পরিশিষ্ট-০৪"** এ বর্নিত নিরীক্ষিত বিলগুলিতে প্রাপ্য না হওয়া সত্ত্বেও অতিরিক্ত পকেট ভাতা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধা গ্রহণ করায় আপত্তিকৃত টাকা আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ জিও/এফজিও এর নির্দেশ মোতাবেক সংযুক্ত ভাউচার সঠিক মর্মে সেনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষর এবং এসএফসি (আর্মি) কর্তৃক সদয় অনুমোদনের প্রেক্ষিতে বিল নিরীক্ষায় গ্রহণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ অর্থমন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ খ্রিঃ তারিখের জারিকৃত ২২১ (১০০০) সংখ্যক অফিস স্মারকের ১০ ও ১১ নং অনুচ্ছেদে এবং সশস্ত্র বাহিনীর পকেট ভাতা সংক্রান্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২৫-০৫-১৯৯৩ খ্রিঃ এর নির্দেশনা মোতাবেক পকেট ভাতা ধাপ অনুযায়ী ১ম ২০ রাত্রির জন্য পূর্ণ হারে প্রাপ্য, ২০ রাত্রির অধিক হলে পরবর্তী রাত্রি সমূহের জন্য ১০% হারে কম পাবেন এবং ৪০ রাত্রির অধিক হলে পরবর্তী রাত্রি সমূহের জন্য ১৫% হারে কম প্রাপ্য। আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রাধিকৃত পকেট ভাতার অতিরিক্ত ভাতা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধা গ্রহণ করায় আপত্তিকৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা হওয়া আবশ্যক।

সরকারি ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে এপ্রিল/২০১৭ মাসে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে জুন/২০১৭ মাসে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে জুলাই/২০১৭ মাসে আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ বৈদেশিক টিএ/ডিএ বিল সংশ্লিষ্ট ২টি এসএফসি ও ৩টি এফসি অফিসের পরিশোধিত টিএ/ডিএ বিল ভাউচার সমূহ দৈবচয়নের ভিত্তিতে নমুনায়নের মাধ্যমে কতিপয় ভাউচার নিরীক্ষা করে আপত্তিকৃত অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ভাউচারসমূহ নিরীক্ষা করা হলে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ২,৯২,৮২,৬২০ টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

ঢাকা	বঙ্গাব্দ	**(মোহাম্মদ গোলাম ছরওয়ার ভুঁঞা)**
তারিখ ঃ ---------------------------		মহাপরিচালক
	খ্রিস্টাব্দ	প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সনঃ ২০১৬-২০১৭

দ্বিতীয় খণ্ড

(পরিশিষ্টসমূহ)

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

অর্থ বছর ঃ ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

অনুচ্ছেদ নং-০১

পরিশিষ্ট: ০১

বিষয়: সেনা কর্মকর্তা কর্তৃক বৈদেশিক ভ্রমণকালে অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা ও আনুষঙ্গিক সুবিধা গ্রহণের বিবরণ:

(১)ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬				
ক্রমিক নং	প্রাথমিক অনুচ্ছেদ নং প্রাথমিক আপত্তি নং	এপি নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	অনুচ্ছেদ নং-০১ (আপত্তি নং-৩৬)	১৪৩৬০	এনডিসি কোর্স-২০১৪ এ গ্রুপ-১ এর কর্মকর্তাগণ কর্তৃক বৈদেশিক শিক্ষা সফর উপলক্ষ্যে দৈনিক ভাতা ও যাতায়াত ব্যয় অতিরিক্ত গ্রহণ	১,০১,১০,৮৮৮
২	অনুচ্ছেদ নং-০৩ (আপত্তি নং-৮৭)	১৪৩৬২	এনডিসি কোর্স-২০১৪ এ গ্রুপ-২ এর কর্মকর্তাগণ কর্তৃক বৈদেশিক শিক্ষা সফর উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা ও যথাযথ ভাউচার ছাড়াই যাতায়াত ভাতা গ্রহণ	৯৪,৬৫,৬৭২
৩	অনুচ্ছেদ নং-০৪ (আপত্তি নং-৩৮)	১৪৩৬৩	এনডিসি কোর্স-২০১৪ এ গ্রুপ-২ এর কর্মকর্তাগণ কর্তৃক বৈদেশিক শিক্ষা সফর উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা ও যথাযথ ভাউচার ছাড়াই যাতায়াত ভাতা গ্রহণ	৭৮,২৩,৩০৪
৪	অনুচ্ছেদ নং-০৫ (আপত্তি নং-৩০)	১৪৩৬৪	এনডিসি কোর্স-২০১৫ এ (গ্রুপ-৩) এর আওতায় বৈদেশিক শিক্ষা সফর উপলক্ষ্যে প্রাপ্যের অতিরিক্ত বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা গ্রহণ করায় সরকারি ক্ষতি	৩,৮৫,০০৫
৫	অনুচ্ছেদ নং-০৬ (আপত্তি নং-৩১)	১৪৩৬৫	এনডিসি কোর্স-২০১৫ এ (গ্রুপ-৩) এর আওতায় বৈদেশিক শিক্ষা সফর উপলক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রাপ্যের অতিরিক্ত বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা গ্রহণ করায় সরকারি ক্ষতি	৫২,১৫,৫৭২
৬	অনুচ্ছেদ নং-০৭ (আপত্তি নং-৩২)	১৪৩৬৬	এনডিসি কোর্স-২০১৫ এর আওতায় বৈদেশিক শিক্ষা সফর উপলক্ষ্যে প্রাপ্যের অতিরিক্ত গৃহিত দৈনিক ভাতা ও যাতায়াত খরচ	৫০,৮০,৭২৫
৭	অনুচ্ছেদ নং-০৮ (আপত্তি নং-৩৩)	১৪৩৬৭	এনডিসি কোর্স-২০১৫ এ আওতায় গ্রুপ-১ এর কর্মকর্তাগণ কর্তৃক বৈদেশিক শিক্ষা সফর উপলক্ষ্যে প্রাপ্যের অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা ও যাতায়াত ভাতা গ্রহণ	৭৩,৬৩,২২৪
৮	অনুচ্ছেদ নং-০৯ (আপত্তি নং-৪৭)	১৪৩৬৮	বৈদেশিক শিক্ষা সফর এএফডব্লিউসি-২০১৫ (শ্রীলঙ্কা তুরস্ক) এর আওতায় সংশ্লিষ্ট সামরিক কর্মকর্তাগণ কর্তৃক অতিরিক্ত বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা গ্রহণ	৭০,৫১,৮১৫
৯	অনুচ্ছেদ নং-১০ (আপত্তি নং-৩৫)	১৪৩৬৯	এনডিসি কোর্স-২০১৫ এর আওতায় গ্রুপ-২ কর্মকর্তাগণ কর্তৃক বৈদেশিক শিক্ষা সফর উপলক্ষে প্রাপ্যের অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ করায় সরকারি ক্ষতি	৬৮,৭৪,৭০৮
১০	অনুচ্ছেদ নং-১১ (আপত্তি নং-৩৪)	১৪৩৭০	এনডিসি কোর্স-২০১৫ এর আওতায় বৈদেশিক শিক্ষা সফরে মেজর জেনারেল হামিদুর রহমান চৌধুরী (বিএ-২৫৭৫), পিএসসি, প্রাপ্যের অতিরিক্ত বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা গ্রহণ করায় ক্ষতি	৩,৯০,৪৯৯
১১	অনুচ্ছেদ নং-১৪ (আপত্তি নং-০২)	১৪৩৭৩	বিএ-৭৮১৭ ক্যাপটেন ওয়াসিম আকরাম,পদাতিক, বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলে প্রাপ্যতাবিহীন অর্থ গ্রহণ	১০,৫৯,৮০৭
১২	অনুচ্ছেদ নং-১৬ (আপত্তি নং-০১)	১৪৩৭৫	বৈদেশিক টিএ-ডিএ বাবদ সেনা কর্মকর্তাগণের গৃহিত অগ্রিম চূড়ান্ত সমন্বয় বিলে কম প্রাপ্যতার কারণে অতিরিক্ত গৃহিত অর্থ সরকারি তহবিলে ফেরৎ না দেয়ায় আর্থিক ক্ষতি	২৪,৪৩,৮২৭

১৩	অনুচ্ছেদ নং-১৮ (আপত্তি নং-০৪)	১৪৩৭৭	চীন সফর উপলক্ষ্যে বিএ-৫১৪৬ মেজর মোঃ শাহাদত শিকদার,পিএসসি,পদাতিক কর্তৃক বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলে প্রাপ্যতার অধিক গ্রহণ	৬,১০,৩৫৩
১৪	অনুচ্ছেদ নং-১৯ (আপত্তি নং-৪৮)	১৪৩৭৮	চীনে কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে বিএ-৮২৫৭ ক্যাপটেন এস এম রাইক ইসলাম কর্তৃক বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা বাবদ অতিরিক্ত গ্রহণ	৫,৮৯,৯৭৩
১৫	অনুচ্ছেদ নং-২৫ (আপত্তি নং-১৭)	১৪৩৮৪	বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলে বাধ্যতামূলক অবস্থান না হওয়া সত্বেও উহা গ্রহণ এবং সরকারের নিকট দেনার ফলে আদায়যোগ্য।	৭,৭৪,৯৭৭
১৬	অনুচ্ছেদ নং-২৬ (আপত্তি নং-১৯)	১৪৩৮৫	চীনে বিএ-৫০৫৩ লেঃকঃ মোহাম্মদ মনোয়ার হোসেন খান, পিএসসি, পদাতিক কর্তৃক বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলে প্রাপ্যতার অধিক অর্থ গ্রহণ করায় আর্থিক ক্ষতি	১০,৬৭,৮২০
১৭	অনুচ্ছেদ নং-২৮ (আপত্তি নং-২২)	১৪৩৮৭	পাকিস্তানে কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে বিএ-৫৪৪০ মেজর এবিএম ফারুকুজ্জামান কর্তৃক বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা গ্রহণ আর্থিক ক্ষতি	৮,৯১,৭৬১
১৮	অনুচ্ছেদ নং-২৯ (আপত্তি নং-৪২)	১৪৩৮৮	কুয়েতে কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে বিএ-৫৭৮৫ মেজর (বর্তমানে লেঃ কর্ণেল) মোহাম্মদ শাফকাত-উল-ইসলাম কর্তৃক বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা বিলে প্রাপ্যতার অধিক গ্রহণ	৩৮,৩৭,১৮০
১৯	অনুচ্ছেদ নং-৩৪ (আপত্তি নং-২৩)	১৪৩৯৩	চীনে কোর্স উপলক্ষ্যে বিএ-৭২১৩ মেজর মোঃ জাকির হোসেন,এসি কর্তৃক বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলে প্রাপ্যতার অধিক সরকারী অর্থ গ্রহণ করায় আর্থিক ক্ষতি	১৩,১১,৭৯৩
২০	অনুচ্ছেদ নং-৩৫ (আপত্তি নং-২৮)	১৪৩৯৪	তুরস্কে প্রাক পরিদর্শন উপলক্ষ্যে ৩ জন কর্মকর্তা কর্তৃক বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা হিসাবে অতিরিক্ত গ্রহণ করায় ফেরতযোগ্য।	৭,২০,৬০০
২১	অনুচ্ছেদ নং-৩৬ (আপত্তি নং-২৯)	১৪৩৯৫	আইভরি কোস্টে লজিস্টিক রেকী ও সার্ভে টীমের সদস্যগণ কর্তৃক অতিরিক্ত বৈদেশিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ	৬,০৬,৪৮০
২২	অনুচ্ছেদ নং-৪৪ (আপত্তি নং-৭৫)	১৪৪০৩	২ জন অফিসার কর্তৃক ফ্রান্স সফরের বৈদেশিক টিএ/ডিএ বিলে প্রাপ্যতার অধিক গ্রহণ	৩,৯৭,৫৬০
২৩	অনুচ্ছেদ নং-৫০ (আপত্তি নং-৪৬)	১৪৪০৯	ISSB-এর ৪ জন কর্মকর্তা কর্তৃক ইন্দোনেশিয়া সফরে অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ ।	৩,৮৪,৯৬০
২৪	অনুচ্ছেদ নং-৫১ (আপত্তি নং-৬১)	১৪৪১০	জি টু জি এর আওতায় পণ্য ক্রয়ে প্রাক-জাহাজীকরণের জন্য রাশিয়া সফরের ক্ষেত্রে বৈদেশিক টিএ/ডিএ বিলে প্রাপ্যতার অধিক আর্থিক সুবিধা গ্রহণ	৪,২৪,৯৬৮
২৫	অনুচ্ছেদ নং-৫৩ (আপত্তি নং-৬৩)	১৪৪১২	বিএ-২৪১২ ব্রিঃ জেনারেল রিদওয়ান-আল-মাহমুদ, এএফডব্লিউসি,পিএসসি কর্তৃক প্রাপ্যের অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা, যাতায়াত খরচ এবং কম্প্রিহেন্সিভ এ্যালাউন্স গ্রহণ	৭,১৬,৬৭০

২৬	অনুচ্ছেদ নং-৬০ (আপত্তি নং-১২)	১৪৪১৯	বিএ-৪৪৬৮ লেঃ কর্ণেল এস এম আমিরুল ইসলাম এবং বিএ-৫৭৩০ মেজর মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির,আর্টিলারী এর ফরেন টিএ-ডিএ বিলে বাধ্যতামূলক হল্টেজ এবং দৈনিক ভাতা প্রাপ্য না হওয়া সত্বেও উহা প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি	১,৮১,৯৮০
২৭	অনুচ্ছেদ নং-৬৪ (আপত্তি নং-৩৯)	১৪৪২৩	চেক রিপাবলিক ও জার্মানী সফরে ০৫ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলের বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ	২,০৭,৪৮০
২৮	অনুচ্ছেদ নং-৭৫ (আপত্তি নং-৯৩)	১৪৪৩৪	যুক্তরাজ্যের সেনাবাহিনীর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সুযোগ সুবিধা সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে সফর উপলক্ষ্যে প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে দৈনিক ভাতা গ্রহণ।	৮,৮৭,৪৬০
২৯	অনুচ্ছেদ নং-৭৭ (আপত্তি নং-৯৮)	১৪৪৩৬	প্রাপ্যের অতিরিক্ত বৈদেশিক বিলে দৈনিক ভাতা গ্রহণ	৬,৬৮,১৬০
৩০	অনুচ্ছেদ নং-৭৯ (আপত্তি নং-১০০)	১৪৪৩৮	মিনুসকা (মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত) ভ্রমণে প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য দৈনিক ভাতা গ্রহণ	৮,৯৯,২২০
৩১	অনুচ্ছেদ নং-৯২ (আপত্তি নং-২৪৯)	১৪৪৫১	৯৯ জন সামরিক কর্মকর্তা বৈদেশিক সফর সম্পন্ন হওয়ার পর ৪ মাসের অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়া সত্বেও পিআরপি রুল-১২৪(৮) অনুযায়ী সমন্বয় বিল দাখিল না করায় অয়িমিত টিএ/ডিএ বাবদ ব্যয়।	২,৮৫,১৩,৯১২
৩২	অনুচ্ছেদ নং-৯৩ (আপত্তি নং-২৫০)	১৪৪৫২	বিএ-৬১৮৬ মেজর মোঃ মনিরুল ইসলাম কর্তৃক লিসবন পর্তুগালে প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন উপলক্ষ্যে যথাযথ হোটেল বিল ছাড়াই হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা পরিশোধে সরকারি ক্ষতি	১,৭২,৮৬০
৩৩	অনুচ্ছেদ নং-৯৬ (আপত্তি নং-১১৬)	১৪৪৫৫	Dairy Plant (Project 15 Ton) ১টি ক্রয়ের প্রাক জাহাজীকরণ উপলক্ষ্যে ৪ জন কর্মকর্তা নেদারল্যান্ড সফরে ১ দিনের অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ	১,৬৭,০৪০
৩৪	অনুচ্ছেদ নং-১০০ (আপত্তি নং-১২১)	১৪৪৫৯	তুরস্ক, ফ্রান্স এবং স্পেনে পিক আপের বিভিন্ন মডেলের ওপর মাঠপর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতঃ প্রমিতকরণের সম্ভাব্যতা যাচাই এর উপনিমিত্ত সফর উপলক্ষ্যে দৈনিক ভাতা অতিরিক্ত গ্রহণ	৩,৪৯,৫৬০
৩৫	অনুচ্ছেদ নং-১০৫ (আপত্তি নং-১২৭)	১৪৪৬৪	বিএ-৩৯৭৩ লেঃ কর্ণেল মহিউদ্দিন মোঃ জাবেদ এবং বিএ-৪৪৩৫ লেঃ কর্ণেল মোঃ রেজাউল হাসান কর্তৃক দোহাতে সফর উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত ২ দিনের দৈনিক ভাতা গ্রহণ	১,৬১,৭৬০
৩৬	অনুচ্ছেদ নং-১০৭ (আপত্তি নং-১২৯)	১৪৪৬৬	সেনা কর্মকর্তাগণ কর্তৃক অষ্ট্রেলিয়া ও মালয়েশিয়া সফর উপলক্ষ্যে সর্বসাকুল্য ভাতার পরিবর্তে অসংগতিপূর্ণ হোটেল বিল দাখিল করে হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা অতিরিক্ত গ্রহণ	৩,২১,৭৮১
৩৭	অনুচ্ছেদ নং-১০৮ (আপত্তি নং-১৩১)	১৪৪৬৭	চীনে প্রাক-জাহাজীকরণ উপলক্ষ্যে সফরকারীগণ কর্তৃক অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ	৪,৮৬,৯৬০
৩৮	অনুচ্ছেদ নং-১০৯ (আপত্তি নং-১৩৩)	১৪৪৬৮	১১ (এগার) সদস্য বিশিষ্ট লজিষ্টিক রেকী ও সার্ভে দলের মিনুসকা (ডিআর কঙ্গো) গমনাগমণের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ	২২,৩৬,৪৪০
৩৯	অনুচ্ছেদ নং-১১৪ (আপত্তি নং-১৩৯)	১৪৪৭৩	তুরস্কে International Defence Industry Fair (IDEF)-2015 তে যোগদান উপলক্ষ্যে কর্মকর্তাগণ কর্তৃক ত্রুটিপূর্ণ হোটেল বিল দাখিল এবং ১ দিনের অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ	১,৫২,৭৬০

৪০	অনুচ্ছেদ নং-১১০ (আপত্তি নং-১৩৪)	১৪৪৬৯	জাতিসংঘ প্রতিরক্ষা মিশনে মোতায়েনরত কন্টিনজেন্টসমূহে লজিষ্টিক রেকি ও সার্ভে করার নিমিত্ত ০৭ (সাত) সদস্যের LRS Team এর ইউনোসি সফরকারীগণ অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ	১৪,৩৪,৪৭৯
৪১	অনুচ্ছেদ নং-১১৬ (আপত্তি নং-১৪১)	১৪৪৭৫	চীন সফরে বিএ-৬২২০ মেজর গোলাম মোহাম্মদ তানভীর আলীসহ ৪ জন কর্মকর্তা কর্তৃক ঢাকা-বেইজিং-ঢাকা ভ্রমণ উপলক্ষ্যে বৈদেশিক ভ্রমণভাতা অতিরিক্ত গ্রহণ	৯,৫৬,৬৪৪
৪২	অনুচ্ছেদ নং-১২৩ (আপত্তি নং-১৪৮)	১৪৪৮২	নিয়ম ও বাস্তবতাবিবর্জিতভাবে আর্থিক যথার্থতা (financial Porpriety) লংঘন করে বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য দৈনিক ভাতা বাবদ প্রাপ্যের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ	১,৩৮,২৮৩
৪৩	অনুচ্ছেদ নং-১২৫ (আপত্তি নং-১৫১)	১৪৪৮৪	অস্ট্রেলিয়ান ডেয়ারী গুডস প্রাইভেট লিঃ থেকে দুধ আমদানী উপলক্ষ্যে প্রাকজাহাজীকরণের জন্য অবস্থানকালীন থাকা-খাওয়া সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান প্রদান করা সত্ত্বেও দৈনিক ভাতা গ্রহণে ক্ষতি	৬,৩১,৮০০
৪৪	অনুচ্ছেদ নং-১২৭ (আপত্তি নং-১৫৪)	১৪৪৮৬	Container ক্যারিয়ার ক্রয় উপলক্ষ্যে বিমান যাতায়াতের জন্য দোহাতে স্টপওভারের জন্য এয়ারলাইন্স হোটেল একোমোডেশন ও মিল এ্যালাউন্সের ব্যবস্থা করার পরও ১ রাত্রির জন্য দৈনিক ভাতা গ্রহণ	১,৪৩,৬৪০
৪৫	অনুচ্ছেদ নং-১৩০ (আপত্তি নং-১৫৭)	১৪৪৮৮	ভারত সফরে বাধ্যতামূলক অবস্থান দেখিয়ে প্রাপ্যের অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ	৪,৫৬,৪৮০
৪৬	অনুচ্ছেদ নং-১৪৬ (আপত্তি নং-১৮২)	১৪৫০৪	অষ্ট্রেলিয়া সফরে বিএ-৪৬৯৬ লেঃ কর্ণেল মোঃ হাফিজ মাহমুদ,পিএসসি, পদাতিক কর্তৃক বৈদেশিক ভ্রমণভাতা বিলে প্রাপ্যের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ	১,২৫,৫৯১
৪৭	অনুচ্ছেদ নং-১৫০ (আপত্তি নং-১৮৮)	১৪৫০৮	যুক্তরাষ্ট্রে ফ্লাইট সিমুলেটর প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে বিমানভাড়া, দৈনিক ভাতা, অতিঃ লাগেজ বহন বাবদ প্রাপ্যের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ	৮,০৩,৫৬১
৪৮	অনুচ্ছেদ নং-১৫১ (আপত্তি নং-১৮৯)	১৪৫০৯	সিঙ্গাপুরে On JobTranning এর ক্ষেত্রে প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে দৈনিক ভাতা গ্রহণ	৩,৯৭,২৯৬
৪৯	অনুচ্ছেদ নং-১৫৩ (আপত্তি নং-১৯১)	১৪৫১১	ব্রাজিলে ৩ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদলের প্রাক-জাহাজীকরণ উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ	২,৪২,৬৪০
৫০	অনুচ্ছেদ নং-১৫৭ (আপত্তি নং-১৯৫)	১৪৫১৫	প্রাক-জাহাজীকরণের জন্য ফ্রান্স সফর উপলক্ষ্যে দৈনিক ভাতা অতিরিক্ত গ্রহণ	১,৮১,৯৮০
৫১	অনুচ্ছেদ নং-১৫৯ (আপত্তি নং-১৯৭)	১৪৫১৭	Mou Negotiation দল এর জাতিসংঘ সদর দপ্তর সফর উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ	৪,৭৬,১৬০
৫২	অনুচ্ছেদ নং-১৬০ (আপত্তি নং-১৯৮)	১৪৫১৮	নেপালে Joint Expedition to Mount Everest বিষয়ে আলোচনার জন্য গমনাগমন ও অবস্থানের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ	২,৫১,২৩৪
৫৩	অনুচ্ছেদ নং-১৬১ (আপত্তি নং-১৯৯)	১৪৫১৯	চীনে প্রাক-জাহাজীকরণ উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ	৩,১৪,৪০০
৫৪	অনুচ্ছেদ নং-১৬২ (আপত্তি নং-২০১)	১৪৫২০	৭ সদস্য বিশিষ্ট লজিস্টিক রেকী ও সার্ভে দলের আনমিল (লাইবেরিয়া) গমনাগমন উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ	১১,৪১,৯২০
৫৫	অনুচ্ছেদ নং-১৬৩ (আপত্তি নং-২০২)	১৪৫২১	মিনুসকা(কঙ্গো) তে লজিস্টিক রেকি ও সার্ভে করার নিমিত্ত সফর উপলক্ষ্যে দৈনিক ভাতা অতিরিক্ত গ্রহণ	১৯,১৮,০৮০
৫৬	অনুচ্ছেদ নং-১৭৩ (আপত্তি নং-২০৮)	১৪৫৩১	তুরস্ক সফরে ২ জন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্তৃক বিমানভাড়া ও দৈনিক ভাতা অতিরিক্ত গ্রহণ	২,২৬,১৫৮
৫৭	অনুচ্ছেদ নং-১৭৪ (আপত্তি নং-২০৯)	১৪৫৩২	তুরস্ক সফরে বিএ-৫৪২০ লেফটেন্যান্ট কর্নেল এহসানুল হক ভূঁইয়া কর্তৃক বিমান ভাড়া ও দৈনিক ভাতা অতিরিক্ত গ্রহণ	১,০২,১০৮

৫৮	অনুচ্ছেদ নং-১৭৭ (আপত্তি নং-২৩০)	১৪৫৩৫	যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক প্রশিক্ষণ (West Point United States Military Academy) পরিদর্শন উপলক্ষ্যে প্রাপ্যের অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ	৪,৬৬,০২৯
৫৯	অনুচ্ছেদ নং-১৭৮ (আপত্তি নং-২৩২)	১৪৫৩৬	চীনে প্রাক-জাহাজীকরণের ক্ষেত্রে প্রাপ্যের অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ	২,৪৯,৭১০
৬০	অনুচ্ছেদ নং-১৭৯ (আপত্তি নং-২৩৩)	১৪৫৩৭	নিউইয়র্কে Mou Negotiation এর জন্য সফর উপলক্ষ্যে প্রাপ্যের অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ	২,০৩,০৮৩
৬১	অনুচ্ছেদ নং-১৮০ (আপত্তি নং-২৩৪)	১৪৫৩৮	চীনে প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শনের ক্ষেত্রে প্রাপ্যের অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ	৬,৮৪,২২৭
৬২	অনুচ্ছেদ নং-১৮১ (আপত্তি নং-২৩৫)	১৪৫৩৯	বিএ ৩৪৯৭ ব্রিঃ জেনারেল ইহতেশামুস সামাদ চৌধুরী এবং অন্যান্য অফিসার কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্র সফর উপলক্ষ্যেবানানো ভাউচারের মাধ্যমে হোটেল ভাড়া ভিত্তিক প্রাপ্যের অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ	৮,৫৭,৬৪৬
৬৩	অনুচ্ছেদ নং-১৮৩ (আপত্তি নং-২৩৮)	১৪৫৪১	প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শনের নিমিত্ত যুক্তরাষ্ট্র সফর উপলক্ষ্যে প্রাপ্যের অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা পরিশোধ	৩,০৩,৩০০
৬৪	অনুচ্ছেদ নং-১৮৪ (আপত্তি নং-২৪০)	১৪৫৪২	মায়ানমার সফরে হোটেলে একই রুমে অবস্থান করে প্রাপ্যের অতিরিক্ত হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ	২,১৮,৭৬০
৬৫	অনুচ্ছেদ নং-১৮৫ (আপত্তি নং-২৪১)	১৪৫৪৩	দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন উপলক্ষ্যে অসংগতিপূর্ণ হোটেল বিল দিয়ে প্রাপ্যের অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ	৩,৯০,৭২০
৬৬	অনুচ্ছেদ নং-১৮৭ (আপত্তি নং-২১৮)	১৪৫৪৫	বিএ ৫৮৮৬ মেজর মুহাম্মদ নুরুল আমিন কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রে কোর্স এ অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে পকেট ভাতা গ্রহণ	১,৬৭,৬০৯
৬৭	অনুচ্ছেদ নং-১৮৮ (আপত্তি নং-২১৯)	১৪৫৪৬	বিএ-৬১৩৫ মেজর খলিল উল্লাহ কর্তৃক চীনে কোর্স উপলক্ষ্যে প্রাপ্যের অতিরিক্ত পকেট-ভাতা ও এমসিও গ্রহণ	১,১২,৫০৬
৬৮	অনুচ্ছেদ নং-১৮৯ (আপত্তি নং-২২০)	১৪৫৪৭	জাতিসংঘ প্রতিরক্ষা মিশনে মোতায়েনরত কন্টিনজেন্টসমূহে লজিষ্টিক রেকি ও সার্ভে করার নিমিত্ত ০৪ (চার) সদস্যের LRS Team এর ইউনামিড, দারফুর সফরকারীগণ কর্তৃক অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ	১,৮৮,৪১৫
৬৯	অনুচ্ছেদ নং-১৯০ (আপত্তি নং-২২১)	১৪৫৪৮	থাইল্যান্ড শিক্ষা সফর উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ	১,১৪,৭১৯
৭০	অনুচ্ছেদ নং-১৯১ (আপত্তি নং-২২২)	১৪৫৪৯	ফ্রান্স সফর (Army War Game Simulation System) উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ	১,৮৮,৭১৩
৭১	অনুচ্ছেদ নং-১৯২ (আপত্তি নং-২২৩)	১৪৫৫০	চীনে প্রাক-জাহাজীকরণ (NIV Carts SA 7.62mm×54mm Ball) উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ	১,০৩,২৭১
৭২	অনুচ্ছেদ নং-১৯৩ (আপত্তি নং-২২৭)	১৪৫৫১	তুরস্কে FAT এবং শিপমেন্ট উপলক্ষ্যে ভ্রমণের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ	২,৫৭,৩৪২
৭৩	অনুচ্ছেদ নং-১৯৪ (আপত্তি নং-২২৪)	১৪৫৫২	সুইডেনে প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ	১,১৮,২৮৭
৭৪	অনুচ্ছেদ নং-২০৫ (আপত্তি নং-৫৫)	১৪৫৬০	প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিমানভাড়া, থাকা-খাওয়া এর ব্যয় গ্রহণ করার শর্ত থাকা সত্বেও বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে দৈনিক ভাতা গ্রহণ	৮৮,৫৬০
৭৫	অনুচ্ছেদ নং-২১২ (আপত্তি নং-৮৯)	১৪৫৬৪	তুরস্ক সফর উপলক্ষ্যে ০২ (দুই) জন সেনা কর্মকর্তা কর্তৃক বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা বাবদ অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা ও আনুষাঙ্গিক সুবিধা গ্রহণ	৫২,৪৩৭

৭৬	অনুচ্ছেদ নং-২১৩ (আপত্তি নং-৯০)	১৪৫৬৫	মনুস্ক (ডিআর কঙ্গোতে সফর উপলক্ষ্যে) ৩ জন কর্মকর্তা কর্তৃক বৈদেশিক টিএ/ডিএ বিলে প্রাপ্যতা বহির্ভূত গ্রহণ	৯৮,২৮০
৭৭	অনুচ্ছেদ নং-২১৪ (আপত্তি নং-৯৫)	১৪৫৬৬	তুরস্কে TU-535 UN Military Observer Course এ অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে দৈনিক ভাতা গ্রহণ	৫৩,৪০০
৭৮	অনুচ্ছেদ নং-২১৮ (আপত্তি নং-১০৭)	১৪৫৬৮	বিএ-৪০৭৬ লেঃ কর্ণেল মোঃ আনিছুজ্জামান এবং বিএ-৩১৮৫ মেজর মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান কর্তৃক প্রাপ্যতা বহির্ভূত বৈদেশিক টিএ/ডিএ গ্রহণ	৮০,৮৮০
৭৯	অনুচ্ছেদ নং-২১৯ (আপত্তি নং-১০৮)	১৪৫৬৯	বিএ-৭৯০৪ ক্যাপ্টেন মোঃ আমান উল্লাহ আল জুমান, পদাতিকসহ ২ জন অফিসার কর্তৃক প্রাপ্যতা বহির্ভূত বৈদেশিক টিএ/ডিএ গ্রহণ	৮২,০৮০
৮০	অনুচ্ছেদ নং-২৩২ (আপত্তি নং-২০৪)	১৪৫৭৫	ভারতে Senior Defence Management Course-76 এ অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে দৈনিক ভাতা গ্রহণ।	৬১,৬২০
৮১	অনুচ্ছেদ নং-২৪২ (আপত্তি নং-১৬৭)	১৪৫৮১	ভারত সফরে ৬ জন সেনা কর্মকর্তা কর্তৃক প্রাপ্যের অতিরিক্ত হোটেলভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ	৯৪,৭৭০
৮২	অনুচ্ছেদ নং-২৪৯ (আপত্তি নং-২০০)	১৪৫৮৬	চীন ও দক্ষিণ কোরিয়া সফর উপলক্ষ্যে ৩ জন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রাপ্যতার অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ	৫৮,৫০০
৮৩	অনুচ্ছেদ নং-২৫১ (আপত্তি নং-১২৬)	১৪৫৮৮	বিএ-৪৪৪৬ লেঃ কর্ণেল মোঃ শাহিদুল ইসলাম, পিএসসি কর্তৃক অষ্ট্রেলিয়া সফর উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ	৮০,৮৮০
(২) এসএফসি (নেভী) নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬; লালাসরাই নাবিক কলোনী মিরপুর-১৪, ঢাকা।				
৮৪	আপত্তি নং-১৪	১৪৮৯০	ভারতে ভ্রমণ উপলক্ষ্যে বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলে ট্রানজিন ভাতা এবং হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ করায় আদায়যোগ্য।	৪,০৫,১৭৮
৮৫	আপত্তি নং-১৫	১৪৮৯১	অতিরিক্ত ট্রানজিট ভাতা, অতিরিক্ত হারে দৈনিক ভাতা এবংতৈরিকৃত ভাউচারের মাধ্যমে বাধ্যতামুলক অবস্থানের জন্য হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ করায় সরকারের আর্থক ক্ষতি।	৭,৫৭,৯২০
৮৬	আপত্তি নং-১৬	১৪৮৯২	পি নং-২১৮ রিয়াল এডমিরাল এএমএমএম আওরঙ্গজেব চৌধুরী ও পি নং-৬৭৭ ক্যাপ্টেন এমএনজি মুক্তাদির কর্তৃক **অতিরিক্ত ট্রানজিট ভাতা এবং** তৈরিকৃত ভাউচারের মাধ্যমে হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ করায় অতিরিক্ত গ্রহণ	২,৪০,০৯২
৮৭	আপত্তি নং-২০	১৪৮৯৬	পি নং-৪৫৮ কমডোর এম আবু আশরাফ ও পি নং-৪৬৩ ক্যাপ্টেন এম কামরুল হক চৌধুরী এর বৈদেশিক টিএ/ডিএ বিলে অতিরিক্ত যাতায়াত ভাতা ও হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ করায় অতিরিক্ত গ্রহণ	১,৩৮,৭৮৬
৮৮	আপত্তি নং-২১	১৪৮৯৭	পি নং ৩০৭ রিয়াল এডমিরাল এম শাহীন ইকবালকে কর্তৃক **বৈদেশিক** ভ্রমণের ক্ষেত্রে টার্মি**নাল চার্জ এবং হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা বাবদ** অতিরিক্ত অর্থ **গ্রহণ করায় ক্ষতি**	৯১,৮৯৩

৮৯	আপত্তি নং-২২	১৪৮৯৮	অসংগতিপূর্ণ **ভাউচার এর মাধ্যমে প্রকৃত দিনের অতিরিক্ত দিনে হোটেল** ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ যা বৈদেশিক মুদ্রায় ফেরতযোগ্য অন্যথায় দেশীয় মূদ্রায় আদায়যোগ্য	১,৩০,৮৩৮
৯০	আপত্তি নং-২৪	১৪৯০০	পিনং-৩৪৪ কমডোর এম খালেদ ইকবাল বিদেশে অবস্থানের জন্য বিধি বহির্ভূতভাবে হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা বাবদ অর্থ গ্রহণ করায় সরকারের আর্থক ক্ষতি।	৬৯,২৬৩
৯১	আপত্তি নং-২৭	১৪৯০১	অতিরিক্ত ট্রানজিট, তৈরিকৃত ভাউচার দ্বারা হোটেল ভিত্তিক দৈনিক এবং বাধ্যতামুলক অবস্থানের জন্য হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ করায় সরকারের আর্থক ক্ষতি।	১,৫৭,৪৫০
৯২	আপত্তি নং-২৮	১৪৯০২	এএফডি এর জিওতে উল্লেখিত সময়ের চেয়ে অতিরিক্ত সময় যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানের জন্য ০২জন অতিরিক্ত ট্রানজিট ভাতা গ্রহণ করায় সরকারের আর্থক ক্ষতি।	২,৫৩,৪৩৪
৯৩	আপত্তি নং-২৯	১৪৯০৩	০২ জন লেঃ কর্মকর্তা কতৃক নৌ বাহিনী প্রধানের সফর সংগী হিসাবে অষ্ট্রেলিয়া সফর উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত ট্রানজিট ভাতা, তৈরিকৃত ভাউচার দ্বারা হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক এবং বাধ্যতামুলক অবস্থানে জন্য হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ	৩,১২,৯৮০
৯৪	আপত্তি নং-৩০	১৪৯০৪	৫ জন নৌ বাহিনীর কর্মকর্তা কর্তৃক বৈদেশিক ভ্রমণ উপলক্ষ্যে ট্রানজিট ভাতা, দৈনিক ভাতা বাবদ অতিরিক্ত গ্রহণ।	১,৫৬,৬৪৩
৯৫	আপত্তি নং-৩১	১৪৯০৫	পি নং-৬৩৩ কমান্ডার নজরুল ইসলাম ও পি নং-১৯৭১ লেঃ কামরুল হাসান কর্তৃক সিংগাপুর ও যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত বিমান ভাড়া ও দৈনিক ভাতা গ্রহণ।	৫,৪০,৭২০
৯৬	আপত্তি নং-৩২	১৪৯০৬	পি নং-৬৭৭ ক্যাপ্টেন এম নঈম গোলাম মোক্তাদির ও পি নং-৯৮৬ কমাঃ এম হাবিব-উল-আলম কর্তৃক বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে তৈরিকৃত ভাউচার মাধ্যমে বাধ্যতামুলক অবস্থানের জন্য হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা বাবদ অর্থ গ্রহণ।	১,৫৮,৭২৭
৯৭	আপত্তি নং-৮২	১৪৯৪৫	পাকিস্তানে প্রশিক্ষণকালে পি নং ১১৫৩ লেঃ কমান্ডার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম কর্তৃক বৈদেশিক টিএ ডিএ বিলে অতিরিক্ত গ্রহণ।	১০,৯৪,৯৯৯
৯৮	আপত্তি নং-৮৫	১৪৯৪৮	ইতালীতে Osx Otomat Mk-Ii Missile And Missile System GI FAT, PSI I Spare Inspection উপলক্ষ্যে ৩ জন নৌ বাহিনীর কর্মকর্তা কর্তৃক প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে দৈনিক ভাতা গ্রহণ।	২,২৩,৬৯৫
৯৯	আপত্তি নং-৯৩	১৪৯৫৪	ইতালিতে সফর উপলক্ষ্যে সরবরাহকারীর প্রদত্ত বিমান ভাড়া, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা সত্বেও দৈনিক ভাতা গ্রহণের ফলে সরকারি ক্ষতি।	১,২০,৯৪১

১০০	আপত্তি নং-৯৫	১৪৯৫৬	যুক্তরাষ্ট্রে পি নং-৬৮১ ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আলী চৌধুরী কর্তৃক কোর্স এ অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে প্রাপ্যতাবিহীনভাবে পথিমধ্যে বাধ্যতামূলক অবস্থান এর জন্য দৈনিক ভাতা গ্রহণ।	৩,৭৮,৯৪৪
১০১	আপত্তি নং-৯৬	১৪৯৫৭	চীনে পরিদর্শণকালে আয়োজক থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা সত্বেও ১ দিনের বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য দৈনিক ভাতা গ্রহণ যা বৈদেশিক মুদ্রায় ফেরত নতুবা দেশীয় মুদ্রায় দেড়গুণ হারে আদায়যোগ্য।	১,৭৪,৫৭৬
১০২	আপত্তি নং-৯৭	১৪৯৫৮	পথিমধ্যে এয়ারলাইন্স হোটেল সুবিধা প্রদান করা সত্বেও বাধ্যতামূলক অবস্থান দেখিয়ে দৈনিক ভাতা গ্রহণ।	২,০৭,৭৩৯
১০৩	আপত্তি নং-১০০	১৪৯৬১	অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত ৪র্থ ইন্ডিয়ান ওশেন নেভাল সিম্পোজিয়াম সেমিনার ও কনক্লেভ অব চীপস এ অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে প্রাক্তন নৌ বাহিনী প্রধান কর্তৃক অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ।	১,৪৫,৮৯২
১০৪	আপত্তি নং-১০৪	১৪৯৬৫	যুক্তরাষ্ট্রে Joint Visual Inspection উপলক্ষ্যে ভ্রমণের ক্ষেত্রে ১ দিনের অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা ও অনুসঙ্গিক সুবিধা গ্রহণ।	২,০৬,৮৩২
১০৫	আপত্তি নং-১০৫	১৪৯৬৬	পি নং-১১২৫ কমান্ডার এম এনামূল ইসলাম কর্তৃক তুরস্ক ভ্রমণ উপলক্ষ্যে কৃত্রিম হোটেল বিলের মাধ্যমে প্রাপ্যের অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ।	১,৯০,২০৪
(৩) এসএফসি (বিমান) ঢাকা ক্যান্ট; নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।				
১০৬	আপত্তি নং-	২৫০৪২	১৬টি YAK-130 Combat প্রশিক্ষণ বিমানের ক্রয় সংশ্লিষ্ট স্টেজ ইন্সপেকশন উপলক্ষ্যে রাশিয়াতে সফর উপলক্ষ্যে ভ্রমণভাতা বিলে বাধ্যতামূলক অবস্থান দেখিয়ে কম্প্রিহেনসিভ ডিএ এর পরিবর্তে পূর্ণ হারে ডিএ গ্রহণ এবং অগ্রিম গৃহীত অর্থ সমন্বয় না করায় আদায়যোগ্য।	৬,৪৬,৭০৯
১০৭	আপত্তি নং-	২৫০৪৩	রাশিয়াতে ১৬টি YAK-130 COMBAT প্রশিক্ষণের পিএসআই উপলক্ষ্যে ভ্রমণের ক্ষেত্রে আনঅথিনটিকেটেড হোটেল বিল দাখিল ও বাধ্যতামূলক অবস্থান দেখিয়ে দৈনিক ভাতা গ্রহণ।	১৬,৮২,৯৪১
১০৮	আপত্তি নং-	২৫০৪৫	সরকার অনুমোদিত দিনের অতিরিক্ত সময় বিদেশে অবস্থান করে অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ।	১,৩৪,০৬৪
১০৯	আপত্তি নং-	২৫০৫৮	চীনে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে প্রাপ্যতাবিহীন কম্প্রিহেনসিভ ডিএ গ্রহণ।	১,৩২,০৮৫
১১০	আপত্তি নং-	২৫০৬০	পাকিস্তানে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে বিডি/৮৭৭৪ স্কোয়াড্রন লীডার (বর্তমানে উইং কমান্ডার) মোঃ মনিরুল ইসলাম কর্তৃক টিএ/ডিএ বাবদ অতিরিক্ত গ্রহণ	৫,৩৯,৩৮৮
১১১	আপত্তি নং-	২৫০৬২	রাশিয়তে প্রাক জাহাজীকরণ পরিদর্শন উপলক্ষ্যে বিমান বাহিনীর ১০ জন কর্মকর্তা ও বিমানসেনা কর্তৃক বিধি বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ।	৬,২৬,৩৩৬

১১২	আপত্তি নং-	২৫০৬৩	পাকিস্তানে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে বিডি/৮৫১৭ উইং কমান্ডার কাজী ইকবাল করিম কর্তৃক বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলে প্রাপ্যতাবিহীন অর্থ গ্রহণ করায় আদায়যোগ্য।	৭,৬৫,৬৩৬
(৪)এফসি (আর্মি) পে-২, ঢাকা ক্যান্ট; নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৬				
১১৩	আপত্তি নং-	১৪৫৯২	সিঙ্গাপুরে প্রশিক্ষনে গমনকারী সৈনিকগনকে প্রাপ্যের চেয়ে অতিরিক্ত হারে দৈনিক ভাতা পরিশোধ করায় ক্ষতি।	১,২৬,৮৯৪
১১৪	আপত্তি নং-	১৪৬২২	বৈদেশিক টিএ/ডিএ বিলে এফজিও আনুযায়ী প্রাপ্য সময়ের চেয়ে অতিরিক্ত সময়ের অর্থ প্রদান করায় ক্ষতি।	৫,৭০,৬৫৩
সর্বমোট টাকা =				১৩,৭৭,০৮,১৬৪

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(১)

এপি নং- ১৪৩৬০; (আপত্তি নং-৩৬)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

_(এনডিসি-২০১৪, গ্রুপ-১ ভারত-ব্রুনাই-অষ্ট্রেলিয়া) কোর্সের কর্মকর্তাদের নামীয় তালিকা

ক্রঃনং	ব্যক্তিগত নম্বর, পদবী ও নাম	ফেরতযোগ্য
১	এভিএম এম সানাউল হক, এনডিসি,পিএসসি, (বিডি/৭৪০০),জিডিপি	মাঃ ডঃ ৩৭৩০.২০ বা টাকা ৪,৪৭,৬২৪.০০
২	বিএ-২৫০৭ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রেজুয়ানুল হক চৌধুরী, এএফডব্লিউসি, পিএসসি	মাঃ ডঃ ৩৭৩০.২০ বা টাকা ৪,৪৭,৬২৪.০০
৩	বিএ-২৬৯৩ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্দুল্লাহ-আল-আজহার, পিএসসি	মাঃ ডঃ ৩৭৩০.২০ বা টাকা ৪,৪৭,৬২৪.০০
৪	বিএ-২৭৬৬ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল দেওয়ান শেখ মোঃ শহীদুল ইসলাম, এএফডব্লিউসি, পিএসসি	মাঃ ডঃ ৩৭৩০.২০ বা টাকা ৪,৪৭,৬২৪.০০
৫	বিএ-২৮১৬ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নুরুল আজিম, পিএসসি	মাঃ ডঃ ৩৭৩০.২০ বা টাকা ৪,৪৭,৬২৪.০০
৬	বিএ-২৮৮৮ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মামুন অর রশীদ, পিএসসি	মাঃ ডঃ ৩৭৩০.২০ বা টাকা ৪,৪৭,৬২৪.০০
৭	বিএ-২৯০৫ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ এমদাদ উল বারী	মাঃ ডঃ ৩৭৩০.২০ বা টাকা ৪,৪৭,৬২৪.০০
৮	বিএ-৩০২৫ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আবুল হাশেম, পিএসসি	মাঃ ডঃ ৩৭৩০.২০ বা টাকা ৪,৪৭,৬২৪.০০
৯	বিএ-৩০৫৬ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ সাফিনুল ইসলাম, পিএসসি	মাঃ ডঃ ৩৭৩০.২০ বা টাকা ৪,৪৭,৬২৪.০০
১০	বিএ-৩১৩৫ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ রাশেদ আমিন, পিএসসি	মাঃ ডঃ ৩৭৩০.২০ বা টাকা ৪,৪৭,৬২৪.০০
১১	বিএ-৩১৪১ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবু ওহাব মোঃ হাফীজুল হক, পিএসসি	মাঃ ডঃ ৩৭৩০.২০ বা টাকা ৪,৪৭,৬২৪.০০
১২	বিএ-৩৫৪০ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এটিএম আনিসুজ্জামান,বিপি, পিএসসি	মাঃ ডঃ ৩৭৩০.২০ বা টাকা ৪,৪৭,৬২৪.০০
১৩	পি নং-৩৯৭ কমডোর মুহাম্মদ আবিদুর রহমান, এনডি, পিএসসি, বিএন	মাঃ ডঃ ৩৭৩০.২০ বা টাকা ৪,৪৭,৬২৪.০০
১৪	গ্রুপ ক্যাপ্টেন সৈয়দ সাকিল আলী, পিএসসি, (বিডি/৭৯২৪)	মাঃ ডঃ ৩৭৩০.২০ বা টাকা ৪,৪৭,৬২৪.০০
১৫	আইডি নং-৩৫৬৯ যুগ্ম-সচিব এএএম নছিহুল কামাল	মাঃ ডঃ ৩৭৩০.২০ বা টাকা ৪,৪৭,৬২৪.০০
১৬	আইডি নং-৪৬৯৬ যুগ্ম-সচিব ড. সৈয়দ আবু আসাদ	মাঃ ডঃ ৩৭৩০.২০ বা টাকা ৪,৪৭,৬২৪.০০
১৭	আইডি নং-৪৮২০ যুগ্ম-সচিব রহমত উল্লাহ মোঃ দস্তগীর	মাঃ ডঃ ৩৭৩০.২০ বা টাকা ৪,৪৭,৬২৪.০০
১৮	আইডি নং-৫৩৪৯ যুগ্ম-সচিব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন	মাঃ ডঃ ৩৭৩০.২০ বা টাকা ৪,৪৭,৬২৪.০০
১৯	আইডি নং-৭৩৬৩ যুগ্ম-সচিব ড. মোঃ জাকির হোসেন	মাঃ ডঃ ৩৭৩০.২০ বা টাকা ৪,৪৭,৬২৪.০০
২০	এনএন/১৫৭৯ ক্যাপ্টেন কেও ওজো	মাঃ ডঃ ৩৭৩০.২০ বা টাকা ৪,৪৭,৬২৪.০০
২১	বিএ-৩৯৬১ কর্ণেল মোঃ মাহবুব উল আলম, এএফ ডব্লিউ সি, পিএসসি	মাঃ ডঃ ৩২১৭.৮০ বা টাকা ৩,৮৬,১৩৬.০০
২২	বিএ-৪৪৮৬ মেজর মোঃ শহীদুল আলম	মাঃ ডঃ ৩২১৭.৮০ বা টাকা ৩,৮৬,১৩৬.০০
২৩	বিএ-৫৭৫৯ মেজর ওয়াসিউদ্দীন আহমেদ, পিএসসি	মাঃ ডঃ ৩২১৭.৮০ বা টাকা ৩,৮৬,১৩৬.০০
	মোট=	মাঃ ডঃ ৮৪,২৫৭.৪০ বা প্রতি ডলার ৮০ টাকা হিসাবে দেড়গুণ হারে টাকা ১,০১,১০,৮৮৮.০০

১ মাঃ ডঃ = ৮০ টাকা

পরিশিষ্ট-১(১)(i)

অনুচ্ছেদ-১ (আপত্তি নং-৩৬)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

(এনডিসি-২০১৪, গ্রুপ-১ ভারত-ব্রুনাই-অষ্ট্রেলিয়া),

ব্রিঃ জেনারেল ও তদুর্ধ পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্তৃক অতিরিক্ত গ্রহণ

দেশ	গ্রহণ (হোটেল ভাড়া ভিত্তিক) মাঃ ডঃ	প্রাপ্য (সর্বসাকুল্য ভাতা) মাঃ ডঃ	অতিরিক্ত গ্রহণ (১ মাঃ ডলার=৮০টাকা)মাঃ ডঃ
ভারত	৮ দিন×মাঃ ডঃ ৩১৭=মাঃ ডঃ ২৫৩৬	৭ দিন×১৬৫= মাঃ ডঃ ১১৫৫	মাঃ ডঃ ১৩৮১ বা দেশীয় মুদ্রায় টাকা ১,৬৫,৭২০ (মাঃ ডঃ ১৩৮১× ৮০×১.৫ গুণ)
ব্রুনাই	৪ দিন × মাঃ ডঃ ২৮৩=মাঃ ডঃ ১১৩২	৪ দিন×১৫১= মাঃ ডঃ ৬০৪	মাঃ ডঃ ৫২৮ বা দেশীয় মুদ্রায় টাকা ৬৩,৩৬০ (মাঃ ডঃ ৫২৮×৮০×১.৫ গুণ)
অষ্ট্রেলিয়া	৭ দিন × মাঃ ডঃ ৩৮১=মাঃ ডঃ ২৬৬৭	২০.০৯.২০১৪-২৬.০৯.২০১৪ পর্যন্ত ৬দিন×মাঃ ডঃ ২০২=মাঃ ডঃ ১২১২	মাঃ ডঃ ১৪৫৫ বা টাকা ১,৭৪,৬০০ (মাঃ ডঃ ১৪৫৫×৮০×১.৫ গুণ)
অভ্যন্তরীণ যাতায়াত	ভারত মাঃ ডঃ ১৪৫.০০ ব্রুনাই মাঃ ডঃ ৬৫.৬০ অষ্ট্রেলিয়া মাঃ ডঃ ১৫৫.৬০ মাঃ ডঃ ৩৬৬.২০	যথাযথ ভাউচার না হওয়ায় প্রাপ্য নয়	মাঃ ডঃ ৩৬৬.২০ বা টাকা ৪৩,৯৪৪ (মাঃ ডঃ ৩৬৬.২০×৮০×১.৫ গুণ)
		মোট	মাঃ ডঃ ৩৭৩০.২০ বা টাকা ৪,৪৭,৬২৪.০০

পরিশিষ্ট-১(১) এর ক্রমিক নং-১ হতে ২০ পর্যন্ত ২০ জন কর্মকর্তার নিকট হতে মোট আদায়যোগ্য (৪,৪৭,৬২৪×২০) টাকা ৮৯,৫২,৪৮০।

কর্ণেল ও তদনিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্তৃক অতিরিক্ত গ্রহণ

দেশ	গ্রহণ (হোটেল ভাড়া ভিত্তিক) মাঃ ডঃ	প্রাপ্য (সর্বসাকুল্য ভাতা) মাঃ ডঃ	অতিরিক্ত গ্রহণ (১ মাঃ ডলার=৮০টাকা)মাঃ ডঃ
ভারত	৮ দিন×মাঃ ডঃ ২৭৩= মাঃ ডঃ ২১৬৪	৭ দিন×১৫১= মাঃ ডঃ ১০৫৭	মাঃ ডঃ ১১০৭ বা টাকা ১,৩২,৮৪০ (মাঃ ডঃ ১১০৭×৮০×১.৫ গুণ)
ব্রুনাই	৪ দিন × মাঃ ডঃ ২৪২= মাঃ ডঃ ৯৬৮	৪ দিন×১৩৭= মাঃ ডঃ ৫৪৮	মাঃ ডঃ ৪২০ বা দেশীয় মুদ্রায় টাকা ৫০,৪০০ (মাঃ ডঃ ৪২০×৮০×১.৫ গুণ)
অষ্ট্রেলিয়া	৭ দিন × মাঃ ডঃ ৩৩৭ = মাঃ ডঃ ২৩৫৯	৬দিন×মাঃ ডঃ ১৭৮=মাঃ ডঃ ১০৬৮	মাঃ ডঃ ১২৯১ বা টাকা ১,৫৪,৯২০ (মাঃ ডঃ ১২৯১×৮০×১.৫ গুণ)
অভ্যন্তরীণ যাতায়াত	ভারত মাঃ ডঃ ১৫৬.২০ ব্রুনাই মাঃ ডঃ ৭১.২০ অষ্ট্রেলিয়া মাঃ ডঃ ১৭২.৪০ মাঃ ডঃ ৩৯৯.৮০	যথাযথ ভাউচার না হওয়ায় প্রাপ্য নয়	মাঃ ডঃ ৩৯৯.৮০ বা টাকা ৪৭,৯৭৬ (মাঃ ডঃ ৩৯৯.৮০×৮০×১.৫ গুণ)
		মোট	মাঃ ডঃ ৩২১৭.৮০ বা টাকা ৩,৮৬,১৩৬.০০

পরিশিষ্ট-১(১) এর ক্রমিক নং-২১ হতে ২৩ পর্যন্ত ৩ জন কর্মকর্তার নিকট হতে আদায়যোগ্য (৩,৮৬,১৩৬×৩জন) টাকা ১১,৫৮,৪০৮। সুতরাং সর্বমোট আদায়যোগ্য (৮৯,৫২,৪৮০+১১,৫৮,৪০৮) = ১,০১,১০,৮৮৮ টাকা।

অনুচ্ছেদ-১
পরিশিষ্ট-১(২)
এপি নং- ১৪৩৬২; (আপত্তি-৮৭)
ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬
(এনডিসি-২০১৪, গ্রুপ-৩ শ্রীলংকা-কুয়েত-ইতালি) কোর্সের কর্মকর্তাদের নামীয় তালিকা

ক্রঃনং	ব্যক্তিগত নম্বর, পদবী ও নাম	ফেরতযোগ্য
১	পি নং-২৬৯ রিয়ার এডমিরাল মুহাম্মদ আনওয়ারুল ইসলাম,এনডিসি,এএফডব্লিউসি, পিএসসি	মাঃ ডঃ ৩৬৫৭.৯০ বা টাকা ৪,৩৮,৯৪৮.০০
২	বিএ-২৪২৯ মেজর জেনারেল এ কে এম আব্দুর রহমান, এনডিসি, পিএসসি	মাঃ ডঃ ৩৬৫৭.৯০ বা টাকা ৪,৩৮,৯৪৮.০০
৩	বিএ-২৩০০ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম, পিএসসি, জি+	মাঃ ডঃ ৩৬৫৭.৯০ বা টাকা ৪,৩৮,৯৪৮.০০
৪	বিএ-২৩২২ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আলী মুরতজা খাঁন, এএফডব্লিউসি,পিএসসি	মাঃ ডঃ ৩৬৫৭.৯০ বা টাকা ৪,৩৮,৯৪৮.০০
৫	বিএ-২৬৬৫ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ মাহবুবুল হক, এএফডব্লিউসি, পিএসসি	মাঃ ডঃ ৩৬৫৭.৯০ বা টাকা ৪,৩৮,৯৪৮.০০
৬	বিএ-২৭৭৩ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ তারিকুল আলম, পিএসসি	মাঃ ডঃ ৩৬৫৭.৯০ বা টাকা ৪,৩৮,৯৪৮.০০
৭	বিএ-৩১৩৯ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, পিএসসি	মাঃ ডঃ ৩৬৫৭.৯০ বা টাকা ৪,৩৮,৯৪৮.০০
৮	বিএ-৩১৪৯ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ রবিউল ইবনে কামরুল, পিএসসি,	মাঃ ডঃ ৩৬৫৭.৯০ বা টাকা ৪,৩৮,৯৪৮.০০
৯	বিএ-৩১৫৯ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ জাহিদ হাছান, পিএসসি	মাঃ ডঃ ৩৬৫৭.৯০ বা টাকা ৪,৩৮,৯৪৮.০০
১০	বিএ-৩২৪৭ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবু সালেহ মোঃ গোলাম আম্বিয়া,এএফডব্লিউসি, পিএসসি	মাঃ ডঃ ৩৬৫৭.৯০ বা টাকা ৪,৩৮,৯৪৮.০০
১১	বিএ-৩৩৩৩ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ রফিকুল ইসলাম, এএফডব্লিউসি,পিএসসি	মাঃ ডঃ ৩৬৫৭.৯০ বা টাকা ৪,৩৮,৯৪৮.০০
১২	পি নং-৪৬৭ কমডোর মোঃ মোজাম্মেল হক (জি), পিএসসি, বিএন	মাঃ ডঃ ৩৬৫৭.৯০ বা টাকা ৪,৩৮,৯৪৮.০০
১৩	গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোঃ ওয়াহেদুজ্জামান, পিএসসি (বিডি/৮৩১০) জিডি(পি)	মাঃ ডঃ ৩৬৫৭.৯০ বা টাকা ৪,৩৮,৯৪৮.০০
১৪	আইডি নং-৪০২৪ যুগ্ম-সচিব ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল	মাঃ ডঃ ৩৬৫৭.৯০ বা টাকা ৪,৩৮,৯৪৮.০০
১৫	আইডি নং-৪৬৪৩ যুগ্ম-সচিব ড. ইয়ামীন আকবরী	মাঃ ডঃ ৩৬৫৭.৯০ বা টাকা ৪,৩৮,৯৪৮.০০
১৬	আইডি নং-৪৬৬৬ যুগ্ম-সচিব হোসনে আরা	মাঃ ডঃ ৩৬৫৭.৯০ বা টাকা ৪,৩৮,৯৪৮.০০
১৭	বিপি ৬২৮৮০২৭৮৮৩ ডিআইজি মোঃ নাজিবুর রহমান	মাঃ ডঃ ৩৬৫৭.৯০ বা টাকা ৪,৩৮,৯৪৮.০০
১৮	০০৯৪ ডিজি মোঃ জসিম উদ্দিন	মাঃ ডঃ ৩৬৫৭.৯০ বা টাকা ৪,৩৮,৯৪৮.০০
১৯	ঘ/৮৬৯৪ Col CV Eze	মাঃ ডঃ ৪১৫৬.৯০ বা টাকা ৪,৬১,০২৮.০০
২০	স্কোয়াড্রন লীডার এম ফরহাদ হোসেন খান (বিডি/৮৭৯৯), এটিসি	মাঃ ডঃ ৩৩৮০.৫০ বা টাকা ৩,৬৭,৮৬০.০০
২১	বিএ-৭৩৭২ মেজর মোঃ আলমগীর হোসেন	মাঃ ডঃ ৩৩৮০.৫০ বা টাকা ৩,৬৭,৮৬০.০০
২২	বিএ-৫২২১ মেজর মোহাম্মদ আলী আককাছ	মাঃ ডঃ ৩৩৮০.৫০ বা টাকা ৩,৬৭,৮৬০.০০
	মোট =	মাঃ ডঃ ৮০১৪০.৬০ বা টাকা ৯৪,৬৫,৬৭২.০০

বিনিময় হার ১ মাঃ ডঃ = ৮০ টাকা হিসাবে দেড়গুণ হারে আদায়যোগ্য

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(২)(i); (আপত্তি-৮৭)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

(এনডিসি-২০১৪, গ্রুপ-৩ শ্রীলংকা-কুয়েত-ইতালি),

ব্রিঃ জেনারেল ও তদুর্ধ পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্তৃক অতিরিক্ত গ্রহণ

দেশ	গ্রহণ (হোটেল ভাড়া ভিত্তিক) মাঃ ডঃ	প্রাপ্য (সর্বসাকুল্য ভাতা) মাঃ ডঃ	অতিরিক্ত গ্রহণ (মাঃ ডলার)
শ্রীলংকা	৭ দিন×মাঃ ডঃ ২৮৩= মাঃ ডঃ ১৯৮১	৭ দিন×১৫১= মাঃ ডঃ ১০৫৭	মাঃ ডঃ ৯২৪ বা টাকা ১,১০,৮৮০.০০ (মাঃ ডঃ ৯২৪× ৮০×১.৫ গুণ)
কুয়েত	৬ দিন × মাঃ ডঃ ৩৮১= মাঃ ডঃ ২২৮৬	৬ দিন×২০২= মাঃ ডঃ ১২১২	মাঃ ডঃ ১০৭৪ বা টাকা ১,২৮,৮৮০ (মাঃ ডঃ ১০৭৪×৮০×১.৫ গুণ)
ইতালী	৬ দিন × মাঃ ডঃ ৩৮১= মাঃ ডঃ ২২৮৬	৫ দিন×২০২= মাঃ ডঃ ১০১০ (২০.০৯.২০১৪-২৫.০৯.২০১৪ পর্যন্ত ৫ রাত্রির জন্য ৫ দিনের প্রাপ্য)	মাঃ ডঃ ১২৭৬ বা টাকা ১,৫৩,১২০.০০ (মাঃ ডঃ ১২৭৬×৮০×১.৫ গুণ)
অভ্যন্তরীণ যাতায়াত	শ্রীলঙ্কা মাঃ ডঃ ১১৬.৩০ কুয়েত মাঃ ডঃ ১৩৩.৮০ ইটালী মাঃ ডঃ ১৩৩.৮০ মাঃ ডঃ ৩৮৩.৯০	যথাযথ ভাউচার না হওয়ায় প্রাপ্য নয়	মাঃ ডঃ ৩৮৩.৯০ বা টাকা ৪৬,০৬৮.০০ (মাঃ ডঃ ৩৮৩.৯০×৮০×১.৫ গুণ)
		মোট	মাঃ ডঃ ৩৬৫৭.৯০ বা টাকা ৪,৩৮,৯৪৮.০০
পরিশিষ্ট-১(২) এর ক্রমিক ১ হতে ১৮ পর্যন্ত ১৮ জনের (৪,৩৮,৯৪৮.০০×১৮) ৭৯,০১,০৬৪ টাকা।			

ঘ/৮৬৯৪ Col CV Eze এর নিকট হতে পাওনা

দেশ	গ্রহণ (হোটেল ভাড়া ভিত্তিক) মাঃ ডঃ	প্রাপ্য (সর্বসাকুল্য ভাতা) মাঃ ডঃ	অতিরিক্ত গ্রহণ (মাঃ ডলার)
শ্রীলংকা	৭ দিন×মাঃ ডঃ ২৮৩= মাঃ ডঃ ১৯৮১	৭ দিন×১৩৭ মাঃ ডঃ ৯৫৯	মাঃ ডঃ ১০২২ বা টাকা ১,২২,৬৪০.০০ (মাঃ ডঃ ১০২২× ৮০×১.৫ গুণ)
কুয়েত	৬ দিন × মাঃ ডঃ ৩৮১= মাঃ ডঃ ২২৮৬	৭ দিন×১৭৮= মাঃ ডঃ ১২৪৬	মাঃ ডঃ ১০৪০ বা টাকা ১,২৪,৮০০ (মাঃ ডঃ ১০৪০×৮০×১.৫ গুণ)
ইতালী	৬ দিন×মাঃ ডঃ ৩৮১= মাঃ ডঃ ২২৮৬	৫ দিন×১৭৮= মাঃ ডঃ ৮৯০ (২০.০৯.২০১৪-২৫.০৯.২০১৪ পর্যন্ত ৫ রাত্রির জন্য ৫ দিনের প্রাপ্য)	মাঃ ডঃ ১৩৯৬ বা টাকা ১,৬৭,৫২০.০০ (মাঃ ডঃ ১৩৯৬×৮০×১.৫ গুণ)
অভ্যন্তরীণ যাতায়াত	শ্রীলঙ্কা ১১৬.৩০ মাঃ ডঃ+ কুয়েত মাঃ ডঃ ১৩৩.৮০+ইটালী ১৩৩.৮০ মাঃ ডঃ ৩৮৩.৯০ মাঃ ডঃ	যথাযথ ভাউচার না হওয়ায় প্রাপ্য নয়	মাঃ ডঃ ৩৮৩.৯০ বা টাকা ৪৬,০৬৮.০০ (মাঃ ডঃ ৩৮৩.৯০×৮০×১.৫ গুণ)
			মাঃ ডঃ ৩৮৪১.০৯ বা টাকা ৪,৬১,০২৮
পরিশিষ্ট-**১(২) ক্রমিক নং-১৯ এর মোট=(১ জন×৪,৬১,০২৮টাকা)**			৪,৬১,০২৮.০০
কর্ণেল ও তদনিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্তৃক অতিরিক্ত গ্রহণ			
শ্রীলংকা	৭ দিন×মাঃ ডঃ ২৪২=মাঃ ডঃ ১৬৯৪	৭ দিন×১৩৭ মাঃ ডঃ ৯৫৯	মাঃ ডঃ ৭৩৫ বা টাকা (মাঃ ডঃ৭৩৫× ৮০×১.৫ গুণ) ৮৮,২০০.০০

কুয়েত	৬ দিন × মাঃ ডঃ ৩৩৭=মাঃ ডঃ ২০২২	৭ দিন×১৭৮= মাঃ ডঃ ১২৪৬	মাঃ ডঃ ৭৭৬ বা টাকা (মাঃ ডঃ ৭৭৬×৮০×১.৫ গুণ) ৯৩,১২০.০০
ইতালী	৬ দিন × মাঃ ডঃ ৩৩৭=মাঃ ডঃ ২০২২	৫ দিন×১৭৮= মাঃ ডঃ ৮৯০ (২০.০৯.২০১৪-২৫.০৯.২০১৪ পর্যন্ত ৫ রাত্রির জন্য ৫ দিনের প্রাপ্য)	মাঃ ডঃ ১১৩২ বা টাকা ১,৩৫,৮৪০.০০ (মাঃ ডঃ ১১৩২×৮০×১.৫ গুণ)
অভ্যন্তরীণ যাতায়াত	শ্রীলঙ্কা মাঃ ডঃ ১২৬.১০+ কুয়েত মাঃ ডঃ ১৪৮.২০+ ইটালী মাঃ ডঃ ১৪৮.২০= মাঃ ডঃ ৪২২.৫০	যথাযথ ভাউচার না হওয়ায় প্রাপ্য নয়	মাঃ ডঃ ৪২২.৫০ বা টাকা ৫০,৭০০.০০ (মাঃ ডঃ ৪২২.৫০×৮০×১.৫ গুণ)
মোট=			মাঃ ডঃ ৩০৬৫ বা টাকা ৩,৬৭,৮৬০
পরিশিষ্ট-১(২) ক্রমিক ২০ হতে ২২ পর্যন্ত ৩ জনের নিকট হতে মোট আদায়যোগ্য টাকা (৩,৬৭,৮৬০×৩) ১১,০৩,৫৮০			

সুতরাং সর্বমোট আদায়যোগ্য (৭৯,০১,০৬৪+৪,৬১,০২৮+১১,০৩,৫৮০) ৯৪,৬৫,৬৭২ টাকা।

অনুচ্ছেদ নং-০১

পরিশিষ্ট-১(৩)

এপি নং- ১৪৩৬৩; (আপত্তি নং-৩৮)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

(এনডিসি-২০১৪, গ্রুপ-২ নেপাল-ইউএই-যুক্তরাজ্য) কোর্সের ১৭ জন কর্মকর্তাদের নামীয় তালিকা

ক্রঃনং	ব্যক্তিগত নম্বর, পদবী ও নাম	ফেরতযোগ্য
১	বিএ-২০৫৮ ব্রিঃ জেনারেল মোহাম্মদ সেলিম, পিএসসি	মাঃ ডঃ ৩৯০৯.৬০ বা টাকা ৪,৬৯,১৫২.০০
২	বিএ-২৭৫৬ ব্রিঃ জেনারেল মোঃ আব্দুর রউফ, এএফডব্লিউসি,পিএসসি	মাঃ ডঃ ৩৯০৯.৬০ বা টাকা ৪,৬৯,১৫২.০০
৩	বিএ-১০০৬০৭ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আফজালুর রহমান,এমপিএইচ	মাঃ ডঃ ৩৯০৯.৬০ বা টাকা ৪,৬৯,১৫২.০০
৪	বিএ-৩০০৯ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহম্মদ শাম্স-উল-হুদা, এএফডব্লিউসি,পিএসসি	মাঃ ডঃ ৩৯০৯.৬০ বা টাকা ৪,৬৯,১৫২.০০
৫	বিএ-৩১১৬ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ সাইফুল আবেদীন, পিএসসি	মাঃ ডঃ ৩৯০৯.৬০ বা টাকা ৪,৬৯,১৫২.০০
৬	বিএ-৩১২৯ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ সরোয়ার হোসেন, এইচডিএমসি,পিএসসি	মাঃ ডঃ ৩৯০৯.৬০ বা টাকা ৪,৬৯,১৫২.০০
৭	বিএ-৩১৪৪ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মদ আশরাফ উল কাদের, এএফডব্লিউসি, পিএসসি	মাঃ ডঃ ৩৯০৯.৬০ বা টাকা ৪,৬৯,১৫২.০০
৮	বিএ-৩১৪৭ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ সিরাজুল ইসলাম শিকদার, পিএসসি	মাঃ ডঃ ৩৯০৯.৬০ বা টাকা ৪,৬৯,১৫২.০০
৯	পি নং-৪৬৬ কমডোর বশীর উদ্দিন আহমেদ (জি) পিএসসি	মাঃ ডঃ ৩৯০৯.৬০ বা টাকা ৪,৬৯,১৫২.০০
১০	পি নং-৪৬৮ কমডোর মোহম্মদ শফিউল আজম (ই) পিএসসি, বিএন	মাঃ ডঃ ৩৯০৯.৬০ বা টাকা ৪,৬৯,১৫২.০০
১১	গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোঃ পারভেজ ইসলাম, পিএসসি (বিডি/৭৫২২)	মাঃ ডঃ ৩৯০৯.৬০ বা টাকা ৪,৬৯,১৫২.০০
১২	আইডি/৪৯৫৮ যুগ্ম সচিব শাওলী সুমন	মাঃ ডঃ ৩৯০৯.৬০ বা টাকা ৪,৬৯,১৫২.০০
১৩	আইডি/৫৩২৮ যুগ্ম-সচিব মোঃ হেলাল উদ্দিন	মাঃ ডঃ ৩৯০৯.৬০ বা টাকা ৪,৬৯,১৫২.০০
১৪	আইডি/৭৪৮৪ যুগ্ম-সচিব ড. মোল্লা জালাল উদ্দিন	মাঃ ডঃ ৩৯০৯.৬০ বা টাকা ৪,৬৯,১৫২.০০
১৫	বিএ-৪৫৪২ লেঃ কর্নেল মোঃ নিশাতুল ইসলাম খান, এএফডব্লিউসি,পিএসসি	মাঃ ডঃ ৩৪৮৬.৬০ বা টাকা ৪,১৮,৩৯২.০০
১৬	বিএ-৫৪৭৯ মেজর মোহাম্মদ সাহেদ চৌধুরী, পিএসসি	মাঃ ডঃ ৩৪৮৬.৬০ বা টাকা ৪,১৮,৩৯২.০০
১৭	বিএ-৩৫৮৯ মেজর খান মোহাম্মদ ফজলী মুকিত	মাঃ ডঃ ৩৪৮৬.৬০ বা টাকা ৪,১৮,৩৯২.০০
	সর্বমোট =	৭৮,২৩,৩০৪ টাকা

১ মাঃ ডঃ = ৮০ টাকা

অনুচ্ছেদ নং-০১

পরিশিষ্ট-১(৩)(i)

এপি নং- ১৪৩৬৩; (আপত্তি নং-৩৮)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

(এনডিসি-২০১৪, গ্রুপ-২ নেপাল-ইউএই-যুক্তরাজ্য),

১৪ জন ব্রিঃ জেনারেল ও তদুর্ধ পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্তৃক অতিরিক্ত গ্রহণ

দেশ	গ্রহণ (হোটেল ভাড়া ভিত্তিক) মাঃ ডঃ	প্রাপ্য (সর্বসাকুল্য ভাতা) মাঃ ডঃ	অতিরিক্ত গ্রহণ (মাঃ ডলার)
নেপাল	৬ দিন×মাঃ ডঃ ২৮৩=মাঃ ডঃ ১৬৯৮	৬ দিন×১৫১= মাঃ ডঃ ৯০৬	মাঃ ডঃ ৭৯২ বা টাকা ৯৫,০৪০ (মাঃ ডঃ ৭৯২× ৮০×১.৫ গুণ)
আরব আমিরাত	৬ দিন × মাঃ ডঃ ৩৮১=মাঃ ডঃ ২২৮৬	৬ দিন×২০২= মাঃ ডঃ ১২১২	মাঃ ডঃ ১০৭৪ বা টাকা ১,২৮,৮৮০ (মাঃ ডঃ ১০৭৪×৮০×১.৫ গুণ)
যুক্তরাজ্য	৮ দিন ×মাঃ ডঃ ৩৮১=মাঃ ডঃ ৩০৪৮	৭দিন (১৮.০৯.২০১৪-১৫.০৯.২০১৪ পর্যন্ত ৭ রাত্রির জন্য ৭ দিনের প্রাপ্য) মাঃ ডঃ ২০২×৭দিন=মাঃ ডঃ ১৪১৪	মাঃ ডঃ ১৬৩৪ বা টাকা ১,৯৬,০৮০ (মাঃ ডঃ ১৬৩৪×৮০×১.৫ গুণ)
অভ্যন্তরীণ যাতায়াত	নেপাল মাঃ ডঃ ৯৯.৪০ ইউএই মাঃ ডঃ ১৩২.৮০ যুক্তরাজ্য মাঃ ডঃ ১৭৭.৪০ মাঃ ডঃ ৪০৯.৬০	যথাযথ ভাউচার না হওয়ায় প্রাপ্য নয়	মাঃ ডঃ ৪০৯.৬০ বা টাকা ৪৯,১৫২ (মাঃ ডঃ ৪০৯.৬০×৮০×১.৫ গুণ)
		মোট	মাঃ ডঃ ৩৯০৯.৬০ বা টাকা ৪,৬৯,১৫২.০০
পরিশিষ্ট ১(৩) এর (ক্রমিক-১ হতে ১৪) ১৪ জনের নিকট হতে মোট আদায়যোগ্য (৪,৬৯,১৫২×১৪) ৬৫,৬৮,১২৮ টাকা।			

কর্ণেল ও তদনিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্তৃক অতিরিক্ত গ্রহণ

দেশ	গ্রহণ (হোটেল ভাড়া ভিত্তিক) মাঃ ডঃ	প্রাপ্য (সর্বসাকুল্য ভাতা) মাঃ ডঃ	অতিরিক্ত গ্রহণ (মাঃ ডলার)
নেপাল	৬ দিন×মাঃ ডঃ ২৪২=মাঃ ডঃ ১৪৫২	৬ দিন×১৩৭= মাঃ ডঃ ৮২২	মাঃ ডঃ ৬৩০ বা টাকা ৭৫,৬০০.০০ (মাঃ ডঃ ৬৩০× ৮০×১.৫ গুণ)
আরব আমিরাত	৬ দিন × মাঃ ডঃ ৩৩৭=মাঃ ডঃ ২০২২	৬ দিনদ্ধ১৭৮= মাঃ ডঃ ১০৬৮	মাঃ ডঃ ৯৫৪ বা টাকা ১,১৪,৪৮০.০০ (মাঃ ডঃ ৯৫৪×৮০×১.৫ গুণ)
যুক্তরাজ্য	৮ দিন × মাঃ ডঃ ৩৩৭=মাঃ ডঃ ২৬৯৬	৭দিন×মাঃ ডঃ ১৭৮= মাঃ ডঃ ১২৪৬ (১৮.০৯.২০১৪-১৫.০৯.২০১৪ পর্যন্ত ৭ রাত্রির জন্য ৭ দিনের প্রাপ্য)	মাঃ ডঃ ১৪৫০ বা টাকা ১,৭৪,০০০.০০ (মাঃ ডঃ ১৪৫০×৮০×১.৫ গুণ)
অভ্যন্তরীণ যাতায়াত	নেপাল মাঃ ডঃ ১০৮.৮০ ইউএই মাঃ ডঃ ১৪৭.২০ যুক্তরাজ্য মাঃ ডঃ ১৯৬.৬০ মাঃ ডঃ ৪৫২.৬০	প্রকৃত বিল না হওয়ায় প্রাপ্য নয়	মাঃ ডঃ ৪৫২.৬০ বা টাকা ৫৪,৩১২.০০ (মাঃ ডঃ ৪৫২.৬০×৮০×১.৫ গুণ)
		মোট	মাঃ ডঃ ৩৪৮৬.৬০ বা টাকা ৪,১৮,৩৯২.০০
পরিশিষ্ট ১(৩) এর ক্রমিক ১৫ হতে ১৭ পর্যন্ত ৩ জনের নিকট হতে মোট আদায়যোগ্য (৪,১৮,৩৯২×৩) ১২,৫৫,১৭৬			
সর্বমোট = (৬৫,৬৮,১২৮+১২,৫৫,১৭৬) = ৭৮,২৩,৩০৪ টাকা			

অনুচ্ছেদ নং-০১

পরিশিষ্ট-১(৪)

এপি নং-১৪৩৬৪; (আপত্তি নং-৩০)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

এনডিসি-১৫ (গ্রুপ-৩) কোর্সের আওতায় বিডি-৭১৫৩ এয়ার ভাইস মার্শাল মাহমুদ হোসেন,ওএসপি,এনডিসি, পিএসসি, জিডি(পি) কর্তৃক ২৯.০৮.২০১৫ হতে ১৬.০৯.২০১৫ (যাতায়াত সময় অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত সময়ে সম্পাদিত মায়ানমার, চীন ও ফিলিপাইন-এ বৈদেশিক শিক্ষা সফরের ভ্রমণ ভাতা বিল (ডিভি নং-১৫৪, ১২/২০১৫) যাচাই করে দেখা যায় যে, বিভিন্ন অসংগতি সম্পন্ন বিল ভাউচার দাখিলের মাধ্যমে প্রাপ্যের অতিরিক্ত ৩,৮৫,০০৫ টাকা গ্রহণ করা হয়েছে।

আলোচ্য কর্মকর্তা কর্তৃক অতিরিক্ত গ্রহণের হিসাব নিম্নরূপঃ

দেশ	গ্রহণ (মাঃ ডঃ)	প্রাপ্য (মাঃ ডঃ)	অতিরিক্ত গ্রহণ (মাঃ ডঃ)
মায়ানমার	ক. হোটেল ভাড়াঃ ২৯.০৮.২০১৫ হতে ০৩.০৯.২০১৫ পর্যন্ত ৬ দিন × ২৩০= মাঃ ডঃ ১৩৮০.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য ৬ দিন×২১৫ =মাঃ ডঃ ১২৯০	মাঃ ডঃ ৯০.০০
	খ. নগদ ভাতা ৬ দিন× ৮৭=মাঃ ডঃ ৫২২.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য বিধায় নগদ ভাতা প্রাপ্য নয়।	মাঃ ডঃ ৫২২.০০
	গ. ট্রানজিট ভাতাঃ মাঃ ডঃ ৫৩.৭৫	ফ্লাইং আওতায় ৩ ঘন্টার কম বিধায় প্রাপ্য নয়।	মাঃ ডঃ ৫৩.৭৫
	ঘ. অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ভাতা মাঃ ডঃ ২৫৮.০০	আসল/মূল (Original/ Genuine) না বিধায় প্রাপ্য নয়।	মাঃ ডঃ ২৫৮
চীন	ক. হোটেল ভাড়াঃ মাঃ ডঃ ২২৪০.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য ৮ দিন×২৬৩= মাঃ ডঃ ২১০৪	মাঃ ডঃ ১৩৬.০০
	খ. নগদ ভাতা ৮ দিন× ১০১=মাঃ ডঃ ৮০৮.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য বিধায় নগদ ভাতা প্রাপ্য নয়।	মাঃ ডঃ ৮০৮.০০
	ঘ. অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ভাতা মাঃ ডঃ ৪২০.৮০	প্রাপ্য নয়।	মাঃ ডঃ ৪২০.৮০
ফিলিপাইন	ক. হোটেল ভাড়াঃ ১১.০৯.২০১৫ হতে ১৬.০৯.২০১৫ পর্যন্ত ৫ দিন× ২৩০=মাঃ ডঃ ১১৫০.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য তবে প্রত্যাবর্তনের দিন ১৬.০৯.২০১৫ তারিখের জন্য প্রাপ্য নয়, প্রাপ্য ৪×২১৫=৮৬০.০০ মাঃ ডঃ	মাঃ ডঃ ২৯০.০০
	খ. নগদ ভাতা মাঃ ডঃ ৪৩৫.০০	প্রাপ্য নয়।	মাঃ ডঃ ৪৩৫.০০
	গ. অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ভাতা মাঃ ডঃ ২১৫.০০	প্রাপ্য নয়।	মাঃ ডঃ ২১৫.০০
মোট =	মাঃ ডঃ ৭৪৮১.৭৫	মাঃ ডঃ ৪২৫৪.০০	মাঃ ডঃ ৩২২৮.৫৫
দৈনিক ভাতা ও অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যয় বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করায় বৈদেশিক মুদ্রাতেই ফেরত কিংবা বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা সম্পর্কিত অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের স্মারকের অনুচ্ছেদ ২৫ অনুযায়ী দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হার ৭৯.৫০ টাকা এর দেড়গুণ হারে (মাঃ ডঃ ৩২২৮.৫৫×৭৯.৫০ টাকা×১.৫ গুণ) ৩,৮৫,০০৪.৫৮ বা ৩,৮৫,০০৫ টাকা ফেরতযোগ্য।			

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৫)

এপি নং- ১৪৩৬৫; (আপত্তি নং-৩১)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

(ওপিএস-১)

ক্রঃনং	নাম ও পদবী	গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত মাঃ ডঃ
১	আইডি নং-৭১৭৪ অতিরিক্ত সচিব নুরজাহান বেগম	মাঃ ডঃ ৭৪৮২.৫৫	মাঃ ডঃ ৪২৫৪.০০	৩২২৮.৫৫
২	আইডি নং-৪০১২ অতিরিক্ত সচিব মোঃ রকিব হোসেন	মাঃ ডঃ ৭৪৮২.৫৫	মাঃ ডঃ ৪২৫৪.০০	৩২২৮.৫৫
৩	বিএ-৩২২৯ ব্রিঃ জেনারেল মোঃ ইকবাল আক্তার মিঞা	মাঃ ডঃ ৭৪৮২.৫৫	মাঃ ডঃ ৪২৫৪.০০	৩২২৮.৫৫
৪	বিএ-৩২৪৫ ব্রিঃ জেনারেল মোঃ জালাল গণি খান	মাঃ ডঃ ৭৪৮২.৫৫	মাঃ ডঃ ৪২৫৪.০০	৩২২৮.৫৫
৫	বিএ-৩২৭৪ ব্রিঃ জেনারেল মোঃ মোহসীন	মাঃ ডঃ ৭৪৮২.৫৫	মাঃ ডঃ ৪২৫৪.০০	৩২২৮.৫৫
৬	বিএ-৩৩৩৪ ব্রিঃ জেনারেল কাজী সামসুল ইসলাম	মাঃ ডঃ ৭৪৮২.৫৫	মাঃ ডঃ ৪২৫৪.০০	৩২২৮.৫৫
৭	বিএ-৩২৪২ ব্রিঃ জেনারেল আবু নাসের মোঃ ইলিয়াস	মাঃ ডঃ ৭৪৮২.৫৫	মাঃ ডঃ ৪২৫৪.০০	৩২২৮.৫৫
৮	বিএ-৩৩৭৬ ব্রিঃ জেনারেল মোঃ মহিউদ্দিন সিদ্দিকী	মাঃ ডঃ ৭৪৮২.৫৫	মাঃ ডঃ ৪২৫৪.০০	৩২২৮.৫৫
৯	পি নং-৫৪৫ কমডোর এস এন কে কিসলু	মাঃ ডঃ ৭৪৮২.৫৫	মাঃ ডঃ ৪২৫৪.০০	৩২২৮.৫৫
১০	আইডি নং-৩৬৩৫ যুগ্ম সচিব মোঃ ওমর ফারুক	মাঃ ডঃ ৭৪৮২.৫৫	মাঃ ডঃ ৪২৫৪.০০	৩২২৮.৫৫
১১	আইডি নং-৪৯৫১ যুগ্ম সচিব আবু তাজ মোঃ জাকির হোসেন	মাঃ ডঃ ৭৪৮২.৫৫	মাঃ ডঃ ৪২৫৪.০০	৩২২৮.৫৫
১২	গ্রুপ ক্যাপ্টেন এম ইউসুফ আলী,পিএসসি (বিডি-৭৯৫৩)	মাঃ ডঃ ৬৫৪৮.৮০	মাঃ ডঃ ৩৮০৮.০০	২৭৪০.৮০
১৩	বিএ-২৯৩৫ মেজর শেখ গোলাম মহিউদ্দিন	মাঃ ডঃ ৬৫৪৮.৮০	মাঃ ডঃ ৩৮০৮.০০	২৭৪০.৮০
১৪	বিএ-৪১৬৫ মেজর মোঃ সাইফুল ইসলাম	মাঃ ডঃ ৬৫৪৮.৮০	মাঃ ডঃ ৩৮০৮.০০	২৭৪০.৮০
			সর্বমোট মাঃ ডঃ	**৪৩,৭৩৬.৪৫**

বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করায় অতিরিক্ত গৃহিত মর্মে গণ্য অর্থ বৈদেশিক মুদ্রাতেই ফেরতযোগ্য বা অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের স্মারকের অনুচ্ছেদ ২৫ অনুযায়ী দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হার **৭৯.৫০ টাকা** এর দেড়গুণ হিসেবে (পরিশিষ্ট-১(৫) ক্রঃ নং-০১ হতে ১৪) ১৪ জনের ফেরৎযোগ্য **সর্বমোট (৪৩,৭৩৬.৪৫×৭৯.৫০×১.৫০) ৫২,১৫,৫৭১.৬৬ টাকা।**

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৫)(i)

এপি নং- ১৪৩৬৫; (আপত্তি নং-৩১)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

গ্রুপ-৩, মায়ানমার, চীন ও ফিলিপাইনে বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা হিসেবে কর্মকর্তাগণের অতিরিক্ত গ্রহণের বিবরণঃ
১১জন অতিরিক্ত সচিব/ব্রিগেডিয়ার জেনারেল/কমোডোর/যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা কর্তৃক অতিরিক্ত গ্রহণ

দেশ	গ্রহণ (মাঃ ডঃ)	প্রাপ্য (মাঃ ডঃ)	অতিরিক্ত গ্রহণ (মাঃ ডঃ)
মায়ানমার	ক. হোটেল ভাড়াঃ ২৯.০৮.২০১৫ হতে ০৩.০৯.২০১৫ পর্যন্ত ৬ দিন×২৩০=মাঃ ডঃ ১৩৮০.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য ৬ দিন ×২১৫=মাঃ ডঃ ১২৯০	মাঃ ডঃ ৯০.০০
	খ. নগদ ভাতা ৬ দিন× ৮৭=মাঃ ডঃ ৫২২.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য বিধায় নগদ ভাতা প্রাপ্য নয়।	মাঃ ডঃ ৫২২.০০
	গ. ট্রানজিট ভাতাঃ মাঃ ডঃ ৫৩.৭৫	ফ্লাইং আওতায় ৩ ঘন্টার কম বিধায় প্রাপ্য নয়।	মাঃ ডঃ ৫৩.৭৫
	ঘ. অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ভাতা মাঃ ডঃ ২৫৮.০০	আসল/মূল(Original/Genuine) না বিধায় প্রাপ্য নয়।	মাঃ ডঃ ২৫৮
চীন	ক. হোটেল ভাড়াঃ মাঃ ডঃ ২২৪০.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য ৮ দিন×২৬৩= মাঃ ডঃ ২১০৪	মাঃ ডঃ ১৩৬.০০
	খ. নগদ ভাতা ৬ দিন× ৮৭=মাঃ ডঃ ৮০৮.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য বিধায় নগদ ভাতা প্রাপ্য নয়।	মাঃ ডঃ ৮০৮.০০
	ঘ. অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ভাতা মাঃ ডঃ ৪২০.৮০	প্রাপ্য নয়।	মাঃ ডঃ ৪২০.৮০
ফিলিপাইন	ক. হোটেল ভাড়াঃ ১১.০৯.২০১৫ হতে ১৬.০৯.২০১৫ পর্যন্ত ৫ দিন × ২৩০=মাঃ ডঃ ১১৫০.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য তবে প্রত্যাবর্তনের দিন ১৬.০৯.২০১৫ তারিখের জন্য প্রাপ্য নয়, প্রাপ্য ৪×২১৫=৮৬০.০০ মাঃ ডঃ	মাঃ ডঃ ২৯০.০০
	খ. নগদ ভাতা মাঃ ডঃ ৪৩৫.০০	প্রাপ্য নয়।	মাঃ ডঃ ৪৩৫.০০
	গ. অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ভাতা মাঃ ডঃ ২১৫.০০	প্রাপ্য নয়।	মাঃ ডঃ ২১৫.০০
মোট =	**মাঃ ডঃ ৭৪৮২.৫৫**	**মাঃ ডঃ ৪২৫৪.০০**	**মাঃ ডঃ ৩২২৮.৫৫**

পরিশিষ্ট-১(৫) এর ক্রঃনং ১ হতে ১১ পর্যন্ত ১১ জন কর্মকর্তার নিকট হতে আদায়যোগ্য **(৩২২৮.৫৫×৭৯.৫০ ×১.৫০×১১জন)** ৪২,৩৫,০৫০.৪৬ **টাকা।**

পরিশিষ্ট-১(৫) এর ৩জন গ্রুপ ক্যাপ্টেন/কর্ণেল/মেজর পদমর্যাদার কর্মকর্তাবৃন্দ

দেশ	গ্রহণ (মাঃ ডঃ)	প্রাপ্য (মাঃ ডঃ)	অতিরিক্ত গ্রহণ (মাঃ ডঃ)
মায়ানমার	ক. হোটেল ভাড়াঃ ২৯.০৮.২০১৫ হতে ০৩.০৯.২০১৫ পর্যন্ত ৬ দিন× ১৯৬=মাঃ ডঃ ১১৭৬.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য ৬ দিন×১৯৬= মাঃ ডঃ ১১৭৬	
	খ. নগদ ভাতা ৬ দিন× ৭৭=মাঃ ডঃ ৪৬২.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য বিধায় নগদ ভাতা প্রাপ্য নয়।	মাঃ ডঃ ৪৬২.০০
	গ. ট্রানজিট ভাতাঃ মাঃ ডঃ ৪৯.০০	ফ্লাইং আওতায় ৩ ঘন্টার কম বিধায় প্রাপ্য নয়।	মাঃ ডঃ ৪৯.০০
	ঘ. অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ভাতা মাঃ ডঃ ২৩৫.২০	আসল/মূল (Original/ Genuine) না বিধায় প্রাপ্য নয়।	মাঃ ডঃ ২৩৫.২০
চীন	ক. হোটেল ভাড়াঃ মাঃ ডঃ ১৯৬৮.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য ৮ দিন×২৩১= মাঃ ডঃ ১৮৪৮	মাঃ ডঃ ১২০.০০
	খ. নগদ ভাতা ৬ দিন× ৮৭=মাঃ ডঃ ৭২৮.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য বিধায় নগদ ভাতা প্রাপ্য নয়।	মাঃ ডঃ ৭২৮.০০
	ঘ. অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ভাতা মাঃ ডঃ ৩৬৯.৬০	প্রাপ্য নয়।	মাঃ ডঃ ৩৬৯.৬০

ফিলিপাইন	ক. হোটেল ভাড়াঃ ১১.০৯.২০১৫ হতে ১৬.০৯.২০১৫ পর্যন্ত ৫ দিন× ১৯৬=মাঃ ডঃ ৯৮০.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য তবে প্রত্যাবর্তনের দিন ১৬.০৯.২০১৫ তারিখের জন্য প্রাপ্য নয়, প্রাপ্য ৪×১৯৬=৭৮৪.০০ মাঃ ডঃ	মাঃ ডঃ ১৯৬.০০
	খ. নগদ ভাতা মাঃ ডঃ ৩৮৫.০০	প্রাপ্য নয়।	মাঃ ডঃ ৩৮৫.০০
	গ. অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ভাতা মাঃ ডঃ ১৯৬.০০	প্রাপ্য নয়।	মাঃ ডঃ ১৯৬.০০
মোট =	**মাঃ ডঃ ৬৫৪৮.৮০**	**মাঃ ডঃ ৩৮০৮.০০**	**মাঃ ডঃ ২৭৪০.৮০**

পরিশিষ্ট-১(৫) এর ক্রঃনং ১২ হতে ১৪ পর্যন্ত ৩ জনের নিকট হতে আদায়যোগ্য ৯,৮০,৫২১ (২৭৪০.৮০×**৭৯.৫০×১.৫০×৩জন)** টাকা, সুতরাং সর্বমোট আদায়যোগ্য ৫২,১৫,৫৭১.৪৬ (৪২,৩৫,০৫০.৪৬ + ৯,৮০,৫২১) টাকা।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৬)

এপি নং-১৪৩৬৬; (আপত্তি নং-৩২)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

(এনডিসি-২০১৫, গ্রুপ-৪ দক্ষিন কোরিয়া, ভিয়েতনাম ও মালয়েশিয়া))

ক্রঃনং	নাম ও পদবী	গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
১	পিনং-২৬৯ রিয়াল এডমিঃ মুহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম	মাঃ ডঃ ৬৭৩২.০০	মাঃ ডঃ ৩৫৮৫.০০	মাঃ ডঃ ৩১৪৭
২	বিএ-২৫৭৭ ব্রিঃ জেঃ কে এম সালজার হোসেন	মাঃ ডঃ ৬৭৩২.০০	মাঃ ডঃ ৩৫৮৫.০০	মাঃ ডঃ ৩১৪৭
৩	বিএ-৩২৭৩ ব্রিঃ জেঃ শাহরিয়ার আহমেদ চৌধুরী	মাঃ ডঃ ৬৭৩২.০০	মাঃ ডঃ ৩৫৮৫.০০	মাঃ ডঃ ৩১৪৭
৪	বিএ-৩৩৬১ ব্রিঃ জেনাঃ মোঃ মেফতাউল করিম	মাঃ ডঃ ৬৭৩২.০০	মাঃ ডঃ ৩৫৮৫.০০	মাঃ ডঃ ৩১৪৭
৫	বিএ-৩৩৮২ ব্রিঃ জেনাঃ মোঃ আবু নাসের	মাঃ ডঃ ৬৭৩২.০০	মাঃ ডঃ ৩৫৮৫.০০	মাঃ ডঃ ৩১৪৭
৬	পিনং-৫৬৩ কমোডোর সৈয়দ আরিফুল ইসলাম	মাঃ ডঃ ৬৭৩২.০০	মাঃ ডঃ ৩৫৮৫.০০	মাঃ ডঃ ৩১৪৭
৭	পিনং-৬০৪ কমোডোর এস এম এ কে আজাদ	মাঃ ডঃ ৬৭৩২.০০	মাঃ ডঃ ৩৫৮৫.০০	মাঃ ডঃ ৩১৪৭
৮	বিএ-৩২৬৬ ব্রিঃ জেনাঃ মোঃ আনোয়ার শফিক	মাঃ ডঃ ৬৭৩২.০০	মাঃ ডঃ ৩৫৮৫.০০	মাঃ ডঃ ৩১৪৭
৯	বিএ-৩৪২৫ ব্রিঃ জেনাঃ মোঃ জাকির হোসেন	মাঃ ডঃ ৬৭৩২.০০	মাঃ ডঃ ৩৫৮৫.০০	মাঃ ডঃ ৩১৪৭
১০	০০৪৬ ডিজি একেএম মজিবর রহমান ভূইয়া	মাঃ ডঃ ৬৭৩২.০০	মাঃ ডঃ ৩৫৮৫.০০	মাঃ ডঃ ৩১৪৭
১১	বিডি-৭৯৩০ গ্রুপ ক্যাপটেন মোঃ জহিরুল ইসলাম চৌধুরী	মাঃ ডঃ ৫৮৭২.৬০	মাঃ ডঃ ৩১৬৮.০০	মাঃ ডঃ ২৬৫১.৬০
১২	বিপি ৬৩৮৮০০০০১৯ ডিআইজি মোহাম্মদ মাহবুব মহসীন	মাঃ ডঃ ৫৮৭২.৬০	মাঃ ডঃ ৩৫৮৫.০০	মাঃ ডঃ ২৬৫১.৬০
১৩	পিনং-০৮৮ সিএসও মোঃ নজরুল ইসলাম	মাঃ ডঃ ৫৮৭২.৬০	মাঃ ডঃ ৩২২১.০০	মাঃ ডঃ ২৬৫১.৬০
১৪	বিএ-৪৫০৫ লেঃকঃ খন্দকার আনিসুর রহমান	মাঃ ডঃ ৫৮৭২.৬০	মাঃ ডঃ ৩২২১.০০	মাঃ ডঃ ২৬৫১.৬০
			সর্বমোট=	মাঃ ডঃ ৪২০৭৬.৪০

সর্বমোট ফেরতযোগ্য (৪২০৭৬.৪০×৮০.৫০×১.৫) = ৫০,৮০,৭২৫ টাকা।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৬)

এপি নং-১৪৩৬৬; (আপত্তি নং-৩২)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

(এনডিসি-২০১৫, গ্রুপ-৪)

দক্ষিণ কোরিয়া, ভিয়েতনাম,মালয়েশিয়া কর্মকর্তাগণের বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা প্রাপ্যতার হিসাব বিবরণ

১০ জন রিয়াল এডমিরাল পদমর্যাদায় কর্মকর্তা, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল/কমডোর/যুগ্ম-সচিব/ডিজি পদমর্যাদার কর্মকর্তা

দৈনিক ভাতাঃ

দেশ	গ্রহণ (মাঃ ডঃ)	প্রাপ্য (মাঃ ডঃ)	অতিরিক্ত গ্রহণ (মাঃ ডঃ)
দক্ষিণকোরিয়া	ক. হোটেল ভাড়াঃ ৩০.০৮.২০১৫ হতে ০৪.০৯.২০১৫ পর্যন্ত ৬দিন×২৮০=মাঃ ডঃ ১৬৮০.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা ৩১.০৮.২০১৫ হতে ০৪.০৯.২০১৫ পর্যন্ত ৫দিন×২৬৩ মাঃ ডঃ= ১৩১৫.০০ মাঃ ডঃ	৩৬৫.০০
	খ. নগদ ভাতা ৬ দিন × ১০১.০০=মাঃ ডঃ ৬০৬.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য নয় বিধায় নগদ ভাতা প্রদেয়	৬০৬.০০
	গ. যাতায়াত ভাতাঃ মাঃ ডঃ ৩১৫.০০	প্রাপ্য নয়	৩১৫.০০
ভিয়েতনাম	ক. ০৫.০৯.২০১৫ হতে ০৯.০৯.২০১৫ পর্যন্ত ৫ দিন ×১৯৬=মাঃ ডঃ ৯৮০.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য ৫ দিন ×১৯৬= মাঃ ডঃ ৯৮০.০০	-
	খ. নগদ ভাতা ৫দিন× ৮৭.০০=মাঃ ডঃ ৪৩৫.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য বিধায় নগদ ভাতা প্রদেয় নয়।	৪৩৫.০০
	ঘ. অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ভাতা মাঃ ডঃ ১৯৬.০০	প্রাপ্য নয়।	মাঃ ডঃ ১৯৬.০০
মালয়েশিয়া	ক. হোটেল ভাড়াঃ ১০.০৯.২০১৫ হতে ১৬.০৯.২০১৫ পর্যন্ত ৭ দিন × ২৩০= মাঃ ডঃ ১৬১০.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য ১০.০৯.২০১৫ হতে ১৫.০৯.২০১৫ পর্যন্ত ৬ দিন×২১৫ = মাঃ ডঃ ১২৯০.০০ কারণ প্রথম দেশ দক্ষিণ কোরিয়ায় পৌছানোর দিন গণনায় নেয়ায় সর্বশেষ দেশের প্রস্থানের দিন গণনা থেকে বাদ যাবে।	মাঃ ডঃ ৩২০.০০
	খ. নগদ ভাতা মাঃ ডঃ ৬০৯.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য বিধায় নগদ ভাতা প্রাপ্য নয়।	মাঃ ডঃ ৬০৯.০০
	গ. যাতায়াত ভাতা মাঃ ডঃ ৩০১	প্রাপ্য নয়।	মাঃ ডঃ ৩০১.০০
মোট =	**মাঃ ডঃ ৬৭৩২.০০**	**মাঃ ডঃ ৩৫৮৫.০০**	**৩১৪৭.০০**

পরিশিষ্ট-১(৬) এর ক্রমিক নং-০১ হতে ১০ এর ১০ জন কর্মকর্তাগন এর ৩৮,০০,০০২ (৩১৪৭.০০×৮০.৫০×১.৫×১০জন) টাকা

৪ জন গ্রুপ ক্যাপ্টেন, কর্ণেল, মেজর বা সমতুল্য পদমর্যাদার কর্মকর্তা

দেশ	গ্রহণ (মাঃ ডঃ)	প্রাপ্য (মাঃ ডঃ)	অতিরিক্ত গ্রহণ (মাঃ ডঃ)
দক্ষিণ কোরিয়া	ক. হোটেল ভাড়াঃ ৩০.০৮.২০১৫ হতে ০৪.০৯.২০১৫ পর্যন্ত ৬দিন×২৪৬=মাঃ ডঃ ১৪৭৬.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা ৩১.০৮.২০১৫ হতে ০৪.০৯.২০১৫ পর্যন্ত ৫দিন×২৩১ মাঃ ডঃ= ১১৫৫.০০ মাঃ ডঃ	৩২১.০০
	খ. নগদ ভাতা ৬ দিন× ৯১.০০=মাঃ ডঃ ৫৪৬.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য নয় বিধায় নগদ ভাতা প্রদেয়	৫৪৬.০০
	গ. যাতায়াত ভাতাঃ মাঃ ডঃ ২৭৭.২০	প্রাপ্য নয়	২৭৭.২০.০০
ভিয়েতনাম	হোটেল ভাড়া ৫ দিন×১৬৫=মাঃ ডঃ ৮২৫.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা ৩১.০৮.২০১৫ হতে ০৪.০৯.২০১৫ পর্যন্ত ৫দিন×১৭৮ মাঃ ডঃ= ৮৯০.০০ মাঃ ডঃ	(-) মাঃ ডঃ ৬৫.০০ কম গ্রহণ
	খ. নগদ ভাতা ৫দিন× ৭৭.০০=মাঃ ডঃ ৩৮৫.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য নয় বিধায় নগদ ভাতা প্রদেয়	মাঃ ডঃ ৩৮৫.০০
	যাতায়াত ব্যয়ঃ মাঃ ডঃ ১৭৮.০০	প্রাপ্য নয়।	মাঃ ডঃ ১৭৮.০০
মালয়েশিয়া	হোটেল ভাড়া ৭দিন×১৯৬.০০=মাঃ ডঃ১৩৭২.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা ৬ দিন×১৯৬ =মাঃ ডঃ ১১৭৬.০০	মাঃ ডঃ ১৯৬.০০
	নগদ ভাতা ৭দিন×৭৭=মাঃ ডঃ ৫৩৯.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য নয় বিধায় নগদ ভাতা প্রদেয়	মাঃ ডঃ ৫৩৯.০০
	যাতায়াত ব্যয়ঃ মাঃ ডঃ ২৭৪.৪০	প্রাপ্য নয়।	মাঃ ডঃ ২৭৪.৪০
মোট	**মাঃ ডঃ ৫৮৭২.৬০**	**মাঃ ডঃ ৩২২১.০০**	**মাঃ ডঃ ২৬৫১.৬০**

পরিশিষ্ট-১(৬) এর ক্রমিক নং-১১ হতে ১৪ এর ০৪ জন কর্মকর্তা এর ১২,৮০,৭২২.৮০(২৬৫১.৬০×৮০.৫০×১.৫×০৪ জন) টাকা সুতরাং মোট ৫০,৮০,৭২৫ (৩৮,০০,০০২.৫০+১২,৮০,৭২২.৪০) টাকা।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৭)

এপি নং-১৪৩৬৭; (আপত্তি-৩৩)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

এনডিসি-১৫, গ্রুপ-১ (ওমান, শ্রীলংকা ও যুক্তরাজ্য) কোর্সের কর্মকর্তাদের নামীয় তালিকা

ক্রঃনং	বিএ নম্বর	পদবী	নাম	ফেরতযোগ্য
১	বিএ-২০০৪	লেফটেন্যান্ট জেনারেল	চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দী,বীর বিক্রম, এসবিপি,এনডিসি	মাঃ ডঃ ২৯৫৮.২০ বা টাকা ৩,৫৪,৯৮৪.০০
২	বিএ-২১৭৭	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	মোঃ আনিসুজ্জামান ভুঁইয়া,এনডিসি, পিএসসি	মাঃ ডঃ ২৯৫৮.২০ বা টাকা ৩,৫৪,৯৮৪.০০
৩	বিএ-৩০৬১	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	সাইদুর রহমান খান,পিএসসি,টিই	মাঃ ডঃ ২৯৫৮.২০ বা টাকা ৩,৫৪,৯৮৪.০০
৪	বিএ-৩১১৮	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	কাজী শওকত আলম,পিএসসি	মাঃ ডঃ ২৯৫৮.২০ বা টাকা ৩,৫৪,৯৮৪.০০
৫	বিএ-৩১৭৪	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	সরকার মুহাম্মদ শামসুদ্দিন,পিএসসি	মাঃ ডঃ ২৯৫৮.২০ বা টাকা ৩,৫৪,৯৮৪.০০
৬	বিএ-৩১৭৭	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	আবু তাহের মোঃ ইয়াসিন	মাঃ ডঃ ২৯৫৮.২০ বা টাকা ৩,৫৪,৯৮৪.০০
৭	বিএ-৩২০৫	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	এম মঈনুল হাসান, এসপিপি,পিএসসি	মাঃ ডঃ ২৯৫৮.২০ বা টাকা ৩,৫৪,৯৮৪.০০
৮	বিএ-৩২২৭	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	মোঃ কামরুল আহসান, পিএসসি	মাঃ ডঃ ২৯৫৮.২০ বা টাকা ৩,৫৪,৯৮৪.০০
৯	বিএ-৩২৯৮	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	মুনসী মিজানুর রহমান, পিএসসি	মাঃ ডঃ ২৯৫৮.২০ বা টাকা ৩,৫৪,৯৮৪.০০
১০	বিএ-৩৩৩২	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	হাফিজ আহসান ফরিদ, পিএসসি	মাঃ ডঃ ২৯৫৮.২০ বা টাকা ৩,৫৪,৯৮৪.০০
১১	বিএ-৩৪৭৮	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	মোঃ আবু তাহের	মাঃ ডঃ ২৯৫৮.২০ বা টাকা ৩,৫৪,৯৮৪.০০
১২	পিনং-৪৬৫	কমডোর	মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম	মাঃ ডঃ ২৯৫৮.২০ বা টাকা ৩,৫৪,৯৮৪.০০
১৩	বিডি/৮২৭৬	গ্রুপ ক্যাপ্টেন	বদরুল আমিন,এএফডব্লিউসি,পিএসসি	মাঃ ডঃ ২৯৫৮.২০ বা টাকা ৩,৫৪,৯৮৪.০০
১৪	আইডি-৫৩৩৬	যুগ্ম-সচিব	মোঃ মোস্তাক হাসান	মাঃ ডঃ ২৯৫৮.২০ বা টাকা ৩,৫৪,৯৮৪.০০
১৫	আইডি-৭৩২৭	যুগ্ম-সচিব	শাহিদ হাসান	মাঃ ডঃ ২৯৫৮.২০ বা টাকা ৩,৫৪,৯৮৪.০০
১৬	আইডি-৫২১০	যুগ্ম-সচিব	শামিমা ইয়াসমিন	মাঃ ডঃ ২৯৫৮.২০ বা টাকা ৩,৫৪,৯৮৪.০০
১৭	আইডি-৫৪০৯	যুগ্ম-সচিব	ফৌজিয়া আফরিন	মাঃ ডঃ ২৯৫৮.২০ বা টাকা ৩,৫৪,৯৮৪.০০
১৮	আইসি-৫৩৩৫৪	ডব্লিউ ব্রিগেডিয়ার	জে এস সানদু	মাঃ ডঃ ২৯৫৮.২০ বা টাকা ৩,৫৪,৯৮৪.০০
১৯	১৮৫৬৩	এয়ার কমডোর	সুরাত সিং ডিএসএমএফ(পি)	মাঃ ডঃ ২৯৫৮.২০ বা টাকা ৩,৫৪,৯৮৪.০০
২০	বিএ-৩১০১	কর্নেল	আব্দুল্লাহ আল মামুন, পিএসসি, জি	মাঃ ডঃ ২৫৭৭.২০ বা টাকা ৩,০৯,২৬৪.০০
২১	বিএ-৫৮২৪	মেজর	মোসাদ্দেক আবু সায়েক, পিএসসি, জি	মাঃ ডঃ ২৫৭৭.২০ বা টাকা ৩,০৯,২৬৪.০০
			মোট =	**মাঃ ডঃ ৬১৩৬০.২০ বা টাকা ৭৩,৬৩,২২৪**

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৭),

এপি নং-১৪৩৬৭; (আপত্তি-৩৩)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

এনডিসি-১৫, গ্রুপ-১ (ওমান, শ্রীলংকা ও যুক্তরাজ্য)

১৯ জন ব্রিঃ জেনারেল ও তদুর্ধ পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্তৃক অতিরিক্ত গ্রহণ

দেশ	গ্রহণ (মাঃ ডলার)	প্রাপ্য (মাঃডলার)	অতিরিক্ত (মাঃ ডলার)
শ্রীলঙ্কা	হোটেল ভাড়া ভিত্তিকঃ ৩০.০৮.২০১৫ হতে ০৩.০৯.২০১৫ পর্যন্ত ৫ দিনঃ দৈনিক ভাতা = মাঃ ডঃ ২৮৩×৫=১৪১৫মাঃ ডঃ	সর্বসাকুল্য ভাতা ৫ দিন×১৯৬= মাঃ ডঃ ৯৮০.০০	মাঃ ডঃ ৪৩৫। সুতরাং ফেরতযোগ্য মাঃ ডঃ ৪৩৫ বা টাকা ৫২,২০০ (মাঃ ডঃ ৪৩৫× ৮০×১.৫ গুণ)
ওমান	হোটেল ভাড়া ভিত্তিকঃ ০৪.০৯.২০১৫ হতে ০৯.০৯.২০১৫ পর্যন্ত ৬ দিনঃ×৩১৭মাঃ ডঃ =১৯০২মাঃ ডঃ	সর্বসাকুল্য ভাতা ৬ দিন×২১৫ =মাঃ ডঃ ১২৯০.০০	মাঃ ডঃ ৬১২। সুতরাং ফেরতযোগ্য মাঃ ডঃ ৬১২ বা টাকা ৭৩,৪৪০.০০ (মাঃ ডঃ ৬১২×৮০×১.৫ গুণ)
যুক্তরাজ্য	হোটেল ভাড়া ভিত্তিকঃ ১০.০৯.২০১৫ হতে ১৬.০৯.২০১৫ পর্যন্ত ৭ দিনঃ×৩৮১মাঃ ডঃ =২৬৬৭মাঃ ডঃ	সর্বসাকুল্য ভাতা ৬ দিন×২৬৩ =মাঃ ডঃ ১৫৭৮.০০	মাঃ ডঃ ১০৮৯। সুতরাং ফেরতযোগ্য মাঃ ডঃ ১০৮৯ বা টাকা ১,৩০,৬৮০.০০ (মাঃ ডঃ ১০৮৯× ৮০×১.৫ গুণ)
অভ্যন্তরীণ যাতায়াত	শ্রীলংকা মাঃ ডঃ ১৯৬.০০ ওমান মাঃ ডঃ ২৫৮.০০ যুক্তরাজ্য মাঃ ডঃ ৩৬৮.২০ মাঃ ডঃ ৮২২.২০	হোটেল বিলের মতোই বিল যথাযথ না হওয়ায় প্রাপ্য নয়।	মাঃ ডঃ ৮২২.২০। বা টাকা ৯৮,৬৬৪.০০ (মাঃ ডঃ ৮২২.২০×৮০×১.৫ গুণ)
		মোট	মাঃ ডঃ ২৯৫৮.২০ বা টাকা ৩,৫৪,৯৮৪.০০

পরিশিষ্ট-১(৭)এর ক্রমিক নং-০১ হতে ১৯ এর ১৯জন কর্মকর্তা এর ৬৭,৪৪,৬৯৬ (৩,৫৪,৯৮৪×১৯জন) টাকা

২ জন কর্ণেল/লেঃ কর্ণেল/মেজর পদমর্যাদার কর্মকর্তা কর্তৃক অতিরিক্ত গ্রহণ

দেশ	গ্রহণ (মাঃ ডলার)	প্রাপ্য (মাঃডলার)	অতিরিক্ত (মাঃ ডলার বা টাকা)
শ্রীলঙ্কা	হোটেল ভাড়া ভিত্তিকঃ ৩০.০৮.২০১৫ হতে ০৩.০৯.২০১৫ পর্যন্ত ৫ দিনঃ দৈনিক ভাতা = মাঃ ডঃ ২৪২×৫=১২১০মাঃ ডঃ	সর্বসাকুল্য ভাতা ৫ দিন×১৭৮= মাঃ ডঃ ৮৯০.০০	মাঃ ডঃ ৩২০ ফেরতযোগ্য বা টাকা ৩৮,৪০০ (মাঃ ডঃ ৩২০×৮০×১.৫ গুণ)
ওমান	হোটেল ভাড়া ভিত্তিকঃ ০৪.০৯.২০১৫ হতে ০৯.০৯.২০১৫ পর্যন্ত ৬ দিনঃ×২৭৩মাঃ ডঃ =১৬৩৮মাঃ ডঃ	সর্বসাকুল্য ভাতা ৬ দিন×১৯৬ =মাঃ ডঃ ১১৭৬.০০	মাঃ ডঃ ৪৬২ ফেরতযোগ্য বা টাকা ৫৫,৪৪০.০০ (মাঃ ডঃ ৪৬২× ৮০×১.৫ গুণ)
যুক্তরাজ্য	হোটেল ভাড়া ভিত্তিকঃ ১০.০৯.২০১৫ হতে ১৬.০৯.২০১৫ পর্যন্ত ৭ দিনঃ×৩৩৭মাঃ ডঃ =২৩৫৯ মাঃ ডঃ	সর্বসাকুল্য ভাতা ৬ দিন×২৩১ =মাঃ ডঃ ১৩৮৬.০০	মাঃ ডঃ ৯৭৩ ফেরতযোগ্য বা টাকা ১,১৬,৭৬০ (মাঃ ডঃ ৯৭৩×৮০×১.৫ গুণ)
অভ্যন্তরীণ যাতায়াত	শ্রীলংকা মাঃ ডঃ ১৯৬.০০ ওমান মাঃ ডঃ ২৫৮.০০ যুক্তরাজ্য মাঃ ডঃ ৩৬৮.২০ মাঃ ডঃ ৮২২.২০	হোটেল বিলের মতোই বিল যথাযথ না হওয়ায় প্রাপ্য নয়।	মাঃ ডঃ ৮২২.২০ ফেরতযোগ্য বা টাকা ৯৮,৬৬৪ (মাঃ ডঃ ৮২২.২০ ×৮০×১.৫ গুণ)
		মোট =	মাঃ ডঃ ২৫৭৭.২০ ফেরতযোগ্য বা টাকা ৩,০৯,২৬৪

পরিশিষ্ট-১(৭) এর ক্রমিক নং-২০ হতে ২১ এর ০২ জন কর্মকর্তা এর ৬,১৮,৫২৮ (৩,০৯,২৬৪×০২জন) টাকা
মোট ফেরতযোগ্য ৭৩,৬৩,২২৪ (৬৭,৪৪,৬৯৬+৬,১৮,৫২৮) টাকা।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৮)

এপি নং- ১৪৩৬৮ (আপত্তি-৪৭)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

এএফডব্লিউসি-১৫ কোর্সের কর্মকর্তাদের নামীয় তালিকা

ক্রঃনং	বিএ নম্বর	পদবী	নাম	অতিরিক্ত গ্রহণ (মাঃ ডঃ)
১	বিএ-২৬৭৩	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	মেসবাহ উল আলম চৌধুরী, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি	মাঃ ডঃ ১৫২৪.০০ বা টাকা ১,৮৪,০২৩.০০
২	বিএ-২৭২৬	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	মোঃ আব্দুর রউফ, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি (রেজিঃ বিএ-২৭৫৬)	মাঃ ডঃ ১৫২৪.০০ বা টাকা ১,৮৪,০২৩.০০
৩	বিডি-৮২১৬	এয়ার কমডোর	মোহাম্মদ মফিদুর রহমান, বিইউপি, এলডিইউ	মাঃ ডঃ ১৫২৪.০০ বা টাকা ১,৮৪,০২৩.০০
৪	পি নং-৬৩৯	কমডোর	সৈয়দ মিজবাহ উদ্দিন আহমেদ, (সি), এইউপি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, বিএন	মাঃ ডঃ ১৫২৪.০০ বা টাকা ১,৮৪,০২৩.০০
৫	বিএ-৩৮১৮	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	মোঃ শামীম কামাল, এএফডব্লিউসি, পিএসসি (রেজিঃ কালাম লিখা)	মাঃ ডঃ ১৫২৪.০০ বা টাকা ১,৮৪,০২৩.০০
৬	বিএ-৫০৮৪	লেঃ কর্ণেল	এ এস এম ফয়েজুর রহমান	মাঃ ডঃ ১২৯৩ বা টাকা ১,৫৬,১২৯.৭৫
৭	পি নং-৭৩৩	ক্যাপ্টেন	মির্জা মামুন-উর-রশীদ, (জি), পিএসসি, বিএন	মাঃ ডঃ ১২৯৩ বা টাকা ১,৫৬,১২৯.৭৫
৮	বিডি/৮৪৩২	কমান্ডার	এটিএম হাবিবুর রহমান, পিএসসি,জিডি(পি) (রেজিঃ গ্রুপ ক্যাপ্টেন)	মাঃ ডঃ ১২৯৩ বা টাকা ১,৫৬,১২৯.৭৫
৯	পি নং-৮০৪	কমান্ডার	মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন,(এস) পিএসসি,বিএ	মাঃ ডঃ ১২৯৩ বা টাকা ১,৫৬,১২৯.৭৫
১০	পি নং-৮১৩	লেঃ কর্ণেল	মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, (জি),পিএসসি, এডিডব্লিউসি	মাঃ ডঃ ১২৯৩ বা টাকা ১,৫৬,১২৯.৭৫
১১	বিএ-৪৩৭৪	লেঃ কর্ণেল	মোঃ মামুনুর রশিদ চৌধুরী, পিএসসি, এএসসি	মাঃ ডঃ ১২৯৩ বা টাকা ১,৫৬,১২৯.৭৫
১২	বিডি/৮৪৯৪	উইং কমান্ডার	আনিসুল ইসলাম, পিএসসি, এটিসি	মাঃ ডঃ ১২৯৩ বা টাকা ১,৫৬,১২৯.৭৫
১৩	বিডি/৮৫০০	উইং কমান্ডার	মোঃ মামুনুর রশিদ, পিএসসি, এডিডব্লিউসি	মাঃ ডঃ ১২৯৩ বা টাকা ১,৫৬,১২৯.৭৫
১৪	বিএ-৪৪১৪	লেঃ কর্ণেল	আহমেদ জামিউল ইসলাম, পিএসসি, ইঞ্জিনিয়ার্স	মাঃ ডঃ ১২৯৩ বা টাকা ১,৫৬,১২৯.৭৫
১৫	বিএ-৪৪২০	লেঃ কর্ণেল	মোহাম্মদ পাভেল আকরাম, পিএসসি, সিগন্যালস	মাঃ ডঃ ১২৯৩ বা টাকা ১,৫৬,১২৯.৭৫
১৬	বিএ-৪৪৩০	লেঃ কর্ণেল	বেনজীর আহমেদ, পিএসসি, এসি	মাঃ ডঃ ১২৯৩ বা টাকা ১,৫৬,১২৯.৭৫
১৭	বিএ-৪৪৪২	লেঃ কর্ণেল	মোঃ হাকিমুজ্জামান, এসজিপি, পিএসসি, জি, ইঞ্জিনিয়ার্স,	মাঃ ডঃ ১২৯৩ বা টাকা ১,৫৬,১২৯.৭৫
১৮	বিএ-৪৪৩৫	লেঃ কর্ণেল	এ এস এম বাহাউদ্দিন, এস ইউপি,পিএসসি,জি, আর্টিলারী (রেজিঃ বিএ-৪৫৩৫ এ এস এম বাহার উদ্দিন)	মাঃ ডঃ ১২৯৩ বা টাকা ১,৫৬,১২৯.৭৫
১৯	বিএ-৪৫৪১	লেঃ কর্ণেল	মোঃ শাহরিয়ার জামান, পিএসসি, জি, আর্টিলারী	মাঃ ডঃ ১২৯৩ বা টাকা ১,৫৬,১২৯.৭৫
২০	বিএ-৪৫৪৬	লেঃ কর্ণেল	মনজুরুল আলম, পিএসসি, পদাতিক	মাঃ ডঃ ১২৯৩ বা টাকা ১,৫৬,১২৯.৭৫
২১	বিএ-৪৫৪৯	লেঃ কর্ণেল	মোহাম্মদ শহীদুজ্জামান খান, পিএসসি, পদাতিক	মাঃ ডঃ ১২৯৩ বা টাকা ১,৫৬,১২৯.৭৫

২২	বিএ-৪৫৫৫	লেঃ কর্ণেল	একেএম মাজহারুল হক, পিএসসি, এলএসসি, পদাতিক	মাঃ ডঃ ১২৯৩ বা টাকা ১,৫৬,১২৯.৭৫
২৩	বিএ-৪৫৬৬	লেঃ কর্ণেল	মোঃ কামরুল ইসলাম, পিএসসি, পদাতিক	মাঃ ডঃ ১২৯৩ বা টাকা ১,৫৬,১২৯.৭৫
২৪	বিএ-৪৬৩৮	লেঃ কর্ণেল	এস এম জাকারিয়া হুসাইন, পিএসসি, ইঞ্জিনিয়ার্স (রেজিঃ এম জাকারিয়া হোসাইন)	মাঃ ডঃ ১২৯৩ বা টাকা ১,৫৬,১২৯.৭৫
২৫	বিএ-৪৬৪০	লেঃ কর্ণেল	খন্দকার তৌহিদ মুরাদ, পিএসসি, পদাতিক	মাঃ ডঃ ১২৯৩ বা টাকা ১,৫৬,১২৯.৭৫
২৬	পিনং-৯৭৯	কমান্ডার	সৈয়দ সাইফ-উল-ইসলাম (ট্যাজ), পিএসসি, বিএন	মাঃ ডঃ ১২৯৩ বা টাকা ১,৫৬,১২৯.৭৫
২৭	বিডি-৮৬৫৪	উইং কমান্ডার	মোঃ মিরাজ পাটোয়ারী, পিএসসি, জিডি (পি)	মাঃ ডঃ ১২৯৩ বা টাকা ১,৫৬,১২৯.৭৫
২৮	বিএ-৪৭৭৮	লেঃ কর্ণেল	এম খায়ের উদ্দিন, পিএসসি, পদাতিক	মাঃ ডঃ ১২৯৩ বা টাকা ১,৫৬,১২৯.৭৫
২৯	বিএ-৪৭৮৫	লেঃ কর্ণেল	মোঃ শাখাওয়াত হোসেন, পিএসসি, পদাতিক	মাঃ ডঃ ১২৯৩ বা টাকা ১,৫৬,১২৯.৭৫
৩০	বিএ-৪৭৮৭	লেঃ কর্ণেল	মোহাম্মদ মাহবুব আলম শিকদার, পিএসসি, আর্টিলারী	মাঃ ডঃ ১২৯৩ বা টাকা ১,৫৬,১২৯.৭৫
৩১	বিএ-৪৮৪২	লেঃ কর্ণেল	অং চ ছা মং, পিএসসি, পদাতিক	মাঃ ডঃ ১২৯৩ বা টাকা ১,৫৬,১২৯.৭৫
৩২	বিএ-৪৮৯৪	লেঃ কর্ণেল	মোঃ মামুনুর রশীদ, পিএসসি, ইঞ্জিনিয়ার্স	মাঃ ডঃ ১২৯৩ বা টাকা ১,৫৬,১২৯.৭৫
৩৩	বিএ-৪৮৯৯	লেঃ কর্ণেল	এস এম জাহিদ হাসান, পিএসসি, পদাতিক	মাঃ ডঃ ১২৯৩ বা টাকা ১,৫৬,১২৯.৭৫
৩৪	বিএ-৪৯৭৯	লেঃ কর্ণেল	মোঃ মামুন আজাদ সালেহীন, পিএসসি, আর্টিলারী	মাঃ ডঃ ১২৯৩ বা টাকা ১,৫৬,১২৯.৭৫
৩৫	বিএ-৫০৩৯	লেঃ কর্ণেল	সৈয়দ জামিল আহসান, পিএসসি, এসি	মাঃ ডঃ ১২৯৩ বা টাকা ১,৫৬,১২৯.৭৫
৩৬	বিএ-৫০৫৪	লেঃ কর্ণেল	আবু রুবেল মোঃ শাহাবুদ্দিন, পিএসসি, জি, আর্টিলারী	মাঃ ডঃ ১২৯৩ বা টাকা ১,৫৬,১২৯.৭৫
৩৭	বিএ-৫০৬৮	লেঃ কর্ণেল	মোঃ মাহবুবুল হক, পিএসসি, ইএমই	মাঃ ডঃ ১২৯৩ বা টাকা ১,৫৬,১২৯.৭৫
৩৮	বিএ-৫১৪৪	লেঃ কর্ণেল	আবদুল্লাহ তাফহীমুল ইসলাম, পিএসসি, অর্ডন্যান্স	মাঃ ডঃ ১২৯৩ বা টাকা ১,৫৬,১২৯.৭৫
৩৯	বিএ-৫১৪৫	লেঃ কর্ণেল	মোজাম্মেল হোসেন, পিএসসি, জি, আর্টিলারী	মাঃ ডঃ ১২৯৩ বা টাকা ১,৫৬,১২৯.৭৫
৪০	বিএ-৫১৯৬	লেঃ কর্ণেল	মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, পিএসসি, পদাতিক	মাঃ ডঃ ১২৯৩ বা টাকা ১,৫৬,১২৯.৭৫
৪১	বিএ-৫২০০	লেঃ কর্ণেল	মোঃ বাকের, পিএসসি, সিগন্যালস	মাঃ ডঃ ১২৯৩ বা টাকা ১,৫৬,১২৯.৭৫
৪২	বিএ-৫২২৩	লেঃ কর্ণেল	মোঃ জাহিদ হাসান খান, পিএসসি, পদাতিক	মাঃ ডঃ ১২৯৩ বা টাকা ১,৫৬,১২৯.৭৫
৪৩	পিনং-১১৪২	কমান্ডার	মোহাম্মদ শামসুল হক, (জি), পিএসসি, বিএন	মাঃ ডঃ ১২৯৩ বা টাকা ১,৫৬,১২৯.৭৫
৪৪	বিএ-৫৩৩৫	মেজর	কাজী হাবিবুল্লাহ, পিএসসি, পদাতিক	টাকা ১,৯৮,৭৭০.০০
			মোট	**টাকা**

সর্বমোট=(ক্রমিক১-৫) ৫ জন ব্রিগেডিয়ার পদমর্যদার আদায়যোগ্য (৫×১,৮৪,০২৩.০০) = ৯,২০,১১৫

(ক্রমিকনং-৬-৪৩) ৩৮ জন লেঃ কর্ণেল/কর্ণেল পদমর্যদার আদায়যোগ্য টাকা (৩৮×১,৫৬,১২৯.৭৫) = ৫৯,৩২,৯৩১.৫০

(ক্রমিকনং-৪৪) ১ জন মেজর কাজী হাবিবুল্লাহ, পিএসসি, পদাতিক এর আদায়যোগ্য টাকা = ১,৯৮,৭৭০

সর্বমোট আদায়যোগ্য টাকা =৭০,৫১,৮১৫

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৮)(i)

এপি নং- ১৪৩৬৮ (আপত্তি-৪৭)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

৫ জন ব্রিঃ জেনারেল পদমর্যাদার কর্মকর্তা কর্তৃক অতিরিক্ত গ্রহণ

দেশ	গ্রহণ (মাঃ ডলার)	প্রাপ্য (মাঃডলার)	অতিরিক্ত (মাঃ ডলার)
শ্রীলঙ্কা	হোটেল ভাতাঃ ০৪.১০.২০১৫ হতে ০৮.১০.২০১৫ পর্যন্ত ৫ দিন×১৯৬.০০=৯৮০ মাঃ ডঃ	সর্বসাকুল্য ভাতা ৫ দিন×১৯৬= মাঃ ডঃ ৯৮০.০০	০.০০
	নগদ ভাতা ৫ দিন×৮৭.০০= মাঃ ডঃ ৪৩৫.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য বিধায় নগদ ভাতা প্রদেয় নয়।	মাঃ ডঃ ৪৩৫.০০
তুরস্ক	হোটেল ভাতাঃ ০৯.১০.২০১৫ হতে ১৫.১০.২০১৫ পর্যন্ত ৭ দিন×২৮০.০০=মাঃ ডঃ ১৯৬০.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য কিন্তু ৬ দিন, কারণ প্রত্যাবর্তনের দিন ১৫.১০.২০১৫ তারিখের জন্য প্রাপ্য নয়। ৬দিন×২৬৩= মাঃ ডঃ ১৫৭৮.০০	মাঃ ডঃ ৩৮২.০০
	নগদ ভাতা ৭ দিন×১০১.০০= মাঃ ডঃ ৭০৭.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য বিধায় নগদ ভাতা প্রদেয় নয়।	মাঃ ডঃ ৭০৭.০০
মোট	মাঃ ডঃ ৪০৮২.০০	মাঃ ডঃ ২৫৫৮.০০	মাঃ ডঃ ১৫২৪.০০ বা (১৫২৪×৮০.৫০×১.৫) টাকা ১,৮৪,০২৩.০০

৩৮জন কর্ণেল/লেঃ কর্ণেল/মেজর পদমর্যাদার কর্মকর্তা কর্তৃক অতিরিক্ত গ্রহণ

দেশ	গ্রহণ (মাঃ ডলার)	প্রাপ্য (মাঃডলার)	অতিরিক্ত (মাঃ ডলার)
শ্রীলঙ্কা	হোটেল ভাতাঃ ০৪.১০.২০১৫ হতে ০৮.১০.২০১৫ পর্যন্ত ৫ দিন×১৬৫.০০=৮২৫ মাঃ ডঃ	সর্বসাকুল্য ভাতা ৫ দিন×১৭৮= মাঃ ডঃ ৮৯০.০০	কম উত্তোলন মাঃ ডঃ (-) ৬৫.০০
	নগদ ভাতা ৫ দিন×৭৭.০০= মাঃ ডঃ ৩৮৫.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য বিধায় নগদ ভাতা প্রদেয় নয়।	মাঃ ডঃ ৩৮৫.০০
তুরস্ক	হোটেল ভাতাঃ ০৯.১০.২০১৫ হতে ১৫.১০.২০১৫ পর্যন্ত ৭ দিন×২৪৬.০০=মাঃ ডঃ ১৭২২.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য কিন্তু ৬ দিন, কারণ প্রত্যাবর্তনের দিন ১৫.১০.২০১৫ তারিখের জন্য প্রাপ্য নয়। ৬দিন×২৩১= মাঃ ডঃ ১৩৮৬.০০	মাঃ ডঃ ৩৩৬.০০
	নগদ ভাতা ৭ দিন×৯১.০০= মাঃ ডঃ ৬৩৭.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য বিধায় নগদ ভাতা প্রদেয় নয়।	মাঃ ডঃ ৬৩৭.০০
মোট	মাঃ ডঃ ৩৫৬৯.০০	মাঃ ডঃ ২২৭৬.০০	মাঃ ডঃ ১২৯৩ বা (১২৯৩×৮০.৫০×১.৫) টাকা ১,৫৬,১২৯.৭৫
১ জন বিএ-৫৩৩৫ মেজর কাজী হাবিবুল্লাহ, পিএসসি, পদাতিক			
মোট	মাঃ ডঃ ৩৫৬৯.০০	মাঃ ডঃ ২২৭৬.০০	মাঃ ডঃ ১২৯৩ বা (১২৯৩×৮০.৫০×১.৫) টাকা ১,৫৬,১২৯.৭৫
	৬৬ কেজি মালামাল পরিবহন বাবদ মোট ১,১৬৫.২৬ মাঃ ডঃ গ্রহণ	কিন্তু পাবেন ৪৬ কেজির পরিবহন বাবদ (১৭.৬৫৫ হারে) ৮১২.১৩ মাঃ ডঃ	৩৫৩.১৩মাঃ ডঃ বা ৪২,৬৪০.৪৪ টাকা
		মোট=	**১,৯৮,৭৭০ টাকা**

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৯)

এপি নং- ১৪৩৬৯; (আপত্তি-৩৫)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

(এনডিসি-১৫, গ্রুপ-২)

এনডিসি কোর্স-২০১৫ এর কর্মকর্তাগণ কর্তৃক বৈদেশিক শিক্ষা সফর উপলক্ষে প্রাপ্যের অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণে ক্ষতি।

ক্রঃনং	নাম ও পদবী	গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
১	বিএ-৩৯৬১ কর্ণেল মাহবুবুল আলম	৬৫২৫.৩০	৩৭১৭.০০	২৮০৮.৩০×৮০.৫০×১.৫=৩,৩৯,১০২.২২
২	বিএ-২৩২৪ ব্রিঃ জেঃ আরিফ মাওলা	৭৪১৬.৯০	৪১৮৩.০০	৩২৩৩.৯০×৮০.৫০×১.৫=৩,৯০,৪৯৩.৪২
৩	বিএ-২৫৬৬ ব্রিঃ জেঃ হাবিবুর রহমান কামাল	৭৪১৬.৯০	৪১৮৩.০০	৩২৩৩.৯০×৮০.৫০×১.৫=৩,৯০,৪৯৩.৪২
৪	বিএ-২৭৩৭ ব্রিঃ জেঃ মোঃ শামছুর রহমান	৭৪১৬.৯০	৪১৮৩.০০	৩২৩৩.৯০×৮০.৫০×১.৫=৩,৯০,৪৯৩.৪২
৫	বিএ-২৯৫৫ ব্রিঃ জেঃ এসএম ফেরদৌস	৭৪১৬.৯০	৪১৮৩.০০	৩২৩৩.৯০×৮০.৫০×১.৫=৩,৯০,৪৯৩.৪২
৬	বিএ-৩০২৩ ব্রিঃ জেনাঃ মোঃ কামরুজ্জামান	৭৪১৬.৯০	৪১৮৩.০০	৩২৩৩.৯০×৮০.৫০×১.৫=৩,৯০,৪৯৩.৪২
৭	বিএ-৩১৬২ ব্রিঃ জেঃ মুহম্মদ নুরুল আলম	৭৪১৬.৯০	৪১৮৩.০০	৩২৩৩.৯০×৮০.৫০×১.৫=৩,৯০,৪৯৩.৪২
৮	বিএ-৩২২৫ ব্রিঃ জেঃ আবু মোঃ সাফায়াত হোসেন	৭৪১৬.৯০	৪১৮৩.০০	৩২৩৩.৯০×৮০.৫০×১.৫=৩,৯০,৪৯৩.৪২
৯	বিএ-৩৩৪৬ ব্রিঃ জেঃ মোঃ ইসরাত হোসেন	৭৪১৬.৯০	৪১৮৩.০০	৩২৩৩.৯০×৮০.৫০×১.৫=৩,৯০,৪৯৩.৪২
১০	পি নং-৬০৩ কমডোর এস এম সাব্বির	৭৪১৬.৯০	৪১৮৩.০০	৩২৩৩.৯০×৮০.৫০×১.৫=৩,৯০,৪৯৩.৪২
১১	বিডি/৭৯২২ এয়ার কমডোর এম সাঈদ হোসেন	৭৪১৬.৯০	৪১৮৩.০০	৩২৩৩.৯০×৮০.৫০×১.৫=৩,৯০,৪৯৩.৪২
১২	আইডি-৪৭৪৩ যুগ্ম সচিব আনিস আহমেদ	৭৪১৬.৯০	৪১৮৩.০০	৩২৩৩.৯০×৮০.৫০×১.৫=৩,৯০,৪৯৩.৪২
১৩	আইডি ৪৭৯৭ যুগ্ম সচিব রনজিত কুমার সেন	৭৪১৬.৯০	৪১৮৩.০০	৩২৩৩.৯০×৮০.৫০×১.৫=৩,৯০,৪৯৩.৪২
১৪	আইডি নং-৫২৪৪ যুগ্ম সচিব মোঃ জাফর ইকবাল	৭৪১৬.৯০	৪১৮৩.০০	৩২৩৩.৯০×৮০.৫০×১.৫=৩,৯০,৪৯৩.৪২
১৫	ডিআইজি ডিপি-৬২৮৮১২৩৭৭৮ রওশন আরা বেগম	৭৪১৬.৯০	৪১৮৩.০০	৩২৩৩.৯০×৮০.৫০×১.৫=৩,৯০,৪৯৩.৪২
১৬	বিসি ২৩৭১২ অং কেয়াও মাইও	৭৪১৬.৯০	৪১৮৩.০০	৩২৩৩.৯০×৮০.৫০×১.৫=৩,৯০,৪৯৩.৪২
১৭	লেঃকঃ (পিএ নং-১৭৭৬) মেহেরুন নাহার	৬৫২৫.৩০	৩৭১৭.০০	২৮০৮.৩০×৮০.৫০×১.৫=৩,৩৯,১০২.২২
১৮	আইডি নং-১৮১৬৭ প্রভাষক খাদিজাতুল কোবরা	৬৫২৫.৩০	৩৭১৭.০০	২৮০৮.৩০×৮০.৫০×১.৫= ৩,৩৯,১০২.২২

দৈনিক ভাতা বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের স্মারক নং-২২১(১০০০) এর অনুচ্ছেদ-২৫ অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রায় ফেরত কিংবা দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হার এর দেড়গুণ হিসাবে (ক্রমিক নং-২ হতে ১৬) ১৫ জন ব্রিগেডিয়ার পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের নিকট হতে ৫৮,৫৭,৪০১.৩০ (৩,৯০,৪৯৩.৪২×১৫জন) টাকা এবং (ক্রমিক নং-১, ১৭ ও ১৮) ৩ জন কর্মকর্তার নিকট হতে ১০,১৭,৩০৬.৬৬ (৩,৩৯,১০২.২২×৩)= টাকাসহ **সর্বমোট** (৫৮,৫৭,৪০১.৩০+১০,১৭,৩০৬.৬৭) **৬৮,৭৪,৭০৭.৯৬ বা ৬৮,৭৪,৭০৮ টাকা আদায়যোগ্য।**

অনুচ্ছেদ-১
পরিশিষ্ট-১(৯)
এপি নং-১৪৩৬৯; (আপত্তি-৩৫)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

এনডিসি কোর্স-২০১৫ ভারত, কাতার, ফ্রান্স এ বৈদেশিক সফর

১৫ জন অতিরিক্ত সচিব/ব্রিঃজেঃ/কমডোর/যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণ কর্তৃক অতিরিক্ত বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা গ্রহণের হিসাব

দেশ	গ্রহণ (মাঃ ডঃ)	প্রাপ্য (মাঃ ডঃ)	অতিরিক্ত গ্রহণ (মাঃ ডঃ)
ভারত	ক. হোটেল ভাড়াঃ ৩০.০৮.২০১৫ হতে ০৪.০৯.২০১৫ পর্যন্ত ৬দিন×২৩০=মাঃ ডঃ ১৩৮০.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা ৬দিন×২১৫ মাঃ ডঃ= ১২৯০.০০ মাঃ ডঃ	৯০.০০
	খ. নগদ ভাতা ৬ দিন× ৮৭.০০=মাঃ ডঃ ৫২২.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য নয় বিধায় নগদ ভাতা প্রদেয়	৫২২.০০
	গ. ট্রানজিট ভাতা ৫৩.৯৫ মাঃ ডঃ	ফ্লাইংয়ের আওতা ৩ ঘন্টার কম বিধায় প্রাপ্য নয়।	৫৩.৯৫
	ঘ. অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ভাতাঃ মাঃ ডঃ ২৫৮.০০	ভাউচার আসল (Original) না হওয়ায় প্রাপ্য নয়	২৫৮.০০
কাতার	ক. হোটেল ভাড়াঃ ৫দিন×২৮০=মাঃ ডঃ ১৪০০.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা ৫দিন×২৬৩ মাঃ ডঃ= ১৩১৫.০০ মাঃ ডঃ	৮৫.০০
	খ. নগদ ভাতা মাঃ ডঃ ৫০৫.০০ মাঃ ডঃ	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য নয় বিধায় নগদ ভাতা প্রদেয়	৫০৫.০০
	গ. অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ভাতাঃ মাঃ ডঃ ২৬৩.০০	ভাউচার আসল (Original) না হওয়ায় প্রাপ্য নয়	২৬৩.০০
ফ্রান্স	ক. হোটেল ভাড়াঃ ১০.০৯.২০১৫-১৬.০৯.২০১৫=৭ দিন×২৮০=মাঃ ডঃ ১৯৬০.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য, তবে ১০.০৯.২০১৫-১৫.০৯.২০১৫=৬দিন×২৬৩ মাঃ ডঃ= ১৫৭৮.০০ মাঃ ডঃ	৩৮২.০০
	খ. নগদ ভাতা মাঃ ডঃ ৭০৭.০০	ভাউচার আসল (Original) না হওয়ায় প্রাপ্য নয়	৭০৭.০০
	ঘ. অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ভাতাঃ মাঃ ডঃ ৩৬৮.২০	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য বিধায় নগদ ভাতা প্রাপ্য নয়।	৩৬৮.২০
মোট	মাঃ ডঃ ৭৪১৬.৯৫	মাঃ ডঃ ৪১৮৩.০০	মাঃ ডঃ ৩,২৩৪.১৫
প্রতি জনের টাকা (৩,২৩৪.১৫×৮০.৫০)=২,৬০,৩৪৯			

৩ জন গ্রুপ ক্যাপ্টেন/কর্ণেল/মেজর পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণ কর্তৃক অতিরিক্ত বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা গ্রহণের হিসাব বিবরণ:

দেশ	গ্রহণ (মাঃ ডঃ)	প্রাপ্য (মাঃ ডঃ)	অতিরিক্ত গ্রহণ (মাঃ ডঃ)
ভারত	ক. হোটেল ভাড়াঃ ৩০.০৮.২০১৫ হতে ০৪.০৯.২০১৫ পর্যন্ত ৬দিন×১৯৬=মাঃ ডঃ ১১৭৬.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা ৬দিন×১৯৬ মাঃ ডঃ= ১১৭৬.০০ মাঃ ডঃ	
	খ. নগদ ভাতা ৬ দিন× ৭৭.০০=মাঃ ডঃ ৪৬২.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য বিধায় নগদ ভাতা প্রদেয় নয়	৪৬২.০০
	গ. ট্রানজিট ভাতা ৫৩.৭০ মাঃ ডঃ	ফ্লাইংয়ের আওতায় ৩ ঘন্টার কম বিধায় প্রাপ্য নয়।	৫৩.৭০
	ঘ. অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ভাতাঃ মাঃ ডঃ ২৩৫.২০	ভাউচার আসল (Original) না হওয়ায় প্রাপ্য নয়	২৩৫.২০
কাতার	ক. হোটেল ভাড়াঃ ৫দিন×২৪৬=মাঃ ডঃ ১২৩০.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা ৫দিন×২৩১ মাঃ ডঃ= ১১৫৫.০০ মাঃ ডঃ	৭৫.০০
	খ. নগদ ভাতা ৫দিন×৯১=মাঃ ডঃ ৪৫৫.০০ মাঃ ডঃ	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য বিধায় নগদ ভাতা প্রদেয় নয়	৪৫৫.০০
	ঘ. অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ভাতাঃ মাঃ ডঃ ২৩১.০০	ভাউচার আসল (Original) না হওয়ায় প্রাপ্য নয়	২৩১.০০
ফ্রান্স	ক. হোটেল ভাড়াঃ ১০.০৯.২০১৫-১৬.০৯.২০১৫=৭ দিন×২৪৬=মাঃ ডঃ ১৭২২.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য, তবে ১০.০৯.২০১৫-১৫.০৯.২০১৫=৬ দিন×২৩১ মাঃ ডঃ= ১৩৮৬.০০ মাঃ ডঃ	৩৩৬.০০
	খ. নগদ ভাতা মাঃ ডঃ ৬৩৭.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য বিধায় নগদ ভাতা প্রাপ্য নয়।	৬৩৭.০০
	ঘ. অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ভাতাঃ মাঃ ডঃ ৩২৩.৪০	ভাউচার আসল (Original) না হওয়ায় প্রাপ্য নয়	৩২৩.৪০
মোট =	মাঃ ডঃ ৬৫২৫.৩৫	মাঃ ডঃ ৩,৭১৭.০০	মাঃ ডঃ ২৮০৮.৩০
প্রতি জনের টাকা (২৮০৮.৩০×৮০.৫০)=২,২৬,০৬৮			

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(১০)

এপি নং-১৪৩৭০; (আপত্তি-৩৪)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

ন্যাশনাল ক্যাডেট কলেজের এনডিসি-২০১৫ কোর্সের আওতায় ৩০.০৮.২০১৫ হতে ১৬.০৯.২০১৫ সময়ে ভারত, কাতার ও ফ্রান্সে বৈদেশিক শিক্ষা সফরের (গ্রুপ-২) জন্য ভ্রমণকারী কর্মকর্তা বিএ নং-২৫৭৫, মেজর জেনারেল হামিদুর রহমান চৌধুরী, পিএসসি কর্তৃক বিধি বহির্ভূতভাবে দৈনিক ভাতা গ্রহণের বিবরণী:

দেশ	গ্রহণ (মাঃ ডঃ)	প্রাপ্য (মাঃ ডঃ)	অতিরিক্ত গ্রহণ
ভারত	ক. হোটেল ভাড়াঃ ৩০.০৮.২০১৫ হতে ০৪.০৯.২০১৫ পর্যন্ত ৬দিন×২৩০=মাঃ ডঃ ১৩৮০.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা ৬দিন×২১৫ মাঃ ডঃ= ১২৯০.০০ মাঃ ডঃ	মাঃ ডঃ ৯০.০০
	খ. নগদ ভাতা ৬ দিন× ৮৭.০০=মাঃ ডঃ ৫২২.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য বিধায় নগদ ভাতা প্রদেয় নয়	মাঃ ডঃ ৫২২.০০
	গ. ট্রানজিট ভাতা ৫৩.৭৫ মাঃ ডঃ	ফ্লাইং আওতার ৩ ঘন্টার কম বিধায় প্রাপ্য নয়।	মাঃ ডঃ ৫৩.৭৫
	ঘ. অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ভাতাঃ মাঃ ডঃ ২৫৮.০০	ভাউচার আসল (Original) না হওয়ায় প্রাপ্য নয়	মাঃ ডঃ ২৫৮.০০
কাতার	ক. হোটেল ভাড়াঃ ৫দিন×২৮০=মাঃ ডঃ ১৪০০.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা ৫দিন×২৬৩ মাঃ ডঃ= ১৩১৫.০০ মাঃ ডঃ	মাঃ ডঃ ৮৫.০০
	খ. নগদ ভাতা মাঃ ডঃ ৫০৫.০০মাঃ ডঃ	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য বিধায় নগদ ভাতা প্রদেয় নয়	মাঃ ডঃ ৫০৫.০০
	ঘ. অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ভাতাঃ মাঃ ডঃ ২৬৩.০০	ভাউচার আসল (Original) না হওয়ায় প্রাপ্য নয়	মাঃ ডঃ ২৬৩.০০
ফ্রান্স	ক. হোটেল ভাড়াঃ ১০.০৯.২০১৫-১৬.০৯.২০১৫=৭ দিন×২৮০=মাঃ ডঃ ১৯৬০.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য, তবে ১০.০৯.২০১৫-১৫.০৯.২০১৫ ৬ রাতের জন্য ৬দিন প্রাপ্য অর্থাৎ =৬ দিন×২৬৩ মাঃ ডঃ= ১৫৭৮.০০ মাঃ ডঃ	মাঃ ডঃ ৩৮২.০০
	খ. নগদ ভাতা মাঃ ডঃ ৭০৭.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য বিধায় নগদ ভাতা প্রাপ্য নয়।	মাঃ ডঃ ৭০৭.০০
	ঘ. অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ভাতাঃ মাঃ ডঃ ৩৬৮.২০	ভাউচার আসল (Original) না হওয়ায় প্রাপ্য নয়	মাঃ ডঃ ৩৬৮.২০
মোট	মাঃ ডঃ ৭৪১৬.৯৫	মাঃ ডঃ ৪১৮৩.০০	মাঃ ডঃ ৩,২৩৩.৯৫

বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করায় অতিরিক্ত গৃহিত মর্মে গণ্য অর্থ বৈদেশিক মুদ্রাতেই ফেরতযোগ্য বা অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১ (১০০০) সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদ ২৫ অনুযায়ী দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হার ও তার দেড়গুণ হিসেবে (মাঃ ডঃ ৩,২৩৩.৯৫×৮০.৫০ টাকা×১.৫ গুণ) ৩,৯০,৪৯৯ টাকা ফেরতযোগ্য।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(১১)

এপি নং-১৪৩৭৩; (আপত্তি-০২)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

বিএ ৭৮১৭ ক্যাপটেন ওয়াসিম আকরাম, পদাতিক, বৈদেশিক টিএ/ডিএ বিলে প্রাপ্যতা বিহীন অর্থ গ্রহণ করায় ক্ষতি টাকা ১০,৫৯,৮০৭

এফডি এর ২১.০৮.২০১৪ তারিখের ২৪৬৪ সংখ্যক পত্রে বিএ-৭৮১৭ ক্যাপটেন ওয়াসিম আকরাম, পদাতিক,বৈদেশিক কোর্সে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে চীনে ০১.০৯.২০১৪ হতে ৩০.০৭.২০১৫ পর্যন্ত সময়ে অংশগ্রহণের জন্য মনোনীত হন। কিন্তু ভ্রমণ করেন ১২.০৯.২০১৪ হতে ০২.০৭.২০১৫ পর্যন্ত সময়ে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উপরে বর্ণিত পত্রের ২ নম্বর প্যারা অনুযায়ী চীন সরকার কোর্সে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তার আন্তর্জাতিক যাতায়াত বিমান ভাড়া, প্রশিক্ষণ ফি, থাকা, মাসিক ভাতা (খাওয়া), চিকিৎসা এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ যাতায়াত খরচ প্রদান করে। বাংলাদেশ সরকার পকেট ভাতাসহ প্রচলিত বিধি মোতাবেক প্রাপ্য অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি সেনাবাহিনীর সংশ্লিষ্ট বাজেট খাত হতে বহন করে। উক্ত কর্মকর্তার বৈদেশিক টিএ/ডিএ বিলের অসংগতি নিম্নরূপঃ

(১) **১ দিনের অতিরিক্ত পকেট ভাতা গ্রহণঃ** কারণ ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী ১২.০৯.২০১৪ তারিখ ০২:১০ ঘটিকায় রওয়ানা হয়ে রাত ১২:০৫ (১৩.০১.২০১৪) ঘটিকায় বেইজিং পৌছে। সুতরাং ১২.০৯.২০১৪ হতে ০২.০৭.২০১৫ পর্যন্ত ২৯৪ দিন হলেও দৈনিক ভাতা ইত্যাদি আগমনের দিন গণনায় নিলে প্রস্থানের দিন গণনায় বাদ যাবে; আবার প্রস্থানের দিন প্রস্থানের দিন ধরা হলে আগমনের দিন বাদ যাবে। সুতরাং সে হিসেবে উভয়েই ২৯৩ দিনের পকেট ভাতা প্রাপ্য। অর্থাৎ ১ দিনের পকেট ভাতা মাঃ ডঃ ১৬৫×৩৫%=৫৭.৭৫ অতিরিক্ত গ্রহণ করা হয়েছে। পকেটভাতা যেহেতু বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করা হয়েছে সেহেতু বৈদেশিক মুদ্রাতেই উহা ফেরতযোগ্য। অন্যথায় বৈদেশিক ভ্রমণভাতা সম্পর্কিত অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদ-২৫ অনুযায়ী বর্তমান বিনিময় হার এর দেড় গুণ (মাঃ ডঃ ৫৭.৭৫× ৮০×১.৫) টাকা ৬,৯৩০ আদায়যোগ্য।

(২) **তৈরীকৃত (manufactured) এমসিও দ্বারা অর্থ গ্রহণঃ** ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী যাওয়ার পথে ফ্লাইট নম্বর এমইউ ২০৩৬, যাত্রার সময় ১৪:১০ ঘটিকা কিন্তু ১৮ কেজির এমসিওতে যাত্রার সময় উল্লেখ রয়েছে ২৩:১০ ঘটিকা। আসার পথে যাত্রার সময় সকাল ০৭:৫৫ হলেও এমসিওতে উল্লেখ করা হয়েছে ১৩:১০ ঘটিকা। চায়না ইস্টার্ণ এয়ারলাইন্সের Original MCO এমন প্রকৃতির হয় না। আলোচ্য এমসিও দুটি রঙ্গিন কাগজে এবং এতে স্বাক্ষরও খুব আনাড়ী প্রকৃতির। অর্থাৎ এ বাবদ অর্থ দাবী করার জন্য কৃত্রিম (Fake) এমসিও দাখিল করা হয়েছে। বিধায় গৃহিত ৩৫,৮৮০ টাকা প্রাপ্যতা বহির্ভূত হয়েছে।

(৩) **ছুটিকালীন সময় কোন সুবিধা প্রাপ্য নয়ঃ** পাসপোর্ট অনুযায়ী উক্ত কর্মকর্তা এবং তার স্ত্রী উভয়েই ১০.০২.২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৭.০২.২০১৫ তারিখ বাংলাদেশে অবস্থান করেছে। বাংলাদেশে অবস্থানকালীন তিনি কোন ভাতা প্রাপ্য হবেন না। সুতরাং এই সময়ের জন্য তিনি মাঃ ডঃ ৫৭.৭৫×১৭=মাঃ ডঃ ৯৮১.৭৫ যা দেশীয় মুদ্রায় ফেরত দিলে বর্তমান বিনিময় হার এর দেড় গুণ (মাঃ ডঃ ৯৮১.৭৫× ৮০×১.৫) টাকা ১,১৭,৮১০ আদায়যোগ্য।

(৪) **স্ত্রীর জন্য বাড়িভাড়া:** প্রাপ্য না হওয়া সত্ত্বেও উক্ত কর্মকর্তার স্ত্রীর জন্য বাড়িভাড়া বাবদ মাঃ ডঃ ১১.৬৬×২৯৪×৭৮=টাকা ২,৬৭,৩৮৭ গ্রহণ করা হয়। স্ত্রী উক্ত কর্মকর্তার সফর সঙ্গি নয় বিধায় বাড়ি ভাড়া ভাতা প্রাপ্য নন উহা সত্ত্বেও বাড়িভাড়া বাবদ ২,৬৭,৩৮৭ টাকা গ্রহণ করায় উক্ত টাকা আদায়যোগ্য।

(৫) **সমুদ্র পথের জন্য শীপ ফ্রেইটঃ** অসংগতিসমূহ

ক. দাখিলকৃত কোটেশনে কোন তারিখ ও সূত্র উল্লেখ নাই।

খ. প্রদর্শিত বিল অব ল্যাডিং এ মালামাল Shipped on board দেখানো হয়েছে ১৭.০৬.২০১৫ তারিখ। অথচ চায়নায় বাংলাদেশ দুতাবাসের প্যাডে টাইপ করে দেখানো তুলনামূলক বিবরণের তারিখ ১০.০৭.২০১৫। এছাড়া এই বিবরণে

লেখা হয়েছে This Collage asked for the quation from different Shipping agent of Nanjing to ship hi non accompanied persoal goods (total 300 kg) from Nanjing, China to Chittagong, Bangladesh of 15 June 2015. Following Companies has sent their quotiation by ০২ মে ২০১৫. প্যাড হলো বাংলাদেশ এ্যাম্বাসির লেখা এই কলেজ। বাংলাদেশ এ্যাম্বাসির লেখা এতো কাঁচা/দুর্বল হয় না।

গ. চট্টগ্রামের আর্মি এ্যাম্বারকেশনের (বানান ভুল Emberkation Unit, Entry Form, চট্টগ্রাম বন্দরের জেটি চালান ও সেড বিলে ই/খ নং ঙঙখট ২৫২৪৬১২৬৯২ কিন্তু Bill of Lading এ OOLU ২৫২৪৬১২৬৮৩।

ঘ. সেড বিল তৈরী দেখানো হয়েছে ০৩.১০.২০১৫ তারিখে কিন্তু Army Emberkation Unit এ টাকা ১৩২৫.৪৮ পরিশোধ দেখানো হয়েছে ০৮.০৭.২০১৫ তারিখে। এতসব অসংগতি/আসল (Genuine) ডক্যুমেন্টে থাকেনা।

উল্লেখ্য দলিলাদি যদি আসল (Genuine) ও হতো তবুও প্রতি কেজি ৩৫.০০ ডলার হিসাবে ৩০০ কেজির জন্য ১০৫০০.০০ ডলার প্রাপ্য হতোনা। কারণ আপত্তি-১৩৬ সংশ্লিষ্ট সেনা কর্মকর্তা বিএ-৬৬৯১ মেজর মোঃ মশিউল আলম চীনে কোর্স শেষে ব্যক্তিগত মালামাল পরিবহণের বিল অব ল্যাডিং থেকে দেখা যায় ৮ জন কর্মকর্তার ৫৩৩০ কেজি মালামাল ৪০ ফুট কন্টেইনারে আনয়ন করা হয়। চীন থেকে ৪০ ফুট কন্টেইনারে ভাড়া কোন ক্রমেই মাঃ ডঃ ৫০০০ এর উপরে নয়। এই হিসাবে প্রতি কেজির শীপ ফ্রেইট হয় (৫০০০÷৫৩৩০) মাঃ ডঃ ০.৯৪ এর বেশী নয়। সে হিসাবে ৩০০ কেজির শীপ ফ্রেইট হয় মাঃ ডঃ ২৮২ । অতএব, ৩০০ কেজি মালামালের শীপ ফ্রেইট সংক্রান্ত দাখিলকৃত দলিলাদি আসল না হওয়ায় শীপ ফ্রেইট বাবদ ৬,০০,৭৫০.০০ টাকা প্রাপ্য নয়।

বৈদেশিক টিএ/ডিএ বিলে উক্ত অফিসারের অতিরিক্ত গ্রহণের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

(১)	১ দিনের অতিরিক্ত পকেটভাতা গ্রহণঃ	টাকা ৬,৯৩০.০০।
(২)	তৈরীকৃত (manufactured) এমসিও দ্বারা অর্থ গ্রহণঃ	টাকা ৩৫,৮৮০.০০।
(৩)	ছুটিকালীন সময় কোন সুবিধা প্রাপ্য নয়ঃ	টাকা ১,১৭,৮১০.০০।
(৪)	তৈরীকৃত (manufactured) ভাউচার দ্বারা বাড়িভাড়ার অর্থ গ্রহণঃ	টাকা ২,৬৭,৩৮৭.০০।
(৫)	তৈরীকৃত (manufactured) ভাউচার দ্বারা সী ফ্রেইট বাবদ অর্থ গ্রহণঃ	টাকা ৬,৩১,৮০০.০০।
	প্রাপ্য না হওয়া সত্বেও সর্বমোট গৃহিত অর্থের পরিমাণ	**টাকা ১০,৫৯,৮০৭.০০**

অনুচ্ছেদ নং-০১

পরিশিষ্ট-১(১২)

এপি নং-১৪৩৭৫; (আপত্তি নং-০১)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

বৈদেশিক টিএ-ডিএ বাবদ প্রাপ্যের অতিরিক্ত পরিশোধের বিবরণ:

ক্রঃনং	বিএ নম্বর, পদবী ও নাম	ভ্রমণের দেশ ও সময়	অগ্রিম গ্রহণ	পাশকৃত টাকা	সরকারের কাছে দেনার পরিমাণ	বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষেত্রে ফেরতের পরিমাণ ১.৫ গুণ
১	বিএ-১০০৪৯২ কর্ণেল আজিজুর রহমান, ভলিউম এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৬	সৌদিআরব, ০৭.১২.২০১৩-১২.১২.২০১৩	২,২৪,৪৭৯.০০	২,১১,৯২৬.০০	১২,৫৫৩.০০	১২,৫৫৩.০০
২	বিএ-৭০৬৯ ক্যাপ্টেন মোঃ নাজমুস সাকিব ভলিউম এফ-১, ওপিএস-২, পাতা-১৮	মালি ০৫.১০.২০১৩-১২.১০.২০১৩	৪,০৬,২৩৫.০০	৩,৮৪,৫২৩.০০	২১,৭১২.০০	২১,৭১২.০০
৩	বিএ-৪৯৯৪ মেজর মাকসুদ আহমেদ ভলিউম এফ-১, ওপিএস-২, পাতা-২২	যুক্তরাজ্য ১৩.১০.২০১৩-০১.১১.২০১৩	১,২১,২০৯.০০	৮৩,০৬৫.০০	৩৮,১৪৪.০০	৩৮,১৪৪.০০
৪	বিএ-৩৪২৯ মেজর মোঃ কাওসার সওকত আলী ভলিউম এফ-১, ওপিএস-২, পাতা-২৪	সৌদি আরব ০৮.১০.২০৩-২২.১০.২০১৩	৬৮,৭২৫.০০	৯,৭১৮.০০	৫৯,০০৭.০০	৫৯,০০৭.০০
৫	বিএ-২৬৬১ ব্রিগেঃ জেনাঃ একেএম আখতার উজ্জামান, ভলিউম এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-৩১	নিউইয়র্ক তারিখ উল্লেখ নাই	১২,৯১,৯৪৩.০০ Vat+It ৮৪২৩	১২,১৯,৩৬৬.০০	৮১,০০০.০০	৮১,০০০.০০
৬	বিএ-৪৪৭৬ লেঃ কর্ণেঃ লুৎফর রহমান, ভলিউম এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৩৪	তুরস্ক ৩.১০.২০১৩-০৮.১১.২০১৩	৪,১৮,২৭১.০০	৪,০৮৪৭৩.০০	৯,৭৯৮.০০	৯,৭৯৮.০০
৭	বিএ-৪৩৩৩ লেঃ কর্ণেল মোঃ তৌহিদুল ইসলাম এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-৩৫	মালয়েশিয়া ২১.১০.২০১৩-০১.১১.২০১৩	৫৩,৫৭২.০০	৪৪,৭৫২.০০	৮,৮২০.০০	৮,৮২০.০০
৮	বিএ-৪৩৫৬ লেঃ কর্ণেল মহিউদ্দিন আহমেদ এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-৩৭	তুরস্ক ০৪.১১.২০১৩-০৮.১১.২০১৩	৩৮,১৩৮.০০	৩০,৫১৩.০০	৭,৬২৫.০০	৭,৬২৫.০০
৯	বিএ-৬৪৮৫ মেজর মোঃ সাইদুল ইসলাম, এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-৪৬	চীন ০৪.১১.২০১৩-২৯.১১.২০১৩	১,৮৮,৮৪৬.০০	১,৭৪,৮৮৩.০০	১৩,৯৬৩.০০	১৩,৯৬৩.০০
১০	বিএ-৬৭২৫ মেজর হাবিব আব্দুল্লাহ সাঈদ, এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-৪৬-৪৭	চীন ০৪.১১.২০১৩-২৯.১১.২০১৩	১,৮৮,৮৪৬.০০	১,৭৪,৮৮৩.০০	১৩,৯৬৩.০০	১৩,৯৬৩.০০
১১	বিএ-৬৭৬২ মেজর সাহেদুল মান্নান রকি এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-৪৬-৪৭	চীন ০৪.১১.২০১৩-২৯.১১.২০১৩	১,৮৮,৮৪৬.০০	১,৭৪,৮৮৩.০০	১৩,৯৬৩.০০	১৩,৯৬৩.০০

১২	বিএ-১৩৯৯ লেঃ কমান্ডার মোহাম্মদ এনামুল হক, এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-৪৬-৪৭	চীন ০৪.১১.২০১৩-২৯.১১.২০১৩	১,৮৮,৮৪৬.০০	১,৭৪,৮৮৩.০০	১৩,৯৬৩.০০	১৩,৯৬৩.০০
১৩	বিএ-৯২২৫ ফ্লাঃ লেঃ মোঃ আজমান জোহার এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-৪৭	চীন ০৪.১১.২০১৩-২৯.১১.২০১৩	১,৮৮,৮৪৬.০০	১,৭৪,৮৮৩.০০	১৩,৯৬৩.০০	১৩,৯৬৩.০০
১৪	বিএ-৬৩৫২ মেজর নুর মোঃ সাইফুল হক এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-৪৭	চীন ০৪.১১.২০১৩-২৯.১১.২০১৩	১,৮৮,৮৪৬.০০	১,৭৪,৮৮৩.০০	১৩,৯৬৩.০০	১৩,৯৬৩.০০
১৫	বিএ-৭৩১৭ মেজর এস এম হাবিবে এলাহী চৌধুরী, এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-৪৮	মালয়েশিয়া ০৪.১১.২০১৩-১৫.১১.২০১৩	৫৩,৫৭২.০০	৪৩,৪৩৮.০০	১০,১৩৪.০০	১০,১৩৪.০০
১৬	বিএ-৪২০০ লেঃ কর্ণেল সৈয়দ রাশীদ আহমেদ এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-৫০	অষ্ট্রেলিয়া ০৪.১১.২০১৩-০৮.১১.২০১৩	২,৭১,১৪১.০০	২,৬৫,৬৯৫.০০	৫,৪৪৬.০০	৫,৪৪৬.০০
১৭	বিএ-৪৩৭৫ মেজর মোঃ আব্দুল মোস্তাকিম এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-৫০	অষ্ট্রেলিয়া ০৪.১১.২০১৩-০৮.১১.২০১৩	২,৭১,১৪১.০০	২,৬৫,৬৯৭.০০	৫,৪৪৪.০০	৫,৪৪৪.০০
১৮	বিএ-৭৩১৮ মেজর মোঃ জিয়াউর রহমান এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-৫৩	জাপান ০৫.১১.২০১৩-০৯.১১.২০১৩	২,৭২,০৭০.০০	২,৬৮,৯৭৭.০০	৩,০৯৩.০০	৩,০৯৩.০০
১৯	বিএ-৬৫৯২ কাজী মৌসুমী এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-৫৪	আইভোরী কোস্ট ০৬.১১.২০১৩-১৩.১১.২০১৩	৩,৭১,৬৮১.০০	৩,২৭,৯৪৬.০০	৪৩,৭৩৫.০০	৪৩,৭৩৫.০০
২০	বিএ-৪২১৫ লেঃ কর্ণেল মোঃ হুমায়ুন কবির ভূঁইয়া এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৬৪	তুরস্ক ২০.১১.২০১৩-২৪.১১.২০১৩	২,৮৩,৮৬৯.০০	২,৭৮,০৩১.০০	৫,৮৩৮.০০	৫,৮৩৮.০০
২১	বিএ-৬৪০৪ মেজর খন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান, এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-৬৫	তুরস্ক ২০.১১.২০১৩-২৪.১১.২০১৩	২,৮৩,৮৬৯.০০	২,৭৮,০৩২.০০	৫,৮৩৭.০০	৫,৮৩৭.০০
২২	বিএ-৪২৩৬ লেঃ কর্ণেল মোঃ সাজেদুর রহমান এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-৬৭	যুক্তরাজ্য ২.১২.২০১৩-০৬.১২.২০১৩	৮১,৭১২.০০	৬৪,২০১.০০	১৭,৫১১.০০	১৭,৫১১.০০
২৩	বিএ ৪৫৬৮ লেঃ কর্ণেল ওমর ফারুক এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-৭৬	জার্মানী ২.১২.২০১৩-০৬.১২.২০১৩	৬৯,৪৫২.০০	৫১,৫০২.০০	১৭,৯৫০.০০	১৭,৯৫০.০০
২৪	বিএ ৫৯৬৬ মেজর এ এইচ এম তাহসিন হোসেন, এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-৭৬	জার্মানী ২.১২.২০১৩-০৬.১২.২০১৩	৬৯,৪৫২.০০	৫১,৫০২.০০	১৭,৯৫০.০০	১৭,৯৫০.০০
২৫	বিডি-৯১০১ স্কোঃ লীডার হাসাইন এম আই তকী, এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-৮০	জার্মানী ২.১২.২০১৩-০৬.১২.২০১৩	৪৮,৫৯৫.০০	৩০,৬৪২.০০	১৭,৯৫৩.০০	১৭,৯৫৩.০০
২৬	জেএসএস ০০৩৪৬ মেজর রহিমান আক্তার এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-৮৭	ভারত ০১.০১.২০১৪-৩১.০৩.২০১৪	২,৫৯,৩৩৩.০০	২,৪৭,৩৫৬.০০	১১,৯৭৭.০০	১১,৯৭৭.০০
২৭	বিএ-১০০৬৩৬ কর্ণেল মোঃ ইউসুফ, এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-৮৮	সিঙ্গাপুর ০১.০১.২০১৪-৩০.০৬.২০১৪	৭,৩০,০০২.০০	৭,০৪,৯২৬.০০	২৫,০৭৬.০০	২৫,০৭৬.০০

২৮	বিএ-১০০৮২৭ লেঃ কর্ণেল মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-৯৩	ভারত ০১.০১.২০১৪-৩০.০৬.২০১৪	৩,৪৮,২৯৩.০০	৩,৩২,৯১২.০০	১৫,৩৮১.০০	১৫,৩৮১.০০
২৯	বিএ-৪৭৪৯ লেঃ কর্ণেল মোঃ আবুল কালাম এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-৯৬	নেপাল ০৬.০১.২০১৪-১৭.০১.২০১৪	১,০০,৯৪১.০০	৫৭,৩৪৫.০০	৪৩,৫৯৬.০০	৪৩,৫৯৬.০০
৩০	বিএ-৪৬৮১ লেঃ কর্ণেল মোঃ ইমাম হাসান মৃধা এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-৯৭	সিংগাপুর ১৩.০১.২০১৪-২৪.০১.২০১৪	৭৬,৪১২.০০	৭২,৬১২.০০	৩,৮০০.০০	৩,৮০০.০০
৩১	বিএ-৮১৫৬ক্যাপটেন এএনএম শাকিল নেওয়াজ এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-১০৮	পাকিস্তান ০৩.০২.২০১৪-২৮.৩.২০১৪	২,১৬,৩৮৩.০০	১,১৯,৮০৬.০০	৯৬,৫৭৭.০০	৯৬,৫৭৭.০০
৩২	বিএ-৩১৫১ ব্রিঃ জেনাঃ মোঃ নাজমুল আলম এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-১১১	ভারত ০৬.১২.২০১৪ হতে	১,৪৮,৯৮৯.০০	১,৩৩,২৪৮.০০	১৫,৭৪১.০০	১৫,৭৪১.০০
৩৩	বিএ-৪৪৯১ লেঃ কর্ণেল এটিএম মজিবুল আলম এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-১১৬	অষ্ট্রেলিয়া ২৩.০২.২০১৪-২৭.০২.২০১৪	১,৬০,৭৫০.০০	১,৫৭,৭১০.০০	৩,০৪০.০০	৩,০৪০.০০
৩৪	বিএ-৬২৫৯ সৈয়দ সাঈদ আহমেদ, এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-১১৭	চীন ১০.০২.২০১৪-২৪.০২.২০১৪	৫৪৭২৮৮.০০	২,৯৮,০৭২.০০	২,৪৯,২১৬.০০	২,৪৯,২১৬.০০
৩৫	বিএ-৫৮২৪ মেজর মোফাচ্ছেক আবু সায়েক এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-১২৪	চীন ১৭.০২.২০১৪-২১.০২.২০১৪	২,৩৫,৬৫৬.০০	২,৩১,৮৯৭.০০	৩,৭৫৯.০০	৩,৭৫৯.০০
৩৬	বিএ-৪৫৭৮ মেজর বদরুল আলম, এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-১৩০	পাকিস্তান ২৭.০২.২০১৪-০৪.০৩.২০১৪	২,৩০,৮৮৮.০০	২,২৯,৫৩৬.০০	১,৩৫২.০০	১,৩৫২.০০
৩৭	বিএ-২৮০২ এএফ জগলুল আহমেদ এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-১৪০	আইভোরিকোস্ট পিরিয়ড উল্লেখ নাই	২,১০,৭৯৫.০০	২,০৬,১৫৩.০০	৪,৬৪২.০০	৪,৬৪২.০০
৩৮	বিএ-০০৩৫৮ মেজর সালমা আক্তার, এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-১৫০	ভারত ০১.০৪.২০১৪-৩০.০৯.২০১৪	৩,২২,০৩১.০০	৩,১৪,২৫৬.০০	৭,৭৭৫.০০	৭,৭৭৫.০০
৩৯	বিএ-৫৯৯৪ মেজর ফয়জুর রহমান, এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-১৫৬	মালয়েশিয়া ১৪.০৪.২০১৪-৩০.০৪.২০১৪	৬৮,২৪২.০০	৬৬,৩৭২.০০	১,৮৭০.০০	১,৮৭০.০০
৪০	বিএ-৪০১৫ কর্ণেল কবীর আহম্মদ এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-১৫৭	ফ্রান্স ৩১.০৩.২০১৪-০১.০৪.২০১৪	১,৬৩,৫৪৪.০০	১,৪৬,৮৫১.০০	১৬,৬৯৩.০০	১৬,৬৯৩.০০
৪১	বিডি-৯৩৫০ ফ্লাঃ লেঃ কাজী আব্দুর রহমান এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-১৫৮	ফ্রান্স ৩১.০৩.২০১৪-০১.০৫.২০১৪	১,৬১,৬১৩.০০	১,৪৬,১৩৯.০০	১৫,৪৭৪.০০	১৫,৪৭৪.০০
৪২	বিএ-৩২৪৩ ব্রিঃ জেঃ আহম্মদ তানবেজ শামস চৌধুরী, এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-১৬০	সিঙ্গাপুর ০৬.০৪.২০১৪-১১.০৪.২০১৪	১,৬০,৮০০.০০	১,৪৬,৫৪৯.০০	১৪,২৫১.০০	১৪,২৫১.০০
৪৩	বিএ-৩৩৫৭ ব্রিঃ জেনারেল মোঃ নজরুল ইসলাম এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-১৭৬	যুক্তরাষ্ট্র ৩০.০৪.২০১৪-১৭.০৫.২০১৪	১,০৭,৯৮৯.০০	৮৬,৪৮১.০০	২১,৫০৮.০০	২১,৫০৮.০০

৪৪	বিএ-৯৪৬ কমান্ডার মামুনুর রশিদ, এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-১৭৭	যুক্তরাজ্য ২৯.০৪.২০১৪-৩০.০৪.২০১৪	২,০৯,৭০৮.০০	১,৯৮,১৪০.০০	১১,৫৬৮.০০	১১,৫৬৮.০০
৪৫	বিডি-৮৩২২ ক্যাপ্টেন মোঃ আঃ সালাম, এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-১৮৩	তুরস্ক ২৮.০৪.২০১৪-০৯.০৫.২০১৪	৬৪,০৬৩.০০	৫৬,৭৫৮.০০	৭,৩০৫.০০	৭,৩০৫.০০
৪৬	বিএ-৪০২৫ লেঃ কঃ মোঃ মহিবুর রশীর এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-১৮৪	ফ্রান্স ২০.০৪.২০১৪-০৩.০৫.২০১৪	১,০৭,৭৭৯.০০	৭৭,৫৬০.০০	৩০,২১৯.০০	৩০,২১৯.০০
৪৭	বিএ-৩৭৪৩ লেঃ কঃ আকতারুল আলম এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-২০২	শ্রীলঙ্কা ০৫.০৫.২০১৪-০৭.০৫.২০১৪	১,৩৮,৯১৮.০০	১,৩৬,১৮৫.০০	২,৭৩৩.০০	২,৭৩৩.০০
৪৮	বিএ-১৯৭৮ মেজর জেনারেল কাজী ফখরুদ্দীন আহমেদ, এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-২০৬	রুমানিয়া ১৪.০৫.২০১৪-১৬.০৫.২০১৪	২,৮৭,৫৫৫.০০	২,৫৪,০২৬.০০	৩৩,৫২৯.০০	৩৩,৫২৯.০০
৪৯	বিএ-৩৪৪৩ কর্ণেল একেএম নাজমুল হাসান এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-২০৯	চীন ০৭.০৫.২০১৪-০৯.০৫.২০১৪	৩১,১১২.০০	২৩,৯৪৬.০০	৭,১৬৬.০০	৭,১৬৬.০০
৫০	বিএ-২৯৩১ কর্ণেল মোঃ শামীম আহসান জগলুল এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-২১৩	মালয়েশিয়া ১৯.০৫.২০১৪-২৬.০৫.২০১৪	৩,০২,৪৩৫.০০	২,৮২,৪৬০.০০	১৯,৯৭৫.০০	১৯,৯৭৫.০০
৫১	বিএ-৩৩৫৮ কর্ণেল শেখ মোঃ রিজওয়ান আলী এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-২১৩	মালয়েশিয়া ১৯.০৫.২০১৪-২৬.০৫.২০১৪	৩,০২,৪৩৫.০০	২,৮২,৪৬০.০০	১৯,৯৭৫.০০	১৯,৯৭৫.০০
৫২	পিনং-৯৭২ লেঃ কমান্ডার এস এম আনিসুর রহমান এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-২১৪	মালয়েশিয়া ১৯.০৫.২০১৪-২৬.০৫.২০১৪	৩,০২,৪৩৫.০০	২,৮২,৪৬০.০০	১৯,৯৭৫.০০	১৯,৯৭৫.০০
৫৩	বিএসপি-৫১৩২ মেজর মোঃ ফিরোজ মোল্লা এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-২১৪	মালয়েশিয়া ১৯.০৫.২০১৪-২৬.০৫.২০১৪	৩,০২,৪৩৫.০০	২,৮৫,৭৬০.০০	১৬,৬৭৫.০০	১৬,৬৭৫.০০
৫৪	বিডি-৭৪০৫ এয়ার কমোডোর এহসানুল গণি চৌধুরী এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-২১৯	চায়না-নেপাল-মিয়ানমার ২৬.০৩.২০১৪-০৬.০৪.২০১৪	৫,১৩,১১৫.০০	৫,১১,৭৯৮.০০	১,৩১৭.০০	১,৩১৭.০০
৫৫	বিএ-৪৫৫৬ লেঃ কর্ণেল মোঃ আরিফুল হাসান এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-২১৯	চায়না-নেপাল-মিয়ানমার ২৬.০৩.২০১৪-০৬.০৪.২০১৪	৪,৬৮,১৬৩.০০	৪,৬৬,৭৪৫.০০	১,৪১৮.০০	১,৪১৮.০০
৫৬	বিএ-২৭১৩ কর্ণেল শাহ মোঃ মনিরুজ্জামান এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-২২৬	যুক্তরাজ্য ২২.০৬.২০১৪-২৭.০৬.২০১৪	৪,১৮,১৫১.০০	৩,৮১,৫৬৮.০০	৩৬,৫৮৩.০০	৩৬,৫৮৩.০০
৫৭	বিএ-৫৩৬১ লেঃ কর্ণেল ইয়ার মোঃ মোরশেদ আলম এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-২২৬	যুক্তরাজ্য ২২.০৬.২০১৪-২৭.০৬.২০১৪	৪,১৮,১৫১.০০	৩,৮১,৫৬৮.০০	৩৬,৫৮৩.০০	৩৬,৫৮৩.০০
৫৮	বিএ-৬২১৭ মেজর আবু সাদাত মোহাম্মদ তানভীর এফ-১,ওপিএস-১, পাতা-২২৬	যুক্তরাজ্য ২২.০৬.২০১৪-২৭.০৬.২০১৪	৪,১৮,১৫১.০০	৩,৮১,৫৬৮.০০	৩৬,৫৮৩.০০	৩৬,৫৮৩.০০
৫৯	বিএ-৫৬২৪ মেজর এম এইচ হাফিজুল রহমান এফ-১,ওপিএস-২, পাতা-২২৯	কোরিয়া ১১.০৬.২০১৪-০১.০৭.২০১৪	১,০৭,৫৫১.০০	৮৬,৫৬৫.০০	২০,৯৮৬.০০	২০,৯৮৬.০০

৬০	বিএ-৫৫৯৫ মেজর ওমর বিন মাসুদ এফ-১,ওপিএস-২, পাতা-২৩২	অষ্ট্রেলিয়া ১০.০৬.২০১৪-১৫.০৬.২০১৪	২,৩৭,৬৫৯.৭৪	২,২৩,৬১৯.০০	১৪,০৪০.০০	১৪,০৪০.০০
৬১	বিএ-৭৫১৪ ক্যাপ্টেন ইসমাইল আলম এফ-১,ওপিএস-২, পাতা-২৩৫	চীন ২৪.০৬.২০১৪-০৮.০৭.২০১৪	৪,২৯,৬৩৪.০০	৪,২২,১৪২.০০	৭,৪৯২.০০	৭,৪৯২.০০
৬২	বিএ-৬১৯৬ মেজর মোঃ মশিউর রহমান এফ-১,ওপিএ৬৪স-২, পাতা-২৩৭	দেশের নাম উল্লেখ নাই ০৯.০৬.২০১৪-১৩.০৬.২০১৪	৪,০১,৬০৮.০০	৩,৭৩,৮৫৬.০০	২৭,৭৫২.০০	২৭,৭৫২.০০
৬৩	পিনং-৯৬৪ কমান্ডার এ এন এম দিদারুল আলম এফ-১,ওপিএস-২, পাতা-২৪০	মালয়েশিয়া ১১.০৬.২০১৪-১২.০৬.২০১৪	১,৬৩,০১৮.০০	১,৩৬,৪০২.০০	২৬,৬১৬.০০	২৬,৬১৬.০০
৬৪	বিএ-৬৭২৫ মেজর হাবিব আব্দুল্লাহ সাইদ এফ-১,ওপিএ৬৪স-২, পাতা-২৪৭	পাকিস্তান ২৩.০৬.২০১৪-০৫.০৯.২০১৪	২,৯৩,৪৯২.০০	২,৮৪,৪৯২.০০	৯,০০০.০০	৯,০০০.০০
৬৫	বিএ-১৫৭৩ লেঃ জেনারেল মঈনুল ইসলাম এফ-১,ওপিএ৬৪স-২, পাতা-২৫৯	দক্ষিন সুদান-মনুস্ক পিরিয়ড উল্লেখ নাই	৮,০৩,৬১৭.০০	৮,০০,৪২১.০০	৩,১৯৬.০০	৩,১৯৬.০০
৬৬	বিএ-৪৬৪৫ লেঃ কর্ণেল মোহাম্মদ খালেদ কামাল এফ-১,ওপিএ৬৪স-২, পাতা-২৫৯	দক্ষিন সুদান-মনুস্ক পিরিয়ড উল্লেখ নাই	৪,৮৭,৫৭২.০০	৪,৮৪,৮১৯	২,৭৫৩.০০	২,৭৫৩.০০
৬৭	বিএ-৪৪২১ লেঃ কর্ণেল গাজী মুহাম্মদ সাজ্জাদ এফ-১,ওপিএস-২, পাতা-২৮১	ইন্দোনেশিয়া ১১.০৮.২০১৪-১৪.০৮.২০১৪	৫৬,১৩০.০০	৪৪,৩৩৭.০০	১১,৭৯৩.০০	১১,৭৯৩.০০
৬৮	বিএ-৬৭০৩ মেজর তন্ময় তালুকদার এফ-১,ওপিএস-২, পাতা-২৮১	ইন্দোনেশিয়া ১১.০৮.২০১৪-১৪.০৮.২০১৪	৫৬,১৩০.০০	৪৪,৩৩৭.০০	১১,৭৯৩.০০	১১,৭৯৩.০০
৬৯	বিএ-৫৫৪৪ মেজর ইশতিয়াক আহম্মেদ এফ-১,ওপিএস-২, পাতা-২৮২	নেপাল ১১.০৮.২০১৪-২২.০৮.২০১৪	৩৯,৫৮৮.০০	৭৪৮৯.০০	৩২,০৯৯.০০	৩২,০৯৯.০০
৭০	বিএ-১০০৯৩৩ লেঃ কর্ণেল শারমীন হোসেন এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-২৮৩	ভারত ১৮.০৮.২০১৪-০১.০৯.২০১৪	২,৮২,১৯৬.০০	২,৭৮,৩০৮.০০	৩,৮৮৮.০০	৩,৮৮৮.০০
৭১	বিএ-৭২৯৮ মেজর মোঃ শওকাতুল ইসলাম এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-২৯৩	ভারত ২১.০৮.২০১৪-২৮.০৯.২০১৪	১,৩৭,১২১.০০	১,২৩,০৮১.০০	১৪,০৪০.০০	১৪,০৪০.০০
৭২	বিএ-৫২১১ লেঃ কর্ণেল মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-২৯৪	ভারত ১৮.০৮.২০১৪-২২.০৮.২০১৪	৪১,১১৪.০০	২৭,০৭৪.০০	১৪,০৪০.০০	১৪,০৪০.০০
৭৩	বিএ-৪৯৪৯ লেঃ কর্ণেল শাহ আব্দুল আজিজ আহমেদ এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৩০৫	দেশ উল্লেখ নাই পিরিয়ড উল্লেখ নাই	১,৪৭,৪১৫.০০	১,৪৬,৩৬৬.০০	১,০৪৯.০০	১,০৪৯.০০
৭৪	বিএ-৪৬৬৫ লেঃ কর্ণেল শরীফ মহব্বত হোসাইন এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৩৩৩	সার্বিয়া ১৭.০৯.২০১৪-২১.০৯.২০১৪	৩,১৮,৩৫১.০০	৩,১৫,২৫৩.০০	৩,০৯৮.০০	৩,০৯৮.০০
৭৫	বিএ-৪৬৮১ লেঃ কর্ণেল মোঃ ইমাম হাসান মৃধা এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৩৩৬	মঙ্গোলিয়া ২২.০৯.২০১৪-২৬.০৯.২০১৪	২৩,৯৩৭.০০	৮,২৩৪.০০	১৫,৭০৩.০০	১৫,৭০৩.০০

৭৬	বিএ-৪৮৩৯ লেঃ কর্নেল মোঃ আহাদুজ-জামান চৌধুরী এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৩৩৬	মঙ্গোলিয়া ২২.০৯.২০১৪-২৬.০৯.২০১৪	২৩,৯৩৭.০০	৮,২৩৪.০০	১৫,৭০৩.০০	১৫,৭০৩.০০
৭৭	বিএ-৩৫৬৯ লেঃ কর্নেল আব্দুল্লাহ আল মামুন এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৩৪৭	চীন ২৪.০৯.২০১৪-৩০.০৯.২০১৪	৩,১০,২৮৭.০০	২,৭৯,২৮২.০০	৩১,০০৫.০০	৩১,০০৫.০০
৭৮	বিএ-৪৪৬৯ লেঃ কর্নেল মোঃ কুতুবুর রহমান সরকার এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৩৪৯	নিউজিল্যান্ড ২৮.০৯.২০১৪-০৫.১০.২০১৪	৪,১৫,৪১৪.০০	৪,১১,৯৪২.০০	৩,৪৭২.০০	৩,৪৭২.০০
৭৯	বিএ-৪৬২০ লেঃ কর্নেল একেএম নজরুল ইসলাম এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৩৫২	ভারত ২৯.০৯.২০১৪-০১.১০.২০১৪	১,৩৯,৫৯৬.০০	১,১৪,৮২২.০০	২৪,৭৭৪.০০	২৪,৭৭৪.০০
৮০	বিএ-৭৬৩৪ ক্যাপ্টেন নাসের উদ্দিন খান এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৩৬৮	চীন ১০.১০.২০১৪-০৮.১১.২০১৪	১,১৩,৩১১.০০	৯৯,২৭১.০০	১৪,০৪০.০০	১৪,০৪০.০০
৮১	বিএ-৮০৫৩ ক্যাপ্টেন শিহান মুনতাসির এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৩৬৮	চীন ১০.১০.২০১৪-০৮.১১.২০১৪	১,১৩,৩১১.০০	৯৯,২৭১.০০	১৪০৪০.০০	১৪০৪০.০০
৮২	বিএ-৭৪৭১ মেজর আলিফ মাহমুদ এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৩৭৪	চীন ১০.১০.২০১৪-০৮.১১.২০১৪	১,১১,৫৮১.০০	৮৪,২৯৭.০০	২৭,২৮৪.০০	২৭,২৮৪.০০
৮৩	বিএ-৩০১৬ কর্ণেল মোঃ আবু মাসউদ এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৩৭৮	চীন ২০.১০.২০১৪-২৪.১০.২০১৪	১,০০,১৫৩.০০	৮৪,২৮৮.০০	১৫,৮৬৫.০০	১৫,৮৬৫.০০
৮৪	বিএ-৪৬১৯ লেঃ কর্ণেল মোঃ আনিসুর রহমান এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৩৮০	বুলগেরিয়া ১৯.১০.২০১৪-২৩.১০.২০১৪	৩,০৭,৩৮৩.০০	২,৯৬,৪৮২.০০	১০,৯০১.০০	১০,৯০১.০০
৮৫	বিএ-৩০৩২ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সালাউদ্দিন এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৩৯৩	কুয়েত ২৪.১০.২০১৪-০২.১১.২০১৪	৩,০৮,২০৯.০০	২,৭৭,৬৭০.০০	৩০,৫৩৯.০০	৩০,৫৩৯.০০
৮৬	বিএ-২৪৬৫ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সোহেল আহমেদ এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৩৯৫	রাশিয়া-বেলারুশ-ইউক্রেন-হাঙ্গেরী ২৪.১১.২০১৪-১৩.১২.২০১৪	১০,৩৪,১২৩.০০	১০,২১,৯৭৯.০০	১২,১৪৪.০০	১২,১৪৪.০০
৮৭	বিএ-২৪৬৫ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সোহেল আহমেদ এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৩৯৬	চীন ০৩.১১.২০১৪-১৯.১১.২০১৪	৬,২৭,৮৬৭.০০	৫,০৮,৯৯৫.০০	১,১৮,৮৭২.০০	১,১৮,৮৭২.০০
৮৮	বিএ-৪৪১১ লেঃ কর্নেল মোঃ হাসানুল হাবিব এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৪০৯	যুক্তরাষ্ট্র ০২.১১.২০১৪-০৭.১১.২০১৪	৩,০২,৯২১.০০	৩,০১,৭১১.০০	১,২১০.০০	১,২১০.০০
৮৯	বিএ-৫৯০৬ মেজর মোঃ জাহাঙ্গীর আলম এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৪০৯	যুক্তরাষ্ট্র ০২.১১.২০১৪-০৭.১১.২০১৪	৩,০২,৯২১.০০	৩,০১,৭১১.০০	১,২১০.০০	১,২১০.০০
৯২	বিএ-২৫৭৩ মেজর জেনারেল মোঃ আব্দুল কাদির এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৪২৭	কুয়েত ০৮.১১.২০১৪-১২.১১.২০১৪	১,৫৯,৬১৯.০০	১,০৬,৫৮৮.০০	৫৩,০৩১.০০	৫৩,০৩১.০০
৯৩	বিএ-৩১২৩ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সামীম আহম্মেদ খান এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৪৩৬	মালি ও ওয়েস্টার্ন সাহারা ২৩.০৯.২০১৪-০৩.১২.২০১৪	৬,৩৮,২৫২.০০	৬,২৯,১৪৩.০০	৯,১০৯.০০	৯,১০৯.০০

৯৪	বিএ-১৯১২ লেঃ জেনারেল আনোয়ার হোসেন এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৪৩৮	চীন ২০.১১.২০১৪-২৫.১১.২০১৪	২,০১,৮১৭.০০	১,৯৮,৭৮৪.০০	৩,০৩৩.০০	৩,০৩৩.০০
৯৫	বিএ-৬৩০১ মেজর মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৪৩৮	চীন ২০.১১.২০১৪-২৫.১১.২০১৪	১,০৯,৮৭১.০০	১,০৬,৭২৭.০০	৩,১৪৪.০০	৩,১৪৪.০০
৯৬	বিএ-২০০৪ মেজর জেনারেল চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দী এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৪৪০	শ্রীলঙ্কা ২৭.১১.২০১৪-২৯.১১.২০১৪	৮৫,৩৪৫.০০	৭৪,৭৪৪.০০	১০,৬০১.০০	১০,৬০১.০০
৯৭	বিএ-৫৪২৪ মেজর মোসাদ্দেক আবু সায়েক এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৪৪০	শ্রীলঙ্কা ২৭.১১.২০১৪-২৯.১১.২০১৪	৬৯,৫৯৭.০০	৫৯,৯৮০.০০	৯,৬১৭.০০	৯,৬১৭.০০
৯৮	বিএ-৩১২৭ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আব্দুস সোবহান চৌধুরী এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৪৪১	নিউইয়র্ক-যুক্তরাষ্ট্র ০২.১২.২০১৪= ১ দিন	২,৭৫,৯৪১.০০	২,৭১,৫৬০.০০	৪,৩৮১.০০	৪,৩৮১.০০
৯৯	বিএ-৫৪০৭ লেঃ কর্নেল কাজী সাজ্জাদ হোসেন এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৪৪১	নিউইয়র্ক-যুক্তরাষ্ট্র ০২.১২.২০১৪= ১ দিন	২,৫৯,৯৬৭.০০	২,৫৫,৬৪১.০০	৪,৩২৬.০০	৪,৩২৬.০০
১০০	পিনং-১১৮১ কমান্ডার কাওসার রশিদ এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৪৬৪	কানাডা ১১.০১.২০১৫-২০.০১.২০১৫	৬,৩৫,৯৭৮.০০	৬,৩১,৮৭২.০০	৪,১০৬.০০	৪,১০৬.০০
১০১	বিএ-৫৯৮৪ মেজর এস এম মোস্তাফিজুর রহমান এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৪৬৪	কানাডা ১১.০১.২০১৫-২০.০১.২০১৫	৬,৩৫,৯৭৮.০০	৬,৩১,৮৭২.০০	৪,১০৬.০০	৪,১০৬.০০
১০২	বিএ-৩৬৪৫ কর্নেল মোঃ আহসানুল কবীর এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৪৬৪	কানাডা ১১.০১.২০১৫-২০.০১.২০১৫	৬,৩৫,৯৭৮.০০	৬,৩১,৮৭২.০০	৪,১০৬.০০	৪,১০৬.০০
১০৩	বিএসএস নয়া মেজর কামরুজ্জামান এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৪৮৪	ভারত ১৫.০১.২০১৫-১৪.০৭.২০১৫	২,০২,৬০১.০০	২,০০,৬৫৭.০০	১,৯৪৪.০০	১,৯৪৪.০০
১০৪	বিএ-৭৩৯০ মেজর মোঃ আরিফ বিল্লাহ এফ-২, ওপিএস-১, পাতা-৭	ইতালি ২৬.০২.২০১৫-০২.০৩.২০১৫	২,৭২,০৭১.০০	২,৪৬,৬৫৭.০০	২৫,৪১৪.০০	২৫,৪১৪.০০
১০৫	বিএ-৭৩১৭ মেজর এমএম জাবির ই ইলাহ এফ-২, ওপিএস-১, পাতা-৯৭	মালয়েশিয়া ১৮.০৫.২০১৫-২২.০৫.২০১৫	১১৩,৮২১.০০	১,০৫,৪১৯.০০	৮,৪০২.০০	৮,৪০২.০০
১০৬	বিএ-৫১৭৩ লেঃ কর্নেল মোহাম্মদ শরীফ হোসেন এফ-২, ওপিএস-১, পাতা-১০৩	ইন্দোনেশিয়া ২৫.০৫.২০১৫-২৯.০৫.২০১৫	৪০,৮৪৫.০০	২৬,৮০৫.০০	১৪,০৪০.০০	১৪,০৪০.০০
১০৭	বিএ-৪৯১৫ লেঃ কর্নেল কাজী এ এস এম শাহরিয়ার এফ-২, ওপিএস-১, পাতা-১৪০	সার্বিয়া ১১.০৬.২০১৫-২০.০৫.২০১৫	২,১৪,১৯৭.০০	১,০৪,৯০৪.০০	১,০৯,২৯৩.০০	১,০৯,২৯৩.০০
১০৮	বিএ-৫৮৩১ লেঃ কর্নেল মোহাম্মদ মশিউর রহমান এফ-২, ওপিএস-১, পাতা-১৬৫	ভারত ০৬.০৭.২০১৫-১৭.০৭.২০১৫	৬৮,৮৯৯.০০	৫৪,৮৫৯.০০	১৪,০৪০.০০	১৪,০৪০.০০
১০৯	বিএ-৫৫২০ লেঃ কর্নেল মোঃ আব্দুল জলিল এফ-২, ওপিএস-১, পাতা-১৯৪	ইটালি ১৪.০৯.২০১৫-১৮.০৯.২০১৫	২,২৪,১৭২.০০	১,৭১,৬০০.০০	৫২,৫৭২.০০	৫২,৫৭২.০০

১১০	বিএ-৪৮৯০ লেঃ কর্নেল সুফী মোঃ আতাউর রহমান এফ-৩, ওপিএস-১, পাতা-৭১	ইটালি ১৬.১১.২০১৫-১৮.১১.২০১৫	২,১৪,০৩৬.০০	২,০০,৮৯৩.০০	১৩,১৪৩.০০	১৩,১৪৩.০০
১১১	বিএ-৩৯৯২ লেঃ কর্নেল মোঃ ওয়াজিস আলী তালুকদার এফ-১, ওপিএস-২, পাতা-১৩	মিনুসমা (মালি) ০৫.১০.২০১৩-১০.১০.২০১৩	৪,২৬,১৬৭.০০	৪,১৫,০১০.০০	১১,১৫৭.০০	১১,১৫৭.০০
১১২	বিএ-১০০৯১১ লেঃ কর্নেল মোঃ মোস্তাফিল করিম এফ-১, ওপিএস-২, পাতা-৩৫	সিঙ্গাপুর ০১.০১.২০১৪-৩০.০৬.২০১৪	৭,২৩,৩৯৩.০০	৭,১৫,৬১৮.০০	৭,৭৭৫.০০	৭,৭৭৫.০০
১১৩	বিএ-৫৪১৯মেজর মোঃ জাকির হোসেন এফ-১, ওপিএস-২, পাতা-১৩৫	তুরস্ক ২০.১০.২০১৪-০৭.১১.২০১৪	৯১,৯৬৩.০০	৭৭,১১২.০০	১৪,৮৫১.০০	১৪,৮৫১.০০
১১৪	বিএ-৪৫৫৫ লেঃ কর্নেল একেএম মাজরুল ইসলাম এফ-১, ওপিএস-২, পাতা-১৩৯	যুক্তরাষ্ট্র ২৮.১০.২০১৪-৩১.১০.২০১৪	১৩,৩২৮.০০	৬,৯৪২.০০	৬,৩৮৬.০০	৬,৩৮৬.০০
১১৫	বিএ-৪৬৩২লেঃ কর্নেল মোঃ হাবিবুল হক এফ-১, ওপিএস-২, পাতা-১৫৪	শ্রীলঙ্কা ২৯.১১.২০১৪-০১.১২.২০১৪	৬৯৬৭৭.০০	৬৭২৮৩.০০	২,৩৯৪.০০	২,৩৯৪.০০
১১৬	বিএ-৬৭৪০ মেজর নেয়ামুল ইসলাম খান এফ-১, ওপিএস-২, পাতা-১৫৪	শ্রীলঙ্কা ২৯.১১.২০১৪-০১.১২.২০১৪	৬৯৬৭৭.০০	৬৭২৮৩.০০	২,৩৯৪.০০	২,৩৯৪.০০
১১৭	বিএ-১০০৮৯০ লেঃ কর্নেল এফ এম শামীম আহম্মদ এফ-১, ওপিএস-২, পাতা-১৮৭	কুয়েত ০৫.০৩.২০১৫-২৮.০৩.২০১৫	৯২,৭৮৪.০০	৮৯,৩২১.০০	৩,৪৬৩.০০	৩,৪৬৩.০০
১১৮	বিএ-২৫৯৩মেজর জেনারেল ফিরোজ হাসান এফ-১, ওপিএস-২, পাতা-২২৪	ইতালি-হাঙ্গেরী-স্পেন-যুক্তরাজ্য ১৪.০৫.২০১৫-২৬.০৫.২০১৫	৮,৬০,৮৯১.০০	৮,০৯,৫৮৮.০০	৫১,৩০৩.০০	৫১,৩০৩.০০
১১৯	বিএ-৭৪০০ ক্যাপ্টেন আব্দুল্লাহ আল মামুন রেজি-৩, ওপিএস-৩, পাতা-২২ (রেমিটেন্স গ্রহণ)	ভারত ২৩.১২.২০১৩-২০.১২.২০১৪	টাকা ৫,৩০,০৮৮.০০ মাঃ ডঃ রেমিট্যান্স ৬১৯৯.২৫	১০,০২,২৯২.০০	১২,১৫০.০০	১২,১৫০.০০
১২০	বিএ-১১৮০৪৬ মেজর সোহেল আব্দুল্লাহ ইমদাদ খান রেজি-৩, ওপিএস-৩, পাতা-৩৪	তুরস্ক ০৩.০২.২০১৪-০৩.০৬.২০১৪	৫৪৫০২৭.০০	৫,৩৭,২৫২.০০	৭,৭৭৫.০০	৭,৭৭৫.০০
১২১	বিএ-৬৭৬৬ মেজর মোঃ রেজওয়ানুল কবির রেজি-৩, ওপিএস-৩, পাতা-৪৩	আইভরিকোস্ট ০৬.০৩.২০১৪-১৩.০৩.২০১৪	১,৮৩,২৩১.০০	১,৮২,০২৬.০০	১,২০৫.০০	১,২০৫.০০
১২২	বিএ-৭৬২৩ ক্যাপ্টেন ফয়সাল আহমেদ রেজি-৩, ওপিএস-৩, পাতা-৫২	ইউএসএ ২১.০৪.২০১৪-২৫.০৪.২০১৪	২,৫৯,১০২.০০	২,৩০,৭৯৫.০০	২৮,৩০৭.০০	২৮,৩০৭.০০
১২৩	বিএ-৭৫৫৬ ক্যাপ্টেন মোঃ সাইফুর রহমান রেজি-৩, ওপিএস-৩, পাতা-৫৬	ইন্দোনেশিয়া ২৮.০৪.২০১৪-০৯.০৫.২০১৪	১,১৫,৪৫১.০০	১,০১,৪১১.০০	১৪,০৪০.০০	১৪,০৪০.০০
১২৪	বিএ-৫৯৮৮ মেজর মোঃ আশফাকুর রহমান রেজি-৩, ওপিএস-৩, পাতা-৫৯	তুরস্ক ১২.০৫.২০১৪-২৩.০৫.২০১৪	৬৬,৬৯৯.০০	৫২,৬৫৮.০০	১৪,০৪০.০০	১৪,০৪০.০০
১২৫	বিএ-৫৪২৭ মেজর মোঃ তৌহিদুর রহমান রেজি-৩, ওপিএস-৩, পাতা-৭৯	ভারত ১৯.০৮.২০১৪-২২.০৮.২০১৪	১,৪৭,৪১৫.০০	১,৪৬,৩৭২.০০	১,০৪৩.০০	১,০৪৩.০০

১২৬	বিএ-৭৫৮৪ ক্যাপ্টেন নিপা দাস রেজি-৩, ওপিএস-৩, পাতা-৯০	মঙ্গোলিয়া ১৫.০৯.২০১৪-২৬.০৯.২০১৪	৫৭,৪৭৮.০০	৪২,১১৯.০০	১৫,৩৫৯.০০	১৫,৩৫৯.০০
১২৭	বিএ-৭০৯৬ মেজর এইচ এম কামরুল হাসান রেজি-৩, ওপিএস-৩, পাতা-৯৩	চীন ১৫.১০.২০১৪-১২.১২.২০১৪	২,১২,৩৭৪.০০	২,০০৫১৭.০০	১১,৮৫৭.০০	১১,৮৫৭.০০
১২৮	বিএ-৪৪৯৪ লেঃ কর্নেল সৈয়দ রফিকুল ইসলাম রেজি-৩, ওপিএস-৩, পাতা-৯৯	জাপান ০৪.১১.২০১৪-০৯.১১.২০১৪	২,৯১,৮৬৯.০০	২,৮৮,২১৫.০০	৩,৬৫৪.০০	৩,৬৫৪.০০
১২৯	বিএ-৭৭৩২ মেজর ফারজানা ববি রেজি-৩, ওপিএস-৩, পাতা-১০৩	চীন ১৭.১১.২০১৪-১৪.১২.২০১৪	১,৭৩,০৬৬.০০	১,৫৯,০২৬.০০	১৪,০৪০.০০	১৪,০৪০.০০
১৩০	বিএ-৭৭৩২ ক্যাপ্টেন পূর্নিমা মজুমদার রেজি-৩, ওপিএস-৩, পাতা-১০৪	চীন ১৭.১১.২০১৪-১৪.১২.২০১৪	১,৭৩,০৬৬.০০	১,৫৯,০২৬.০০	১৪,০৪০.০০	১৪,০৪০.০০
১৩১	বিএ-১০০৯৯৩ লেঃ কর্নেল সৈয়দ ওয়াহিদুজ্জামান রেজি-৩, ওপিএস-৩, পাতা-১০৬	কেনিয়া ২২.১১.২০১৪-২৪.১১.২০১৪	২,১৫,৬০৪.০০	২,০৪,৪৭৫.০০	১১,১২৯.০০	১১,১২৯.০০
					সর্বমোট =	২৪,৪৩,৮২৭.০০

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(১৩)

এপি নং-১৪৩৭৭; (আপত্তি-০৪)।

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

চীন সফর উপলক্ষ্যে বিএ নং-৫১৪৬ মেজর মোঃ শাহাদত শিকদার, পিএসসি,পদাতিক কর্তৃক বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলে প্রাপ্যতার অধিক গ্রহণ টাকা ৬,১০,৩৮৩।

এএফডি এর ২৬.০৮.২০১৩ তারিখের ২১০২ সংখ্যক সরকারী আদেশ অনুযায়ী বিএ-৫১৪৬ মেজর মোঃ শাহাদত শিকদার,পিএসসি, পদাতিক, ০১.০৯.২০১৩ হতে ৩০.১১.২০১৩ পর্যন্ত চায়নাতে অনুষ্ঠিত Course for Battalion Commanders' Course, Nanjing Army Command College-তে অংশগ্রহণের জন্য চায়নাতে গমনাগমণ ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়। উক্ত বৈদেশিক টিএ/ডিএ বিলের অসংগতিসমূহ নিম্নরূপঃ

(১) **১ দিনের অতিরিক্ত পকেট ভাতা গ্রহণঃ** উক্ত কর্মকর্তা কোর্সে ১২.০৯.২০১৪ খ্রিঃ তারিখ যোগদান করায় ১২.০৯.২০১৪ তারিখ হতে ২৯.১১.২০১৪ তারিখ পর্যন্ত মোট ৭৯ দিনের পকেট ভাতা প্রাপ্য। তিনি ৮০ দিনের পকেট ভাতা বাবদ (মাঃ ডঃ ১৭৮×২৫%=মাঃ ডঃ ৪৪.৫০×৮০দিন ×৮০.১০)=টাকা ২,৮৫,১৫৬.০০ গ্রহণ করেছেন। তিনি প্রাপ্য (৪৪.৫০× ৭৯×৮০.১০)=২,৮১,৫৯১.৫৫ টাকা। অতএব, (২,৮৫,১৫৬.০০-২,৮১,৫৯১.৫৫)=টাকা ৩,৫৬৪.৪৫ প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

(২) চীন কর্তৃক প্রদত্ত বিবিধ ভাতা সমন্বয় না করাঃ চীন সরকার মাসে ১০০০ আরএমবি হারে ৩ মাসে ৩০০০ আরএমবি পকেটভাতার সমন্বয় করার কথা থাকলেও করা হয় নাই। সুতরাং আদায়যোগ্য মাঃ ডঃ ৪৯১.৮০ (৩০০০ আরএমবি÷৬.১০) নতুবা দেশীয় মুদ্রায় টাকা ৫৯,০১৬.৩৯ (৪৯১.৮০×টাকা ৮০×১.৫ গুণ)।

(৩) **তৈরীকৃত (manufactured)** ভাউচার দ্বারা সী ফ্রেইট বাবদ অর্থ গ্রহণঃ ২০০ কেজি মালামাল শিপমেন্টের জন্য দাখিলকৃত ৩টি কোটেশনের মধ্যে Shanghai Asian Development Internatiomal Transportation Pudong Co limited এর তারিখ ০২.১২.২০১৩, অন্য দুটি কোটেশন দাখিলের তারিখ উল্লেখ নাই। সর্বনিম্ন দরদাতা হিসাবে Shanghai Asian Development Internatiomal Transportation Pudong Co limited কে দেখানো হয়েছে। Shanghai Asian Development Nanjing এর Shipper Agency Zhoujiuyong. Shanghai Asian Development Nanjing এর একই সময়ের অন্য একটি দাখিলকৃত কোটেশন হতে দেখা যায় যে দুটি কোটেশনে প্রতিনিধির স্বাক্ষরে কোন মিল নাই। তুলনামূলক বিবরণীতে ডিফেন্স এটাশে হিসাবে ব্রিঃ জেনারেল ফাইরুজ হাসান এর স্বাক্ষর রয়েছে; কিন্তু উক্ত সিএসটিতে একটি গোলসীল ব্যবহার করা হয়েছে যাতে লেখা রয়েছে Bangladesh Embassy Defence Branch. কিন্তু বাংলাদেশের কোন এ্যাম্বাসীর ডিফেন্স ব্রাঞ্চ তা উল্লেখ নাই। উক্ত তুলনামূলক বিবরণীতে কোন তারিখ উল্লেখ নাই। এছাড়াও তুলনামূলক বিবরণীতে বিভিন্ন আইটেমের দর যেভাবে দেখানো হয়েছে কোটেশনে সেভাবে উল্লেখ করা হয়নি। Shanghai Asian Development এর কোটেশন দাখিলের তারিখ ০২.১২.২০১৩ কিন্তু বিল অব ল্যাডিং এর তারিখ ০১.১২.২০১৩ উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ কোটেশন দাখিলের পূর্বেই বিল অব ল্যাডিং তৈরী করা হয়েছে। সুতরাং এর দ্বারা প্রমানিত যে শীপ ফ্রেইট গ্রহণের জন্য দাখিলকৃত ভাউচারাদি আসল (Original) নয়। সুতরাং কৃত্রিম (Fake) কাগজপত্র দ্বারা গৃহিত ৪,৯৬,৬২০.০০ টাকা তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্য। কোটেশনে সী ফ্রেইট প্রতি কেজি মাঃ ডঃ ১২.০০ উল্লেখ রয়েছে এবং সমুদ্রপথে কেবলমাত্র সী ফ্রেইটই প্রাপ্য। অন্যান্য চার্জ প্রাপ্য নয়। কোটেশনে উল্লিখিত শীপ ফ্রেইট প্রতি কেজি মাঃ ডঃ ১২.০০ ও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আপত্তি-১৩৬ হতে দেখা যায় যে, ৮ জন কর্মকর্তার ব্যক্তিগত মালামাল ৫৩৩০ কেজি ৪০ ফুট কন্টেইনারে আনয়ন বাবদ শীপ ফ্রেইট হিসাবে প্রতিকেজি ০.৯৪ ডলারের বেশী নয়। অতএব, ২০০ কেজি মালামাল এর শীপ ফ্রেইট মাঃ ডঃ ১৬৮=টাকা ১৪,৬৬৪ (২০০ কেজি ×০.৯৪মাঃ ডঃ×টাকা ৭৮)। যাহোক যথাযথ কাগজপত্র না থাকার কারণে শীপ ফ্রেইট বাবদ পরিশোধিত সমুদয় অর্থ টাকা ৪,৯৬,৬২০.০০ আদায়যোগ্য।

(৪) **তৈরীকৃত (Manufactured) এমসিও দ্বারা অর্থ গ্রহণঃ** ৪৬ কেজি (১৮+২৮) মালামাল বহনের জন্য দাবী ৫১,১৫২.০০ টাকার সমর্থনে দাখিলকৃত চায়না ইস্টার্ণ এয়ার লাইন্সের বিমান এমসিও অরিজিনাল নয়। যেমন ১৮ কেজি বিমান এমসিওতে ডেসটিনেশন লেখা রয়েছে DAC-CHINA অথচ যাত্রার প্রাক্কালে ১১.০৯.২০১৪ তারিখের বোডিং পাসে ঢাকা টু পিকিং লেখা রয়েছে। ২৮ কেজি বিমান এমসিওতে তারিখ ০১.১২.২০১৩ এবং ডেসটিনেশন CHINA-DAC উল্লেখ রয়েছে। অথচ ফেরত আসার প্রাক্কালে বোর্ডিং পাসের তারিখ ৩০.১১.২০১৪ উল্লেখ আছে। অরিজিনাল এমসিওতে কখনও দেশের নাম লেখা থাকেনা। এর দ্বারা প্রমানিত যে উক্ত এমসিও কৃত্রিম (fake)। ফলে কৃত্রিম এমসিও দ্বারা গৃহিত ৫১,১৫২.০০ টাকা তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্য।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক প্রাপ্যতাবিহীন আর্থিক সুবিধা গ্রহণের সারসংক্ষেপঃ

(১)	১ দিনের অতিরিক্ত পকেটভাতা গ্রহণঃ	টাকা ৩৫৬৪.৪৫।
(২)	চীন কর্তৃক পরিশোধিত বিবিধ ভাতা	টাকা ৫৯,০১৬.৩৯
(৩)	শীপ ফ্রেইট বাবদ অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণঃ	টাকা ৪,৯৬,৬২০.০০।
(৪)	তৈরীকৃত (Manufactured) এমসিও দ্বারা অর্থ গ্রহণঃ	টাকা ৫১,১৫২.০০।
		সর্বমোট টাকা **৬,১০,৩৫৩**

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(১৪),

এপি নং-১৪৩৭৮; (আপত্তি-৪৮)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

চীনে কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে বিএ-৮২৫৭ ক্যাপটেন এস এম রাইক ইসলাম কর্তৃক বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা বাবদ অতিরিক্ত গ্রহণ টাকা ৫,৮৯,৯৭৩

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ২৬.০১.২০১৫ তারিখের ২৪৮ এবং সেনাসদর জিএস ব্রাঞ্চ,সামরিক প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর এর ০১.০২.২০১৫ তারিখেরসংখ্যক পত্রে বিএ-৮২৫৭ ক্যাপটেন এস এম রাইক ইসলাম-কে ০১.০৩.২০১৫ হতে ৩০.০৭.২০১৫ পর্যন্ত (যাতায়াত সময় ব্যতীত) UNIT ECONNAISSANCE OFFICER ADVANCE COURSE-চীন এ অংশগ্রহণের জন্য গমনাগমণ ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়। চীন সরকার কোর্সে অংশগ্রহণকারী অফিসারের আন্তর্জতিক যাতায়াত বিমান ভাড়া, প্রশিক্ষণ ফি, থাকা (একক), বিবিধ ভাতা এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত আভ্যন্তরীণ যাতায়াত খরচ বহন করে। উক্ত ভ্রমণ ভাতা বিলে নিম্নোক্ত অসংগতি পরিলক্ষিত হয়।

(১) **বিমান এমসিও বাবদ অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণঃ** চীন গমনের প্রাক্কালে ১৮ কেজি মালামাল বহনের কোন এমসিও বিলের সাথে পাওয়া যায়নি এবং চীন হতে ফেরত আসার পথে ২৩ কেজি মালামালের বিমান এমসিও পাওয়া গেছে, তারিখ ১৫.০৭.২০১৫। যেহেতু যাওয়ার পথে ১৮ কেজির বিমান এমসিও পাওয়া যায়নি, সেহেতু ফেরত আসার পথে তিনি ১০ কেজি বিমান এমসিও'র অর্থ প্রাপ্য। তিনি ৪৬ কেজি বিমান এমসিও বাবদ ৪৬কেজি×৭৮০.০০=টাকা ৩৫,৮৮০.০০ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু প্রাপ্য ১০ কেজি×৭৮০.০০= টাকা ৭৮০০.০০ টাকা। সুতরাং এ বাবদ তার নিকট হতে (৩৫,৮৮০.০০-৭৮০০.০০) টাকা ২৮,০৮০.০০ টাকা আদায়যোগ্য।

(২) **প্রাপ্যতার অধিক পকেট এ্যালাউন্স গ্রহণঃ** বিমান আইটিনারী অনুসারে তিনি ০৫.০৩.২০১৫ তারিখ ১২:০৫ ঘটিকায় রওয়ানা হয়ে ১৭:৩৫ ঘটিকায় চীনে পৌছান। ফিরতি পথে ২২.০৭.২০১৫ তারিখে ১২:৩০ ঘটিকায় রওয়ানা হয়ে ২৩.০৭.২০১৫ তারিখ ১০:৫০ ঘটিকায় ঢাকা পৌছান (রুটঃ বেইজিং-বাইয়ুন-ঢাকা)। উক্ত অফিসার ১৪১ দিনের পকেট ভাতা গ্রহণ করেছেন; কিন্তু তিনি ০৫.০৩.২০১৫ হতে ২১.০৭.২০১৫ পর্যন্ত ১৩৮ দিনের পকেট এ্যালাউন্স প্রাপ্য। তিনি অতিরিক্ত গ্রহণ করেছেন ১৬৫×২৫%=মাঃ ডঃ ৪১.২৫×৩×৭৮.০০=টাকা ৯,৬৫৩.০০

(৩) **আউটডোর ট্রেনিং বাবদ প্রাপ্যতাবিহীন গ্রহণঃ** ০১.০৬.২০১৫ হতে ১২.০৬.২০১৫ পর্যন্ত ১২ দিনের Shooting Exercise for Rconnaissance Forces বাবদ মাঃ ডঃ ১৬৫×১২×৭৮.০০=টাকা ১,৫৪,৪৪০.০০ তিনি গ্রহণ করেছেন, যা তিনি প্রাপ্য নন। কারণ চীন সরকার কোর্সে অংশগ্রহণকারী অফিসারের আন্তর্জতিক যাতায়াত বিমান ভাড়া, প্রশিক্ষণ ফি, থাকা (একক), বিবিধ ভাতা এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত আভ্যন্তরীণ যাতায়াত খরচ বহন করেছে। এছাড়া বর্ণিত সময়ে আয়োজক দেশ/সংস্থা থাকা, বিবিধ ভাতা প্রদান করে নাই মর্মে স্পষ্টীকরণ নাই। সেনাসদরের অনুমোদনও নাই। উপরন্তু ঐ সময়ে জন্য পকেট ভাতাও নেয়া হয়েছে। সুতরাং আউটডোর ট্রেনিং বাবদ গৃহীত টাকা ১,৫৪,৪৪০.০০ তার নিকট হতে আদায়যোগ্য। উল্লেখ্য, স্বাগতিক কর্তৃপক্ষ ফিল্ড ট্রিপ/আউটডোর কার্যক্রমের সময়কালীন কোন কিছুই প্রদান না করে থাকলে এএফডিএর ০৫.০৯.১৯৯৯ তারিখের ২২০৭/টি সংখ্যক স্মারকের ১ঘ অনুযায়ী পিআর(পি) বিধি-১৩৪ অনুযায়ী দৈনিক ভাতা প্রাপ্য। পিআর(পি) রুল-১৩৪ অনুযায়ী প্রাপ্যতা প্রদান করা হলে একই সাথে পিআরপি বিধি-১৩৭ এক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিধি-১৩৭ অনুযায়ী প্রথম ১০ দিন পূর্ণ হারে এবং ১১ থেকে ৩০ তম দিন পর্যন্ত ২০ দিন ৪ ভাগের ৩ ভাগ হারে প্রাপ্য। তবে স্বাগতিক দেশ থাকার ব্যবস্থা করলে সর্বসাকুল্য ভাতা ৪৫% হারে খাবার খরচ প্রাপ্য কিন্তু পকেট ভাতা প্রাপ্য নয়।

(৪) **তৈরীকৃত (manufactured)** ভাউচার দ্বারা স্টেশনারী ক্রয় বাবদ অর্থ গ্রহণঃ স্টেশনারী ক্রয় বাবদ MS JOWEL INTERPRISE, Patuatuli (2nd Floor) Islampur, Dhaka-১১০০ তারিখ ১০.০৩.২০১৫ নীল কাগজে প্রিন্টকৃত ভাউচার দ্বারা ৭৮০০.০০ টাকা গ্রহণ করেছেন; যা তিনি প্রাপ্য নন। কারণ উক্ত ভাউচারে যে সময়ে তিনি ক্রয় দেখিয়েছেন ঐ সময়ে তিনি চীনে অবস্থান করছিলেন। তাহলে চীনে অবস্থান করে কিভাবে তিনি ঢাকার ইসলামপুর হতে স্টেশনারী ক্রয় করলেন? অর্থাৎ উক্ত ভাউচারটি তৈরীকৃত (manufactured) বিধায় তিনি উহা প্রাপ্য নন।

(৫) **২০০ কেজি মালামাল সী ফ্রেইট বাবদ তৈরীকৃত ভাউচারের মাধ্যমে আনয়ন দেখানোঃ** কোর্স শেষে ফেরার পথে পিআর(পি) এর বিধি-২৮২ স্কেল বি মোতাবেক নিজের জন্য ২০০ কেজি ব্যক্তিগত মালামাল সমুদ্র পথে পরিবহণের জন্য শীপ ফ্রেইট ক্রয় বাবদ অর্থ প্রাধিকৃত। Shipping Company Jiangsu Uni World Trans Moves Ligistics Co. Ltd. হতে ২০০ কেজি মালামাল পরিবহনের উদ্বৃত ব্যয়ের যে বিভাজন দেয় তা নিম্নরূপঃ

ক)	প্যাকিং চার্জ	৩.০০ ডলার/কেজি
খ)	বাসা থেকে সংগ্রহ	২.৫০ ডলার/কেজি
গ)	অভ্যন্তরীণ পরিবহন ভাড়া কলেজ থেকে কুয়েত বন্দর	২.৫০ ডলার/কেজি
ঘ)	কাস্টমস চার্জ	২.৫০ ডলার/কেজি
ঙ)	বন্ডেড ওয়্যার হাউজ	২.০০ ডলার/কেজি
চ)	Container Loading	২.৫০ ডলার/কেজি
ছ)	সমূদ্র পথে ভাড়া (সী ফ্রেইট)	৮.০০ ডলার/কেজি
জ)	কোম্পানীর সার্ভিস চার্জ	২.৫০ ডলার/কেজি
		মোট= ২৫.৫০ মার্কিন ডলার/কেজি

উপরোক্ত ব্যয়সমূহের মধ্যে শুধুমাত্র ওশেন ফ্রেইট ৮.০০ মাঃ ডঃ প্রাপ্য, অন্যান্য চার্জ প্রাপ্য নয়। কিন্তু গ্রহণ করা হয়েছে মাঃ ডঃ ২৫.৫০ প্রতি কেজি। যদি উক্ত কর্মকর্তা নিশ্চিত ভাবেই ২০০ কেজি মালামাল সমুদ্রপথে এনে থাকেন তাহলে অতিরিক্ত গ্রহণের পরিমাণ টাকা ৩,৯০,০০০.০০-১,২৪,৮০০.০০ (২০০ কেজি×৮ মাঃ ডঃ×বিনিময় হার ৭৮.০০) ২,৬৫,২০০.০০ টাকা। কিন্তু বিলের সাথে যুক্ত এতদসংক্রান্ত প্রমাণকসমূহ যেমন কোটেশন ৩টিই স্বাক্ষরবিহীন, বিল অব ল্যাডিং এর স্বাক্ষর বাংলায়, মানি রিসিটের স্বাক্ষর বাংলায় এবং তারিখ ১১.০৭.২০১৫ এবং তাও ওভাররাইটিংকৃত। এছাড়া চীন থেকে ২০০ কেজি মালামাল আনয়নের ক্ষেত্রে চীনের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কোন প্রমাণক বিলের সাথে নাই। বাংলাদেশে চট্টগ্রাম পোর্ট অথরিটি/ঢাকা বিমান বন্দরের কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত লাগেজ ডিক্লারেশন ফরম পাওয়া যায়নি। সুতরাং তিনি ২০০ কেজি মালামাল নিশ্চিতই বাংলাদেশে এনেছেন এর সমর্থনে দাখিলকৃত প্রমাণক তা নিশ্চিত করেনা। ফলে উক্ত ভাউচারসমূহ তৈরীকৃত (Manufactured) প্রতীয়মান হওয়ায় এ বাবদ তিনি কোন সুবিধা প্রাপ্য নয়। সুতরাং তাঁর নিকট হতে সী ফ্রেইট মূল্য বাবদ টাকা ৩,৯০,০০০.০০ আদায়যোগ্য।

সুতরাং উক্ত কর্মকর্তার নিকট হতে সর্বমোট আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ (২৮,০৮০.০০+৯,৬৫৩.০০+১,৫৪,৪৪০.০০+৭৮০০.০০+৩,৯০,০০০.০০)= ৫,৮৯,৯৭৩.০০ টাকা।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(১৫)

এপি নং-১৪৩৮৪; (আপত্তি-১৭)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলে বাধ্যতামূলক অবস্থান না হওয়া সত্ত্বেও উহা গ্রহণ এবং সরকারের নিকট দেনার ফলে (২,৯৯,০৪০+ ৪,৭৫,৯৩৭.০০)=টাকা ৭,৭৪,৯৭৭.০০ আদায়যোগ্য।

এফসি (আর্মি) পে-১, ঢাকা সেনানিবাস কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪,২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব ২৮.০৮.২০১৬ হতে ১৫.১১.২০১৬ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। এএফডি এর ১৯.০৫.২০১৩ তারিখের .আর্মি/জিও/৭২৩ সংখ্যক পত্রে ২৭.০৫.২০১৩ হতে ০৫.০৬.২০১৩ তারিখ পর্যন্ত ১০ দিন অথবা যাত্রার তারিখ হতে মোট ১০ (দশ) দিন (যাতায়াত সময়সীমা ব্যতীত) নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণকে ১০ সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিদলের ট্যাংক এমবিটি-২০০০ চায়না (সেকেন্ড কনসাইনমেন্ট) এর প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন উপলক্ষ্যে (চুক্তিপত্র নং-৪৮২৬/২/ট্যাংক এন্ড এআরভি/ওএস/-২এ তারিখ ১৪.০৬.২০১১) ০১.০৬.২০১৩ হতে ১০.০৬.২০১৩ তারিখে পর্যন্ত মোট ১০ (দশ) দিনের জন্য (যাতায়াত সময় ব্যতীত) অথবা যাত্রার তারিখ হতে মোট ১০ (দশ) দিনের জন্য চীন সফরের জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়। উক্ত প্রতিনিধিদলের চীন গমনাগমনের আন্তর্জাতিক বিমান ভাড়া এবং পকেট ভাতাসহ অন্যান্য ব্যয়ভার বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অনুকূলে বরাদ্দকৃত সংশ্লিষ্ট বাজেট খাত হতে সংকুলান করা হয়। তবে প্রতিনিধিদলের চীনে অবস্থানকালীন থাকা-খাওয়া, স্থানীয় যাতায়াত ইত্যাদির ব্যয়ভার চীনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বহন করা হয়।

ক্রঃনং	বিএ নম্বর, পদবী ও নাম	মন্তব্য
১	বিএ-৪৩১৬ লেঃ কর্ণেল মোহাঃ আনোয়ারুল ইসলাম, ইএমই	দলনেতা
২	বিএ-৪৪০৮ মেজর মোঃ আবদুল হামিদ, ইএমই	সদস্য
৩	বিএ-৫৩৯৩ মেজর হাসনাত আহমেদ, পিএসসি, এসি	সদস্য
৪	বিএ-৬২৯৮ মেজর মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, ইএমই	সদস্য
৫	বিএ-৬৪৬১ মেজর তানভীর আহমেদ, ইএমই	সদস্য
৬	বিএ-৬৪৮১ মেজর মোঃ মাসুদ আল ফেরদৌস, এসি	সদস্য
৭	বিএ-৬৬৯১ মেজর মোঃ মশিউল আলম, এসি	সদস্য
৮	বিজেও ২৫০৬০ সিঃওয়াঃ অফিঃ (এএগান) মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ মিজয়াজী, ইএমই	সদস্য
৯	টিডি-৭৫৫ সুপারভাইজার সি মোঃ তসিকুল ইসলাম	সদস্য
১০	টিডি-৭৮৪ সুপারভাইজার সি মোঃ মহসীন আলম	সদস্য

ক) **বাধ্যতামূলক অবস্থানজনিত ব্যয়ঃ** উক্ত প্রতিনিধি দলের সদস্য বিএ-৪৪০৮ মেজর মোঃ আবদুল হামিদ এর বৈদেশিক টিএ/ডিএ বিল যাচাই করে দেখা যায় যে, ৩০.০৫.২০১৩ তারিখ কুয়ালালামপুর এবং ৩১.০৫.২০১৩ চায়নায় বাধ্যতামূলক অবস্থানজনিত কারণে বিমান টিকেট থেকে দেখা যায় যে, ঢাকা থেকে রওয়ানা হয়েছে কেএল এ ৩০.০৫.২০১৩ তারিখ ১৮:২৫ ঘটিকায় পৌছে ৬ ঘন্টা পরে বেইজিং এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করা হয়। আবার ফিরতি পথে কেএল এ ১১.০৬.২০১৩ তারিখ ১৫:১০ ঘটিকায় পৌছে ০৫ ঘন্টা ২৫ মিনিট পর ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করা হয়। বিমান থেকে অবতরন, বিমান বন্দরে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন শেষে হোটেলের উদ্দেশ্যে যাত্রা ও হোটেলে চেক ইন, ফ্লাইট ধরার জন্য হোটেল থেকে ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যয় করার পরে কেএলে উভয় ক্ষেত্রে ৬ ঘন্টা অবস্থান হয় নাই। প্রতিজন সেনা কর্মকর্তার জন্য এফসি(আর্মি) পে-১ কার্যালয় হতে মাঃ ডঃ ১৭৮×২=মাঃ ডঃ ৩৫৬.০০ পাশ করা হয়েছে। এফজিও অনুযায়ী অবস্থানকালীন থাকা-খাওয়া, স্থানীয় যাতায়াত ইত্যাদির ব্যয়ভার চীনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বহন করা হয়েছে বিধায় বাধ্যতামূলক অবস্থান দেখিয়ে দৈনিক ভাতা গ্রহনেরও সুযোগ নাই। কারণ থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা যেহেতু চীন সরকার করেছে সেহেতু বাধ্যতামূলক অবস্থানের ব্যয়ভারও তারাই বহন করবে, এর ব্যয় বাংলাদেশ সরকারের বরাদ্দকৃত বাজেট হতে সংকুলানের কোন সুযোগ নাই। এছাড়াও কোন পরিস্থিতিতে এবং কি কারণে বাধ্যতামূলক অবস্থানকালীন থাকা-খাওয়ার ব্যয় চীন সরকার বহন করে নাই তার কোন সুনির্দিষ্ট ব্যখ্যাও নাই। সুতরাং বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য প্রতিজন সেনাকর্মকর্তাকে প্রদত্ত মাঃ ডঃ ৩৫৬.০০ হিসাবে (মাঃ ডঃ ৩৫৬×৭)= মাঃ ডঃ ২৪৯২ অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের ২৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রায় ফেরতযোগ্য নতুবা দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হার এর দেড় গুণ হিসাবে (২৪৯২×৮০.০০×১.৫) টাকা ২,৯৯,০৪০ আদায়যোগ্য।

খ) **সরকারের কাছে দেনাঃ** অগ্রিম গ্রহণের বিল হতে দেখা যায় যে, উক্ত ৭ জন সেনা কর্মকর্তা প্রত্যেকে ১,৫৮,৪৪৫.০০ টাকা অগ্রিম গ্রহণ করেছেন কিন্তু চূড়ান্ত বিলে গৃহিত অগ্রিমের টাকা বাদ দেয়া হয় নাই এবং তাদের বিল পাশ করা হয়েছে ৯০,৪৫৪.০০ টাকা। সুতরাং ৭ জন অফিসার প্রত্যেকেই সরকারের কাছে (১,৫৮,৪৪৫.০০-৯০,৪৫৪.০০) টাকা ৬৭,৯৯১.০০ টাকা দেনা; অর্থাৎ সরকার উক্ত ৭ জন সেনা কর্মকর্তা প্রতিজনের নিকট হতে ৬৭,৯৯১.০০ পাওনা এবং মোট সরকারী পাওনার পরিমান টাকা (৬৭,৯৯১.০০×৭) = ৪,৭৫,৯৩৭.০০ টাকা

ফলে উক্ত ৭ জন সেনা অফিসারের নিকট হতে সর্বমোট আদায়যোগ্য (বাধ্যতামূলক অবস্থান ২,৯৯,০৪০ + সরকারের নিকট দেনা ৪,৭৫,৯৩৭.০০) = টাকা ৭,৭৪,৯৭৭.০০।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(১৬),

এপি নং-১৪৩৮৫; (আপত্তি-১৯)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

চীনে বিএ-৫০৫৩ লেঃকঃ মোহাম্মদ মনোয়ার হোসেন খান, পিএসসি,পদাতিক কর্তৃক বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলে প্রাপ্যতার অধিক অর্থ গ্রহণ করায় আর্থিক ক্ষতি ১০,৬৭,৮২০ টাকা।

সেনাসদর জিএস ব্রাঞ্চ, সামরিক প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস পত্র নং-২৩.০১.৯০১.০২৬. ০৩.০৫৬.২১.২৫. ০৮.১৪.চীন তারিখ ২৫.০৮.২০১৪ সংখ্যক পত্র দ্বারা বাংলাদেশ সরকার ০১.০৯.২০১৪ হতে ৩০.১১.২০১৪ পর্যন্ত (যাতায়াত সময় ব্যতীত) চীনে অনুষ্ঠিত Course for Staff of Joint Operations-এ অংশগ্রহণের জন্য বিএ-৫০৫৩ লেঃকঃ মোহাম্মদ মনোয়ার হোসেন খান, পিএসসি,পদাতিক-কে চীন গমানাগমন এবং অবস্থানের ক্ষেত্রে আর্থিক প্রাপ্যতা প্রদান করা হয়। চীন সরকার প্রশিক্ষনার্থীর আন্তর্জাতিক যাতায়াত বিমান ভাড়া,প্রশিক্ষণ ফি,থাকা,মাসিক ভাতা (খাওয়া), চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ যাতায়াত খরচ প্রদান করে। তাঁর ভ্রমণভাতার বিলে পরিলক্ষিত অনিয়মসমূহ নিম্নরূপ:

(১) **পকেট ভাতাঃ** চীন সরকার মাসিক ভাতা প্রদান করায় পকেট ভাতা মাঃ ডঃ ৪০৪৯.৫০ প্রাপ্য নয়। বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করায় বৈদেশিক মুদ্রাতে কিংবা দেশীয় মুদ্রায় (৪০৪৯.৫০×৮০×১.৫ গুণ) টাকা ৪,৮৫,৯৪০.০০ আদায়যোগ্য।

(২) **বিমান এমসিওঃ** বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা বিলের সাথে সংযুক্ত ১৮ কেজি এবং ২৮ কেজি বিমান এমসিও এর মধ্যে ২৮ কেজি বিমান এমসিও'র ম্যানেজারের স্বাক্ষর Shanghai Asian Development Internatiomal Transportation Pudong Co limite এর ম্যানেজারের স্বাক্ষর হুবহু এক (কপি সংযুক্ত)। এছাড়াও উভয় এমসিও চায়না ইস্টার্ণ এয়ারলাইন্স এর অরিজিনাল (original/genuine) এমসিও বলে প্রতীয়মান হয় না (অরিজিনাল এমসিও'র কপি সংযুক্ত)। প্রকৃত ভাউচার ছাড়া সরকারী অর্থ প্রদেয় নয়। অতএব, এ বাবদ টাকা ৩৫,৮৮০.০০ বিধি বহির্ভূত হয়েছে।

(৩) **শীপ ফ্রেইট বাবদ অতিরিক্ত গ্রহণঃ** ২০০ কেজি মালামাল সমুদ্র পথে বহনের জন্য তিনি ৫,৪৬,০০০.০০ টাকা গ্রহণ করেন। কিন্তু এর সমর্থনে তিনি যে ভাউচার দাখিল করেন তন্মধ্যে (১) Shanghai Asian Development Internatiomal Transportation Pudong Co Ltd. (২) Hengiong Cargo Logistics (Chian) Ltd, (3) Yicheng Logistic এই তিনটি কোটেশন পাওয়া যায় মর্মে দেখানো হয়। এর কোনটিতেই দাখিলের তারিখ উল্লেখ করা হয়নি। সবচেয়ে গুরুতর জাল-জালিয়াতি হ'ল বাংলাদেশ দূতাবাস চীন এ তুলনামূলক বিবরণী তৈরী দেখানো হচ্ছে অথচ একটি বাক্যে লেখা হয়েছে this college asked for the quation from different shipping agents of Nanjing to ship hi non accompanied personal goods (200kg) from Nanjing, China to Chittagong। আবার ঐ তুলনামূলক বিবরণীতে Md Moksurul Hoque প্রথম সচিবের স্বাক্ষর দেখানো হলেও Bangladesh Embassy Deffence Branch এর গোলসীল দেয়া হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশের কোন্ এ্যাম্বাসি ডিফেন্স উইং তা ঐ গোলসীলে নাই। এসব অসংগতি/দূর্বলতা এ্যাম্বাসীর। আসল ডকুমেন্টে হওয়ার প্রশ্নই নেই। অর্থাৎ জাল দলিলাদি তৈরী করে ২০০ কেজি মালামাল সমুদ্র পথে পরিবহন দেখিয়ে অর্থ গ্রহণের জন্য দাখিল করা হয়েছে। অতএব, এ বাবদ সমুদয় অর্থ তার নিকট হতে আদায়যোগ্য। সুতরাং উক্ত অফিসারের নিকট হতে সর্বমোট আদায়যোগ্য (পকেট ভাতা ৪,৮৫,৯৪০.০০+বিমান এমসিও বাবদ ৩৫,৮৮০.০০+শীপ ফ্রেইট বাবদ ৫,৪৬,০০০.০০) = টাকা ১০,৬৭,৮২০ আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(১৭),

এপি নং-১৪৩৮৭; (আপত্তি-২২)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

পাকিস্তানে কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে বিএ-৫৪৪০ মেজর এবিএম ফারুকুজ্জামান কর্তৃক বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা গ্রহণ আর্থিক ক্ষতি ৮,৯১,৭৬১ টাকা।

এএফডি এর পত্র নং-০৬.০০.০০০০.০০৯.২০.০০১.১৪.পাকিস্তান.২১৮৩ তারিখ ০৩.০৮.২০১৪ এবং সেনাসদর জিএস ব্রাঞ্চ,সামরিক প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস পত্র নং-২৩.০১.৯০১.০২৬.০৩.০৫৬.১৩.২৪.০৮.১৪. পাকিস্তান তারিখ ২৪.০৮.২০১৪ সংখ্যক পত্র দ্বারা বিএ-৫৪৪০ মেজর (পরবর্তীতে লেঃ কঃ) এ বি এম ফারুকুজ্জামান কে ০১.০৯.২০১৪ হতে ২৭.০২.২০১৫ পর্যন্ত Officers Gunnery Staff Course (Ogs-72)-পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়। পাকিস্তান সরকার বিষয়োক্ত কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ ফি, থাকা (একক), খাওয়া (একক), চিকিৎসা (মেজর অপারেশন ব্যতীত) এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ যাতায়াত খরচ বহন করে। বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক যাতায়াত বিমান ভাড়া এবং পকেট ভাতাসহ প্রচলিত বিধি মোতাবেক প্রাপ্য অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি বহন করে। উক্ত বৈদেশিক টিএ/ডিএ বিলের অসংগতিসমূহ নিম্নরূপঃ

১. **বিমান ভাড়াঃ** গৃহিত টাকা ১,২৮,০০০.০০ অত্যধিক। বাংলাদেশ-পাকিস্তান-বাংলাদেশ বিমানভাড়া বিএ-৪৯১৬ লেঃ কর্নেল সাইফুল হক,পিএসসি এর বিল হতে দেখা যায় (বিল ও বিমান আইটিনারীর কপি সংযুক্ত) ঢাকা-করাচি-ইস্তাম্বুল-করাচি-ঢাকা বিমান ভাড়া টাকা ৫৬,৮৮১.০০। অর্থাৎ পাকিস্তানে যাওয়া এবং আসার বিমান ভাড়া কখনোই ৫৬/৫৭ হাজার টাকার বেশী নয়। সুতরাং বিমান টিকেট বাবদ উক্ত অফিসার অতিরিক্ত গ্রহণ করেছেন (১,২৮,০০০.০০-৫৬,৮৮১.০০) টাকা ৭১,১১৯.০০।

২. **আউটডোর কার্যক্রম অনুশীলনের জন্য গৃহিত ভাতাঃ** অফার লেটারে কোন্ কোন্ ব্যয় আয়োজক প্রতিষ্ঠান ও কোন্ কোন্ ব্যয় প্রশিক্ষনার্থীর সরকার বহন করবে তা উল্লেখ থাকে। প্রশিক্ষণকালীন আউটডোর এক্টিভিটিজ এর সময়ের থাকা-খাওয়া ইত্যাদির ব্যয় আয়োজক দেশ বহন না করলে এ বাবদ সম্ভাব্য খরেচের পরিমাণ সম্পর্কে অফার লেটারে আভাস দেয়া হয়। উদাহরণ হিসাবে বাংলাদেশের ন্যাশনাল ডিফেন্সের এনডিসি-২০১৫ কোর্সের অফার লেটারের ফটোকপি সংযুক্ত করা হলো। এ ধরণের অফার লেটার বিলের সাথে সংযুক্ত না থাকায় আউটডোর এক্টিভিটিজ এর জন্য গৃহিত ভাতার যথার্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেলনা। উল্লেখ্য, পাকিস্তান নওশেরা এর স্কুল অব আর্টিলারি কর্তৃক প্রদত্ত দেখানো ২৭.০২.২০১৫ তারিখের এতদসংক্রান্ত সনদ প্রাপ্যতার স্বপক্ষে যথেষ্ট নয়। এছাড়া ২৭.০২.২০১৫ তারিখের প্রদত্ত সনদে পাকিস্তানে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা এটাচে কর্তৃক ১৪.০২.২০১৫ তারিখ প্রতিস্বাক্ষর হতে ঐ সনদের গ্রহণযোগ্যতাও প্রশ্নবিদ্ধ। সুতরাং এ বাবদ গৃহিত অর্থ অসংগতভাবে গ্রহণ করা হয়েছে বিধায় মাঃ ডঃ ৩৫১০.৭৫ বৈদেশিক মুদ্রাতেই ফেরতযোগ্য। নতুবা দেশীয় মুদ্রায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদ ২৫ অনুযায়ী উক্ত বর্তমান বিনিময় হারের দেড় গুণ হিসাবে (মাঃ ডঃ ৩৫১০.৭৫×৭৮ টাকা×১.৫ গুণ) টাকা ৪,১০,৭৫৭.৭৫ ফেরতযোগ্য।

৩. এমসিওঃ এমসিও এর কোন কপি না পাওয়ায় এ ক্ষেত্রে প্রদত্ত টাকা ১২,৩৮৪.০০ প্রাপ্যতা বহির্ভূত।

৪. ২০০ কেজি মালামালঃ Home Pack Freight Int. ২০০ কেজি মালামাল পরিবহন বাবদ মাঃ ডঃ ৫০০০.০০ গ্রহনের প্রদত্ত রশিদ ও অন্যান্য ডকুমেন্টের যথার্থতা প্রশ্নবিদ্ধ। কারণঃ

(এ) আউটডোর এক্টিভিটিজ সংক্রান্ত পাকিস্তান School of Artilery এর সনদে এবং Shiping Agent' এর ডক্যুমেন্ট এ পাকিস্তানে বাংলাদেশ ডিফেন্স এটাচের এবং পিএ এর স্বাক্ষরের ও সীলের মিল নাই।

(বি) একই এজেন্ট কর্তৃক অন্যদের ক্ষেত্রে একই পরিমাণ মালামাল পরিবহণে ২৪০০/২৫০০ মার্কিন ডলার খরচ দেখানো হয়েছে। অথচ আলোচ্য ক্ষেত্রে মাঃ ডঃ ৫০০০.০০ মূল্য পরিশোধ অসংগতিই।

(সি) একই forewarding agent এর একাধিক দেশে অফিস ও ঠিকানা থাকতে পারে। আলোচ্য Home Pack Freight Int. এরও থাকতে পারে। তবে প্রতিষ্ঠানের প্যাডে সকল দেশের ঠিকানা উল্লেখ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু Home Pack এর ইসলামাবাদের প্যাডে বাংলাদেশের (চট্রগ্রামের) এবং বাংলাদেশের প্যাডে ইসলামাবাদের ঠিকানা উল্লেখ নাই।

(ডি) গুরুতর অসংগতি হলো-আলোচ্য কর্মকর্তা ২৮.০২.২০১৫ তারিখ পেশোয়ার ত্যাগ করেন। Home Pack চট্রগ্রাম এ কাস্টম ক্লিয়ারিং এর জন্য ১০.০৩.২০১৫ তারিখে Invoice প্রদান করেছে মর্মে যা দাখিল করা হয়েছে তাতে পাকিস্তানে বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা এটাচের ও তার পিএ এর স্বাক্ষর রয়েছে।

এসব অসংগতির কারণে সী-ফ্রেইটের বিল-ভাউচার কৃত্রিম (Fake) এবং এ বাবদ কোন ব্যয় পরিশোধযোগ্য না হওয়া সত্বেও টাকা ৩,৯৭,৫০০.০০ পরিশোধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য এ বিষয়ে পাকিস্তানের বাণিজ্য মন্ত্রণায় ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশে ঢাকা বিমান বন্দরে দাখিলযোগ্য লাগেজ ডিক্লারেশনের কোন কপিও বিলের সাথে দাখিল করা হয় নাই।

অতএব, তার নিকট হতে আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ (বিমান ভাড়া টাকা ৭১,১১৯.০০+ আউট ডোর এক্টিভিটিজ ৪,১০,৭৫৮ + এমসিও ১২,৩৮৪.০০+(২০০ কেজি মালামাল) ৩,৯৭,৫০০.০০ টাকা = ৮,৯১,৭৬১

অনুচ্ছেদ-১
পরিশিষ্ট-১(১৮),
এপি নং-১৪৩৮৮; (আপত্তি-৪২)
ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

কুয়েতে কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে বিএ-৫৭৮৫ মেজর (বর্তমানে লেঃ কর্ণেল) মোহাম্মদ শাফকাত-উল-ইসলাম কর্তৃক বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা বিলে প্রাপ্যতার অধিক গ্রহণ টাকা ৩৮,৩৭,১৮০

এএফডি এর ২২.০৮.২০১৩ তারিখের ১০৬৯ এবং সেনাসদর জিএস ব্রাঞ্চ,সামরিক প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর এর ২২.০৮.২০১৩ তারিখের ১৩ সংখ্যক পত্রে বিএ-৫৭৮৫ মেজর মোহাম্মদ শাফকাত-উল-ইসলাম-কে ১৮.০৮.২০১৩ হতে ০১.০৭.২০১৪ পর্যন্ত (যাতায়াত সময় ব্যতীত) Joint Leadership Staff Course-18 তে অংশগ্রহণের নিমিত্তে কুয়েতে গমনাগমণ ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়। পাসপোর্ট অনুসারে তিনি ২৯.০৮.২০১৩ হতে ০১.০৭.২০১৪ সময়ে ভ্রমণ ও অবস্থান সম্পন্ন করেন। তাঁর ভ্রমণ ভাতা বিলের অসংগতিসমূহ নিম্নরূপঃ

(১) **বিমান টিকেট ক্রয় বাবদ অতিরিক্ত গ্রহণঃ** তিনি কুয়েত গমনের জন্য কাতার এয়ার ওয়েজের বিমানে ভ্রমণ করেন এবং ঢাকা-দোহা-কুয়েত বিমান ভাড়া বাবদ ৯৪,৯০০.০০ টাকা দাবী করেন এবং আগমনের প্রাক্কালে কুয়েত-দোহা-ঢাকা বিমান ভাড়া বাবদ ১,০৫,০০০.০০ টাকা, সর্বমোট টাকা ১,৯৯,৯০০.০০ গ্রহণ করেন (সিএসডি ট্রাভেলস এর মানি রিসিট)। এই রুটে অত্যধিক বিমান ভাড়া গ্রহণ করেছেন। কারণ ৩১.০৫.২০১৫ হতে ০৪.০৬.২০১৫ সময়ে কুয়েতে জয়েন্ট ওয়ার্ক এক্সারসাইজে অংশগ্রহণকারী ঢাকা-কুয়েত-ঢাকা রুটের জন্য বিমান ভাড়া বাবদ ৬২,৭০৮.০০ টাকা গ্রহণ করেন। অর্থাৎ তিনি (১,৯৯,৯০০.০০-৬২,৭০৮.০০)= ১,৩৭,১৯২.০০ টাকা বেশী গ্রহণ করেন।

(২) (i) **পকেট ভাতা ও নগদ ভাতা অতিরিক্ত গ্রহণঃ** কুয়েত সরকার থাকার (Accomodation) ব্যয় বহন করায় এবং খাওয়া খরচ বহন না করায় খাওয়া খরচ হিসাবে সর্বসাকুল্য ভাতার ৪৫% প্রশিক্ষণের সম্পূর্ণ সময়ের জন্য মঞ্জুর করা হয়েছে এবং আলোচ্য কর্মকর্তাও তাই গ্রহণ করেছেন। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের বিদেশে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাপ্য ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা সংক্রান্ত এএফডি এর ০৫.০৯.১৯৯৪ তারিখের ২২০৭/টি সংখ্যক স্মারকে খাওয়ার জন্য পকেট ভাতার অতিরিক্ত সর্বসাকুল্য ভাতার ৪৫% প্রদানের বিধান নাই। পিআর(পি) ১৩৭ তে দৈনিক ভাতার বিভাজনে ৪৫% খাওয়ার (messing) জন্য দেখানো হয়েছে। কিন্তু এই বিধান অনুযায়ী সর্বসাকুল্য ভাতার ৪৫% খাওয়ার জন্য মঞ্জুরী প্রদান করা হয়ে থাকলে তা যথাযথ হয় নাই। কারণ প্রথমতঃ এই বিধান লোকাল টিএ/ডিএ এর জন্য। দ্বিতীয়তঃ পিআর(পি) ১৩৭ প্রয়োগ করা হলে পিআর(পি) ১৩৪(vi)(b) ও প্রযোজ্য হবে যেখানে বিধান আছে ১ম ১০ দিন পূর্ণ হারে, ১১-৩০ তম দিন পর্যন্ত ৭৫% হারে এবং ৩১ তম দিন থেকে ৫০% হারে দৈনিক ভাতা প্রাপ্য। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সময়ের জন্য পূর্ণ হারে মঞ্জুর করা হয়েছে। তৃতীয়তঃ পিআরপি ১৩৭ মোতাবেক ভাতাদি প্রদান করা হলে একই সময়ে পকেট ভাতাও প্রাপ্য নয়। পিআর(পি)-১৩৭ অনুযায়ী দৈনিক ভাতার বিভাজন খাবার ৪৫%, আবাসন ৩০%, যাতায়াত ২৫%। আলোচ্য ক্ষেত্রে কুয়েত সরকার থাকা এবং প্রশিক্ষণের অন্যান্য যাবতীয় খরচ বহন করেছে বিধায় এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ যাতায়াতও রয়েছে। আর ৪৫% খাবার খরচ নগদ প্রদান বিধায় পকেটভাতাও প্রাপ্য নয়। চতুর্থতঃ এবং সর্বোপরি এএফডির ০৯.০৫.১৯৯৪ তারিখের আদেশের ১(খ)(২) অনুযায়ী স্বাগতিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খাবার খরচ নির্ধারণ ও সনদপত্রের ভিত্তিতে খাবার বাবদ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বৈদেশিক মূদ্রায় প্রদেয় মর্মে বিধান থাকলেও আলোচ্য ক্ষেত্রে কুয়েত সরকারের কোন প্রাক্কলন ও সনদ নাই। যা হোক পিআর (পি)-১৩৭ মোতাবেক প্রদান করা হয়েছে প্রতীয়মান হওয়ায় আলোচ্য কর্মকর্তার প্রাপ্যতা নিম্নরূপঃ

	বিবরণ:	প্রাপ্য
(১)	প্রথম ১০ দিন ৩০.০৮.২০১৩ হতে ০৯.০৯.২০১৩ পর্যন্ত	মাঃ ডঃ ১৭৮×৪৫% মাঃ ডঃ ৮০১.০০
(২)	পরবর্তী ২০ দিন ১০.০৯.২০১৩ হতে ২৯.০৯.২০১৩ পর্যন্ত	মাঃ ডঃ ১৭৮×৪৫%=মাঃ ডঃ ৮০.১০×৭৫%(৩/৪)= ৬০.০৮×২০দিন মাঃ ডঃ ১২০১.৫০
(৩)	পরবর্তী দিনগুলি ৩০.০৯.২০১৩ হতে ০১.০৭.২০১৪=২৭৫ দিন	মাঃ ডঃ ১৭৮×৪৫%=মাঃ ডঃ ৮০.১০×৫০%(১/২)= মাঃ ডঃ ৪০.০৫× ২৭৫দিন= মাঃ ডঃ ১১০১৩.৭৫
	মোট	মাঃ ডঃ ১৩,০১৬.২৫

কিন্তু গ্রহণ করা হয়েছে খাওয়া খরচ (১৭৮×৪৫%=মাঃ ডঃ ৮০.১০×৩০৭ দিন=মাঃ ডঃ **২৪,৫৯০.৭০** এবং পকেট ভাতা (১৭৮×২৫%=মাঃ ডঃ ৪৪.৫০×৩০৭ দিন=মাঃ ডঃ **১৩,৬৬১.৫০** মোট গ্রহণ মাঃ ডঃ **৩৮,২৫২.২০**। ফলে (মাঃ ডঃ ৩৮,২৫২.২০- মাঃ ডঃ১৩,০১৬.২৫) **=মাঃ ডঃ ২৫,২৩৫.৯৫** অতিরিক্ত গ্রহণ যা বৈদেশিক মুদ্রায় ফেরতযোগ্য নতুবা দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হার এর দেড় গুণ হারে (১মাঃ ডঃ=৮০) (**২৫,২৩৫.৯৫** ×৮০×১.৫ গুণ) ৩০,২৮,৩১৪ টাকা।

(৩) **১৫ দিন কুয়েতের বাহিরে অবস্থানঃ** পাসপোর্টের পাতা-২১ হতে দেখা যায় যে, তিনি ০৪.০৪.২০১৪ হতে ১৮.০৪.২০১৪=১৫ দিন কুয়েতের বাহিরে ছিলেন। সৌদি আরব কর্তৃক এপ্রিল মাসে তাকে ০১ মাসের ওমরাহ ভিসা প্রদান থেকে প্রতীয়মান হয় যে উক্ত সময়ে তিনি ওমরাহ পালনের জন্য সৌদি আরবে অবস্থান করেছেন। ওমরাহ ব্যক্তিগত কাজ বিধায় উক্ত ১৫ দিনের জন্য তিনি কোন সুবিধা

প্রাপ্য নন। সুতরাং ২নং উপ-অনুচ্ছেদের হিসাব কার্যকর হওয়ার শর্তে এই সময়ে তার নিকট হতে (পকেটভাতা ৪৪.৫০ ডলার+খাওয়ার খরচ ৪০.০৫ ডলার=৮৪.৫৫×১৫দিন= ১২৬৮.২৫ মাঃ ডঃ ডলার ×৮০×১.৫= **১,৫২,১৯০ টাকা** আদায়যোগ্য।

(৪) **২০০ কেজি মালামাল সমুদ্র পথে পরিবহনের জন্য অতিরিক্ত গ্রহণঃ** Shipping Company হতে ২০০ কেজি মালামাল পরিবহনের উদ্বৃত ব্যয়ের যে বিভাজন দেয়া হয় তা নিম্নরূপঃ

ক)	প্যাকিং চার্জ	৩.০০ ডলার/কেজি
খ)	বাসা থেকে সংগ্রহ	২.৫০ ডলার/কেজি
গ)	অভ্যন্তরিণ পরিবহন ভাড়া	২.৫০ ডলার/কেজি
ঘ)	কাস্টমস চার্জ	২.৫০ ডলার/কেজি
ঙ)	বন্ডেড ওয়্যার হাউজ	২.০০ ডলার/কেজি
চ)	Container Loading	২.৫০ ডলার/কেজি
ছ)	সমূদ্র পথে ভাড়া (সী ফ্রেইট)	৮.০০ ডলার/কেজি
জ)	কোম্পানীর সার্ভিস চার্জ	২.৫০ ডলার/কেজি
		মোট = ২৫.৫০ মার্কিন ডলার/কেজি

উপরোক্ত ব্যয়সমূহের মধ্যে কেবল মাত্র সমুদ্র পথে ভাড়া (শীপ ফ্রেইট) মার্কিন ডলার ৮.০০/প্রতিকেজি প্রাপ্য। কিন্তু গ্রহণ করা হয়েছে মাঃ ডঃ ২৫.৫০ প্রতি কেজি। ফলে ২০০ কেজিতে অতিরিক্ত গ্রহণ মাঃ ডঃ ৩,৫০০ (২৫.৫০-৮ = ১৭.৫০×২০০)।

বি. ০১.০৭.২০১৪ তারিখে তার কোর্স শেষ হয়। ১২.০৭.২০১৪ তারিখের ৩টি কোটেশনের কপি দাখিল করেন। তবে কথিত চট্টগ্রাম পোর্ট অথরিটি জেটি চালানে চালানের তারিখ ০২.০৭.২০১৪, জাহাজের যাত্রার তারিখ ০২.০৭.২০১৪, বিল অব ল্যাডিং এর তারিখ ০২.০৫.২০১৪ এবং চট্টগ্রাম বন্দরের কম্পিউটার অপারেটরের তারিখ ০৩.০৭.২০১৪ উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু ১২.০৭.২০১৪ তারিখের প্রাপ্য কোটেশনের বিপরীতে বিল অব ল্যাডিং ০২.০৫.২০১৪, জাহাজের Voyage date ০২.০৭.২০১৪, আবার চট্টগ্রাম বন্দরের জেটি চালানের তারিখ ০২.০৭.২০১৪ কি করে হয় তা পরিস্কার নয়। তবে পরিস্কার যে, মূল/আসল (Genuine) ভাউচারে এতোসব অসংগতি থাকেনা, কৃত্রিম (Fake) ভাউচারেই থাকে। বিধায় এ বাবদ অতিরিক্ত গৃহিত মাঃ ডঃ ৩,৫০০ ফেরতযোগ্য।

সি. চট্টগ্রাম পোর্টের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা স্বপন চন্দ্র শীলের স্বাক্ষর সঠিক নয়ঃ সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা স্বপন চন্দ্র শীলের স্বাক্ষর সঠিক বলে প্রতীয়মান হয় না। কারণ ২০১২ হতে ২০১৫ পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি বিলে এই স্বপন চন্দ্র শীলের স্বাক্ষর পাওয়া যায় এবং তার একটি স্বাক্ষরের সাথে অন্য স্বাক্ষরের কোন মিল পাওয়া যায়না। এছাড়াও জনতা ব্যাংক কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম এর সীলের সাথে প্রদত্ত স্বাক্ষর এবং স্বপন চন্দ্র শীল,সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা, কাস্টমস,চট্টগ্রাম এর স্বাক্ষর হুবহু এক। সুতরাং তৈরীকৃত (manufactured) কাগজপত্র দ্বারা সমুদ্র পথে ২০০ কেজি মালামাল পরিবহন বাবদ গৃহীত **৪০০,৫০০ টাকা** তিনি প্রাপ্য নন।

(৫) **তৈরীকৃত (manufactured) এমসিও দ্বারা বিমান পথে ৪৬ কেজি মালামাল বহন চার্জ গ্রহণঃ** ১৮+২৮=৪৬ কেজি মালামাল বিমান পথে পরিবহন বাবদ তিনি ৯৯,৪৮৪.২০ টাকা গ্রহণ করেছেন। উক্ত এমসিও ইপসন ফটো প্রিন্টিং কাগজে ছাপানো, যা আসল/মূল (Original) বলে প্রতীয়মান হয় না। ফলে অরিজিনাল এমসিও ব্যতীত তিনি ৯৯,৪৮৪.২০ প্রাপ্য নন।

নিম্নে আইটেম ভিত্তিক অতিরিক্ত গ্রহণের বিভাজন দেয়া হলোঃ

১. বিমান ভাড়া	টাকা ১,৩৭,১৯২.০০
২. খাওয়ার খরচ ও পকেটভাতা প্রদানের কারণে অতিরিক্ত গ্রহণ	টাকা ৩০,২৮,৩১৪.০০
৩. ১৫ দিন কুয়েতের বাহিরে অবস্থান সময়ের ভাতা বাবদ	টাকা ১,৫২,১৯০.০০
৪. ২০০ কেজি মালামাল পরিবহননের (৩,৫০০মাঃ ডঃ×৮০×১.৫০)	টাকা ৪,২০,০০০.০০
৫. এমসিও বাবদ	টাকা ৯৯,৪৮৪.০০
	সর্বমোট টাকা ৩৮,৩৭,১৮০.০০

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(১৯)

এপি নং-১৪৩৯৩; (আপত্তি-২৩)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

চীনে কোর্স উপলক্ষ্যে বিএ-৭২১৩ মেজর মোঃ জাকির হোসেন,এসি কর্তৃক বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলে প্রাপ্যতার অধিক সরকারী অর্থ গ্রহণ করায় আর্থিক ক্ষতি ১৩,১১,৭৯৩.০০ টাকা।

এএফডি এর পত্র নং-০৬.০০.০০০০.০০৯.২০.০০১.১৪.চীন.২৪৬৪ তারিখ ২১.০৮.২০১৪ সরকারি আদেশ অনুযায়ী বিএ-৭২১৩ মেজর মোঃ জাকির হোসেন, এসি, ০১.০৯.২০১৪ হতে ৩০.০১.২০১৫ পর্যন্ত চীনে অনুষ্ঠিত Advance Course for Tank Commanders নামক কোর্সে অংশগ্রহণ করে। এতদ্‌বিষয় তার টিএ/ডিএ বিল নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত অসংগতিগুলো নিম্নরূপঃ

(ক) পকেট ভাতাঃ ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী তিনি ১১.০৯.২০১৪ তারিখ ঢাকা থেকে যাত্রা করে ২৩:১০ ঘটিকায় চীনে পৌছেছেন। অর্থাৎ তিনি ১১.০৯.২০১৪ হতে ৩০.০১.২০১৫ পর্যন্ত ১৪২ দিনের স্থলে ১৪৫ দিনের অর্থাৎ ৩ দিনের পকেট ভাতা (১৭৮×২৫%×৩×৭৮.০০) টাকা ১০,৪১৩.০০ অতিরিক্ত গ্রহণ করেছেন।

(খ) পকেট ভাতাঃ চীন সরকার মাসিক ভাতা প্রদান করায় পকেটভাতা প্রাপ্য নয়। তাই বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করায় মাঃ ডঃ ৬৪৫২.৫০ ডলারেই কিংবা দেশীয় মুদ্রায় টাকা ৭,৭৪,৩০০.০০ (৬৪৫২.৫০×৮০×১.৫ গুণ) টাকা আদায়যোগ্য।

এমসিওঃ এমসিও আসল বলে প্রতীয়মান হয় না। কারণ যাওয়ার পথে এবং ফেরত পথের এমসিও তে একই ব্যক্তির স্বাক্ষর থাকা বাস্তবসম্মত নয়। অতএব, এ বাবদ গৃহিত টাকা ৪৩,৪৮০.০০ যথাযথ হয় নাই।

সমুদ্র পথে মালামাল পরিবহনঃ এ বাবদ প্রতি কেজি মাঃ ডঃ ৩১.০০ হিসাবে ২০০ কেজির জন্য মাঃ ডঃ ৬২০০.০০=(৬২০০×৭৮) টাকা ৪,৮৩,৬০০.০০ কৃত্রিম (fake) বিল-ভাউচারের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান। কারণ

(১) শিপিং এজেন্টের ইনভয়েসে সী ফ্রেইট প্রতি কেজি মাঃ ডঃ ১২.০০ এবং অন্যান্য চার্জসহ প্রতি কেজি মাঃ ডঃ ৩১.০০। কিন্তু কেবলমাত্র সী ফ্রেইট প্রাপ্য।

(২) তিনি দেশের উদ্দেশ্যে চীন থেকে যাত্রা করেন ০২.০২.২০১৫ তারিখে। Bill of lading এ Shipped on Board ২৭.০১.২০১৫ উল্লেখ রয়েছে। অথচ দরপত্রসমূহের তুলনামূলক বিবরণ তৈরী কর হয়েছে ০৮.০৪.২০১৫। তাতে আবার চীনে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা এটাসের স্বাক্ষরও রয়েছে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, দলিলাদি আসল (genuine) হলেও প্রতি কেজি মাঃ ডঃ ৩১.০০ হিসাবে সর্বমোট মাঃ ডঃ ৬২০০.০০ পরিশোধযোগ্য হতোনা। কারণ শুধুমাত্র শীপ ফ্রেইট প্রাপ্য এবং কোটেশনে শীপ ফ্রেইট উল্লেখ করা হয়েছে প্রতি কেজি মাঃ ডঃ ১০.০০। আরো উল্লেখ্য যে, ওশেন ফ্রেইট প্রতি কেজি মাঃ ডঃ ১০.০০ ও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আপত্তি-১৩৬ সংশ্লিষ্ট সেনা কর্মকর্তা বিএ-৬৬৯১ মেজর মোঃ মশিউল আলম চীনে কোর্স শেষে ব্যক্তিগত মালামাল পরিবহণের বিল অব ল্যাডিং থেকে দেখা যায় ৮ জন কর্মকর্তার ৫৩৩০ কেজি মালামাল ৪০ ফুট কন্টেইনারে আনয়ন করা হয়। চীন থেকে ৪০ ফুট কন্টেইনারে ভাড়া কোন ক্রমেই মাঃ ডঃ ৫০০০ এর উপরে নয়। এই হিসাবে প্রতি কেজির শীপ ফ্রেইট হয় (৫০০০÷৫৩৩০) মাঃ ডঃ ০.৯৪ এর বেশী নয়। সে হিসাবে ২০০ কেজির শীপ ফ্রেইট হয় মাঃ ডঃ ১৮৮। অতএব, ২০০ কেজি মালামালের শীপ ফ্রেইট সংক্রান্ত দাখিলকৃত দলিলাদি আসল না হওয়ায় শীপ ফ্রেইট বাবদ ৪,৮৩,৬০০.০০ টাকা প্রাপ্য নয়।

অতএব, তাঁর কর্তৃক গৃহিত অতিরিক্ত অর্থের পরিমাণ (পকেটভাতা ১০,৪১৩.০০+চীন সরকারের পকেট ভাতা ৭,৭৪,৩০০+এমসিও ৪৩,৪৮০.০০+সী ফ্রেইট ৪,৮৩,৬০০.০০) টাকা ১৩,১১,৭৯৩.০০।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(২০)

এপি নং-১৪৩৯৪; (আপত্তি-২৮)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

তুরস্কে প্রাক পরিদর্শন উপলক্ষ্যে ৩ জন কর্মকর্তা কর্তৃক বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা হিসাবে অতিরিক্ত গ্রহণ করায় টাকায় ফেরতযোগ্য ৭,২০,৬০০.০০ টাকা।

সেনাসদরের ০৪.১১.২০১৫ তারিখের পত্রের প্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, জাতিসংঘ মিশনে ব্যবহারের জন্য 20/MRAP LT APC ক্রয়ের নিমিত্ত প্রাক পরিদর্শনের জন্য ৩ জন কর্মকর্তা যাতায়াত সময় ব্যতীত ২০.১০.২০১৫ হতে ০২.১১.২০১৫ পর্যন্ত সময়ে তুরস্ক ভ্রমণ করেন। এদের মধ্যে বিএ-৪০৭৬ লেঃকঃ মোঃ আনিছুজ্জামান এর ভ্রমণ ভাতার বিল নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, প্রথমতঃ ১৯.১০.২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অপরাহ্ন ১৭:৫৫ ঘটিকায় ইস্তাম্বুল বিমান বন্দরে পৌছান হয় এবং ০৩.১১.২০১৫ তারিখে ইস্তাম্বুল বিমান বন্দর থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ফ্লাই করা হয়। ১৯.১০.২০১৫ তারিখ গণনায় নেয়া হলে ০৩.১১.২০১৫ তারিখ গণনা থেকে বাদ যাবে। অতএব, ২৯.১০.২০১৫ তারিখ থেকে ০২.১১.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ১৫ দিনের দৈনিক ভাতা প্রাপ্য কিন্তু গ্রহণ করা হয়েছে ১৬ (ষোল) দিনের বা ১ দিনের বেশী গ্রহণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ কেবলমাত্র যথাযথ হোটেল বিল দাখিল সাপেক্ষে হোটেল ভাড়াভিত্তিক ভাতা প্রাপ্য। আলোচ্য বিলের সাথে দাখিলকৃত হোটেল বিল সংগতিপূর্ণ নয়-কারণ সেখানে ১৯.১০.২০১৫ হতে ০৩.১১.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ১৬ দিনের বিল গ্রহণ দেখানো হয়েছে। ব্রিঃ জেনারেল এবং তদনিম্ন কর্মকর্তাদের থাকার জন্য হোটেল ভাড়া+নগদ ভাতা যা প্রযোজ্য বিলে তাই উল্লেখ করা হয়েছে অথচ বিলে রুম রেন্ট, ট্যাক্স, সার্ভিস চার্জ ইত্যাদির কোন বিভাজন নাই, সর্বোপরি ৩ জনের নামে একই বিল দেয়া হয়েছে যা আন্তর্জাতিক মানের বিদেশী হোটেলের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

উপরোক্ত বর্ণনামতে নিম্নোক্ত ৩ জন কর্মকর্তা তাদের নামের বিপরীতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ অতিরিক্ত গ্রহণ করেছেনঃ

নাম	গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
বিএ-২০৬১ ব্রিঃ জেনারেল তুষার কান্তি চাকমা	১৬দিন×মাঃ ডঃ ৩৮১.০০ (১৮০+১০১)=মাঃ ডঃ ৬০৯৬.০০	১৫দিন×মাঃ ডঃ ২৬৩.০০ (সর্বসাকুল্য ভাতা) মাঃ ডঃ ৩৯৪৫.০০	মাঃ ডঃ ২১৫১.০০
বিএ-৪০৭৬ লেঃ কর্ণেল মোঃ আনিছুজ্জামান	১৬দিন×মাঃ ডঃ ৩৩৭.০০ (২৪৬+৯১) মাঃ ডঃ ৫৩৯২.০০	১৫দিন×মাঃ ডঃ ২৩১.০০ (সর্বসাকুল্য ভাতা) মাঃ ডঃ ৩৪৬৫.০০	মাঃ ডঃ ১৯২৭.০০
বিএ-৩১৮৫ মেজর মোয়াজ্জেম হোসেন	১৬দিন×মাঃ ডঃ ৩৩৭.০০ (২৪৬+৯১) মাঃ ডঃ ৫৩৯২.০০	১৫দিন×মাঃ ডঃ ২৩১.০০ (সর্বসাকুল্য ভাতা) মাঃ ডঃ ৩৪৬৫.০০	মাঃ ডঃ ১৯২৭.০০
		মোট	মাঃ ডঃ ৬০০৫.০০

অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদ ২৫ অনুযায়ী অগ্রিম গৃহিত অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা মার্কিন ডলারেই ফেরতযোগ্য। দেশীয় মুদ্রায় ফেরত দেয়া হলে বর্তমান বিনিময় হারে দেড় গুণ হারে ফেরত। অর্থাৎ দেশীয় মুদ্রায় ফেরত দিলে দিতে হবে টাকা ২,৫৮,১২০.০০+ টাকা ২,৩১,২৪০.০০+ টাকা ২,৩১,২৪০.০০ = টাকা ৭,২০,৬০০.০০।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(২১)

<u>এপি নং-১৪৩৯৫; (আপত্তি-২৯)</u>

ইউনিটের নাম: <u>এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।</u>

আইভরি কোস্টে লজিস্টিক রেকী ও সার্ভে টীমের সদস্যগণ কর্তৃক অতিরিক্ত বৈদেশিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ টাকা ৬,০৬,৪৮০.০০।

বিএ-৪৪১১ আবু মোহাম্মদ আমানুল হকের নেতৃত্বে ১১.০১.২০১৫ হতে ১৮.০১.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ব্যানটিএফ/২ ইউনোসি (আইভরি কোস্ট) এর লজিস্টিকস রেকী ও সার্ভে টীমের সদস্য হিসেবে ভ্রমণ বিল (ডিভি নং-৪৮৮, ১২/২০১৫) পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, (১) তাঁরা ঢাকা থেকে ১০.০১.২০১৫ খ্রিঃ তারিখ রাত্রি ০৯:০৫ ঘটিকায় যাত্রা করে দুবাই হয়ে আবিদজানে (আইভরি কোস্ট) ১১.০১.২০১৫ তারিখ অপরাহ্ন ০২:২৫ ঘটিকায় পৌছান। আবার আবিদজান থেকে ১৮.০১.২০১৫ তারিখ তারিখ অপরাহ্নে ০৪:০৫ ঘটিকায় যাত্রা করে ১৯.০১.২০১৫ তারিখে সকাল ০৬:০৫ মিনিটে দুবাই পৌছেন এবং ১৯.০১.২০১৫ তারিখেই দুবাই থেকে ০৭ ঘন্টা ১০ মিনিট পর অপরাহ্ন ০১:১৫ ঘটিকায় ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। অর্থাৎ তাঁরা আইভরি কোস্টে ০৭ (সাত) রাত্রি অবস্থান করেন কিন্তু তিনি ০৮ (আট) দিনের হোটেল ভাড়া ভিত্তিক (নগদ ভাতাসহ) গ্রহণ করেন, অর্থাৎ তিনি অবস্থানের অতিরিক্ত ০১ (এক) দিনের হোটেল ভাতা গ্রহণ করেন।

(২) ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী তাঁরা আবিদজান হতে ১৮.০১.২০১৫ তারিখ অপরাহ্ন ০৪:০৫ ঘটিকায় যাত্রা করে ১৯.০২.২০১৫ তারিখে দুবাই বিমান বন্দরে সকাল ০৬:০৫ ঘটিকায় পৌছেন এবং ১৯.০১.২০১৫ তারিখ ৭.১০ ঘন্টা পর ০১.১৫ ঘটিকায় যাত্রা করেন। টিকিট অনুযায়ী দুবাই এয়ার পোর্টে যে সময়ে আগমন ও প্রস্থান হওয়ার কথা ছিল বাস্তবে ভ্রমণের ক্ষেত্রে সেই সময়ে আগমন ও প্রস্থান হয়েছে। সিডিউলের বাইরে অতিরিক্ত সময় দুবাইতে অবস্থান করতে হয় নাই বিধায় বাধ্যতামূলক কোন অবস্থানের ঘটনা ঘটে নাই। কিন্তু দুবাই এর জন্য তাঁরা ১/২ দিনের বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য (২৭৩×৭৮÷২)= টাকা ১০,৬৪৭.০০ টাকা গ্রহণ করেছেন যা তাঁরা প্রাপ্য নন। এছাড়া দুবাইতে দুবাই বিমান বন্দর থেকে বাহির হওয়ার জন্য ইমিগ্রেশনের মাধ্যমে বাহির হবার ও পুনঃ প্রবেশের কোন প্রমাণ নেই। এয়ার লাইন্স কর্তৃক বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য কোন হোটেল ভাড়া পরিশোধ না করার সনদ নাই। এমনকি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ দুবাইতে হোটেলে অবস্থানের কোন প্রমাণকও দাখিল করেন নাই। আরো উল্লেখ্য যে, দুবাইতে ৭ ঘন্টা ১০ মিনিট অবস্থানের ক্ষেত্রে বিমান বন্দর থেকে ইমিগ্রেশন ইত্যাদি আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন শেষে বাহির হতে কমপক্ষে ১ ঘন্টা, এয়ার পোর্ট থেকে শহরে যাওয়ার জন্য ১ ঘন্টা সময় ধরা হলে ২ ঘন্টা। আবার অপরাহ্ন ০১.১৫ ঘটিকায় বিমান যাত্রা করতে হলে কমপক্ষে ২ ঘন্টা পূর্বে বিমান বন্দরে রিপোর্ট করতে হয়। সুতরাং এভাবে ৩ ঘন্টা অর্থাৎ ৫ ঘন্টা ব্যয় হয়ে গেলে দুবাইতে ১/২ দিন বাধ্যতামূলক অবস্থানের ঘটনা বাস্তবতা বিবর্জিত।

(৪) দাখিলকৃত হোটেল বিলগুলি তৈরীকৃত বলে প্রতীয়মান হয়। কারণ দলনেতা বিএ-৪৪১১ লেঃ কর্নেল আবু মোহাম্মদ হাসানুল হাবিব আবিদজানের SOFITEL নামক হোটেলের হোটেল ভাড়ার বিল দাখিল করেন যাতে ১১.০১.২০১৫ হতে ১৮.০১.২০৫ পর্যন্ত ০৮ দিনের ভাড়া পরিশোধ দেখানো হয়েছে। অন্যদিকে তাঁর টীম মেম্বার বিএ-৫৩১৯ মেজর মোঃ রফিকুল আমিন কর্তৃক একই সময়ের ৪টি হোটেলের যথা Hotel Sebreco (১১ এবং ১২ জানুয়ারী ২০১৫), Hotel Terreis de Mehedi-Daloa (১৩ এবং ১৪ জানুয়ারী ২০১৫), Hotel Seguela Harveh Seguela (১৫ এবং ১৬ জানুয়ারী ২০১৫) এবং Hotel Petit Mali de Salauddin (১৭ এবং ১৮ জানুয়ারী ২০১৫)। এই বিলগুলো আবার সবুজ, নীল, গোলাপী ও হলুদ কাগজে। একই টীমের সদস্যগণের একেক জন একক স্থানের ভিন্ন ভিন্ন হোটেলে অবস্থান করার ঘটনা বাস্তবতা বিবর্জিত। সবচেয়ে বড় অসংগতি হ'ল দলনেতার দাখিলকৃত হোটেল Sofitel এবং সদস্য মেজর মোহাম্মদ রফিকুল আমিনের দাখিলকৃত Hotel Sebareco এর বিলের ফুটারে লিখন একইরকম যেমনঃ Coner Schoeman and Becket Streets Abidjan Hotel Ivoricost. Court Classique Pretoria Company Registration Number 1996/003309/07. দুটি হোটেলের ঠিকানা বিশেষ করে কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন নম্বর একই হওয়ার ঘটনা কখনো সত্য হবার নয় বিধায় দাখিলকৃত বিল ভাউচারগুলো হোটেলভাড়া ভিত্তিক (নগদভাতাসহ) ভাড়া গ্রহনের উদ্দেশ্যে তৈরী করে দাখিল করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয।

অর্থাৎ হোটেল বিলগুলো যথার্থ না হওয়ায় তিনি হোটেল ভাড়া ভিত্তিক (নগদভাতাসহ) ভাতা প্রাপ্য নয়। তাঁরা সর্বসাকুল্য ভাতা পেতে পারেন। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রতিজনে ১৫১×৭=মাঃ ডঃ ১০৫৭.০০ প্রাপ্য। কিন্তু গ্রহণ করেছেন মাঃ ডঃ ২৩২০.৫০। এই হিসেবে প্রতিজন অতিরিক্ত মাঃ ডঃ ১২৬৩.৫০। বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম বিধায় বৈদেশিক মুদ্রায় অথবা দেশীয় মুদ্রায় বিনিময় হারের ১.৫ গুণ হিসাবে টাকা ১,৫১,৬২০.০০ (১২৬৩.৫০×৮০×১.৫) প্রতিজনের নিকট হতে আদায়যোগ্য বিধায় ৪ জনের নিকট হতে টাকা **৬,০৬,৪৮০** আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(২২),

এপি নং-১৪৪০৩; (আপত্তি-৭৫)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

২ জন অফিসার কর্তৃক ফ্রান্স সফরের বৈদেশিক টিএ/ডিএ বিলে প্রাপ্যতার অধিক গ্রহণ টাকা ৩,৯৭,৫৬০ ।

এএফডি এর ৩০.১২.২০১৫ তারিখে ৪৫৬ সংখ্যক পত্র দ্বারা (ক) বিএ-৪৭৩৩ লেঃ কর্ণেল মোঃ গোলাম মনজুর সিদ্দিকী,এএসসি-দলনেতা (খ) বিএ-৬৮৫৯ মেজর মোঃ নাহিদ হাসান সবুজ, ইএমই-সদস্য এবং (গ) টিডি-৬৬০ সুপারভাইজার-এ দীন বন্ধু সরকার-সদস্য এই ০৩ (তিন) জনকে Prime Mover for Load Carr Up to 50 Ton (Without Semi Trailer) Qty: 07 Nos (3rd Consignment) এর প্রাকজাহাজীকরণ (ডিজিডিপি চুক্তিপত্র নং-২২১.০১২.১, তারিখ ২৬.০৬.২০১৩) পরিদর্শন উপলক্ষ্যে ১৯.০১.২০১৬ হতে ২২.০১.২০১৬ পর্যন্ত সময়ে (যাতায়াত সময়সীমা ব্যতীত) অথবা গন্তব্যস্থলে পৌছার পর হতে ০৪ দিনের জন্য ফ্রান্স গমানাগমণ ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়। ০৩ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদলের ০২ জন কর্মকর্তার বিল নিরীক্ষায় প্রাপ্ত অসংগতিসমূহ নিম্নরূপঃ

ক. প্রতিনিধিদলকে ১৯.০১.২০১৬ হতে ২২.০১.২০১৬ পর্যন্ত সময়ে (যাতায়াত সময়সীমা ব্যতীত) অথবা গন্তব্যস্থলে পৌছার পর হতে ০৪ দিনের জন্য ফ্রান্স গমানাগমণ ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়। বিলের সাথে যুক্ত বিএ-৪৭৩৩ লেঃ কর্ণেল মোঃ গোলাম মনজুর সিদ্দিকী,এএসসি এবং বিএ-৬৮৫৯ মেজর মোঃ নাহিদ হাসান সবুজ, ইএমই এর বিমান আইটিনারী পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, ১৭.০১.২০১৬ তারিখ ২০:০০ ঘটিকায় ঢাকা থেকে যাত্রা করে দোহা পৌছে ২৩:১০ ঘটিকায়, ১৮.০১.২০১৬ তারিখ ০১:৪০ ঘটিকায় দোহা ত্যাগ এবং ০৬:৫৫ ঘটিকায় প্যারিসে পৌছান। ২৩.০১.২০১৬ তারিখ ১৫:০০ ঘটিকায় প্যারিস ত্যাগ করে ঐ দিন ২৩:২৫ দোহা পৌছান, ২৪.০১.২০১৬ তারিখ রাত ০১:৪৫ ঘটিকায় দোহা ত্যাগ করে ০৯:৩০ ঘটিকায় ঢাকা পৌছান। কিন্তু পাসপোর্টের ফটোকপি যাচাই করে দেখা যায় যে, বিএ-৪৭৩৩ লেঃ কর্ণেল মোঃ গোলাম মনজুর সিদ্দিকী,এএসসি ১৭.০১.২০১৪ ঢাকা ত্যাগ করে ২৯.০১.২০১৬ তারিখ যাত্রা করে ২২.০১.২০১৬ তারিখ পৌছান (পাসপোর্টের পাতা-০৬); কিন্তু বিএ-৬৮৫৯ মেজর মোঃ নাহিদ হাসান সবুজ, ইএমই ১৭.০১.২০১৪ ঢাকা ত্যাগ করেন এবং ২৪.০২.২০১৬ তারিখ ঢাকা পৌছান (পাসপোর্টের পাতা-১২)। উভয় অফিসারকে সেনাসদরের ০৫.০১.২০১৬ তারিখের পত্রে ১৮.০১.২০১৬, ২৩.০১.২০১৬ প্যারিস ১দিন করে এবং ২৪.০১.২০১৬ আবুধাবিতে (ইউএই) তে অর্ধ দিন বাধ্যতামূলক অবস্থান সুবিধা প্রাপ্য দেখানো হয়েছে, কিন্তু তাদের বিমানের রুট আবুধাবি ছিলনা। উভয় কর্মকর্তা Ibis Styles Paris Fiffel Cmbromme(F) নামক যে হোটেল বিল দাখিল করেছেন তাতে দেখা যায় যে, ১৮.০১.২০১৬ হতে ২৩.০১.২০১৬ পর্যন্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছে, কিন্তু উক্ত বিলে হোটেলের দায়িত্বশীল কারও স্বাক্ষর নাই। অর্থাৎ স্বাক্ষরবিহীন বিল। অনুরূপ ২৪.০১.২০১৬ তারিখের RETAJ Hotel এর বিলে কোন ঠিকানা উল্লেখ নাই। সুতরাং উক্ত দুটি বিল যে তৈরীকৃত (manufactured) তা সহজেই অনুমেয়। বিলের উভয় অফিসার কর্তৃক প্রাপ্যের অতিরিক্ত নিম্নরূপ আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করেছেনঃ

গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
বিএ-৪৭৩৩ লেঃ কর্ণেল মোঃ গোলাম মনজুর সিদ্দিকী,এএসসি		
হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ভাতা ও নগদ ভাতা ৩৩৭×৪ = মাঃ ডঃ ১৩৪৮.০০ ১৯.০১.২০১৬ হতে ২২.০১.২০১৬ পর্যন্ত ০৪ দিন	২১.০১.২০১৬ তারিখ পরিদর্শনস্থল ত্যাগ করায় ০৩ দিন। তৈরীকৃত (Manufactured) বিল বিধায় সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য। ১৭৮×৩দিন= মাঃ ডঃ ৫৩৪.০০	মাঃ ডঃ ৮১৪.০০
Compulsory Holtage of 18 & 23 January 2016 at Paris (France) and 24th January 2016 Abudhabi (UAE) total 2.5 days= 337.00×2.5=US$ 842.50	যে হোটেল বিল দাখিল করেছেন তার মধ্যে ০১টি স্বাক্ষরবিহীন এবং অন্যটির ক্ষেত্রে আবুধাবিতে যাওয়াই হয়নি। তাছাড়া তিনি ২২.০১.২০১৪ তারিখ বাংলাদেশে ফেরত আসেন। সুতরাং তিনি এ বাবদ কোন সুবিধা প্রাপ্য নন।	মাঃ ডঃ ৮৪২.৫০
বিএ-৬৮৫৯ মেজর মোঃ নাহিদ হাসান সবুজ, ইএমই		
হোটেলভাড়া ভিত্তিক ভাতা ও নগদভাতা ৩৩৭×৪ = মাঃ ডঃ ১৩৪৮.০০ ১৯.০১.২০১৬ হতে ২২.০১.২০১৬ পর্যন্ত ০৪দিন	২১.০১.২০১৬ তারিখ পরিদর্শনস্থল ত্যাগ করায় ০৩ দিন। তৈরীকৃত (Manufactured) বিল বিধায় সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য। ১৭৮×৩দিন= মাঃ ডঃ ৫৩৪.০০	মাঃ ডঃ ৮১৪.০০
Compulsory Holtage of 18 & 23 January 2016 at Paris (France) and 24th January 2016 Abudhabi (UAE) total 2.5 days= 337.00×2.5=US$ 842.50	যে হোটেল বিল দাখিল করেছেন তার মধ্যে ০১টি স্বাক্ষরবিহীন এবং অন্যটির ক্ষেত্রে আবুধাবিতে যাওয়াই হয়নি। তাছাড়া তিনি ২২.০১.২০১৪ তারিখ বাংলাদেশে ফেরত আসেন। সুতরাং তিনি এ বাবদ কোন সুবিধা প্রাপ্য নন।	মাঃ ডঃ ৮৪২.৫০
		মাঃ ডঃ ৩৩১৩

বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করা হয়েছে বিধায় অতিরিক্ত গৃহিত অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় ফেরতযোগ্য। অন্যথায় বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা সম্পর্কিত অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদ ২৫ অনুযায়ী দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান হার অনুযায়ী দেড়গুণ (৩৩১৩ মাঃ ডঃ×৮০×১.৫ গুণ) টাকা ৩,৯৭,৫৬০ টাকা।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(২৩)

এপি নং-১৪৪০৯; (আপত্তি-৪৬)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

আই এস এস বি-এর ৪ জন কর্মকর্তা কর্তৃক ইন্দোনেশিয়া সফর উপেলক্ষে অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ টাকা ৩,৮৪,৯৬০

আই এস এস বি-এর ০৪ (চার) জন কর্মকর্তা ১৯.০৮.২০১৫ হতে ২৩.৮.২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ার Officer Selection Boards পরিদর্শনের জন্য ইন্দোনেশিয়া সফর করেন। তাদের মধ্যে বিএ ৪৮২৬ লেঃ কঃ মোঃ জোবায়ের হাসনাৎ এর বিল যাচাই করে দেখা যায় যে, ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী তাঁরা ১৯.০৮.২০১৫ তারিখ জাকার্তা পৌছান এবং ২৩.০৮.২০১৫ তারিখ জাকার্তা ত্যাগ করেন। অর্থাৎ ০৪ (চার) রাত্রি হোটেলে অবস্থান করেন। সে হিসাবে ৪ রাত্রির হোটেল বিল পরিশোধ করার কথা কিন্তু হোটেল বিলে ০৫ (পাঁচ) রাত্রির অবস্থান দেখিয়ে বিল পরিশোধ দেখানো হয়েছে। উল্লেখ্য বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছাড়া পৌছার দিন দৈনিক ভাতার জন্য গণনা হলে প্রস্থানের দিন গণনা হতে বাদ যাবে। আবার প্রস্থানের দিন গণনায় নিলে পৌছানোর দিন গণনায় বাদ যাবে। আলোচ্য ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবার সুযোগ নাই কারণ প্রস্থানের দিন ২৩.৮.২০১৫ তারিখ অপরাহ্ন ০৫:০০ ঘটিকায় বিমানে ফ্লাই করা হয়। বিকাল ০৫:০০ ঘটিকায় ফ্লাইট ধরার জন্য বিমান বন্দরে আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী কমপক্ষে ৩ ঘন্টা আগে পৌঁছাতে হয় অর্থাৎ আলোচ্য ক্ষেত্রে ১৪:০০ ঘটিকার মধ্যে বিমান বন্দরে পৌঁছানোর এবং তার জন্য কয়েক ঘন্টা পূর্বে হোটেল থেকে চলে আসতে (Check Out) হয়েছে। অর্থাৎ ২৩.০৮.২০১৫ তারিখ হোটেল ভাড়া পরিশোধের মতো কোন অবস্থার সৃষ্টি হয় নাই। আর হোটেল বিলেও রাত্রি হিসাবে হোটেল ভাড়া উল্লেখ করা হয়েছে তবে ০৪ রাত্রির স্থলে ০৫ রাত্রির উল্লেখ থাকায় বিলটি যে আসল (genuine) বিল তা নিশ্চিত নয়। সুতরাং একদিকে অতিরিক্ত রাত্রির নেয়া ১ দিনের হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ভাতা গ্রহণ করা হয়েছে অন্যদিকে যেহেতু হোটেল ভাড়ার বিল আসল নয় সেহেতু হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রাপ্য নয়। তবে ০৪ দিনের জন্য সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য। আর্থিক সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সদস্যদের বেলাতেও একইরূপ ঘটনা ঘটেছে বলে প্রতীয়মান হয়। অতএব, প্রতিজন নিম্নোক্ত পরিমাণ অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ করেছেনঃ

ক্রমিক	বিএ নম্বর, পদবী, নাম	গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
১	বিএ-২৭০২ ব্রিঃ জেনাঃ আবুল কাশেম মোহাম্মদ ইব্রাহীম	হোটেল ভাড়া (মাঃ ডঃ ২৩০+নগদ ভাতা মাঃ ডঃ ৮৭.০০) ৩১৭×৫=১৫৮৫.০০	৪ দিনের সর্বসাকুল্য ভাতা (১৬৫×৪) মাঃ ডঃ ৬৬০.০০	মাঃ ডঃ ৯২৫ বা দেশীয় মুদ্রায় (৯২৫××৮০×১.৫) টাকা ১,১১,০০০.০০
২	বিএ-৪৮২৬ লেঃ কর্ণেল মোঃ জোবায়ের হাসনাত	(১৯৬+৭৭.০০ মাঃ ডঃ) ২৭৩×৫=১৩৬৫.০০	৪ দিনের সর্বসাকুল্য ভাতা ১৫১×৪= মাঃ ডঃ ৬০৪.০০	মাঃ ডঃ ৭৬১ বা দেশীয় মুদ্রায় (৭৬১××৮০×১.৫) টাকা ৯১,৩২০.০০
৩	বিএ-৪১৫৯ মেজর মোঃ আবুল কালাম	(১৯৬+৭৭.০০ মাঃ ডঃ) ২৭৩×৫=১৩৬৫.০০	৪ দিনের সর্বসাকুল্য ভাতা ১৫১×৪= মাঃ ডঃ ৬০৪.০০	মাঃ ডঃ ৭৬১ বা দেশীয় মুদ্রায় (৭৬১××৮০×১.৫) টাকা ৯১,৩২০.০০
৪	বিএ-৬০২৫ মেজর মোঃ মাহবুবুর রহমান	(১৯৬+৭৭.০০ মাঃ ডঃ) ২৭৩×৫=১৩৬৫.০০	৪ দিনের সর্বসাকুল্য ভাতা ১৫১×৪= মাঃ ডঃ ৬০৪.০০	মাঃ ডঃ ৭৬১ বা দেশীয় মুদ্রায় (৭৬১××৮০×১.৫) টাকা ৯১,৩২০.০০
				৩,৮৪,৯৬০.০০

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(২৪)

এপি নং-১৪৪১০; (আপত্তি-৬১)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

জি টু জি এর আওতায় পণ্য ক্রয়ে প্রাক-জাহাজীকরণের জন্য রাশিয়া সফরের ক্ষেত্রে বৈদেশিক টিএ/ডিএ বিলে প্রাপ্যতার অধিক আর্থিক সুবিধা গ্রহণ টাকা ৪,২৪,৯৬৮

সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা পরিদপ্তরের ২৬.০৫.২০১৩ তারিখের ৭৭২ সংখ্যক পত্র এবং সেনাসদরের ৩০.০৬.২০১৩ তারিখের ১৩ সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে ১০.০৭.২০১৩ হতে ২৩.০৭.২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে ০৮ সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রতিনিধি দলের Govt. to Govt চুক্তির আওতায় প্রাক জাহাজীকরণ পরিদর্শন উপলক্ষ্যে রাশিয়া সফরের বিল সংশ্লিষ্ট বিএ-৪৬২০ লেঃ কর্ণেল এ.কে.এম নজরুল ইসলাম ইএমই এর ভ্রমণ ভাতার বিলে পরিলক্ষিত অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা নিম্নরূপঃ

(ক) **১ দিনের অতিরিক্ত পকেটভাতা গ্রহণঃ** কারণ ১০.০৭.২০১৩ হতে ২৩.০৭.২০১৩ তারিখ পর্যন্ত ১৪ দিন হলেও দৈনিক ভাতার জন্য আগমনের দিন গণনায় নিলে প্রস্থানের দিন গণনায় বাদ যাবে। ফ্লাইট আইটিনারী ও পাসপোর্টের কপি না থাকায় ১০.০৭.২০১৩ তারিখে রাশিয়ায় পৌছার এবং ২৩.০৭.২০১৩ তারিখে রাশিয়া হতে প্রত্যাবর্তনের সময় জানতে না পারায় ১০.০৭.২০১৩ তারিখের পকেট ভাতা উপরোক্ত কারণে প্রাপ্য নয়। সুতরাং এ বাবদ অতিরিক্ত গ্রহণের পরিমাণ মাঃ ডঃ ৫৩.৪০×৭৯.৭০=৪,২৫৫.৯৮ টাকা।

(খ) **প্রমাণক ব্যতীত বাধ্যতামূলক হল্টেজের বিল গ্রহণঃ** ০৮,০৯ এবং ২৪ জুলাই ২০১৩ তারিখে মস্কোতে বাধ্যতামূলক অবস্থান দেখিয়ে ৭৯,২৩৩.০০ টাকা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে বিমান আইটিনারী ও পাসপোর্টের কোন কপি না থাকায় তার বাধ্যতামূলক অবস্থান নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তাছাড়া বাধ্যতামূলক অবস্থানের স্বপক্ষে তিনি যে হোটেল বিল দাখিল করেছেন তা সাদা কাগজে কম্পিউটার প্রিন্টকৃত। প্রকৃত হোটেল বিলে হোটেলের নাম, ঠিকানা, ফ্যাক্স নম্বর, ইমেইল নম্বর ইত্যাদি উল্লেখসহ এ্যারাইভাল ও ডিপারচার তারিখ সময়সহ উল্লেখ থাকবে। এছাড়াও উহা রুম চার্জ,ভ্যাট, ট্যাক্স,সার্ভিস চার্জ ইত্যাদি উল্লেখসহ হোটেল কর্তৃপক্ষের সীলমোহরসহ স্বাক্ষর থাকবে। কিন্তু আলোচ্য বিলে সীলমোহর থাকলেও উহাতে হোটেল কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর নাই। সুতরাং প্রমাণক ব্যতিরেকে বাধ্যতামূলক অবস্থানের কোন সুবিধা প্রাপ্য নন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, পকেটভাতা প্রদানের কারণে প্রমাণিত যে, রাশিয়া থাকা খাওয়ার ব্যয় বহন করেছে। সুতরাং পৌছার সময় হতে প্রত্যাবর্তণের সময় পর্যন্ত রাশিয়া কর্তৃকই থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অতএব, বাধ্যতামূলক অবস্থান দেখিয়ে হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণের সুযোগ নাই। এছাড়া দৈনিক ভাতার ওপর ১৮% ভ্যাটও পরিশোধ করা হয়েছে যা আদৌ প্রাপ্য নয়। যাহোক ঐ ২ দিনের পকেটভাতা পেতে পারেন। অতএব, ঐ ২ দিনের পকেট ভাতার পরিমাণ মাঃ ডঃ ৫৩.৪০×২=মাঃ ডঃ ১০৮.৮০ সুতরাং অতিরিক্ত গ্রহণের পরিমাণ প্রতিজনে মাঃ ডঃ ৯৯৪.১৫ (৩৩৭×২.৫দিন=মাঃ ডঃ ৮৪২.৫০+১৮% ভ্যাট মাঃ ডঃ ১৫১.৬৫)-পকেটভাতা ১০৮.৮০=মাঃ ডঃ ৮৮৫.৩৫। দৈনিক ভাতা মার্কিন ডলারে অগ্রিম গ্রহণ করায় অতিরিক্ত গৃহিত অর্থ মার্কিন ডলারেই ফেরতযোগ্য। নতুবা অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের স্মারকের অনুচ্ছেদ-২৫ মোতাবেক দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হার ও দেড় গুণ হিসাবে জমাযোগ্য বিধায় টাকার পরিমাণ (৮৮৫.৩৫×৮০.০০×১.৫গুণ) টাকা ১,০৬,২৪২.০০। এভাবে নিম্নবর্ণিত অফিসারদের নিকট হতে মোট আদায়যোগ্য (বিলপাশ রেজিস্টারের পাতার ফটোকপিযুক্ত)

ক্রঃনং	বিএ নম্বর, পদবী ও নাম	আদায়যোগ্য টাকা
১	বিএ-৪৬২০ লেঃকর্ণেল একেএম নজরুল ইসলাম, ইএমই	১,০৬,২৪২.০০
২	বিএ-৪১৮৬ লেঃকর্ণেল মোঃ মিজানুর রহমান, ইএমই	১,০৬,২৪২.০০
৩	বিএ-৪৭৫৭ মেজর মোঃ আলী আজম খান, ইএমই	১,০৬,২৪২.০০
৪	বিএ-৫২৪৫ মেজর মশিউর রহমান, পিএসসি, পদাতিক	১,০৬,২৪২.০০
		৪,২৪,৯৬৮.০০

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(২৫)

এপি নং-১৪৪১২; (আপত্তি-৬৩)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

বিএ-২৪১২ ব্রিঃ জেনারেল রিদওয়ান-আল-মাহমুদ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি কর্তৃক প্রাপ্যের অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা, যাতায়াত খরচ এবং কম্প্রিনহেন্সিভ এ্যালাউন্স গ্রহণ টাকা ৭,১৬,৬৭০

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ২৫.১০.২০১২খ্রিঃ তারিখের ২৪২২ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে বিএ-২৪১২ ব্রিঃ জেনারেল রিদওয়ান-আল-মাহমুদ,এএফডব্লিউসি,পিএসসি-কে National Defence College New Delhi তে অনুষ্ঠিত 53rd National Defence College (NDC) Course-এ অংশগ্রহণের জন্য ০৭.০১.২০১৩ হতে ২৯.১১.২০১৩ পর্যন্ত সময়ে ভারত গমনাগমণ ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। তৎকর্তৃক গৃহিত বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা বিলের অসংগতি নিম্নরূপঃ

(১) বিধি বহির্ভূতভাবে পকেট ভাতাঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ২৫.১০.২০১২ খ্রিঃ তারিখের ২৩৪৫ সংখ্যক পত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, "ভারত সরকার কোর্সে অংশগ্রহণকারী অফিসারের আন্তর্জাতিক যাতায়াত বিমান ভাড়া, প্রশিক্ষণ ফি, থাকা, চিকিৎসা, খাওয়া (লিভিং এ্যালাউন্স) বাবদ মাসিক ২৫০০০ (পঁচিশ হাজার) রূপী, বুক অ্যালাউন্স বাবদ ৪০০ (চারশত) রূপী, এবং অভ্যন্তরীণ এবং বহির্দেশ শিক্ষা সফর সংক্রান্ত খরচসহ প্রশিক্ষণের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবে।" অর্থাৎ National Defence College New Delhi এর মুভমেন্ট আদেশে দেখা যায় যে, উক্ত অফিসার ১৬ দিন বাৎসরিক ছুটি এবং ১১ দিন সিএল ছুটি ভোগ করেছেন (ছুটি ভোগের তারিখ উল্লেখ নাই)। বাৎসরিক ছুটিকালীন এবং সিএল ছুটিকালীন উক্ত কর্মকর্তা কোনরূপ সুবিধা প্রাপ্য নন। তিনি পকেটভাতা বাবদ মোট গ্রহণ করেছেন ১৪,৭৮,৫৬৪.০০ টাকা। অতএব, উক্ত অফিসার পকেট ভাতা বাবদ অতিরিক্ত গ্রহণ করেছেন (১৬৫×৩৫%) মাঃ ডঃ ৫৭.৭৫×২৭দিন = মাঃ ডঃ ১৫৫৯.২৫। যেহেতু বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম রেমিটেন্সের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছিল সেহেতু অতিরিক্ত অর্থ মার্কিন ডলারেই ফেরতযোগ্য। নতুবা দেশীয় মুদ্রায় দেড় গুণ হারে (১৫৫৯.২৫×৮২.৪০×১.৫)= টাকা ১,৯২,৭২৩.৩০ আদায়যোগ্য।

(২) Rakshika+RB Subs+Busfund বাবদ প্রাপ্যতাবিহীন গ্রহণঃ উক্ত অফিসার জানুয়ারী-২০১৩ হতে নভেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত সময়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ৪৩ দিনের শিক্ষা সফরের ব্যয় বাবদ টাকা ২৩,৭৩৮.০০ গ্রহণ করেছেন, অভ্যন্তরীণ এবং বহির্দেশ শিক্ষা সফর সংক্রান্ত খরচসহ প্রশিক্ষণের যাবতীয় ব্যয়ভার ভারত সরকার বহন করবে যা তিনি প্রাপ্য নন। কারণ আর্থিক প্রাপ্যতা আদেশে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, ভারত সরকার কোর্সে অংশগ্রহণকারী অফিসারের অভ্যন্তরীণ এবং বহির্দেশ শিক্ষা সফর সংক্রান্ত খরচসহ প্রশিক্ষণের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেছে। সুতরাং আউটডোর ট্রেনিং বাবদ গৃহীত টাকা ২৩,৭৩৮.০০ তার নিকট হতে আদায়যোগ্য।

(৩) অনুরূপভাবে তিনি ফিল্ড ট্রিপ স্টাডি ট্যুর বাবদ গৃহিত কমপ্রিহেন্সিভ এ্যালাউন্স ১৬৫×৭৫%×৪৩দিন=মাঃ ডঃ ৫৩২১.২৫× ৮২.৪০= টাকা ৪,৩৮,৪৭১.০০ প্রাপ্য নন। সুতরাং Rakshika+RB Subs+Busfund এবং আউটডোর ট্রেনিং বাবদ তার নিকট সর্বমোট আদায়যোগ্য (৪,৩৮,৪৭১.০০+২৩,৭৩৮.০০) টাকা ৪,৬২,২০৯.০০।

(৪) স্ত্রী সহযাত্রী না হয়ে পরে প্রশিক্ষণস্থলে গেছেন। সেহেতু পিআর(পি) বিধি-২৮৫(ii) মোতাবেক স্ত্রীর বিমান ভাড়া প্রাপ্য নয়।

বিএ-২৪১২ ব্রিঃ জেনারেল রিদওয়ান-আল-মাহমুদ,এএফডব্লিউসি,পিএসসি কর্তৃক গৃহিত প্রাপ্যের অতিরিক্ত বৈদেশিক টিএ/ডিএ এর সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপঃ

১. বিধি বহির্ভূতভাবে পকেট ভাতা গ্রহণঃ	টাকা	১,৯২,৭২৩
২. আউটডোর ট্রেনিং বাবদ গ্রহণঃ	টাকা	২৩,৭৩৮
৩. Rakshika+RB Subs+Busfund এবং আউটডোর ট্রেনিং বাবদ প্রাপ্যতাবিহীন গ্রহণঃ	টাকা	৪,৬২,২০৯
৪. স্ত্রীর বিমান ভাড়া	টাকা	৩৮,০০০
প্রাপ্যতাবিহীন মোট গ্রহণ	টাকা	৭,১৬,৬৭০

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(২৬)

এপি নং-১৪৪১৯; (আপত্তি-১২)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

বিএ-৪৪৬৮ লেঃ কর্ণেল এস এম আমিরুল ইসলাম এবং বিএ-৫৭৩০ মেজর মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, আর্টিলারী এর ফরেন টিএ/ডিএ বিলে বাধ্যতামূলক হল্টেজ এবং পকেট ভাতা প্রাপ্য না হওয়া সত্ত্বেও উহা প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি ১,৮১,৯৮০ টাকা।

এএফডি এর পত্র নং-০৬.০০. ০০০০.০২১.৪৩.০৪০.১৩.আর্মি/জিও/৬৩৯,তারিখ ২৮.০৪.২০১৩ সংখ্যক সরকারি আদেশ অনুযায়ী বিএ-৪৪৬৮ লেঃ কর্ণেল এস এম আমিরুল ইসলাম এবং বিএ-৫৭৩০ মেজর মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির,আর্টিলারীসহ ০৬ জন (সেনাবাহিনীর ০৪ জন, সিভিলিয়ান ০২ জন) সদস্যকে ১৩-১৯ মে ২০১৩ ০৭ দিন অথবা যাতায়াতের তারিখ হতে ০৭ দিন (যাতায়াত সময় ব্যতীত) সার্বিয়াতে প্রাক জাহাজীকরণ পরিদর্শনের জন্য সার্বিয়া গমনাগমণ ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়। তাঁরা ১১.০৫.২০১৩ তারিখ ২২:৪৫ ঘটিকায় ঢাকা হতে রওয়ানা হয়ে ভোর ০৪:২০ ঘটিকায় (১২.০৫.২০১৩) ইস্তাম্বুল পৌছান। যেখান থেকে ১২.০৫.২০১৩ তারিখের ১৮:৩৫ ঘটিকার ফ্লাইটে বেলগ্রেডের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। অর্থাৎ ইস্তাম্বুলে অর্ধ দিন বাধ্যতামূলক অবস্থান। তবে এর স্বপক্ষে কোন হোটেল বিল তার ভ্রমণভাতা বিলের সাথে পাওয়া যায়নি। উক্ত অফিসারের ভ্রমণ সময় ছিল ১৯.০৫.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত।

সরকারি আদেশ অনুযায়ী প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন শেষে২০.০৩.২০১৩ তারিখ বেলগ্রেড থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার কথা। কিন্তু বেলগ্রেড থেকে বের হওয়ার কোন বিমান টিকেট বা বোর্ডিং পাস পাওয়া যায় নাই। তবে বিএ-৪৪৬৮ লেঃ কর্ণেল এস এম আমিরুল ইসলামের ক্ষেত্রে দেখা যায় তিনি ২২.০৫.২০১৩ তারিখে ভেনিস থেকে ইস্তাম্বুল এবং ইস্তাম্বুল থেকে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। বিএ-৫৭৩০ মেজর মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির ০২.০৬.২০১৩ তারিখ স্টকহোম থেকে ইস্তাম্বুলে হয়ে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। এমতাবস্থায় ২২.০৫.২০১৩ তারিখ ইস্তাম্বুলে অর্ধ দিনের বাধ্যতামূলক অবস্থান গ্রহণযোগ্য নয়। সর্বোপরি প্রতিনিধিদলের নিম্নোক্ত প্রথম ৩ জনের ক্ষেত্রে সার্বিয়া বিমানভাড়া, থাকা,খাওয়া, অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যয় বহন করে অর্থাৎ সার্বিয়ার প্রদত্ত বিমান টিকেট অনুযায়ী ভ্রমণ করায় যাবতীয় ব্যয় সার্বিয়ারই। বাংলাদেশ সরকারের বরাদ্দ থেকে কোন স্থানের বাধ্যতামূলক অবস্থান দেখিয়ে কোন দৈনিক ভাতা প্রদান আর্থিক বিধি-বিধানের পরিপন্থী। অতএব, প্রত্যেকে প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য (মাঃ ডঃ ৩৩৭×১.৫ দিন) মাঃ ডঃ ৫০৫.৫০ গ্রহণ করেছেন যা অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১ (১০০০) সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদ ২৫ অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রায় নতুবা দেশী মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হার অনুযায়ী ১.৫ গুণ হারে (মাঃ ডঃ ৫০৫.৫০×৮০টাকা ×১.৫ গুণ) টাকা ৬০,৬৬০.০০ হিসাবে ৩ জনের নিকট হতে টাকা ১,৮১,৯৮০ আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(২৭)

এপি নং-১৪৪২৩; (আপত্তি-৩৯)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

চেক রিপাবলিক ও জার্মানী সফরে ০৫ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলের বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা অতিরিক্ত গ্রহণ টাকা ২,০৭,৪৮০।

এএফডি এর ০২.০২.২০১৫ তারিখের ৪০৯ সংখ্যক পত্রের এবং ডাইরী নং-৫৬, তারিখ ১০.০৫.২০১৫ এর অনুবৃত্তিক্রমে ০৫ সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিদলের বিভিন্ন ফ্যাক্টরী পরিদর্শন উপলক্ষে চেক রিপাবলিক এবং জার্মানী সফর সমাপ্তি সম্পর্কিত বিএ-৪২৯৪ লেঃ কর্ণেল মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেনের বৈদেশিক ভ্রমণভাতার বিল নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, (ক) বিএ-৪২৯৪ লেঃ কর্ণেল মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন,টিই,সিগস, (খ) বিএ-৪১৯০ লেঃ কঃ এবিএম হুমায়ুন কবীর,পিএসসি,টিই,সিগন্যাল, (গ) বিএ-৫০৩৬ লেঃকঃ গাজী নাহিদুজ্জামান,পিএসসি,সিগন্যালস, (ঙ) বিএ-৫৪০০ লেঃকঃ এস এম সলিমুল্লাহ সেলিম,পিএসসি, সিগন্যালস এই ০৫ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদলকে ০৯.০২.২০১৫ হতে ২০.০২.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ১২ দিন অথবা গন্তব্যস্থলে পৌছার পর হতে মোট ১২ (বার) দিন (যাতায়াতা সময়সীমা ব্যতীত) চেক রিপাবলিক এবং জার্মানী গমনাগমণ ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়। উক্ত বিল নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, ০১ দিনের (২২.০২.২০১৫) দৈনিক ভাতা অতিরিক্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী বিমানপথে ঢাকা থেকে ১০.০২.২০১৫ তারিখ যাত্রাকরে ইস্তাম্বুল হয়ে ঐ দিন সন্ধ্যা ০৬:৩০ ঘটিকায় অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনায় পৌছেন। এরপর টার্কিস এয়ার লাইন্স যোগে ২২.০২.২০১৫ তারিখ জার্মানীর মিউনিখ হতে ১০:২৫ ঘটিকায় রওয়ানা হয়ে ঐ দিন ০২:০৫ ঘটিকায় ইস্তাম্বুল পৌছেন। ইস্তাম্বুল হতে একই দিন ০৬:৪০ ঘটিকায় রওয়ানা দিয়ে ২৩.০২.২০১৫ তারিখ ০৫:৫০ ঘটিকায় ঢাকা বিমান বন্দরে পৌছেন। সুতরাং ১ দিনের (২২.০২.২০১৫) ডিএ মাঃ ডঃ ৩৩৭.০০ প্রাপ্য নয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদ ২৫ অনুযায়ী অতিরিক্ত গৃহিত বলে গণ্য দৈনিক ভাতা বৈদেশিক মুদ্রাতেই ফেরতযোগ্য। নতুবা দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হার অনুযায়ী দেড় গুণ হিসাবে (মাঃ ডঃ ৩৩৭×৮০×১.৫ গুণ) ৪০,৪৪০.০০ টাকা করে আদায়যোগ্য। এই হিসাবে ৪ জনের নিকট হতে (৪০,৪৪০.০০×৪) ১,৬১,৭৬০ টাকা আদায়যোগ্য।

২। বিএ-২৪২৬ ব্রিঃ জেনারেল আখতারোজ্জামান সিদ্দিকী এর নিকট হতে আদায়যোগ্য মাঃ ডঃ ৩৮১.০০ বা (৩৮১×৮০×১.৫ গুণ) টাকা ৪৫,৭২০.০০।

সুতরাং ৪ জনের নিকট হতে সর্বমোট আদায়যোগ্য (১,৬১,৭৬০.০০+৪৫,৭২০.০০) টাকা ২,০৭,৪৮০.০০।

অনুচ্ছেদ-১
পরিশিষ্ট-১(২৮)
এপি নং-১৪৪৩৪; (আপত্তি-৯৩)
ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

যুক্তরাজ্যে যুক্তরাজ্য সেনাবাহিনীর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সুযোগ সুবিধা সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে সফর উপলক্ষ্যে প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে দৈনিক ভাতা গ্রহণ টাকা ৮,৮৭,৪৬০.০০

সেনাসদর জিএস ব্রাঞ্চ,এসডি পরিদপ্তর এর ২০.০৪.২০১৪ খ্রিঃ তারিখের ২৩.০১.৯০১. ০২৩.০৪.২৪৮.০৪.২০.০৪.১৪ সংখ্যক মঞ্জুরীপত্রের আলোকে ২৮.০৪.২০১৪ হতে ০৫.০৫.২০১৪ পর্যন্ত মেয়াদে ০৮ দিনের জন্য (যাতায়াত সময় ব্যতীত) যুক্তরাজ্য সেনাবাহিনীর সদস্যগণের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সুযোগ সুবিধা সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণ যুক্তরাজ্য সফর করেনঃ

১. বিএ-১৮৫৩ মেজর জেনারেল আশরাফ আব্দুল্লাহ ইউসুফ

২. বিএ-২৩৪১ ব্রিঃ জেনারেল মোঃ শারাফাত হোসেন

৩. বিএ-২৫২৯ ব্রিঃ জেনারেল মোঃ মেহেদী হাসান

৪. বিএ-৩৯৭৩ লেঃ কর্নেল মহিউদ্দিন মোঃ জাবেদ

উক্ত সফরে বিএ-১৮৫৩ মেজর জেনারেল আশরাফ আব্দুল্লাহ ইউসুফ এর বৈদেশিক টিএ/ডিএ বিল নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশস্থ যুক্তরাজ্য দূতাবাসের প্রতিরক্ষা শাখায় ৩১.০৩.২০১৪ তারিখের পত্র অনুযায়ী সমগ্র সময়ের জন্য থাকা-খাওয়া, অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ও আন্তর্জাতিক বিমান ভাড়া যুক্তররাজ্য দুতাবাসের প্রতিরক্ষা শাখা বহন করেছে। কেবলমাত্র যুক্তরাজ্যে (লন্ডনে) বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রতিরক্ষা শাখার ব্যবস্থাপনায় থাকার জন্য ০৩.০৫.২০১৪ ও ০৪.০৫.২০১৪ তারিখ থাকার ব্যবস্থা যুক্তরাজ্য করে নাই। তা সত্বেও সেনাসদর এর এফজিও তে ২৮.০৪.২০১৪ হতে ০২.০৫.২০১৪ পর্যন্ত ৫ (পাঁচ) দিনের জন্য নগদ ভাতা (cash allowance) এবং ০৩.০৫.২০১৫ হতে ০৫.০৫.২০১৫ পর্যন্ত সময়ের জন্য হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা মঞ্জুর করা হয় এবং তিনি ২৮.০৫.২০১৪ তারিখ হতে ০৫.০৫.২০১৪ তারিখ পর্যন্ত হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা দাবী করেছিলেন এবং এফসি অফিস হতে ৫ দিনের দৈনিক ভাতা পরিশোধ করা হয়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, তিনি ভ্রমণ করেছেন যুক্তরাজ্যে অথচ সাদা কাগজে প্রিন্ট করা যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের হোটেল রেডিশন ব্লু ওয়াটার গার্ডেন এর ২৮.০৪.২০১৪ হতে ০৫.০৫.২০১৪ পর্যন্ত সময়ের ৮ দিনের হোটেল বিল দাখিল করা হয়েছে। যা একেবারেই অসংগতিপূর্ণ ও অগ্রহনযোগ্য। যাহোক যুক্তরাজ্য বিমান ভাড়া, থাকা, খাওয়ার ব্যবস্থাসহ দৈনিক ভাতার ব্যবস্থা করায় সমগ্র সফরের জন্য দৈনিক বা নগদ ভাতা কোনটাই প্রাপ্য না। প্রতিনিধিদলের সকলের ক্ষেত্রে একই অবস্থা প্রযোজ্য। অন্য কর্মকর্তাগণ অনুরূপভাবে দৈনিক ভাতা গ্রহণ করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়। উল্লেখ্য ৩-৫ মে ২০১৪ তারিখের হোটেল বিল না থাকায় হোটেল বিলও প্রাপ্য নয়। সুতরাং নিম্নের হিসাব মোতাবেক বর্ণিতগণ প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে দৈনিক ভাতা গ্রহণ করেছেন বলে গণ্যঃ

ক্রঃনং	নাম ও পদবী	পরিশোধ	প্রাপ্য না হওয়ায় অতিরিক্ত
১	বিএ-১৮৫৩ মেজর জেনারেল আশরাফ আব্দুল্লাহ ইউসুফ	৭দিন মাঃ ডঃ ১৯০৩.৫০	মাঃ ডঃ ১৯০৩.৫০ অথবা দেশীয় মুদ্রায় (১৯০৩.৫০×৮০×১.৫) টাকা ২,২৮,৪২০.০০
২	বিএ-২৩৪১ ব্রিঃ জেনারেল মোঃ শারাফাত হোসেন	৭দিন মাঃ ডঃ ১৯০৩.৫০	মাঃ ডঃ ১৯০৩.৫০ অথবা দেশীয় মুদ্রায় (১৯০৩.৫০×৮০×১.৫) টাকা ২,২৮,৪২০.০০
৩	বিএ-২৫২৯ ব্রিঃ জেনারেল মোঃ মেহেদী হাসান	৭দিন মাঃ ডঃ ১৯০৩.৫০	মাঃ ডঃ ১৯০৩.৫০ অথবা দেশীয় মুদ্রায় (১৯০৩.৫০×৮০×১.৫) টাকা ২,২৮,৪২০.০০
৪	বিএ-৩৯৭৩ লেঃ কর্নেল মহিউদ্দিন মোঃ জাবেদ	৫দিন মাঃ ডঃ ১৬৮৫.০০	মাঃ ডঃ ১৬৮৫.০০ অথবা দেশীয় মুদ্রায় (১৬৮৫.০০× ৮০×১.৫) টাকা ২,০২,২০০.০০

মোট বৈদেশিক মুদ্রায় মাঃ ডঃ ৭৩৯৫.৫০ (১৯০৩.৫০×৩+১৬৮৫) বা দেশীয় মূদ্রায় টাকা (২,২৮,৪২০×৩+ ২,০২,২০০) ৮,৮৭,৪৬০ আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(২৯)

এপি নং-১৪৪৩৬; (আপত্তি-৯৮)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

বৈদেশিক টিএ/ডিএ বিলে প্রাপ্যের অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ টাকা ৬,৬৮,১৬০.০০।

সেনাসদর জিএস শাখার ২০.১০.২০১৫ তারিখের ৯০১.০২৩.০৪.১৯৮. ০৩.১৯.১০.১৫ সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য ১০৫/১৫ মিঃ মিঃ গান/ হাউইটজার এর বিভিন্ন মডেলের ফ্যাক্টরী সাইট পরিদর্শন ও মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রমিতকরণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের নিমিত্ত নিম্নোক্ত ০৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদল ৩১.১০.২০১৫ হতে ০৬.১১.২০৫ পর্যন্ত (যাতায়াত সময় ব্যতীত) সার্বিয়া সফর করেঃ

ক. বিএ-২৭৫৭ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ জাহেদুর রহমান, এনডিসি, পিএসসি
খ. বিএ-৫৩০১ লেঃ কর্ণেল মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, পিএসসি,জি
গ. বিএ-৫৮২৭ মেজর ছাবিকুল আমিন, পিএসসি,জি
ঘ. বিএ-৫৯৩৩ মেজর মোঃ আনোয়ারুল হক, পিএসসি, জি

২নং ক্রমিকে বর্ণিত কর্মকর্তার বৈদেশিক ভ্রমণভাতার বিল যাচাই করে দেখা যায় যে, ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী উক্ত প্রতিনিধি দল ৩০.১০.২০১৫ তারিখ ০৫:৩৫ ঘটিকায় বেলগ্রেড বিমান বন্দরে পৌছেন এবং ফেরার সময় ০৬.১১.২০১৫ তারিখ ২৩:১৫ ঘটিকায় বেলগ্রেড বিমান বন্দর থেকে ফ্লাই করেন। অর্থাৎ সার্বিয়াতে মোট ৭ দিন অবস্থান করেন। বিলের সাথে দাখিলকৃত Hyatt Regency Beograd হোটেল বিলেও ৩১.১০.২০১৫ হতে ০৬.১০.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ০৭ (সাত) দিনের হোটেল বিল গ্রহণ করা হয়েছে। সেনাসদরের আর্থিক প্রাপ্যতা আদেশে ৩০.১০.২০১৫ তারিখ বেলগ্রেডে বাধ্যতামূলক অবস্থান দেখানো হলে তা হয় নাই কারণ বেলগ্রেডে ৩১.১০.২০১৫ তারিখ ০৫:৩৫ ঘটিকায় পেৌছানো হয়েছে। ০৭.১০.২০১৫ তারিখে আবুধাবীতে ০৭:৩০ ঘটিকায় পৌছে ১৩:৪০ ঘটিকায় ফ্লাই করায় অবস্থানকাল ৬ঘন্টা ১০ মিনিট হলেও এ্যারাইভাল ও ডিপারচারের ক্ষেত্রে বিমান থেকে অবতরন, ইমিগ্রেশন ও কাস্টমস আনুষ্ঠানিকতার জন্য প্রয়োজনীয় সময় বাদ দিলে প্রকৃত অবস্থানকাল ৬ ঘন্টা থাকে না। তাছাড়া ঐ অবস্থান কানেক্টিং ফ্লাইটের জন্য অপেক্ষমান সময় বা ট্রানজিট। এমতাবস্থায় বর্ণিত কর্মকর্তাগণ নিম্নোক্ত হিসাব অনুযায়ী অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ করেছেনঃ

ক্রমিক	ব্যক্তিগত নম্বর,পদবী ও নাম	গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
১	বিএ-২৭৫৭ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ জাহেদুর রহমান, এনডিসি, পিএসসি	(১১ দিন×৩৮১)= মাঃ ডঃ ৪১৯১.০০	(৭ দিন×৩৮১)= মাঃ ডঃ ২৬৬৭.০০	মাঃ ডঃ ১৫২৪.০০ বা (১৫২৪.০০ ×৮০.০০×১.৫) টাকা ১,৮২,৮৮০.০০
২	বিএ-৫৩০১ লেঃ কর্ণেল মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, পিএসসি,জি	(১১ দিন×৩৩৭)= মাঃ ডঃ ৩৭০৭.০০	(৭ দিন×৩৩৭)= মাঃ ডঃ ২৩৫৯.০০	মাঃ ডঃ ১৩৪৮.০০ বা (১৩৪৮.০০ ×৮০.০০×১.৫) টাকা ১,৬১,৭৬০.০০
৩	বিএ-৫৮২৭ মেজর ছাবিকুল আমিন, পিএসসি,জি	(১১ দিন×৩৩৭)= মাঃ ডঃ ৩৭০৭.০০	(৭ দিন×৩৩৭)= মাঃ ডঃ ২৩৫৯.০০	মাঃ ডঃ ১৩৪৮.০০ বা (১৩৪৮.০০ ×৮০.০০×১.৫) টাকা ১,৬১,৭৬০.০০
৪	বিএ-৫৯৩৩ মেজর মোঃ আনোয়ারুল হক, পিএসসি, জি	(১১ দিন×৩৩৭)= মাঃ ডঃ ৩৭০৭.০০	(৭ দিন×৩৩৭)= মাঃ ডঃ ২৩৫৯.০০	মাঃ ডঃ ১৩৪৮.০০ বা (১৩৪৮.০০ ×৮০.০০×১.৫) টাকা ১,৬১,৭৬০.০০
				মাঃ ডঃ ৫৫৬৮.০০ বা ৬,৬৮,১৬০.০০

বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করা হয়েছে বিধায় অতিরিক্ত গৃহিত অর্থ বৈদেশিক মুদ্রাতেই ফেরতযোগ্য। অন্যথায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদ ২৫ অনুযায়ী দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান হার অনুযায়ী দেড়গুণ হারে আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৩০)

এপি নং-১৪৪৩৮; (আপত্তি-১০০)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

মিনুস্কা (মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র) ভ্রমণে প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য দৈনিক ভাতা গ্রহণ টাকা ৮,৯৯,২২০

সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের ০১.০৬.২০১৪ তারিখের ২৬৪৩/অপস/এফএ/ইউনামিড সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন মিনুস্কা (মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র) তে প্রাথমিকভাবে একটি ব্যানব্যাট এবং একটি লেভেল-২ হাসপাতাল মোতায়েনের পূর্বে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত অফিসারগণ ০৯.০৬.২০১৪ হতে ১৩.০৬.২০১৪ পর্যন্ত মোট ০৫ (পাঁচ) দিন (যাতায়াত সময় ব্যতীত) মিনুস্কা সফর করেনঃ

১. বিএ-৩১২৩ ব্রিঃ জেনারেল সালীম আহমাদ খান, এএফডব্লিউসি, পিএসসি,টিই
২. বিএ-৩৯০১ কর্ণেল এ বি এম শেফাউল কবির, এএফডব্লিউসি, পিএসসি,
৩. বিএ-১০০৬১৩ কর্ণেল মোঃ ইফতিখারুল ইসলাম, এমপিএইচ
৪. বিএ-৩৬৭৭ লেঃ কর্ণেল মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, পিএসসি, জি
৫. বিএ-৪৬৯৩ লেঃ কর্ণেল জমির উদ্দিন আহমদ চৌধুরী, পিএসসি, জি
৬. বিএ-৬০১৮ মেজর মোহাম্মদ নুরুল আজিজ
৭. বিএ-৬১৯৬ মেজর মোঃ মশিউর রহমান, পিএসসি

সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের আদেশ মোতাবেক উক্ত ৭ (সাত) জনের মধ্যে ০৫ (পাঁচ) জনের যাবতীয় ব্যয় জাতিসংঘ কর্তৃক এবং অবশিষ্ট ২ জনের ব্যয় বাংলাদেশ সরকার বহন করে। কিন্তু সেনাসদরের মঞ্জুরীতে কোন ০২ জনের ব্যয় সেনাবাহিনীর বরাদ্দ থেকে সংকুলান করা হবে তার উল্লেখ নাই। তবে ক্রমিক ২এ বর্ণিত বিএ-৩৯০১ কর্ণেল এ বি এম সেফাউল কবীর, এএফডব্লিউসি, পিএসসি এর এতদসংশ্লিষ্ট ভ্রমণভাতার বিল নিরীক্ষায় গোচরে আসে। এই বিলে পরিলক্ষিত অনিয়মঃ

ক) তাঁর ব্যয় জাতিসংঘ বহন না করা সম্পর্কিত কোন প্রমাণক নেই।

খ) মূল বিমান টিকেট নাই।

গ) ভ্রমণের প্রমাণক হিসাবে পাসপোর্টের ফটোকপি নাই।

ঘ) ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী ০৯.০৬.২০১৪ তারিখে সকাল ০৮:২৫ ঘটিকায় ব্যাংগুই বিমান বন্দরে আগমণ হয় এবং ১৪.০৬.২০১৪ তারিখ ১১:৪০ ঘটিকায় ব্যাংগুই ত্যাগ করা হয়। ১৪.০৬.২০১৪ তারিখ দোয়ালাতে ১৩:২০ ঘটিকায়, দোয়ালা হতে ১৫.০৬.২০১৪ তারিখ ০২:০০ ঘটিকায় রওয়ানা হয়ে ইস্তাম্বুলে ১০:৫০ ঘটিকায়, ইস্তাম্বুল হতে ১৮:২০ ঘটিকায় রওয়ানা হয়ে ঢাকায় ১৬.০৯.২০১৪ তারিখ ০৪:৫০ ঘটিকায় পৌছান। উক্তরূপ ভ্রমণের কারনে কোথাও বাধ্যতামূলক অবস্থানের ঘটনা ঘটেছে বলে মনে হয় না। ভ্রমণ ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী সম্পন্ন হলে মাঝপথে কোথাও অপেক্ষমান সময় যাই হোক না কেন ভ্রমণ (জার্ণি) একটিই বলে গণ্য হবে। বাধ্যতামূলক অবস্থান গণ্য হবেনা। তবে জার্ণির সময় ২৪ ঘন্টার অধিক হলে প্রতি ২৪ ঘন্টার জন্য ১টি ট্রানজিট প্রাপ্য হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রেও বাধ্যতামূলক অবস্থানের কোন ঘটনা ঘটে নাই। যে হোটেল বিল দেয়া হয়েছে তা যথাযথ (Genuine) নয়। যেমন ইস্তাম্বুলের Texim Hill Hotel নামক হোটেলের বিলে দেখা যায় যে, ০৮.০৬.২০১৪ তারিখ অর্ধ দিন, ০৯.০৬.২০১৪ হতে ১৪.০৬.২০১৪ পর্যন্ত ০৫ (পাঁচ) দিন এবং ১৫.০৬.২০১৪ অর্ধ দিন অবস্থান দেখানো হয়েছে যা বাস্তবতা বিবর্জিত। কারণ ০৮.০৬.২০১৪ তারিখ ইস্তাম্বুল এয়ারপোর্টে ১১:৪০ ঘটিকায় আগমন করে ০৬ ঘন্টা ১৫ মিনিট পর ১৮:০৫ ঘটিকায় প্রস্থান করা হয়েছে। ইমিগ্রেশনসহ অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা শেষে বিমান বন্দর হতে বাহির হয়ে শহরে যেতে কম করে হলেও ২ ঘন্টা এবং শহর থেকে বিমান বন্দরে যেতে আরো ১ ঘন্টা এবং ফ্লাইং সময়ের ২ ঘন্টা পূর্বে বিমান বন্দরে পৌছলে ইস্তাম্বুরে অর্ধ দিন বাধ্যতামূলক অবস্থান হয় কি করে তা পরিস্কার নয়। এছাড়া ০৯.০৪.২০১৪ হতে ১৩.০৪.২০১৪ তারিখ ব্যাংগুই অবস্থান করা হয়েছে, ইস্তাম্বুলে নয়। এছাড়া বিলে বাংলাদেশী টাকা উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ বানানো (Fake) হোটেল বিল দিয়ে বাধ্যতামূলক অবস্থানের ও অন্যান্য দিনের জন্য প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ করা হয়েছে যা বিধিসংগত হয়নি। আলোচ্য ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য দৈনিক ভাতা প্রাপ্য নয় এবং হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রাপ্য নয়। বিধায় ০৯.০৪.২০১৪ হতে ১৩.০৪.২০১৪ পর্যন্ত সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য।

অতিরিক্ত গ্রহণের হিসাব নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	ব্যক্তিগত নম্বর,পদবী ও নাম	গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
১	বিএ-৩১২৩ ব্রিঃ জেনারেল সালীম আহমাদ খান, এএফডব্লিউসি, পিএসসি,টিই	(৬.৫ দিন×৩১৭)= মাঃ ডঃ ২০৬০.৫০	(৬ দিন×সর্বসাকুল্য ভাতা মাঃ ডঃ ১৬৫) =মাঃ ডঃ ৯৯০	মাঃ ডঃ ১০৭০.৫০ বা (১০৭০.৫০×৮০.০০×১.৫) টাকা ১,২৮,৪৬০.০০
২	বিএ-৩৯০১ কর্ণেল এ বি এম শেফাউল কবির, এএফডব্লিউসি, পিএসসি,	(৬.৫ দিন×৩১৭)= মাঃ ডঃ ২০৬০.৫০	(৬ দিন×সর্বসাকুল্য ভাতা মাঃ ডঃ ১৬৫) =মাঃ ডঃ ৯৯০	মাঃ ডঃ ১০৭০.৫০ বা (১০৭০.৫০ ×৮০.০০×১.৫) টাকা ১,২৮,৪৬০.০০
৩	বিএ-১০০৬১৩ কর্ণেল মোঃ ইফতিখারুল ইসলাম, এমপিএইচ	(৬.৫ দিন×৩১৭)= মাঃ ডঃ ২০৬০.৫০	(৬ দিন×সর্বসাকুল্য ভাতা মাঃ ডঃ ১৬৫) =মাঃ ডঃ ৯৯০	মাঃ ডঃ ১০৭০.৫০ বা (১০৭০.৫০ ×৮০.০০×১.৫) টাকা ১,২৮,৪৬০.০০
৪	বিএ-৩৬৭৭ লেঃ কর্ণেল মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, পিএসসি, জি	(৬.৫ দিন×৩১৭)= মাঃ ডঃ ২০৬০.৫০	(৬ দিন×সর্বসাকুল্য ভাতা মাঃ ডঃ ১৬৫) =মাঃ ডঃ ৯৯০	মাঃ ডঃ ১০৭০.৫০ বা (১০৭০.৫০ ×৮০.০০×১.৫) টাকা ১,২৮,৪৬০.০০
৫	বিএ-৪৬৯৩ লেঃ কর্ণেল জমির উদ্দিন আহমদ চৌধুরী, পিএসসি, জি	(৬.৫ দিন×৩১৭)= মাঃ ডঃ ২০৬০.৫০	(৬ দিন×সর্বসাকুল্য ভাতা মাঃ ডঃ ১৬৫) =মাঃ ডঃ ৯৯০	মাঃ ডঃ ১০৭০.৫০ বা (১০৭০.৫০ ×৮০.০০×১.৫) টাকা ১,২৮,৪৬০.০০
৬	বিএ-৬০১৮ মেজর মোহাম্মদ নুরুল আজিজ	(৬.৫ দিন×৩১৭)= মাঃ ডঃ ২০৬০.৫০	(৬ দিন×সর্বসাকুল্য ভাতা মাঃ ডঃ ১৬৫) =মাঃ ডঃ ৯৯০	মাঃ ডঃ ১০৭০.৫০ বা (১০৭০.৫০ ×৮০.০০×১.৫) টাকা ১,২৮,৪৬০.০০
৭	বিএ-৬১৯৬ মেজর মোঃ মশিউর রহমান, পিএসসি	(৬.৫ দিন×৩১৭)= মাঃ ডঃ ২০৬০.৫০	(৬ দিন×সর্বসাকুল্য ভাতা মাঃ ডঃ ১৬৫) =মাঃ ডঃ ৯৯০	মাঃ ডঃ ১০৭০.৫০ বা (১০৭০.৫০ ×৮০.০০×১.৫) টাকা ১,২৮,৪৬০.০০
				মাঃ ডঃ ৭,৪৯৩.৫০ বা টাকা ৮,৯৯,২২০

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৩১)

এপি নং-১৪৪৫১; (আপত্তি-২৪৯)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

বৈদেশিক সফর সম্পন্ন হওয়ার পর ৪ মাসের অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়া সত্বেও পিআর(পি) রুল-১২৮(৮) অনুযায়ী সমন্বয় বিল এফসি (আর্মি) পে-১ কার্যালয়ে দাখিল না করার অনিয়ম, জড়িত মাঃ ডঃ ২৪,৭৬৭.৬০ এবং টাকা ২,৫৫,৪১,৭৯৯.৫০ সর্বমোট (২৯,৭২,১১২.০০+২,৫৫,৪১,৭৯৯.৫০) টাকা ২,৮৫,১৩,৯১১.৫ বা ২,৮৫,১৩,৯১২ ।

এফসি (আর্মি) পে-১,ঢাকা সেনানিবাস কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব ২৮.০৮.২০১৬ হতে ১৫.১১.২০১৬ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিল পাশ রেজিস্টার হতে দেখা যায় যে, নিম্নে বর্ণিত ৯৯ জন সেনা কর্মকর্তা তাদের বৈদেশিক সফর সম্পন্ন করার পর ৪ মাসের অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়া সত্বেও সমন্বয় বিল দাখিল করেন নাই। পিআর(পি) রুল-১২৮(৮) অনুযায়ী বৈদেশিক সফর সম্পন্ন হওয়ার পর ৪ মাসের মধ্যে সমন্বয় বিল এফসি (আর্মি) পে-১ কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে বৈদেশিক সফর সম্পন্ন হওয়ার পর ৪ মাসের অধিক সময় এমনকি ৩ বছরের অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়া সত্বেও নিম্ন বর্ণিত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সমন্বয় বিল দাখিল করা হয়নি। এ বিষয়ে এফসি (আর্মি) পে-১ এর গৃহিত পদক্ষেপও জানা যায়নি।

পিআর(পি) রুল-১২৮(৮) অনুযায়ী বৈদেশিক সফর সম্পন্ন করার ৪ মাসের মধ্যে সমন্বয় বিল এফসি (আর্মি) পে-১ কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে। অন্যথায় ৫ম মাস হতে উক্ত অগ্রিম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বেতন বিল হতে কর্তণযোগ্য। রেমিটেন্সের ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক পত্রের অনুচ্ছেদ-২৫ অনুসারে মার্কিন ডলারে ফেরতযোগ্য, দেশীয় মুদ্রায় ফেরত দেয়া হলে বর্তমান বিনিময় হারের দেড়গুণ হিসাবে ফেরতযোগ্য। সুতরাং মোট ফেরতযোগ্য অর্থের পরিমাণ [(ডলার ২৪,৭৬৭.৬০×টাকা ৮০×১.৫)= ২৯,৭২,১১২.০০+২,৫৫,৪১,৭৯৯.৫০) টাকা ২,৮৫,১৩,৯১১.৫ বা ২,৮৫,১৩,৯১২ ।

বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রঃনং	বিএ নম্বর, পদবী ও নাম	ভ্রমণের দেশ ও সময়	অগ্রিম টাকা	রেমিটেন্স
১	বিএ-৪১২৩ লেঃ কর্নেল মোঃ ইউসুফ আলী এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৮	তুরস্ক ৩০.০৯.২০১৩-১৩.১০.২০১৩	৫২৯৮৮৪.০০	৫৫১৬.০০
২	বিএ-২০৭৯ ব্রিঃ জেনাঃ আবুল বাশার ইমামুজ্জামান, এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-১৪	সৌদি আরব ০৯.১০.২০১৩-২২.১০.২০১৩	৬৭৯৫৭.০০	০.০০
৩	বিএ-৫৯০২ মেজর মোহাম্মদ এনামুল হক এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-১৬	মিনুসমা (মালি) ০৫.১০.২০১৩-১২.১০.২০১৩	৪০৬৩১৫.০০	০.০০
৪	বিএ-১০০৫১৯ ব্রিঃ জেনারেল মোঃ এনামুল কবির এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-২১	সিঙ্গাপুর ১৬.১০.২০১৩-১৮.১০.২০১৩	৯৫৮৩৬.০০	০.০০
৫	বিএ-৩২৮৬ কর্নেল রাকিব উদ্দিন আহমেদ এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-২৫	ইউএসএ ১৬.১০.২০১৩-৩০.১০.২০১৩	৬৭৪৫৩.০০	০.০০
৬	বিএ-৬২৪৫ মেজর মোঃ শাহনেওয়াজ তাসকিন এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-২৯	চীন ০৪.১১.২০১৩-০৪.১২.২০১৩	১৫১৬২৯.০০	০.০০
৭	বিএ-৭২৯৮ ক্যাপ্টেন মোঃ এমরান হোসেন এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৪৪	দক্ষিন কোরিয়া ২৮.১০.২০১৩-৩১.১০.২০১৩	২৩৭৯০.০০	০.০০
৮	বিএ-২৮০২ ব্রিঃ জেনারেল জগলুল আহমেদ এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৬১	কঙ্গো ১৭.১১.২০১৩-২৪.১১.২০১৩	২৩৭৭৭৭.০০	০.০০
৯	বিএ-১০০২১৩ মেজর জেনারেল মোঃ রবিউল হোসেন এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৬২	কঙ্গো ১৭.১১.২০১৩-২৪.১১.২০১৩	২৩৭৭৭৭.০০	০.০০
১০	বিএ-৪০২৯ লেঃ কর্নেল মাহবুবুর রহমান এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৭১	জাপান ২৫.১১.২০১৩-২৯.১১.২০১৩	২৯৪৪৯৫.০০	০.০০
১১	বিএ-৪০৭১ মেজর মোঃ রুহুল আমীন এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৭৭	থাইল্যান্ড ০৬.১২.২০১৩-২০.১২.২০১৩	৭১৭৯৬.০০	০.০০
১২	বিএ-৬০৩৫ মেজর মোঃ আফতাব মাহমুদ এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৮৫	যুক্তরাষ্ট্র ০৩.০১.২০১৪-২৫.০৬.২০১৪	৬৫১৪৪৮.০০	০.০০
১৩	বিএ-৫৮১৭ মেজর গোলাম মোস্তাহারুল ফেরদৌস এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-১১২	অষ্ট্রেলিয়া ১০.০২.২০১৪-২১.০২.২০১৪	৫৬৩৩৩.০০	০.০০
১৪	বিএ-৫৩৯২ মেজর গোলাম কিবরিয়া জামান এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-১১২	অষ্ট্রেলিয়া ১০.০২.২০১৪-২১.০২.২০১৪	৫৬৩৩৩.০০	০.০০
১৫	বিএ-৭৬৪৬ ক্যাপ্টেন নূর মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-১১৪	অষ্ট্রেলিয়া ১০.০২.২০১৪-২১.০২.২০১৪	৫২৫১০.০০	০.০০
১৬	বিএ-৫৯৮৩ মেজর শাহ মোঃ সাইফুর রহমান এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-১৩৯	তুরস্ক ১০.০৩.২০১৪-১৪.০৩.২০১৪	৩৭২৮৩.০০	০.০০
১৭	বিএ-১০০৬৯৩ কর্নেল মোঃ দেলোয়ার হোসেন এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-১৪৩	অষ্ট্রেলিয়া ১২.০৩.২০১৪-১৫.০৩.২০১৪	১৫৪০৪৫.০০	০.০০
১৮	বিএ-১০০৬২১ কর্নেল রোকেয়া খান এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-১৪৪	ভারত ০১.০৪.২০১৪-৩০.০৯.২০১৪	৫৬৮৩১৮.০০	০.০০
১৯	বিএ-৫৭৮৭ মেজর মোঃ শরিফুল ইসলাম মেরাজ এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-১৬৬	তুরস্ক ০৭.০৪.২০১৪-১৮.০৪.২০১৪	৬৯৯৩৭.০০	০.০০
২০	বিএ-৩৬৯৯ কর্নেল মোহাম্মদ শওকত ওসমান এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-১৭০	দেশ এবং সময়কাল উল্লেখ নাই	৪৫৮৬২.০০	০.০০
২১	বিএ-২৫৯৭ ব্রিঃ জেনারেল মোঃ আব্দুল হামিদ এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-১৭৪	ভারত পিরিয়ড উল্লেখ নাই (অগ্রিম পাশ ০৯.০৪.২০১৪)	৮৩৫৯১৩.০০	০.০০
			৪৭১২৬৯১.০০	৫৫১৬.০০

ক্রঃনং	বিএ নম্বর, পদবী ও নাম	ভ্রমণের দেশ ও সময়	অগ্রিম টাকা	রেমিটেন্স
		পূর্ব পৃষ্ঠার জের	৪৭১২৬৯১.০০	৫৫১৬.০০
২২	বিএ-৫৯০৪ মেজর হারুন অর রশিদ এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-১৮৯	লাইবেরিয়া ২১.০৪.২০১৪-২৬.০৪.২০১৪	৪৫২২৮১.০০	০.০০
২৩	বিএ-৩৮৯৭ কর্নেল ইকবাল আহমেদ এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-১৯৭	ভারত ২৮.০৪.২০১৪-০২.০৫.২০১৪	১৮১৯৯৬.০০	০.০০
২৪	বিএ-৪৫৫৮ লেঃ কর্নেল আব্দুল্লাহ ইবনে জাবেদ এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-২০১	কুয়েত ও কাতার ০৪.০৫.২০১৪-০৮.০৫.২০১৪	২৫১৫৭০.০০	০.০০
২৫	বিএ-৪৯৩৩ লেঃ কর্নেল তোফায়েল মোস্তফা সরোয়ার এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-২০১	কুয়েত ও কাতার ০৪.০৫.২০১৪-০৮.০৫.২০১৪	২৫১৫৭০.০০	০.০০
২৬	বিএ-৪৫৩৩ লেঃ কর্নেল মোঃ শফিউল আজম এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-২০৫	থাইল্যান্ড ০৫.০৫.২০১৪-১০.০৫.২০১৪	৭০৪১০.০০	০.০০
২৭	বিএ-৩১২৩ ব্রিঃ জেনারেল সালিম আহমাদ খান এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-২৩৩	আফ্রিকা ০৯.০৬.২০১৪-১৩.৬.২০১৪	৪১৭৩৭৩.০০	০.০০
২৮	বিএ-৬৪৩১ মেজর শামীম হাসান এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-২৪৩	অষ্ট্রেলিয়া ১৬.০৬.২০১৪-২৭.০৬.২০১৪	৬৯৩১১.০০	০.০০
২৯	বিএ-২৫৯৪ কর্নেল মোঃ ইফতেখারুল আহমেদ এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-২৬৩	ব্রাজিল ২২.০৭.২০১৪-২৫.০৭.২০১৪	৪৮৪৭১০.০০	০.০০
৩০	বিএ-৪৮০৫ লেঃ কর্নেল মোঃ শাহাবুদ্দিন আহমেদ এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-২৬৮	ভারত ২৮.০৭.২০১৪-৩০.০৮.২০১৪	১২৪৮৫৯.০০	০.০০
৩১	বিএ-৬৯৪২ ক্যাপ্টেন মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-২৭০	ভারত ০২.০৭.২০১৪-২০.০৯.২০১৪	১৬৬৪৭৪.০০	০.০০
৩২	বিএ-৩৮৯৭ কর্নেল ইকবাল আহমেদ এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-২৮৪	যুক্তরাষ্ট্র ১১.০৮.২০১৪-১৫.০৮.২০১৪	৪১৭৩৬৪.০০	০.০০
৩৩	বিএ-৭৮৯৮ ক্যাপ্টেন মোঃ জিসান ইশতিয়াক এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-২৮৬	যুক্তরাজ্য ০৮.০৯.২০১৪-১৯.০৯.২০১৪	৬৪৮৯৯.০০	০.০০
৩৪	বিএ-৬০৬৫ মেজর শফিকুর রহমান এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৩০৬	ভারত ২১.০৮.২০১৪-২৩.০৯.২০১৪	৩৭১০১.০০	০.০০
৩৫	বিএ-১০১৫৬১ মেজর মোহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেন এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৩০৯	ভারত ০১.০৯.২০১৪-৩০.১১.২০১৪	২৯৮২৯২.৫০	০.০০
৩৬	বিএ-৪২৬৬ মেজর একেএম হুমায়ুন কবির এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৩১৮	মঙ্গোলিয়া ০১.০৯.২০১৪-১২.০৯.২০১৪	৬১৫১৯.০০	০.০০
৩৭	বিএ-১০০৯৫৫ লেঃ কর্নেল মোঃ আব্দুস সামাদ এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৩৩৭	সুইজারল্যান্ড ২৯.০৯.২০১৪-০৩.১০.২০১৪	৩০৮৭৪.০০	০.০০
৩৮	বিএ-২৬১৮ ব্রিঃ জেনাঃ মোঃ ফিরোজ রহিম এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৩৩৮	মঙ্গোলিয়া ২২.০৯.২০১৪-২৬.০৯.২০১৪	২৫০৯৭.০০	০.০০
৩৯	বিএ-৫২৮৬ মেজর আবুল হাসনাত মোহাম্মদ মোকাদ্দাস করিম, এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৩৪২	মঙ্গোলিয়া ২২.০৯.২০১৪-০৮.১০.২০১৪	৭৬২৪২.০০	০.০০
৪০	বিএ-৬১৬১ মেজর এসএম তানভীর রায়হান তান্না এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৩৫০	ভারত ২৯.০৯.২০১৪-০১.১০.২০১৪	১৩৯৫৯৬.০০	০.০০
৪১	বিএ-১০০৫৫৬ ব্রিঃ জেনাঃ লিজা চৌধুরী এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৩৫৮	ভারত ০১.১০.২০১৪-৩১.১২.২০১৪	৮২৪৪২৮.০০	০.০০
৪২	বিএ-৪৪৪০ লেঃ কর্নেল এস এম গোলাম মোহায়মেন এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৩৬৫	তুরস্ক ১৪.১০.২০১৪-১৭.১০.২০১৪	২৬০৯৩৫.০০	০.০০
৪৩	বিএ-৪৮৩১ মেজর মীর আসাদুল আলম এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৩৭১	যুক্তরাষ্ট্র ২৭.১০.২০১৪-৩১.১০.২০১৪	১২৯৯০৮৯.০০	০.০০
৪৪	বিএ-৫৭১১ মেজর একেএম আলীম আল রাজী এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৩৭২	রাশিয়া ১৯.১০.২০১৪-২৫.১০.২০১৪	৩২৯৬৭১.০০	০.০০
			১১০৪৮৩৫২.৫০	৫৫১৬.০০

ক্রঃনং	বিএ নম্বর, পদবী ও নাম	ভ্রমণের দেশ ও সময়	অগ্রিম টাকা	রেমিটেন্স
		পূর্ব পৃষ্ঠার জের	১১০৪৮৩৫২.৫০	৫৫১৬.০০
৪৫	বিএ-৬১২৫ মেজর এস এম শফিকুর রহমান এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৩৮৩	চীন ০৩.১১.২০১৪-১২.১১.২০১৪	৩৭৭৩৭১.০০	০.০০
৪৬	বিএ-৫৯৩৬ মেজর এস এম মুজাহিদ মনির এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৩৯৭	চীন ০৩.১১.২০১৪-১৯.১১.২০১৪	৫৬১৩৪৯.০০	০.০০
৪৭	বিএ-৬৯৯৭ মেজর মোঃ রাশেদুজ্জামান রাশেদ এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৪০২	চীন ০৩.১১.২০১৪-১৯.১১.২০১৪	৫৬১৩৪৯.০০	০.০০
৪৮	বিএ-৬৩২৬ মেজর মোঃ জিয়াউল হক এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৪২১	রাশিয়া ২৪.১১.২০১৪-১৩.১২.২০১৪	৯৪৮২২২.০০	০.০০
৪৯	বিএ-৩৬৯৯ কর্নেল মোঃ শওকত ওসমান এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৪৪৫	চীন ২৩.১১.২০১৪-২৫.১১.২০১৪	১৩২৬০১.০০	০.০০
৫০	বিএ-৪৮২১ লেঃ কর্নেল মেহেরুন আল হাসান এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৪৪৬	ভারত ০২.১২.২০১৪-০৪.১২.২০১৪	৬২২১৬.০০	০.০০
৫১	বিএ-১০০৯৫৯ লেঃ কর্নেল মোঃ হুমায়ুন কবির এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৪৫১	সিঙ্গাপুর, পিরিয়ড উল্লেখ নাই, বিল পাশ ২৫.১১.২০১৪	৭৭২২৬.০০	০.০০
৫২	বিএ-৩২৫১ কর্নেল মোঃ জাকির হোসেন এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৪৫৬	ইন্দোনেশিয়া ০২.১১.২০১৪-০৭.১১.২০১৪	৬৪৩০৭.০০	০.০০
৫৩	বিএ-৬৭৯৪ মেজর মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৪৫৯	কুয়েত ২১.১২.২০১৪-২৪.১২.২০১৪	৮৫৯০২.০০	০.০০
৫৪	বিএ-৬৩৩০ মেজর আবু ফাত্তাহ মোঃ ফখরুজ্জামান এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৪৭০	সিংগাপুর ১২.০১.২০১৪-২৩.০১.২০১৪	১১২৮৩৪.০০	০.০০
৫৫	বিএ-৪৪১৬ লেঃ কর্নেল মোঃ নাজমুল হক এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৪৭৫	কুয়েত ১১.০১.২০১৫-১৫.০১.২০১৫	৮৮৭৫৬.০০	০.০০
৫৬	বিএ- রেজিস্টারে নাম নম্বর উল্লেখ নাই, শাখা অফিসার ও অডিটরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তারাও জানেনা।এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৪৮১ (রেজিস্টারের পাতার ফটোকপি দেয়া হলো)	যুক্তরাষ্ট্র ২৬.০১.২০১৫-১৩.০২.২০১৫	৯৩৬০৮.০০	০.০০
৫৭	বিএ-৬৭০৩ মেজর তন্ময় তালুকদার এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৪৮৮	তুরস্ক ০৯.০২.২০১৫-১৩.০২.২০১৫	৩০৯৭৩.০০	০.০০
৫৮	বিএ-৪৪১৬ লেঃ কর্নেল মোঃ নাজমুল হক এফ-১, ওপিএস-১, পাতা-৪৭৫	কুয়েত ১১.০১.২০১৫-১৫.০১.২০১৫	৮৮৭৫৬.০০	০.০০
৫৯	বিএ-৫২৭২ লেঃ কর্নেল সৈয়দ আশিকুর রহমান এফ-২, ওপিএস-১, পাতা-৩	ভারত ১৬.০২.২০১৫-১৭.০২.২০১৫	৬৯৪৫৭.০০	০.০০
৬০	বিএ-৫৬০৭ লেঃ কর্নেল মোঃ আনোয়ার উজ জামান এফ-২, ওপিএস-১, পাতা-৪	ভারত ১৬.০২.২০১৫-১৭.০২.২০১৫	৬৯৪৫৭.০০	০.০০
৬১	বিএসএস নয়া মেজর মোহাম্মদ হাসান জামান এফ-২, ওপিএস-১, পাতা-৩৩	তুরস্ক ১৫.০৩.২০১৫-০৬.০৪.২০১৫	৮৬২৩২.০০	০.০০
৬২	বিএ-৪১৮২ জিএম সারওয়ার এফ-২, ওপিএস-১, পাতা-৪৬	লাইবেরিয়া ২৫.০৩.২০১৫-৩০.০৩.২০১৫	৩০০৭১২.০০	০.০০
৬৩	বিএ-৭০১৬ মেজর মীর আলী এজাজ এফ-২, ওপিএস-১, পাতা-৮৬	সিঙ্গাপুর ১৯.০৫.২০১৫-২১.০৫.২০১৫	১৩৩৬৬০.০০	০.০০
৬৪	বিএ-১০০৫১১ ব্রিঃ জেনারেল সুরাইয়া আক্তার এফ-২, ওপিএস-১, পাতা-৯৪	থাইল্যান্ড ২৯.০৫.২০১৫-০২.০৬.২০১৫	১৩৩৮৪৪.০০	০.০০
৬৫	বিএ-৪০৫৮ কর্নেল তামজিদ হক চৌধুরী এফ-২, ওপিএস-১, পাতা-১২৫	মালদ্বীপ ৩১.০৫.২০১৫-০৪.০৬.২০১৫	২২৯০৮.০০	০.০০
৬৬	বিএ-৪০১৭ কর্নেল এস এম ইমরান উজ জামান এফ-২, ওপিএস-১, পাতা-১২৮	সিঙ্গাপুর ০৩.০৫.২০১৫-০৮.০৫.২০১৫	৮৭৯৬৬.০০	০.০০
			১৫২৩৮০৫৮.৫০	৫৫১৬.০০

ক্রঃনং	বিএ নম্বর, পদবী ও নাম	ভ্রমণের দেশ ও সময়	অগ্রিম টাকা	রেমিটেন্স
		পূর্ব পৃষ্ঠার জের	১৫২৩৮০৫৮.৫০	৫৫১৬.০০
৬৭	বিএ-৪৬৫৯ মেজর মাইনুল ইসলাম এফ-২, ওপিএস-১, পাতা-১৩৬	মঙ্গোলিয়া ০৮.০৬.২০১৫-১২.০৬.২০১৫	২২৬৯০০.০০	০.০০
৬৮	বিএ-৩৪৮২ ব্রিঃ জেনারেল মোঃ যুবায়ের সালেহীন এফ-২, ওপিএস-১, পাতা-১৪৩	যুক্তরাষ্ট্র ১৯.০৬.২০১৫-১৮.০৬.২০১৬	১৮০৪১৯২.০০	১৯২৫১.৬০
৬৯	বিএ-৫৫৪৪ মেজর ইশতিয়াক আহমেদ এফ-২, ওপিএস-১, পাতা-১৪৭	কোরিয়া ১৪.০৬.২০১৫-১৮.০৬.২০১৫	৩৫৮০৬.০০	০.০০
৭০	বিএ-৬৫২১ মেজর রিয়াজ শাহরিয়ার এফ-২, ওপিএস-১, পাতা-১৪৭	কোরিয়া ১৪.০৬.২০১৫-১৮.০৬.২০১৫	৩৫৮০৬.০০	০.০০
৭১	বিডি-৯২৮৮ স্কোয়াড্রন লীডার আবু হানিফ মোঃ আনিস শাহ, এফ-২, ওপিএস-১, পাতা-১৫৪	কাতার ২৩.০৪.২০১৫-১৬.০৬.২০১৫	৩৭৬৩০০.০০	০.০০
৭২	বিডি-৬৫৫৫ মেজর মোঃ সোহেল রানা এফ-২, ওপিএস-১, পাতা-১৬০	যুক্তরাষ্ট্র ০৬.০৭.২০১৫-০৪.১২.২০১৫	৫৫৭৯৬৩.০০	০.০০
৭৩	বিডি-৫৮৬৪ মেজর আরমান মল্লিক এফ-২, ওপিএস-১, পাতা-১৭৭	ভারত ২৭.০৭.২০১৫-৩১.০৭.২০১৫	৮১৪২৭.০০	০.০০
৭৪	বিডি-১০০৯০৫ লেঃ কর্নেল নাজমা সিদ্দিকী এফ-২, ওপিএস-১, পাতা-১৮০	ভারত ০১.০৮.২০১৫-৩১.১০.২০১৫	১৯৫১৯৬.০০	০.০০
৭৫	বিডি-৫৮৬৪ মেজর আরমান মল্লিক এফ-২, ওপিএস-১, পাতা-১৮২	ভারত ০১.০৮.২০১৫-০৯.০৮.২০১৫	৪২৫৮৮.০০	০.০০
৭৬	বিডি-৮১৪৩ ক্যাপ্টেন মোঃ মাহমুদুল হাসান এফ-২, ওপিএস-১, পাতা-১৮৮	নেপাল ০৭.০৮.২০১৫-১৭.০৯.২০১৫	১৪৪৪৩৪.০০	০.০০
৭৭	বিএ-৪৩৩৬ লেঃ কর্নেল এবিএম নওরোজ এহসান এফ-২, ওপিএস-১, পাতা-২০৩	আইভরিকোস্ট ২২.০৮.২০১৫-০১.০৯.২০১৫	৩৫৩৩৪.০০	০.০০
৭৮	বিএ-৬৭৯৪ মেজর মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন এফ-২, ওপিএস-১, পাতা-২০৬	থাইল্যান্ড ০৩.০৯.২০১৫-১২.০৯.২০১৫	৯৪৪৪৩.০০	০.০০
৭৯	বিএ-৩৪৭৫ কর্নেল নাজির আহমেদ এফ-২, ওপিএস-১, পাতা-২৩৫	ভিয়েতনাম ১৪.০৯.২০১৫-১৮.০৯.২০১৫	২০৮৩৮.০০	০.০০
৮০	বিএ-৭০৬৭ মেজর শাহরিয়ার মোহাম্মদ আসিফ আফতাব, এফ-৩, ওপিএস-১, পাতা-১২	শ্রীলঙ্কা ১১.১০.২০১৫-১৭.১০.২০১৫	২৬৮৩০৮.০০	০.০০
৮১	বিএ-৮২১২ লেফটেন্যান্ট ইমাম তৌকির এফ-৩, ওপিএস-১, পাতা-২০	যুক্তরাষ্ট্র ১৯.১০.২০১৫-৩০.১০.২০১৫	৮৯৮৮০.০০	০.০০
৮২	বিএ-৬৮৬৪ মেজর জে এ এম বখতিয়ার উদ্দিন এফ-৩, ওপিএস-১, পাতা-২৩	পোল্যান্ড ২৬.১০.২০১৫-২৮.১০.২০১৫	৩১০১৫২.০০	০.০০
৮৩	বিএ-৫৪৯১ মেজর মোঃ মহিদুর রহমান এফ-৩, ওপিএস-১, পাতা-২৮	ভারত ২৬.১০.২০১৫-৩১.১০.২০১৫	১৫৭৭৭৩.০০	০.০০
৮৪	বিএ-৩৯৮৯ মেজর মোঃ শাহিনুর রহমান এফ-৩, ওপিএস-১, পাতা-৩৫	কুয়েত ২৪.১০.২০১৫-২৮.১০.২০১৫	১৬১১১৩.০০	০.০০
৮৫	বিএ-৬৪১৩ মেজর নাজমুস শাকিব বিন শামস এফ-৩, ওপিএস-১, পাতা-৪৪	যুক্তরাষ্ট্র ০৭.১২.২০১৫-১১.১২.২০১৫	১৩৫২৭৫৫.০০	০.০০
৮৬	বিএ-১০০৮২৭ লেঃ কর্নেল মোঃ ইসমাইল হোসেন এফ-৩, ওপিএস-১, পাতা-৫৩	চীন ১২.১১.২০১৫-১৪.১১.২০১৫	৩০৪৫৮.০০	০.০০
৮৭	বিএ-৫১০৫ লেঃ কর্নেল ফারুক আহমদ মজুমদার এফ-৩, ওপিএস-১, পাতা-৫৪	তুরস্ক এবং গ্রীস ১৫.১১.২০১৫-২৫.১১.২০১৫	৪৫৮৮৯৫.০০	০.০০
৮৮	বিএ-৭৭৮৫ মেজর সোনিয়া আফরোজ এফ-৩, ওপিএস-১, পাতা-৬৮	মনুস্ক (কঙ্গো) ২১.১১.২০১৫-২৬.১১.২০১৫	৩৩০৩৭৮.০০	০.০০
৮৯	বিএ-৮৫৯৬ লেফটেন্যান্ট রাশেদুল ইসলাম এফ-৩, ওপিএস-১, পাতা-৬৯	সৌদি আরব ২২.১১.২০১৫-২৬.০৫.২০১৬	১০২৯৯২৬.০০	০.০০
			২৩০৭৮৯২৩.৫০	২৪৭৬৭.৬০

ক্রঃনং	বিএ নম্বর, পদবী ও নাম	ভ্রমণের দেশ ও সময়	অগ্রিম টাকা	রেমিটেন্স
		পূর্ব পৃষ্ঠার জের	২৩০৭৮৯২৩.৫০	২৪৭৬৭.৬০
৯০	বিএ-৫২১১ লেঃ কর্নেল মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন এফ-৩, ওপিএস-১, পাতা-৭৮	ভারত ০৯.০৯.২০১৫-১০.০৯.২০১৫	১৯৮৭৫.০০	০.০০
৯১	বিএ-৬০৫৫ মেজর এসএম বদরুল হাসান শামীম এফ-৩, ওপিএস-১, পাতা-৯৮	সিঙ্গাপুর ১৪.০১.২০১৬-২২.০১.২০১৬	২৩৮৩২৭.০০	০.০০
৯২	বিএ-৬৯৯৮ মেজর এজিএম রাশেদুজ্জামান রাজীব এফ-৩, ওপিএস-১, পাতা-১১২	পাকিস্তান ১৮.০১.২০১৬-০৩.০৬.২০১৬	৬৭৩১৯২.০০	০.০০
৯৩	বিএ-১০০২১৩ মেজর জেনারেল রবিউল হোসেন এফ-৩, ওপিএস-১, পাতা-১১৭	ভারত ১১.০২.২০১৬-১৪.০২.২০১৬	১৭৩১১৩.০০	০.০০
৯৪	বিএ-৬১৬৭ মেজর মোঃ গোলাম মাবুদ হাসান এফ-১, ওপিএস-২, পাতা-১৫	যুক্তরাষ্ট্র ১০.১০.২০১৩-১৫.১১.২০১৩	১৫৫৯০৬.০০	০.০০
৯৫	বিএ-৬০৫৭ মেজর এ এস এম মশিউল আলম এফ-১, ওপিএস-২, পাতা-৩২	ভারত ০২.০১.২০১৪-২৭.০১.২০১৪	১০৪৬০৪.০০	০.০০
৯৬	বিএ-৫১৬৫ নূরুল কবীর এফ-১, ওপিএস-২, পাতা-৪৬	চীন ২১.০২.২০১৪-২৫.০২.২০১৪	২১৮৯৯২.০০	০.০০
৯৭	বিএ-৪৪৩৭ মেজর সাইফুল পাশা এফ-১, ওপিএস-২, পাতা-৪৯	চীন ২১.০২.২০১৪-০৪.০৩.২০১৪	৩০৪৩৭১.০০	০.০০
৯৮	বিএ-০০৩২৯ মেজর জাহানারা আখতার এফ-১, ওপিএস-২, পাতা-৫৪	ভারত ০১.০৪.২০১৪-৩০.০৯.২০১৪	৩২২০৩১.০০	০.০০
৯৯	বিএ-৬৯১৬ মেজর এম এ আল মাহমুদ ভুইয়া এফ-১, ওপিএস-২, পাতা-৫৯	সুদান ০২.০৪.২০১৪-০৮.০৪.২০১৪	২৫২৪৬৫.০০	০.০০
		মোট	২,৫৫,৪১,৭৯৯.৫০	২৪৭৬৭.৬০

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৩২)

এপি নং-১৪৪৫২; (আপত্তি-২৫০)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

বিএ-৬১৮৬ মেজর মোঃ মনিরুল ইসলাম কর্তৃক লিসবন পর্তুগালে প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন উপলক্ষ্যে যথাযথ হোটেল বিল ছাড়াই হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা পরিশোধে সরকারি ক্ষতি টাকা ১,৭২,৮৬০

এএফডি এর ০৭.০১.২০১৪ তারিখের ৩৮৮ সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে শিরোনামভুক্ত কর্মকর্তা ডিজিডিপি এর চুক্তির আওতায় ক্রয়কৃত Field Telephone Exchange এর প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শনের নিমিত্ত অনুমোদিত সময় ০৩.০২.২০১৪ হতে ০৭.০২.২০১৪ তারিখ পর্যন্ত ০৫ দিনের স্থলে যাতায়াত সময়সহ ০১.০২.২০১৪ হতে ০৯.০২.২০১৪ পর্যন্ত ৯ দিন লিসবনে সফর করেন। তিনি দুবাইতে ০১.০২.২০১৪ ও ০৯.০২.২০১৪ এবং লিসবনে ০২.০২.২০১৪ ও ০৮.০২.২০১৪ তারিখ বাধ্যতামূলক অবস্থান দেখিয়ে হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা দাবী করেন। দুবাই ও লিসবনের ৫টি হোটেল বিল দাখিল করেন যার গেটআপ, লিখন ইত্যাদি একই প্রকৃতির। ইউরোপিয়ান কোন দেশের মানসম্মত হোটেলে বিলের প্রকৃতি এরকম হয় না। অর্থাৎ পূর্ণহারে হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে কৃত্রিম হোটেল বিল দাখিল করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান। যথাযথ হোটেল বিল ব্যতীত হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রাপ্য নয়। তবে সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য। অপরদিকে ০১.০২.২০১৪ হতে ০৯.০২.২০১৪ পর্যন্ত ০৮ রাত্রির জন্য ০৮ দিনের দৈনিক ভাতা প্রাপ্য কিন্তু পরিশোধ করা হয়েছে ৮.৫ দিনের দৈনিক ভাতা। সুতরাং তাঁকে অতিরিক্ত পরিশোধিত অর্থের হিসাব নিম্নরূপঃ

গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
হোটেল ভাড়া ভিতিৎক দৈনিক ভাতা ৮.৫দিন× মাঃ ডঃ ৩৩৭.০০=মাঃ ডঃ ২৮৬৪.৫০	সর্বসাকুল্য ভাতা ৮ দিন×মাঃ ডঃ ১৭৮.০০= মার্কিন ডলার ১৪২৪.০০	মাঃ ডঃ ১৪৪০.৫০

বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করার কারণে অতিরিক্ত গৃহিত মর্মে গণ্য দৈনিক ভাতা বৈদেশিক মুদ্রাতেই ফেরতযোগ্য। নতুবা দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হারের দেড়গুণ হিসাবে টাকা ১,৭২,৮৬০.০০ (মাঃ ডঃ ১৪৪০.৫০×টাকা ৮০×১.৫ গুণ) আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৩৩)

এপি নং-১৪৪৫৫; (আপত্তি-১১৬)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

Dairy Plant (Project 15 Ton) ১টি ক্রয়ের প্রাক জাহাজীকরণ উপলক্ষ্যে ১ দিনের অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ টাকা ১,৬৭,০৪০

এএফডি এর ১৩.০৭.২০১৪ তারিখের ৮০৬ সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে ডিজিডিপি চুক্তি নং-২১৪.৮১০.১২ তারিখ ২৬.০৬.২০১৩ এর মাধ্যমে ক্রয়কৃত ১টি Dairy Plant (Project 15 Ton) এর প্রাক জাহাজীকরণ উপলক্ষ্যে ১৯.০৯.২০১৪ হতে ২৪.০৯.২০১৪ তারিখ পর্যন্ত নিম্নোক্ত ০৪ জন সেনা কর্মকর্তা নেদারল্যান্ড সফর করেনঃ

(১) বিএ-৩২১৭ ব্রিঃ জেনারেল মোঃ আব্দুস সোবহান চৌধুরী
(২) বিএ-২৪৯৩ কর্ণেল মোঃ সায়ফুল্লাহ আনছারী
(৩) বিএ-৪৮৯৮ মেজর ফেরদৌস আহমদ, ইএমই
(৪) বিএ-৭২৫০ ক্যাপ্টেন মোঃ রাশেদুল ইসলাম, ইএমই।

বিএ-৩২১৭ ব্রিঃ জেনারেল মোঃ আব্দুস সোবহান চৌধুরীর ভ্রমণ ভাতার বিল যাচাই করে দেখা যায় যে, তিনি অতিরিক্ত ১ দিনের দৈনিক ভাতা গ্রহণ করেছেন। যেমন-তিনি ১৮.০৯.২০১৪ তারিখ অপরাহ্নে নেদারল্যান্ড পৌছেন এবং ফেরার জন্য ২৪.০৯.২০১৪ তারিখ দুপুর ১২:০০ ঘটিকায় আমস্টারডাম বিমান বন্দর হতে ফ্লাই করেন। সুতরাং তিনি ১৮.০৯.২০১৪ তারিখ দিবাগত রাত হতে ২৩.০৯.২০১৪ পর্যন্ত মোট ০৬ (ছয়) রাত্রি অবস্থান করেন। সুতরাং ০৬ দিনের দৈনিক ভাতা প্রাপ্য কিন্তু গ্রহণ করেছেন ০৭ দিনের। অতএব, অতিরিক্ত ১ দিনের (২৪.০৯.২০১৪) দৈনিক ভাতা হিসাবে মাঃ ডঃ ৩৮১ গ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য যে, ২৪.০৯.২০১৪ তারিখের হোটেল বিল পরিশোধের বিষয় হোটেল বিলে উল্লেখ থাকলেও তিনি প্রাপ্য নয় কারণ ঐ দিন রাত্রি যাপনের ঘটনা ঘটে নাই এমনকি ঐ দিন দুপুর ১২:০০ ঘটিকার পূর্বেই হোটেল ত্যাগ করেছেন।

প্রতিনিধিদলের অন্যান্যরাও একইরূপভাবে অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়। অতএব, অন্যদের প্রতিজনের নিকট হতে আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ মাঃ ডঃ ৩৩৭। আলোচ্য কর্মকর্তাগণ দৈনিক ভাতা বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করেছিলেন বিধায় অতিরিক্ত গৃহিত অর্থ বৈদেশিক মুদ্রাতেই ফেরতযোগ্য। নতুবা অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদ ২৫ অনুযায়ী দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান হার অনুযায়ী দেড়গুণ হারে ১নং ক্রমিকে বর্ণিত কর্মকর্তার নিকট হতে (৩৮১×৮০×১.৫) টাকা ৪৫,৭২০.০০ এবং ক্রমিক নং-২ হতে ৪ এ বর্ণিতদের প্রত্যেকের নিকট হতে (৩৩৭×৮০×১.৫)টাকা ৪০,৪৪০.০০ করে আদায়যোগ্য। সর্বমোট টাকা ৪৫,৭২০.০০+(৪০,৪৪০.০০×৩) =১,৬৭,০৪০ আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৩৪)

এপি নং-১৪৪৫৯; (আপত্তি-১২১)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

তুরস্ক, ফ্রান্স এবং স্পেনে পিক আপের বিভিন্ন মডেলের ওপর মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতঃ প্রমিতকরণে সম্ভাব্যতা যাচাই এর উপনিমিত্ত সফর উপলক্ষ্যে দৈনিক ভাতা অতিরিক্ত গ্রহণ ৩,৪৯,৫৬০

এএফডি এর ১৩.০৭.২০১৪ তারিখের আর্মি/জিও/০৩ সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে পিক আপের বিভিন্ন মডেলের ওপর মাঠপর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতঃ প্রমিতকরণে সম্ভাব্যতা যাচাই এর জন্য নিম্নোক্ত সেনা কর্মকর্তাগণ যাতায়াতসহ ২৩.০৮.২০১৪ হতে ০৬.০৯.২০১৪ পর্যন্ত সময়ে তুরস্ক, ফ্রান্স এবং স্পেন সফর করেন।

১. বিএ-২৫৬৭ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এবিএম গোলাম মুস্তফা-দলনেতা
২. বিএ-৩১২৭ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আব্দুস সোবহান চৌধুরী-সদস্য
৩. বিএ-৪২৮২ লেঃ কর্ণেল মোঃ শাহীনুর আলম-সদস্য।

বিএ-৪২৮২ লেঃ কর্ণেল মোঃ শাহীনুর আলম এর ভ্রমণভাতার বিল যাচাই করে দেখা যায় যে, যাওয়ার পথে ২৩.০৮.২০১৪ তারিখ কুয়ালালামপুরে ১৮:২৫ ঘটিকায় পৌছে ৫ ঘন্টা ১৫ মিনিট পর ২৩:৪০ ঘটিকায় ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা হয়। সুতরাং ২৩.০৮.২০১৪ ও ২৪.০৮.২০১৪ তারিখ কুয়ালালামপুরে বাধ্যতামূলক অবস্থানের ঘটনা ঘটে নাই। পাসপোর্টেও ২৩.০৮.২০১৪ ও ২৪.০৮.২০১৪ তারিখ কুয়ালালামপুরে অবস্থানের কোন প্রমাণ নাই।

(২) ফিরতি পথে সর্বশেষ দেশ তুরস্ক হতে ০৬.০৯.২০১৪ তারিখ ১৮.২০ ঘটিকায় ফ্লাইটে ঢাকার উদ্দেশ্যে ফ্লাই করা হয়। সুতরাং ০৬.০৯.২০১৪ তারিখ তুরস্কে বাধ্যতামূলক অবস্থান বলে গণ্য করা হবে না।

(৩) ফ্রান্সের ২৫.০৮.২০১৪ হতে ২৯.০৮.২০১৪ তারিখ পর্যন্ত সময়ের স্পেনে ৩০.০৮.২০১৪ হতে ০২.০৯.২০১৪ তারিখ পর্যন্ত সময়ের হোটেল বিল দেয়া হয়েছে বিধায় তুরস্কে ০৩.০৯.২০১৪ হতে ০৫.০৯.২০১৪ পর্যন্ত হোটেল বিল প্রদেয়। ০৬.০৯.২০১৪ তারিখ ফ্লাই করা হয়েছে বিধায় ঐ তারিখের হোটেল বিল প্রদেয় নয়, দৈনিক ভাতাও প্রাপ্য নয়।

(৪) অর্থাৎ ২৫.০৮.২০১৪ হতে ০৫.০৯.২০১৪ পর্যন্ত ১২ দিনের দৈনিক ভাতা প্রাপ্য কিন্তু গ্রহণ করা হয়েছে ১৫ দিনের হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা। অর্থাৎ কুয়ালালামপুরে ২৩.০৮.২০১৪ ও ২৪.০৮.২০১৪ তারিখ ২দিনের এবং তুরস্কে ০৬.০৯.২০১৪ তারিখ ১ দিনের মোট ৩দিনের মাঃ ডঃ ৮৮৩ (কেএল মাঃ ডঃ ৫৪৬+ইস্তাম্বুল মাঃ ডঃ ৩৩৭) বেশী গ্রহণ করা হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম বিধায় বৈদেশিক মুদ্রাতেই ফেরত অথবা দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হার এর দেড়গুণ হিসাবে টাকা ১,০৫,৯৬০.০০ (মাঃ ডঃ ৮৮৩×৮০×১.৫) ফেরতযোগ্য।

একইভাবে অন্য ২ জন কর্মকর্তা কর্তৃক দৈনিক ভাতা গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। তাই ২ জন ব্রিঃ জেনারেল পর্যায়ের কর্মকর্তার নিকট হতে মাঃ ডঃ ১০১৫ (কেএল ৩১৭×২+ইস্তাম্বুল ৩৮১) করে ২০৩০ মার্কিন ডলার আদায়যোগ্য। বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম বিধায় বৈদেশিক মুদ্রাতেই ফেরত অথবা দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হার এর দেড়গুণ হিসাবে প্রতিজনের নিকট হতে টাকা ১,২১,৮০০.০০ (মাঃ ডঃ ১০১৫×৮০×১.৫×২) করে টাকা ২,৪৩,৬০০.০০ আদায়যেগ্য।

অর্থাৎ সর্বমোট টাকা ৩,৪৯,৫৬০.০০ (১,০৫,৯৬০+২,৪৩,৬০০) আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৩৫)

এপি নং-১৪৪৬৪; (আপত্তি-১২৭)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

বিএ-৩৯৭৩ লেঃ কর্ণেল মহিউদ্দিন মোঃ জাবেদ এবং বিএ-৪৪৩৫ লেঃ কর্ণেল মোঃ রেজাউল হাসান কর্তৃক দোহাতে সফর উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত ২ দিনের দৈনিক ভাতা গ্রহণ টাকা ১,৬১,৭৬০

এএফডি এর ১৯.১০.২০১৪ তারিখের ৩২৪৪ সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে দোহা কাতারে ০১.১১.২০১৪ হতে ০৪.১১.২০১৪ পর্যন্ত ০৪ দিন টিচার্স ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম আয়োজনের নিমিত্ত সফর উপলক্ষ্যে শিরোনামভুক্ত কর্মকর্তাদ্বয় প্রাপ্যের অতিরিক্ত ২ দিনের হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ করেছেন। সেনাসদর,এসডি পরিদপ্তরের ২২.১০.২০১৪ তারিখের পত্রে ৩১.১০.২০১৪ ও ০৫.১০.২০১৪ তারিখ ০২ দিন দোহাতে বাধ্যতামূলক অবস্থান দেখানো হলেও ফ্লাইট আইটিনারী ও বোডিং পাস হতে দেখা যায় যে, বিএ-৩৯৭৩ লেঃ কর্ণেল মহিউদ্দিন মোঃ জাবেদ দোহাতে ০২.১১.২০১৪ তারিখে পূর্বাহ্নে গমণ করেন এবং ০৭.১১.২০১৪ তারিখ পুর্বাহ্নেই দোহা ত্যাগ করেন। আবার হোটেল বিলেও ০২.১১.২০১৪ তারিখে আগমন ও ০৬.১১.২০১৪ তারিখ প্রস্থান দেখিয়ে ৪ দিনের হোটেল ভাড়া নেয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি ০৬ দিনের হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ভাতা গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ ০২ দিনের জন্য তিনি (৩৩৭ মাঃ ডঃ×২ দিন)=মাঃ ডঃ ৬৭৪.০০ গ্রহণ করেন। তার সংগে যাওয়া অপর কর্মকর্তা একইরূপ ভাবে অতিরিক্ত গ্রহণ করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়। বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করার কারণে অতিরিক্ত গ্রহণ মর্মে গণ্য অর্থ বৈদেশিক মুদ্রাতেই ফেরতযোগ্য বা দেশীয় মুদ্রায় দেড় গুণ হারে প্রতিজনের নিকট হতে টাকা ৮০,৮৮০.০০ করে (৬৭৪×৮০×১.৫ গুণ×২) মোট টাকা ১,৬১,৭৬০

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৩৬)

এপি নং-১৪৪৬৬; (আপত্তি-১২৯)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

সেনা কর্মকর্তাগণ কর্তৃক অষ্ট্রেলিয়া ও মালয়েশিয়া সফর উপলক্ষ্যে সর্বসাকুল্য ভাতার পরিবর্তে অসংগতিপূর্ণ হোটেল বিল দাখিল করে হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণের কারণে অতিরিক্ত গ্রহণ টাকা ৩,২১,৭৮১ ।

এএফডি এর ২২.০২.২০১৫ তারিখের ৪৪৪ সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে ২৪.০৩.২০১৫ হতে ০৩.০৪.২০১৫ পর্যন্ত সময়ে বিষয়োক্ত দেশে VHF রেডিও সেট সেনাবাহিনীর সিগন্যালস বেস ওয়ার্কশপে প্রস্তুতকরনের লক্ষ্যে ফ্যাক্টরী পরিদর্শনের জন্য নিম্নোক্ত সেনা কর্মকর্তাগণ সফর করেনঃ

(ক) বিএ-২৪২৬ ব্রিঃ জেনারেল আখতারোজ্জামান সিদ্দিকী,পিএসসি,টিই-দলনেতা
(খ) বিএ-৪১৯০ লেঃ কর্ণেল এবিএম হুমায়ুন কবির,পিএসসি, টিই,সিগন্যালস-সদস্য
(গ) বিএ-৪২৯৪ লেঃ কর্ণেল মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, পিএসসি, টিই, সিগন্যালস-সদস্য
(ঘ) বিএ-৫০৩৬ লেঃ কর্ণেল গাজী নাহিদুজ্জামান, পিএসসি, সিগন্যালস-সদস্য
(ঙ) বিএ-৫৪০০ লেঃ কর্ণেল এস এম সলিমুল্লাহ সেলিম, পিএসসি, সিগন্যালস-সদস্য

এএফডির পত্রের মর্মানুযায়ী অষ্ট্রেলিয়া ও মালয়েশিয়াতে ৮ দিনের পরিদর্শন। (খ) ক্রমিকে বর্ণিত কর্মকর্তার বিল হতে দেখা যায় যে, ঐ পত্রের সময়সূচী অনুযায়ী ভ্রমণ না করে ২৪.০৩.২০১৫ হতে ০২.০৪.২০১৫ তারিখের ১০ দিনের পরিদর্শন দেখানো হচ্ছে কিন্তু এর সমর্থনে সংশোধিত কোন আদেশ পাওয়া যায়নি। এএফডি এবং সেনাসদরের আদেশের মূল ভাষ্য হলো গন্তব্যস্থলে পৌছার পর দিন থেকে অষ্ট্রেলিয়াতে ৫ দিন অর্থাৎ ২৪.০৩.২০১৪ তারিখে অষ্ট্রেলিয়াতে পৌছলে ২৫.০৩.২০১৪ হতে ২৯.০৩.২০১৪ পর্যন্ত এবং মালয়েশিয়াতে ৩০.০৩.২০১৪ হতে ০১.০৪.২০১৪ পর্যন্ত ৩ দিন মোট ৮ দিন পরিদর্শন সময়। ২৪.০৩.২০১৪ (যাওয়ার জন্য) এবং ০২.০৪.২০১৪ (ফেরার জন্য) যাতায়াত সময়। নিয়মানুযায়ী দৈনিক ভাতার জন্য পৌছার দিন গণনা করা হলে ফেরত যাত্রার দিন গণনা থেকে বাদ যাবে। সুতরাং আলোচ্য ক্ষেত্রে পরিদর্শনের জন্য ০৮ দিন এবং যাতায়াতের জন্য ০১ দিন মোট ০৯ দিনের দৈনিক ভাতা প্রাপ্য। এছাড়া যাচাই করে দেখা যায় যে, হোটেল বিলগুলির মধ্যে পার্থের জন্য গোলাপী কাগজে সিডনীর ক্ষেত্রে সবুজ কাগজে এবং মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে হলুদ কাগজে যে প্রকৃতির হোটেল বিল দাখিল করা হয়েছে তা প্রকৃত হোটেল বিল যে রূপ হয় সেরূপ নয়। হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ভাতা গ্রহনের জন্য আসল/মূল (Geniune/Original) হোটেল বিল আবশ্যক। আলোচ্য ক্ষেত্রে বিলগুলি কৃত্রিম বলে প্রতীয়মান হওয়ায় যথাযথ ভাউচার ছাড়াই দাবী করায় হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রাপ্য নয়। তবে সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য। অতএব, আলোচ্য কর্মকর্তা কর্তৃক অতিরিক্ত গ্রহণের হিসাব নিম্নরূপঃ

ক্রনং	গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
১	অস্ট্রেলিয়াঃ হোটেল ভাড়া (নগদভাতাসহ) অস্ট্রেলিয়া ২৫.০৩.২০১৫ হতে ৩০.০৩.২০১৫ পর্যন্ত ৬ (ছয়) দিন মাঃ ডঃ ৩৩৭×৬×৭৭.৮০=টাকা ১,৫৭,৩১১.৬০	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য অর্থাৎ ৬দিন×২৪৬মাঃ ডঃ ×৭৭.৮০=টাকা ১,১৪,৮৩২.৮০	৪২,৪৭৮.৮০
২	মালয়েশিয়াঃ হোটেল ভাড়া (নগদভাতাসহ) মালয়েশিয়া ৩০.০৩.২০১৫ হতে ০২.০৪.২০১৫ পর্যন্ত ৪ (চার) দিন মাঃ ডঃ ২৭৩×৪×৭৭.৮০=টাকা ৮৪,৯৫৭.৬০	সর্বসাকুল্য ভাতা ৪দিন×১৫১ মাঃ ডঃ× ৭৭.৮০ = টাকা ৪৬,৯৯১.২০	৩৭,৯৬৬.৪০
			৮০,৪৪৫.২০

একইরূপ ঘটনা অন্যান্য লেঃ কর্ণেল পদমর্যাদার সেনা কর্মকর্তাগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অতএব, একই পদমর্যাদার সকলের নিকট মোট আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ টাকা (৮০,৪৪৫.২০×৪) = ৩,২১,৭৮০.৮০

অনুচ্ছেদ-১
পরিশিষ্ট-১(৩৭)
এপি নং-১৪৪৬৭; (আপত্তি-১৩১)
ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

চীনে প্রাকজাহাজীকরণ উপলক্ষ্যে সফরকারীগণ কর্তৃক অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ করা হয়েছে টাকা ৪,৮৬,৯৬০.

এএফডি এর ০২.০৩.২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ৪৫৫ সংখ্যক পত্রের বরাতে ডিজিডিপি চুক্তি নং-২১৮.০১৫.১৩, তারিখ ২৪.০৬.২০১৪ এর মাধ্যমে ক্রয়কৃত NIV Carts ক্রয় উপলক্ষ্যে যাতায়াত সময় ব্যতীত ০৮.০৩.২০১৫ হতে ১০.০৩.২০১৫ পর্যন্ত ০৩ দিন প্রাক-জাহাজীকরণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ৪ জন সেনা কর্মকর্তা/সদস্য চীন সফর করেন।

১। বিএ-৫৮৭৪ মেজর আলীম চৌধুরী
২। বিএ-৭৭৮৫ ক্যাপ্টেন সোনিয়া আফরোজ
৩। বিএ-৫৯৭৯ মেজর মোহাম্মদ মেহেদী হাসান
৪। বিএ-৮০৫৮ ক্যাপ্টেন মোঃ তৌহিদুল হাসান

তন্মধ্যে বিএ-৭৭৮৫ ক্যাপ্টেন (বর্তমানে মেজর) সোনিয়া আফরোজের ভ্রমণ ভাতা বিলে দেখা যায়ঃ

(১) ১ দিনের অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ। আলোচ্য ক্ষেত্রে ০৭.০৩.২০১৫ তারিখ দিবাগত রাত ১০:১৫ ঘটিকায় চনকুইং বিমান বন্দরে এ্যারাইভাল হয় এবং ১২.০৩.২০১৫ তারিখ কুনমিং হতে দুপুর ১২:৩৫ ঘটিকায় ডিপারচার হয়। অর্থাৎ ০৭.০৩.২০১৫ হতে ১২.০৩.২০১৫ পর্যন্ত ০৫ (পাঁচ) রাত্রি অবস্থান করা হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের বৈদেশিক ভ্রমণভাতা সম্বলিত ২২১(১০০০) স্মারকের অনুচ্ছেদ-৮(ক) মোতাবেক প্রতি রাত্রির জন্য ১ দিনের দৈনিক ভাতা প্রাপ্য কিন্তু আলোচ্য কর্মকর্তাগণ ০৫ (পাঁচ) রাত্রির জন্য ০৬ দিনের দৈনিক ভাতা গ্রহণ করেছেন।

(২) ত্রুটিপূর্ণ হোটেল বিল দাখিলঃ হোটেল বিল হতে দেখা যায় যে, চনকুইং এ ০৭.০৩.২০১৫ হতে ১১.০৩.২০১৫ পর্যন্ত ০৪ (চার) রাত্রি অবস্থান করা হলেও ০৫ (পাঁচ) রাত্রির ভাতা পরিশোধ দেখানো হয়েছে। এছাড়া চনকুইং এবং কুনমিং হোটেল বিলের লিখন একই রকম। একই ব্যক্তির টাইপ ও প্রিন্ট এর অকাট্য প্রমাণ হলো উভয় বিলে বানানটি ভুল হলেও Arival লেখা হয়েছে। অর্থাৎ হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দাবি প্রাপ্তির লক্ষ্যে কৃত্রিম (Fake) হোটেল বিল দাখিল করা হয়েছে। যথাযথ বিল না হলে হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রাপ্য নয়। সেক্ষেত্রে সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য। অতএব, প্রত্যেকে নিম্নোক্ত হিসাব অনুযায়ী দৈনিক ভাতা হিসাবে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করেছেন।

গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
মেজর পদবীরঃ		
০৭.০৩.২০১৫ হতে ১২.০৩.২০১৫ পর্যন্ত ০৬ দিন× দৈনিক হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ভাতা (নগদ ভাতাসহ) ৩৩৭মাঃ ডঃ×৬দিন=মাঃ ডঃ২০২২.০০	০৭.০.২০১৫ হতে ১২.০৩.২০১৫ পর্যন্ত ০৫ রাত্রি বিধায় ০৫ রাত্রির জন্য এবং হোটেল বিল যথাযথ না হওয়ায় সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য অর্থাৎ ১৭৮×৫দিন= মাঃ ডঃ ৮৯০.০০	মাঃ ডঃ ১১৩২.০০
ক্যাপ্টেন পর্যায়েরঃ		
০৭.০.২০১৫ হতে ১২.০৩.২০১৫ পর্যন্ত ০৬ দিন× দৈনিক হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ভাতা (নগদ ভাতাসহ) ২৮৭×৬দিন=মাঃ ডঃ ১৭২২.০০	০৭.০.২০১৫ হতে ১২.০৩.২০১৫ পর্যন্ত ০৫ রাত্রি বিধায় ০৫ রাত্রির জন্য এবং হোটেল বিল যথাযথ না হওয়ায় সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য অর্থাৎ ৫×১৬৫= মাঃ ডঃ ৮২৫.০০	মাঃ ডঃ ৮৯৭.০০

দৈনিক ভাতা বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করায় অতিরিক্ত গৃহিত বৈদেশিক মুদ্রাতেই ফেরতযোগ্য। নতুবা অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদ ২৫ অনুযায়ী দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান হার অনুযায়ী দেড়গুণ হারে আদায়যোগ্য। মেজর পর্যায়ের কর্মকর্তা ২ জনের নিকট হতে (১১৩২×৮০×১.৫×২) টাকা ২,৭১,৬৮০.০০+ ক্যাপ্টেন পর্যায়ের ২ জনের নিকট হতে (৮৯৭×৮০×১.৫×২) টাকা ২,১৫,২৮০.০০ মোট টাকা ৪,৮৬,৯৬০.০০ আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৩৮)

এপি নং-১৪৪৬৮; (আপত্তি-১৩৩)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

১১ (এগার) সদস্য বিশিষ্ট লজিষ্টিক রেকী ও সার্ভে দলের মোনুস্ক (ডিআর কঙ্গো) গমনাগমণের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ টাকা ২২,৩৬,৪৪০

এএফডি এর ২৬.০৬.২০১৪ খ্রিঃ তারিখের ২৬৪৩/অপস/এফএ/মোনাক সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে শিরোনামভুক্ত নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণকে ৩০.০৬.২০১৪ হতে ০৯.০৭.২০১৪ পর্যন্ত ১০ দিনের জন্য মোনুস্ক গমনাগমণের অনুমতি প্রদান করা হয়।

(১) বিএ-৩৩৫০ কর্ণেল মোস্তাফিজুর রহমান-দলনেতা
(২) বিএ-৩৮৫৫ লেঃ কর্ণেল আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
(৩) বিএ-৪০০৯ লেঃ কর্ণেল মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন
(৪) বিএ-৪৩১৬ লেঃ কর্ণেল মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম
(৫) বিএ-৫৬৩২ মেজর এ কে এম হাসিবুল হোসেন নবী
(৬) বিএ-৫৬৫২ মেজর মোঃ ইসমাইল হোসেন
(৭) বিএ-৫৭২৫ মেজর মোহাম্মদ ফয়সল হাসান খান
(৮) বিএ-৫৯৫৫ মেজর বোরহান উদ্দিন মাহমুদ
(৯) বিএ-৬১২৯ মেজর শেখ মুহম্মদ আনোয়ারুল হক সুমন
(১০) বিএ-৭১৪৩ ক্যাপ্টেন গাজী মোঃ শফিউল আলম
(১১) বিএ-৭১৮২ ক্যাপ্টেন রাইসুল ইসলাম

উক্ত কর্মকর্তাগণের মধ্যে ৬ নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত সেনা কর্মকর্তার ভ্রমণ ভাতার বিল যাচাই করে দেখা যায় যেঃ

(১) ১ দিনের অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ ফ্লাইট আইটিনারী এবং পাসপোর্টের ইমিগ্রেশন সীল থেকে দেখা যায় যে, বিমানযোগে ৩০.০৬.২০১৪ তারিখ Entebee এয়ারপোর্টে ১৩:০৫ ঘটিকায় আগমন হয়। এবং ফেরার ক্ষেত্রে উক্ত বিমান বন্দর হতে ১১.০৭.২০১৪ তারিখ ১৭:৫০ ঘটিকায় ফ্লাই করে দোহা হয়ে (২৩:১৫ ঘটিকা-১৭:৪০ ঘটিকা) ১৩.০৭.২০১৪ তারিখে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন। সুতরাং ৩০.০৬.২০১৪ হতে ১১.০৭.২০১৪ পর্যন্ত ১২ দিন। কিন্তু গ্রহণ করা হয়েছে ১৩ দিনের হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা।

(২) দাখিলকৃত হোটেল বিল ত্রুটিপূর্ণ। Entebee থেকে ১১.০৭.২০১৪ তারিখ যাত্রা করা হলেও Entebee Airport Hotel নামক হোটেলে ১২.০৭.২০১৪ তারিখ পর্যন্ত ৩ দিনের হোটেল ভাড়ার বিল দাখিল করা হয়েছে। এছাড়া Bunia International Hotel হোটেলের ম্যানেজার ও একাউন্টেন্টের এবং Entebee Airport Hotel এর ম্যানেজার ও একাউন্টেন্টের স্বাক্ষর একই যা প্রকৃত হোটেল বিলের ক্ষেত্রে ঘটতে পারে না। কৃত্রিম হোটেল বিল বিধায় লিখনে এমন বিচ্যুতি সংঘটিত হয়েছে। আসল হোটেল বিল না হওয়ার কারণে হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রাপ্য নয়। তবে সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য। অতএব, উপরে বর্ণিত ১১ জন সেনা কর্মকর্তার ক্ষেত্রে আদায়যোগ্য টাকার বিবরণ নিম্নরূপঃ

বিবরণ	গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
ক্রঃনং-০১ হতে ০৯	৩০.০৬.২০১৪ হতে ১২.০৭.২০১৪ পর্যন্ত ১৩ দিনের হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ভাতা (নগদভাতাসহ) মাঃ ডঃ ২৭৩×১৩ দিন=মাঃ ডঃ ৩৫৪৯.০০	হোটেল বিল যথাযথ না হওয়ায় সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য তবে ১২ দিনের অর্থাৎ মাঃ ডঃ ১৫১×১২দিন=মাঃ ডঃ ১৮১২.০০	মাঃ ডঃ ১৭৩৭.০০
ক্রঃনং-১০ ও ১১	৩০.০৬.২০১৪ হতে ১২.০৭.২০১৪ পর্যন্ত ১৩ দিনের হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ভাতা (নগদভাতাসহ) মাঃ ডঃ ২৪২×১৩ দিন=মাঃ ডঃ ৩১৪৬.০০	হোটেল বিল যথাযথ না হওয়ায় সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য তবে ১২ দিনের অর্থাৎ মাঃ ডঃ ১৩৭×১২দিন=মাঃ ডঃ ১৬৪৪.০০	মাঃ ডঃ ১৫০২.০০

বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করা হয়েছে বিধায় অতিরিক্ত গৃহিত অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় ফেরতযোগ্য। দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান হার অনুযায়ী দেড়গুণ হারে আদায়যোগ্য। অতএব, ক্রমিক ১ হতে ৯ পর্যন্ত সেনা কর্মকর্তাগণের নিকট হতে আদায়যোগ্য (১৭৩৭×৯) = মাঃ ডঃ ১৫৬৩৩.০০ বা টাকা ১৮,৭৫,৯৬০.০০ (১৫৬৩৩.০০×৮০.০০×১.৫) এবং ১০ ও ১১ ক্রমিকে বর্ণিত ২ জনের নিকট হতে আদায়যোগ্য মাঃ ডঃ ৩০০৪.০০ (১৫০২×২) বা টাকা ৩,৬০,৪৮০.০০(৩০০৪×৮০.০০×১.৫)। মোট আদায়যোগ্য (১৮,৭৫,৯৬০.০০+৩,৬০,৪৮০.০০) টাকা ২২,৩৬,৪৪০।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৩৯)

এপি নং-১৪৪৭৩; (আপত্তি-১৩৯)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

তুরস্কে International Defence Industry Fair (IDEF)-2015 তে যোগদান উপলক্ষ্যে কর্মকর্তাগণ কর্তৃক ত্রুটিপূর্ণ হোটেল বিল দাখিল এবং ১ দিনের অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ টাকা ১,৫২,৭৬০

এএফডি এর ২৯.০৪.২০১৫খ্রিঃ তারিখের ৫৯১ সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে তুরস্কে ০৫.০.২০১৫ হতে ০৮.০৫.২০১৫ পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত বিষয়োক্ত মেলায় সেনাবাহিনী হতে ১ জন মেজর জেনারেল, ১ জন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এবং ১ জন কর্ণেল যোগদান করেন। তাদের ভ্রমণ ভাতার বিল যাচাই করে দেখা যায় যে, ফ্লাইট আইটিনারী হিসাবে বিমানযোগে ০৪.০৫.২০১৫ তারিখ ১১:৪০ ঘটিকায় ইস্তাম্বুল বিমান বন্দরে পৌছান হয় এবং ০৯.০৫.২০১৫ তারিখ ১৮:২০ ঘটিকায় ইস্তাম্বুল বিমান বন্দর থেকে যাত্রা করা হয়। সুতরাং ০৪.০৫.২০১৫ হতে ০৯.০৫.২০১৫ পর্যন্ত ০৫ দিনের দৈনিক ভাতা প্রাপ্য। ০৪.০৫.২০১৫ তারিখ অপরাহ্ন ১৪:০০ ঘটিকায় হোটেলে Check in করায় ঐ দিনের দৈনিক ভাতা প্রাপ্য নয়। কিন্তু বর্ণিত কর্মকর্তারা ৬ দিনের হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ করেন। অর্থাৎ নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণ তাঁদের নামের বিপরীতে উল্লিখিত অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ করেনঃ

বিএ নম্বর, পদবী ও নাম	গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
বিএ-২২২৫ মেজর জেনারেল মোঃ আব্দুস সালাম খান	দৈনিক ভাতা গ্রহণ মাঃ ডঃ ৪১০×৬দিন= মাঃ ডঃ ২৪৬০	দৈনিক ভাতা গ্রহণ মাঃ ডঃ (২৮০+১০১)= ৩৮১×৫দিন = মাঃ ডঃ ১৯০৫	মাঃ ডঃ ৫৫৫.০০ কিংবা দেশীয় মুদ্রায় (৫৫৪×৮০×১.৫) টাকা ৬৬,৬০০
বিএ-৩১৪১ ব্রিঃ জেনারেল আবু ওহাব মোঃ হাফীজুল হক	দৈনিক ভাতা গ্রহণ মাঃ ডঃ ৩৮১×৬দিন= মাঃ ডঃ ২২৮৬	দৈনিক ভাতা গ্রহণ মাঃ ডঃ (২৮০+১০১) = ৩৮১×৫দিন = মাঃ ডঃ ১৯০৫	মাঃ ডঃ ৩৮১.০০ কিংবা দেশীয় মুদ্রায় (৩৮১×৮০×১.৫) টাকা ৪৫,৭২০
বিএ-৩৮৭৫ কর্ণেল মোঃ শহীদুল কবির	দৈনিক ভাতা গ্রহণ মাঃ ডঃ ৩৩৭×৬দিন = মাঃ ডঃ ২০২২	দৈনিক ভাতা গ্রহণ মাঃ ডঃ ৩৩৭×৫দিন= মাঃঢঃ ১৬৮৫	মাঃ ডঃ ৩৩৭.০০ কিংবা দেশীয় মুদ্রায় (৩৩৭×৮০×১.৫) টাকা ৪০,৪৪০.০০
			টাকা ১,৫২,৭৬০.০০

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৪০)

এপি নং-১৪৪৬৯; (আপত্তি-১৩৪)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

জাতিসংঘ প্রতিরক্ষা মিশনে মোতায়েনরত কন্টিনজেন্টসমূহে লজিষ্টিক রেকি ও সার্ভে করার নিমিত্ত ০৭ (সাত) সদস্যের LRS Team এর ইউনোসি সফরকারীগণ কর্তৃক অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ টাকা ১৪,৩৪,৪৭৯

এএফডি এর ০২.১১.২০১৪ খ্রিঃ তারিখের ২৬৪৩/অপস/×/এফএ/ইউনোসিস সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত ৭ জন কর্মকর্তাগণের ভ্রমণসময়সহ ০৫.১১.২০১৪ হতে ১৬.১১.২০১৪ পর্যন্ত শিরোনামভুক্ত সফর করেন।

(১) বিএ-১০০৬৩০ কর্ণেল মোঃ জালাল উদ্দিন-দলনেতা
(২) বিএ-৪২৮৪ কর্ণেল হাসান শাহরিয়ার,পিএসসি-সদস্য
(৩) বিএ-৪৪৬২ লেঃ কর্ণেল মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ,অর্ডন্যান্স-সদস্য
(৪) বিএ-৪৯৫৮ লেঃ কর্ণেল আবুল এহসান,পিএসসি, আর্টিলারী-সদস্য
(৫) বিএ-৫৪৬২ মেজর মোঃ মোস্তারুজজামান, ইএমই
(৬) বিএ-৬০৪৮ মেজর মুহম্মদ আবু বকর মঈন, জি+, আর্টিলারী-সদস্য
(৭) বিএ-৬৬৬১ মেজর মিশকাত বেগম তানিয়া, অর্ডন্যান্স, সদস্য

৬ নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত সেনা কর্মকর্তার ভ্রমণ বিল যাচাই করে দেখা যায় যে, ০৫.১১.২০১৪ তারিখ ঢাকা থেকে রাত্রি ০৯:০৫ ঘটিকায় রওয়ানা হয়ে দুবাইতে ০৬.১১.২০১৪ তারিখে ০০:৪৫ ঘটিকায় (০৫.১১.২০১৪ তারিখ দিবাগত রাত্রে ১২:৪৫) পৌছার পর সেখান থেকে ০৬.১১.২০১৪ তারিখ ০৭:২৫ ঘটিকায় যাত্রা করে অপরাহ্ন ০২:২৫ ঘটিকায় আবিদজানে পৌছানো হয়। এর পর ১৫.১১.২০১৪ তারিখ অপরাহ্ন ০৪:০৫ ঘটিকায় আবিদজান হতে যাত্রা করে ১৬.১১.২০১৪ তারিখ ০৬:০৫ ঘটিকায় দুবাই পৌছে। সেখান থেকে একই তারিখে দুপুর ০১:১৫ ঘটিকায় রওয়ানা হয়ে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করা হয়। সুতরাং আবিদজান হতে অপরাহ্ন ০৪:০৫ ঘটিকায় ফ্লাই করতে হলে আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী ৩ ঘন্টা পূর্বে বিমান বন্দরে পৌছতে হয়। আর ৩ ঘন্টা পূর্বে বিমান বন্দরে পৌছতে হলে ১ ঘন্টা পূর্বেও যদি হোটেল থেকে চেক আউট করা হয় তাহলেও ১৫.১১.২০১৪ তারিখ পূর্বাহ্নেই হোটেল ত্যাগ করতে হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং আবিদজানে ১১ রাত্রি অবস্থান করা হয়েছে বিধায় ১১ দিনের দৈনিক ভাতা প্রাপ্য। সুতরাং আবিদজানের জন্য ১১ রাত্রির পরিবর্তে ১২ দিনের দৈনিক ভাতা গ্রহণ করায় ১ দিনের দৈনিক ভাতা বেশি গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া দুবাইতে এরাইভ্যাল ও ডিপারচারের মধ্যে ৭ ঘন্টা হলেও উভয় ক্ষেত্রে ইমিগ্রেশন ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্নের সময় বাদ দিলে অর্ধ দিবস অবস্থানের সময় থাকে না। অধিকন্তু দুবাইয়ে অবস্থানের জন্য কোন হোটেল বিলও নাই। সর্বোপরি ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী ভ্রমণ সম্পন্ন হওয়ায় কোথাও বাধ্যতামূলক অবস্থানের ঘটনা ঘটে নাই। অর্থাৎ আলোচ্য ক্ষেত্রে কর্মকর্তাগণ ১.৫০ দিনের অধিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ করেছেন। অন্য দিকে দাখিলকৃত হোটেল বিলগুলিতে বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। আবিদজান হোটেলের যে বিল দাখিল করা হয়েছে তার লিখন ৩০.০৬.২০১৪ হতে ০৯.০৭.২০১৪ তারিখ পর্যন্ত মোনুস্কতে (ডিআর কঙ্গো) লজিস্টিক রেকি ও সার্ভে দলের ভ্রমণকারী সেনা কর্মকর্তাগণ কর্তৃক ভ্রমণভাতার বিলের সাথে Entebee Airport Hotel এবং Bunia International Hotel এর যে বিল দাখিল করা হয়েছে তার লিখনের অনুরূপ। শুধু তাই নয় ১৫.১১.২০১৪ তারিখেই আবিদজান ত্যাগ করা হলেও হোটেল বিলে চেক আউট দেখানো হয়েছে ১৬.১১.২০১৪ তারিখ। আসল/মূল (Genuine/Original) হোটেল বিলে এরকম গুরুতর বিচ্যুতি থাকেনা। সুতরাং প্রতীয়মান হয় যে, হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে কৃত্রিম (fake) হোটেল বিল দাখিল করা হয়। অতএব, হোটেল বিল যথাযথ না হওয়ায় হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রাপ্য নয়। সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য। তাই প্রত্যেকে নিম্নোক্ত হিসাব অনুযায়ী অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করেছেনঃ

গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
০৬.১১.২০১৪ হতে ১৬.১১.২০১৪ পর্যন্ত ১২.৫০ দিনের হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা (১২.৫ দিন×মাঃ ডঃ ২৭৩=মাঃ ডঃ ৩৪১২.৫০	হোটেল বিল যথাযথ না হওয়ায় সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য তবে ১১ দিনের অর্থাৎ মাঃ ডঃ ১৫১×১১ দিন= মাঃ ডঃ ১৬৬১	মাঃ ডঃ ১৭৫১.৫০

অতিরিক্ত গৃহিত উক্ত মাঃ ডঃ ১৭৫১.৫০ মার্কিন ডলারেই ফেরতযোগ্য। নতুবা অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক পত্রের অনুচ্ছেদ-২৫ অনুসারে বর্তমান বিনিময় হার এবং এর দেড়গুণ (মাঃ ডঃ ১৭৫১.৫০×৭৮×১.৫) টাকা ২,০৪,৯২৫.৫০ প্রতিজনের নিকট হতে আদায়যোগ্য। সুতরাং ৭ জনের নিকট হতে আদায়যোগ্য টাকা ২,০৪,৯২৫.৫০×৭=টাকা ১৪,৩৪,৪৭৯

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৪১)

এপি নং-১৪৪৭৫; (আপত্তি-১৪১)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

চীন সফরে বিএ-৬২২০ মেজর গোলাম মোহাম্মদ তানভীর আলীসহ ৪ জন কর্মকর্তা কর্তৃক ঢাকা-বেইজিং-ঢাকা ভ্রমণ উপলক্ষ্যে বৈদেশিক ভ্রমণভাতা অতিরিক্ত গ্রহণ টাকা ৯,৫৬,৬৪৪

Refurbished 57MM and 37MM Air Defence Gun System এর কার্যকারিতা পরিদর্শন উপলক্ষে ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে চীন ভ্রমনের ক্ষেত্রে (০৮.০২.২০১৫ হতে ১৪.০২.২০১৫) অতিরিক্ত বৈদেশিক ভ্রমণভাতা গ্রহণ করেছেন টাকা ২,৩৯,১৬১ উক্তবৈদেশিক ভ্রমণভাতা গ্রহণে অনিয়মসমূহ নিম্নরূপঃ

(১) **অধিক বিমান ভাড়া গ্রহণঃ** বিমানযোগে চীনে যাতায়াতের জন্য বিমান ভাড়া টাকা ১,০৪,৫০০.০০ গ্রহণ করা হয়েছে। নভেম্বর-২০১৪ মাসে কর্ণেল মোহাম্মদ আইয়ুব চৌধুরী (বিএ-৩৮৭৬) চীন ভ্রমনের জন্য বিমান ভাড়া বাবদ ৫২,১৯৭.০০ গ্রহণ করেন। প্রমাণক সংযুক্ত (২ পাতা)। অর্থাৎ তিনি (১,০৪,৫০০.০০-৫২,১৯৭.০০)=৫২,৩০৩.০০ অতিরিক্ত গ্রহণ করেছেন।

(২) **দৈনিক ভাতাঃ** কলকাতা হয়ে তিনি বেইজিংয়ে ০৯.০২.২০১৫ তারিখে পৌছেন এবং বেইজিং থেকে ১৫.০২.২০১৫ তারিখ প্রত্যাবর্তন করেন। অথচ হোটেল ভাড়ার যে বিল দাখিল করেছেন তাতে Arrival ও Departure দেখানো হয়েছে ০৮.০২.২০১৫ এবং ১৬.০২.২০১৫ তারিখ এবং হোটেল ভাড়া ০৮.০২.২০১৫ হতে ১৬.০২.২০১৫ পর্যন্ত সময় উল্লেখ করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ভাতা গ্রহণের লক্ষ্যে হোটেল বিল বানিয়ে (Manufacture) দাখিল করেছে। হোটেল বিল আসল (Genuine) না হওয়ার কারণে তিনি হোটেল ভাড়া ভিত্তিক (নগদভাতা) ভাতার সস্থলে সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য।

(৩) ০৯.০২.২০১৪ হতে ১৫.০২.২০১৫ পর্যন্ত সময়ে হোটেল ভাড়া নেওয়ার পর পূনরায় হোটেল ভাড়া অতিরিক্ত খরচ হিসাবে (মাঃ ডঃ ৩০৯.৪৫×৭) মাঃ ডঃ ২১৬৬.১৫ দেখিয়ে তা থেকে অগ্রিম গৃহিত মার্কিন ডলার ১৭২২.০০ বাদ দিয়ে মাঃ ডঃ (৪৪৪.১৫×৭৮) = টাকা ৩৪,৬৪৩.৭০ গ্রহণ করেছেন যা তার প্রাপ্যতা বহির্ভূত।

অতএব, তাঁর কর্তৃক অতিরিক্ত গ্রহণের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা ৭দিন×মাঃ ডঃ ৩৩৭=মাঃ ডঃ ২৩৫৯	সর্বসাকুল্য ভাতা ৭দিন×১৭৮= মাঃ ডঃ ১২৪৬	মাঃ ডঃ ১১১৩ বা টাকা (১১১৩×৮০×১.৫) ১,৩৩,৫৬০
হোটেল ভাড়া অতিরিক্ত খরচ মাঃ ডঃ ৪৪৪.১৫	প্রাপ্য নয়	মাঃ ডঃ ৪৪৪.১৫বা টাকা (৪৪৪.১৫×৮০×১.৫) ৫৩,২৯৮
বিমান ভাড়া		টাকা ৫২,৩০৩
	মোট টাকা	২,৩৯,১৬১ হারে
(১) কর্ণেল মোহাম্মদ আইয়ুব চৌধুরী (বিএ-৩৮৭৬)	উপরের বর্ণনা মোতাবেক	
(২) বিএ-৩০১৪ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবু মোহাম্মদ মুনির আলীম, বিএসপি,পিএসসি, জি	উপরের বর্ণনা মোতাবেক	২,৩৯,১৬১
(৩) বিএ-৫৭০৩ লেঃ কর্ণেল কাজী নাদির হোসেন, পিএসসি, জি	উপরের বর্ণনা মোতাবেক	২,৩৯,১৬১
(৪) বিএ-৬২২০মেজর গোলাম মোহাম্মদ তানভীর আলী, জি	উপরের বর্ণনা মোতাবেক	২,৩৯,১৬১
৪ জনের নিকট হতে সর্বমোট আদায়যোগ্য =		৯,৫৬,৬৪৪ টাকা

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৪২)

এপি নং-১৪৪৮২; (আপত্তি-১৪৮)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

নিয়ম ও বাস্তবতাবিবর্জিতভাবে আর্থিক যথার্থতা (Financial Porpriety) লংঘন করে বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য দৈনিক ভাতা প্রদানের মাধ্যমে সরকারের ক্ষতি টাকা ১,৩৮,২৮৩

এএফডি এর ১১.০৩.২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ৪৮০ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণকে ডিজিডিপি চুক্তি নং-২২১.০২৭.১৪, তারিখ ১৮.০৬.২০১৪ এবং ২২১.০২৮.১৪, তারিখ ১৮.০৬.২০১৪ এর আওতায় জেনারেটর (৩১-৪০ কেভিএ) মডেল জিপি ৪৪এ/১ ইতালী (১০টি) এবং জেনারেটর (৫১৭৫ কেভিএ) মডেল জিপি ৮৪এ/১ ইতালি (২০টি) ক্রয় উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণকে ১৩.০৪.২০১৫ হতে ১৯.০৪.২০১৫ পর্যন্ত অথবা গন্তব্যস্থলে পৌছার পর (সাত) দিনের জন্য প্রাক জাহাজীকরণ পরিদর্শন করার অনুমোদন দেয়া হয়।

১. বিএ-৪১৪৭ লেঃ কর্ণেল মোঃ ওমর ফারুক, এএফডব্লিউসি,পিএসসি, ইএমই
২. টিডি-৬৪২ মোঃ রফিকুল ইসলাম, সহকারী ফোরম্যান
৩. টিডি-৬৬২ মোহাম্মদ আবুল বাশার, সুপারভাইজার বি

সেনাসদর, এসডি পরিদপ্তরের ২২.০৩.২০১৫ তারিখের আর্থিক প্রাপ্যতা আদেশে একই শর্ত উল্লেখ করা হয়। পাশাপাশি প্রাক জাহাজীকরণ শুরুর পূর্বে ১১.০৪.২০১৫, ১২.০৪.২০১৫ তারিখ এবং পরে ২০.০৪.২০১৫ ও ২১.০৪.২০১৫ তারিখ মোট ০৪ দিন বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য দৈনিক ভাতার মঞ্জুরী দেয়া হয়। সেনা সদরের উক্ত প্রাপ্যতা প্রদান সাংঘর্ষিক ও নিয়ম এবং বাস্তবতা বিবর্জিত। কারণ উত্তম বিমান যোগাযোগের এই যুগে ইতালিতে ২ দিন পূর্বে এবং ২ দিন পরে বাধ্যতামূলক অবস্থান করতে হওয়ার বিষয় অস্বাভাবিক। শর্তই ছিল গন্তব্যস্থলে পৌছার পর হতে ০৭ (সাত) দিন। সুতরাং ১১.০৪.২০১৫ তারিখ পৌছার পর ১২.০৪.২০১৫ তারিখ হতে প্রাক জাহাজীকরনের কাজ শুরু হয়েছে। ১৮.০৪.২০১৫ তারিখ ০৭ (সাত) দিন অর্থাৎ প্রাক জাহাজীকরণ পরিদর্শন ১৮.০৪.২০১৫ তারিখ সম্পন্ন হয়েছে বলে গণ্য কিন্তু তা না হলে আদেশের লংঘন এবং সেজন্য দৈনিক ভাতা প্রদান আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী। পৌছার পর দিন ১২.০৪.২০১৫ তারিখ কেন পরিদর্শন শুরু হয় নাই এবং ১৭.০৪.২০১৫ তারিখের পর ১৮.০৪.২০১৫ তারিখ কেন ফিরতি যাত্রা সম্ভব হয় নাই তার কোন ব্যাখ্যা/যৌক্তিকতা আর্থিক প্রাপ্যতার আদেশ নাই। দীর্ঘ ১ মাস পূর্বে জিও জারীর পর পরিদর্শন করার ২ দিনে পূর্বে পৌছানো এবং শেষের ২ দিন পর ফেরত যাত্রা সম্বলিত বিমান টিকেট ক্রয়ের বিষয়ও গ্রহণযোগ্য নয়। পর্যাপ্ত সময় পূর্বে আদেশ জারী হয়েছে এবং পৌছার পর থেকে ৭ (সাত) দিনের শর্ত থাকায় অর্থাৎ ১৩.০৪.২০১৫ তারিখেই শুরু করতে হবে এমনভাবে বিমান টিকেটের ব্যবস্থা করা বাঞ্চনীয় ছিল। যাতে পরিদর্শন শুরুর পুর্বের দিন পৌছানো যায় এবং শেষের পরের দিনই ফেরত যাত্রা শুরু করা যায়। কিন্তু তা করা হয় নাই। আর্থিক যথার্থতা (ফাইন্যান্সিয়াল প্রোপ্রাইটি) নীতি অনুযায়ী নিজের অর্থ খরচের বেলায় যেরূপ সতর্কতা অবলম্বন ও বিচক্ষণতা প্রয়োগ করা হয় সেইরূপ সতর্কতা অবলম্বন ও বিচক্ষণতা সরকারী অর্থ খরচের বেলাতেও প্রয়োগ করতে হবে এবং প্রকারান্তরে কারো ব্যক্তিগতভাবে আর্থিক সুবিধা হয় এমনভাবে দৈনিক ভাতা মঞ্জুর করা যায় না। আলোচ্য ক্ষেত্রে আর্থিক যথার্থতা নীতি চরমভাবে লংঘন করা হয়েছে। এতে করে সরকারী ক্ষতি হয়েছে। অতএব, সরকারি ক্ষতির অর্থ পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণের নিকট হতে বা দায়ীদের নিকট হতে আদায়যোগ্য। মূল দায়িত্ব বস্তুতঃ পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণের এবং যেহেতু তাদের দায়িত্ব ছিল পৌছার পর হতে প্রাক জাহাজীকরণ শুরু করা এবং পরিদর্শন শেষ হবার পর দিন ফেরত আসার ব্যবস্থা করা কিংবা পরিদর্শন শুরুর পূর্বদিন গন্যব্যস্থলে পৌছা ও পরিদর্শন শেষে পরদিন ফিরতি যাত্রার ব্যবস্থ করা। কিন্তু তা না করায় ১১.০৪.২০১৫, ২০.০৪.২০১৫ এবং ২১.০৪.২০১৫ তারিখের ৩ দিনের দৈনিক ভাতা ফেরতযোগ্য। বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করা হয়েছে বিধায় অতিরিক্ত গৃহিত ৩ দিনের দৈনিক ভাতা (৩৩৭×৩) ১০১১ মার্কিন ডলারই ফেরতযোগ্য। নতুবা দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হার অনুযায়ী ১.৫ গুণ হিসাবে টাকা (১০১১×৮০×১.৫) ১,২১,৩২০ আদায়যোগ্য।

২) পর্যালোচনায় আরো দেখা যায় যে, হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রাপ্যের অতিরিক্ত গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন (প্রতিজনে)

গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত টাকা
১৩.০৪.২০১৫ হতে ১৯.০৪.২০১৫ ৭দিন=১,৯৬,০১৬.০০÷৭ দিন = প্রতিদিন টাকা ২৮,০০২.২৯÷৭৭.৮০= মাঃ ডঃ ৩৫৯.৯২	৩৩৭×৭×৭৭.৪০=টাকা ১,৮২,৫৮৬.৬০	১৩,৪২৯.৪০
১১.০৪.২০১৫, ১২.০৪.২০১৫, ২০.০৪.২০১৫ ৩ দিন টাকা ৮১,৫৬৭.০০	৩৩৭×৩×৭৭.৮০=টাকা ৭৮,৬৫৫.৮০	২৯১১.২০
২১.০৪.২০১৫ টাকা ২৬,৮৪১.০০	৩৩৭×১×৭৭.৮০=টাকা ২৬,২১৮.৬০	৬২২.৪০
		১৬,৯৬৩

অতএব, তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ (১,২১,৩২০+১৬,৯৬৩)=টাকা ১,৩৮,২৮৩

অনুচ্ছেদ-১
পরিশিষ্ট-১(৪৩)
এপি নং-১৪৪৮৪; (আপত্তি-১৫১)
ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

অস্ট্রেলিয়ান ডেইরী গুডস প্রাইভেট লিঃ থেকে দুধ আমদানী উপলক্ষ্যে প্রাকজাহাজীকরণের জন্য অবস্থানকালীন থাকা-খাওয়া সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান প্রদান করা সত্বেও দৈনিক ভাতা গ্রহনের কারণে সরকারি ক্ষতি ৬,৩১,৮০০

এএফডি এর ০৬.০৪.২০১৪ খ্রিঃ তারিখের ৫৬০ সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে ডিজিডিপি চুক্তি নং-২২২.০৫৪.১৩, তারিখ ১৩.০৩.২০১৩ এর মাধ্যমে ১৮০ মেট্রিক টন গুড়া দুধ ক্রয় সম্পর্কিত প্রাক-জাহাজীকরণে নিম্নোক্ত সেনা কর্মকর্তা অস্ট্রেলিয়াতে যাতায়াত সময় ব্যতীত ০৫.০৫.২০১৪ হতে ১০.০৫.২০১৪ পর্যন্ত সময়ে সফর করেন।

১। বিএ-৬৩৯০ মেজর মোঃ মিজানুর রহমান
২। বিএ-৬৩৯১ মেজর পীযুষ কুমার বিশ্বাস

মেজর মিজানুর রহমানের ভ্রমণভাতার বিল যাচাই করে দেখা যায় নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করেছেনঃ

ক. দৈনিকভাতাঃ বাংলাদেশস্থ অস্ট্রিলিয়া হাই কমিশন বরাবর আলোচ্য দুই কর্মকর্তার ভিসার জন্য অস্ট্রেলিয়ান ডেয়ারী গুডস প্রাঃ লিঃ এর ৩১.০৩.২০১৪ তারিখের পত্র হতে দেখা যায় উক্ত সময়কালে থাকা-খাওয়ার ও অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যয় উক্ত প্রতিষ্ঠান বহণ করেছে তবুও হোটেল ভাড়া ভিত্তিক হোটেল ভাড়া গ্রহণ করা হয় যা বিধি বহির্ভূত হয়েছে। ফ্লাইট সিডিউল ও বোর্ডিং পাস হতে দেখা যায় যে, বিমানযোগে ০৪.০৫.২০১৪ তারিখে মেলবর্ণ এ অপরাহ্ন ১৭:০৫ ঘটিকায় পৌছানো হয়। সুতরাং ০৪.০৫.২০১৪ তারিখ বাধ্যতামূলক অবস্থানের কোন ঘটনা ঘটে নাই। অপরদিকে ১২.০৫.২০১৪ তারিখ ০০:০৫ ঘটিকায় (১১.০৫.২০১৪ তারিখ দিবাগত রাতে) মেলবোর্ণ এয়ারপোর্ট থেকে ফ্লাই করা হয় এবং সিংগাপুরে সকাল ০৬:০০ ঘটিকায় পৌছে রাত ২০:৩৫ ঘটিকায় সেখান থেকে ফ্লাই করা হয়। সুতরাং ১২.০৫.২০১৫ তারিখে মেলবোর্ণে ও সিঙ্গাপুরে বাধ্যতামূলক অবস্থান দেখানো গ্রহণযোগ্য নয়। যাহোক সরবরাহকারী থাকা-খাওয়ার ব্যয় বহন করেছে বিধায় শুধুমাত্র পকেটভাতা প্রাপ্য। অতএব, অতিরিক্ত গ্রহণের হিসাব নিম্নরূপঃ

গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা ৯ দিন×মাঃ ডঃ ৩৩৭.০০= মাঃ ডঃ ৩,০৩৩	পকেট ভাতা ৯ দিন×(মাঃ ডঃ ১৭৮×২৫%) =মাঃ ডঃ ৪০০.৫০	মাঃ ডঃ ২,৬৩২.৫০

বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করা হয়েছে বিধায় বলে গণ্য মাঃ ডঃ ২৬৩২ (প্রত্যেকে) মার্কিন ডলারেই ফেরতযোগ্য। নতুবা দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হারে দেড়গুণ হিসাবে প্রত্যেকের নিকট হতে (মাঃ ডঃ ২৬৩২.৫০×৮০×১.৫ গুণ×২ জন) টাকা ৬,৩১,৮০০ আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৪৪)

এপি নং-১৪৪৮৬; (আপত্তি-১৫৪)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

Container ক্যারিয়ার ক্রয় উপলক্ষ্যে বিমান যাতায়াতের জন্য দোহাতে স্টপওভারের জন্য এয়ারলাইন্স হোটেল একোমোডেশন ও মিল এ্যালাউন্সের ব্যবস্থা করার পরও ১ রাত্রির জন্য দৈনিক ভাতা গ্রহণ টাকা ১,৪৩,৬৪০

এএফডি এর ০১.০২.২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ৪০৫ সংখ্যক পত্র এবং সেনাসদর, জিএস শাখা, এসডি পরিদপ্তর এর ২৩.০২.২০১৫ তারিখের আর্থিক প্রাপ্যতা আদেশ এর প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত সেনা কর্মকর্তাগণ ডিজিডিপি চুক্তি নং-২১৪.৭৯৬.১৪ তারিখ ০৩.০৬.২০১৪ এর মাধ্যমে ১৬টি কন্টেইনার ক্যারিয়ার ক্রয় সম্পর্কিত প্রাক-জাহাজীকরণের লক্ষ্যে ইতালিতে ১৩.০২.২০১৫ হতে ১৭.০২.২০১৫ পর্যন্ত ৫ দিন (ভ্রমণসময় ব্যতীত) সফর করেনঃ

(১) বিএ-৩৮০৩ কর্ণেল মোঃ সানোয়ার উদ্দিন
(২) বিএ-৪০৯৯ লেঃ কর্ণেল মোঃ মাসুদ করিম
(৩) বিএ-৫৭৪০ মেজর কাজী আসাদুজ্জামান

এর মধ্যে লেঃ কর্ণেল মোঃ মাসুদ করিমের ভ্রমণভাতা বিল যাচাই করে দেখা যায়, কাতার এয়ারওয়েজে ভ্রমণের ক্ষেত্রে যাওয়ার পথে ১১.০২.২০১৫ ঢাকা থেকে দোহাতে, দোহাতে ১ রাত্রি স্টপওভার, তারপর ১২.০২.২০১৫ তারিখ দোহা হতে যাত্রা করে মিলানে গমণের জন্য এয়ারলাইন্স দোহাতে স্টপওভারের জন্য হোটেল ও মিল এ্যালাউন্সের ব্যবস্থা করেছিল। তথাপি ঐ ১ রাত্রি (১১.০২.২০১৫ দিবাগত রাত) এর জন্য হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা দাবী করা হয় এবং পরিশোধও করা হয় যা বিধি বহির্ভূত হয়েছে। বিমান টিকেটে হোটেল রিজার্ভেশন উল্লেখ আছে এবং তার সমর্থনে এয়ারলাইন্সের ভাউচার রয়েছে। সেনাসদরের একই আদেশের আওতায় আলোচ্য কর্মকর্তা এই দাবী করেছে তাই অন্য ২ জন কর্মকর্তার ক্ষেত্রে একইরূপ ঘটনা ঘটেছে বলে প্রতীয়মান। অতএব, প্রত্যেকের নিকট হতে মাঃ ডঃ ৩৯৯.০০ হারে ৩ জনের নিকট হতে মাঃ ডঃ ১১৯৭.০০ আদায়যোগ্য। মার্কিন ডলারে ফেরত না দিলে দেশীয় মুদ্রায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের ২৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হারে দেড়গুণ হিসাবে প্রত্যেকের নিকট হতে টাকা ৪৭৮৮০ (মাঃ ডঃ ৩৯৯×৮০×১.৫গুণ) করে ৩ জনের নিকট হতে টাকা (৪৭৮৮০×৩) ১,৪৩,৬৪০ আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৪৫)

এপি নং-১৪৪৮৮; (আপত্তি-১৫৭)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

ভারত সফরে বাধ্যতামূলক অবস্থান দেখিয়ে অতিরিক্ত গ্রহণ ৪,৫৬,৪৮০

এএফডি এর ১৫.১০.২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ৫০৯৯ সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে ০৩.১১.২০১৫ হতে ০৮.১১.২০১৫ পর্যন্ত সময়ে Counter Insurgency Jungle Warfare School (CIJWS), Vairengte, Mizoram, ভারতে অনুষ্ঠিত Joint Field Training Exercise (FTX)-এ পর্যবেক্ষণের জন্য নিম্নেবর্ণিত বর্ণিত ৩ জন কর্মকর্তাকে ভারত গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়ঃ

১. বিএ-২৮৮৩ মেজর জেনারেল মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, এসইউপি,আরসিডিএস, পিএসসি

২. বিএ-৫৬০৭ লেঃ কর্ণেল মোঃ আনোয়ার উজ জামান,পিএসসি, আর্টিলারী

৩. বিএ-৭৮২৩ মেজর আরমিন রাব্বী, এসজিপি, আর্টিলারী

১ নং ক্রমিকে বর্ণিত বিএ-২৮৮৩ মেজর জেনারেল মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, এসইউপি, আরসিডিএস, পিএসসি এর ভ্রমণ ভাতার বিল যাচাই করে দেখা যায় যে, বাধ্যতামূলক অবস্থান দেখিয়ে অসংগতভাবে দৈনিক ভাতা গ্রহণ করেছেন। আলোচ্য সফরে ভারত সরকার সফরকালীন থাকা, খাওয়া ও অভ্যন্তরীন যাতায়াত ব্যয় বহন করে। বোর্ডিং পাস থেকে দেখা যায় যে, ঢাকা থেকে কোলকাতা ০১.১১.২০১৫ তারিখ পৌছে কোলকাতা হতে ০৩.১১.২০১৫ তারিখ শিলচরে এবং শিলচর হতে ০৭.১১.২০১৫ তারিখ কোলকাতায় এসে ১১.১০.২০১৫ তারিখ ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করা হয়। আদেশ অনুযায়ী ভারতে অবস্থানকালীন সময় থাকা, খাওয়া ও অভ্যন্তরীন যাতায়াত ব্যয় ভারত সরকারই বহন করেছে। সুতরাং বাধ্যতামূলক অবস্থান হিসাবে দেখানো ১,২,৯,১০ নভেম্বর ২০১৫ এই ৪ দিনের পকেটভাতা প্রাপ্য নয়। ভারত সরকার কর্তৃক যদি উক্ত ৪ দিনের থাকা-খাওয়া ব্যয় বহন না করে থাকে তারও স্পষ্টীকরণ থাকা আবশ্যক কিন্তু নাই। ভারত সরকার যদি ০৩.১১.২০১৫ হতে ০৮.১১.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ৬ দিনের বেশী থাকা-খাওয়া এর ব্যবস্থা না করার তথ্য যদি আগে থেকেই থাকতো তবে বিমান টিকেটের ব্যবস্থাও সেইভাবে করতে হতো। ঢাকা-কোলকাতা প্রতিদিনই ফ্লাইট রয়েছে। সুতরাং কোলকাতায় ০২.১১.২০১৫ তারিখ পৌছানোর এবং কোলকাতা থেকে ০৯.১১.২০১৫ তারিখে প্রত্যাবর্তনের মত করে বিমান টিকেটের ব্যবস্থা করতে হতো। নিজের অর্থ ব্যয় করার ক্ষেত্রে যেরূপ আন্তরিকতা ও বিচক্ষণতা প্রয়োগ করা হয় আর্থিক যথার্থতা নীতি অনুযায়ী সরকারী অর্থ খরচের ক্ষেত্রেও সেইভাবে আন্তরিকতা ও বিচক্ষনতা অবলম্বন করতে হয়। এক্ষেত্রে এই নীতির ব্যত্যয় ঘটানো হয়েছে। অতএব, দায়িত্ব সফরকারী কর্মকর্তাগণেরই এবং আর্থিক নিয়ম লংঘন করে ৪ দিনের বাধ্যতামূলক অবস্থানে জন্য ব্যয়ের কারণে সরকারী ক্ষতির অর্থ তাদের নিকট হতেই আদায়যোগ্য।

কর্মকর্তার নাম ও পদবী	বৈদেশিক মুদ্রাতে কিংবা দেশীয় মুদ্রায় ১.৫ গুণ হারে ফেরতযোগ্য।
১। বিএ-২৮৮৩ মেজর জেনারেল মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, এসইউপি,আরসিডিএস, পিএসসি	মাঃ ডঃ ৩১৭×৪দিন=মাঃ ডঃ ১২৬৮ যা দেশীয় মুদ্রায় ফেরত দিলে ১২৬৮×৮০×১.৫=টাকা ১,৫২,১৬০ ফেরতযোগ্য।
২। বিএ-৫৬০৭ লেঃ কর্ণেল মোঃ আনোয়ার উজ জামান, পিএসসি, আর্টিলারী	মাঃ ডঃ ৩১৭×৪দিন=মাঃ ডঃ ১২৬৮ যা দেশীয় মুদ্রায় ফেরত দিলে ১২৬৮×৮০×১.৫=টাকা ১,৫২,১৬০ ফেরতযোগ্য।
৩। বিএ-৭৮২৩ মেজর আরমিন রাব্বী, এসজিপি, আর্টিলারী	মাঃ ডঃ ৩১৭×৪দিন=মাঃ ডঃ ১২৬৮ যা দেশীয় মুদ্রায় ফেরত দিলে ১২৬৮×৮০×১.৫=টাকা ১,৫২,১৬০ ফেরতযোগ্য।
সর্বমোট টাকা =	(১,৫২,১৬০×৩জন) = ৪,৫৬,৪৮০ টাকা।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৪৬)

এপি নং-১৪৫০৪; (আপত্তি-১৮২)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

অস্ট্রেলিয়া সফরে বিএ-৪৬৯৬ লেঃ কর্ণেল মোঃ হাফিজ মাহমুদ,পিএসসি, পদাতিক কর্তৃক বৈদেশিক ভ্রমণভাতা বিলে অতিরিক্ত গ্রহণ টাকা ১,২৫,৫৯১

এএফডি এর ১৯.০৩.২০১৩ তারিখের ২৫০৮ সংখ্যক পত্র এবং সেনাসদরের ২০.০৩.২০১৩ খ্রিঃ তারিখের ২৩.০১.৯০১.০২৬. ০৩.০৫৬.০২.২০.০৩.১৩ সংখ্যক আর্থিক প্রাপ্যতা আদেশের মাধ্যমে বিএ-৪৬৯৬ লেঃ কর্ণেল মোঃ হাফিজ মাহমুদ,পিএসসি, পদাতিক-কে Pacific Environmental Security Forum-এ অংশগ্রহনের জন্য নিম্নেবর্ণিত ২ জন অফিসারকে ১৬.০৪.২০১৩ হতে ১৯.০৪.২০১৩ তারিখ পর্যন্ত মোট ০৪ (চার) দিন (যাতায়াত সময় ব্যতীত) অস্ট্রেলিয়া গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়ঃ

উক্ত ফোরামে অংশগ্রহনের জন্য কর্মকর্তাদ্বয়ের যাওয়া আসার আন্তর্জাতিক যাতায়াত বিমান ভাড়া (Economy Class), থাকা, খাওয়া এবং অভ্যন্তরীণ যাতায়াত যুক্তরাষ্ট্র বহন করে। তাঁর ভ্রমণভাতার বিল যাচাই করে নিম্নবর্ণিত অসংগতি পাওয়া যায়ঃ

(১) **বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য দৈনিকভাতাঃ** আলোচ্য সফরের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকার বিমান ভাড়া, থাকা, খাওয়া এবং অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ইত্যাদি ব্যয় বহন করেছে। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের অর্থায়নে বিমান টিকেটে গমানাগমন ও অবস্থানের ক্ষেত্রে থাকা ও খাওয়ার ব্যয় যুক্তরাষ্ট্রই বহন করেছে। এখানে বাধ্যতামূলক অবস্থানের প্রশ্নে ও তার জন্য বাংলাদেশ সরকারের ব্যয় বহন করার সুযোগ নাই। তবে আলোচ্য সফরের স্বাভাবিক এয়াররুট (Suggested) ব্যতীত ভিন্ন রুট ও তারিখ ব্যবহার অনুসরণ করা হলে ভিন্ন কথা। কিন্তু তার জন্য বাংলাদেশ সরকারের বরাদ্দ থেকে অতিরিক্ত ব্যয় বহন করে সরকারের ক্ষতি করা আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী পদক্ষেপ মর্মে বিবেচিত হবে। কি কারণে বাধ্যতামূলক অবস্থান হলো এবং কেন যুক্তরাষ্ট্র সেক্ষেত্রে থাকা ও খাওয়ার ব্যয় বহন করল না তার কোন স্পষ্টীকরণ নাই। নিজের অর্থ খরচ করার ক্ষেত্রে যেরূপ সতর্কতা ও বিচক্ষণতা অবলম্বন করতে হয় সরকারী অর্থের খরচের বেলাতেও তাই করতে হয় (Financial Cannons: FR. Part-1, Rule-3)। আলোচ্যক্ষেত্রে এই নিয়মের লংঘন করা হয়েছে। উপরোক্ত পর্যালোচনায় বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য দৈনিক ভাতা প্রদেয় নয় বিধায় দায়ীদের নিকট হতে, আলোচ্যক্ষেত্রে ভ্রমণকারী কর্মকর্তারা দায়ী বিধায় তাদের নিকট হতে গৃহিত অর্থ আদায়যোগ্য। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, অফার লেটার বিলের সাথে না থাকলেও সরকারি আদেশ থেকে দেখা যায় যে, ফোরামের বৈঠক ১৬.০৪.২০১৩ তারিখ শুরু এবং ১৯.০৪.২০১৩ তারিখ শেষ। সুতরাং ১৬.০৪.২০১৩ তারিখ থেকে শুরু হওয়া বৈঠকে অংশগ্রহণ করতে হলে গন্তব্যস্থলে কমপক্ষে পূর্বদিন ১৫.০৪.২০১৩ তারিখ পৌছতে হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। এটা অস্বাভাবিক কোন ঘটনা নয় বা বাধ্যতামূলক অবস্থানের কোন ঘটনাও নয়। আবার ১৯.০৪.২০১৩ তারিখ ফোরাম শেষ হলে ২০.০৪.২০১৩ তারিখ গন্তব্যস্থল ত্যাগ করার কথা কিন্তু ফ্লাইট সিডিউল অনুযায়ী ২১.০৪.২০১৩ তারিখ প্রস্থান করতে হয়েছে। ফ্লাইট সিডিউল অনুযায়ী হওয়ায় বাধ্যতামূলক অবস্থান বলেও বিবেচিত নয়। বাদ বাকী জার্ণি ও ফ্লাইট সিডিউল অনুযায়ী হয়েছে। তবে ২২.০৪.২০১৩ তারিখ দিবাগত রাত ব্যাংককে যাপন করার জন্য দৈনিক ভাতার জন্য হোটেল বিল দাখিল একেবারেই অনৈতিক। কারণ কার্গো কম্পার্টমেন্টে ত্রুটি দেখা দেয়ায় ২২.০৪.২০১৩ তারিখে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসা বিমানের গতিপথ পরিবর্তন করে ব্যাংককের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং রাত্রি যাপনের জন্য যাত্রীদেরকে Novotel Suvarnabhumi Airport এ থাকার ব্যবস্থা করা হয়। উপরোক্ত অবস্থায় বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য গৃহিত মাঃ ডঃ ২৪৬×৪=মাঃ ডঃ ৯৮৪ সম্পূর্ণভাবে প্রাপ্যতা বহির্ভূত হয়েছে। পকেট ভাতা বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করা হয়েছে বিধায় উহা মার্কিন ডলারেই ফেরতযোগ্য। নতুবা অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক পত্রের অনুচ্ছেদ-২৫অনুযায়ী দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হার এবং এর দেড়গুণ (মাঃ ডঃ ৯৮৪×টাকা ৮০.২৫×১.৫০)=টাকা ১,১৮,৪৪৯ আদায়যোগ্য।

স্টেশনারি বাবদ ব্যয়ঃ আলোচ্য সফরটা প্রশিক্ষণ নয় বিধায় স্টেশনারি ব্যয় গ্রহণযোগ্য নয় । অতএব, এ বাবদ ব্যয়িত ৭১৪২.২৫ টাকা আদায়যোগ্য। ফলে উভয় আইটেম মিলে (১,১৮,৪৪৯ +৭১৪২.২৫)= ১,২৫,৫৯১ টাকা আদায় আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৪৭)

এপি নং-১৪৫০৮; (আপত্তি-১৮৮)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

যুক্তরাষ্ট্রে ফ্লাইট সিমুলেটর প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে বিমানভাড়া, দৈনিক ভাতা, অতিঃ লাগেজ বহন বাবদ অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ টাকা ৮,০৩,৫৬১

এএফডি এর ১৩.০৫.২০১৫ তারিখের .যুক্তরাষ্ট্র.১৮৫৬ সংখ্যক পত্রে যুক্তরাষ্ট্রে ০৫.০৬.২০১৫ হতে ০৯.০৬.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত সময়ে ফ্লাইট সিমুলেটর প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণকে মনোনয়ন দেয়া হয়ঃ

১. বিএ-৪৯৬১ মেজর সৈয়দ ফোরকান উদ্দিন, সিগন্যালস
২. বিএ-৬৪৬১ মেজর তানভীর আহমেদ, ইএমই
৩. বিএ-৭১১৮ মেজর সৈয়দ মোকাদ্দেস হোসেন, পদাতিক
৪. নং-২৪১১১২১ সার্জেন্ট (এসি) মোঃ সাইয়েদুল আরেফিন খান, ইএমই

বিএ-৬৪৬১ মেজর তানভীর আহমেদ এর ভ্রমণভাতা বিল যাচাই করে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ পরিলক্ষিত হয়ঃ

(১) **বিমান ভাড়াঃ** প্রশিক্ষণ যুক্তরাষ্ট্রে। যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়া-আসার বিমানভাড়া ১,০০,০০০.০০ টাকা ওপরে না। কিন্তু ঢাকা-দোহা-জেএফকে-অস্টিন-আইয়াহ-আইয়াহ-মিয়ামী-জেএফকে-দোহা-ঢাকা রুটের টিকেট ক্রয় বাবদ টাকা ১,৭০,০০০.০০ গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যমান আর্থিক বিধান অনুযায়ী সর্টেস্ট ও চিপেস্ট রুটে ভ্রমণ বাঞ্চনীয় হওয়া সত্বেও তা না করে অতিরিক্ত (১,৭০,০০০.০০-১,০০,০০০.০০) ৭০,০০০.০০ টাকা খরচ করা হয়েছে।

(২) **দৈনিক ভাতাঃ** এএফডি এর উক্ত পত্রে হতে দেখা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রের Redbird Flight International Inc. প্রশিক্ষণ ব্যয় বাবদ Training Fee প্রদান করে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের অফারের কপি সংযুক্ত না থাকায় প্রশিক্ষণ ফি এর মধ্যে কি কি ব্যয় অন্তর্ভুক্ত এবং প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণকারীগণ প্রকৃত অর্থে দৈনিক ভাতা প্রাপ্য কিনা তা পরিস্কার নয়। তবে বিদেশে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আর্থিক সুবিধা প্রাপ্যতা সম্পর্কিত এএফডি এর ০৫.০৯.১৯৯৪ তারিখের ২২০৭/টি সংখ্যক স্মারকের ১ক১(ক) অনুচ্ছেদের বিধান হলো-প্রশিক্ষণের সময় ৬ মাসের কম হলে সর্বসাকুল্য ভাতার ৮৫% প্রাপ্য। কিন্তু পুর্ণহারে হোটেল ভাড়া ভিত্তিক (নগদ ভাতাসহ) ভাতা প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং এতদসংক্রান্ত অফার লেটার ও পত্র যোগাযোগের প্রেক্ষিতে যদি আয়োজক সংস্থা কর্তৃক প্রশিক্ষণার্থীদের থাকা,খাওয়া,অভ্যন্তরীণ যাতায়াত, দৈনিক ভাতা বা হাত খরচ ইত্যাদির কোন কিছু দেয় নাই বলে প্রতীয়মান হয় তবুও মেজর পদবীর কর্মকর্তাগণ প্রতিজন গ্রহণ (মার্কিন ডলার ৩৩৭×৫দিন)=মাঃ ডঃ ১৬৮৫। প্রাপ্য মাঃ ডঃ ১৭৮×৮৫%×৫দিন = মাঃ ডঃ ৭৫৬.৫০। সুতরাং অতিরিক্ত গ্রহণ (১৬৮৫-৭৫৬.৫০)=মাঃ ডঃ ৯২৮.৫০। দৈনিক ভাতা ভাতা বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করা হয়েছে বিধায় উহা মার্কিন ডলারেই ফেরতযোগ্য। নতুবা অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক পত্রের অনুচ্ছেদ-২৫ অনুযায়ী দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হার এর দেড়গুণ (মাঃ ডঃ ৯২৮.৫০×টাকা ৭৭.৮২×১.৫) টাকা ১,০৮,৩৮৩.৮১ আদায়যোগ্য।

(৩) **বিমানে অতিরিক্ত লাগেজ বহন ব্যয়ঃ** বিমান টিকেট ও বোর্ডিং পাশ থেকে দেখা যায় কাতার এয়ারলাইন্স ও আমেরিকান এয়ারলাইন্সে ভ্রমণ করা হয়েছে। এমসিওতে লেখা আছে তার্কিশ এয়ারলাইন্স। আবার ফ্লাইট নম্বর যা লেখা হয়েছে তা তার্কিস এয়ালাইন্সের নয়। শুধু তাই নয় যুক্তরাষ্ট্র সফর করা হয়েছে অথচ এমসিওতে লেখা হয়েছে UK-Dhaka বা Dhaka-UK. লাগেজ ভাড়া লিখনেও অসংগতি দেখা যায় যেমন যাওয়ার পথে ১৮ কেজি প্রতি কেজি ১০ মার্কিন ডলার উল্লেখ করা হলেও মোট পরিমাণ ১৮০.০০ ডলারের পরিবর্তে মাঃ ডঃ ৪৪৯.০০ এবং প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে (২৮×১০) ২৮০.০০ ডলারের পরিবর্তে মাঃ ডঃ ৬৯৯.০০ ডলার লিখা হয়েছে। বস্তুত বিমানে লাগেজ বহন বাবদ ব্যয় প্রাপ্তির লক্ষ্যে হাল্কা সবুজ কাগজে ভাউচার তৈরী করে দাখিল করা হয়েছে। যথাযথ ভাউচার ব্যতীত কোন দাবীই গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং এ বাবদ গৃহিত (৩৫,০১০+৫৪৪৬০) টাকা ৮৯,৪৭০.০০ আদায়যোগ্য। একইরূপ ঘটনা অন্য ২ জন কর্মকর্তার ক্ষেত্রেও ঘটেছে বলে প্রতীয়মান। অর্থাৎ মেজর পদবীর প্রত্যেকের নিকট হতে আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণঃ

১.	বিমানভাড়া	টাকা ৭০,০০০.০০
২.	দৈনিক ভাতা	টাকা ১,০৮,৩৮৩.৮১
৩.	এমসিও	টাকা ৮৯,৪৭০.০০
		মোট টাকা ২,৬৭,৮৫৩.৮১

৩ জনের নিকট হতে আদায়যোগ্য ২,৬৭,৮৫৩.৮১×৩ = ৮,০৩,৫৬১

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৪৮)

এপি নং-১৪৫০৯; (আপত্তি-১৮৯)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

সিঙ্গাপুরে On Job Trainning এর ক্ষেত্রে প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে দৈনিক ভাতা গ্রহণ টাকা ৩,৯৭,২৯৬

এএফডি এর ৩০.০৬.২০১৫ তারিখের .সিঙ্গাপুর.২৫৭১ সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে সিঙ্গাপুরে নিম্নোক্ত সেনা কর্মকর্তাগণ ১লা জুলাই ২০১৫ হতে এক মাসব্যাপী Hospital Administration and Casualty Management at Singapore General Hospital-এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেনঃ

১. বিএ-১০০৬৩৫ কর্ণেল মোঃ শহীদ উল্লাহ

২. বিএ-১০০৬৮১ কর্ণেল আবু হেনা মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

৩. বিএসএস ১০০৮১২ লেঃ কর্ণেল মোঃ নজরুল ইসলাম খান

৪. বিএ-১০০৯১৪ লেঃ কর্ণেল এস এম সোলায়মান

বিএ-১০০৬৮১ কর্ণেল আবু হেনা মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান এর ভ্রমণভাতার বিল যাচাই করে দেখা যায় যে, আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় ব্যয় সেনাবাহিনীর বাজেট হতে সংকুলান করা হয়। সেনাসদর প্রশিক্ষণ পরিদপ্তরের আর্থিক প্রাপ্যতা প্রদান আদেশে প্রশিক্ষণের সম্পূর্ণ সময়ের জন্য ১০০% সর্বসাকুল্য ভাতা প্রদানের অনুমোদন দেয়া হয় এবং আলোচ্য কর্মকর্তাকেও তা পরিশোধ করা হয়। কোন বিধিবলে প্রশিক্ষণের সম্পূর্ণ সময়ের জন্য ১০০% সর্বসাকুল্য ভাতা প্রদান করা হ'ল তা স্পষ্ট নয়। তবে আলোচ্য বিষয়টি প্রশিক্ষণ এবং সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের বিদেশে প্রশিক্ষণ এর ক্ষেত্রে আর্থিক সুবিধা প্রাপ্যতা সম্পর্কিত এএফডি এর ০৫.০৯.১৯৯৪ তারিখের ২২০৭/টি সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদ ১ক(১)(ক) অনুযায়ী প্রশিক্ষণ সময় ৬ মাসের নিম্নেহেতু সর্বসাকুল্য ভাতার ৮৫% হারে প্রাপ্য। অর্থাৎ আলোচ্য ক্ষেত্রে ১৫% বেশী গ্রহণ করা হয়েছে। ১০০% হারে পরিশোধ ৩১দিন× মাঃ ডঃ ১৭৮=মাঃ ডঃ ৫৫১৮। কিন্তু প্রাপ্য মাঃ ডঃ ১৭৮×৮৫%=মাঃ ডঃ ১৫১.৩৮×৩১দিন=মাঃ ডঃ ৪৬৯০.৩০ অর্থাৎ প্রত্যেকে অতিরিক্ত গ্রহণ করেছেন মাঃ ডঃ ৮২৭.৭০ বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করায় বৈদেশিক মুদ্রাতেই ফেরতযোগ্য। নতুবা অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদ-২৫ অনুযায়ী দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হার এর ১.৫ গুণ হারে টাকা ৯৯,৩২৪.০০ (মাঃ ডঃ ৮২৭.৭০×টাকা ৮০×১.৫ গুণ) আদায়যোগ্য। ৪ জনের নিকট হতে আদায়যোগ্য টাকা (৯৯,৩২৪.০০×৪) ৩,৯৭,২৯৬

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৪৯)

এপি নং-১৪৫১১; (আপত্তি-১৯১)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

ব্রাজিলে ৩ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদলের প্রাক-জাহাজীকরণ উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ টাকা ২,৪২,৬৪০

এএফডি এর ২০.০১.২০১৪ তারিখের আর্মি/জিও/৪০৮ সংখ্যক পত্রে নিম্নোক্ত ৩ জন সেনাকর্মকর্তাকে ডিজিডিপি চুক্তি নং-২২১.০২০.১২ তারিখ ২৩.০৬.২০১৩ এর আওতায় Motor Grader ৪টি ক্রয় সম্পর্কিত প্রাক-জাহাজীকরণে ব্রাজিলে ২৮.০১.২০১৪ হতে ০১.০২.২০১৪ পর্যন্ত (যাতায়াত সময় ব্যতীত) ৫ দিনের অথবা যাত্রার তারিখ হতে ৫ দিনের গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমোদন দেয়া হয়ঃ

১. বিএ-৪৪১৪ লেঃ কর্ণেল আহমেদ জামিউল ইসলাম,পিএসসি, ইঞ্জিনিয়ার্স-দলনেতা

২. বিএ-৫০৩১ লেঃ কর্ণেল মোঃ মিজানুজ্জামান, ইএমই-সদস্য

৩. টিডি-৬২৪ সহকারী ফোরম্যান মোঃ জাফর উল্লাহ-সদস্য

বিএ-৫০৩১ লেঃ কর্ণেল মোঃ মিজানুজ্জামান, ইএমই এর ভ্রমণভাতার বিল যাচাই করে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে অতিরিক্ত গ্রহণের ঘটনা পরিলক্ষিত হয়ঃ

দৈনিক ভাতাঃ জিও/এফজিওতে স্পষ্ট করা আছে যে, যাত্রার তারিখ হতে ৫ দিন গমনাগমন ও অবস্থানকাল। ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী ঢাকা থেকে ০৮.০২.২০১৪ তারিখ যাত্রা করে দুবাইতে রাত্রি যাপন শেষে ০৯.০২.২০১৪ তারিখ সকাল ১০:১৫ ঘটিকায় রওয়ানা হয়ে ব্রাজিলে গমন হয়। ৫ দিনের পরিবর্তে ৭ দিনের মাথায় ব্রাজিল থেকে ১৫.০২.২০১৪ তারিখ শেষ রাত্রে যাত্রা করে দুবাইতে রাত্রি ১০:৪৫ ঘটিকায় পৌছানো হয়। দুবাই থেকে ১৬.০২.২০১৪ তারিখ ০১:৪৫ ঘটিকায় (১৫.০২.২০১৪ তারিখ দিবাগত মধ্যরাতে) ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করা হয়। দুবাইতে যাওয়ার পথে ০৮.০২.২০১৪ তারিখ দিবাগত রাতে স্টপওভারের জন্য এয়ারলাইন্স কর্তৃক কারণ/যৌক্তিকতা উল্লেখ করে হোটেল ও খাবারের সংস্থান না করা সম্পর্কিত প্রত্যয়ন নাই। অন্যদিকে দুবাইতে ১৫.০২.২০১৪ ও ১৬.০২.২০১৪ তারিখ বাধ্যতামূলক অবস্থান হয় নাই। কারণ ১৫.০২.২০১৪ তারিখ রাত্রি ১০:৪৫ ঘটিকায় পৌছে ৩ ঘন্টা পর ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করা হয়। অতএব, দুবাইতে ৩ দিনের অবস্থান দেখিয়ে গৃহিত দৈনিক ভাতা মাঃ ডঃ ৩৩৭×৩=মাঃ ডঃ ১০১১ প্রাপ্যতা বহির্ভূত হয়েছে। সকলের ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটেছে বলে প্রতীয়মান হয়। অতএব, ২ জন সেনা কর্মকর্তার প্রত্যেকের নিকট হতে এফসি (আর্মি) পে-১ কার্যালয় কর্তৃক মাঃ ডঃ ১০১১ হিসাবে আদায়যোগ্য। দেশীয় মুদ্রায় ফেরত দেয়া হলে টাকা ১,২১,৩২০ (১০১১×৮০×১.৫) করে ফেরতযোগ্য। ২ জনের নিকট হতে টাকা ২,৪২,৬৪০ আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৫০)

এপি নং-১৪৫১৫; (আপত্তি-১৯৫)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

প্রাক-জাহাজীকরণের জন্য ফ্রান্স সফর উপলক্ষ্যে দৈনিক ভাতা অতিরিক্ত গ্রহণ টাকা ১,৮১,৯৮০

এএফডি এর ১৬.০৬.২০১৫ তারিখের আর্মি/জিও/৭৯১ সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে ডিজিডিপি চুক্তি নং-২২১.০১২.১২ তারিখ ২৬.০৬.২০১৩ এর আওতায় ক্রয়কৃত Prime Mover for Load Carrier Upto 50 Ton এর প্রাক-জাহাজীকরণের জন্য নিম্নোক্ত ৩ জন সেনা কর্মকর্তা ফ্রান্স সফর করেনঃ

১. বিএ-৪৬৮০ লেফটেন্যান্ট কর্ণেল এ টি এম মোস্তাক কামাল
২. বিএ-৫২৬৮ মেজর সৈয়দ রাশেদুল হক
৩. বিএ-৫৪৬৬ মেজর মোঃ খাজা মঈন উদ্দীন মিয়া।

বিএ-৪৬৮০ লেফটেন্যান্ট কর্ণেল এ টি এম মোস্তাক কামাল এর ভ্রমণ ভাতার বিল যাচাই করে দেখা যায় যে, বিমান টিকেটের জন্য মূল্য পরিশোধের ভাউচারে কাতার এয়ারলাইন্স উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বিমান টিকেট দেয়া হয়েছে টার্কিস এয়ার লাইন্সের। জিও ও এফজিও অনুযায়ী এবং বিলে দাবী অনুযায়ী দোহাতে ০৩.০৮.২০১৫ তারিখ ১ রাত্রি (০২.০৮.২০১৫ তারিখ দিবাগত রাতে) স্টপ ওভার দেখানো হয়েছে। কিন্তু টার্কিস এয়ারলাইন্সের টিকেট অনুযায়ী যাত্রাপথে দোহাতে যাওয়া তো হয়নি এমনকি ফ্রান্স থেকে ফিরতি যাত্রা করা হয়েছে ১০.০৮.২০১৫ তারিখে। আবার দোহার হোটেল বিলে স্পন্সর হিসাবে কাতার এয়ারলাইন্সর নাম উল্লেখ রয়েছে। এতসব অসংগতির কারণে ০৩.০৮.২০১৫ তারিখে দোহার জন্য গৃহিত হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা অন্যায্যভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। অপরদিকে ২৬.০৭.২০১৫ তারিখ ফ্রান্সে পৌছে ০২.০৮.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত অবস্থানের জন্য ২টি হোটেল বিল দাখিল করা হয়েছে যা বোধগম্য নয়। যাহোক ২৭.০৭.২০১৫ হতে ৩১.০৭.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত প্রাক-জাহাজীকরণের জন্য ২৬.০৭.২০১৫ তারিখ পৌছে ৩১.০৭.২০১৫ তারিখে পরিদর্শন শেষে ০১.০৮.২০১৫ তারিখ ফিরতি যাত্রা করার কথা। কিন্তু তা না করে তিনি ১০.০৮.২০১৫ তারিখ ফিরতি যাত্রা করেছেন। তবে ০২.০৮.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত সময়ের হোটেল বিল দাখিল করলে তাও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সরকারি প্রোগ্রাম অনুযায়ী পৌছার দিন ২৬.০৭.২০১৫ তারিখের জন্য দৈনিক ভাতা পরিশোধ দেখানো হলে ০১.০৮.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ৭ দিনের দৈনিক ভাতা পরিশোধযোগ্য। কিন্তু পরিশোধ দেখানো হয়েছে ৮.৫ দিনের। বর্ণিত অবস্থায় ৭ দিনের দৈনিক ভাতার স্থলে ৮.৫ দিনের দৈনিক ভাতা পরিশোধে ১.৫ দিনের দৈনিক ভাতা হিসাবে মাঃ ডঃ ৫০৫.৫০ (মাঃ ডঃ ৩৩৭.০০×১.৫দিন) অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে। সুতরাং আদায়যোগ্য টাকা (৫০৫.৫০×৮০×১.৫ গুন) ৬০,৬৬০ অন্যদের ক্ষেত্রেও একইরূপ ঘটনা ঘটেছে বলে প্রতীয়মান হওয়ায় ৩ জনের নিকট হতে (৩× ৬০,৬৬০) টাকা ১,৮১,৯৮০ আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৫১)

এপি নং-১৪৫১৭; (আপত্তি-১৯৭)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

MOU Negotiation দল এর জাতিসংঘ সদর দপ্তর সফর উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ টাকা ৪,৭৬,১৬০

এএফডি এর ১৪.০৮.২০১৪ তারিখের অপস/এফএ/মিনুস্কা সংখ্যক সরকারি আদেশের নিম্নোক্ত ৩ জন সেনা কর্মকর্তাকে MOU Negotiation এর জন্য ২৭.০৮.২০১৪ হতে ২৯.০৮.২০১৪ তারিখ পর্যন্ত ৩ দিনের জন্য নিউইয়র্ক ভ্রমণের অনুমতি প্রদান করা হয়।

১. বিএ-৩৫০৫ কর্ণেল মোঃ ওমর ফারুক
২. বিএ-৪৩৩৬ লেফটেন্যান্ট কর্ণেল এবিএম নওরোজ এহসান

২নং ক্রমিকের কর্মকর্তার ভ্রমণভাতার বিল যাচাই করে দেখা যায় যে, ৩ দিনের সফরের জন্য যাত্রাপথে দুবাইতে ৩ দিন এবং গন্তব্যস্থলে নিউইয়র্কে ২ দিন বাধ্যতামূলক অবস্থান উল্লেখ করে সেনাসদরের ফাইনান্সিয়াল জিওতে দৈনিক ভাতা প্রাপ্যতা প্রদান করা হয়। বিমান যোগাযোগের উন্নতর ব্যবস্থার এই যুগে সফর শেষে ফ্লাইটের অভাবে ২ দিন নিউইয়র্কে অবস্থান করা এবং ফিরতি পথে দুবাইতে এসে ফ্লাইটের অভাবে আরো ২ দিন অবস্থান করার ঘটনা অস্বাভাবিক। অস্বাভাবিক একারণে যে, পরিদর্শনসূচী পরিবর্তিত না হলে সেনাসদরের আদেশ অনুযায়ী নিউইয়র্ক থেকে ৩০.০৮.২০১৪ তারিখ যাত্রা এবং দুবাই থেকে ৩১.০৮.২০১৪ তারিখে ফ্লাই করা হতো। পরিদর্শনসূচী পরিবর্তন হওয়ার কারণে কি এয়ারলাইন্সের উক্ত দিনের ফ্লাইট বাতিল হয়েছে? যাহোক এফ আর পার্ট-১, রুল-৩ এ বর্ণিত আর্থিক কানুন অনুযায়ী সরকারি অর্থ খরচের ক্ষেত্রে একইরূপ সতর্কতা ও বিচক্ষনতা অবলম্বন করা আবশ্যক যেরূপ নিজের অর্থ খরচ করার জন্য করা হয়। এমন কি বিশেষ করে ভ্রমণভাতা মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে এমনভাবে মঞ্জুর করা যাবে না যাতে করে কারো আয়ের উৎস হয়। আর্থিক এই নিয়মের লংঘন পূর্বক সেনাসদর কর্তৃক আর্থিক প্রাপ্যতা আদেশ করায় স্বাভাবিকের চেয়ে ৪ দিন (৩০.০৮.২০১৪ ও ৩১.০৮.২০১৪ নিউইয়র্ক, ০১.০৯.২০১৪ ও ০২.০৯.২০১৪ তারিখ দুবাইতে) বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রদান করে টাকা ১,৩১,৪৩০.০০ সরকারের ক্ষতি করা হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, দাখিলকৃত হোটেল বিলের সঠিকতা নিশ্চিত নয়। কারণ যাওয়ার পথে ২৬.০৮.২০১৪ দুবাইতে পৌছে ২৭.০৮.২০১৪ তারিখ সেখান থেকে নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে ফ্লাই করা হয়েছে। সতরাং দুবাইয়ে হোটেল বিলে চেক ইন ২৬.০৮.২০১৪ এবং চেক আউট ২৭.০৮.২০১৪ হবার কথা কিন্তু লেখা হয়েছে উভয়ক্ষেত্রে ২৬.০৮.২০১৪ খ্রিঃ। আবার হোটেলের (Agora Life Hotel) এর ঠিকানা, ই-মেইল ও ফ্যাক্স ইত্যাদি মৌলিক তথ্য নাই। আবার নিউইয়র্কের চেক ইন ২৭.০৮.২০১৪ এবং চেক আউট ৩১.০৮.২০১৪ তারিখ করা হলেও পাঁচ রাত্রি উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু হবার কথা ৪ রাত্রি। নিউইয়র্কের ঐ হোটেলের কোন ঠিকানা, ফোন নম্বর, ফ্যাক্স নম্বর ইত্যাদি মৌলিক কোন তথ্যও নাই। উল্লেখ্য ফ্লাইট সিডিউল অনুযায়ী নিউইয়র্ক থেকে ০১.০৯.২০১৪ তারিখ সকাল ১১:২০ ঘটিকায় ফ্লাই করার কারণে ০১.০৯.২০১৪ তারিখ চেক আউট সম্বলিত হোটেল বিল থাকা বাঞ্চনীয় ছিল। কিন্তু তা নেই। অর্থাৎ নিউইয়র্কে ৩১.০৮.২০১৪ তারিখ দিবাগত রাতে অবস্থানের হোটেল বিল দাখিল করা হয় নাই। অন্যদিকে দুবাইয়ের একই হোটেলে ০১.০৯.২০১৪ তারিখ চেক ইন এবং ০২.০৯.২০১৪ তারিখে চেক আউট দেখিয়ে ২ দিনের বিল প্রদর্শনপূর্বক হোটেল বিল দাখিল করা হয়েছে। ১ রাত্রি যাপনের জন্য ২ দিনের হোটেল বিল গ্রহণের বিষয় পরিস্কার নয়। চেক আউটের সময় উল্লেখ না থাকলে দুবাই বিমান বন্দর থেকে ১৫:৩০ মিনিটে ফ্লাই করার জন্য আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী ৩ ঘন্টা পূর্বে বিমান বন্দরে পৌছার জন্য কমপক্ষে আরো ১ ঘন্টা পূর্বে হোটেল চেক আউট করাতে হলে দুপুর ১২ ঘটিকার পূর্বেই হোটেল হতে চেক আউট করতে হয়েছে বলে প্রতীয়মান। সুতরাং ১ রাত্রি অবস্থানের জন্য ২ দিনের হোটেল বিল পরিশোধ একেবারেই অবাস্তব। অর্থাৎ দাখিলকৃত হোটেল বিলগুলো যথাযথ (Genuine/Original) বলে প্রতীয়মান নয়। বিধায় হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রাপ্য নয়। সার্বিক পর্যালোচনায় বাস্তবতা বিবর্জিতভাবে ভ্রমণভাতা বিল প্রদানের কারণে নিম্নোক্ত পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হয়েছেঃ

গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
২৬.০৮.২০১৪ হতে ০২.০৯.২০১৪ পর্যন্ত ৮ দিন× মাঃ ডঃ ৩৩৭=মাঃ ডঃ ২৬৯৬.০০	হোটেল বিল যথাযথ না হওয়ায় সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য। তবে ২৬.০৮.২০১৪ হতে ২৯.০৮.২০১৪ পর্যন্ত ৪ দিন× মাঃ ডঃ ১৭৮=মাঃ ডঃ ৭১২.০০	মাঃডঃ ১৯৮৪.০০

উল্লেখ্য, অগ্রিম গ্রহণ করায় অতিরিক্ত গৃহিত অর্থ বৈদেশিক মুদ্রাতেই ফেরতযোগ্য। নতুবা অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদ-২৫ অনুযায়ী দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হার এর ১.৫ গুণ হারে টাকা ২,৩৮,০৮০.০০ (১৯৮৪×৮০টাকা×১.৫)) আদায়যোগ্য। অপর কর্মকর্তার ক্ষেত্রেও একইরূপ ঘটনা ঘটেছে বলে প্রতীয়মান হওয়ায় তাঁর নিকট হতেও একই পরিমাণ অর্থ আদায়যোগ্য। অতএব, ২ জনের ক্ষেত্রে আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ টাকা **৪,৭৬,১৬০.০০** (২,৩৮,০৮০.০০×২)।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৫২)

এপি নং-১৪৫১৮; (আপত্তি-১৯৮)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

নেপালে Joint Expedition to Mount Everest বিষয়ে আলোচনার জন্য গমনাগমন ও অবস্থানের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ টাকা ২,৫১,২৩৪

এএফডি এর ২৫.০৮.২০১৩ তারিখের নেপাল.২০৯২ সংখ্যক সরকারি আদেশের নিম্নোক্ত কর্মকর্তাদ্বয় বিষয়োক্ত সফর করেনঃ

১. বিএ-৩৯৬১ লেফটেন্যান্ট কর্ণেল মোঃ মাহবুব-উল-আলম
২. বিএ-৬৭৭৪ মেজর মোহাম্মদ হাসিবুল হাসান

বিএ-৬৭৭৪ মেজর মোহাম্মদ হাসিবুল হাসান এর ভ্রমণভাতার বিল যাচাই করে দেখা যায় যে, (১) তিনি হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ করেছেন কিন্তু এর সমর্থনে হোটেল বিলটিতে হোটেলের নাম ও ঠিকানা উল্লেখ নাই। এছাড়া তা কোন হোটেল বিল কিনা তাও স্পষ্ট নয়। বিলে আগমন ও প্রস্থানের তারিখ নেই। ০১ হতে ০৮ অক্টোবর ২০১৩ পর্যন্ত ৮ দিন সফর করা হলেও রাত্রির সংখ্যা ৭ কিন্তু বিলে ৮ রাত উল্লেখ করে ৮ দিনের বিল পরিশোধ দেখানো হয়েছে। যথাযথ ভাউচার না হওয়ায় হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রাপ্য নয়। তবে সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য। অতএব, অতিরিক্ত গ্রহণঃ

গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
৮ দিন হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ভাতা মাঃ ডঃ ২৪২	হোটেল বিল যথাযথ না হওয়ায় সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য। তবে ৭ রাত্রি হেতু ৭ দিনের দিনের দৈনিক ভাতা প্রাপ্য মাঃ ডঃ ১৩৭	মাঃ ডঃ (১০৫×৮=৮৪০+১৩৭) ৯৭৭

অগ্রিম গ্রহণ করায় অতিরিক্ত গৃহিত অর্থ বৈদেশিক মুদ্রাতেই ফেরতযোগ্য। নতুবা অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১ (১০০০) সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদ-২৫ অনুযায়ী দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হার এর ১.৫ গুণ হারে টাকা (মাঃ ডঃ ৯৭৭×টাকা ৮০.১০×১.৫) ১,১৭,৩৮৬.৫৫ আদায়যোগ্য। অপর সেনাকর্মকর্তার ক্ষেত্রেও একইরূপ ঘটনা ঘটেছে বলে প্রতীয়মান। অতএব, মোট আদায়যোগ্য টাকা ২,৩৪,৭৭৩ (১,১৭,৩৮৬.৫৫×২)।

(২) ফ্লাইং আওয়ার উভয় ক্ষেত্রে ৩ ঘন্টার কম বিধায় ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য নয় হেতু গৃহিত মাঃ ডঃ ১৩৭×২৫%= মাঃ ডঃ ৩৪.২৫×২টি=মাঃ ডঃ ৬৮.৫০ আদায়যোগ্য। গৃহিত অর্থ বৈদেশিক মুদ্রাতেই ফেরতযোগ্য। নতুবা অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদ-২৫ অনুযায়ী দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হার এর ১.৫ গুণ হারে টাকা ৮,২৩০.২৮ (মাঃ ডঃ ৬৮.৫০×টাকা ৮০.১০×১.৫) এবং ২ জনের ক্ষেত্রে (৮,২৩০.২৮×২)=টাকা ১৬,৪৬১ আদায়যোগ্য।

অতএব, মোট আদায়যোগ্য (দৈনিক ভাতা ২,৩৪,৭৭৩+১৬,৪৬১) = টাকা ২,৫১,২৩৪

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৫৩)

এপি নং-১৪৫১৯; (আপত্তি-১৯৯)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

চীনে প্রাক-জাহাজীকরণ উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ টাকা ৩,১৪,৪০০

ডিজিডিপি চুক্তি নং-২১৮.০১৬.১৪ তারিখ ৩০.০৬.২০১৫ এর মাধ্যমে ক্রয়কৃত পণ্যের প্রাক-জাহাজীকরণের নিমিত্তে এএফডি এর ২৫.০২.২০১৬ তারিখের আর্মি/জিও/৫৯৫ সংখ্যক সরকারী আদেশে নিম্নোক্ত কর্মকর্তা ও সেনাসদস্যগণকে মনোনয়ন দেয়ায় তাঁরা ভ্রমণ সময়সহ ০৪.০৩.২০১৬ হতে ১১.০৩.২০১৬ পর্যন্ত চীন সফর করেন।

১. বিএ-৩৯১৫ লেফটেন্যান্ট কর্ণেল মোঃ খায়রুল বাশার
২. বিএ-৬৬৪৮ মেজর মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম।

২নং ক্রমিকের কর্মকর্তার ভ্রমণভাতার বিল যাচাই করে দেখা যায় যে, বানানো (Manufactured) হোটেল বিল দাখিল করে হোটেল ভাড়া ভিত্তিক (নগদভাতাসহ) ভাতা গ্রহণ করা হয়েছে। যেমনঃ

(১) হোটেলের ব্লাংক প্যাডে ফটোকপি করে ০৪.০৩.২০১৬, ১০.০৩.২০১৬ ও ১১.০৩.২০১৬ এবং অন্য ৫ দিনের হোটেল বিল ভিন্ন ভিন্ন হলেও একই হাতের হাতে লিখে রাফ ভাউচার প্রণয়ন করা হয়েছে। অতঃপর টাইপ করে প্যাডে প্রিন্ট করে দাখিল করা হয়েছে।

(২) প্রত্যেকটি বিলে ডলারের পাশাপাশি টাকার পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে যা বিদেশের কোন হোটেল বিলে কল্পনাতীত।

(৩) ১০.০৩.২০১৬ তারিখ চায়না থেকে যাত্রা করে মধ্যরাতে হংকং পৌছে ১১.০৩.২০১৬ তারিখ হংকং হতে যাত্রা করা হয়। অর্থাৎ ১০.০৩.২০১৬ তারিখ দিবাগত রাতের হোটেল বিল হংকং এর হওয়ার কথা থাকলেও হংকং এর কোন বিল নাই। ১১.০৩.২০১৬ তারিখের বিলটিও চীনের।

(৪) ০৪.০৩.২০১৬ তারিখ চীনে পৌছানো হয় এবং ০৪.০৩.২০১৬ তারিখের হোটেল বিল পরিশোধ দেখানো হলে ০৯.০৪.২০১৬ তারিখের দিবাগত রাত পর্যন্ত ৬ রাত্রির জন্য ৬দিনের হোটেল বিল পরিশোধযোগ্য কিন্তু পরিশোধ দেখানো হয়েছে ৮ দিনের।

আসল (genuine/original) বিলে এতসব গুরুতর অসংগতি থাকে না। প্রমানিত যে হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা পূর্ণ হারে গ্রহণ করার প্রত্যাশায় কৃত্রিম (fake) বিল দাখিল করা হয়েছে। যথাযথ বিল দাখিল না করার কারণে হোটেলভাড়া ভিত্তিক ভাতা প্রাপ্য নয়। তবে সর্বসাকুল্য ভাতা প্রদেয়। অতএব, অতিরিক্ত গ্রহণের পরিমাণঃ

গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
হোটেল ভাড়াভিত্তিক ভাতা মাঃ ডঃ ৩৩৭×৮= মাঃ ডঃ ২৬৯৬	সর্বসাকুল্য ভাতা মাঃ ডঃ ২৩১×৬দিন=মাঃ ডঃ ১৩৮৬	মাঃ ডঃ ১৩১০

অগ্রিম গ্রহণ করায় অতিরিক্ত গৃহিত মর্মে গন্য দৈনিক ভাতা মার্কিন ডলারেই ফেরতযোগ্য। নতুবা অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদ-২৫ অনুযায়ী দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হার এর ১.৫ গুণ হারে ১,৫৭,২০০.০০ (১৩১০×৮০টাকা×১.৫) আদায়যোগ্য। অপরজনের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে বলে প্রতীয়মান হয়। অতএব, উভয়ের নিকট হতে আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ ১,৫৭,২০০.০০×২=টাকা ৩,১৪,৪০০.০০।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৫৪)

এপি নং-১৪৫২০; (আপত্তি-২০১)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

৭ সদস্য বিশিষ্ট লজিস্টিক রেকী ও সার্ভে দলের আনমিল (লাইবেরিয়া) গমনাগমন উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ করায় ১১,৪১,৯২০ টাকা আদায়যোগ্য।

এএফডি এর ১৫.০৪.২০১৪ তারিখের ২৬৬২/অপস/এফএ/আনমিল এবং সেনাসদর জিএস শাখা, ওভারসীজ অপারেশনস পরিদপ্তর এর ১৬.০৪.২০১৪ তারিখের পত্রের প্রেক্ষিতে ১৯.০৪.২০১৪ হতে ২৪.০৪.২০১৪ তারিখ পর্যন্ত নিম্নেবর্ণিত ০৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট লজিস্টিক রেকী ও সার্ভে দল আনমিল (লাইবেরিয়া) গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি লাভ করেঃ

ক. বিএ-১০০৫৯১ কর্নেল মোঃ আমিনুল ইসলাম-দলনেতা
খ. বিএ-৩৭৪৬ লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোঃ মাহফুজ আলম, পিএসসি-সদস্য
গ. বিএ-৩৯২১ লেফটেন্যান্ট কর্নেল আব্দুল্লাহ-আল-মামুন, পিএসসি-সদস্য
ঘ. বিএ-৫৯০৪ মেজর হারুন অর রশীদ, পিএসসি-সদস্য
ঙ. বিএ-৬৩০৪ মেজর মোঃ মতিউল ইসলাম মন্ডল, পিএসসি-সমন্বয়কারী
চ. বিএ-৬৯৮৮ মেজর ফাহিমা সুলতানা-সদস্য
ছ. বিএ-৭৪১৪ ক্যাপ্টেন মোসাঃ নাজনিন নাহার-সদস্য

বিএ-৭৪১৪ ক্যাপ্টেন মোসাঃ নাজনিন নাহার এর ভ্রমণ ভাতার বিল যাচাই করে দেখা যায় বিমানযোগে ২০.০৪.২০১৪ তারিখ গন্তব্যস্থল মনরোভিয়াতে অপরাহ্ন ০৪:৪৫ ঘটিকায় পৌছানো হয় এবং ২৭.০৪.২০১৪ তারিখ অপরাহ্নে ফ্লাই করে Accra তে পৌছানোর পর রাত্রি যাপন শেষে ২৮.০৪.২০১৪ তারিখ দুবাই এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করা হয়। দুবাইতে ২৯.০৪.২০১৪ তারিখ সকাল ০৫:৫০ ঘটিকায় পৌছে সেখান থেকে ৬ ঘন্টা ৫ মিনিট পর ফ্লাই করা হয়। সুতরাং ২০.০৪.২০১৪ হতে ২৭.০৪.২০১৪ পর্যন্ত ০৭ রাত্রি+ Accra তে ১ রাত্রি (২৭.০৪.২০১৪) মোট ৮ রাত্রির জন্য ৮ দিনের দৈনিক ভাতা প্রাপ্য। ৬ ঘন্টা ৫ মিনিট অবস্থান হলেও বিমান থেকে অবতরন, কাস্টমস, ইমিগ্রেশন ও বিমানবন্দরের অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন শেষে হোটেলে গমন এবং হোটেল থেকে চেক আউট করে ইমিগ্রেশন ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা পালন করে ফ্লাইটের জন্য অপেক্ষা ইত্যাদির জন্য সময় বাদ দিলে দুবাইতে ৬ ঘন্টা অবস্থান হয় না। অর্থাৎ সব মিলিয়ে ৮ দিনের দৈনিক ভাতা প্রাপ্য। কিন্তু গ্রহণ করা হয়েছে ৯.৫ দিনের। অন্যদিকে যে হোটেল বিলগুলি দাখিল করা হয়েছে তা আসল (genuine/original) বিল নয়। কারণ (Monrobia) এর দুটি হোটেল বিল, Accra এবং দুবাই এর হোটেল বিলের লিখন প্রকৃতি একইরকম। মনরোভিয়ার হোটেল বিলের একটিতে ২০.০৪.২০১৪ তারিখ চেক ইন ও চেক আউট এবং অন্যটিতে ২৭.০৪.২০১৪ তারিখ চেক ইন ও চেক আউট দেখিয়ে এবং Accra এর হোটেল বিলেও ২৮.০৪.২০১৪ তারিখ চেক ইন ও চেক আউট দেখিয়ে পূর্ণহারে হোটেল বিল পরিশোধ দেখানো হয়েছে যা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এছাড়া Accra থেকে দুবাই যাওয়ার পথে এয়ারলাইন্স কর্তৃক মিল ভাউচার ইস্যু দেখানো হয়েছে। অন্যদিকে সফর লাইবেরিয়াতে হলেও ২১.০৪.২০১৪ হতে ২৬.০৪.২০১৪ পর্যন্ত ঘানার যে বিল দাখিল করা হয়েছে তা হোটেল বিলের প্রেসক্রাইভ ফর্মে নয়। অর্থাৎ আসল বিলে এতোসব অসংগতি থাকেনা। যথাযথ ভাউচার ব্যতীত হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রাপ্য নয়। তবে সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য। অতএব,, তাঁর কর্তৃক অতিরিক্ত গ্রহণের পরিমাণঃ

গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈনিক ভাতা মাঃ ডঃ ২৪২×৯.৫=মাঃ ডঃ ২২৯৯.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য তবে ৮ দিনের ×১৩৭=মাঃ ডঃ ১০৯৬.০০	মাঃ ডঃ ১২০৩.০০

তবে কর্নেল ও মেজর পদবীর অন্যান্য কর্মকর্তাগণ কর্তৃক অতিরিক্ত গ্রহণের হিসাব নিম্নরূপঃ

গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈনিক ভাতা ২৭৩×৯.৫দিন= মাঃ ডঃ ২৫৯৩.৫০	৮দিন×১৫১=১২০৮.০০	মাঃ ডঃ ১৩৮৫.৫০

অগ্রিম গ্রহণ করায় অতিরিক্ত গৃহিত মর্মে গন্য দৈনিক ভাতা মার্কিন ডলারেই ফেরতযোগ্য। নতুবা অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদ-২৫ অনুযায়ী দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হার অনুযায়ী ১.৫ গুণ আদায়যোগ্য। ক্যাপ্টেন পর্যায়ের কর্মকর্তার নিকট হতে টাকা ১,৪৪,৩৬০.০০ (১২০৩×৮০×১.৫) এবং মেজর ও তদুর্ধ পর্যায়ের কর্মকর্তার প্রতিজনের নিকট হতে (১৩৮৫.৫০×৮০×১.৫) = ১,৬৬,২৬০.০০ টাকা করে ৬ জনের নিকট হতে টাকা ৯,৯৭,৫৬০.০০ (১,৬৬,২৬০×৬) সকলের নিকট হতে (৯,৫৭,৫৬০+১,৪৪,৩৬০) = ১১,৪১,৯২০ টাকা আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ-১
পরিশিষ্ট-১(৫৫)
এপি নং-১৪৫২১; (আপত্তি-২০২)
ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

মেনোস্কা (কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে) তে লজিস্টিক রেকি ও সার্ভে করার নিমিত্ত সফর উপলক্ষ্যে দৈনিক ভাতা অতিরিক্ত গ্রহণ টাকা ১৯,১৮,০৮০.০০

এএফডি এর ১০.০৭.২০১৩ তারিখের ২৬৪৩/অপস/এফএ/মোনুস্ক এবং সেনাসদর জিএস শাখা, ওভারসীজ অপারেশনস পরিদপ্তর এর ১৬.০৭.২০১৩ তারিখের পত্রের প্রেক্ষিতে ২৪.০৭.২০১৩ হতে ৩১.০৭.২০১৩ তারিখ পর্যন্ত (যাতায়াত সময় ব্যতীত) ০৮ দিন নিম্নেবর্ণিত ১১ (এগার) সদস্য বিশিষ্ট লজিস্টিক রেকী ও সার্ভে দল মনুস্ক (ডিআর কঙ্গো) গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি লাভ করেঃ

১. বিএ-৪০৬৫ লেফটেন্যান্ট কর্ণেল পারভেজুল আলম-দলনেতা
২. বিএ-৪৫৩৫ লেফটেন্যান্ট কর্ণেল এ এস এম বাহাউদ্দিন-সদস্য
৩. বিএ-৪৫৭৭ লেফটেন্যান্ট কর্ণেল মোঃ সাইফুল করিম-সদস্য
৪. বিএ-৪৫৮৬ লেফটেন্যান্ট কর্ণেল কাজী শরীফ উদ্দিন-সদস্য
৫. বিএ-৪১৯৯ মেজর মোঃ বশির আহমেদ মোল্লা-সদস্য
৬. বিএ-৪৬২২ মেজর মোঃ হুমায়ুন কবির সরকার-সদস্য
৭. বিএ-৫৬২০ মোঃ খালিদ সাইফুল্লাহ-সদস্য
৮. বিএ-৫৮৩৭ মেজর শাহ মোঃ মুসাব্বের-উর-রহমান-সদস্য
৯. বিএ-৬৯৫২ ক্যাপ্টেন পলাশ কুমার বিশ্বাস-সদস্য
১০. বিএ-৭৫৪৯ ক্যাপ্টেন জিনিয়া জেসমিন-সদস্য
১১. বিএ-৭৫৮২ ক্যাপ্টেন আরাফাত আহমেদ-সদস্য

৪ নং ক্রমিকে বর্ণিত সেনাকর্মকর্তার ভ্রমণভাতা বিলের সংযুক্ত কাগজপত্র হতে দেখা যায় যে, ফ্লাইট সিডিউল অনুযায়ী বিমানযোগে ২৩.০৭.২০১৩ তারিখ সকাল ৯:১৫ ঘটিকায় এন্টেবিতে গমন এবং এন্টেবি হতে ০১.০৮.২০১৩ তারিখ অপরাহ্ন ০২:৫০ ঘটিকায় প্রস্থান করা হয়। অর্থাৎ এন্টেবিতে ৯ রাত্রি অবস্থান করা হয়। যাওয়ার পথে দুবাই ও নাইরোবি হয়ে এন্টেবি গমন এবং একইভাবে নাইরোরি ও দুবাই হয়ে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন। ২২.০৭.২০১৩ তারিখ দুবাইতে ২২:১০ ঘটিকায় পৌছে ৪ ঘন্টা ২৫ মিনিট পর ২৩.০৭.২০১৩ তারিখ ২:৩৫ ঘটিকায় সেখান থেকে ফ্লাই করা হয়। সুতরাং যাওয়ার পথে কোথাও নাইট স্টপওভার হয় নাই। আসার পথে ০২.০৮.২০১৩ তারিখ দুবাইতে ১:৩৫ ঘটিকায় পৌছে সেখান থেকে ১০:৪০ ঘটিকায় ফ্লাই করা হয়। কিন্তু এই ৯ ঘন্টা অবস্থানের জন্য এয়ারলাইন্স কর্তৃক হোটেল ও মিলের ব্যবস্থা না করার যুক্তিসঙ্গত কারণ উল্লেখ করে কোন প্রত্যয়ন নাই। এছাড়া যে হোটেল বিলগুলো দাখিল করা হয়েছে তা আসল বিল বলে প্রতীয়মান নয়। কারণ যাওয়া ও আসার পথে উগান্ডার কাম্পালাতে যাওয়া ও অবস্থানের কোন তথ্য বিমান সিডিউলে নাই। তারপরও ২৩.০৭.২০১৩ ও ০২.০৮.২০১৩ কাম্পালাস্থ হোটেল বিল দাখিল করা হয়েছে। কোন হোটেল বিলেই কারো স্বাক্ষর নাই। আসল হোটেল বিল না থাকলে হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রাপ্য নয়। তবে সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য। সুতরাং ৯ রাত্রির জন্য সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য কিন্তু ১০.৫ দিনের হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ করা হয়েছে। এভাবে গ্রহণের ফলে অতিরিক্ত গ্রহণের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
১০.৫ দিনের হোটেলভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা× মাঃ ডঃ ২৭৩=মাঃ ডঃ ২৮৬৬.৫০	৯ দিনের সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য×১৫১=মাঃ ডঃ ১৩৫৯.০০	মাঃ ডঃ ১৫০৭.৫০

একইরূপ ঘটনা অন্যদের ক্ষেত্রে ঘটেছে বলে প্রতীয়মান হয়। অতএব, ১ থেকে ৮নং ক্রমিকে বর্ণিতদের প্রত্যেকের নিকট হতে এই পরিমাণ অর্থ আদায়যোগ্য। বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করায় মার্কিন ডলারেই ফেরতযোগ্য। নতুবা অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদ-২৫ অনুযায়ী দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হার এর ১.৫ গুণ হারে টাকা ১,৮০,৯০০.০০ (১৫০৭.৫০×৮০×১.৫) করে ৮ জনের নিকট হতে টাকা ১৪,৪৭,২০০.০০ আদায়যোগ্য।

অন্যদিকে ক্যাপ্টেন পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণের প্রত্যেকের অতিরিক্ত গ্রহণের পরিমাণঃ

গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
১০.৫ দিন×মাঃ ডঃ ২৪২=মাঃ ডঃ ২৫৪১	৯দিন×মাঃ ডঃ১৩৭ =মাঃ ডঃ ১২৩৩	মাঃ ডঃ ১৩০৮

বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করায় মার্কিন ডলারেই ফেরতযোগ্য। নতুবা দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হার এর ১.৫ গুণ হারে টাকা ১,৫৬,৯৬০.০০ (১৩০৮×৮০×১.৫) করে ৩ জনের নিকট হতে টাকা ৪,৭০,৮৮০ আদায়যোগ্য। অতএব, সর্বমোট আদায়যোগ্য (১৪,৪৭,২০০+৪,৭০,৮৮০) = ১৯,১৮,০৮০.০০

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৫৬)

<u>এপি নং-১৪৫৩১; (আপত্তি-২০৮)</u>

ইউনিটের নাম: <u>এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।</u>

তুরস্ক সফরে ২ জন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্তৃক বিমান ভাড়া ও দৈনিক ভাতা অতিরিক্ত গ্রহণ টাকা ২,২৬,১৫৮

এএফডি এর ৩০.০৮.২০১৫ তারিখের আর্মি/জিও/৯১ সংখ্যক আদেশ এবং সেনাসদর, এসডি পরিদপ্তরের একই তারিখে আর্থিক প্রাপ্যতা প্রদান আদেশের প্রেক্ষিতে তুরস্কে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণ ০২.০৯.২০১৫ হতে ০৫.০৯.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত (ভ্রমণ সময় ব্যতীত) সফর করেনঃ

১. বিএ-২৭০০ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ ইউসুফ, এসজিপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি-দলনেতা
২. বিএ-৩৮৭৬ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব চৌধুরী, পিএসসি-সদস্য
৩. বিএ-৫৪২০ লেঃ কর্নেল এহসানুল হক ভূঁইয়া, পিএসসি-সদস্য

২নং ক্রমিকে বর্ণিত কর্মকর্তার ভ্রমণ ভাতার বিল যাচাই করে দেখা যায় নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

(১) বিমান ভাড়াঃ ভ্রমণ ভাতার অগ্রিম গ্রহণ করার সময় বিমানভাড়া টাকা ১,৩০,২৪১.০০ প্রদর্শন করার সমর্থনে নিশ্চয়ই কোন ইনভয়েস ছিল। তথাপি সমন্বয় বিলে বিমানভাড়া ১,৪১,৬০০.০০ টাকা গ্রহণ করা হয়েছে। বিমান ভাড়া ১,৩০,২৪১.০০ দেখানোর পর কি কারণে তা বৃদ্ধি পেল তার ব্যাখ্যা নাই। অতএব, এক্ষেত্রে (১,৪১,৬০০-টাকা ১,৩০,২৪১) টাকা ১১,৩৫৯.০০ অতিরিক্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

(২) দৈনিক ভাতাঃ সফর সময় ২-৫ সেপ্টেম্বর/২০১৫। সুতরাং পূর্বদিন ০২.০৯.২০১৫ তারিখ গন্তব্যস্থলে পৌছা ও সফর শেষে পরদিন ০৬.০৯.২০১৫ তারিখ প্রত্যাবর্তনই সাধারন রীতি। তিনি ২টি বিমান টিকেট দাখিল করেন। একটিতে দেখা যায় ০২.০৯.২০১৫ তারিখ অপরাহ্নে আংকারাতে গমণ এবং ০৬.০৯.২০১৫ তারিখ ১৬:০০ ঘটিকার ফ্লাইটে আংকারা থেকে ফ্লাই করে ইস্তাম্বুলে ১৭:০৫ ঘটিকায় পৌছে সেখান থেকে ১৮:২০ ঘটিকার ফ্লাইটে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করা হয়েছে। অপর টিকিটটিতে (ডলার এনডোর্স করা) দেখা যায় যে, ইস্তাম্বুল থেকে ২০.০৯.২০১৫ তারিখ ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করা হয়। যাহোক ০২.০৯.২০১৫ হতে ০৬.০৯.২০১৫ পর্যন্ত ৪ রাত্রি যাপনের জন্য ৪ দিনের দৈনিক ভাতা প্রাপ্য। সুতরাং ০৫.০৯.২০১৪ তারিখ আগমন, ০৬.০৯.২০১৫ তারিখ প্রস্থান দেখিয়ে দাখিলকৃত ইস্তাম্বুলের হোটেল বিল গ্রহণযোগ্য নয়। অন্যদিকে Crown Plaza নামক আংকারার যে হোটেল বিল দাখিল করা হয়েছে তাতে কারো স্বাক্ষর নাই। আবার রুম ভাড়া প্রতিদিন ২৫০.০০ ডলার। চরম অসংগতি হলো-অপর সঙ্গী লেঃ কর্ণেল এহসানুল হক ভূঁইয়াও Crown Plaza নামক হোটেল বিল দাখিল করেছেন। তবে উভয়ের হোটেল বিলের প্যাডের মধ্যে সীল নেই কিন্তু উভয়ের রুম নম্বর ১০৯ উল্লেখ করা হয়েছে। আবার লেঃ কর্নেলের ক্ষেত্রে Status এর জায়গায় এবং আলোচ্য কর্মকর্তার ক্ষেত্রে Delux লেখা হয়েছে। আঙ্কারা ও ইস্তাম্বুলের উভয়ে হোটেল বিলেই Invoice Reg: TR 2345052 দেখানো হয়েছে যা যারপর অসংগতিপূর্ণ। যথাযথ ভাউচার ব্যতীত হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রাপ্য নয়। তবে সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য ৪ দিনের জন্য। অতএব, এ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত গ্রহণের হিসাব নিম্নরূপঃ

গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
নগদ ভাতাসহ হোটেল ভাড়া ৫দিন×মাঃ ডঃ৩৮১ =১৯০৫	সর্বসাকুল্য ভাতাঃ ৪দিন×মাঃ ডঃ ২৬৩= মাঃ ডঃ ১০৫২	মাঃ ডঃ ৮৫৩

বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহণ করায় উক্ত অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা বৈদেশিক মুদ্রাতেই ফেরতযোগ্য। নতুবা অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের বৈদেশিক ভ্রমণভাতা সম্পর্কিত অফিস স্মারক নং-২২১(১০০০) এর অনুচ্ছেদ ২৫ অনুযায়ী বর্তমান বিনিময় হার (কমপক্ষে) ১৬ ডলার টাকা=৭৯.৫০ এর ১.৫ গুণ হারে (৮৫৩×৭৯.৫০×১.৫) টাকা ১,০১,৭২০.২৫ ফেরতযোগ্য।

অতএব,, ফেরতযোগ্য অর্থের পরিশোধ (বিমান ভাড়া টাকা ১১,৩৫৯.০০+দৈনিক ভাতা টাকা ১,০১,৭২০.২৫)টাকা ১,১৩,০৭৯.২৫। উল্লেখ্য ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পর্যায়ের ২ জন কর্মকর্তার ক্ষেত্রে একইরূপ ঘটনা ঘটেছে বলে প্রতীয়মান। সুতরাং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পর্যায়ের ২ জনের নিকট হতে আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ (১,১৩,০৭৯.২৫×২) টাকা ২,২৬,১৫৮।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৫৭)

এপি নং-১৪৫৩২; (আপত্তি-২০৯)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

তুরস্ক সফরে বিএ-৫৪২০ লেফটেন্যান্ট কর্ণেল এহসানুল হক ভূঁইয়া কর্তৃক বিমানভাড়া ও দৈনিক ভাতা অতিরিক্ত গ্রহণ টাকা ১,০২,১০৮

এএফডি এর ৩০.০৮.২০১৫ তারিখের আর্মি/জিও/৯১ সংখ্যক আদেশ এবং সেনাসদর, এসডি পরিদপ্তরের একই তারিখে আর্থিক প্রাপ্যতা প্রদান আদেশের প্রেক্ষিতে তুরস্কে নিম্নোক্ত কর্মকর্তা ০২.০৯.২০১৫ হতে ০৫.০৯.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত (ভ্রমণ সময় ব্যতীত) সফর করেনঃ

৩. বিএ-৫৪২০ লেঃ কর্নেল এহসানুল হক ভূঁইয়া, পিএসসি-সদস্য

৩নং ক্রমিকে বর্ণিত কর্মকর্তার ভ্রমণভাতার বিল যাচাই করে দেখা যায় নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

(১) বিমান ভাড়াঃ ভ্রমণ ভাতার অগ্রিম গ্রহণ করার সময় বিমানভাড়া টাকা ১,৩০,২৪১.০০ প্রদর্শন করার সমর্থনে নিশ্চয়ই কোন ইনভয়েস ছিল। তথাপি সমন্বয় বিলে বিমানভাড়া ১,৪১,৬০০.০০ টাকা গ্রহণ করা হয়েছে। বিমান ভাড়া ১,৩০,২৪১.০০ দেখানোর পর কি কারণে তা বৃদ্ধি পেল তার ব্যাখ্যা নাই। অতএব, এক্ষেত্রে (১,৪১,৬০০-টাকা ১,৩০,২৪১) টাকা ১১,৩৫৯.০০ অতিরিক্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

(২) দৈনিক ভাতাঃ সফর সময় ২-৫ সেপ্টেম্বর/২০১৫। সুতরাং পূর্বদিন ০২.০৯.২০১৫ তারিখ গন্তব্যস্থলে পৌছা ও সফর শেষে পরদিন ০৬.০৯.২০১৫ তারিখ প্রত্যাবর্তনই সাধারন রীতি। বিমান টিকিটেও দেখা যায় ০২.০৯.২০১৫ তারিখ অপরাহ্নে আংকারাতে গমণ এবং ০৬.০৯.২০১৫ তারিখ ১৬:০০ ঘটিকার ফ্লাইটে আংকারা থেকে ফ্লাই করে ইস্তাম্বুলে ১৭:০৫ ঘটিকায় পৌছে সেখান থেকে ১৮:২০ ঘটিকার ফ্লাইটে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করা হয়েছে। অপর টিকিটটিতে (ডলার এনডোর্স করা) দেখা যায় যে, ইস্তাম্বুল থেকে ২০.০৯.২০১৫ তারিখ ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করা হয়। যাহোক ০২.০৯.২০১৫ হতে ০৬.০৯.২০১৫ পর্যন্ত ৪ রাত্রি যাপনের জন্য ৪ দিনের দৈনিক ভাতা প্রাপ্য। ফ্লাইট সিডিউল অনুযায়ী ০৫.০৯.২০১৪ তারিখ ইস্তাম্বুল যাওয়া হয় নাই। সুতরাং ০৫.০৯.২০১৫ তারিখ আগমন, ০৬.০৯.২০১৫ তারিখ প্রস্থান দেখিয়ে দাখিলকৃত ইস্তাম্বুলের হোটেল বিল গ্রহণযোগ্য নয়। অন্যদিকে Crown Plaza নামক আংকারার যে হোটেল বিল দাখিল করা হয়েছে তাতে কারো স্বাক্ষর নাই। আবার রুম ভাড়া প্রতিদিন ২০০.০০ ডলার যদি সঠিকও হতো তাহলেও তবুও হোটেল ভাড়া দৈনিক ২০০ ডলার প্রাপ্য ছিল না। হোটেল বিল যে প্রকৃত নয় তার প্রমাণ (১) ইস্তাম্বুলে ০৫.০৯.২০১৫ তারিখ না যাওয়ার পরও সেখানে ০৫.০৯.২০১৫ তারিখ রাত্রি যাপন দেখানো হয়েছে, (২) আংকারা ও ইস্তাম্বুলের উভয় হোটেল বিলেই Invoice Reg: TR 2345053 দেখানো হয়েছে যা যারপর অসংগতিপূর্ণ। যথাযথ ভাউচার ব্যতীত হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রাপ্য নয়। তবে সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য তবে ৪ দিনের জন্য। অতএব, এ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত গ্রহণের হিসাব নিম্নরূপঃ (লেঃ কর্ণেল)

গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
নগদভাতাসহ হোটেল ভাড়া ৫দিন× মাঃ ডঃ ৩৩৭ =১৬৮৫	সর্বসাকুল্য ভাতাঃ ৪দিন×মাঃ ডঃ ২৩১ = মাঃ ডঃ ৯২৪	মাঃ ডঃ ৭৬১

বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহণ করায় উক্ত অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা বৈদেশিক মুদ্রাতেই ফেরতযোগ্য। নতুবা অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের বৈদেশিক ভ্রমণভাতা সম্পর্কিত অফিস স্মারক নং-২২১(১০০০) এর অনুচ্ছেদ ২৫ অনুযায়ী বর্তমান বিনিময় হার (কমপক্ষে) ১৬ ডলার টাকা=৭৯.৫০ এর ১.৫ গুণ হারে (৭৬১×৭৯.৫০×১.৫) টাকা ৯০,৭৪৯.২৫ ফেরতযোগ্য। অতএব, ফেরতযোগ্য অর্থের পরিশোধ (বিমানভাড়া টাকা ১১,৩৫৯.০০+দৈনিক ভাতা টাকা ৯০,৭৪৯.২৫) টাকা ১,০২,১০৮

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৫৮)

এপি নং-১৪৫৩৫; (আপত্তি-২৩০)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক প্রশিক্ষণ (West Point United States Military Academy) পরিদর্শন উপলক্ষ্যে দৈনিক ভাতা অতিরিক্ত গ্রহণ টাকা ৪,৬৬,০২৯

এএফডি এর ১৭/০১/১৬ তারিখের আদেশের প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত সেনাকর্মকর্তাগণ যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন

১. বিএ-২৫৭৩ মেজর জেনারেল মোঃ আবদুল কাদের
২. বিএ-৩৫৮০ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুঃ অহিদুল ইসলাম, পিএসসি
৩. বিএ-৫০৩২ লেঃ কর্ণেল মোঃ শহীদুল হক, ইএমই

বিএ ৩৫৮০ ব্রিঃ জেনারেল মুঃ অহিদুল ইসলাম এর ভ্রমণ ভাতার বিল যাচাই করে দেখা যায় যে, পরিদর্শন সময়সূচী ছিল ২২/২/২০১৬ হতে ২৪/২/২০১৬ পর্যন্ত। বিমান টিকেট থেকে দেখা যায় ২০/২/১৬ তারিখ হংকং সকাল ০৬.০৫ ঘটিকায় পৌছে সেখান থেকে ২২.৩০ ঘটিকায় নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা হয়। পরিদর্শন সময় শেষে ২৫/০২/২০১৬ তারিখ ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার কথা থাকলেও তিনি ০৫/০৩/২০১৬ তারিখ নিউইয়র্ক থেকে ফেরত যাত্রা করেন। সুতরাং সেনাসদরের ২৫/০১/২০১৬ তারিখের পত্রে বিশেষ করে ২৫/০২/২০১৬ ও ২৬/০২/২০১৬ তারিখ বাধ্যতামূলক অবস্থান দেখিয়ে আর্থিক প্রাপ্যতা প্রদান যথাযথ হয় নাই। যাহোক ২০/০২/২০১৬ হতে ২৫/০২/২০১৬ পর্যন্ত ৫ রাত্রির জন্য ৫ দিনের দৈনিক ভাতা প্রাপ্য কিন্তু ৭ দিনের দৈনিক ভাতা গ্রহণ করেছেন। আবার দাখিলকৃত হোটেলগুলিতে সংগতি রয়েছে। যেমন যাওয়ার পথে বিমান টিকিট অনুযায়ী হংকং এ ২০/০২/২০১৬ তারিখে পৌছে ২০/০২/২০১৬ তারিখেই হংকং থেকে নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা হয়। কিন্তু Hong Kong Sky city Marriott Hotel নামক হোটেল বিলে ২০/০২/২০১৬ তারিখ এরাইভাল এবং ২১/০২/২০১৬ তারিখ ডিপার্চার লেখা হয়েছে। আবার একই হোটেলের অন্য একটি বিলে এরাইভাল ৫/৩/২০১৬ এবং ডিপার্চার ০৬/০৩/২০১৬ তারিখ উল্লেখ রয়েছে। ২২/০২/২০১৬ হতে ২৫/০২/২০১৬ তারিখের সফরের জন্য ০৫/০৩/২০১৬ হতে ০৬/০৩/২০১৬ তারিখের হোটেল বিল দাখিল চরম অসামঞ্জস্যতা। এছাড়া নিউইয়র্কের ১টি, হংকং এর ২টি মোট ৩টি বিলের গেট আপ, লিখন ইত্যাদি একইরূপ। ৩টি বিলেই ম্যানেজারের স্বাক্ষরে নীচে একই পেইড সীলের স্ট্যাম্প করা হয়েছে। এতসব অসংগতি আসল বিলে থাকে না। সুতরাং প্রকৃত বিল না হওয়ার কারনে নগদভাতাসহ হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রাপ্য নয়। তবে সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য। অতএব, নিম্নবর্ণিত হিসাব অনুযায়ী গৃহিত অতিরিক্ত অর্থের পরিমানঃ

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
১	বিএ-২৫৭৩ মেজর জেনারেল মোঃ আবদুল কাদের	হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা ৭ দিন× ৩৮১ = মাঃ ডঃ ২৬৬৭	সর্বসাকুল্য ভাতা তবে ২০/০২/২০১৬ হতে ২৫/০২/২০১৬ পর্যন্ত ৫ রাতের জন্য ৫ দিনের = ৫ দিন × মাঃ ডঃ ২৬৩=	মাঃ ডঃ ১৩৫২
২	বিএ-৩৫৮০ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুঃ অহিদুল ইসলাম, পিএসসি	হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা ৭ দিন× ৩৮১ = মাঃ ডঃ ২৬৬৭	সর্বসাকুল্য ভাতা তবে ২০/০২/২০১৬ হতে ২৫/০২/২০১৬ পর্যন্ত ৫ রাতের জন্য ৫ দিনের = ৫ দিন × মাঃ ডঃ ২৬৩=	মাঃ ডঃ ১৩৫২
৩	বিএ-৫০৩২ লেঃ কর্ণেল মোঃ শহীদুল হক, ইএমই	হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা ৭ দিন× ৩৩৭ = মাঃ ডঃ ২৩৫৯	সর্বসাকুল্য ভাতা তবে ২০/০২/২০১৬ হতে ২৫/০২/২০১৬ পর্যন্ত ৫ রাতের জন্য ৫ দিনের = ৫ দিন × মাঃ ডঃ ২৩১ = মাঃ ডঃ ১১৫৫	মাঃ ডঃ ১২০৪
মোট মাঃ ডঃ [(১৩৫২× ২)+ ১২০৪] = মাঃ ডঃ ৩৯০৮ বা টাকা ৪,৬৬,০২৯.০০				

কর্মকর্তাগণ দৈনিক ভাতা বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করেছেন। সুতরাং অতিরিক্ত গৃহিত বলে গণ্য মাঃ ডঃ ৩৯০৮.০০ মার্কিন ডলারে কিংবা দেশীয় মুদ্রায় ফেরত দেয়া হলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের বৈদেশিক দৈনিক ভাতা সম্পর্কিত অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯/১০/২০১২ তারিখের ২২১ (১০০০) সংখ্যক অফিস স্মারকের অনুচ্ছেদ ২৫ অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রায় অতিরিক্ত গৃহীত দৈনিক ভাতা বৈদেশিক মুদ্রায় কিংবা বাংলাদেশী টাকায় বর্তমান বিনিময় হারের দেড়গুণ (মাঃ ডঃ ৩৯০৮×৭৯.৫×১.৫) টাকা ৪,৬৬,০২৯.০০ ফেরতযোগ্য।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৫৯)

এপি নং-১৪৫৩৬; (আপত্তি-২৩২)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

চীনে প্রাক-জাহাজীকরণের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ টাকা ২,৪৯,৭১০

এএফডি এর ১৪/০২/২০১২ তারিখের আর্মি/জিও/৩৭০ সংখ্যক আদেশের প্রেক্ষিতে ডিজিডিপি চুক্তির আওতায় ক্রয়কৃত পণ্যের প্রাক-জাহাজীকরণ উপলক্ষ্যে যাতায়াত সময় ব্যতীত ১৯/০২/২০১২ হতে ২৪/০২/২০১২ পর্যন্ত সময়ে নিম্নোক্ত সেনা কর্মকর্তাগণ চীন সফর করেন।

১. বিএ-৩৯৭৩ লেঃ কর্ণেল মহিউদ্দিন মোঃ জাবেদ, পিএসসি
২. বিএ-৪১২৭ লেঃ কর্ণেল মোঃ ইমতিয়াজ চৌধুরী, অর্ডন্যান্স
৩. বিএ-৪৩৪৮ মেজর মোঃ হারুন-অর-রশীদ, অর্ডন্যান্স

বিএ-৩৯৭৩ লেঃ কর্ণেল মহিউদ্দিন মোঃ জাবেদ এর ভ্রমণ ভাতার বিল যাচাই করে দেখা যায় যে, ত্রুটিপূর্ণ/অসংগতিপূর্ণ হোটেল বিল প্রদর্শন পূর্বক হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন ঢাকা থেকে ১৮/০২/২০১২ তারিখ যাত্রা করে চীনের পরিদর্শন স্থল ইয়ানজী ১৯/০২/২০১২ তারিখে ১৪ঃ২০ ঘটিকায় পৌছানো হয়। ১৮/০২/২০১২ তারিখ দিবাগত রাত ১টা ৪০ মিনিটে (১১/০২/২০১২) ওয়াহান এ পৌছে সকাল ০৮.৩০ ঘটিকায় যাত্রা করা হয়। অর্থাৎ ১৮/০২/২০১২ তারিখ দিবাগত রাত ইয়ানজীতে যাপন করা হয় নাই। আবার ইয়ানজী থেকে ২৫/০২/২০১২ তারিখ ১৬১৫ ঘটিকায় ফ্লাই করা হয়েছে কিন্তু হোটেল বিলে ২৬/০২/২০১২ তারিখ ৮.৪৫.৩৩ সময়ে চেক আউট দেখানো হয়েছে। অন্যদিকে গুয়াংঝুতে ২৫/০২/২০১২ তারিখ ২২১৫ ঘটিকায় পৌছে ২৬/০২/২০১২ তারিখ ২১:১০ ঘটিকায় সেখান থেকে ফ্লাই করা হয়। কিন্তু গুয়াংঝুর হোটেল বিলে ২৬/০২/২০১২ তারিখ চেক ইন, ২৭/০২/২০১২ তারিখ চেক আউট দেখানো হয়েছে। অথচ পূর্বদিন ২৬/০২/২০১২ তারিখ ঢাকা পৌছে গেছেন। ইয়ানজীর হোটেল বিলে ২ রকম ভাড়ার পরিমান যেমন ১৯/০২/২০১২ হতে ২৩/০২/২০১২ পর্যন্ত ০৪ দিনের প্রতিদিনের ২৫০ CNY এবং ২৩/০২/২০১২ হতে ২৫/০২/২০১২ পর্যন্ত ৩ দিনের প্রতিদিনের জন্য ৫৫০ CNY উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এতসব বিচ্যুতি সম্বলিত হোটেল বিল যথাযথ/প্রকৃত হোটেল বিল বলে গণ্য করা যায় না। অতএব, হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রাপ্য নন। তবে সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য। একই টীমের অন্যদের ক্ষেত্রেও একইরূপ অবস্থা প্রতীয়মান। অতএব, প্রত্যেকের নিকট হতে ফেরতযোগ্য অর্থের হিসাব নিম্নরূপঃ

গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
৮ দিন× মাঃ ডঃ ১৭৩ = মাঃ ডঃ ১৩৮৪	১৯/০২/২০১২ হতে ২৬/০২/২০১২ পর্যন্ত ৭ রাত তথা ৭ দিন × সর্বসাকুল্য ভাতা ৯৮.০০ = মাঃ ডঃ ৬৮৬	মাঃ ডঃ ৬৯৮ বা (মাঃ ডঃ ৬৯৮× ৭৯.৫× ১.৫ গুণ) = টাকা ৮৩,২৩৬.৫০

৩ জনের নিকট হতে মাঃ ডঃ ২094(মাঃ ডঃ ৬৯৮× ৩) বা টাকা ২,৪৯,৭০৯.৫০ (৮৩,২৩৬.৫০× ৩)।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৬০)

এপি নং-১৪৫৩৭; (আপত্তি-২৩৩)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

নিউইয়র্কে Mou Negotiation এর জন্য সফর উপলক্ষ্যেঅতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ মাঃ ডঃ ১৭০৩ যা টাকা ২,০৩,০৮৩

এএফডি এর ১৭/১০/২০১৫ তারিখের ২৬৮৩/অপস/এফএ/ মিনুসকা/ভিজিট সংখ্যক আদেশের প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত সেনা কর্মকর্তাগণ নিউইয়র্কে যাতায়াত সময়সহ ৩০/১০/২০১৫ হতে ৬/১২/ ২০১৫ পর্যন্ত শিরোনামে উল্লিখিত উদ্দেশ্যে নিউইয়র্কে সফর করেনঃ

১. বিএ-২৭৭৩ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ তারিকুল আলম, এনডিসি, পিএসসি
২. বিএ-৫৫৩৩, লেঃ কর্ণেল সৈয়দ আসাদুজ্জামান

বিএ ২৭৭৩ ব্রিঃ জেনারেল মোঃ তারিকুল আলম এর ভ্রমণ ভাতার বিল যাচাই করে দেখা যায় যে, বিমানযোগে ৩০/১১/২০১৫ তারিখ ঢাকা থেকে যাত্রা করে দোহাতে ১০.৫০ ঘটিকায় পৌছে তথায় রাত্রিযাপন শেষে ০১/১২/২০১৫ তারিখ ০৭.৫৫ ঘটিকায় রওয়ানা হয়ে নিউইয়র্কে অপরাহ্ন ২ঃ১৫ ঘটিকায় পৌছানো হয়। ৫/১২/১৫ তারিখ নেগেসিয়েশন শেষে পরদিন ৬/১২/১৫ তারিখ নিউইয়র্ক থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার কথা। কিন্তু তিনি বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি কাটানোর কারনে ৮/৫/২০১৫ তারিখ যাত্রা করেন। এক্ষেত্রে ৬/১২/২০১৫ তারিখ ফেরৎ যাত্রা করা হয়েছে মর্মে গণ্য হবে। অর্থাৎ ৩০/১১/১৫ তারিখ দিবাগত রাতে দোহাতে ১ রাত, ১/১২/২০১৫ হতে ৬/১২/২০১৫ পর্যন্ত নিউইয়র্কে ৫ রাত মোট ৬ রাত এর জন্য ৬ দিনের দৈনিক ভাতা প্রাপ্য। কিন্তু গ্রহণ করা হয়েছে ৬ $\frac{১}{২}$ (৪+২ $\frac{১}{২}$) দিনের দৈনিক ভাতা। অপরদিকে হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ করতে হলে হোটেলের মূল/আসল (Original/Genuine) বিল দাখিল করতে হয়। কিন্তু বিলের দাখিলকৃত হোটেল বিলগুলি প্রকৃত বিল নয়। কারণঃ

(1) তিনি দুবাই হয়ে যান নাই। দোহা হয়ে নিউইয়র্ক গেছেন। কিন্তু ৩০/১১/২০১৫ তারিখের দুবাই এর Agora Life Hotel, Dubai নামক হোটেল বিল দাখিল করেছেন।
(2) নিউইয়র্কের জন্য তিনি একই হোটেলের ৩ টি বিল দাখিল করেছেন। এর মধ্যেঃ
(ক) ০১/১২/২০১৫ তারিখের ১ দিনের হোটেল বিল মাঃ ডঃ ১৬৮/০০ উল্লেখ রয়েছে।
(খ) ০২/১২/২০১৫ হতে ০৫/১২/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ৩ রাত হলেও ৪ দিনের হোটেল বিল দেখানো হয়েছে। কিন্তু লিখনে Rent/day $ 1348 USD অর্থাৎ প্রতিদিনের জন্য ১৩৪৮ মাঃ ডলার ভাড়া দেখানো হয়েছে।
এসব অসংগতি কোন প্রকৃত হোটেল বিলে থাকে না। যথাযথ হোটেল বিল না থাকায় নগদ ভাতাসহ হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রাপ্য নয়। তবে সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য। অতএব, তাঁর কর্তৃক অতিরিক্ত গ্রহণের হিসাব নিম্নরূপঃ

গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা ৬.৫ দিন× মাঃ ডঃ ৩৮১ = ২৪৭৬.৫	সর্বসাকুল্য ভাতাঃ ৩০/১১/১৫ হতে ০৬/১২/১৫ পর্যন্ত ৬ রাতের জন্য ৬ দিন × মাঃ ডঃ ২৬৩ = মাঃ ডঃ ১৫৭৮	মাঃ ডঃ ৮৯৮.৫

তাকে উক্ত অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম প্রদান করা হয়েছিল। তাই অতিরিক্ত গৃহিত মাঃ ডঃ ৮৯৮.৫০ বৈদেশিক মুদ্রাতেই জমা করা অথবা দেশীয় মুদ্রায় ফেরত দেয়া হলে বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা সম্পর্কিত অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯/১০/২০১২ তারিখের স্মারক নং ২২১ (১০০০) এর অনুচ্ছেদ ২৫ অনুযায়ী দৈনিক ভাতা বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করায় বৈদেশিক মুদ্রায় কিংবা বাংলাদেশী মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হার ও দেড় গুণ হারে আদায়যোগ্য তথা (মাঃ ডঃ ৮৯৮.৫× ৭৯.৫০× ১.৫ গুণ) টাকা ১,০৭,১৪৬.১৩।
সফরসঙ্গী অপর সেনাকর্মকর্তা বিএ-৫৫৩৩ লেঃ কর্ণেল আসাদুজ্জামানের ক্ষেত্রেও একইরূপ ঘটেছে বলে প্রতীয়মান হয়। অতএব, তার নিকট হতে আদায়যোগ্যঃ

গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
৬.৫ দিন× মাঃ ডঃ ৩৩৭ = মাঃ ডঃ ২১৯০.৫	২৩১ × ৬ দিন = মাঃ ডঃ ১৩৮৬	মাঃ ডঃ ৮০৪.৫০

ফেরতযোগ্য মাঃ ডঃ ৮০৪.৫ মাঃ ডলার বা বাংলাদেশী টাকা (৮০৪.৫× ৭৯.৫০× ১.৫ গুণ) টাকা ৯৫৯৩৬.৬৩।

২ জনের নিকট হতে আদায়যোগ্য বৈদেশিক মুদ্রায় ফেরত দেয়া হলে (মাঃ ডঃ ৮৯৮.৫০+মাঃ ডঃ ৮০৪.৫০) মাঃ ডঃ ১৭০৩ অথবা দেশীয় মুদ্রায় ফেরত দেয়া হলে (টাকা ১,০৭,১৪৬.১৩+টাকা ৯৫৯৩৬.৬৩) টাকা ২,০৩,০৮২.৭৫।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৬১)

এপি নং-১৪৫৩৮; (আপত্তি-২৩৪)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

চীনে প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ মোট ৬,৮৪,২২৬.৬৮

এফসি (আর্মি) পে-১, ঢাকা সেনানিবাস কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব ২৮/০৮/২০১৬ হতে ১৫/১১/২০১৬ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। এএফডি এর ১৯/০৫/২০১৩ তারিখের আর্মি/জিও/৭২৩ সংখ্যক পত্রে Tank MBT-2000 ক্রয় উপলক্ষ্যে চীনে প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শনের নিমিত্ত ২৭/০৫/২০১৩ হতে ০৫/০৬/২০১৩ পর্যন্ত কিংবা যাত্রার তারিখ হতে ১০ দিনের জন্য নিম্নোক্ত প্রতিনিধি দলকে গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়ঃ

১	বিএ-৪৩১৬ লেঃ কর্ণেল মোহাঃ আনোয়ারুল ইসলাম, ইএমই
২	বিএ-৪৪০৮ মেজর মোঃ আবদুল হামিদ, ইএমই
৩	বিএ-৫৩৯৩ মেজর হাসনাত আহমেদ, পিএসসি
৪	বিএ-৬২৯৮ মেজর মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, ইএমই
৫	বিএ-৬৪৬১ মেজর তানভীর আহমেদ ইএমই
৬	বিএ-৬৪৮১ মেজর মোঃ মাসুদ আল ফেরদৌস, এসি
৭	বিএ-৬৬৯১ মেজর মোঃ মশিউল আলম, এসি
৮	বিজেও-২৫০৬০ সিঃ ওয়াঃ অফিঃ (এএগান) মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ মিয়াজী, ইএমই
৯	টিডি-৭৫৫ সুপারভাইজার সি মোঃ তসিকুল ইসলাম
১০	টিডি-৭৮৪ সুপারভাইজার সিঃ মোঃ মহসিন আলম

বিএ-৪৩১৬ লেঃ কর্ণেল মোহাঃ আনোয়ারুল ইসলাম এর ভ্রমণ ভাতার বিল যাচাই করে দেখা যায় যে, বিমানযোগে ৩০/০৫/২০১৩ তারিখে ১৮.২৫ ঘটিকায় কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া পৌছে ঐ দিনই ৩১/০৫/২০১৩, ০০.২৫ ঘটিকায় (৩০/০৫/২০১৩ তারিখ দিবাগত রাতে) বেইজিং এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে বেইজিং এ ৩১/০৫/২০১৩ তারিখ ০৬.৩৫ ঘটিকায় গমন করা হয়। অর্থাৎ কুয়ালালামপুরে বিমানবন্দরে মাত্র ৬ ঘন্টা অবস্থান করা হয়। প্লেন ল্যান্ড করার পর ইমিগ্রেশন ইত্যাদি আনুষ্ঠানিকতা শেষে হোটেলে যাওয়া এবং ০০.২৫ ঘটিকার ফ্লাইট ধরার জন্য চেক আউট, হোটেল থেকে বিমানবন্দরের আসা ও আনুষ্ঠানিকতা শেষে বিমান ধরার জন্য সময়ে ব্যয় করে মাঝখানে ৬ ঘন্টা আর থাকে না। তাই ৩০/০৫/২০১৩ তারিখ কুয়ালালামাপুরে বাধ্যতামূলক অবস্থানের কোন ঘটনা গ্রহণযোগ্য নয়। ফেরার পথেও কুয়ালালামপুরে একই অবস্থা। অতএব, ৩১/০৫/২০১৩ হতে ১১/০৬/২০১৩ পর্যন্ত ১১ রাত্রি বিধায় ১১ দিনের দৈনিক ভাতা প্রাপ্য। প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে বিধায় বেইজিং এর জন্য কোন দৈনিক ভাতা প্রাপ্য নয়। তবে ১০ দিনের স্থলে ১১ দিনের পকেট ভাতা প্রাপ্য। অতএব, নিম্নোক্তদের নিকট হতে নিম্নোক্ত হিসাব অনুযায়ী অর্থ আদায়যোগ্য।

নাম ও পদবী	গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
কর্ণেল ও মেজর পদমর্যাদা	বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য ২ দিনের হোটেল ভাতা ভিত্তিক দৈনিক ভাতাঃ ২ দিন × ৩৩৭ = মাঃ ডঃ ৬৭৪.০০	বাধ্যতামূলক অবস্থান ঘটে নাই। তবে আরো ১ দিনের (১১/৬/১৩) জন্য পকেট ভাতা মাঃ ডঃ ৫৩.৪০ প্রাপ্য	মাঃ ডঃ ৬২০.৬০ বা ৬২০.৬০×৭৯.৫×১.৫ গুণ=টাকা ৭৪০০৬.৫৫
বিজেও ২৫০৬০ সিঃ ওয়াঃ অফিসার মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ মিয়াজী	বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য ২ দিনের হোটেল ভাতা ভিত্তিক দৈনিক ভাতাঃ ২ দিন × ৩৩৭ = মাঃ ডঃ ৬৭৪.০০ ২ দিন × মাঃ ডঃ ২৮৭.০০ = মাঃ ডঃ ৫৭৪.০০	বাধ্যতামূলক অবস্থান ঘটে নাই। তবে আরো ১ দিনের (১১/৬/১৩) জন্য পকেট ভাতা মাঃ ডঃ ৫৩.৪০ প্রাপ্য ২৬৫ × ২৫%= মাঃ ডঃ ৬৬.২৫	মাঃ ডঃ ৫০৭.৭৫ বা ৫০৭.৭৫ × ৭৯.৫× ১.৫ গুণ = টাকা ৬০৫৪৯.১৮
টিডি ৭৫৫ সুপারভাইজার মোঃ তসিকুল ইসলাম	বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য ২ দিনের হোটেল ভাতা ভিত্তিক দৈনিক ভাতাঃ ২ দিন × ৩৩৭ = মাঃ ডঃ ৬৭৪.০০ ২ × ২৪২ = মাঃ ডঃ ৪৮৪.০০	বাধ্যতামূলক অবস্থান ঘটে নাই। তবে আরো ১ দিনের (১১/৬/১৩) জন্য পকেট ভাতা মাঃ ডঃ ৫৩.৪০ প্রাপ্য ১৩৭ × ৩০%= মাঃ ডঃ ৪১.১০	মাঃ ডঃ ৪৪২.৯ বা ৪৪২.৯× ৭৯.৫× ১.৫ গুণ = টাকা ৫২৮১৫

অতএব, মোট আদায়যোগ্য [(মাঃ ডঃ ৬২০.৬× ৭)+মাঃ ডঃ ৫০৭.৭৫ +(৪৪২.৯×২)]=মাঃ ডঃ ৫৭৩৭.৭৫ বা টাকা (৫৭৩৭.৭৫×৭৯.৫×১.৫) = ৬,৮৪,২২৬.৬৮ টাকা ফেরৎযোগ্য।

অনুচ্ছেদ-১
পরিশিষ্ট-১(৬২)
এপি নং-১৪৫৩৯; (আপত্তি-২৩৫)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

বিএ ৩৪৯৭ ব্রিঃ জেনারেল ইহতেশামুস সামাদ চৌধুরী এবং অন্যান্য অফিসার কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্র সফর উপলক্ষ্যে বানানো ভাউচারের মাধ্যমে হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ করায় অতিরিক্ত পরিশোধ টাকা ৮,৫৭,৬৪৬

এএফডি এর ২৭/০৪/২০১৪ তারিখের যুক্তরাষ্ট্র.১০৪৭ সংখ্যক পত্রে যুক্তরাষ্ট্র সেনাবাহিনীর Training and Doctrine Command (TRADOC) ও এর অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং যুক্তরাষ্ট্র সেনাবাহিনীর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনা, পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়, সিমুলেশনের জন্য সহায়তা, সমন্বয় ও সভায় অংশগ্রহণের নিমিত্তে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের ১৫ হতে ২১ মে ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত (যাতায়াত সময় ব্যতীত) অথবা যাত্রার তারিখ হতে মোট ০৭ দিনের জন্য যুক্তরাষ্ট্র গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়ঃ

১. বিএ-২০০৪ লেফটেন্যান্ট জেনারেল চৌধুরী হাসান সারওয়াদী, বিবি,এসবিপি,এনডিসি,পিএসসি
২. বিএ-২৫০৪ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ শাহ্ আলম চৌধুরী, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি
৩. বিএ-৩১১৫ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মোসফেকুর রহমান, এনডিসি, পিএসসি
৪. বিএ-৩৪৯৭ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইহতেশামুস সামাদ চৌধুরী, পিএসসি
৫. বিএ-৪১১২ লেফটেন্যান্ট কর্ণেল মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ মিনহাজুল আলম, পিএসসি
৬. বিএ-৫৮৫৫ মেজর মোঃ মাহমুদুর রহমান মিনহাজ, পিএসসি

৪ নং ক্রমিকে বর্ণিত কর্মকর্তার বিল নিরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, নিম্নোক্ত অসংগতির কারনে প্রতীয়মান হয় যে-বানানো (Manufactured) হোটেল বিল দাখিল করে নগদভাতাসহ হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ করা হয়েছেঃ
১৮/০৭/২০১৪ হতে ১৯/০৭/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য দুবাই এর Cap throne Airport Hotel নামক হোটেলের যে বিল দাখিল করেছেন তার সাথে দলনেতার দাখিলকৃত বিলের মিল নাই। দলনেতার হোটেল বিলে মনোগ্রাম প্যাডের উপরিভাগ বাম পাশে কিন্তু আলোচ্য কর্মকর্তার বিলে ডানপাশে, দলনেতার বিলে শীর্ষভাগে Port Saeed Deira, Near Deira City Centre, United Arab Emirates +97142950500 সহ ওয়েবসাইট লিখা আছে। কিন্তু আলোচ্য কর্মকর্তার বিলে তার কোন কিছু লেখা নাই। আবার দলনেতার বিলের নিম্নভাগে কোন কিছুই লেখা না থাকলেও আলোচ্য কর্মকর্তার বিলে Port Saeed-Deira, Post Box-119311, Dubai, UAE লেখা রয়েছে।

(১) ১৯/০৭/২০১৪ হতে ২০/০৭/২০১৪ তারিখের কানসাস, যুক্তরাষ্ট্র এর Residence Inn Marriott নামক দলনেতার হোটেল বিলে Residence সবুজ কালিতে, Inn লাল কালিতে এবং Marriott কালো কালিতে লেখা, কিন্তু আলোচ্য কর্মকর্তার বিলে এই ৩টি শব্দ কালো কালিতে লেখা। উপরন্তু Marriott এর স্থলে Marriott লিখা আছে। দলনেতার বিলে শীর্ষভাগের মধ্যখানে কোন কিছু লিখা না থাকলেও আলোচ্য কর্মকর্তার বিলে 10300 N Ambassador Dr, Kansas City, mo 64153,770.994.3666 ইত্যাদি লিখা আছে।

(২)২০/০৭/২০০৪ হতে ২৩/০৭/২০১৪ তারিখের IHG, Army Hotels বিলের ক্ষেত্রে দলনেতার বিলে হোটেলের নাম রঙ্গিন কালিতে লিখা। উপরিভাগের মাঝখানে 214 Grant Ave, Fort Leavenworth. Ks 66027, United States, Telephone +1913-684-4091 ও ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য লিখা 'ছক' ছাড়া লিখা আছে। কিন্তু আলোচ্য কর্মকর্তার হোটেল বিলে হোটেলের নাম কালো কালিতে, বিলের উপরিভাগে মধ্যখানে কোনকিছুই লেখা নাই, একটু নীচে কর্মকর্তার নামসহ অন্যান্য লিখা 'ছকে' লেখা। এছাড়া দলনেতার বিলে নীচে Hotel Authority Signature জায়গা থাকলেও আলোচ্য কর্মকর্তার বিলে তা নাই।

(২) ২৩/০৭/২০১৪ হতে ২৬/০৭/২০১৪ তারিখের আটলান্টার হোটেল বিলে দলনেতার ক্ষেত্রে উপরিভাগে 54 Peachtree Street Southwest , Atlanta, GA 30303, United States, Phone +1678-7028600 ও ওয়েবসাইট লিখা রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য কর্মকর্তার বিলে উপরিভাগে বামে Fairfield Inn & Suites by Marriott, Atlanta Airport South Sullivan Road এবং মধ্যখানে 2020 Sullivan Road, College Park, Ga 3037, 770.994.3666 লিখা রয়েছে। এছাড়া দলনেতার বিলে হোটেল ম্যানেজারের ও গেস্ট এর স্বাক্ষরের জায়গা টাইপ করে নির্ধারিত থাকলেও আলোচ্য কর্মকর্তার বিলে হোটেল ম্যানেজারের স্বাক্ষরের জায়গা নির্দিষ্ট করা নাই।

(৩) ২৬/০৭/১৪ হতে ২৭/০৪/২০১৪ তারিখের নিউইয়র্কের হোটেল বিলের ক্ষেত্রে দলনেতার বিলে মনোগ্রাম শীর্ষভাগের বামে তারপর Hotel Pennsyl Vania ও ঠিকানা, ফোন নাম্বার, ওয়েবসাইট উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য কর্মকর্তার বিলে মনোগ্রাম শীর্ষভাগের বামের পরিবর্তে মধ্যখানে, হোটেলের নাম একই লাইনের পরিবর্তে মনোগ্রামের নীচে লিখা আছে। কিন্তু হোটেলের ঠিকানা, ফোন নাম্বার, ওয়েবসাইট ইত্যাদি লিখা নাই। দলনেতার বিলে ২৭/০৭/২০১৪ তারিখ চেক আউটের সময় ১০০০ ঘটিকা উল্লেখ রয়েছে কিন্তু আলোচ্য কর্মকর্তার বিলে চেক আউট ২০.০০ ঘটিকা লিখা আছে। এছাড়া দলনেতার বিলে নিম্নভাগে কোন কিছু লিখা না থাকলেও আলোচ্য কর্মকর্তার বিলে Hotel Pennsyl Vania, 401, 7th Ave, New York, NY-1000-2662 লিখা আছে।
দলনেতার হোটেল বিলের সাথে আলোচ্য কর্মকর্তার হোটেল বিলের গেট আপ ও লিখনে এত অসংগতি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য কর্মকর্তার হোটেল বিলগুলি আসল নয়। যথাযথ হোটেল বিল ব্যতীত নগদভাতাসহ হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রাপ্য নয়। তবে সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য। এছাড়া ১৮/০৭/২০১৪ হতে ২৭/০৭/২০১৪ পর্যন্ত ৯ রাত বিধায় ৯ দিনের দৈনিক ভাতা প্রাপ্য। ১০ দিনের গ্রহণ করায় ১ দিনের দৈনিক ভাতা অতিরিক্ত গ্রহণ করা হয়েছে। অতএব, আলোচ্য কর্মকর্তাকে নিম্নোক্ত হিসাব অনুযায়ী অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করা হয়েছেঃ

গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
১০ দিন× হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা মাঃ ডঃ ৩৩৭/দিন = মাঃ ডঃ ৩৩৭০.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা ৯ দিন× মাঃ ডঃ ২০২ = মাঃ ডঃ ১৮১৮.০০	মাঃ ডঃ ১৫৫২.০০

অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯/১০/২০১২ তারিখের স্মারক নং ২২১ (১০০০) এর অনুচ্ছেদ ২৫ অনুযায়ী দৈনিক ভাতা বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করায় বৈদেশিক মুদ্রায় কিংবা বাংলাদেশী মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হার ও দেড় গুণ হারে (১৫৫২.০০× টাকা ৭৯.৫০× ১.৫ গুণ) টাকা ১,৮৫,০৭৬ টাকা ফেরতযোগ্য।

অন্যান্য কর্মকর্তার ভ্রমণ ভাতার বিল না পাওয়ার কারনে যাচাই করা সম্ভব হয় নাই। তবে তাঁদের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা

নাম ও পদবী	গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
বিএ-২৫০৪ ব্রিঃ জেনাঃ মোঃ শাহ আলম চৌধুরী	১০ দিন × মাঃ ডঃ ৩৩৭ = মাঃ ডঃ ৩৩৭০.০০	৯ দিন × সর্বসাকুল্য ভাতা ২০২ ডলার = মাঃ ডঃ ১৮১৮	মাঃ ডঃ ১৫৫২.০০ বা ১৫৫২×৭৯.৫×১.৫গুণ = টাকা ১৮৫০৭৬.০০
বিএ-৩১১৫ ব্রিঃ জেনাঃ মোঃ মোসফেকুর রহমান	১০ দিন × মাঃ ডঃ ৩৩৭ = মাঃ ডঃ ৩৩৭০.০০	৯ দিন × সর্বসাকুল্য ভাতা ২০২ ডলার = মাঃ ডঃ ১৮১৮	মাঃ ডঃ ১৫৫২.০০ বা ১৫৫২×৭৯.৫×১.৫গুণ = টাকা ১৮৫০৭৬.০০
বিএ-৪১১২ লেঃ কর্ণেল মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ মিনহাজুল আলম	১০ দিন × মাঃ ডঃ ২৮৭ = মাঃ ডঃ ২৮৭০	৯ দিন × মাঃ ডঃ ১৭৮ = মাঃ ডঃ ১৬০২	মাঃ ডঃ ১২৬৮ বা ১২৬৮×৭৯.৫×১.৫গুণ = টাকা ১,৫১,২০৯.০০
বিএ-৫৮৫৫ মেজর মোঃ মাহমুদুর রহমান মিনহাজ	১০ দিন × মাঃ ডঃ ২৮৭ = মাঃ ডঃ ২৮৭০	৯ দিন × মাঃ ডঃ ১৭৮ = মাঃ ডঃ ১৬০২	মাঃ ডঃ ১২৬৮ বা ১২৬৮×৭৯.৫×১.৫গুণ = টাকা ১,৫১,২০৯.০০

ঘটেছে বলে প্রতীয়মান হয়। এমন হলে তাঁদের নিকট হতেও নিম্নোক্ত হিসাব মোতাবেক অর্থ আদায়যোগ্যঃ

অর্থাৎ সর্বমোট আদায়যোগ্য টাকা (১৮৫০৭৬×৩) + (১৫১২০৯×২) = ৮,৫৭,৬৪৬

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৬৩)

এপি নং-১৪৫৪১; (আপত্তি-২৩৮)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শনের নিমিত্ত যুক্তরাষ্ট্র সফর উপলক্ষ্যেঅতিরিক্ত দৈনিক ভাতা পরিশোধ টাকা ৩,০৩,৩০০

ডিজিডিপি চুক্তি নং-২১৮.০০২.১২, তাং-২৬/০৬/২০১৩ এর মাধ্যমে ক্রয়কৃত Night Vision Goggles এর প্রাক জাহাজীকরণ পরিদর্শনের লক্ষ্যে এএফডি এর ১৩/০২/২০১৪ তারিখের আর্মি/জিও/৪৬৯ সংখ্যক আদেশে এবং সেনাসদরের এসডি পরিদপ্তরের ১৬/০২/২০১৪ তারিখের আর্থিক প্রাপ্যতা প্রদান আদেশে নিম্নোক্ত সেনা কর্মকর্তাগণকে ১৭/০৩/২০১৪ হতে ২১/০৩/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত অথবা যাত্রার তারিখ হতে মোট ০৫ দিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের অনুমতি প্রদান করা হয়ঃ

১। বিএ-৩১৮১ লেঃ কর্ণেল মোঃ আনিসুর রহমান

২। বিএ-৪০৪৫ লেঃ কর্ণেল মোঃ আব্দুল্লাহ আল হাসান

৩। বিএ-৭৩৮৫ মেজর শাহ মোহাম্মদ আসলাম আজাদ

সেনাসদরের আর্থিক প্রাপ্যতা প্রদান আদেশে ১৬/০৪/২০১৪, ২২/০৩/২০১৪, ০২ দিন চারলটে এবং ২৩/০৩/২০১৪ তারিখ দুবাইতে অর্ধদিবস বাধ্যতামূলক অবস্থান উল্লেখ করে দৈনিক ভাতার অনুমোদন দেয়া হয়।

১ নং ক্রমিকে বর্ণিত সেনা কর্মকর্তার ভ্রমণ ভাতার বিল যাচাই করে দেখা যায় যে, উপরোক্ত নির্ধারিত তারিখে গমনাগমন না করে ঢাকা থেকে ১০/০৫/২০০৪ তারিখ রওয়ানা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের চারলটে ১১/০৫/২০১৫ তারিখ পৌছান। আদেশের শর্ত অনুযায়ী ১১/০৫/২০১৪ হতে ১৫/১১/২০১৪ পর্যন্ত প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শনের জন্য গমনাগমন ও অবস্থান হবার কথা বিধায় ১৬/১১/২০১৪ তারিখ যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করার কথা। কিন্তু ১১/০৫/২০১৪ ও ১৭/০৫/২০১৫ তারিখ চারলটে ২ দিন ১৮/০৫/২০১৪ তারিখ ইউএসএতে $\frac{১}{২}$ দিন বাধ্যতামূলক অবস্থান দেখিয়ে হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ করা হয়। এই ২দিন বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য এএফডি বা সেনাসদরের কোন অনুমোদন নাই। অনুমোদন যদি থাকতো তবুও তা প্রাপ্য হতেন না। কারণ প্রথমতঃ পৌছার পর হতেই কেন প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন শুরু হ'ল না তার কোন ব্যাখ্যা সরবরাহকারীর তরফ থেকে নাই। দ্বিতীয়তঃ উন্নততর বিমান যোগাযোগের এই যুগে বিমান যোগাযোগের জন্য ২ দিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করতে হবে তা গ্রহণযোগ্য নয়। তৃতীয়তঃ ১ নং ক্রমিকের বর্ণিত কর্মকর্তা ১৬/০৫/২০১৪ বা ১৭/০৫/২০১৪ তারিখ না ফিরে ২৮/০৫/২০১৪ তারিখ বাংলাদেশে ফেরেন। অর্থাৎ ব্যক্তিগত কারণে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকে বাধ্যতামূলক অবস্থান হিসাবে গণ্য করে দৈনিক ভাতা গ্রহণ/প্রদান আর্থিক বিধানের পরিপন্থী। অতএব, বিধিসংগত না হওয়ার কারণে ২.৫ দিনের বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য গৃহিত মাঃ ডঃ ৮৪২.৫০ ফেরতযোগ্য। একই ঘটনা অন্যদেরও ক্ষেত্রেও ঘটেছে বলে প্রতীয়মান। বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করায় বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা সম্পর্কিত অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯/১০/২০১২ তারিখের ২২১ (১০০০) সংখ্যক স্মারক এর অনুচ্ছেদ-২৫ অনুযায়ী অতিরিক্ত গৃহিত বলে গণ্য দৈনিক ভাতা মার্কিন ডলারেই ফেরতযোগ্য। অন্যথায় দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হার অনুযায়ী দেড় গুণ হিসাবে টাকা ১,০১,১০০(মাঃ ডঃ ৮৪২.৫০×টাকা৮০×১.৫ গুণ) আদায়যোগ্য। ৩ জনের নিকট মোট আদায়যোগ্য টাকা ৩,০৩,৩০০ (১,০১,১০০×৩)।

অনুচ্ছেদ-১
পরিশিষ্ট-১(৬৪)
এপি নং-১৪৫৪২; (আপত্তি-২৪০)
ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

মায়ানমার সফরে হোটেলে একই রুমে অবস্থান করে প্রাপ্যের অতিরিক্ত হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ টাকা ২,১৮,৭৬০

অর্থ নিয়ন্ত্রক (আর্মি) পে-১ কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৬, ৩ অর্থ বছরের হিসাব ২৮/০৮/২০১৬ হতে ১৫/১১/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, মায়ানমারে ১৯তম আসিয়ান রিজিওনাল ফোরামে অংশগ্রহণের জন্য যাতায়াত সময়সহ ৩১/০৮/২০১৫ হতে ০৫/০৯/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণ সফর করেনঃ

১। বিএ-২৫৮২ মেঃ জেঃ সাজাদুল হক
২। বিএ-৪৮৮৮ লেঃ কঃ মোঃ আহসান হাবিব
৩। বিএ-৬৭৮৪ মেজর আশিকুর রহমান

২ এবং ৩ নং ক্রমিকে বর্ণিত কর্মকর্তাদয়ের ভ্রমণ ভাতার বিল যাচাই করে দেখা যায় যে, (১) তাঁরা ২ জনেই ইয়াংগ্রন্নের কান্ডজী প্যালেস হোটেলে ৩১/০৮/২০১৫ তারিখ হতে ০১/০৯/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ১ রাত কক্ষ নং ১০৭ এ এবং ১/৯/২০১৫ হতে ৪/৯/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ৩ রাত নে পি টো এর থিংগাহা হোটেলের ৬৪২ নং কক্ষ এবং ব্যাংককের এ্যাম্বাসেডর হোটেলের একই কক্ষ ৪/৯/২০১৫ হতে ৫/৯/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ১ রাত অবস্থান করেন।

উক্ত রুমসমূহের রুম ভাড়া প্রতি রাত্রের জন্য মাঃ ডঃ ২০০.০০। সুতরাং প্রতি জন কর্তৃক রুম ভাড়া পরিশোধ করা হয়েছে প্রতি রাতের জন্য মাঃ ডঃ ১০০ কিন্তু ভ্রমণ ভাতার বিলের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে মাঃ ডঃ ১৯৬.০০ করে। অর্থাৎ প্রতি রাতের জন্য মাঃ ডঃ ৯৬.০০ অতিরিক্ত পরিশোধ করায় ৫ রাতের জন্য প্রতিজনকে মাঃ ডঃ ৪৮০ (৯৬×৫) অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে।

(১) ৩১/৮/২০১৫ হতে ৫/৯/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ৫ রাত এর জন্য ৫ দিনের দৈনিক ভাতা প্রাপ্য কিন্তু পরিশোধ করা হয়েছে ৬ দিনের। ১ দিনের দৈনিক ভাতা মাঃ ডঃ ২৭৩ বেশী পরিশোধ করা হয়েছে।

অতএব, প্রতিজনে অতিরিক্ত গ্রহণ করেছেন মাঃ ডঃ ৭৫৩.০০ (মাঃ ডঃ ৪৮০+মাঃ ডঃ ২৭৩)। দৈনিক ভাতা বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা সম্পর্কিত ০৯/১০/২০১২ তারিখের ২২১ (১০০০) সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদ-২৫ অনুযায়ী মার্কিন ডলারে ফেরত অন্যথায় দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হার ও দেড়গুণ হারে টাকা ৯০৩৬০(মাঃ ডঃ ৭৫৩×টাকা ৮০×১.৫ গুণ) প্রতিজনের নিকট হতে আদায়যোগ্য। ২ জনের নিকট হতে টাকা (৯০৩৬০ ×২ জন) = ১,৮০,৭২০.০০ আদায়যোগ্য।

প্রতীয়মান হয় যে, ক্রমিক নং ১ এ বর্ণিত কর্মকর্তাও ৬ দিনের দৈনিক ভাতা গ্রহণ করেছেন। তেমন হলে তিনিও ১ দিনের বেশী হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা মাঃ ডঃ ৩১৭ গ্রহণ করেছেন। একইভাবে মাঃ ডঃ ৩১৭ ডলারেই কিংবা দেশীয় মুদ্রায় টাকা ৩৮০৪০ (৩১৭×৮০×১.৫ গুণ) আদায়যোগ্য। অতএব, আলোচ্য ক্ষেত্রে সর্বমোট দেশীয় টাকায় (১,৮০,৭২০+৩৮,০৪০) = ২,১৮,৭৬০.০০ আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ-১
পরিশিষ্ট-১(৬৫)
এপি নং-১৪৫৪৩; (আপত্তি-২৪১)
ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন উপলক্ষ্যে অসংগতিপূর্ণ হোটেল বিল দিয়ে প্রাপ্যের অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ টাকা ৩,৯০,৭২০

ডিজিডিপি চুক্তি নং ২২১.০০২.১২ তাং-২০/০৬/২০১৩ এর আওতায় ক্রয়কৃত Excavator (Wheel Type) এর প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত সেনা কর্মকর্তাগণ ২৫/১১/২০১৫ হতে ২৯/১১/২০১৫ পর্যন্ত সময়ে দক্ষিণ কোরিয়াতে সফর করার অনুমতি পানঃ

১। বিএ-৩৬৭৪ মেজর নুং ছো মং
২। বিএ-৬৪২৯ মেজর শাহরিয়ার রাজীব
৩। টিডি-৬৭৫ সুপারভাইজার-সি মুন্সী আসলাম উদ্দিন আহমেদ
১ নং ক্রমিকে বর্ণিত কর্মকর্তার ভ্রমণ ভাতার বিল যাচাই করে দেখা যায় যে-

(১) অতিরিক্ত দিনের জন্য দৈনিক ভাতা পরিশোধঃ ২৪/১১/২০১৫ ও ০১/১২/২০১৫ তারিখ ১ দিন Keania, সিউলে বাধ্যতামূলক অবস্থান দেখিয়ে ৩ দিনের হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু বিমান টিকেট ও বোর্ডিং পাশ থেকে দেখা যায় যে, ঢাকা থেকে ২৫/১১/২০১৩ তারিখ যাত্রা করে কুনমিং হয়ে নানজিং এ ২৬/১১/২০১৩ তারিখ (২৫/১১/২০১৩ তারিখ দিবাগত রাতে) ০০.২৫ ঘটিকায় পৌছে এবং নানজিং থেকে ২৬/১১/২০১৩ তারিখ সকাল ৮ঃ১৫ ঘটিকায় রওয়ানা দিয়ে একই দিনে ১১.২৫ ঘটিকায় সিউলে গমন করা হয়। সুতরাং ২৪/১১/২০১৩ এমনকি ২৫/১১/২০১৩ তারিখে কুনমিং এ বাধ্যতামূলক অবস্থানের কোন ঘটনাই ঘটে নাই। আবার সিউল থেকে ০২/১২/২০১৩ তারিখ ফেরত যাত্রা করায় ০১/১২/২০১৩ তারিখেও কুনমিং এ কোন বাধ্যতামূলক অবস্থানের ঘটনা ঘটে নাই। ২৬/১১/২০১৩ তারিখ সিউলে পৌছার পর ৩০/১১/২০১৩ পর্যন্ত ৫ দিনে পরিদর্শন শেষ করে ০১/১২/২০১৩ তারিখ ফেরত যাত্রা করার কথা থাকলেও ঐ দিন কেন করা হয় নাই তার কোন ব্যাখ্যা নাই। উন্নত যোগাযোগের এই যুগে সিউলে বিমান যোগাযোগের কারনে কোন দিন বেশী অবস্থান করার ঘটনা গ্রহণযোগ্য নয়। যাহোক ২৬/১১/২০১৩ হতে ০২/১২/২০১৩ পর্যন্ত ৬ রাত্রির জন্য ৬ দিনের দৈনিক ভাতা প্রাপ্য কিন্তু পরিশোধ করা হয়েছে ৮ দিনের। অর্থাৎ ২ দিনের প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে।

(২) কৃত্রিম (Fake) হোটেল বিল দাখিলঃ

প্রথমতঃ কুনমিং এ কোন বাধ্যতামূলক অবস্থান বা রাত্রিযাপন না করা সত্বেও ২৪/১১/২০১৩ ও ৩০/১১/২০১৩ তারিখের জন্য কুনমিং হোটেলসঃ ইন্টার কন্টিনেন্টাল কুনমিং হোটেল নামক কথিত হোটেলের বিল দাখিল করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ মিলিনিয়াম সিউল হিলটন হোটেল নামক হোটেলের বিল দাখিল করা হয়েছে সেখানে চেক ইন ২৬/১১/২০১৩, ১৪০০ ঘটিকা, চেক আউট ০২/১২/২০১৩ তারিখ ০৮০০ ঘটিকা। লক্ষনীয় হ'ল তারিখের ঘরে ২৭/১২/২০১৩, ২৮/১২/২০১৩, ২৯/১২/২০১৩, ৩০/১২/২০১৩ ও ০১/০১/২০১৪ উল্লেখ করা হয়েছে। সিউলে অবস্থান করা হলো ২৬/১১/২০১৩ হতে ০২/১২/২০১৩ পর্যন্ত অথচ হোটেল বিলে অবস্থানের তারিখ উল্লেখ করা হলো ২৭/১২/২০১৩ হতে ০১/০১/২০১৪ পর্যন্ত।

তৃতীয়তঃ কুনমিং ও শিউলের হোটেল বিলের লিখন/প্রকৃতি একইরকম। প্রতিটিতেই এরাইভাল টাইম ১৪০০ ঘটিকা এবং ডিপারচার টাইম ০৮০০ ঘটিকা উল্লেখ করা হয়েছে।

এতসব অসংগতি কোন প্রকৃত (genuine) হোটেল বিলে থাকে না। প্রমাণিত যে, পূর্ণ হারে হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে হোটেল বিল বানিয়ে (manufacture) দাখিল করা হয়েছে। যথাযথ হোটেল বিল না হলে হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রাপ্য নয়। তবে সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য। তাই এক্ষেত্রে অতিরিক্ত গ্রহণের হিসাব নিম্নরূপঃ

গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ৮ দিন × মাঃ ডঃ ৩৩৭ = ২৬৯৬	সর্বসাকুল্য ভাতা তবে ৬ দিন× মাঃ ডঃ ১৭৮ = মাঃ ডঃ ১০৬৮	মাঃ ডঃ ১৬২৮

দৈনিক ভাতা বৈদেশিক মুদ্রায় গ্রহণ করা হয়েছে বিধায় অতিরিক্ত গৃহিত মর্মে গণ্য দৈনিক ভাতা মাঃ ডঃ ১৬২৮ মার্কিন ডলারেই ফেরতযোগ্য। অন্যথায় দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হারের দেড়গুণ হিসাবে টাকা ১৯৫৩৬০ (মাঃ ডঃ ১৬২৮× টাকা ৮০ × ১.৫ গুণ) আদায়যোগ্য। অপর কর্মকর্তার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে বলে তাঁর নিকট থেকেও একই পরিমাণ অর্থ আদায়যোগ্য। অতএব, উভয়ের নিকট হতে মোট ৩,৯০,৭২০ টাকা আদায়যোগ্য। (১৯৫৩৬০ ×২ জন)

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৬৬)

এপি নং-১৪৫৪৫; (আপত্তি-২১৮)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

বিএ ৫৮৮৬ মেজর মুহাম্মদ নুরুল আমিন কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রে কোর্স এ অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে পকেট ভাতা গ্রহণ টাকা ১,৬৭,৬০৯

এএফডি এর ০৪/০২/২০১৩ তারিখের যুক্তরাষ্ট্র/৩১৭ সংখ্যক আদেশের প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রে ২১/২/২০১৩ হতে ২২/৩/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত Comprehensive Security Responses to Terrorism Course এ অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র সরকার আন্তর্জাতিক বিমান ভাড়া, ট্যাক্স, প্রশিক্ষণ ফি, থাকা, চিকিৎসা, অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ভাড়া এবং খাবার বাবদ দৈনিক ভাতা প্রদান করে। Invitational Travel Order (ITO) for International Military Student (IMS) এর ৯ অনুচ্ছেদে দেখা যায় আলোচ্য ক্ষেত্রে দৈনিক ভাতা মাঃ ডঃ ২৭১৩.০০ এবং ভ্রমণ বাবদ মাঃ ডঃ ৩৭০০.০০ নগদে প্রদান করা হয়েছে। নগদে দৈনিক ভাতা প্রদান করায় পকেট ভাতা প্রাপ্য নয়। তবুও পকেট ভাতা হিসাবে (মাঃ ডঃ ৪৪.৫০×৩১ দিন) মাঃ ডঃ ১৩৭৯.৫০ গ্রহণ করা হয়েছে। অতএব, উক্ত মাঃ ডঃ ১৩৭৯.৫০ ফেরতযোগ্য। দেশী মুদ্রায় ফেরত দেয়া হলে দেড় গুণ হারে (১৩৭৯.৫০×৮১.০০×১.৫) টাকা ১,৬৭,৬০৯ ফেরতযোগ্য।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৬৭)

এপি নং-১৪৫৪৬; (আপত্তি-২১৯)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

বিএ-৬১৩৫ মেজর খলিল উল্লাহ কর্তৃক চীনে কোর্স উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত পকেট-ভাতা ও এমসিও গ্রহণ টাকা ১১২,৫০৬.১৩।

শিরোনামভুক্ত কর্মকর্তাকে ০১/০৯/২০১০ হতে ৩০/০১/২০১১ পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত ‘Senior Parachuting Instructor Course’ এ অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে চীনে গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়। বিমান টিকেট, বোর্ডিং পাশ, পাসপোর্টের ফটোকপি ইত্যাদি থেকে দেখা যায় (১) তিনি ০৩/০৯/২০১০ তারিখে চীনে গমন করেন এবং ১৪/০১/২০১১ তারিখে প্রত্যাবর্তন করেন। সুতরাং তিনি ০৪/০৯/২০১০ হতে ১৪/০১/২০১১ পর্যন্ত ১৩৩ দিনের পকেট ভাতা প্রাপ্য কিন্তু গ্রহণ করেছেন ১৫৪ দিনের। অর্থাৎ ২১ দিনের বেশী পকেট ভাতা সমপরিমান মাঃ ডঃ ৫১৪.৫০ (মাঃ ডঃ ৯৮×২৫%×২১ দিন) অতিরিক্ত গ্রহণ করেছেন। পকেট ভাতা হিসাবে প্রাপ্য অর্থ তিনি বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করেছেন বিধায় তা মার্কিন ডলারেই ফেরৎযোগ্য অথবা টাকায় বর্তমান বিনিময় হার ১মাঃ ডঃ = ৭৯.৫ টাকা হিসাবে টাকা (৫১৪.৫০×৭৯.৫০) = ৪০,৯০২.৭৫ এর দেড়গুণ টাকা ৬১৩৫৪.১৩ (৪০৯০২.৭৫×১.৫ গুণ) ফেরৎযোগ্য।

(২) এমসিও বাবদ কোন ভাউচার ছাড়াই যাওয়ার পথে ১৮ কেজি অতিরিক্ত লাগেজ বাবদ টাকা ২০০১৬.০০ এবং ফেরার পথে ২৮ কেজির জন্য ৩১১৩৬.০০ মোট টাকা (২০০১৬+৩১১৩৬) = ৫১১৫২.০০ গ্রহণ করেছেন যা আদায়যোগ্য। অতএব, মোট আদায়যোগ্য টাকা (৬১৩৫৪.১৩+৫১১৫২) ১,১২,৫০৬

অনুচ্ছেদ-১
পরিশিষ্ট-১(৬৮)
এপি নং-১৪৫৪৭; (আপত্তি-২২০)
ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

UNAMID (Darfur) এ লজিষ্টিকস রেকি ও সার্ভে করার নিমিত্ত সফর উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ টাকা ১,৮৮,৪১৫

এএফডি এর ২৩/০৩/২০১৫ তারিখের ২৬৬৩/অপস/এফএ/ ইউনামিড সংখ্যক স্মারকের প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত ৪ জন সেনা কর্মকর্তা যাতায়াত সময়সহ ১৭/০৫/২০১৫ হতে ২৬/০৫/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত শিরোনামভুক্ত সফর করেন।

১. বিএ-৩৭৪৩ লেঃ কর্ণেল মোঃ আক্তারুজ্জামান, বিপি
২. বিএ-৫০০৮ মেজর মোঃ এখলাছুর রহমান, ইস্ট বেঙ্গল
৩. বিএ-৫৯৭২ মেজর মোঃ আরিফুল হক, পিএসসি, অর্ডন্যান্স
৪. বিএ-৬১১৬ মেজর মোঃ সায়েদ উল হাসমত, পিএসসি, ইএমই

বিএ ৩৭৪৩ লেঃ কর্ণেল মোঃ আখতারুজ্জামান এর ভ্রমণ ভাতার বিল যাচাই করে দেখা যায় বিমানযোগে ১৭/০৫/২০১৫ তারিখে সকাল ১০.৫৫ ঘটিকায় গন্তব্য স্থলে পৌছে ১৮/০৫/২০১৫ হতে ২৫/০৫/২০১৫ পর্যন্ত অবস্থান করে ২৬/০৫/২০১৫ তারিখে ১১.৫৫ ঘটিকায় ফিরতি যাত্রা করা হয়। পথিমধ্যে কোথাও রাত্রিযাপন কিংবা ৬ ঘন্টা বা ১২ ঘন্টার অধিক ষ্টপওভার নাই। অর্থাৎ ১৭/০৫/২০১৫ তারিখ হতে ২৬/০৫/২০১৫ পর্যন্ত ০৯(নয়) রাত অবস্থান করা হয়। সুতরাং ০৯ দিনের দৈনিক ভাতা প্রাপ্য। কিন্তু ১৮/০৫/২০১৫ হতে ২৫/০৫/২০১৫ পর্যন্ত ০৮(আট) দিনের সর্বসাকুল্য ভাতা ও ১৭/০৫/২০১৫ ও ২৬/০৫/২০১৫ তারিখ ২ দিনের জন্য খার্তুমে বাধ্যতামূলক অবস্থান দেখিয়ে নগদভাতাসহ হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ অতিরিক্ত ১ দিনের হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া ১৭/০৫/২০১৫ ও ২৬/০৫/২০১৫ তারিখে হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ করা হলেও কোন হোটেল বিল দাখিল করা হয় নাই। অতএব, অতিরিক্ত গ্রহণের পরিমানঃ

ক্রঃ নং	গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
১	৮ দিন × সর্বসাকুল্য ভাতা মাঃ ডঃ ১৫১ = মাঃ ১২০৮	সর্বসাকুল্য ভাতা ০৯ দিন × ১৫১ = মাঃ ১৩৫৯	কম মাঃ ডঃ (-) ১৫১
২	২ দিন × হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ভাতা মাঃ ডঃ ২৭৩ = মাঃ ৫৪৬	৯ রাত অতিবাহিত করার জন্য ৯ দিনের সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য দেখানোর পর আর কিছু প্রাপ্য না	মাঃ ডঃ ৫৪৬
মোট =	মাঃ ডঃ ১৭৫৪	মাঃ ডঃ ১৩৫৯	মাঃ ডঃ ৩৯৫

সুতরাং অতিরিক্ত গৃহিত অর্থ মাঃ ডঃ ৩৯৫ বৈদেশিক মুদ্রাতেই ফেরতযোগ্য নচেৎ বাংলাদেশী টাকায় ফেরত দেয়া হলে বর্তমান বিনিময়ে হার অনুযায়ী ১.৫ গুন হারে তথা মাঃ ডঃ ৩৯৫× ৭৯.৫০× ১.৫ গুন = ৪৭১০৩.৭৫ টাকা ফেরতযোগ্য। অন্য ৩ জনের ক্ষেত্রেও একই রকম ঘটনা ঘটেছে বলে অগ্রিম গ্রহণ থেকে প্রতীয়মান হওয়ায় মোট আদায়যোগ্য অর্থের পরিমান (৪৭১০৩.৯৫×৪ জন) টাকঃ ১,৮৮,৪১৫.০০।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৬৯)

এপি নং-১৪৫৪৮; (আপত্তি-২২১)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

থাইল্যান্ড শিক্ষা সফর উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ টাকা ১,১৪,৭১৯

এফসি (আর্মি) পে-১ ঢাকা সেনানিবাস কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব ২৮/০৮/২০১৬ হতে ১৫/১১/২০১৬ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকরা হয়। নিম্নোক্তগণ থাইল্যান্ডে যাতায়াত সময় ব্যতীত ২৯/০৫/২০১৫ হতে ০২/০৫/২০১৫ পর্যন্ত ০৫(পাঁচ) দিন শিক্ষা সফর উপলক্ষ্যে অবস্থান করেনঃ

১. বিএ-১০০৫১১ ব্রিঃ জেঃ সুরাইয়া বেগম
২. বিএ-১০০৫১৭ ব্রিঃ জেঃ সুসানে গীতি
৩. বিএ-১০০৫৭৭ ব্রিঃ জেঃ ব্রায়ান বঙ্কিম হালদার
৪. বিএ-১০০৬০০ ব্রিঃ জেঃ এএফএম রফিকুল ইসলাম
৫. বিএ-১০০৭৩৬ লেঃ কর্ণেল মোহাম্মদ মহসিন
৬. বিএ-১০০৭৬৪ লেঃ কর্ণেল মোঃ মিজানুর রহমান

বিএ ১০০৭৩৬ লেঃ কর্ণেল মোহাম্মদ মহসিন, এএমসি এর ভ্রমণ ভাতার বিল হতে দেখা যায় যে, ২৮/০৫/২০১৫ তারিখ ১৭.০০ ঘটিকায় ব্যাংকক পৌছানোর পর ০২/০৬/২০১৫ পর্যন্ত অবস্থান করে ০৩/০৬/২০১৫ তারিখ সকাল ১০.৩৫ ঘটিকায় ব্যাংকক হতে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করা হয়। অর্থাৎ ৬ রাতের জন্য ৬ দিনের দৈনিক ভাতা প্রাপ্য কিন্তু গ্রহণ করা হয়েছে ৭ দিনের সর্বসাকুল্য ভাতা। অতএব, ১ দিনের সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। ৪ জন ব্রিঃ জেনারেল প্রত্যেকে মাঃ ডঃ ১৬৫ এবং লেঃ কর্ণেলদ্বয় প্রত্যেককে মাঃ ডঃ ১৫১ করে অতিরিক্ত গ্রহণ করেছেন। দৈনিক ভাতা বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করা হয়েছিল বিধায় মার্কিন ডলারে ফেরৎযোগ্য বা বাংলাদেশী টাকায় ফেরৎ দেয়া হলে বর্তমান হারের দেড়গুন হিসাবে ফেরৎযোগ্য। হিসাব নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	ফেরৎযোগ্য	
		মাঃ ডঃ	**টাকায় ফেরত দিলে**
১	বিএ-১০০৫১১ ব্রিঃ জেঃ সুরাইয়া বেগম	মাঃ ডঃ ১৬৫	১৬৫× ৭৯.৫ = টাকা ১৩১১৭.৫× ১.৫ গুণ টাকা ১৯৬৭৬.২৫
২	বিএ-১০০৫১৭ ব্রিঃ জেঃ সুসানে গীতি	মাঃ ডঃ ১৬৫	১৬৫× ৭৯.৫ = টাকা ১৩১১৭.৫× ১.৫ গুণ টাকা ১৯৬৭৬.২৫
৩	বিএ-১০০৫৭৭ ব্রিঃ জেঃ ব্রায়ান বঙ্কিম হালদার	মাঃ ডঃ ১৬৫	১৬৫× ৭৯.৫ = টাকা ১৩১১৭.৫× ১.৫ গুণ টাকা ১৯৬৭৬.২৫
৪	বিএ-১০০৬০০ ব্রিঃ জেঃ এএফএম রফিকুল ইসলাম	মাঃ ডঃ ১৬৫	১৬৫× ৭৯.৫ = টাকা ১৩১১৭.৫× ১.৫ গুণ টাকা ১৯৬৭৬.২৫
৫	বিএ-১০০৭৩৬ লেঃ কর্ণেল মোহাম্মদ মহসিন	মাঃ ডঃ ১৫১	১৫১× ৭৯.৫ = টাকা ১২০০৪.৫× ১.৫ গুণ টাকা = টাকা ১৮০০৬.৭৫
৬	বিএ-১০০৭৬৪ লেঃ কর্ণেল মোঃ মিজানুর রহমান	মাঃ ডঃ ১৫১	১৫১× ৭৯.৫ = টাকা ১২০০৪.৫× ১.৫ গুণ টাকা = টাকা ১৮০০৬.৭৫

মোট আদায়যোগ্য টাকা ১,১৪,৭১৮.৫০ [(১৯৬৭৬.২৫× ৪ = টাকা ৭৮৭০৫.০০) + (১৮০০৬.৭৫× ২) = টাকা ৩৬০১৩.৫)]

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৭০)

এপি নং-১৪৫৪৯; (আপত্তি-২২২)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

ফ্রান্স সফর (Army War Game Simulation System) উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ টাকা ১,৮৮,৭১৩

এএফডি এর ১৮/১১/২০১৪ তারিখের স্মারক নং ০৬.০০. ০০০০.০০৯.২০.০০১.১৪.ফ্রান্স.৩৫৬৫ অনুযায়ী নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণ Army War Game Simulation System এর Physical Capability Assessment উপলক্ষ্যেফ্রান্স সফর করেনঃ

১. বিএ-৪১১২ কর্ণেল মোহাম্মদ আসাদুল্লহ মিনহাজুল আলম

২. পি নং-১০৬০৯ ফাহিম হাসান খান, সহকারি অধ্যাপক, এমআইএসটি

৩. বিএ-৩৪৯৭ ব্রিঃ জেনাঃ ইহতেশামুস সামাদ চৌধুরী

২ নং ক্রমিকে বর্ণিত কর্মকর্তার ভ্রমণ ভাতার বিল যাচাইয়ে পরিলক্ষিত হয় যে, বিমানযোগে ২৩/১১/২০১৪ তারিখ দিবাগত রাত ২৩০০ ঘটিকায় প্যারিসে পৌছার পর কার্য শেষে ২৬/১১/২০১৪ তারিখ দুপুর ১৪.২৫ ঘটিকায় বিমানে ফিরতি যাত্রা হিসাবে ফ্লাই করা হয়। ১৪.২৫ ঘটিকায় ফ্লাইট ধরার জন্য অবশ্যই ২/৩ ঘন্টা পূর্বে হোটেল থেকে চেক আউট করা হয়েছে। সুতরাং ২৩/১১/২০১৪ হতে ২৬/১১/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত ৩ রাতের জন্য ৩ দিনের দৈনিক ভাতা প্রাপ্য। ভ্রমণ ভাতার সাথে হোটেল বিলের ১টিতে ৩ দিনের রুম ভাড়া নেয়া হয়েছে মর্মে দেখা যায়। অপরদিকে দুবাইতে ২৬/১১/২০১৪ তারিখ মধ্যরাত ২৩.৫১ ঘটিকায় পৌছে ১ ঘন্টা ৪৫ মিনিট পর কানেকটিং ফ্লাইটে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করা হয়। অর্থাৎ দুবাইতে বাধ্যতামূলক অবস্থানের কোন ঘটনা নাই। সর্বমোট ৩ দিনের দৈনিক ভাতা প্রাপ্য কিন্তু ৪ $\frac{১}{২}$ দিনের গ্রহণ করায় অতিরিক্ত ১.৫ দিনে অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। বিস্তারিত নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	নাম, নম্বর ও পদবী	গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত/আদায়যোগ্য
	বিএ-৪১১২ কর্ণেল মোহাম্মদ আসাদুল্লহ মিনহাজুল আলম	৩ দিনের দৈনিক ভাতা	১.৫ দিন	১.৫ দিন যা @ ৩৩৭×১.৫ দিন = ৫০৫.৫০ মাঃ ডঃ ×৭৯.৫০ ×১.৫ গুন = ৬০২৮১
	পি নং-১০৬০৯ ফাহিম হাসান খান, সহকারি অধ্যাপক, এমআইএসটি	৩ দিনের দৈনিক ভাতা	১.৫ দিন	১.৫ দিন যা @ ৩৩৭×১.৫ দিন = ৫০৫.৫০ মাঃ ডঃ ×৭৯.৫০ ×১.৫ গুন = ৬০২৮১
	বিএ-৩৪৯৭ ব্রিঃ জেনাঃ ইহতেশামুস সামাদ চৌধুরী	৩ দিনের দৈনিক ভাতা	১.৫ দিন	১.৫ দিন যা @ ৩৮১ মাঃ ডঃ×১.৫ দিন = ৫০৫.৫০ মাঃ ডঃ ×৭৯.৫০ ×১.৫ গুন = ৬৮১৫১

৩ জনের নিকট হতে সর্বমোট (৬০২৮১+৬০২৮১+৬৮১৫১) = ১,৮৮,৭১৩ টাকা আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৭১)

এপি নং-১৪৫৫০; (আপত্তি-২২৩)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

চীনে প্রাক-জাহাজীকরণ (NIV Carts SA 7.62mm×54mm Ball) উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ টাকা ১,০৩,২৭১

এএফডি এর ০২/০৪/২০১৫ তারিখের আর্মি/জিও/৪৫৫ সংখ্যক আদেশের মাধ্যমে শিরেনামভূক্ত প্রাক-জাহাজীকরণের নিমিত্ত নিম্নোক্তদের ০৮/০৩/২০১৫ হতে ১০/০৩/২০১৫ পর্যন্ত ৩ দিনের জন্য চীনে গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়ঃ

১. বিএ-৫৮৭৪ মেজর আঃ আলীম চৌধুরী
২. বিএ-৭৭৮৫ ক্যাপ্টেন সোনিয়া আফরোজ
৩. টিডি-৭২১ সুপারভাইজার ‘বি’ মোঃ খায়রুল ইসলাম

মেজর আঃ আলীম চৌধুরীর বিল যাচাই করে দেখা যায় যে, ফ্লাইট সিডিউল অনুযায়ী ০৭/০৩/২০১৫ তারিখ দিবাগত রাত ২২.১৫ ঘটিকায় চংকিং এ পৌছেন এবং ১১/০৩/২০১৫ তারিখ হতে ২১.০০ ঘটিকায় চংকিং ফেরার জন্য ফ্লাই করেন এবং ২২.১৫ ঘটিকায় কুনমিং এ পৌছে রাত্রি যাপন করে ১২/০৩/২০১৫ তারিখ ১২.৩৫ ঘটিকায় ঢাকার উদ্দেশ্যে ফিরতি যাত্রা করেন। অর্থাৎ ০৭/০৩/২০১৫ হতে ১২/০৩/২০১৫ পর্যন্ত ০৫ রাত হবার কারনে ৫ দিনের দৈনিক ভাতা প্রাপ্য। উল্লেখ্য, সেনাসদর এসডি পরিদপ্তর হতে ০৪/০৩/২০১৫ তারিখের আর্থিক প্রাপ্যতা আদেশে ১২/০৩/২০১৫ তারিখ বাধ্যতামূলক অবস্থান দেখানো যথাযথ হয় নাই। অর্থাৎ অতিরিক্ত ১ দিনের জন্য দৈনিক ভাতা গ্রহণ বিধিসংগত হয় নাই। অতএব, অতিরিক্ত গ্রহণের হিসাব নিম্নরূপঃ

নাম ও পদবী	গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
বিএ-৫৮৭৪ মেজর আঃ আলীম চৌধুরী	৬ দিনের জন্য হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা ৬× ৩৩৭ = মাঃ ডঃ ২০২২	৫ রাতের জন্য ৫ দিনের × ৩৩৭ = মাঃ ডঃ ১৬৮৫	মাঃ ডঃ ৩৩৭ বা ৩৩৭× ৭৯.৫× ১.৫ গুণ = টাকা ৪০১৮৭.২৫
বিএ-৭৭৮৫ ক্যাপ্টেন সোনিয়া আফরোজ	৬ দিন × মাঃ ডঃ ২৮৭ = মাঃ ডঃ ১৭২২	৫ দিন × মাঃ ডঃ ২৮৭ = মাঃ ডঃ ১৪৩৫	মাঃ ডঃ ২৮৭ বা ২৮৭× ৭৯.৫ = টাকা ২২৮১৬.৫× ১.৫ গুণ = টাকা ৩৪২২৪.৭৫
বিএ-৭২১ সুপারভাইজার ‘বি’ মোঃ খায়রুল ইসলাম	৬ দিন × মাঃ ডঃ ২৪২ = মাঃ ডঃ ১৪৫২	৫ দিন × মাঃ ডঃ ২৪২ = মাঃ ডঃ ১২১০	মাঃ ডঃ ২৪২ বা ২৪২× ৭৯.৫ = টাকা ১৯২৩৯× ১.৫ গুণ = টাকা ২৮৮৫৮.৫
		মোট=	১,০৩,২৭০.৫০

বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা সম্পর্কিত অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯/১০/২০১২ তারিখের ২২১ (১০০০) সংখ্যক স্মারকের ২৫ অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক যেহেতু মাঃ ডঃ অগ্রিম গ্রহণ করা হয়েছিল সেহেতু মাঃ ডলারেই জমাযোগ্য তবে বাংলাদেশী টাকায় জমা দিলে বর্তমান বিনিময় হারের দেড়গুণ দিতে হবে। সর্বমোট অতিরিক্ত গ্রহণ ১,০৩,২৭১

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৭২)

এপি নং-১৪৫৫১ (আপত্তি-২২৭)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

তুরস্কে FAT এবং শিপমেন্ট উপলক্ষ্যে ভ্রমণের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ টাকা ২,৫৭,৩৪১.৫০

এএফডি ২৩/১১/২০১৫ তারিখের ০৬.০০.০০০০.০২১. ৪৩.১৫/৩৬৯ নং আদেশ অনুযায়ী নিম্নোক্ত ২ জন সেনাকর্মকর্তা যাতায়াত সময়সহ ২৬/১১/২০১৫ হতে ০১/১২/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত Factory Acceptance Test and Shipment পর্যবেক্ষণের জন্য তুরস্ক সফর করেন।

১. বিএ-৪১৬২ লেঃ কর্ণেল আবু আইয়ুব মোহাম্মদ হাসান

২. বিএ-৪৮৯৫ লেঃ কর্ণেল মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান

বিএ ৪৮৯ লেঃ কর্ণেল মোহাম্মদ নজরুল ইসলামের ভ্রমণ ভাতা বিল যাচাই করে দেখা যায় অসংলগ্ন হোটেল বিল দাখিল করে নগদভাতাসহ হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন Bilkent otel VE নামক হোটেলের আংকারার সফরকালীন সময়ের ২টি হোটেল বিল দেয়া হয়েছে যার একটি ২৫/১১/২০১৫ হতে ২৯/১১/২০১৫ পর্যন্ত ৪ দিন, অপরটিতে ২৬/১১/২০১৫ হতে ০১/১২/২০১৫ পর্যন্ত ৫ দিন উল্লেখ করা হয়েছে। আবার ইস্তাম্বুলের হোটেল বিলে (Kardesler Apart Hotel) ২৯/১১/২০১৫ হতে ০২/১২/২০১৫ পর্যন্ত ৩ দিন উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিলে আবার Bilkent otel VE, Ankara এর গোল সীল দেয়া আছে। এতসব বিচ্যুতির প্রেক্ষিতে হোটেল বিলগুলো প্রকৃত হোটেল বিল নয়। নগদভাতাসহ হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রাপ্তির অনৈতিক লক্ষ্যে কৃত্রিম (fake) হোটেল বিল দাখিল করা হয়েছে। যথাযথ হোটেল বিল ছাড়া নগদভাতাসহ হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রাপ্য নয় তবে সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য। ২৫/১১/২০১৫ হতে ০১/১২/২০১৫ পর্যন্ত ৭ রাতের জন্য ৭ দিনের সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য অতএব, অতিরিক্ত গ্রহণের হিসাব নিম্নরূপঃ

গ্রহণ	**প্রাপ্য**	**অতিরিক্ত**
হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা ৮ দিন× ৩৩৭ = মাঃ ডঃ ২৬৯৬	সর্বসাকুল্য ভাতা তবে ৭ দিনের × মাঃ ডঃ ২৩১ = মাঃ ডঃ ১৬১৭.০০	মাঃ ডঃ ১০৭৯

দৈনিক ভাতা বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করা হয়েছিল। সুতরাং অতিরিক্ত গৃহিত মাঃ ডঃ ১০৭৯.০০ মার্কিন ডলারেই জমা। নতুবা বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা সম্পর্কিত ০৯/১০/২০১২ তারিখের স্মারকের ২৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হারে দেড়গুণ টাকা তথা (মাঃ ডঃ ১০৭৯×৭৯.৫০×১.৫ গুণ) টাকা ১,২৮,৬৭০.৭৫ আদায়যোগ্য। উভয়ের ক্ষেত্রেই একই রকম ঘটনা ঘটেছে বিধায় মোট টাকা (১,২৮,৬৭০.৭৫×২ জন) = ২,৫৭,৩৪১.৫০ টাকা আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৭৩)

এপি নং-১৪৫৫২ (আপত্তি-২২৪)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

সুইডেনে প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ টাকা ১,১৮,২৮৬.৭০

এএফডি এর ২৩/০৯/২০১৫ তারিখের আর্মি/জিও/১৭০ সংখ্যক আদেশে সুইডেনে (আমস্টারডাম) ডিজিডিপি চুক্তির আওতায় ক্রয়কৃত পণ্যের প্রাক-জাহাজীকরণে পরিদর্শনের নিমিত্ত নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণকে ২১/১০/২০১৫ হতে ২৩/১০/২০১৫ পর্যন্ত ৩ দিন সুইডেনে গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়ঃ

১. বিএ-৪০৪৪ মেজর কাজী ফারুক হোসেন

২. বিএ-৬৬২১ মেজর মেহেদী হাসান

বিএ ৬৬২১ মেজর মেহেদী হাসানের ভ্রমণভাতার বিল যাচাই করে দেখা যায় যে, সেনাসদর এসডি পরিদপ্তরের ৩০/০৯/২০১৫ তারিখের আর্থিক প্রাপ্যতা প্রদান আদেশে ঢাকা-ইসত্মাম্বুল-আমস্টারডাম-ইসত্মাম্বুল-ঢাকা বিমান রুট অনুমোদন করা হয়। ফ্লাইট আইটিনারী ও হোটেল বিল (২০/১০/২০১৫ হতে ২৩/১০/২১০৫ পর্যন্ত সময়ের জন্য) অনুযায়ী তিনি ২০/১০/২০১৫ তারিখ অপরাহ্নে আমস্টারডামে পৌছেন এবং পরিদর্শন সমপনান্তে ২৩/১০/২০১৫ তারিখ হোটেল থেকে চেক-আউট করেন। কিন্তু ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের সময় ইস্তাম্বুলে না যেয়ে প্যারিসে (ফ্রান্সে) গমন করেন এবং ফ্রান্স থেকে ২৪/১০/২০১৫ তারিখ ফ্লাই করেন। ২৩/১০/২০১৫ তারিখ আমস্টারডামের হোটেল থেকে চেক আউট করার অর্থ তিনি গন্তব্যস্থল ২৩/১০/২০১৫ তারিখেই প্রস্থান করেন। আর ২০/১০/২০১৫ হতে ২৩/১০/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ৩ দিনের রুম ভাড়া সম্বলিত হোটেল বিল দাখিল করেন। অতএব, তিনি ৩ দিনের দৈনিক ভাতা প্রাপ্য। কিন্তু গ্রহণ করেছেন ৪ $\frac{১}{২}$ দিনের। অর্থাৎ ১ $\frac{১}{২}$ দিনের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করেছেন। সুতরাং তার থেকে আদায়যোগ্য মাঃ ডঃ ৫০৫.৫০ (মাঃ ডঃ ৩৩৭×১.৫) বা টাকা (মাঃ ডঃ ৫০৫.৫০×৭৮ টাকা ×১.৫ গুণ) ৫৯১৪৩.৩৫। অন্যজনের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে বলে প্রতীয়মান হওয়ায় তার নিকট হতেও একই পরিমান অর্থ আদায়যোগ্য। মোট আদায়যোগ্য টাকা (৫৯,১৪৩.৩৫×২জন) = ১,১৮,২৮৬.৭০

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৭৪)

এপি নং-১৪৫৬০; (আপত্তি-৫৫)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিমান ভাড়া, থাকা-খাওয়া এর ব্যয় গ্রহণ করার শর্ত থাকা সত্বেও বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে দৈনিক ভাতা গ্রহণ টাকা ৮৮,৫৬০

সেনাসদরের জারিকৃত ১৫.০৪.২০১৫ তারিখের মঞ্জুরীপত্রের মাধ্যমে নিম্নলিখিত সেনা কর্মকর্তা/সদস্যগণেকে মঞ্জুরীপত্রে উল্লিখিত বিষয়ে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য ২০.০৪.২০১৪ হতে ২৪.০৪.০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়কাল (যাতায়াত সময় ব্যতীত) চীনে ভ্রমণের ও অবস্থানের অনুমোদন দেয়া হয়। প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান China North Industries Corp প্রশিক্ষণ পরিচালনা ছাড়াও প্রশিক্ষণার্থীদের যাতায়াত বিমানভাড়া, বাসস্থান,খাবার ইত্যাদি বহন করে। তা সত্বেও ০১ দিনের বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য হোটেলভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ করা হয়েছে যা প্রাপ্য নয়। কারণ শর্ত মোতাবেক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান যাওয়া-আসার জন্য তাদের কর্তৃক প্রদত্ত বিমান টিকেটের মাধ্যমে গমণাগমণ; প্রশিক্ষণ স্থলে পৌছানোর সময় থেকে প্রস্থানের সময় পর্যন্ত বাসস্থান, খাবার, অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ইত্যাদির ব্যয় বহন করার কথা। অতএব, তাদের প্রদত্ত টিকেটের ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী ভ্রমণ সম্পন্ন ও অবস্থানের সম্পূর্ণ সময়ের জন্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানই যাবতীয় ব্যয় বহন করেছে। সুতরাং বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য গৃহিত দৈনিক ভাতা বিধি-বহির্ভূতভাবে গ্রহণ করা হয়েছে যা সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায়যোগ্য। এ বিষয়ে নিম্নে বিস্তারিত উল্লেখ করা হলোঃ

<table>
<tr><th>ক্রঃনং</th><th>বিএ নম্বর, নাম ও পদবী</th><th>গৃহিত</th><th>প্রাপ্য</th><th>অতিরিক্ত</th></tr>
<tr><td>১</td><td>বিএ-৬৫১৭ মেজর মোঃ সফিউল আলম</td><td>মাঃ ডঃ ২৪৬</td><td>প্রাপ্য নয়</td><td>মাঃ ডঃ ২৪৬</td></tr>
<tr><td>২</td><td>বিএ-৬৭০৫ মেজর সাইফুল ইসলাম, জি, আর্টিলারী</td><td>মাঃ ডঃ ২৪৬</td><td>প্রাপ্য নয়</td><td>মাঃ ডঃ ২৪৬</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>বিএ-৬৮৩২ মেজর মোঃ আরিফ হোসেন</td><td>মাঃ ডঃ ২৪৬</td><td>প্রাপ্য নয়</td><td>মাঃ ডঃ ২৪৬</td></tr>
<tr><td colspan="4" align="right">মোট</td><td>মাঃ ডঃ ৭৩৮.০০</td></tr>
<tr><td>৪</td><td>বিজেও ১৩৩৮৯ সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার কীর্তি জিত সিংহ, আর্টিলারী</td><td colspan="3" rowspan="3">ক্রমিক ৪ হতে ৬ পর্যন্ত বর্ণিতদের অর্থ নিয়ন্ত্রক (আর্মি) পে-২ কার্যালয় হতে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।</td></tr>
<tr><td>৫</td><td>নং-১২১৮০১০ সার্জেন্ট মোঃ কামরুল হাসান, আর্টিলারী</td></tr>
<tr><td>৬</td><td>নং-১২১৮৪৯৭ সার্জেন্ট মোঃ আনোয়ারুল বসুনিয়া, আর্টিলারী</td></tr>
</table>

উক্ত দৈনিক ভাতা বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করায় বৈদেশিক মুদ্রাতেই অথবা দেশীয় মুদ্রায় (২৪৬×৮০×১.৫ গুন×৩) টাকা ৮৮,৫৬০ আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৭৫)

এপি নং-১৪৫৬৪; (আপত্তি-৮৯)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

তুরস্ক সফর উপলক্ষ্যে ০২ (দুই) জন সেনা কর্মকর্তা কর্তৃক বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা বাবদ অতিরিক্ত গ্রহণ টাকা ৫২,৪৩৭

বিএ-৬৫১১ মেজর ইউনুছ ইবনে আব্দুল্লাহ,সিগস এবং বিএ-৬১৩৪ মেজর মোহাম্মদ ফারুক আহমেদ ভূইয়া,পিএসসি,পদাতিক কর্তৃক এএফডির ২০.০৪.২০১৫ তারিখের ১৫৩৭ সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে ০৭-১৫.০৫.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত তুরস্কে অনুষ্ঠিত Invitation for Participation in YILDIZ-2015 Joint War Game-এ অংশগ্রহণের জন্য তুরস্ক ভ্রমণ করেন। মেজর ইউনুছ ইবনে আব্দুল্লাহ এর বিল থেকে দেখা যায় ঢাকা থেকে ঢাকা হতে ০৬.০৫.২০১৫ খ্রিঃ তারিখ সকাল ০৬:১০ ঘটিকায় যাত্রা করে ঐ দিন পূর্বাহ্ন ১১:৪০ ঘটিকায় ইস্তাম্বুল পৌছেন এবং ১৫.০৫.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত তিনি ইস্তাম্বুলে অবস্থান করা হয়। আবার ১৬.০৫.২০১৫ তারিখ অপরাহ্ন ০৪:২০ ঘটিকায় তিনি বিমান বন্দর পৌছেন। তাহলে ইস্তাম্বুলে তার অবস্থান ১০ দিন (১০ রাত)। কিন্তু তিনি ৯+২ (বাধ্যতামূলক অবস্থান দেখিয়ে ২ দিন) দিনের হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ভাতা ও নগদভাতা গ্রহণ করেন। দৈনিক ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে আগমনের দিন গণনায় ধরা হলে প্রস্থানের দিন বাদ যায়, আবার প্রস্থানের দিন ধরা হলে আগমনের দিন বাদ যাবে। ০৬.০৫.২০১৫ তারিখ ১১:৪০ ঘটিকায় ইস্তাম্বুল পৌছানোর কারণে ঐ দিন বাধ্যতামূলক অবস্থানের কোন ঘটনা ঘটে নাই। সে হিসেবে তার ইস্তাম্বুল অবস্থান ০৯ দিন+০১=১০ দিন। কিন্তু তিনি গ্রহণ করেছেন ১১ দিনের হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ভাতা ও নগদভাতা। সুতরাং তিনি ০১ দিনের হোটেলভাড়া ভিত্তিক ভাতা ও নগদভাতা প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে গ্রহণ করেছেন। ফলে এ বাবদ গৃহিত (২৪৬+৯১) মাঃ ডলার ৩৩৭.০০×৭৭.৮০ টাকা=টাকা ২৬,২১৮.৬০ তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্য। উক্ত টীমের অন্য সদস্য বিএ-৬১৩৪ মেজর মোহাম্মদ ফারুক আহমেদ ভূইয়া,পিএসসি,পদাতিক এর বিলেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে বলে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং উভয়ের নিকট হতে ২৬,২১৮.৬০×২=৫২,৪৩৭.২০ টাকা আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৭৬)

এপি নং-১৪৫৬৫; (আপত্তি-৯০)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

মনুস্ক (ডিআর কঙ্গোতে সফর উপলক্ষ্যে) ৩ জন কর্মকর্তা কর্তৃক বৈদেশিক টিএ/ডিএ বিলে প্রাপ্যতা বহির্ভূত গ্রহণ ৯৮,২৮০

এএফডির ১২.১১.২০১৪ তারিখের ২৬৪৩/অপস/এফএ/মোনুসকো সংখ্যক মঞ্জুরীপত্রের আলোকে নিম্নেবর্ণিত ০৩ (তিন) জন অফিসারকে ১৭.১১.২০১৪ হতে ২২.১১.২০১৪ তারিখ পর্যন্ত (যাতায়াত সময় ব্যতীত) ০৬ (ছয়) দিনের জন্য মোনুসকো (ডিআর কঙ্গো)-তে গমণ, অবস্থান ও প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রদান করা হয়ঃ

ক্রমিক	ব্যক্তিগত নম্বর,পদবী ও নাম	মন্তব্য
ক	বিএ-৪০৪৯ লেঃ কর্ণেল মোঃ মেহেদী হাসান, ইঞ্জিনিয়ার্স	দলনেতা
খ	বিএ-৪৩৪৮ মেজর মোঃ হারুন-অর-রশীদ, অর্ডন্যান্স	সদস্য
গ	বিএ-৫৬৭৬ মেজর মোঃ মিজানুর রহমান মন্ডল, ইএমই	সদস্য

খ-ক্রমিকে বর্ণিত সেনা কর্মকর্তার ভ্রমণ ভাতার বিল যাচাই করে দেখা যায় যে, ২৬.১১.২০১৪ তারিখ ২১:০৫ ঘটিকায় ঢাকা থেকে রওয়ানা দিয়ে দুবাই হয়ে উগান্ডার এন্টেবি পৌছে ২৭.১১.২০১৪ তারিখ ১২:৫৫ ঘটিকায়। আবার ০৪.১২.২০১৪ তারিখ উগান্ডার এন্টেবি হতে ১৫:৩০ ঘটিকায় ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। উগান্ডার এন্টেবিতে অবস্থানজনিত কারণে ০৮ দিনের হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ভাতা ও নগদভাতা বাবদ (১৯৬+৭৭)=মাঃ ডঃ ২৭৩.০০×৮দিন×৭৮.০০=টাকা ১,৭০,৩৫২.০০ টাকা গ্রহণ করেন। দৈনিক ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে আগমনের দিন গণনা করা হলে প্রস্থানের দিন বাদ যায়, আবার প্রস্থানের দিন ধরা হলে আগমনের দিন বাদ যায়। সে হিসেবে ২৭.১১.২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৪.১২.২০১৪ পর্যন্ত ০৭ দিন। তাছাড়া ০৪.১২.২০১৪ তারিখ বিমান বন্দরে রিপোর্টিং টাইম ১৫:৩০ ঘটিকা হলে আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে তাকে কমপক্ষে ৩ ঘন্টা পূর্বে হোটেল ত্যাগ করতে হয়। সুতরাং ০৪.১২.২০১৪ তারিখ হোটেলে অবস্থান করা এবং ঐ দিনের বিল পরিশোধের মতো ঘটনা ঘটেনি। সুতরাং ০৪.১২.২০১৪ তারিখের হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ভাতা ও নগদ ভাতা প্রাপ্য নন। অতএব, ১ দিনের হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ভাতা বাবদ মাঃ ডঃ ২৭৩.০০ আদায়যোগ্য। একই ঘটনা অবশিষ্ট ২ জনের ক্ষেত্রেও ঘটেছে বলে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং ৩ জনের নিকট হতে মাঃ ডঃ (২৭৩×৩)৮১৯ অথবা দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হার ৮০ টাকা এর দেড়গুণ হিসাবে (৮১৯×৮০×১.৫) ৯৮,২৮০ টাকা আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ-১
পরিশিষ্ট-১(৭৭)
এপি নং-১৪৫৬৬; (আপত্তি-৯৫)
ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

তুরস্কে TU-535 UN Military Observer Course এ অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে দৈনিক ভাতা গ্রহণঃ বিএ-৫৫৬৩ মেজর মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ,পিএসসি, টাকা ৫৩,৪০০

সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের ০৭.০৪.২০১৫ এবং সামরিক কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ মিরপুর এর ০৫.০৫.২০১৫ তারিখের মঞ্জুরীপত্রের আলোকে ২৫.০৫.২০১৫ হতে ১২.০৬.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত সময়কালে অনুষ্ঠিত বিষয়োক্ত কোর্সে অংশগ্রহণকারী আলোচ্য সেনা কর্মকর্তার টিএ/ডিএ বিল যাচাইকালে দেখা যায় যে, ২৩.০৫.২০১৫, তারিখ অপরাহ্নে তুরস্কে পৌছিয়ে ১৩.০৬.২০১৫ তারিখ প্রস্থান করা হয়। ২৩.০৫.২০১৫, ২৪.০৫.২০১৫ এবং ১৩.০৬.২০১৫ তারিখ তুরস্কে বাধ্যতামূলক অবস্থান দেখিয়ে ৩ দিনের সর্বসাকুল্য ভাতা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথমতঃ প্রশিক্ষণ সময়ের অতিরিক্ত ১ দিন (২৪.০৫.২০১৫) তুরস্কে বেশি অবস্থান করা হয়েছে। তুরস্ক গমণের এবং তুরস্ক হতে প্রস্থানের দিন বাধ্যতামূলক অবস্থান হিসাবে গণ্য হবেনা। এছাড়া তুরস্ক সরকার বিমান ভাড়াসহ থাকা-খাওয়া ব্যয় বহন করেছে বিধায় তাদের ব্যবস্থাপনায় সংগৃহিত বিমান টিকেটের সিডিউল অনুযায়ী ভ্রমণ করা হয়েছে বিধায় তুরস্কে পৌছার সময় থেকে তুরস্ক হতে প্রত্যাবর্তনের সময় পর্যন্ত তুরস্ক সরকারই আবাসন ও খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে বলে প্রতীয়মান। কেননা ২৩.০৫.২০১৫, ২৪.০৫.২০১৫ এবং ১৩.০৬.২০১৫ তারিখের জন্য আলোচ্য কর্মকর্তাকে তুরস্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আবাসন ও খাওয়ার ব্যবস্থা না করা সম্পর্কিত কোন প্রত্যয়নও নাই। সুতরাং ৩ দিনের বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য নয় তবে ২৩.০৫.২০১৫ হতে ১২.০৬.২০১৫ পর্যন্ত সময়ের জন্য পকেটভাতা প্রাপ্য। অতএব, আলোচ্য কর্মকর্তা কর্তৃক অতিরিক্ত গ্রহণের পরিমাণঃ

১। গ্রহণ
সর্বসাকুল্য ভাতাঃ ২৩.০৫.২০১৫ হতে ১২.০৬.২০১৫ পর্যন্ত ....(২১ দিন× ১৭৮)= মাঃ ডঃ ৩৭৩৮
পকেটভাতাঃ ....=মাঃ ডঃ ৮৪৫.৫০
মোট গ্রহণ=মাঃ ডঃ ৪৫৮৩.৫০

২। প্রাপ্য
সর্বসাকুল্য ভাতাঃ ২৩.০৫.২০১৫ হতে ১২.০৬.২০১৫ পর্যন্ত (২১-৩)১৮ দিন(১৮দিন×১৭৮)মাঃ ডঃ ৩২০৪.০০
পকেটভাতাঃ ২৩.০৫.২০১৫ হতে ১২.০৬.২০১৫ পর্যন্ত....................(২১ দিন ×৪৪.৫০) মাঃ ডঃ ৯৩৪.৫০
৪১৩৮.৫০
অতিরিক্ত গ্রহণ=মাঃ ডঃ ৪৪৫

অগ্রিম গ্রহণ করায় অতিরিক্ত অর্থ বৈদেশিক মুদ্রাতেই ফেরতযোগ্য। অন্যথায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদ ২৫ অনুযায়ী দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান হার অনুযায়ী দেড়গুণ (৪৪৫ মাঃ ডঃ× ৮০×১.৫ গুণ) টাকা ৫৩,৪০০ আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৭৮)

এপি নং-১৪৫৬৮; (আপত্তি-১০৭)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

বিএ-৪০৭৬ লেঃ কর্ণেল মোঃ আনিছুজ্জামান এবং বিএ-৩১৮৫ মেজর মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান কর্তৃক প্রাপ্যতা বহির্ভূত বৈদেশিক টিএ/ডিএ গ্রহণ টাকা ৮০,৮৮০

এএফডি এর ০১.১১.২০১৫ তারিখের ১০৪৮ সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে ১ম পর্বে ২০.১০.২০১৫ হতে ০২.১১.২০১৫ পর্যন্ত ১৪ দিন অথবা যাত্রার তারিখ হতে ১৪ দিন, ২য় পর্বে ১৫.১১.২০১৫ হতে ১৯.১১.২০১৫ পর্যন্ত ০৫ দিন অথবা যাত্রার তারিখ হতে ০৫ দিন (যাতায়াত সময়সী ব্যতিতি) ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট (১) বিএ-২০৬১ ব্রিঃ জেনারেল তুষার কান্তি চাকমা,এনডিসি,পিএসসি,দলনেতা (২) বিএ-৪০৭৬ লেঃ কর্ণেল মোঃ আনিছুজ্জামান,পদাতিক-সদস্য, (৩) বিএ-৩১৮৫ মেজর মোয়াজ্জেম হোসেন খান, এসি-সদস্য কে জাতিসংঘ মিশনে ব্যবহারের জন্য ২০টি MRAP LT APC ক্রয়ের নিমিত্তে প্রাক-পরিদর্শনের জন্য তুরস্ক এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) সফরের জন্য আর্থিক প্রাপ্যতা আদেশ প্রদান করা হয়। বিএ-৩১৮৫ মেজর মোয়াজ্জেম হোসেন খান, এসি এর বৈদেশিক ভ্রমণ-ভাতার বিলখানা নিরীক্ষা করে নিম্নোক্ত অসংগতি লক্ষ্য করা যায়। ১৯.১০.২০১৫ তারিখ ইস্তাম্বুলে ১৭:৫৫ ঘটিকায় পৌছে পরিদর্শন শেষে ০৩.১০.২০১৫ তারিখ ১৬:১৬ ঘটিকায় ফ্লাইট ধরার জন্য ১৫:৩০ ঘটিকায় বোর্ডিং পাস নেয়া হয়েছে। এ কারনে এয়ারপোর্টে ১ ঘন্টা পূর্বে ১৪:৩০ ঘটিকায় পৌছাতে হয়েছে, তার জন্য হোটেল থেকে ১২:০০ ঘটিকা বা তার কাছাকাছি সময়ে চেক আউট করতে হয়েছে। সুতরাং যাওয়ার দিন সন্ধ্যায় হোটেল চেক-ইন করায় ঐ দিনের হোটেল ভাড়া নেয়া হলে নিয়ম অনুযায়ী আসার দিনের ০৩.১১.২০১৫ তারিখের হোটেল ভাড়া প্রদেয় নয়। অন্যপক্ষে ০৩.১২.২০১৫ তারিখের হোটেল বিল নেয়া হলে ১৯.১০.২০১৫ তারিখের হোটেল বিল প্রাপ্য নয়। অর্থাৎ ১৯.১০.২০১৫ হতে ০৩.১১.২০১৫ পর্যন্ত ১৫ রাত্রির জন্য ১৫ দিনের দৈনিক ভাতা প্রাপ্য কিন্তু গ্রহণ করা হয়েছে ১৬ দিনের। সুতরাং ১ দিনের দৈনিক ভাতা মাঃ ডঃ ৩৩৭.০০×১=মাঃ ডঃ ৩৩৭.০০ অতিরিক্ত গ্রহণ করা হয়েছে। লেঃ কর্নেল ও মেজর পদমর্যাদার ২ জনের ক্ষেত্রে অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে বলে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং ২ জনের নিকট হতে সর্বমোট আদায়যোগ্য (৩৩৭×২=মাঃ ডঃ ৬৭৪.০০। বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ বিধায় বৈদেশিক মুদ্রাতেই ফেরতযোগ্য। নতুবা বৈদেশিক ভ্রমণভাতা সম্পর্কিত অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদ ২৫ অনুযায়ী দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান হার অনুযায়ী দেড় গুণ হারে (মাঃ ডঃ ৬৭৪.০০×৮০.০০×১.৫) টাকা ৮০,৮৮০.০০ আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৭৯)

এপি নং-১৪৫৬৯; (আপত্তি-১০৮)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

বিএ-৭৯০৪ ক্যাপ্টেন মোঃ আমান উল্লাহ আল জুমান, পদাতিকসহ ২ জন অফিসার কর্তৃক প্রাপ্যতা বহির্ভূত বৈদেশিক টিএ/ডিএ গ্রহণ টাকা ৮২,০৮০

এএফডি এর ১২.১২.২০১৩ তারিখের ৩৪৫ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে (১) বিএ-৪৩৭০ মেজর সোহেল মাহমুদ, ইএমই-দলনেতা (২) বিএ-৭৯০৪ ক্যাপ্টেন মোঃ আমান উল্লাহ আল জুমান-সদস্য এবং (৩) সিএস-০০০২৭ মোঃ নাজিম উদ্দিন, সহকারী পরিদর্শক গ্রেড-২ সদস্য কে প্রাকজাহাজীকরণ পরিদর্শন (ডিজিডিপি চুক্তি পত্রনং-২১৫.০১৭.১২ তারিখ ২৬.০৬.২০১৩) উপলক্ষ্যে ০৬.০১.২০১৪ হতে ১০.০১.২০১৪ তারিখ পর্যন্ত ০৫ দিন (যাতায়াত সীমা ব্যতীত) চীন সফরের জন্য আর্থিক প্রাপ্যতা আদেশ প্রদান করা হয়। বিএ-৭৯০৪ ক্যাপ্টেন মোঃ আমান উল্লাহ আল জুমান, পদাতিক এর বৈদেশিক ভ্রমণ-ভাতার বিলখানা নিরীক্ষা করে নিম্নোক্ত অসংগতি লক্ষ্য করা যায়ঃ

(১) **ট্রানজিট এ্যালাউন্স অতিরিক্ত গ্রহণঃ** বিমান আইটিনারী অনুযায়ী চায়না ইস্টার্ণ এয়ারলাইন্স যোগে ০৫.০১.২০১৪ তারিখ ১৪:১০ ঘটিকায় ঢাকা ত্যাগ এবং ১৮:২০ ঘটিকায় কুনমিং পৌছেন, ফ্লাইট আইটিনারীতে মোট ফ্লাইং টাইম ২ ঘন্টা ১০ মিনিট দেখানো হয়েছে। প্রত্যাবর্তনকালেও ১৭.১০.২০১৪ তারিখ ১৩:০৫ ঘটিকায় কুনমিং ত্যাগ এবং ১৫:১৫ ঘটিকায় ঢাকা আগমন, ফ্লাইং টাইম ২ ঘন্টা ২০ মিনিট হওয়ায় এক্ষেত্রে কোন ট্রানজিট এ্যালাউন্স প্রাপ্য নন। সুতরাং তিনি কোন ট্রানজিট এ্যালাউন্স প্রাপ্য নহে। তিনি ২টি ট্রানজিট এ্যালাউন্স বাবদ ৬,৬০০.০০ টাকা গ্রহণ করেছেন। সুতরাং ২ জন অফিসারের নিকট হতে ট্রানজিট এলাউন্স বাবদ ৬,৬০০.০০×২=১৩,২০০.০০ টাকা আদায়যোগ্য।

(২) **১ দিনের হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ভাতা + নগদভাতা + প্রাপ্য না হওয়া সত্বেও অর্ধ দিনের বাধ্যতামূলক অবস্থানের সুবিধা গ্রহণঃ** উক্ত অফিসার ০৫.০১.২০১৪ তারিখ ১৮:১০ ঘটিকায় কুনমিং বিমান বন্দর পৌছেন, কাস্টমস ও ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করে তিনি ০৫.০১.২০১৪ রাতে হোটেলে পৌছেন। সুতরাং ঐ দিন তিনি বাধ্যতামূলক অবস্থান প্রাপ্য। তিনি ০৬.০১.২০১৪ হতে ১০.০১.২০১৪ পর্যন্ত ৫ দিনের হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ভাতা ও নগদ ভাতা গ্রহণ করেছেন। নগদ ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে আগমণের দিন গণনায় ধরা হলে প্রস্থানের দিন বাদ যাবে, আবার প্রস্থানের দিন গণনায় ধরা হলে আগমনের দিন বাদ যাবে। সে অনুসারে তিনি ০৪ দিনের হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ভাতা ও নগদ ভাতা প্রাপ্য। চেঙডু হোটেলের বিলে আগমন ০৬.০১.২০১৪ এবং প্রস্থান ১০.০১.২০১৪ উল্লেখ করলেও রাতের সংখ্যা উল্লেখ করা পাঁচ যা ঠিক নয়। কারণ রাতের সংখ্যা হবে ৪। সুতরাং তিনি ১ দিনের হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ভাতা ও নগদ ভাতা প্রাপ্যতা বহির্ভূত গ্রহণ করেছেন। সফরের নির্ধারিত মেয়াদ ১০.০১.২০১৪ তারিখের পর তিনি চীন ত্যাগ না করে ১৬.০১.২০১৪ তারিখ পর্যন্ত চীনে অবস্থান করেন এবং ১৭.০১.২০১৪ তারিখ ১৩:০৫ ঘটিকায় তিনি বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে কুনমিং ত্যাগ করেন। সুতরা তিনি ১১.০১.২০১৪ তারিখের বাধ্যতামূলক অবস্থান প্রাপ্য নন। অর্থাৎ সর্বমোট ১.৫০ দিনের (১দিন এবং অর্ধ দিন) হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ভাতা ও নগদভাতা বাবদ টাকা ৩৪,৪৪০.০০ তিনি প্রাপ্য নন। উভয় অফিসারের ক্ষেত্রেই এরূপ ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে প্রতীমান হওয়ায় ২ জন অফিসারের নিকট হতে এ বাবদ সর্বমোট আদায়যোগ্য ৩৪,৪৪০.০০×২=৬৮,৮৮০.০০ টাকা।

অতএব, সর্বমোট আদায়যোগ্য (ট্রানজিট এ্যালাউন্স ১৩,২০০.০০+হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ভাতা ও নগদ ভাতা ৬৮,৮৮০.০০) টাকা ৮২,০৮০।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৮০)

এপি নং-১৪৫৭৫; (আপত্তি-২০৪)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

ভারতে Senior Defence Management Course-76 এ অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে দৈনিক ভাতা গ্রহণ টাকা ৬১,৬২০

এএফডি এর ১৪.০৯.২০১৪ তারিখের ভারত.২৮৬৩ সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে ১৭.১১.২০১৪ হতে ১২.১২.২০১৪ তারিখ পর্যন্ত সময়ে শিরোনামভুক্ত কোর্সে অংশগ্রহণকারী বিএ-৩২৪০ ব্রিঃ জেনারেল শাহ-নুর-জিলানী, পিএসসি এর ভ্রমণভাতার বিল যাচাই করে দেখা যায় যে, তিনি প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে ২ দিনের বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য সর্বসাকুল্য ভাতা ভিত্তিক দৈনিক ভাতা হিসাবে (মাঃ ডঃ ১৬৫×২=মাঃ ডঃ ৩৩০.০০×৭৮) টাকা ২৫,৭৪০.০০ গ্রহণ করেন। আলোচ্য কোর্সের জন্য ভারত সরকার বিমানভাড়া, থাকা-খাওয়ার ব্যয় বহন করেছে। ভারত সরকারের অর্থায়নে সংগৃহিত বিমান টিকেটের মাধ্যমে গমনাগমন, ভারতে অবস্থানকালীন থাকা,খাওয়া,চিকিৎসা ও কোর্স সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ নির্বাহ হয়েছে। অর্থাৎ ভারতে গমন থেকে শুরু করে ভারত হতে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত সম্পূর্ণ সময়ের জন্য থাকা ও খাওয়ার ব্যয় বহন করা হয়েছে প্রতীয়মান। তথাপি সেনাসদরের ৩১/১২/২০১৪ তারিখের পত্রে ১৬.১১.২০১৪ ও ২৪.১২.২০১৪ বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য ২ দিনের দৈনিক ভাতা মঞ্জুর করা হয় এবং উক্ত কর্মকর্তা সর্বসাকুল্য ভাতা ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ করেন। প্রথমতঃ পূর্বের বর্ণনা অনুযায়ী কোন বাধ্যতামূলক অবস্থানের সুযোগ নাই। দ্বিতীয়তঃ ২৪.১২.২০১৪ তারিখ তো ভারতে থাকার কথাই নয়। ভারতের College of Defence Management এর ১২.১২.২০১৪ তারিখের Movement Order তে ১৭.১১.২০১৪ তারিখ হতে ১২.১২.২০১৪ তারিখ পর্যন্ত কোর্স অনুষ্ঠান ও ১৩.১২.২০১৪ তারিখে স্বদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার বিষয় উল্লেখ রয়েছে।

২. **এমসিওঃ** বিমানে অতিরিক্ত লাগেজ বহন এর সমর্থনে দাখিলকৃত ভাউচারে ফ্লাইট নম্বর, সময়, টাকার মোট অংক ও স্বাক্ষর নাই। এছাড়া ফেরার পথের জন্য ২৪.১২.২০১৪ তারিখের হায়দ্রাবাদ-কোলকাতা-ঢাকা ভ্রমণ দেখানো হয়েছে। কিন্তু বিমান সিডিউল অনুযায়ী হায়দারাবাদ থেকে ২০.১২.২০১৪ তারিখ রওয়ানা দেখা যায়। অর্থাৎ বিমান এমসিও ২টি যথাযথ না হওয়ায় এ বাবদ গৃহিত টাকা ৩৫,৮৮০.০০ ফেরতযোগ্য। অতএব, তাঁর নিকট হতে (দৈনিক ভাতা ২৫,৭৪০.০০+এমসিও ৩৫,৮৮০.০০) টাকা ৬১,৬২০ আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৮১)

এপি নং-১৪৫৮১ (আপত্তি-১৬৭)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

ভারত সফরে ৬ জন সেনা কর্মকর্তা কর্তৃক প্রাপ্যের অতিরিক্ত হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ টাকা ৯৪,৭৭০

এএফডি এর ২০.০৭.২০১৪ খ্রিঃ তারিখের ভারত.২০৬৫ সংখ্যক পত্র এবং সেনাসদর, এসডি পরিদপ্তর এর ০৩.০৮.২০১৪ তারিখের পত্রের প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত সেনা কর্মকর্তাগণ ভারতীয় সেনাবাহিনীর অটোমেশন অফ অফিস মেনেজমেন্ট, লজিস্টিকস মেনেজমেন্ট এবং রিক্রুটিং সিস্টেম পর্যবেক্ষনের জন্য ১৯.০৮.২০১৪ হতে ২২.০৮.২০১৪ তারিখ ০৪ (চার) দিন ভারত ভ্রমণ করেনঃ

(১) বিএ-২৪১৬ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ নাসিম আখতার, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি-দলনেতা
(২) বিএ-৪৯৯৮ মেজর মোঃ ইমাম রাজী, অর্ডন্যান্স-সদস্য
(৩) বিএ-৫২২৪ মেজর মোহাম্মদ রেজাউল করিম, জি, আর্টিলারী-সদস্য
(৪) বিএ-৫৪২৭ মেজর মুহাম্মদ তৌহিদুর রহমান, পিএসসি, পদাতিক-সদস্য
(৫) বিএ-৫৯৩১ মেজর মোহাম্মদ লোকমান হোসেন, এএসসি-সদস্য
(৬) বিএ-৬৫৩৮ মেজর খন্দকার আবু সহল আব্দুল্লাহ-সদস্য

বিএ-৬৫৩৮ মেজর খন্দকার আবু সহল আব্দুল্লাহ এর ভ্রমণভাতার বিল যাচাই করে দেখা যায় যে, তিনি ১৯.০৮.২০১৪ হতে ২২.০৮.২০১৪ তারিখ ০৪ (চার) দিন এবং ১৮.০৮.২০১৪ তারিখ বাধ্যতামূলক অবস্থানজনিত ১ দিন মোট ০৫ (পাঁচ) দিনের হোটেল ভাড়া ভিত্তিক (নগদভাতাসহ) দৈনিক ভাতা বাবদ (মাঃ ডঃ ২৭৩.০০+২৭.০০) মাঃ ডঃ ৩০০ গ্রহন করেন। অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ এর ০৯.১০.২০১২ খ্রিঃ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক পত্রের সাধারণ পর্যায় (২)(খ) অনুসারে মূল বেতনের ভিত্তিতে (মূল বেতন ২৫,৮৫০.০০) উক্ত কর্মকর্তা সাধারণ পর্যায়ের "খ" শ্রেনীভুক্ত কর্মকর্তা এবং ভারত গ্রুপ-০২ ভুক্ত দেশ। সে মোতাবেক প্রতিদিন হোটেল ভাড়া ভিত্তিক (নগদভাতাসহ) দৈনিক ভাতা (মাঃ ডঃ ১৯৬.০০+৭৭.০০) =মাঃ ডঃ ২৭৩.০০ প্রাপ্য। সে অনুযায়ী উক্ত ৫ জন কর্মকর্তা নিম্নেবর্ণিত পরিমাণ টাকা প্রাপ্যতার অধিক গ্রহন করেছেন প্রতীয়মান হয়ঃ

গ্রহন	প্রাপ্য	অতিরিক্ত বৈদেশিক মুদ্রাতে গৃহীত অগ্রিম বৈদেশিক মুদ্রাতে নতুবা দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হার এর দেড়গুণ হারে ফেরতযোগ্য।
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদবীর ১ জনঃ (মাঃ ডঃ ৩১৭+২৭) মাঃ ডঃ ৩৪৪ ×৫দিন = মাঃ ডঃ ১৭২০	(মাঃ ডঃ ২৩০+৮৭)মাঃ ডঃ ৩১৭×৫দিন= মাঃ ডঃ ১৫৮৫	মাঃ ডঃ ১৩৫ বা টাকা ১৫,৭৯৫.০০ (মাঃ ডঃ ১৩৫×৭৮×১.৫)
মেজর পদবীর ৫ জন কর্মকর্তার জন্যঃ মাঃ ডঃ (২৭৩.০০+২৭.০০) মাঃ ডঃ ৩০০×৫ দিন×৫জন= মাঃ ডঃ ৭৫০০	(মাঃ ডঃ ২৭৩.০০×৫দিন×৫জন) = মাঃ ডঃ ৬৮২৫	মাঃ ডঃ ৬৭৫ ৭৮,৯৭৫.০০ (মাঃ ডঃ ৬৭৫×৭৮×১.৫)
	মোট =	মাঃ ডঃ ৮১০ বা টাকা ৯৪,৭৭০.০০

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৮২)

এপি নং-১৪৫৮৬; (আপত্তি-২০০)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

চীন ও দক্ষিণ কোরিয়া সফর উপলক্ষ্যে ৩ জন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রাপ্যতার অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ টাকা ৫৮,৫০০

এএফডি এর ২০.১০.২০১৪ তারিখের ১৮৩ সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত সেনাকর্মকর্তাগণ মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতঃ প্রমিতকরণের সম্ভাব্যতা যাচাই এর জন্য যাতায়াত সময়সহ ৩০.১০.২০১৪ হতে ১৬.১১.২০১৪ পর্যন্ত সময়ে চীন ও দক্ষিণ কোরিয়া সফর করেনঃ

১. বিএ-২০৪২ মেজর জেনারেল মোঃ জাহিদুর রহমান, এনডিইউ
২. বিএ-২৪২০ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল গাজী মোঃ সোলায়মান
৩. বিএ-২৭৭৮ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ এনায়েত উল্ল্যাহ, এনডিইউ,পিএসসি

৩নং ক্রমিকে বর্ণিত কর্মকর্তার ভ্রমণভাতার বিল যাচাই করে দেখা যায় যে, চীন ও দক্ষিণ কোরিয়াতে হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ভাতা গ্রহনের ক্ষেত্রে আলোচ্য পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের ক্ষেত্রে প্রাপ্য হোটেলভাতার পরিমাণ দৈনিক মাঃ ডঃ ২৮০.০০ এবং সম্পূর্ণ সময়ের জন্য হোটেল ভাড়া দৈনিক মাঃ ডঃ ২৮০.০০ করেই পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু বিলের সাথে সংযুক্ত হোটেল ভাউচারসমূহের মধ্যে ০৭.১১.২০১৪ হতে ১৬.১১.২০১৪ তারিখ পর্যন্ত সময়ের হোটেল বিল হতে দেখা যায় যে, ঐ দিনগুলির জন্য হোটেলকে দৈনিক মাঃ ডঃ ২৫৫.০০ করে রুম ভাড়া পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু ভ্রমণভাতা বিলের সাথে গ্রহণ করা হয়েছে দৈনিক মাঃ ডঃ ২৮০.০০ করে। (২৮০.০০-২৫৫.০০) অর্থাৎ দৈনিক মাঃ ডঃ ২৫.০০ করে ১০ দিনের জন্য (২৫×১০) মাঃ ডঃ ২৫০.০০×টাকা ৭৮.০০= টাকা ১৯,৫০০.০০ প্রত্যেকে বেশী গ্রহণ করেছেন।

অতএব, প্রত্যেকের নিকট হতে টাকা (১৯,৫০০.০০×৩ জন) মোট টাকা ৫৮,৫০০.০০ আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৮৩)

এপি নং-১৪৫৮৮; (আপত্তি-১২৬)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

বিএ-৪৪৪৬ লেঃ কর্ণেল মোঃ শাহিদুল ইসলাম, পিএসসি কর্তৃক অষ্ট্রেলিয়া সফর উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ টাকা ৮০,৮৮০

এএফডি এর ১৫.০৫.২০১৪ তারিখের ১২৫৮ সংখ্যক স্মারকের বরাতে অষ্ট্রেলিয়াতে ১০.০৬.২০১৪ হতে ১৫.০৬.২০১৪ পর্যন্ত সময়ে Computer Based Digital Multi-Channel HF/VHF/UHF Monitoring Reciever-এ অংশগ্রহণকারী বিষয়োক্ত কর্মকর্তার টিএ/ডিএ বিল যাচাই করে দেখা যায় যে, ১০.০৬.২০১৪ হতে ১৫.০৬.২০১৪ পর্যন্ত ০৬ দিন হলেও তিনি মোট ১০ দিনের হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ভাতা গ্রহণ করেছেন। বিলের সাথে বিমান টিকেট, ফ্লাইট আটিনারী, বোডিং পাশ কিংবা পাসপোর্টের সংশ্লিষ্ট অংশের কপি না থাকায় তিনি কোন তারিখে অষ্ট্রেলিয়া গেলেন ও কোন তারিখে ফিরলেন তা স্পষ্ট হওয়া গেলনা। সংযুক্ত হোটেল বিলে দেখা যায় ০৯.০৬.২০১৪ হতে ১৬.০৬.২০১৪ পর্যন্ত ০৮ (আট) দিন অবস্থান করেন। অতএব, ১০ দিনের দৈনিক ভাতা গ্রহণ করায় অতিরিক্ত ২ দিনের হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা বাবদ (মাঃ ডঃ ৩৩৭×২দিন) মাঃ ডঃ ৬৭৪.০০ গ্রহণ করেছেন। বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করায় বৈদেশিক মুদ্রাতেই ফেরতযোগ্য। নতুবা অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদ ২৫ অনুযায়ী দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান হার অনুযায়ী দেড়গুণ হারে (৬৭৪×৮০×১.৫) টাকা ৮০,৮৮০.০০ আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৮৪)

এপি নং-১৪৮৯০; আপত্তি নং-১৪

ইউনিটের নাম: এসএফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

ভারতে ভ্রমণ উপলক্ষ্যে বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলে ট্রানজিন ভাতা এবং হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি টাকা ৪,০৫,১৭৮

এএফডি এর০৯.০৩.২০১৪তারিখের পত্র নং- ২৫০৮এবংনৌ বাহিনী সদর দপ্তর এর ২০.০৩.২০১৪ তারিখের পত্র নং-৪৭৫ মোতাবেক বাংলাদেশ স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর নিম্নোক্ত ০৯ জন প্রতিনিধিকে ২৫ মার্চ হতে ২৮ মার্চ পর্যন্ত(যাতায়াত সময় ব্যতীত)মোট ০৪ দিনের জন্য ভারত সফরের সরকারী আদেশ জারী করা হয়।

১। পি নং-২৪৬১ অনারারী সাব লেঃ এম আবু সামা
২। সঃ সংখ্যা ৮৯০৪৯ মোঃ আব্দুর রহমান
৩। সঃ সংখ্যা ৯৪০৪৫৪ মোঃ হারুনুর রশিদ
৪। সঃ সঃ ৯৬০২৪৮ মোঃ ইলিয়াস উদ্দিন
৫। সঃ সংখ্যা ২০০৭০৪০৮ মোঃ মিজানুর রহমান
৬। সঃ সংখ্যা ২০০৫০৩২৮ মোঃ ছরওয়ার-এ- আলম
৭। সঃ সংখ্যা ৯৫০২২৮ মোঃ হুমায়ুন কবীর
৮। সঃ সংখ্যা ২০০৯০৪৩৭ মোঃ খায়রুল হাসান
৯। সঃ সংখ্যা ৯৫০৪৮৯ মোঃ আমিরুল ইসলাম

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও ০৮ জন নাবিক এর ভ্রমণ বিল পর্যালোচনায় অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের বিবরণ নিম্নরূপঃ

১। ট্রানজিট ভাতাঃ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও ০৮ জন নাবিক ভারত যাওয়া ও আসার জন্য ০২টি ট্রানজিট ভাতা বাবদ (৩৪.২৫X০৯X ৭৮.৫০) = টাকা ২৪,১৯৭.৬৩ গ্রহণ করেন। এর সমর্থনে টিকিট আইটিনারী পর্যালোচনায় দেখা যায় ২৪.০৩.২০১৪তারিখ ১০.১৫ ঘটিকায় যাত্রা করে ১২.২৫ ঘটিকায় দিল্লী পৌছেন এবং আসার পথে ২৯.০৩.২০১৪ তারিখ ০১.৩০ ঘটিকায় যাত্রা করে ০৪.১৪ ঘটিকায় ঢাকা পৌছেন অর্থাৎ উভয় পথে ভ্রমণ সময় ০৩ ঘন্টার কম বিধায় কোন ট্রানজিন ভাতা প্রাপ্য নয়। সূত্র অর্থ মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-অম/অবি/ব্যঃনিঃ-২/২(১৯)/২০০০-০৪/অংশ-১/২২১(১০০০) তারিখ০৯.১০.২০১২। সুতরাং ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য নয়।

২। হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণঃ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও ০৮ জন নাবিক ভারতে অবস্থানে জন্য ০৫ দিনের হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ করেন। এর সমর্থনে হোটেল ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রত্যেকে ২৪.০৩.২০১৪ তারিখ ১২.৩০ ঘটিকায় হোটেলে পৌছেন। টিকিট আইটিনারী পর্যালোচনায় দেখা যায় তারা ১২.২৫ ঘটিকায় দিল্লী পৌছেন। আলোচ্য ক্ষেত্রে ইমিগ্রেশন ত্যাগ করতে ন্যূনতম ৩০ মিনিট সময় প্রয়োজন হলে ১২.৩০ মিনিটে হোটেলে পৌছার বিষয়টি বাস্তব সম্মত নয়। এছাড়া হোটেল ভাউচারে হোটেল কর্তৃপক্ষের কোন স্বাক্ষর পাওয়া যায়নি। ইহাতে ভাউচারটি তৈরিকৃত প্রতিয়মান হওয়ায় হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈনিক ভাতার পরিবর্তে সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য। অতএব অতিরিক্ত গ্রহণ প্রতি জনে (মাঃ ডঃ ২৪২-মাঃ ডঃ ১৩৭)=(১০৫X৫X৭৮.৫০) = টাকা ৪১,২১২.৫০।

অর্থাৎ প্রতি জন কর্তৃক অতিরিক্ত গ্রহণ ঃ

ক. ট্রানজিট ঃ মাঃ ডঃ ২৪.২৫ X২ = মাঃ ডঃ ৪৮.৫০X৭৮.৫০ =	৩৮০৭.২৫
খ. দৈনিক ভাতা ঃ	= ৪১২১২.৫০
	টাঃ ৪৫০১৯.৭৫

সুতরাং ৯ সুতরাং জনের অতিরিক্ত গ্রহণকৃত মোট টাঃ (৪৫০১৯.৭৫ X৯) ৪,০৫,১৭৮

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৮৫)

এপি নং-১৪৮৯১; আপত্তি নং-১৫

ইউনিটের নাম: এসএফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

অতিরিক্ত ট্রানজিট ভাতা, অতিরিক্ত হারে দৈনিক ভাতা এবং তৈরিকৃত ভাউচারের মাধ্যমে বাধ্যতামুলক অবস্থানের জন্য হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি মাঃডঃ ৬৩১৬ বা টাকা ৭,৫৭,৯২০ (দেশিয় মুদ্রায় দেড়গুণ)

এসএফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস কার্যালয়ে ২০১৩-২০১৬ অর্থবছরের হিসাব ০৩.০২.২০১৭ হতে ১৬.০২.২০১৭ পর্যন্ত নিরীক্ষা করা হয়। এএফডি এর ১৩.০৫.২০১৩ তারিখের পত্র নং- ২১৩ এবং নৌ বাহিনী সদর দপ্তর এর ১৬.০৫.২০১৩ তারিখের পত্র নং-৮৮৮ মোতাবেক Maritime Patrol Aircraft(MPA)Dornier 228 no(s/n 8307) factory Acceptance Test(FAT) এ অংশগ্রহণের জন্য নিম্নোক্ত নৌ বাহিনীর ০৫ জন কর্মকর্তা ও বিমান বাহিনীর ০১ জন কর্মকতাকে ২১মে হতে ৩০মে ২২০১৩ তারিখ পর্যন্ত মোট ১০দিন অথবা যাত্রার তারিখ হতে ১০দিনের জন্য (যাতায়াত সময় ব্যতীত) জার্মানী গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমোদন প্রদান করা হয়।

১। পি নং-৪০০ কমডোর শাহ আসলাম পারভেজ
২। পি নং ৯৭৯ কমান্ডার সৈয়দ সাইফ-উল ইসলাম
৩। বিডি নং ৮৬৭৫স্কোঃ লীডার আবুল কাশেম মোঃ ফয়সাল
৪। পিনং ১৩৪৮লেঃ কমান্ডার এম মামুনুর রহমান
৫। পি নং-১৮১১ লেঃ এম আরিফুল ইসলাম
৬। পি নং ২১২৮ লেঃ এম মাহমুদ -উল আলম

বিডি নং ৮৬৭৫ স্কোঃ লীডার আবুল কাশেম মোঃ ফয়সাল ও পি নং-১৮১১ লেঃ এম আরিফুল ইসলাম এর ভ্রমণ বিল পর্যালোচনায় নিম্নোক্ত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়ঃ

১। ট্রানজিট ঃ সংশ্লিষ্ট ০২ জন কর্মকর্তা জার্মানী ভ্রমণের জন্য ০৩টি ট্রানজিট ভাতা গ্রহণ করেন। এর সমর্থনে টিকিট আইটারী পর্যালোচনায় দেখা যায় ২০.০৫.২০১৩ তারিখ ১০.১৫ ঘটিকায় যাত্রা করে ১৩.০৫ ঘটিকায় দুবাই এবং দুবাই হতে ১৬.৩০ ঘটিকায় যাত্রা করে ২০.৫৫ ঘটিকায় মিউনিখ জার্মানী পৌছাতে ৭.৩০ ঘণ্টা সময় ব্যয় হয়। ফেরার পথে ৩১.০৫.২০১৩ তারিখ সকাল ১৫.৪৫ ঘটিকায় যাত্রা করে ২৩.৪০ ঘটিকায় দুবাই মোট ০৮ ঘণ্টা এবং০১.০৬.২০১৩ তারিখ দুবাই হতে ২.০০ ঘটিকায় যাত্রা করে ৮.৪০ ঘটিকায় ঢাকা পৌছেন মোট ৬.৪০ ঘণ্টা সময় ব্যয় হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে টিকিট আইটিনারী অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার আসাও যাওয়ার পথে সর্বমোট ২২.৩০ ঘণ্টা সময় ব্যয় হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-অম/অবি/ব্যঃনিঃ-২/২(১৯)/২০০০-০৪/অংশ-১/২২১(১০০০) তারিখ ০৯.১০.২০১২ মোতাবেক সরকারি কাজ সম্পাদনের জন্য আকাশ, রেল ও স্থলপথে ভ্রমণকালে এক পথে তিন ঘন্টার কম সময় অতিবাহিত হলে কোন ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য না। এক পথে তিন ঘণ্টার বেশি সময় অতিবাহিত হলে ০১ দিনের ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য। এমতাবস্থায় প্রতি জনে ০১ দিনের অতিরিক্ত ট্রানজিট ভাতা বাবদ গ্রহণ মাঃ ডঃ ৪৪.৫০।

২। পূর্ণ হারে দৈনিক ভাতা গ্রহণঃ ঃ সংশ্লিষ্ট ০২ জন কর্মকর্তা ২১.০৫.২০১৩ হতে ৩০.০৫.২০১৩ তারিখ মিউনিখ জার্মানী অবস্থানের জন্য পূর্ণ হারে দৈনিক ভাতা বাবদ (১৭৮×১০×৭৯.৮০×২)=২৮৪০৮৮.০০ টাকা গ্রহণ করেন। এর সমর্থনে এএফডি জিও পর্যালোচনায় দেখা যায় জার্মানী অভ্যন্তরীণ যাতায়াত খরচ বহন করবে বিধায় ৭৫%হারে দৈনিক ভাতা প্রাপ্য হবে। পিআর(পি)-১৩৭ অনুযায়ী দৈনিক ভাতার বিভাজন খাবার ৪৫%, আবাসন ৩০%, যাতায়াত ২৫%। এমতাবস্থায় দৈনিক ভাতা বাবদ অতিরিক্ত গ্রহণকৃত (৪৪.৫০×১০×৭৯.৮০×২)=৭১০২২.০০টাকা আদায়যোগ্য। যা দেশিয় মুদ্রায় ফেরতের ক্ষেত্রে দেড়গুণ হিসাবে ১০৬৫৩৩.০০ টাকা ফেরতযোগ্য।

৩। বাধ্যতামুলক অবস্থানের জন্য হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ ঃ সংশ্লিষ্ট ০২ জন কর্মকর্তা ২০.০৫.২০১৩ তারিখ জার্মানী ও ৩১.০৫.২০১৩ তারিখ দুবাই অবস্থানের জন্য ০২ দিনের হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা বাবদ (২৪৬+৯১)= (৩৩৭×০২×৭৯.৮০ ×২) = ১০৭৫৭০.০০ টাকা গ্রহণ করেন। এর সমর্থনে হোটেল ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় ১৪.১০.২০১২ ও ২২.১০.২০১২ তারিখ হোটেলে অবস্থানের ভাউচার দাখিল করা হয়েছে। ইহাতে হোটেলে অবস্থান না করার বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ায় গ্রহণকৃত অর্থ আদায়যোগ্য। এছাড়া পি নং-১৮১১ লেঃ এম আরিফুল ইসলাম এর হোটেল ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় হোটেলে গমন ও প্রস্থানের সময় নেই, হোটেলটি কোথায় অবস্থিত এ সংক্রান্ত কোন তথ্য ভাউচারে নেই এবং হোটেল কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর নেই। ইহাতে ভাউচারসমুহ তৈরিকৃত প্রতিয়মান হয় বিধায় গ্রহণকৃত অর্থ আদায়যোগ্য। বিমান টিকেট হতে দেখা যায় ২০.০৫.২০১৩ তারিখ গন্তব্য স্থলে পৌছে তথা হতে ৩১.০৫.২০১৩ তারিখ প্রস্থান করেন।

অর্থাৎ ১১ রাত্রির জন্য ১১ দিনের দৈনিক ভাতা প্রাপ্য। কিন্তু গ্রহণ করা হয়েছে ১০ দিনের সর্বসাকুল্য ভাতা এবং ০২ দিনের বাধ্যতামুলক অবস্থান দেখিয়ে হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈনিক ভাতা। সুতরাং এক্ষেত্রে অতিরিক্ত গ্রহণের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

গৃহিত	প্রাপ্য	অতিরিক্ত গ্রহণ
১। সর্বসাকুল্য ভাতা ১০ দিনের((১৭৮×১০) মাঃডঃ১৭৮০ ২। হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা ০২×মাঃ ডঃ ৩৩৭ = মাঃ ডঃ ৬৭৪। মোটঃ ক্রমিক (১)+(২)=১৭৮০+৬৭৪=২৪৫৪.০০ মাঃ ডঃ	২০.০৫.২০১৩ হতে ৩১.০৫.২০১৩ তারিখ পর্যন্ত ১১ রাত্রির জন্য ১১ দিনের সর্বসাকুল্য ভাতার ৭৫% মাঃ ডঃ ১৭৮×৭৫%×১১= মাঃ ডঃ ১৪৬৮.৫০	মাঃ ডঃ ৯৮৫.৫০

প্রতিজনের অতিরিক্ত গ্রহণঃ ট্রানজিট ৪৪.৫০+দৈনিক ভাতা মাঃ ডঃ ৯৮৫.৫০= মাঃ ডঃ ১০৩০.০০। বৈদেশিক ভ্রমণভাতা সংক্রান্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের পত্রের অনুচ্ছেদ ২৫ অনুযায়ী অতিরিক্ত গৃহিত বৈদেশিক মুদ্রায় ফেরতযোগ্য। অন্যথায় প্রতিজনের নিকট হতে বর্তমান বিনিময় হারে দেড়গুণ হিসাবে (মাঃ ডঃ ১০৩০×৮০.০০×১.৫ গুণ) টাকা ১২৩৬০০.০০ আদায়যোগ্য। একই প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভূক্ত বিধায় অন্যদের ক্ষেত্রে একই অবস্থা প্রযোজ্য। তাই নিম্নোক্তদের বিপরীতে প্রদর্শিত অতিরিক্ত অর্থ আদায়যোগ্য।

কমডোর পর্যায়ের কর্মকর্তার গৃহিত অতিরিক্ত অর্থের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

গৃহিত	প্রাপ্য	অতিরিক্ত গ্রহণ
১। সর্বসাকুল্য ভাতা ১০ দিনের((২০২×১০) মাঃডঃ২০২০ ২। ০২ দিনের বাধ্যতামুলক অবস্থানের জন্য হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা ০২× মাঃডঃ ৩৮১ =মাঃ ডঃ ৭৬২.০ মোটঃ ক্রমিক (১)+(২) =২০২০+৭৬২ = ২৭৮২.০০ মাঃডঃ	২০.০৫.২০১৩ হতে ৩১.০৫.২০১৩ তারিখ পর্যন্ত ১১ রাত্রির জন্য ১১ দিনের সর্বসাকুল্য ভাতার ৭৫% মাঃ ডঃ ২০২×৭%×১১= মাঃডঃ ১৬৬৬.৫০	মাঃ ডঃ ১১১৫.৫০

মোট অতিরিক্ত গ্রহণ দৈনিক ভাতা মাঃ ডঃ ১১১৫.৫০+১টি ট্রানজিট ৫০.৫০= মাঃ ডঃ ১১৬৬.০০। অতিরিক্ত গৃহিত অর্থ মার্কিন ডলারে কিংবা দেশিয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হারের দেড়গুণ হিসাবে (মাঃ ডঃ ১১৬৬.০০×৮০.০০×১.৫গুণ) টাকা ১,৩৯,৯২০.০০ আদায়যোগ্য।

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	পি নং	আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ
১	কমডোর শাহ আসলাম পারভেজ	৪০০	মাঃ ডঃ ১১৬৬.০০ (১১৬৬.০০× ৮০.০০× ১.৫ গুণ) টাকা ১৩৯৯২০.০০
২	কমডোর সৈয়দ সাইফুল ইসলাম	৯৭৯	মাঃ ডঃ ১০৩০.০০ টাকা (১০৩০.০০× ৮০.০০× ১.৫ গুণ) ১,২৩,৬০০.০০
৩	স্কোঃ লীডার আবুল কাশেমমোঃ ফয়সাল	৮৬৭৫	মাঃ ডঃ ১০৩০.০০ (১০৩০.০০× ৮০.০০× ১.৫ গুণ) টাকা ১,২৩,৬০০.০০
৪	লেঃ কমান্ডার এম মামুনুর রহমান	১৩৪৮	মাঃ ডঃ ১০৩০.০০ (১০৩০.০০× ৮০.০০× ১.৫ গুণ) টাকা ১,২৩,৬০০.০০
৫	লেঃ এম আরিফুল ইসলাম	১৮১১	মাঃ ডঃ ১০৩০.০০ (১০৩০.০০× ৮০.০০× ১.৫ গুণ) টাকা ১,২৩,৬০০.০০
৬	লেঃ এম মাহমুদ -উল-আলম	২১২৮	মাঃ ডঃ ১০৩০.০০ (১০৩০.০০× ৮০.০০× ১.৫ গুণ) টাকা ১,২৩,৬০০.০০
		মোট =	মাঃ ডঃ ৬৩১৬ বা টাকা ৭,৫৭,৯২০ দেশীয় মুদ্রায় দেড়গুণ

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৮৬)

এপি নং-১৪৮৯২, আপত্তি নং-১৬

ইউনিটের নাম: এসএফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

পি নং-২১৮ রিয়াল এডমিরাল এএমএমএম আওরঙ্গজেব চৌধুরী ও পি নং-৬৭৭ ক্যাপ্টেন এমএনজি মুক্তাদির কর্তৃক অতিরিক্ত ট্রানজিট ভাতা এবং তৈরিকৃত ভাউচারের মাধ্যমে হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ করায় অতিরিক্ত গ্রহণ যা দেশীয় মুদ্রায় আদায়যোগ্য টাকা ২,৪০,০৯২

এসএফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস কার্যালয়ে ২০১৩-২০১৬ অর্থবছরের হিসাব ০৩.০২.২০১৭ হতে ০৯.০৪.২০১৭ পর্যন্ত নিরীক্ষা করা হয়। এএফডি এর ১০.০২.২০১৪ তারিখের পত্র নং-২৫১৭ এবং নৌ বাহিনী সদর দপ্তর এর ২৩.০২.২০১৪ তারিখের পত্র নং-৩১০ মোতাবেক North Indian Ocean Hydrographic Commission (NIOHC) এর ১৪তম সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর পি নং-২১৮ রিয়ার এডমিরাল এএমএমএম আওরঙ্গজেব চৌধুরী এবং পি নং-৬৭৭ ক্যাপ্টেন এম নঈম গোলাম মুক্তাদিরকে ২৫-২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ পর্যন্ত মোট ০৪ দিন (যাতায়াত সময় ব্যতীত) থাইল্যান্ড গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমোদন প্রদান করা হয়। উভয়ের ভ্রমণ ভাতার বিলে নিম্নোক্ত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয় ঃ

১। অতিরিক্ত ট্রানজিট ভাতা গ্রহণ ঃ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা থাইল্যান্ড ভ্রমণের জন্য ০৩টি ট্রানজিট ভাতা গ্রহণ করেন। ঢাকা থেকে ২৪/০২/২০১৪ তারিখ ২৩২০ ঘটিকায় যাত্রা করে সিংগাপুর হয়ে ২৫/০২/২০১৪ তারিখ ব্যাংককে ০৮৪০ ঘটিকায় পৌঁছানো হয় অর্থাৎ ভ্রমণ সময় ২৪ ঘন্টার কম ব্যাংকক থেকে ফেরার পথেও ভ্রমণ সময় ২৪ ঘন্টার কম। অতএব যাওয়ার জন্য ১টি এবং ফেরার পথে ১টি মোট ২টি ট্রানজিট প্রাপ্য বিধায় ১টি অতিরিক্ত গ্রহণ।

২। অন্যায্যভাবে হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ ঃ ফ্লাইট আইটিনারী ও হোটেল বিল থেকে দেখা যায় ২৫/০২/২০১৪ তারিখ ব্যাংকক পৌছে ০২/০৩/২০১৪ তারিখ ফেরত যাত্রা করা হয়। ২৫/০২/২০১৪ হতে ০২/০৩/২০১৪ পর্যন্ত ৫(পাঁচ) রাত্রির জন্য ৫ দিনের দৈনিক ভাতা প্রাপ্য কিন্তু ৬ দিনের গ্রহণ করা হয়েছে। গুরুতর বিচ্যুতি হ'ল উভয়েই একইরুমে (৫০৭ নম্বর কক্ষ) অবস্থান করেছেন মর্মে হোটেল বিলে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার পি নং-৬৭৭ ক্যাপ্টেন এম নঈম গোলাম মোক্তাদির এর হোটেল বিলে অংকে মাঃ ডঃ ১১৭৬.০০ এবং কথায় US Dollar One Thousand Three Hundred Eighty Only লেখা হয়েছে। এথেকে প্রমাণিত হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈনিক ভাতার সুবিধা গ্রহণ করার জন্য হোটেল বিল (manufactured) প্রস্তুত করে দাখিল করা হয়েছে। যথাযথ হোটেল বিল ব্যতীত হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রাপ্য নয়। সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য। সুতরাং আলোচ্য ক্ষেত্রে অতিরিক্ত গ্রহণ ঃ

ক্রমিক	নাম ও পদবী	গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
১	২১৮, এএমএমএম আওরঙ্গজেব চৌধুরী	দৈনিক ভাতাঃ হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ৬ দিন × মাঃ ডঃ ৩১৭ = মাঃ ডঃ ১৯০২	সর্বসাকুল্য ভাতা ঃ ৫ দিন× মাঃ ডঃ ১৬৫ = মাঃ ডঃ ৮২৫.০০	মাঃ ডঃ ১০৭৭
২	৬৭৭, ক্যাপ্টেন এম এনজি মুক্তাদির	দৈনিক ভাতাঃ হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ৬ দিন × মাঃ ডঃ ২৭৩ = মাঃ ডঃ ১৬৩৮	সর্বসাকুল্য ভাতা ঃ ৫ দিন× মাঃ ডঃ ১৫১ = মাঃ ডঃ ৭৫৫.০০	মাঃ ডঃ ৮৮৩

উল্লেখ্য, ঢাকা থেকে ব্যাংকক প্রতিদিনই একাধিক এয়ারলাইন্সের বিমান যোগাযোগ থাকা সত্বেও ঢাকা-সিংগাপুর-ব্যাংকক-ব্যাংকক-সিংগাপুর-ঢাকা রুটে ভ্রমণ করায় স্বভাবতই বিমান ভাড়া বেশী পরিশোধ করতে হয়েছে। আবার উন্নততর বিমান যোগাযোগের এই দিনে বিমান যোগাযোগের অজুহাতে ব্যাংককে ২ দিন বাধ্যতামূলক অবস্থান

দেখানো অস্বাভাবিক। এতে করে বিমান ভাড়া ও দৈনিক ভাতা বাবদ অতিরিক্ত খরচের মাধ্যমে সরকারি ক্ষতি করা হয়েছে। আর্থিক অনুমোদন প্রদানকালে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ফাইন্যান্সিয়াল প্রোপাইটির নীতি অর্থাৎ নিজের অর্থ খরচের মত সরকারি অর্থ খরচের বেলায়ও বিবেচনা প্রসূত ও সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের এবং ব্যক্তিগত লাভবান হওয়া বা অনুরুপভাবে সরকারি ক্ষতি না করার নীতি চরমভাবে লংঘন করা হয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করা হয়েছে বিধায় অতিরিক্ত গৃহিত বৈদেশিক মুদ্রায় অন্যথায় দেশীয় মুদ্রায় দেড়গুণ হারে আদায়যোগ্য। অতএব বর্ণিত কর্মকর্তাদ্বয়ের নিকট হতে আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ ঃ

ক্রমিক	নাম ও পদবী	বিবরণ	আদায়যোগ্য
১	পি নং-২১৮ রিয়াল এডমিরাল এএমএমএম আওরঙ্গজেব চৌধুরী	১। ট্রানজিট	মাঃ ডঃ ৪১.২৫ দেশীয় মুদ্রায় (৪১.২৫×৭৮.৫০×১.৫ গুণ) = ৪,৮৫৭.১৮
		২। দৈনিক ভাতা	মাঃ ডঃ ১০৭৭.০০ বা দেশীয় মুদ্রায় (১০৭৭.০০× ৭৮.৫০×১.৫ গুণ) = ১,২৬,৮১৬.৭৫
২	পি নং-৬৭৭, ক্যাপ্টেন এম এনজি মুক্তাদির ক্যাপ্টেন	১। ট্রানজিট	মাঃ ডঃ ৩৭.৭৫ দেশীয় মুদ্রায় (৩৭.৭৫× ৭৮.৫০×১.৫ গুণ) = ৪,৪৪৫.০৬
		২। দৈনিক ভাতা	মাঃ ডঃ ৮৮৩ দেশীয় মুদ্রায় (৮৮৩× ৭৮.৫০×১.৫ গুণ) ১,০৩,৯৭৩.২৫
		মোট =	টাঃ ২,৪০,০৯২.২৪

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৮৭)

এপি নং-১৪৮৯৬; আপত্তি নং-২০

ইউনিটের নাম: এসএফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

পি নং-৪৫৮ কমডোর এম আবু আশরাফ ও পি নং-৪৬৩ ক্যাপ্টেন এম কামরুল হক চৌধুরী এর বৈদেশিক টিএ/ডিএ বিলে অতিরিক্ত যাতায়াত ভাতা ও হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ ১,৩৮,৭৮৫,৮৯ টাকা।

এসএফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস কার্যালয়ে ২০১৩-২০১৬ অর্থবছরের হিসাব ০৩.০২.২০১৭ খ্রিঃ হতে ০৯.০৪.২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষা করা হয়। এএফডি এর ০১.০৯.২০১৪ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-১৫৮২ এবং নৌ বাহিনী সদর দপ্তর এর ০৪.০৯.২০১৪ তারিখের পত্র নং-২৫৩৫ মোতাবেক 14th Asia Pacific Submarine Conferance (APSC)2014 এ অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর পি নং-৪৫৮ কমডোর এম আবু আশরাফ এবং পি নং-৪৬৩ ক্যাপ্টেন এম কামরুল হক চৌধুরীকে ০৮-১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত (যাতায়াত সময় ব্যতীত) ০৭ দিনের জন্য মালয়েশিয়া গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমোদন প্রদান করা হয়।

পি নং-৪৫৮ কমডোর এম আবু আশরাফ এর ভ্রমণ ভাতার বিল পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার মালয়েশিয়া গমনাগমনের আন্তর্জাতিক বিমান ভাড়া ও ০৮-১১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত মোট ০৪ দিনের থাকা-খাওয়া খরচ বহন করবে এবং বাংলাদেশ সরকার ১২-১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ০৩ দিনের থাকা-খাওয়া এবং ৮-১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ভাতা এবং পকেটভাতাসহ প্রচলিত বিধি মোতাবেক প্রাপ্য অন্যান্য আর্থিক সুবিধা বহন করবে। সে মোতাবেক ৮-১১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ৪ দিনের জন্য ৩০% পকেট ভাতা, উক্ত ৪ দিনের জন্য অভ্যন্তরীণ যাতায়াত খরচ বাবদ সর্বসাকুল্য ভাতার ২৫% যাতায়াত ভাতা, ১২-১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ৩ দিনের হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ করা হয়। উক্তরূপভাবে আর্থিক সুবিধা গ্রহণে সংঘটিত অনিয়ম নিম্নরুপ ঃ

ক) যাতায়াত ভাতা ঃ যুক্তরাষ্ট্র সরকার ৮-১১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ৪ দিনের জন্য থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করায় এবং নগদ কোন অর্থ প্রদান করা হয় নাই ধরে নিয়ে সর্বসাকুল্যভাতার ৩০% পকেট ভাতা গ্রহণ করার পর যাতায়াত ভাতা গ্রহণের কোন সুযোগ নাই। পিআর(পি) ১৩৭ মোতাবেক দৈনিক ভাতার বিভাজন হ'ল ৪৫% খাবার, ৩০% আবাসন এবং ২৫% যাতায়াত। পিআর (পি) বস্তুতঃ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভ্রমণের ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য। তথাপি এই বিধি অনুযায়ী ২৫% যাতায়াত ব্যয় গ্রহণ করা হলে খাবার ও আবাসন ব্যয় যুক্তরাষ্ট্র সরকার বহন করেছে বিধায় ৩০% পকেট ভাতা প্রাপ্য নয়। অর্থাৎ ১টি পেলে অন্যটি প্রাপ্য নয়। তবে প্রতি জনে ২৫% যাতায়াত ব্যয় বাবদ টাঃ ১২,০৪২.২৫ (মাঃ ডঃ ১৫১ ×২৫% = মাঃ ডঃ ৩৭.৭৫×৪ দিন = মাঃ ১৫১ ×৭৯.৭৫) প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে গ্রহণ মর্মে গণ্য।

খ) দৈনিক ভাতা ঃ অফার লেটার এর কোন কপি সংযুক্ত না থাকায় প্রকৃত ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও প্রাপ্ত আর্থিক সুবিধা সম্পর্কে সম্পূর্ণ পরিষ্কার হওয়া যায় না। তবে এসব ক্ষেত্রে আয়োজক/অর্থায়নকারী সংস্থা/দেশ আন্তর্জাতিক বিমান ভাড়া ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করলে তাদের ব্যবস্থাপনায় বিমান টিকেটের দ্বারা যাওয়া-আসা হয়ে থাকলে সম্মেলনের জন্য পৌঁছার পর সম্মেলন সমাপ্তির পর প্রস্থান পর্যন্ত থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা তারাই করে থাকে। কনফারেন্সটি ০৮/০৯/২০১৪ হতে ১১/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৪ দিন অনুষ্ঠিত হলে ১১/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ সমাপনীর পর

১২/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ ফেরত যাত্রা হয় এবং আয়োজক সংস্থা কর্তৃক ১২/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করার কথা। আর যদি বিমানে যোগাযোগের কারণে ১২/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে ফেরত যাত্রার পরিবর্তে ১৫/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখেই ফেরত যাত্রা হয়ে থাকে তাহলেও যুক্তরাষ্ট্রের খরচে সংগৃহিত বিমান টিকেটে ভ্রমণ সম্পাদিত বিধায় ১৫/০৯/২০১৫ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র সরকার কর্তৃপক্ষ থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করার কথা। সুতরাং কনফারেন্স সমাপনীর পর কেন ১১/০৯/২০১৪ বা ১২/০৯/২০১৪ তারিখ ফেরত যাত্রা করা সম্ভব হ'ল না কিংবা কেন ১৫/০৯/২০১৪ তারিখ ফেরত যাত্রা করতে হ'ল এবং কেন ফেরত যাত্রা পর্যন্ত (১৫/৯/২০১৪) যুক্তরাষ্ট্র সরকার থাকা-খাওয়ার ব্যয় বহন করল না সে সম্পর্কিত পরিষ্কার লিখিত স্পষ্টিকরণ ছাড়া ১২/০৯/২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৪/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৩ দিনের গৃহিত দৈনিক ভাতা টাঃ ৪৮,২৬৯/৬৪ প্রাপ্যতা বহির্ভূত মর্মে গণ্য। অতএব আলোচ্য কর্মকর্তা অতিরিক্ত গ্রহণ করেছেন টাঃ ৬১,৪২৮.৩৯ (যাতায়াত ভাতা ১৩,১৫৮.৭৫ + দৈনিক ভাতা ৪৮,২৬৯/৬৪)।

একই অবস্থা পি নং-৪৬৩, ক্যাপ্টেন এম কামরুল হক চৌধুরী এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বিধায় তিনিও টাকা ৭৭,৩৫৭.৫০ (যাতায়াত ভাতা মাঃ ডঃ ১৫১ × টাঃ ৭৯.৭৫) = টাঃ ১২০৪২.২৫ + দৈনিক ভাতা মাঃ ডঃ ২৭৩ × ৩ দিন = মাঃ ডঃ ৮১৯.০০ টাঃ ৭৯.৭৫ = টাঃ ৬৫,৩১৫.১৫) বিধি বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত গ্রহণ করেছেন।

অতএব ২ জনের অতিরিক্ত গ্রহণকৃত টাকার পরিমাণ ঃ

১। পি নং-৪৫৮ কমডোর এম আবু আশরাফ টাঃ ৬১,৪২৮.৩৯

২। পি নং-৪৬৩ ক্যাপ্টেন এম কামরুল হক চৌধুরী টাঃ ৭৭,৩৫৭.৫০

মোট টাঃ ১,৩৮,৭৮৫,৮৯

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৮৮)

এপি নং-১৪৮৯৭; আপত্তি নং-২১

ইউনিটের নাম: এসএফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

পি নং ৩০৭ রিয়াল এডমিরাল এম শাহীন ইকবালকে কর্তৃক বৈদেশিক ভ্রমণের ক্ষেত্রে টার্মিনাল চার্জ এবং হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা বাবদ অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি **৯১,৮৯৩** টাকা।

এসএফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস কার্যালয়ে ২০১৩-২০১৬ অর্থবছরের হিসাব ০৩.০২.২০১৭ হতে ০৯.০৪.২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষা করা হয়। এএফডি এর ১৫.১২.২০১৪ তারিখের পত্র নং- ২৩২৪ এবং নৌ বাহিনী সদর দপ্তর এর ২৫.০১.২০১৫ তারিখের পত্র নং-৪২১ মোতাবেক Combined Force Maritime Component Commander Flag Course (CFMCO) এ অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর পি নং-৩০৭ রিয়াল এডমিরাল এম শাহীন ইকবালকে ০৫-১১ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ পর্যন্ত (যাতায়াত সময় ব্যতীত) যুক্তরাষ্ট্র গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমোদন প্রদান করা হয়। তাঁর ভ্রমণ ভাতার বিল নিরীক্ষায় নিম্নোক্তভাবে অতিরিক্ত গ্রহণের ঘটনা পরিলক্ষিত হয় ঃ

টার্মিনাল চার্জঃ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের জন্য ০৩টি টার্মিনাল চার্জ গ্রহণ করেন। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অফিস স্মারক নং-অম/অবি/ব্যঃ নিঃ-২/২(১৯)/২০০০-০৪/অংশ-১/২২১(১০০০) তারিখ-০৯/১০/২০১২ এর অনুচ্ছেদ-১২ মোতাবেক হেড কোয়াটার্স হতে বিদেশে অর্থাৎ যাওয়ার পথে সমগ্র ভ্রমণের জন্য ১(এক)টি এবং বিদেশ হতে হেড কোয়াটার্স এ ভ্রমণের জন্য অর্থাৎ ফেরার পথে সমগ্র ভ্রমণের জন্য **১টি** ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য। কিন্তু তিনি **৩টি** গ্রহণ করায় অতিরিক্ত **১টি** টার্মিনাল চার্জ বাবদ টাকা **১৫৯৫.৮০** (মাঃ ডঃ ২০.২০×টাঃ ৭৯.০০) প্রাপ্যতা বহির্ভূত বলে গণ্য।

দৈনিক ভাতাঃ যুক্তরাষ্ট্র আলোচ্য ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিমান ভাড়া, থাকা-খাওয়া, প্রশিক্ষণ ফি, অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যয় বহন করে। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনায় প্রদত্ত বিমান টিকেট/বিমান ভাড়ায় গমনাগমন ও অবস্থান করা হয়েছে বিধায় বাংলাদেশ থেকে যাত্রার সময় হতে বাংলাদেশে ফেরা পর্যন্ত থাকা ও খাওয়ার ব্যয় যুক্তরাষ্ট্র সরকার কর্তৃক বহনযোগ্য। তথাপি যুক্তরাষ্ট্রে ৩/২/২০১৫ ও ৪/২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের জন্য কেন যুক্তরাষ্ট্র সরকার থাকা-খাওয়ার ব্যয় বহন করে নাই যুক্তরাষ্ট্র সরকারের এতদসংক্রান্ত কোন লিখিত ব্যাখ্যা ছাড়াই ২ দিনের হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ বিধি বহির্ভূত বলে গণ্য। অনুরুপভাবে সিংগাপুরের জন্য **১৩/২/২০১৫** তারিখের জন্য গৃহিত দৈনিক ভাতা বিধি বহির্ভূত হয়েছে।

অতএব তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্য টাঃ (টার্মিনাল ভাড়া ১৫৯৫.৮০ + দৈনিক ভাতা টাঃ ৯০২৯৭) ৯১,৮৯২.৮০

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৮৯)

এপি নং-১৪৮৯৮; আপত্তি নং-২২

ইউনিটের নাম: এসএফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

অসংগতিপূর্ণ ভাউচার এর মাধ্যমে প্রকৃত দিনের অতিরিক্ত দিনে হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ ১০৫৬ মাঃ ডঃ যা বৈদেশিক মুদ্রায় ফেরতযোগ্য অন্যথায় দেশীয় মুদ্রায় আদায়যোগ্য টাকা ১,৩০,৮৩৮.৪৪।

এএফডি এর ৩১.১০.২০১২ তারিখের পত্র নং- ৮৩ এবং নৌ বাহিনী সদর দপ্তর এর ০৭.১১.২০১২ তারিখের পত্র নং-১৯১২ মোতাবেক মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট (এমপিও) এর তৃতীয় ধাপ Stage Inspection এ অংশগ্রহণের জন্য ১২ নভেম্বর হতে ১৯ নভেম্বর ২০১২ তারিখ পর্যন্ত পি নং-২১৮ রিয়াল এডমিরাল এএমএমএম আওরঙ্গজেব চৌধুরী এবং পি নং-৮৬৩৩ উইং কমান্ডার মোহাম্মদ মনিরুল ইসলামকে জার্মানী গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমোদন প্রদান করা হয়। পি নং-৮৬৩৩ উইং কমান্ডার মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম এর ভ্রমণ বিল পর্যালোচনায় নিম্নোক্ত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়, ১০.১১.২০১২ এবং ২০.১১.২০১২ তারিখ বিমান সিডিউল এর কারণে বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ০২ দিনের হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা বাবদ (২৪৬+৯১) = ৩৩৭×২× ৮২.৬০ = ৫৫৬৭২.৪০ টাকা গ্রহণ করেন। এর সমর্থনে দাখিলকৃত ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায়,

ক) হোটেল বিলটি ১০.১১.২০১২ হতে ২০.১১.২০১২ পর্যন্ত সময়ের জন্য। কিন্তু ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী তিনি ১১.১১.২০১২ তারিখে গন্তব্যস্থলে পৌঁছেন। সুতরাং হোটেল বিলটি যথাযথ নয়।

খ) অবস্থানকালে কিছুদিনের জন্য সর্বসাকুল্য ভাতা, বাকী দিনের জন্য হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ সংগতিপূর্ণ নয়।

হোটেল বিল যথাযথ নয় বিধায় সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য। তবে ১১.১১.২০১২ হতে ২০.১১.২০১২ পর্যন্ত মোট ০৯ রাত্রি হয় বিধায় ৯ দিনের সর্বসাকুল্যভাতা প্রাপ্য।

সুতরাং অতিরিক্ত গ্রহণ ঃ

গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত/আদায়যোগ্য
১। ৮ দিন ×সংঃসাঃভাতা মাঃ ডঃ ১৭৮ = মাঃ ডঃ ১৪২৪.০০	৯ দিন ×সংঃসাঃভাতা মাঃ ডঃ ১৭৮ = ১৬০২.০০	মাঃ ডঃ ৪৯৬.০০ ৪৯৬.০০×৮২.৬০× ১.৫ গুন টাঃ ৬১,৪৫৪.৪৪
২। ২ দিন × হোটেল ভাড়া ভিত্তিক মাঃ ডঃ ৩৩৭ = ৬৭৪.০০		
মোট (১+২) মাঃ ডঃ ২০৯৮.০০		

একইরুপ ঘটনা পি নং-২১৮ রিয়াল এডমিরাল এএমএমএম আওরঙ্গজেব চৌধুরীর ক্ষেত্রেও ঘটেছে বলে প্রতীয়মান হয়। তাহলে তার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত গ্রহণের পরিমান ঃ

গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত/আদায়যোগ্য
১। ৮ দিন × সর্বসাকুল্যভাতা মাঃ ডঃ ২০২ = মাঃ ডঃ ১৬১৬.০০	সর্বসাকুল্যভাতাঃ ৯ দিন × মাঃ ডঃ ২০২ = মাঃ ডঃ ১৮১৮.০০	মাঃ ডঃ ৫৬০.০০×৮২.৬০×১.৫ গুণ টাঃ ৬৯,৩৮৪.০০
২। ২ দিনের × হোটেল ভাড়াভিত্তিক মাঃ ডঃ ৩৮১ × মাঃ ডঃ ৭৬২.০০		
মোট মাঃ ডঃ ২৩৭৮.০০	মাঃ ডঃ ১৮১৮.০০	

অতএব, ২ জনের নিকট হতে আদায়যোগ্য দেশীয় মুদ্রায় টাঃ (টাঃ ৬১,৪৫৪.৪৪+টাঃ ৬৯,৩৮৪.০০) ১,৩০,৮৩৮.৪৪

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৯০)

এপি নং-১৪৯০০; আপত্তি নং-২৪

ইউনিটের নাম: এসএফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

পি নং-৩৪৪ কমডোর এম খালেদ ইকবাল বিদেশে অবস্থানের জন্য বিধি বহির্ভূতভাবে হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা বাবদ অর্থ গ্রহণ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৬৯,২৬৩ টাকা।

এসএফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস কার্যালয়ে ২০১৩-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব ০৩.০২.২০১৭ হতে ০৯.০৪.২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষা করা হয়। এএফডি এর ২৭.০৩.২০১৫ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-৭৪০ এবং নৌ বাহিনী সদর দপ্তর এর ২৭.০৩.২০১৫ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-৫৮১ মোতাবেক 6th Maritime Security Dextop Excercise এ অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর পি নং ৩৪৪ কমোডর মোহাম্মদ খালেদ ইকবালকে ৩০ মার্চ হতে ০১ এপ্রিল ২০১৫ পর্যন্ত (যাতায়াত সময় ব্যতীত) মোট ০৩ দিন অথবা যাত্রার তারিখ হতে পরবর্তী ০৩ দিনের জন্য ইন্দোনেশিয়া গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমোদন প্রদান করা হয়। তাঁর ভ্রমণ ভাতার বিল যাচাই করে পরিলক্ষিত হয় যে, তিনি বিমান সিডিউল অনুযায়ী ইন্দোনেশিয়াতে ২৯/০৩/২০১৫ এবং ০২/০৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ ২ দিন অবস্থানের জন্য বিধি বহির্ভূত হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ করেন। আদেশ অনুযায়ী বর্ণিত এক্সারসাইজে ৩০/০৩/২০১৫ হতে ০১/০৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ০৩ দিন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঐ এক্সারসাইজে অংশগ্রহণের জন্য শুরুর পূর্বদিন ২৯/০৩/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে পৌঁছে সমাপ্ত হওয়ার পরদিন ০২/০৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ফেরত যাত্রা হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং এখানে বাধ্যতামূলক অবস্থান হওয়ার কোন ঘটনাই ঘটে নাই। এছাড়া শর্তানুযায়ী আয়োজক সংস্থা বিমান ভাড়া, থাকা-খাওয়া ও অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যয় বহন করেছে। অর্থাৎ আয়োজক সংস্থার প্রদত্ত বিমান টিকেট অনুযায়ী ভ্রমণ ও অবস্থান করা হয়েছে বিধায় পৌঁছার পর হতে ফেরত যাত্রা পর্যন্ত থাকা ও খাওয়ার সংস্থান তারাই করেছে। আর পৌছার দিন ২৯/০৩/২০১৫ তারিখের এবং এক্সারসাইজ সমাপ্ত হওয়ার দিন ০১/০৪/২০১৫ তারিখের জন্য থাকা ও খাওয়ার সংস্থান করা না হয়ে থাকলে কেন করা হয় নাই তার স্পষ্টিকরণ থাকা প্রয়োজন হলেও নাই। সুতরাং বিমান যোগাযোগের কারণে অবস্থান দেখিয়ে ২ দিনের হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ বিধি বহির্ভূত হয়েছে। তবে তিনি ২৯/০৩/২০১৫ খ্রিঃ হতে ০১/০৪/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ৪(চার) দিনের পকেট ভাতা প্রাপ্য, কিন্তু গ্রহণ করা হয়েছে ৩(তিন) দিনের সুতরাং আরো ১ দিনের পকেট ভাতা প্রাপ্য। অতএব প্রাপ্য ও গ্রহণের বিবরণ নিম্নরুপ ঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	গ্রহণ	প্রাপ্য	কম/বেশী
১	পকেট ভাতা	৩ দিনের × মাঃ ডঃ ৪৯.৫০ = মাঃ ডঃ ১৪৮.৫০	৪ দিনের × মাঃ ডঃ ৪৯.৫০ = মাঃ ডঃ ১৯৮	কম গ্রহণ (-) মাঃ ডঃ ৪৯.৫০
২	হোটেল ভাড়া বাবদ দৈনিক ভাতা	২ দিন মাঃ ডঃ ৩১৭ = মাঃ ডঃ ৬৩৪.০০	প্রাপ্য নয়	বেশী গ্রহণ মাঃ ডঃ ৬৩৪.০০
অতিরিক্ত গ্রহণ (২-১) টাঃ (১৪৮.৫০+৬৩৪.০০-১৯৮.০০) = ৫৮৪.৫০				মাঃ ডঃ ৫৮৪.৫০
সুতরাং আদায়যোগ্য টাকা = (মাঃ ডঃ ৫৮৪.৫০ × ৭৯.০০× ১.৫ গুণ) = ৬৯,২৬৩.২৫				

অনুচ্ছেদ-১
পরিশিষ্ট-১(৯১)
এপি নং-১৪৯০১; আপত্তি নং-২৭

ইউনিটের নাম: এসএফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

অতিরিক্ত ট্রানজিট, তৈরিকৃত ভাউচার দ্বারা হোটেল ভিত্তিক দৈনিক এবং বাধ্যতামুলক অবস্থানে জন্য হোটেল ভিত্তক দৈনিক ভাতা গ্রহণ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১,৫৭,৪৫০ টাকা।

এসএফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস কার্যালয়ে ২০১৩-২০১৬ অর্থবছরের হিসাব ০৩.০২.২০১৭ হতে ১৬.০২.২০১৭ পর্যন্ত নিরীক্ষা করা হয়। এএফডি এর ০১.০৬.২০১৪ তারিখের পত্র নং- ২৬৮২/অপস/এফএ/ইউনিফিল/জিও এবংনৌ বাহিনী সদর দপ্তর এর০৫.০৬.২০১৪ তারিখের পত্র নং-৯৬৩ মোতাবেক নৌ বাহিনীর জাহাজ ওসমান এবং মধুমতি এর প্রতিস্থাপনক জাহাজ আলী হায়দার ও নির্মূল এর মধ্যকার হস্তান্তর/গ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য ১১জুন হতে ১৫ জুন ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত (যাতায়াত সময় পর্যন্ত) মোট ০৫ দিনের জন্য বাংলাদেশনৌ বাহিনী নিম্নোক্ত ০৩ জন কর্মকতাকে লেবানন গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমোদন প্রদান করা হয়।

১। পি নং-২১৮ রিয়াল এডমিরাল এ এম এম এম আওরঙ্গজেব চৌধুরী

২। পিনং-১১২০ কমান্ডার কুতুব উদ্দিনমোঃ আমানত উল্লাহ

৩। পি নং ১৫৫০ লেঃ কমান্ডার মোঃ মমিনুল ইসলাম সুজন

পি নং-২১৮ রিয়াল এডমিরাল এ এম এম এম আওরঙ্গজেব চৌধুরী এর ভ্রমণ বিল পর্যালোচনায় নিম্নোক্ত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়ঃ

১। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা লেবানন ভ্রমণের জন্য ০৩টি ট্রানজিট ভাতা গ্রহণ করেন। এর সমর্থনে টিকেট আইটারী পর্যালোচনায় দেখা যায় ০৮.০৬.২০১৪ তারিখ ০৬.১০ ঘটিকায় যাত্রা করে ১১.৪০ ঘটিকায় ইস্তাম্বুল এবং ইস্তাম্বুল হতে ১০.০৬.২০১৪ তারিখ ১২.৪০ ঘটিকায় যাত্রা করে ১৪.২৫ ঘটিকায় ব্রুনাই পৌছাতে ০৮ ঘন্টা সময় ব্যয় হয়। ফেরার পথে ১৫.০৬.২০১৪ তারিখ ১৫.২৫ ঘটিকায় ব্রুনাই হতে যাত্রা করে ১৭.২০ ঘটিকায় ইস্তাম্বুল এবং ইস্তাম্বুল হতে ১৮.২০ ঘটিকায় যাত্রা করে ০৪.৫০ ঘটিকায় ঢাকা পৌছেন মোট ১৬ ঘন্টা সময় ব্যয় হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে টিকেট আইটিনারী অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার আসাও যাওয়ার পথে সর্বমোট ঘন্টা ২৪ সময় ব্যয় হয়। অর্থাৎ যাওয়ার পথে ২৪ ঘন্টার এবং আসার পথে ২৪ ঘন্টার কম সময় ভ্রমণ পথে ব্যয় হয় বিধায় ০২টি ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য। অতএব ০১টি অতিরিক্ত গ্রহণ। অর্থ মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-অম/অবি/ব্য:নি:-২/২(১৯)/২০০০-০৪/অংশ-১/২২১(১০০০) তারিখ ০৯.১০.২০১২ মোতাবেক সরকারি কাজ সম্পাদনের জন্য আকাশ, রেল ও স্থলপথে ভ্রমণকালে এক পথে যাওয়া ও আসা বাবদ ২৪ ঘন্টার অধিক সময় অতিবাহিত হলে ০১ দিনের ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য হবেন বিধায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যাওয়া ১টি ও আসার ১টি মোট ০২টি ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য হবেন। এমতাবস্থায় ০১দিনের অতিরিক্ত ট্রানজিট ভাতা বাবদ গ্রহণকৃত (৫০.৫০×৭৯.৫০)= ৪,০১৪.৭৫ টাকা আদায়যোগ্য। যা দেশিয় মুদ্রায় ফেরতের ক্ষেত্রে দেড়গুণ হিসাবে ৬,০২২.১৩ টাকা ।

২। হোটেল ভিত্তক দৈনিক ভাতা গ্রহণঃ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা লেবানন এ অবস্থানের জন্য ০৬ দিনের হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা বাবদ (৩১৭×৬×৭৯.৫০) = ১,৫১,২০৯.০০ টাকা গ্রহণ করেন। এর সমর্থনে উক্ত হোটেলের ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় এ্যারাইভাল ও ডিপারচার সময় উল্লেখ করা হয়নি এবং বিলে উক্ত হোটেল কর্তৃপক্ষের কোন স্বাক্ষর ছিলনা। এছাড়া লেবানন ও ইস্তাবুল হোটেলের ভাউচার দুটি একই কম্পিউটারে প্রিন্ট করা ইহাতে ভাউচারটি সঠিক বলিয়া প্রতিয়মান হয়না। এছাড়া সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ১৫.০৬.২০১৪ তারিখ আসার জন্য ০১ দিনের হোটেল ভিত্তক দৈনিক ভাতা গ্রহণ করেন। অর্থ মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-অম/অবি/ব্য:নি:-২/২(১৯)/২০০০-০৪/অংশ-১/২২১(১০০০) তারিখ ০৯.১০.২০১২ মোতাবেক যাত্রা পথে কোথায় ০৬ ঘন্টা অবস্থানের জন্য এক চতুর্থাংশ হারে দৈনিক ভাতা প্রাপ্য।আলোচ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ১৫.২৫ মিনিটে বিমানে আরোহণ করলে ন্যুনতম ০৩ ঘন্টা পূর্বে হোটেল ত্যাগ করেছেন। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতার পরিবর্তে ০৫দিন এবং ০১ দিনের জন্য এক চতুর্থাংশ হারে দৈনিক ভাতা প্রাপ্য বিধায় মোট আদায়যোগ্য টাকা [১,৫১,২০৯.০০-(২০২×৫×৭৯.৫০+ ৫০.৫০×৭৯.৫০)] = ৬৬,৮৯৯.২৫ টাকা। দেশিয় মুদ্রায় দেড়গুণ হিসাবে ১,০০,৩৪৮.৮৮ টাকা।

৩। বাধ্যতামুলক অবস্থানে জন্য হোটেল ভিত্তক দৈনিক ভাতা গ্রহণঃ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ০৯.০৬.২০১৫ তারিখ ইস্তাবুলে বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য ০১ দিনের হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা বাবদ মাঃ ডঃ (২৮০+১০১)=৩৮১×৭৯.৫০ = ৩০,২৮৯.৫০ টাকা গ্রহণ করেন। এর সমর্থনে উক্ত হোটেলের ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় এ্যারাইভাল ও ডিপারচার সময় উল্লেখ করা হয়নি এবং বিলে উক্ত হোটেল কর্তৃপক্ষের কোন স্বাক্ষর-নেই। এছাড়া লেবানন ও ইস্তাবুল হোটেলের ভাউচার দুটি একই কম্পিউটারে প্রিন্ট করা। ইহাতে ভাউচারটি সঠিক বলিয়া প্রতিয়মান হয়না। আলোচ্য ক্ষেত্রে ইস্তাবুলে বিমান বন্দর থেকে বাহির হওয়ার জন্য ইমিগ্রেশনের মাধ্যমে বাহির হবার ও পুনঃ প্রবেশের কোন প্রমাণক নেই। এয়ারলাইন্স কর্তৃক বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য কোন হোটেল ভাড়া পরিশোধ না করার সনদ নেই। বিধায় বাধ্যতামুলক অবস্থানে জন্য হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা বাবদ গ্রহণকৃত অর্থ আদায়যোগ্য। যা দেশিয় মুদ্রায় দেড়গুণ হিসাবে ৪৫,৪৩৪.২৫ টাকা।

৪। ভিসা ফি বাবদ গ্রহণঃ সংশ্লিষ্ট কর্মকতা ভিসা ফি বাবদ টাকা ৫,৬৪৪.৫০ গ্রহণ করেন। অর্থ মন্ত্রণালযের পত্রনং-অবি/বহিঃঅর্থ/বা-২/২(১)/৯৪-৯৫/২৫ তারিখ ৩০.০৮.১৯৯৪ মোতাবেক ঐ সব দূতাবাস কর্তৃক প্রদত্ত মূল কাগজপত্র প্রদান সাপেক্ষে ভিসা ফি প্রদান করা যাবে। কিন্তু আলোচ্য বিলের সাথে কোন ভাউচার পাওয়া যায়নি বিধায় সমুদয় অর্থ আদায়যোগ্য।

সুতরাং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট আদায়যোগ্য সর্বমোট টাকার পরিমাণ (৬০২২.১৩+১০০৩৪৮.৮৮+ ৪৫৪৩৪.২৫+ ৫৬৪৪.৫০) = ১,৫৭,৪৫০

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৯২)

এপি নং-১৪৯০২; আপত্তি নং-২৮

ইউনিটের নাম: এসএফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

এএফডি এর জিওতে উল্লেখিত সময়ের চেয়ে অতিরিক্ত সময় যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানের জন্য ০২ জন কর্মকর্তা কর্তৃক অভ্যন্তরীণ বিমান ভাড়া ও অতিরিক্ত অতিরিক্ত ট্রানজিট ভাতা গ্রহণ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ২,৫৩,৪৩৩.৫০ টাকা।

এসএফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস কার্য্যালয়ের ২০১৩-২০১৬ অর্থবছরের হিসাব ০৫.০২.২০১৭ হতে ০৯.০৪.২০১৭ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। এএফডি এর ২৯.০৪.২০১৫ তারিখের পত্র নং- ২৫১৭ এবংনৌ বাহিনী সদর দপ্তর এর ৩০.০৪.২০১৫ তারিখের পত্র নং-৭৯১ মোতাবেক নৌ বাহিনীর জন্য EDA Grant হিসাবে সংগ্রহের নিমিত্তে Transfer Ceremony তে অংশগ্রহণের জন্য ০৫ হতে ০৭মে ২০১৫ পর্যন্ত মোট ০৩ দিনের জন্য বাংলাদেশ নৌ বাহিনী প্রধান সস্ত্রীক ও সফর সঙ্গীসহ মোট ০৪ জনকে যুক্তরাষ্ট্রে গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমোদন প্রদান করা হয়।

১। পি নং-১৬৯ ভাইস এডমিরাল মুহাম্মদ ফরিদ হাবিব
২। হাফিজা আক্তার হাবিব নৌ বাহিনী প্রধানের স্ত্রী
৩। পি নং-৫৯৮ ক্যাপ্টেন শেখ মোহাম্মাদ খালিদ হোসেন
৪। পি নং-২২০১ লেঃ নাঈম মোহাম্মদ তারেক হোসেন

পি নং-২২০১ লেঃ নাঈম মোহাম্মদ তারেক হোসেন এর ভ্রমণ বিল পর্যালোচনায় নিম্নোক্ত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়ঃ

১। বিমান ভাড়া ঃ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ০৭.০৫.২০১৫ তারিখ সানফ্রানসিসকো হতে ডালাস যাওয়ার জন্য বিমান ভাড়া বাবদ ৫৪,৬৫৫.০০ টাকা গ্রহণ করেন এবং ০৯.০৫.২০১৫ তারিখ ডালাস হতে হিউস্টন যাওয়ার জন্য বিমান ভাড়া বাবদ ৫৬,২৪২.০০ টাকা গ্রহণ করেন। আলোচ্য ক্ষেত্রে টিকেট আইটিনারী অনুযায়ী তিনি ০৪.০৫.২০১৫ তারিখ টিকেট ক্রয় করা হয় অর্থাৎ দুবাই এ অবস্থানকালীন কিন্তু টিকেটে টাকার অংক দেশিয় মুদ্রায় রয়েছে যা বাস্তব সম্মত নয়।কারণ আভ্যন্তরীণ ভ্রমণের ক্ষেত্রে ভাড়া ডলারে থাকার কথা।এছাড়া এএফডি এর জিও মোতাবেক ০৫ হতে ০৭ মে ২০১৫ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমোদন প্রদান করা হয় সুতরাং ০৭মে ২০১৫ তারিখ এর পর যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানের জন্য বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর খাত হতে আভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ভাতা পরিশোধের কোন সুযোগ নেই। এমতাবস্থায় আভ্যন্তরীণ ভ্রমণের জন্য গ্রহণকৃত ভ্রমণ ভাড়া বাবদ (৫৪,৬৫৫+৫৬,২৪২) = ১,১০,৮৭৯.০০ আদায়যোগ্য।

২। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের জন্য ০৫টি ট্রানজিট ভাতা গ্রহণ করেন। এর সমর্থনে টিকেট আইটারী পর্যালোচনায় দেখা যায় ০৪.০৫.২০১৫ তারিখ ১৯.১০ ঘটিকায় যাত্রা করে ২২.১০ ঘটিকায় দুবাই এবং দুবাই হতে ৮.২০ ঘটিকায় যাত্রা করে ১৩.১০ ঘটিকায় সানফ্রান্সিসকো পৌঁছাতে ০৯ ঘন্টা সময় ব্যয় হয়। ফেরার পথে ১১.০৫.২০১৫ তারিখ ১৯.০০ ঘটিকায় হিউস্টন হতে যাত্রা করে ১৯.০৫ ঘটিকায় দুবাই এবং ১৩.০৫.২০১৫ তারিখ দুবাই হতে ১০.৩০ ঘটিকায় যাত্রা করে ১৭.২০ ঘটিকায় ঢাকা পৌছেন মোট ১২.৩০ ঘন্টা সময় ব্যয় হয় । আলোচ্য ক্ষেত্রে টিকেট আইটিনারী অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার আসাও যাওয়ার পথে সর্বমোট ঘন্টা ২১.৩০ সময় ব্যয় হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-অম/অবি/ব্যঃনিঃ-২/২(১৯)/২০০০-০৪/অংশ-১/২২১(১০০০) তারিখ ০৯.১০.২০১২ মোতাবেক সরকারি কাজ সম্পাদনের জন্য আকাশ, রেল ও স্থলপথে ভ্রমণকালে এক পথে তিন ঘন্টা কম সময় অতিবাহিত হলে কোন ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য হবেন না। এক পথে তিন ঘন্টার বেশি সময় অতিবাহিত হলে ০১ দিনের ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য হবেন। তবে যাওয়া ও আসা বাবদ ২৪ ঘন্টার অধিক সময় অতিবাহিত না হলে ০১ দিনের ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য হবেন বিধায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যাওয়া জন্য ১টি ও আসার জন্য ১টি মোট ০২টি ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য হবেন। এমতাবস্থায় ০৩টি অতিরিক্ত ট্রানজিট ভাতা বাবদ গ্রহণকৃত (৪৪.৫০×৭৯.০০×৩)= ১০,৫৪৬.৫০ টাকা আদায়যোগ্য। যা দেশিয় মুদ্রায় ফেরতের ক্ষেত্রে দেড়গুণ হিসাবে (১০৮৪৬.৫০×১.৫ গুন) ১৫,৮১৯.৭৫ টাকা ফেরতযোগ্য। অতএব সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট মোট (১,১০,৮৯৭.০০+১৫,৮১৯.৭৫) = টাকা ১,২৬,৭১৬.৭৫ আদায়যোগ্য।

অপর কর্মকর্তা পি নং ৫৯৮ ক্যাপ্টেন শেখ মোহাম্মদ খালিদ হোসেন এর ক্ষেত্রেও একইরূপ ঘটনা ঘটেছে বলে প্রতিয়মান হয় বিধায় তাঁর নিকট হতেও একই পরিমাণ অর্থ আদায়যোগ্য।

অতএব ০২জনের নিকট হতে আদায়যোগ্য টাকা (১,২৬,৭১৬.৭৫×২) ২,৫৩,৪৩৩.৫০ ।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৯৩)

এপি নং-**১৪৯০৩**; আপত্তি নং-২৯

ইউনিটের নাম: এসএফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

০২ জন লেঃ কর্মকর্তা কর্তৃক নৌ বাহিনী প্রধানের সফর সংগী হিসাবে অষ্ট্রেলিয়া সফর উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত ট্রানজিট ভাতা, তৈরিকৃত ভাউচার দ্বারা হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক এবং বাধ্যতামুলক অবস্থানে জন্য হোটেল ভাড়াভিত্তক দৈনিক ভাতা গ্রহণ যা দেশিয় মুদ্রায় ফেরত দেয়া হলে টাকা **৩,১২,৯৮০।**

এসএফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস কার্যালয়ে ২০১৩-২০১৬ অর্থবছরের হিসাব ০৫.০২.২০১৭ হতে ০৯.০৪.২০১৭ পর্যন্ত নিরীক্ষা করা হয়। এএফডি এর ০৫.০২.২০১৪ তারিখের পত্র নং- ২৫১৭ এবংনৌ বাহিনী সদর দপ্তর এর ১৯.০৩.২০১৪ তারিখের পত্র নং-৪৭১ মোতাবেক নৌ বাহিনীর জন্য 4th Indian Ocean Naval Symposium(IONS)Seminear and conclave of Chiefs এ অংশগ্রহণের জন্য ২৫ হতে ২৮মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত মোট ০৪ দিনের জন্য অথবা যাত্রার তারিখ হতে পরবতী ০৪ দিনের জন্য বাংলাদেশ নৌ বাহিনী প্রধান সস্ত্রীক ও সফরসঙ্গীসহ মোট ০৪ জনকে অষ্ট্রেলিয়া গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমোদন প্রদান করা হয়।

১। পি নং-১৬৯ ভাইস এডমিরাল মুহাম্মদ ফরিদ হাবিব

২। হাফিজা আক্তার হাবিব নৌ বাহিনী প্রধানের স্ত্রী

৩। পি নং-৬৮৩ ক্যাপ্টেন মীর এরশাদ আলী

৪। পি নং-২০৪৫ লেঃ এম আশফাকুর রহমান

পি নং-৬৮৩ ক্যাপ্টেন মীর এরশাদ আলী এর ভ্রমণ বিল পর্যালোচনায় নিম্নোক্ত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়ঃ

১। হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণঃ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অষ্ট্রেলিয়ায় অবস্থানের জন্য ০৪ দিনের হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা বাবদ (৩৩৭×৪×৭৮.৫০) = ১,০৫,৮১৮.০০ টাকা গ্রহণ করেন। দাখিলকৃত হোটেল বিল যথাযথ নয় বলে প্রতিয়মান হয়। পার্থে হোটেলে প্রতিদিন কেবল খাবার ও ট্যাক্স বাবদ মাঃ ডঃ ৩৩৭.০০ এবং ক্যানবেরাতে হোটেল বিলে রুম ভাড়া, খাবার ও ট্যাক্সসহ প্রতিদিন মাঃডঃ ৩৩৭.০০ উল্লেখ রয়েছে। আলোচ্য পর্যায়ে কর্মকর্তা অষ্ট্রেলিয়াতে হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈনিক ভাতা মাঃ ডঃ ৩৩৭(হোটেল ভাতা-২৪৬ডলার + নগদ ভাতা ৯১ ডলার) প্রাপ্য। এই প্রাপ্য অর্থই হোটেল বিলে উল্লেখ করায় প্রমাণিত ভাউচার ০২টি বানানো। যথাযথ ভাউচার ছাড়া হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রাপ্য নয়। তবে সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য। অতএব সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য। সুতরাং অতিরিক্ত গ্রহণঃ

ক্রমিক নং	**সময়**	**গ্রহণ**	**প্রাপ্য**	**অতিরিক্ত**
১	২৫.০৩.২০১৪ হতে ২৯.০৩.২০১৪,০৪ রাত্রি	হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা ০৪দিন (৩৩৭=১৩৪৮×৭৮.৫০) = ১,০৫,৮১৮.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা ০৪ দিন×১৭৮ = মাঃ ডঃ = ৭১২×৭৮.৫০ = টাকা ৫৫,৮৯২.০০	মাঃডঃ ৬৩৬.০০ (৬৩৬.০০×৭৮.৫০) টাকা ৪৯,৯২৬/-

২। বাধ্যতামুলক অবস্থানে জন্য হোটেল ভিত্তক দৈনিক ভাতা গ্রহণঃ আলোচ্য Symposium(IONS) Seminar অষ্ট্রেলিয়ার পার্থ এ অনুষ্ঠিত হয়। যাওয়ার সময় সিঙ্গাপুর হয়ে পার্থ এ গমন হয়। ফেরার পথে সিঙ্গাপুরে সরাসরি না যেয়ে ২৯.০৩.২০১৪ তারিখে ক্যানবেরাতে গমন এবং ক্যানবেরাতে ০৩দিন বাধ্যতামুলক অবস্থান প্রাসংগিক নয়। প্রথমত ঃ উন্নতর বিমান যোগাযোগের বর্তমান যুগে অষ্ট্রেলিয়ার মত দেশ হতে ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের জন্য কোন পথেই ২৯.০৩.২০১৪ তারিখ বিমান সিডিউল না পাওয়া একদিকে অবিশ্বাস্য। দ্বিতীয়ত ঃ বিমান যোগাযোগের জন্য অনিবার্য কারণবশতঃ অবস্থান করতে হলে পার্থতেই অবস্থান করার কথা। ক্যানবেরাতে গমন করে সেখানে অবস্থান উদ্দেশ্যমুলক বলে প্রতীয়মান হয়। আলোচ্যভাবে ভ্রমণ বৃত্তান্তে প্রশাসনিক/আর্থিক মঞ্জুরিতে Financial Property তথা নিজের অর্থ খরচ করতে যে রুপ সতর্কতা ও বিচক্ষণতা প্রয়োগ করতে হয়, সেরুপ সরকারী অর্থ খরচের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য

এবং ব্যক্তিগত সুবিধা/লাভবানের জন্য এমনকি ব্যক্তিগত লাভবান না হলেও অন্যভাবে সরকারী অর্থের ক্ষতি হয় তেমন কোন আদেশ/মঞ্জুরি না দেওয়ার নীতি চরমভাবে লংঘন করা হয়েছে। অতএব পার্থের পরিবর্তে ক্যানবেরাতে ০৩ দিন বাধ্যতামুলক অবস্থানে গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় এ জন্য গৃহিত দৈনিক ভাতা অযৌক্তিক বিধায় ফেরতযোগ্য। উল্লেখ্য অনিবার্য কারণ পার্থে ০৩ দিন বাধ্যতামুলক অবস্থান যদি করতেও হতো তবুও হোটেল বিল যথাযথ না হওয়ায় সে ক্ষেত্রে তার নিকট আদায়যোগ্য হতো ঃ

স্থান	সময়	গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
ক্যানবেরা	২৯.০৩.২০১৪ হতে ০১.০৪.২০১৪ ০৩ রাত্রি	০৩ দিনের হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈনিক ভাতা × মাঃ ডঃ ৩৩৭ = ১০১১×৭৮.৫০=টাকা ৭৯,৩৬৩.৫০	সর্বসাকুল্য ভাতা ০৩ দিন×১৭৮ = ৫৩৪ মাঃডঃ ৫৩৪×৭৮.৫০= টাকা ৪১,৯১৯.০০	মাঃডঃ ৪৭৭.০০ ৪৭৭.০০×৭৮.৫০= টাকা ৩৭,৪৪৪.০০ (বিঃ দ্রঃ বাধ্যতামূলক অবস্থান যৌক্তিক নয় বিধায় মাঃ ডঃ ৪৭৭ ও প্রাপ্য নয়।

বস্তুত তিনি অতিরিক্ত গ্রহণ করেছেন টাকা ১,২৯,২৮৯.০০(মাঃ ডঃ ৬৩৬+মাঃ ডঃ ১০১১=মাঃ ডঃ ১৬৪৭ ×টাকা ৭৮.৫০)। বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ বিধায় বৈদেশিক মুদ্রাতে নতুবা দেশিয় মুদ্রার বিনিময় হারের দেড়গুণ হিসাবে টাকা ১,৯৩,৯৩৪.২৫ আদায়যোগ্য। হোটেল বিল যথাযথ না হওয়ার অন্যতম কারণ নৌ বাহিনী প্রধানের হোটেল রুম যথাক্রমে ৫০৫ ও ৫২০। আর আলোচ্য কর্মকর্তার ক্ষেত্রে ৫০৫(A-1) ও ৫২০(A-1) । একইরুপ ঘটনা অন্য কর্মমর্তা পি নং ২০৪৫ লেঃ এম আশফাকুর রহমান এর ক্ষেত্রেও ঘটেছে বলে প্রতিয়মান হওয়ায় তাঁর কর্তৃক গৃহিত অতিরিক্ত অর্থ আদায়যোগ্য টাকা ৭৯,৩৬৩,৫০ (শুধুমাত্র ক্যানবেরা-মাঃ ডঃ ১০১১×৭৮.৫০) এক্ষেত্রে ও বৈদেশিক মুদ্রায় ফেরতযোগ্য অন্যথায় দেশিয় মুদ্রায় ১,১৯,০৪৫.২৫ (৭৯৩৬৩.৫০×১.৫ গুন) আদায়যোগ্য।

অতএব, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদ্বয়ের নিকট সর্বমোট আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ (১,৯৩,৯৩৪.২৫+১,১৯,০৪৫.২৫) = ৩,১২,৯৭৯.৫০।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৯৪)

এপি নং-১৪৯০৪; আপত্তি নং-৩০

ইউনিটের নাম: এসএফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

৫ জন নৌ বাহিনীর কর্মকর্তা কর্তৃক বৈদেশিক ভ্রমণ উপলক্ষ্যে ট্রানজিট ভাতা, দৈনিক ভাতা বাবদ অতিরিক্ত গ্রহণ ১,৫৬,৬৪৩ টাকা।

এসএফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৬ অর্থবছরের হিসাব ০৩.০২.২০১৭ হতে ০৯.০৪.২০১৭ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষা করা হয়। এএফডি এর ০৪/১১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-৬০ এবং নৌ বাহিনী সদর দপ্তর এর ০৫/১১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-১৮১৮ মোতাবেক চীনে নির্মাণাধীন দুইটি করভেট এর Progress Inspection এর জন্য বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর ৫ জন কর্মকর্তাকে ১০/১১/২০১৩ হতে ১৬/১১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মোট ০৭ দিনের (যাতায়াত সময় ব্যতীত) জন্য চীনে গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয় ঃ

১। পি নং- ১৭০ কমডোর এস এ এম আরশাদুল আবেদীন

২। পি নং- ৬৮৩ ক্যাপ্টেন মীর এরশাদ আলী

৩। পি নং-৯৩৮ কমান্ডার মহিদুল হাসান

৪। পিনং- ১০৮৫ কমান্ডার এম মাহাবুবুল আলম

৫। পি নং-১২১৯ লেঃ কমান্ডার এম মাসুদুর রহমান জাহিদ।

পি নং-১০৮৫ কমান্ডার এম মাহাবুবুল আলম এর ভ্রমণ বিল পর্যালোচনায় নিম্নোক্ত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয় ঃ

অতিরিক্ত ট্রানজিট ভাতা গ্রহণ ঃ ৩টি ট্রানজিট ডিএ বাবদ (৪৪.৫০×৩×৮০.০০) = ১০,৬৮০/- টাকা গ্রহণ করা হয়। টিকেট আইটিনারী ও Mac Travels and Tours LTD এর Flight Shedule পর্যালোচনায় দেখা যায় তিনি ০৮/১১/২০১৩ খ্রিঃ ঢাকা থেকে ১৪.১০ ঘটিকায় রওনা দিয়ে ১৮.২০ ঘটিকায় কুনমিং পৌছান। ৯/১১/২০১৩ তারিখ কুনমিং থেকে ৭.৫৫ ঘটিকায় রওনা দিয়ে ১০.৩৫ ঘটিকায় উহান পৌঁছান। অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-অম/অবি/ব্যঃ নিঃ-২/২(১৯)/২০০০-২০০৪)/অংশ-১/২২১(১০০০) তাং-০৯/১০/২০১২ খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ ১৩(খ) মোতাবেক ঢাকা থেকে উহান পর্যন্ত ১টি ভ্রমণ বিধায় তাঁর জন্য ১টি এবং উহান থেকে ঢাকা পৌছা পর্যন্ত ১টি ভ্রমণ বিধায় এর জন্য ১ দিনের ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য অর্থাৎ মোট ০২টি ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য। এক্ষেত্রে ১টি ট্রানজিট ভাতা বাবদ অতিরিক্ত গ্রহণ (মাঃ ডঃ ৪৪.৫০×৮০.০০×১) = ৩৫৬০/- টাকা যা আদায়যোগ্য।

দৈনিক ভাতাঃ বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ করা হয়েছে। বিমান সিডিউলের কারণে ৯/১১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ চীনে বাধ্যতামূলক অবস্থান দেখিয়ে ১ দিনের হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা বাদ (৩৩৭×৮০) = ২৬৯৬০/- টাকা গ্রহণ। ডিএসটি ও (বিএন) কার্যালয় বাঃ নৌঃ জাঃ হাজী মহসিন ঢাকা এর ২৯/১১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-২৩৫ এ উল্লেখিত অন্যান্য শর্তাবলীর ক্রমিক নং-"চ" মোতাবেক যাত্রা পথে কুনমিং এ বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য এয়ারলাইন্স কর্তৃক হোটেল সুবিধা প্রদান করা হয়েছে বিধায় বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য নৌ বাহিনীর খাত হতে অর্থ প্রদানের সুযোগ নাই। সুতরাং গ্রহণকৃত ২৬,৯৬০/- টাকা বিধি বহির্ভূত। একই অবস্থা অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বিধায় নিম্নে বা তাদের বিপরীতে প্রদর্শিত অর্থ প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে গ্রহণ করেছেন ঃ

ক্রঃ নং	পি নং	নাম পদবী	অতিরিক্ত গ্রহণ		
			ট্রানজিট ১টি	১ দিনের দৈঃ ভাঃ	মোট
১	১৭০	কমডোর এস এ এম আরশাদুল আবেদীন	৪০৪৫	৩০৫১৮.১০	৩৪৫৬৩.০০
২	৬৮৩	ক্যাঃ মীর এরশাদ আলী	৩৫৬০	২৬৯৬০.০০	৩০৫২০.০০
৩	৯৩৮	কমান্ডার এম মহিদুল হাসান	৩৫৬০	২৬৯৬০.০০	৩০৫২০.০০
৪	১০৮৫	কমান্ডার এম মাহাবুবুল আলম	৩৫৬০	২৬৯৬০.০০	৩০৫২০.০০
৫	১২১৯	লেঃ কমান্ডার এম মাসুদুর রহমান জাহিদ	৩৫৬০	২৬৯৬০.০০	৩০৫২০.০০
				মোট =	টাঃ ১,৫৬,৬৪৩

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৯৫)

এপি নং-১৪৯০৫; আপত্তি নং-৩১

ইউনিটের নাম: এসএফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

পি নং-৬৩৩ কমান্ডার নজরুল ইসলাম ও পি নং-১৯৭১ লেঃ কামরুল হাসান কর্তৃক সিংগাপুর ও যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত বিমান ভাড়া ও দৈনিক ভাতা গ্রহণ টাকা ৫,৪০,৭২০

এসএফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস কার্যালয়ে ২০১৩-২০১৬ অর্থবছরের হিসাব ০৩.০২.২০১৭ হতে ০৯.০৪.২০১৭ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষা করা হয়। এএফডি এর ০৯.০৫.২০১৩ তারিখের পত্র নং-২৫৭১ এবং নৌ বাহিনী সদর দপ্তর এর ০৯.০৫.২০১৩ তারিখের পত্র নং-৮১৬ মোতাবেক Imdex Asia 2013 এবং যুক্তরাষ্ট্র কোস্টগার্ডের Secretary Class High Endurance Cutter Jarvis (Whec 725) বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর নিকট হস্তান্তর/গ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ নৌ বাহিনী প্রধান সস্ত্রীক এবং ০২ জন সফরসঙ্গীসহ সর্বমোট ০৪ জনকে ১৪ মে হতে ১৬ মে ২০১৩ পর্যন্ত (যাতায়াত সময় ব্যতীত) মোট ০৩ দিনের জন্য অথবা যাত্রার তারিখ হতে পরবর্তী ০৩ দিনের জন্য সিঙ্গাপুর সফর এবং ১৮ মে হতে ২৪ মে ২০১৩ পর্যন্ত (যাতায়াত সময় ব্যতীত) মোট ০৭ দিনের জন্য অথবা যাত্রার তারিখ হতে পরবর্তী ০৭ দিনের জন্য যুক্তরাষ্ট্র গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমোদন প্রদান করা হয়।

১। পি নং-১৬৯ ভাইস এডমিরাল মুহাম্মদ ফরিদ হাবিব

২। হাফিজা আক্তার হাবিব নৌ বাহিনী প্রধানের স্ত্রী

৩। পি নং-৬৩৩ কমান্ডার নজরুল ইসলাম

৪। পি নং-১৯৭১ লেঃ কামরুল হাসান

পি নং-১৯৭১ লেঃ কামরুরল হাসান এর ভ্রমণ বিল পর্যালোচনায় নিম্নোক্ত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয় ঃ

(১) অতিরিক্ত বিমান ভাড়া গ্রহণ ঃ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বিমান ভাড়া বাবদ ২,৩৯,৫৭১.০০ টাকা গ্রহণ করেন। এএফডি মোতাবেক সিঙ্গাপুর গমনাগমনের আন্তর্জাতিক যাতায়াত বিমান ভাড়া, থাকা, প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ যাতায়াত খরচ আমন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বহন করবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ঢাকা-সিঙ্গাপুর-ঢাকা বিমান ভাড়া গ্রহণ করেন যা প্রাপ্য নয় বিধায় টাকা (২,৩৯,৫৭১×২) **৪,৭৯,১৪২.০০**।

(২) দৈনিক ভাতা ঃ শর্ত মোতাবেক আমন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ সিংগাপুরে গমনাগমনে বিমান ভাড়া ও অবস্থানের জন্য থাকার ব্যয় বহন করেছে সেহেতু সিংগাপুরের ২৬/০৫/২০১৩ তারিখের হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈনিক ভাতা মাঃ ডঃ ৩৩৭.০০ গ্রহণ প্রাপ্যের অতিরিক্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে ঐ দিনের জন্য সর্বসাকুল্য ভাতার (১৭৮) ৪৫% মাঃ ডঃ ৮০.১০ প্রাপ্য। অতএব এক্ষেত্রে (মাঃ ডঃ ৩৩৭.০০–মাঃ ডঃ ৮০.১০) মাঃ ডঃ ২৫৬.৯০×৭৯.৯০টাঃ= টাঃ ২০,৫২৬.৩১ অতিরিক্ত গ্রহণ করায় তাঁর নিকট হতে দেশীয় মুদ্রায় (২০,৫২৬.৩১×১.৫ হারে) ৩০,৭৮৯ টাকা আদায়যোগ্য। অপর কর্মকর্তার পি নং-৬৩৩ কমান্ডার নজরুল ইসলামের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় তাঁর নিকট হতেও একই পরিমাণ অর্থ আদায়যোগ্য। ফলে দৈনিক ভাতা বাবদ সর্বমোট আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ (৩০,৭৮৯×২) **৬১,৫৭৮.০০**।

সুতরাং উভয় ভাতা মিলিয়ে উক্ত কর্মকর্তাদ্বয়ের নিকট হতে আদাযোগ্য টাকার পরিমাণ**(৪,৭৯,১৪২.০০+৬১,৫৭৮.০০) ৫,৪০,৭২০**

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৯৬)

এপি নং-১৪৯০৬; আপত্তি নং-৩২

ইউনিটের নাম: এসএফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

পি নং-৬৭৭ ক্যাপ্টেন এম নঈম গোলাম মোক্তাদির ও পি নং-৯৮৬ কমাঃ এম হাবিব-উল-আলম কর্তৃক বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে তৈরিকৃত ভাউচার মাধ্যমে বাধ্যতামুলক অবস্থানের জন্য হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা বাবদ অর্থ গ্রহণ ১,৫৮,৭২৭ টাকা।

এসএফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস কার্যালয়ে ২০১৩-২০১৬ অর্থবছরের হিসাব ০৩.০২.২০১৭ হতে ০৯.০৪.২০১৭ পর্যন্ত নিরীক্ষা করা হয়। এএফডি এর ০৮.০৪.২০১৪ তারিখের পত্র নং- ৫৭১ এবং নৌ বাহিনী সদর দপ্তর এর ১১.১২.২০১৪ তারিখের পত্র নং-৩১৬৫ মোতাবেক IBSC এর ৩৭তম সভায় অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর (১) পি নং-৬৭৭ ক্যাপ্টেন এম নঈম গোলাম মোক্তাদির (২) পি নং-৯৮৬ কমান্ডার এম হাবিব-উল-আলমকে ১১ হতে ১৭ এপ্রিল ২০১৪ পর্যন্ত (যাতায়াত সময় ব্যতীত) জাপান গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমোদন প্রদান করা হয়।

(২) পি নং-৯৮৬ কমান্ডার এম হাবিব-উল-আলম এর ভ্রমণ বিল পর্যালোচনায় নিম্নোক্ত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয় ঃ

১। **বাধ্যতামুলক অবস্থানের জন্য হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ** ঃ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ১৮.০৪.২০১৪ ও ১৯.০৪.২০১৪ তারিখ বিমান সিডিউলের জন্য হংকং অবস্থানের জন্য হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ করেন। এর সমর্থনে হোটেল ভাউচার মোতাবেক ১৮.০৪.২০১৪ তারিখ তিনি হোটেলে পৌছেন এবং ১৯.০৩.২০১৪ ত্যাগ করেন। সুতরাং ১ রাত্রির জন্য ১ দিনের দৈনিক ভাতা প্রাপ্য হবেন কিন্তু উক্ত হোটেল বিলে কোন ই-মেইল নম্বর, ফ্যাক্স নম্বর, ওয়েবসাইট ইত্যাদি কিছুই নেই। ইহাতে ভাউচারটি তৈরিকৃত প্রমাণিত হয়। এছাড়া এয়ারলাইন্স কর্তৃক বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য কোন হোটেল ভাড়া পরিশোধ করার সনদ নেই। এমতাবস্থায় ০২ দিনের বাধ্যতামুলক অবস্থানের জন্য হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা বাবদ গ্রহণকৃত যা দেশিয় মুদ্রায় (৩৩৭×০২×৭৮.৫০×১.৫) = ৭৯,৩৬৩.৫০ আদায়যোগ্য। অতএব ২ জনের নিকট হতে আদায়ের পরিমাণ টাঃ (৭৯৩৬৩.৫০×২) ১,৫৮,৭২৭

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৯৭)

এপি নং-১৪৯৪৫; আপত্তি নং-৮২

ইউনিটের নাম: এসএফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

পাকিস্তানে প্রশিক্ষণ পি নং ১১৫৩ লেঃ কমান্ডার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম কর্তৃক বৈদেশিক টিএ ডিএ বিলে অতিরিক্ত গ্রহণ করেন ১০,৯৪,৯৯৯ টাকা।

এসএফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস কার্যালয়ে ২০১৩-২০১৬ অর্থবছরের হিসাব ০৩.০২.২০১৭ হতে ০৯.০৪.২০১৭ পর্যন্ত নিরীক্ষা করা হয়। এএফডি এর ১৩.০৬.২০১২ তারিখের পত্র নং- ১৭৪ এবং নৌ বাহিনী সদর দপ্তর এর ০৫.০৬.২০১৩ তারিখের পত্র নং-২১৯০ মোতাবেক 14th PN Staff Course এ অংশগ্রহণের জন্য পি নং ১১৫৩ লেঃ কমান্ডার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামকে ১৯ আগষ্ট ২০১২ হতে ২৯ জুন ২০১৩ পর্যন্ত পাকিস্তান গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমোদন প্রদান করা হয়।
পি নং ১১৫৩ লেঃ কমান্ডার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম এর ভ্রমণ বিল পর্যালোচনায় নিম্নোক্ত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয় ঃ

১। **অতিরিক্ত পকেট ভাতা গ্রহণঃ** সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ১৯.০৮.২০১২ হতে ১৮.০৬.২০১৩ তারিখ পর্যন্ত ৩০৪ দিনের পকেট ভাতা বাবদ [(২৪.৫০×৪৩+৩৭.৭৫×২৬১)×৮২.৫০]=৮,৯৯,৭৬৫.৬৩ টাকা গ্রহণ করেন। টিকেট আইটিনারী মোতাবেক তিনি ১৬.০৬.২০১৩ তারিখ পর্যন্ত পাকিস্তানে অবস্থান করেন কিন্তু ১৮.০৬.২০১৩ তারিখ অর্থাৎ অতিরিক্ত ০২ দিনের পকেট ভাতা গ্রহণ করেন। এছাড়া ০২.১২.২০১২ হতে ১৪.১২.২০১২ পর্যন্ত মোট ১২ দিন করাচীতে, ২১.০১.২০১৩ হতে ০২.০২.২০১৩ পর্যন্ত মোট ১২দিন ইমলামাবাদে , ১৪.০৪.২০১৩ হতে ২০.০৪.২০১৩ পর্যন্ত মোট ০৬ দিন কোয়েটা এবং ২৪.০৩.২০১৩ হতে ২৭.০৩.২০১৩ পর্যন্ত মোট ০৩দিন তিউনিসে অবস্থানের জন্য অর্থাৎ মোট ৩৩ দিনের পকেট ভাতা ও হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ করেন। অর্থমন্ত্রণালয়ের পত্র নং-অম/অবি/ব্য:নি:-২/২(১৯)/২০০০-০৪/অংশ-১/২২১(১০০০)তারিখ ০৯/০৮/২০১২ মোতাবেক একই দিনে পকেট ভাতা ও হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রাপ্য নয়। অতএব অতিরিক্ত ৩৫ দিনের পকেট ভাতা বাবদ গ্রহণকৃত (৩৭.৭৫×৩৫×৮২.৫০) = ১,০৯,০০৩.১২ টাকা আদায়যোগ্য। যা দেশিয় মুদ্রায় দেড়গুণ হিসেবে (১,০৯,০০৩.১২×১.৫গুন) ১,৬৩,৫০৫.০০ টাকা ফেরতযোগ্য।

২। **ব্যংক কমিশন বাবদ গ্রহণ ঃ** সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ব্যংক কমিশন বাবদ ১৮,৫৬৩.০০ টাকা গ্রহণ করেন। এর সমর্থনে কোন ভাউচার বিলের সাথে পাওয়া যায়নি ।

৩। **বাস ভাড়া গ্রহণ ঃ** সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ইসলামাবাদ হতে লাহোর পর্যন্ত ৩৮০ কিঃমিঃ সড়ক পথে ভ্রমণ বাবদ ১২৫০.০০ টাকা গ্রহণ করেন। আলোচ্য ক্ষেত্রে এএফডি মোতাবেক পাকিস্তান সরকার অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ ফি, থাকা (একক) খাওয়া(একক) এবং অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ৮ভিজিট/ট্যুর কালীন যাতায়াত এবং চিকিৎসা খরচ প্রদান করবে বাস ভাড়া বাবদ গ্রহণকৃত অর্থ আদায়যোগ্য।

৪। **ভিসা ফি বাবদ গ্রহণঃ** সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা স্ত্রীর ভিসা ফি বাবদ ৫০০টাকা গ্রহণ করেন। এর সমর্থনে কোন ভাউচার বিলের সাথে পাওয়া যায়নি ।

৫। **সরকারী দেনাঃ** সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা পাকিস্তানে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য ২৪,৫০,২৭১.৪০ টাকা গ্রহণ করেন। কিন্তু নিরীক্ষায় ১৫,৩৯.০৯০.২৫ টাকা প্রাপ্য এবং ৯,১১,১৮১.০০ টাকা সরকারী পাওনা দেখিয়ে বিলটি সমন্বয় করা হয়। যা আদায়যোগ্য। অতএব সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট হতে মোট (১,৬৩,৫০৫.০০+১৮,৫৬৩.০০+ ১২৫০.০০+৫০০.০০+ ৯,১১,১৮১.০০) = ১০,৯৪,৯৯৯.০০ টাকা আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৯৮)

এপি নং-১৪৯৪৮; আপত্তি নং-৮৫

ইউনিটের নাম: এসএফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

ইতালীতে Osx Otomat Mk-Ii Missile And Missile System Gi Fat, Psi I Spare Inspection উপলক্ষ্যে ৩ জন নৌ বাহিনীর কর্মকর্তা কর্তৃক প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে দৈনিক ভাতা গ্রহণ, টাকা ২,২৩,৬৯৫

এসএফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস কার্যালয়ে ২০১৩-২০১৬ অর্থবছরের হিসাব ০৩.০২.২০১৭ হতে ০৯.০৪.২০১৭ পর্যন্ত নিরীক্ষা করা হয়। দেখা যায় যে, নিম্নোক্ত ৪ জন নৌ বাহিনীর কর্মকর্তাকে ১৬/০৯/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৭/০৯/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ১২ দিনের জন্য অথবা যাত্রার তারিখ হতে ১২ দিন ইতালী সফরের অনুমোদন প্রদান করা হয়।

ক. পি নং-৬৮৯ ক্যাপ্টেন গোলাম সাদেক

খ. পি নং-৮৬৪ কমান্ডার এম রুহুল মিনহাজ

গ. পি নং-১৫৮৯ লেঃ কমান্ডার এম মুশফিকুর রহমান

আলোচ্য ক্ষেত্রে কর্মকর্তাগণের যাওয়া-আসার আন্তর্জাতিক বিমান ভাড়া, অভ্যন্তরীণ যাতায়াত খরচ, থাকা-খাওয়াসহ আনুষঙ্গিক ব্যয় সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বহন করা হয়। অর্থাৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত বিমান টিকেটে ভ্রমণ করায় গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পর হতে গন্তব্যস্থল থেকে ফেরতযাত্রা পর্যন্ত সম্পূর্ণ সময়ের জন্য থাকা-খাওয়া, অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ও আনুষঙ্গিক ব্যয় সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃকই বহন করার কথা। সম্পূর্ণ সময়ের কোন অংশের/দিনের থাকা-খাওয়ার ব্যয় সরবরাহকারী কর্তৃক বহন করা না হয়ে থাকলে তার কারণ সম্পর্কে সরবরাহকারীর স্পষ্টিকরণ থাকা আবশ্যক। এরুপ কোন স্পষ্টিকরণ ছাড়াই আলোচ্য কর্মকর্তাগণ প্রত্যেক ১৫/০৯/২০১৩ ও ২৮/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ ২ দিনের জন্য হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈনিক ভাতা বাবদ টাঃ ৫৩৯৮৭.৪০ (মাঃ ডঃ ৩৩৭× ২ দিন × ৮০.১০) গ্রহণ করেন।

প্রসংগত ঃ উল্লেখ্য যে, ১৬/০৯/২০১৩ তারিখ হতে ২৭/০৯/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত পরিদর্শনের জন্য শুরুর পূর্বদিন ১৫/০৯/২০১৩ তারিখে গন্তব্যস্থলে পৌঁছান এবং শেষের পরদিন ২৮/০৯/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ ফেরৎ যাত্রা হওয়াই স্বাভাবিক। এখানে কোন বাধ্যতামূলক অবস্থানের কোন ঘটনাই ঘটে নাই। এছাড়া সরবরাহকারীর প্রস্তুত পরিদর্শণসূচীর কোন কপিও বিলের সাথে সংযুক্ত নাই। যাহোক ১৫/০৯/২০১৩ হতে ২৮/০৯/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ১৩ রাত্রির জন্য ১৩ দিনের পকেট ভাতা প্রাপ্য কিন্তু গ্রহণ করা হয়েছে। আরো উল্লেখ্য যে, ১৫/০৯/২০১৩ তারিখের কোন হোটেল বিল দাখিল করা হয় নাই। ২৭/০৯/২০১৩ ও ২৮/০৯/২০১৩ তারিখের যে হোটেল বিল দাখিল করা হয়েছে তাঁর লিখন ও গেটআপ হতে প্রতিয়মান হয় ঐগুলি আসল বিল নয়। সুতরাং পকেট ভাতা ১ দিনের কম গ্রহণ করা হয়েছে অতএব প্রত্যেকের প্রাপ্যতা, গৃহিত এবং অতিরিক্ত গ্রহণের হিসাব নিম্নরুপ ঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	প্রাপ্য	গ্রহণ	অতিঃ গ্রহণ কম গ্রহণ
১	পকেট ভাতা	১৩ দিন × (মাঃ ডঃ ১৭৮× ৩০%) মাঃ ডঃ ৫৩.৪০ = মাঃ ডঃ ৬৯৪.২০ × টাঃ ৮০.১০ = টাঃ ৫৫৬০৫.৪২	১২ দিন × (মাঃ ডঃ ৫৩.৪০ = মাঃ ডঃ ৬৪০.৮০ × টাঃ ৮০.১০ = টাঃ ৫১৩২৮.০৮	কম মাঃ ডঃ ৫৩.৪০ টাঃ ৪২৭৭.৩৪
২	দৈনিক ভাতা	-	মাঃ ডঃ ৩৩৭ × ২ দিন = মাঃ ডঃ ৬৭৪.০০ × টাঃ ৮০.১০ = টাঃ ৫৩৯৮৭.৪০	বেশী মাঃ ডঃ ৬৭৪.০০ টাঃ ৫৩৯৮৭.৪০
অতিরিক্ত গ্রহণ (ক্রমিক ২ - ক্রমিক-১) মাঃ ডঃ ৬২০.৬০				

সুতরাং ৩ জনের কর্তৃক অতিরিক্ত গ্রহণ (মাঃ ডঃ ৬২০.৬০× ৩) মাঃ ডঃ ১৮৬১.৮০ অথবা দেশীয় মুদ্রায় বিনিময় হারের দেড়গুণ ×টাঃ ৮০.১০×১.৫ = টাঃ ২,২৩,৬৯৫.২৭ আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(৯৯)

এপি নং-১৪৯৫৪; আপত্তি নং-৯৩

ইউনিটের নাম: এসএফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

ইতালিতে সফর উপলক্ষ্যে সরবরাহকারীর প্রদত্ত বিমান ভাড়া, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা সত্বেও দৈনিক ভাতা গ্রহণের ফলে সরকারি ক্ষতি টাঃ ১,২০,৯৪১

Damage Control Simulator (DCS) এর Design Review সংক্রান্ত আলোচনা এবং DCS এর পরিদর্শনের জন্য নিম্নোক্ত ৩ জন নৌ বাহিনীর কর্মকর্তাকে ২৭/১০/২০১৪ তারিখ হতে ৩০/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারি পর্যন্ত ৪ দিন বা যাত্রার তারিখ হতে পরবর্তী ৪ দিনের জন্য ইতালী সফরের অনুমোদন দেয়া হয় ঃ

১। পি নং-৮১৪ ক্যাপ্টেন এম নিয়ামত আলী

২। পি নং-৭৮৩ কমান্ডার এম নজরুল ইসলাম

৩। পি নং-১৬৬৮ লেঃ কমাঃ এম শরিফুল ইসলাম।

ক্যাপ্টেন এম নিয়ামত আলীর ভ্রমণ ভাতার বিল নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, Damage Control Simulator ক্রয় চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সরবরাহকারী গমনাগমন ও অবস্থানের জন্য বিমান ভাড়া, থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করে। সরবরাহকারীর প্রদত্ত বিমান ভাড়ার টিকেটে ভ্রমণ করায় গন্তব্যস্থলে পৌছার পর থেকে গন্তব্যস্থল হতে ফেরত যাত্রা পর্যন্ত সম্পূর্ণ সময়ের জন্য সরবরাহকারীরই থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করার কথা। যদি সম্পূর্ণ সময়ের কোন অংশের জন্য থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা না করে থাকে তাহলে কেন করা হয় নাই সরববরাহকারীর তরফ হতে তার স্পষ্টিকরণ আবশ্যক। এরুপ কোন স্পষ্টিকরণ না থাকার কারনে ২৬/১০/২০১৪ তারিখের জন্য ১ দিনের দৈনিক ভাতা হিসাবে আলোচ্য কর্মকর্তার মাঃডঃ ৩৩৭ গ্রহণ প্রাপ্যতা বহির্ভূত হয়েছে। অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা প্রযোজ্য বিধায় প্রত্যেকেই একই পরিমাণ অর্থ প্রাপ্যতাবিহীনভাবে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ সর্বমোট (মাঃ ডঃ ৩৩৭×৩) মাঃডঃ১০১১ বিধিবহির্ভূত গ্রহণ করেছেন। যা বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করা হয়েছে বিধায় বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা সম্পর্কিত অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং ২২১(১০০০) এর অনুঃ ২৫ এর বিধান মোতাবেক বৈদেশিক মুদ্রায় মাঃডঃ ১০১১ অন্যথায় দেশীয় মুদ্রায় বিনিময় হারের দেড়গুণ হারে (মাঃডঃ ১০১১×৭৯.৭৫×১.৫) ১,২০,৯৪০.৮৭ টাকা আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১(১০০)

এপি নং-১৪৯৫৬; আপত্তি নং-৯৫

ইউনিটের নাম: এসএফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

যুক্তরাষ্ট্রে পি নং-৬৮১ ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আলী চৌধুরী কর্তৃক কোর্স এ অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে প্রাপ্যতাবিহীনভাবে পথিমধ্যে বাধ্যতামূলক অবস্থান এর জন্য দৈনিক ভাতা গ্রহণ টাকা ৩,৭৮,৯৪৪

এসএফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস কার্যালয়ে ২০১৩-২০১৬ অর্থবছরের হিসাব ০৩.০২.২০১৭ হতে ০৯.০৪.২০১৭ পর্যন্ত নিরীক্ষা করা হয়। দেখা যায় যে, এএফডি এর ১৫/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ১৭৬৭ সংখ্যক পত্রের বরাতে যুক্তরাষ্ট্রে APCSS Advance Security Cooperation কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য বিষয়োক্ত কর্মকর্তাকে যাতায়াত সময়সহ ২২/০৯/২০১৫ হতে ০১/১০/২০১৫ পর্যন্ত সময়ে গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমোদন প্রদান করা হয়। সরকারি আদেশ অনুযায়ী আয়োজক সংস্থা আন্তর্জাতিক বিমান ভাড়া, থাকা, খাওয়া ও অভ্যন্তরীণ যাতায়াত খরচ বহন করে। ITO (Invitational Travel Order) অনুযায়ী আয়োজক সংস্থা Perdiem ও ট্রাভেল খরচ নগদে পরিশোধ করে। এছাড়াও যাওয়া ও আসার পথে ব্যাংককে রাত্রিযাপনের (২ রাত্রির) জন্য লজিং বাবদ মাঃ ডঃ ১৪৬ এবং মিল ও ইনসিডেন্টাল ব্যয় বহন করে। তথাপি আলোচ্য কর্মকর্তা পকেট ভাতা ও ব্যাংককে বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য (২২/০৯/১৫ ও ৩১/১০/১৫ তারিখ) দৈনিক ভাতা গ্রহণ করেন। যা প্রাপ্যতা বহির্ভূত। পকেট ভাতা ও দৈনিক ভাতা হিসাবে অতিরিক্ত গ্রহণ মাঃ ডঃ ২৭৪০.৫০ (পকেট ভাতা ২১৯৪.৫০+দৈনিক ভাতা ৫৪৬) টাঃ ২১৮১৪৩.৮০ (২৭৪০.৫০ মাঃ ডঃ × ৭৯.৬০)। বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করা হয়েছিল বিধায় বৈদেশিক মুদ্রাতে কিংবা দেশিয় মুদ্রায় দেড়গুণ হিসবে আদায়যোগ্য (টাঃ ৩২৭২১৫.৭০)। এছাড়াও এসএফসি (নৌ) কর্তৃক নিরীক্ষায় সরকারি পাওনা হিসাবে বিবেচিত ৫১৭২৮.০০ টাকাও আদায়যোগ্য। অর্থাৎ সর্বমোট ৩,৭৮,৯৪৩.৭০ (৩২৭২১৫.৭০+৫১৭২৮) টাকা আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১ (১০১)

এপি নং-১৪৯৫৭; আপত্তি নং-৯৬

ইউনিটের নাম: এসএফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

চীনে পরিদর্শণকালে আয়োজক থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা সত্বেও ১ দিনের বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য দৈনিক ভাতা গ্রহণ যা বৈদেশিক মুদ্রায় ফেরৎযোগ্য নতুবা দেশীয় মুদ্রায় দেগগুণ হারে টাকা ১,৭৪,৫৭৬ আদায়যোগ্য।

এএফডি এর ১৩/০৫/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের ৫১৬ সংখ্যক আদেশে নিম্লোক্ত ৫ জন কর্মকর্তাকে ১২মে হতে ১৮ মে ২০১৩ পর্যন্ত কিংবা যাত্রার তারিখ হতে পরবর্তী ০৭ দিন "CFF THE SHELF" সাবমেরিন পরিদর্শনের জন্য চীন সফরের অনুমতি দেয়া হয়ঃ

আলোচ্য ক্ষেত্রে চুক্তি অনুযায়ী সফরকালীন চীন সরকার থাকা-খাওয়ার ব্যয় বহন করেছে। তথাপি বিমান যোগাযোগের কারণে বাধ্যতামূলক অবস্থান দেখিয়ে ১ দিনের হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রতিজনে কমোডোর পর্যায়ের কর্মকর্তা মাঃ ডঃ ৩৮১.০০ এবং অন্যান্যরা প্রতিজনে মাঃ ডঃ ৩৩৭.০০ করে গ্রহণ করেন। কিন্তু কোন্ তারিখের জন্য কি কারণে আয়োজক থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে নাই চীনের তরফ থেকে তাঁর কোন স্পষ্টিকরণও নাই। এমনকি আয়োজক সংস্থার প্রণীত পরিদর্শনসূচীর কোন কপিও নাই। তাই তাদের গৃহিত অর্থ অতিরিক্ত গ্রহণ হিসাবে গন্য, যার বিস্তারিত নিম্নরুপ ঃ

পদবী ও নাম	প্রাপ্য	গ্রহণ	কম/বেশী
১) পি নং-২৫২ কমোডোর এম মকবুল হোসেন	পকেট ভাতাঃ ০২/০৬/১৩ হতে ১০/০৬/২০১৩ পর্যন্ত ৮ রাত্রির জন্য ৮ দিনের পকেট ভাতা মাঃ ডঃ ৬০/৬০ × ৮ দিন = মাঃ ডঃ ৪৮৪.৮০	৭ দিন × মাঃ ডঃ ৬০.৬০ = ৪২৪.২০	কম গ্রহণ মাঃডঃ ৬০.৬০
	দৈনিক ভাতা ঃ প্রাপ্য না	মাঃডঃ ৩৮১ ×১ দিন = মাঃডঃ ৩৮১	বেশী মাঃ ডঃ ৩৮১.০০
		অতিরিক্ত	**মাঃ ডঃ ৩২০.৪০**
২) পি নং-৪১০ ক্যাপ্টেন এম জিয়াউদ্দিন আলমগীর	পকেট ভাতাঃ ৮ দিন× ৫৩.৪০ = মাঃ ডঃ ৪২৭.২০	৭ দিন × ৫৩.৪০ = মাঃডঃ ৩৭৩.৮০	কম ৫৩.৪০
	দৈনিক ভাতা ঃ প্রাপ্য না	১ দিন × ৩৩৭= মাঃডঃ ৩৩৭	বেশী মাঃ ডঃ ৩৩৭
		অতিরিক্ত	**মাঃ ডঃ ২৮৩.৬০**
৩) পি নং-৫১৭ ক্যাপ্টেন এসআইএম জাহাইয়ার	পকেট ভাতাঃ ৮ দিন× ৫৩.৪০ = মাঃ ডঃ ৪২৭.২০	৭ দিন × ৫৩.৪০ = মাঃডঃ ৩৭৩.৮০	কম ৫৩.৪০
	দৈনিক ভাতা ঃ প্রাপ্য না	১ দিন × ৩৩৭= মাঃডঃ ৩৩৭	বেশী মাঃ ডঃ ৩৩৭
		অতিরিক্ত	**মাঃ ডঃ ২৮৩.৬০**
৪) বিএ নং-৪২৫৭ লেঃ কঃ মোঃ রশীদুল হাসান	পকেট ভাতাঃ ৮ দিন× ৫৩.৪০ = মাঃডঃ ৪২৭.২০	৭ দিন × ৫৩.৪০ = মাঃডঃ ৩৭৩.৮০	কম ৫৩.৪০
	দৈনিক ভাতা ঃ প্রাপ্য না	১ দিন × ৩৩৭= মাঃ ডঃ ৩৩৭	বেশী মাঃ ডঃ ৩৩৭
		অতিরিক্ত	**মাঃ ডঃ ২৮৩.৬০**
৫) পি নং-১৪৯৩ লেঃ কমান্ডার এম জসিম উদ্দিন	পকেট ভাতাঃ ৮ দিন× ৫৩.৪০ = মাঃ ডঃ ৪২৭.২০	৭ দিন × ৫৩.৪০ = মাঃ ডঃ ৩৭৩.৮০	কম ৫৩.৪০
	দৈনিক ভাতা ঃ প্রাপ্য না	১ দিন × ৩৩৭= মাঃ ডঃ ৩৩৭	বেশী মাঃ ডঃ ৩৩৭
		অতিরিক্ত	**মাঃ ডঃ ২৮৩.৬০**
		সর্বমোট বৈদেশিক মুদ্রাতে	মাঃডঃ ১৪৫৪.৮০
সর্বমোট বৈদেশিক মুদ্রাতে মাঃডঃ ১৪৫৪.৮০ অথবা দেশিয় মুদ্রায় দেড়গুণ হিসবে আদায়যোগ্য (মাঃডঃ১৪৫৪.৮০× টাঃ ৮০.০০×১.৫গুণ) টাকা ১,৭৪,৫৭৬.০০।			

অনুচ্ছেদ-১
পরিশিষ্ট-১ (১০২)
এপি নং-১৪৯৫৮; আপত্তি নং-৯৭
ইউনিটের নাম: এসএফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

পথিমধ্যে এয়ারলাইন্স হোটেল সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বেও বাধ্যতামূলক অবস্থান দেখিয়ে দৈনিক ভাতা বাবদ বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করায় দেশীয় মুদ্রায় দেড়গুণ হারে আদায়যোগ্য টাকা ২,০৭,৭৩৯।

চীনে নির্মাণাধীন ২টি করভেট এর প্রোগ্রেস ইন্সপেকশন উপলক্ষ্যে ভ্রমণকারী নিম্নোক্তগণের মধ্যে পি নং-৯৩৮ কমান্ডার এম মাইদুল হাসান এর ভ্রমণভাতার বিল যাচাইকালে দেখা যায় যে, ম্যাক ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস লিঃ এর এয়ার ফেয়ার কোটেশন সংক্রান্ত পত্রের টার্মস এন্ড কন্ডিশনের ক্রমিক ১০ অনুযায়ী এয়ারলাইন্স যাত্রাপথে কুনমিং এ অবস্থানের জন্য হোটেল সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বেও ০৮/১১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে বাধ্যতামূলক অবস্থান দেখিয়ে হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ করা হয়েছে। এফজিও অনুযায়ী অন্যদের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে বলে প্রতীয়মান। সুতরাং প্রত্যেকের নিকট হতে আদায়যোগ্য ঃ

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈনিক ভাতা অতিরিক্ত গ্রহণ	বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ বিধায় বৈদেশিক মুদ্রায় ফেরতযোগ্য অথবা দেশীয় মুদ্রায় দেড়গুণ হারে আদায়যোগ্য।
১	পি নং-১৭০ কমডোর এস এ এম আরশাদুল আবেদীন	মাঃ ডঃ ৩৮১× টাঃ ৮০.১০ = ৩০৫৮১.১০	টাঃ ৪৫৭৭৭.১৫
২	পি নং-৬৮৩ ক্যাপ্টেন মীর এরশাদ আলী	মাঃ ডঃ ৩৩৭× টাঃ ৮০.১০ = টাঃ ২৬৯৯৩.৭০	টাঃ ৪০৪৯০.৫৫
৩	পি নং-৯৩৮ কমান্ডার এম মহিদুল হাসান	মাঃ ডঃ ৩৩৭× টাঃ ৮০.১০ = টাঃ ২৬৯৯৩.৭০	টাঃ ৪০৪৯০.৫৫
৪	পি নং-১০৮৫ কমান্ডার এম মাহবুবুল আলম	মাঃ ডঃ ৩৩৭× টাঃ ৮০.১০ = টাঃ ২৬৯৯৩.৭০	টাঃ ৪০৪৯০.৫৫
৫	পি নং-১২১৯ লেঃ কমান্ডার এম মাসুদুর রহমান জাহিদ	মাঃ ডঃ ৩৩৭× টাঃ ৮০.১০ = টাঃ ২৬৯৯৩.৭০	টাঃ ৪০৪৯০.৫৫
		মোট = মাঃ ডঃ ১,৭২৯.০০ টাঃ ১,৩৮,৪৯২.৯০	টাঃ ২,০৭,৭৩৯.৩৫

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১ (১০৩)

<u>এপি নং-১৪৯৬১; আপত্তি নং-১০০</u>

ইউনিটের নাম: <u>এসএফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।</u>

অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত ৪র্থ ইন্ডিয়ান ওশেন নেভাল সিম্পোজিয়াম সেমিনার ও কনক্লেভ অব চীপস এ অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে প্রাক্তন নৌ বাহিনী প্রধান কর্তৃক অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা বাবদ বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করায় দেশীয় মুদ্রায় দেড়গুণ হারে আদায়যোগ্য টাকা ১,৪৫,৮৯২।

বিল ভাউচার যাচাইকালে পরিলক্ষিত হয় যে, প্রাক্তন নৌ বাহিনী প্রধান ২৫/০৩/২০১৪ হতে ২৮/০৩/২০১৫ পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত শিরোনামভূক্ত সেমিনারে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে বাধ্যতামূলক অবস্থান দেখিয়ে ৩ দিনের হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈনিক ভাতা বাবদ মাঃ ডঃ ১২৩৯ (হোটেল ৩১২+নগদ ভাতা ১০১ = মাঃ ডঃ ৪১৩ × ৩ দিন = ১২৩৯) সমপরিমাণ টাঃ ৯৭২৬১.৫০ (১২৩৯ × টাঃ ৭৮.৫০) গ্রহণ করেন। যা বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করায় দেশীয় মুদ্রায় দেড়গুণ হারে আদায়যোগ্য টাকা (৯৭২৬১.৫০×১.৫) ১,৪৫,৮৯২।

ভ্রমণ বৃত্তান্ত ঃ

স্থান	সময়কাল	দিন
পার্থ	২৫/৩/১৪ হতে ২৯/৩/২০১৪	৪ রাত বা ৪দিন
ক্যানবেরা	২৯/৩/১৪ জহতে ০১/৪/২০১৪	৩ রাত বা ৩ দিন

পর্যালোচনায় দেখা যায় আলোচ্য সেমিনার পার্থে অনুষ্ঠিত হয় এবং সেমিনার শেষ হওয়ার দিন পর্যন্ত তিনি পার্থেই অবস্থান করেন। শেষ হওয়ার পরদিন ২৯/৩/১৪ তারিখ তিনি পার্থ থেকে ক্যানবেরা গমন করে যেখানে ০১/০৪/২০১৪ পর্যন্ত ৩ রাত্রিযাপন করেন। সম্মেলন স্থল পার্থ থেকে ক্যানবেরাতে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করা হয় নাই। সুতরাং ক্যানবেরাতে বিমান যোগাযোগের জন্য বাধ্যতামূলক অবস্থান বাস্তবতাবিবর্জিত। উল্লেখ্য, উন্নত বিমান যোগাযোগের এই যুগে অস্ট্রেলিয়ার কোন স্থানে বিমান যোগাযোগের অভাবে বাধ্যতামূলকভাবে অবস্থান করতে হওয়ার ঘটনা অবিশ্বাস্য। অস্ট্রেলিয়া সারা বিশ্ব থেকে এমনি বিচ্ছিন্ন কোন দেশ নয়। সুতরাং আলোচ্য বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য এফজিও জারীতে ফাইনান্সিয়াল প্রোপ্রাইটির অর্থাৎ নিজের অর্থ খরচের মত সরকারি অর্থ খরচের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ও বিচক্ষণতা প্রয়োগের এবং নিজের লাভবান হওয়ার বা অন্যকোনভাবে সরকারি ক্ষতির নীতির লংঘন করা হয়েছে। অতএব বাধ্যতামূলক অবস্থান দেখিয়ে গৃহিত অর্থ ফেরতযোগ্য।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১ (১০৪)

এপি নং-১৪৯৬৫, আপত্তি নং-১০৪

ইউনিটের নাম: এসএফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

যুক্তরাষ্ট্রে Joint Visual Inspection উপলক্ষ্যে ভ্রমণের ক্ষেত্রে ১ দিনের অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ টাকা ২.০৬,৮৩২।

এএফডি এর ০৩/০৯/২০১৪ তারিখের অপস (প্লান)/৮০১ সংখ্যক পত্রের আলোকে ২৯/৯/২০১৪ হতে ০৩/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিম্নোক্ত ৫ জন সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ ও গমনাগমনের অনুমোদন প্রদান করা হয়। এদের মধ্যে পি নং-৮৫৪ কমান্ডার একেএম আফজাল হোসেন এর ভ্রমণভাতার বিলে দেখা যায় ভ্রমণ বৃত্তান্ত অনুযায়ী ২৯/০৯/২০১৪ তারিখ হলুললুতে ১০১০ ঘটিকায় পৌঁছার পর সেখান থেকে ০৩/১০/২০১৪ তারিখ ১০১০ ঘটিকায় ফেরতযাত্রা করা হয়। অর্থাৎ ২৯/০৯/২০১৪ হতে ০৩/১০/২০১৪ পর্যন্ত ৪ রাত্রির জন্য ৪ দিনের জন্য দৈনিক ভাতা প্রাপ্য হলেও গ্রহণ করা হয়েছে ৫ দিনের অর্থাৎ ১ দিনের দৈনিক ভাতা অতিরিক্ত গ্রহণ করা হয়েছে। অতএব তাঁদের কর্তৃক অতিরিক্ত গ্রহণ ঃ

ক্রমিক	নাম ও পদবী	মাঃ ডঃ	টাকা
১	পি নং-৪৬৪, কমডোর সৈয়দ মকছুমুল হাকিম	৩৮১	৩০৩৮৪.৭৫
২	পি নং-৮৫৪, কমান্ডার এ কে এম আফজাল হোসেন	৩৩৭	২৬৮৭৫.৭৫
৩	পি নং-১১৪৯, কমান্ডার খবির উদ্দিন আহমেদ	৩৩৭	২৬৮৭৫.৭৫
৪	পি নং-১১৩৮, কমান্ডার এ টি এম আতিকুল্লাহ	৩৩৭	২৬৮৭৫.৭৫
৫	বিএ-৩৬৪৬, লেঃ কর্ণেল এ কে এম সামসুল ইসলাম	৩৩৭	২৬৮৭৫.৭৫
	মোট =	১৭২৯	টাঃ ১,৩৭,৮৮৭.৭৫
উল্লেখ্য, বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম বিধায় বৈদেশিক মুদ্রাতে ফেরতযোগ্য নতুবা দেশীয় মুদ্রায় দেড় গুণ হারে ফেরতযোগ্য। (১৭২৯×৭৯.৭৫×১.৫) = ২.০৬,৮৩১.৬২			

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১ (১০৫)

এপি নং-১৪৯৬৬, আপত্তি নং-১০৫'

ইউনিটের নাম: এসএফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

পি নং-১১২৫ কমান্ডার এম এনামূল ইসলাম কর্তৃক তুরস্ক ভ্রমণ উপলক্ষ্যে কৃত্রিম হোটেল বিলের মাধ্যমে প্রাপ্যের অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ করায় আদায়যেগ্য টাঃ ১,৯০,২০৪ ।

এএফডি এর ২৪/০৬/২০১৪ তারিখের তুরস্ক ১০৫৪ সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে তুরস্কে ০৬-১৪ নভেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত সময়কালে অনুষ্ঠিত Mavi Balina-14 Exercise এ অবজারভার হিসাবে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে শিরোনামভূক্ত কর্মকর্তা প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে দৈনিক ভাতা গ্রহণ করেন।

ভ্রমণ বৃত্তান্ত অনুযায়ী তিনি ০৫/১১/২০১৪ তারিখে দালামান (Dalaman) এ পৌঁছেন। সেখান থেকে ০৯/১১/২০১৪ তারিখ জাহাজযোগে রওয়ানা হয়ে ১৪/১১/২০১৪ তারিখ এন্টালিয়া (Antalya) পৌঁছেন। এন্টালিয়া হতে ১৫/১১/২০১৪ তারিখ বাংলাদেশে ফেরেন। কিন্তু সম্পূর্ণ সময়ের জন্য একই জায়গায় ১টি হোটেল বিল দাখিল করেন। এছাড়া হোটেল বিলের রং (হলুদ) ও লিখন প্রকৃত হোটেল বিলের মত নয়। অর্থাৎ হোটেল বিলটি আসল নয়। যথাযথ হোটেল ছাড়া হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রাপ্য নয়। সর্বসাকুল্যভাতা প্রাপ্য। অতএব অতিরিক্ত গ্রহণ ঃ

সময়	প্রাপ্য	গ্রহণ	অতিরিক্ত
০৫/১১/২০১৪ হতে ১৫/১১/২০১৪ ১০ রাত্রি বিধায় ১০ দিন	মাঃ ডঃ ১৭৮×১০ দিন = ১৭৮০ মাঃ ডঃ	৩৩৭×১০ = মাঃ ডঃ ৩৩৭০	মাঃডঃ ১৫৯০
বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ বিধায় বৈদেশিক মুদ্রায় মাঃডঃ ১৫৯০ ফেরতযোগ্য নতুবা দেশীয় মুদ্রায় দেড়গুণ হারে (মাঃডঃ ১৫৯০×টাঃ ৭৯.৭৫×১.৫) = টাঃ ১,৯০,২০৩.৭৫ ফেরতযোগ্য।			

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১ (১০৬)

এপি নং-২৫০৪২, আপত্তি নং-৩৩

এসএফসি (বিমান) ঢাকা ক্যান্ট; নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

১৬টি YAK-130 Combat প্রশিক্ষণ বিমানের ক্রয় সংশ্লিষ্ট স্টেজ ইন্সপেকশন উপলক্ষ্যে রাশিয়াতে সফর উপলক্ষ্যে ভ্রমণ ভাতা বিলে বাধ্যতামূলক অবস্থান দেখিয়ে কম্প্রিহেনসিভ ডিএ এর পরিবর্তে পূর্ণ হারে ডিএ গ্রহণ এবং অগ্রিম গৃহীত অর্থ সমন্বয় না করায় আদায়যোগ্য টাকা ৬,৪৬,৭০৯।

এএফডি এর ১১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের পত্র নং-১১৯ এবং এফজিও এর ০৮/০১/২০১৫ তারিখের পত্র নং ১৪ক মোতাবেক নতুন ক্রয়কৃত ১৬টি YAK-১৩০ Combat প্রশিক্ষণ বিমানের মধ্যে ১ম ব্যাচে সরবরাহকৃত বিমানসমূহের Stage Inspection এর নিমিত্তে বিমান বাহিনীর নিম্নোক্ত ০৬(ছয়) জন সদস্যকে ২১ জানুয়ারী ২০১৫ হতে ৩০ জানুয়ারী ২০১৫ পর্যন্ত ১০ দিনের জন্য (যাতায়াত সময় ব্যতীত) অথবা গন্তব্য স্থলে পৌঁছার পর হতে ১০ দিনের জন্য (যাতায়াত সময় ব্যতীত) রাশিয়া গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমোদন প্রদান করা হয়।

১। (বিডি/৭৩১৪) এয়ার ভাইস মার্শাল মাসিহুজ্জামান সেরনিয়াবাত
২। বিডি/৮২১৯ এয়ার কমডোর এএসএম ফখরুল ইসলাম
৩। বিডি/৮৩১৮ গ্রুপ ক্যাপ্টেন আশরাফ উদ্দিন ফারুক
৪। বিডি/৮৩৯৫ গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোঃ সহিদুল ইসলাম
৫। বিডি/৮৪৩১ গ্রুপ কাপ্টেন সিতওয়াত নাঈম
৬। বিডি/৮৩৯৭ উইং কমান্ডার মোঃ তৌহিদুল ইসলাম

কর্মকর্তাদের বিলগুলো যাচাইয়ান্তে পরিলক্ষিত অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের বিবরণ নিম্নরুপ ঃ

১। **পথিমধ্যে প্রকৃত অবস্থানের অতিরিক্ত ১ দিনের ডিএ গ্রহণ ঃ** বিলের সাথে সংযুক্ত টিকেট আইটেনারী অনুযায়ী কর্মকর্তাগণ ঢাকা হতে ১৭/০১/২০১৫ তারিখ ১৪.০০ ঘটিকায় রওনা করে ১৮/০১/২০১৫ তারিখ ০০.০৫ ঘটিকায় বেইজিং পৌঁছেন এবং ১৯/০১/২০১৫ তারিখ ৫.৩৫ ঘটিকায় বেইজিং হতে যাত্রা করে একই দিন ৮.৫০ ঘটিকায় Inkutsh পৌঁছান। আবার ফেরার সময় বিমান পথে Inkutsh হতে ৩১/০১/২০১৫ তারিখ ১.৫০ ঘটিকায় রওনা করে (ক্রমিক নং-১ বাদে)একই দিন ৪.৪৫ ঘটিকায় বেইজিং পৌঁছেন এবং বেইজিং হতে ০১/০২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ৭.৫৫ ঘটিকায় যাত্রা করে একই দিনে ১৩.০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ পৌঁছেন। রাশিয়ায় যাওয়ার পথে ১ দিন এবং ফেরার পথে ০২ (দুই) দিন বেইজিং এ বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ ৩ দিনের কম্প্রিহেনসিভ ডিএ গ্রহণ করেন। অর্থাৎ ১ দিনের অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা মাঃডঃ ২০২ গ্রহণ করা হয়েছে।

২. সরবরাহকারী অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ও যোগাযোগ সুবিধা প্রদান করায় পিআর (পি) বিধি ১৩৭ মোতাবেক সর্বসাকুল্যভাতার ৭৫% হারে দৈনিক ভাতা প্রাপ্য। কিন্তু পূর্ণ হারে প্রদান করা হয়েছে যা বিধিসংগত হয় নাই। ২য় ধাপের প্রাক জাহাজীকরণের জন্য ভ্রমণকারীদের জন্য জারীকৃত এফজিও দ্রষ্টব্য (আঃ ৭০)। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, এএফডি কর্তৃক জারীকৃত সরকারি আদেশে রাশিয়াতে পৌঁছার পর হতে ১০ দিন অবস্থানের অনুমোদন দেয়া হয় অথচ ১২ দিন অবস্থান করা হয়েছে। অন্যদিকে পথিমধ্যে ৩ দিন বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য দৈনিক ভাতা গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ ১১ (১০+১) দিনের স্থলে ১৫ দিনের দৈনিক ভাতা গ্রহণ করা হয়েছে। এএফডি এর জিও এর নির্দেশনা সুনির্দিষ্টভাবে ইঙ্গিতবহ। ২১/০১/২০১৫ হতে ৩০/০১/২০১৫ পর্যন্ত ১০ দিন অথবা গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পর হতে ১০ দিন অর্থাৎ গন্তব্য স্থলে ১০ দিনই অবস্থান করতে হবে এবং ১০ দিন অবস্থান করার মত করে বিমান টিকেটের ব্যবস্থা করতে হবে। ১২ দিন, ১৩ দিন, ১৪ দিন, ১৫ দিন ব্যয় করার মত করে বিমান টিকিট সংগ্রহ করা আর্থিক বিধি বিধানের আলোকে গ্রহণযোগ্য নয়।

অতএব এক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশোধ ঃ

ক্রমিক	নাম ও পদবী	প্রাপ্য	প্রদান	অতিরিক্ত
১	বিডি/৭৩১৪ এয়ার ভাইস মার্শাল মাসিহুজ্জামান সেরনিয়াবাত	মাঃ ডঃ ২০২×৭৫% = মাঃ ডঃ ১৫১.৫০×১১ দিন = মাঃ ডঃ ১৬৬৬.৫০	মাঃ ডঃ ২৪২৪	মাঃ ডঃ ৭৫৭.৫০
২	বিডি/৮২১৯ এয়ার কমডোর এএসএম ফখরুল ইসলাম	মাঃ ডঃ ২০২×৭৫% = মাঃ ডঃ ১৫১.৫০×১১ দিন = মাঃ ডঃ ১৬৬৬.৫০	মাঃ ডঃ ২৪২৪	মাঃ ডঃ ৭৫৭.৫০
৩	বিডি/৮৩১৮ গ্রুপ ক্যাপ্টেন আশরাফ উদ্দিন ফারুক	মাঃ ডঃ ১৭৮×৭৫% = মাঃ ডঃ ১৩৩৫.৫×১১ দিন = মাঃ ডঃ ১৪৬৮.৫০	মাঃ ডঃ ২১৩৬.০০	মাঃ ডঃ ৬৬৭.৫০
৪	বিডি/৮৩৯৫ গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোঃ সহিদুল ইসলাম	মাঃ ডঃ ১৭৮×৭৫% = মাঃ ডঃ ১৩৩৫.৫×১১ দিন = মাঃ ডঃ ১৪৬৮.৫০	মাঃ ডঃ ২১৩৬.০০	মাঃ ডঃ ৬৬৭.৫০
৫	বিডি/৮৪৩১ গ্রুপ কাপ্টেন সিতওয়াত নাঈম	মাঃ ডঃ ১৭৮×৭৫% = মাঃ ডঃ ১৩৩৫.৫×১১ দিন = মাঃ ডঃ ১৪৬৮.৫০	মাঃ ডঃ ২১৩৬.০০	মাঃ ডঃ ৬৬৭.৫০
৬	বিডি/৮৩৯৭ উইং কমান্ডার মোঃ তৌহিদুল ইসলাম	মাঃ ডঃ ১৭৮×৭৫% = মাঃ ডঃ ১৩৩৫.৫×১১ দিন = মাঃ ডঃ ১৪৬৮.৫০	মাঃ ডঃ ২১৩৬.০০	মাঃ ডঃ ৬৬৭.৫০
	মোট =	মাঃ ডঃ ৯২০৭.০০	১৩৩৯২	মাঃ ডঃ ৪,১৮৫

অতএব নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণের নিকট হতে আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ ঃ

ক্রমিক	নাম ও পদবী	আইটেম	অতিরিক্ত গ্রহণ	
			মাঃ ডঃ	টাকা
১	বিডি/৭৩১৪ এয়ার ভাইস মার্শাল মাসিহুজ্জামান সেরনিয়াবাত	১) পথিমধ্যে বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য অতিরিক্ত ১ দিনের দৈনিক ভাতা	২০২	
		২) পূর্ণ হারে ডিএ	৭৫৭.৫০	
			-	
		মোট =	৯৫৯.৫০	৯৫৯.৫০@৭৯= ৭৫,৮০০.৫০
২	বিডি/৮২১৯ এয়ার কমডোর এএসএম ফখরুল ইসলাম	পথিমধ্যে বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য অতিরিক্ত ১ দিনের দৈনিক ভাতা	২০২	
		পূর্ণ হারে ডিএ	৭৫৭.৫০	
		অতিরিক্ত অগ্রিম	৬২৭.৬০	
		মোট =	১৫৮৭.১০	১৫৮৭.১০ @৭৯= ১,২৫,৩৮০.৯০
৩	বিডি/৮৩১৮ গ্রুপ ক্যাপ্টেন আশরাফ উদ্দিন ফারুক	পথিমধ্যে বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য অতিরিক্ত ১ দিনের দৈনিক ভাতা	১৭৮	
		পূর্ণ হারে ডিএ	৬৬৭.৫০	
		অতিরিক্ত অগ্রিম	৫৬৪.৪০	
		মোট =	১৪০৯.৯০	১৪০৯.৯০@৭৯= ১,১১,৩৮২.১০

৪	বিডি/৮৩৯৫ গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোঃ সহিদুল ইসলাম	পথিমধ্যে বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য অতিরিক্ত ১ দিনের দৈনিক ভাতা	১৭৮	
		পূর্ণ হারে ডিএ	৬৬৭.৫০	
		অতিরিক্ত অগ্রিম	৫৬৪.৪০	
		মোট =	১৪০৯.৯০	১৪০৯.৯০@৭৯= ১,১১,৩৮২.১০
৫	বিডি/৮৪৩১ গ্রুপ কাপ্টেন সিতওয়াত নাঈম	পথিমধ্যে বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য অতিরিক্ত ১ দিনের দৈনিক ভাতা	১৭৮	
		পূর্ণ হারে ডিএ	৬৬৭.৫০	
		অতিরিক্ত অগ্রিম	৫৬৪.৪০	
		মোট =	১৪০৯.৯০	১৪০৯.৯০@৭৯= ১,১১,৩৮২.১০
৬	বিডি/৮৩৯৭ উইং কমান্ডার মোঃ তৌহিদুল ইসলাম	পথিমধ্যে বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য অতিরিক্ত ১ দিনের দৈনিক ভাতা	১৭৮	
		পূর্ণ হারে ডিএ	৬৬৭.৫০	
		অতিরিক্ত অগ্রিম	৫৬৪.৪০	
		মোট =	১৪০৯.৯০	১৪০৯.৯০@৭৯= ১,১১,৩৮২.১০
		মোট =		৬,৪৬,৭০৮.৯০

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১ (১০৭)

এপি নং-২৫০৪৩, আপত্তি নং-৩৬

এসএফসি (বিমান) ঢাকা ক্যান্ট; নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

রাশিয়াতে ১৬টি YAK-130 COMBAT প্রশিক্ষণের পিএসআই উপলক্ষ্যে ভ্রমণের ক্ষেত্রে আনঅথিনটিকেটেড হোটেল বিল দাখিল ও অসংগভাবে বাধ্যতামূলক অবস্থান দেখিয়ে দৈনিক ভাতা গ্রহণ ১৬,৮২,৯৪১.০৫ টাকা।

এএফডি এর ৩১.০৩.২০১৫ তারিখের পত্র নং-২৪৮ এবং এফজিও এর ২১.০৭.২০১৫ তারিখের পত্র নং ৩৮ক মোতাবেক নতুন ক্রয়কৃত ১৬টি YAK-130 COMBAT প্রশিক্ষণ বিমানের মধ্যে প্রথম ধাপে সরবরাহকৃত ৬টি বিমানের প্রাক জাহাজীকরণ পরিদর্শনের নিম্নোক্ত চারজন বিমান কর্মকর্তা ও ৫ জন বিমান সেনাকে ৭ আগষ্ট ২০১৫ হতে ২১ আগষ্ট ২০১৫ পর্যন্ত মোট ৯ দিনের (৭ কার্যদিবস) জন্য (যাতায়াত সময় ব্যতিত) অথবা গন্তব্য স্থলে পৌঁছানো পর হতে ৯ দিনের জন্য রাশিয়া গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমোদন প্রদান করা হয়। ভ্রমণ ভাতার বিলসমূহ যাচাইকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

১. যথাযথ বিল ব্যতীত হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ ঃ ০৯/০৮/২০১৫ হতে ১৮/০৮/২০১৫ পর্যন্ত ১০ দিনের হোটেল বিলে লেখার ধরণ ও প্রকৃতি আসল হোটেল বিল যেরুপ হয় সেরুপ নয়। আন্তর্জাতিক মানের হোটেল বিলে রুম চার্জ, অন্যান্য চার্জ ও ট্যাক্স এর বিভাজন প্রদর্শনপূর্বক টাকার পরিমাণ উল্লেখ থাকে। এসব বিলে তা নাই। হোটেল বিলগুলিতে হোল্ডিং নম্বর, রোড নং ইত্যাদি সংশয়যুক্ত। বিলে ফোন, ফ্যাক্স, ই-মেইল নম্বর নাই। সর্বোপরি ৯ জনেরই বিলেরই প্রিন্ট সময় এক ২২ঃ ৩০ঃ ৪৮ ঘটিকা, ১৮/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ। নয়টি বিলের প্রিন্ট সময় একই হওয়ার ঘটনা কোন আসল বিলের ক্ষেত্রে হওয়ার কথা নয়। এতে প্রমাণিত যে, হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে কৃত্রিম (fake) হোটেল বিল দাখিল করা হয়েছে। আসল হোটেল বিল ছাড়া হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রাপ্য নয়। সর্বসাকুল্যভাতা প্রাপ্য। প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে, আয়োজক সংস্থা অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যয় বহন করলে পূর্ণ ডিএ এর ২৫% যাতায়াত বাবদ। সুতরাং ৭৫% প্রদানই বিধেয় বিধায় ২য় ধাপের পিএসআই দলকে সর্বসাকুল্যভাতার ৭৫% হারে দৈনিক ভাতা মঞ্জুর ও পরিশোধ করা হয়েছে।
এক্ষেত্রে অতিরিক্ত গ্রহণ ঃ

ক্রমিক	নাম ও পদবী	গ্রহণ (হোটেল ভিত্তিক)	প্রাপ্য (সর্বসাকুল্য)	অতিরিক্ত
১	বিডি/৭৯৬১ এয়ার কমডোর মোঃ হুমায়ুন কবির	১০ দিন × মাঃ ডঃ ৩৭৬(২৭৫+১০১) = মাঃ ডঃ ৩৭৬০	১০ দিন × মাঃ ডঃ ১৫১.৫০ (২০২×৭৫%)। = মাঃ ডঃ ১৫১৫। কারণ সরবরাহকারী অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ও অন্যান্য ব্যয় বহন করেছে	মাঃ ডঃ ২২৪৫
২	বিডি/৮৬৫৫ উইং কমান্ডার ফরহাদ হোসেন মাহমুদ	১০ দিন × মাঃ ডঃ ৩৩৪(২৪৩+৯১) = মাঃ ডঃ ৩৩৪০	১০ দিন × মাঃ ডঃ ১৩৩.৫০ (১৭৮ × ৭৫%) = মাঃ ডঃ ১৩৩৫। কারণ সরবরাহকারী অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ও অন্যান্য ব্যয় বহন করেছে	মাঃ ডঃ ২০০৫
৩	বিডি/৮৮০৩ উইং কমান্ডার মোঃ আফাজ উদ্দিন	১০ দিন × মাঃ ডঃ ৩৩৪(২৪৩+৯১)= মাঃ ডঃ ৩৩৪০	১০ দিন × মাঃ ডঃ ১৩৩.৫০ (১৭৮ × ৭৫%) = মাঃ ডঃ ১৩৩৫। কারণ সরবরাহকারী অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ও অন্যান্য ব্যয় বহন করেছে	মাঃ ডঃ ২০০৫

৪	বিডি/৮৯২৬ স্কোয়াড্রন লিডার সালেহ উদ্দীন আহমেদ রাসেল।	১০ দিন×মাঃ ডঃ ৩৩৪(২৪৩+৯১) = মাঃ ডঃ ৩৩৪০	১০ দিন × মাঃ ডঃ ১৩৩.৫০ (১৭৮× ৭৫%) = মাঃ ডঃ ১৩৩৫। কারণ সরবরাহকারী অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ও অন্যান্য ব্যয় বহন করেছে	মাঃ ডঃ ২০০৫
৫	বিডি/৪৬০০৭৬মাস্টার ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ দুলাল হোসেন।	১০ দিন × মাঃ ডঃ ২৮৫(১৯৪+৯১) = মাঃ ডঃ ২৮৫০	১০ দিন × মাঃ ডঃ ১২৩.৭৫ (১৬৫ × ৭৫%) = মাঃ ডঃ ১২৩৭.৫০। কারণ সরবরাহকারী অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ও অন্যান্য ব্যয় বহন করেছে	মাঃ ডঃ ১৬১২.৫০
৬	বিডি/৪৫৯৮৩৪সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ রেজাউল ওসমানী।	১০ দিন × মাঃ ডঃ ২৮৫(১৯৪+৯১) = মাঃ ডঃ ২৮৫০	১০ দিন × মাঃ ডঃ ১২৩.৭৫ (১৬৫ × ৭৫%) = মাঃ ডঃ ১২৩৭.৫০। কারণ সরবরাহকারী অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ও অন্যান্য ব্যয় বহন করেছে	মাঃ ডঃ ১৬১২.৫০
৭	বিডি/৪৬০০৪৪ ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ নজরুল ইসলাম।	১০ দিন × মাঃ ডঃ ২৮৫(১৯৪+৯১) = মাঃ ডঃ ২৮৫০	১০ দিন × মাঃ ডঃ ১২৩.৭৫ (১৬৫ × ৭৫%) = মাঃ ডঃ ১২৩৭.৫০। কারণ সরবরাহকারী অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ও অন্যান্য ব্যয় বহন করেছে	মাঃ ডঃ ১৬১২.৫০
৮	বিডি/৪৬০৮৩৯ ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ জামাল উদ্দিন।	১০ দিন × মাঃ ডঃ ২৮৫(১৯৪+৯১) = মাঃ ডঃ ২৮৫০	১০ দিন × মাঃ ডঃ ১২৩.৭৫ (১৬৫ × ৭৫%) = মাঃ ডঃ ১২৩৭.৫০। কারণ সরবরাহকারী অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ও অন্যান্য ব্যয় বহন করেছে	মাঃ ডঃ ১৬১২.৫০
৯	বিডি/৪৬০৮৮৩ ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ আব্দুল লতিফ মিয়া	১০ দিন × মাঃ ডঃ ২৮৫(১৯৪+৯১) = মাঃ ডঃ ২৮৫০	১০ দিন × মাঃ ডঃ ১২৩.৭৫ (১৬৫ × ৭৫%) = মাঃ ডঃ ১২৩৭.৫০। কারণ সরবরাহকারী অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ও অন্যান্য ব্যয় বহন করেছে	মাঃ ডঃ ১৬১২.৫০
			মোট =	মাঃডঃ ১৬৩২২.৫০

২. বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য দৈনিক ভাতাঃ যাওয়ার পথে বেইজিং এ ১ দিন এবং আসার পথে বেইজিং এ ২ দিন অবস্থানের জন্য সর্বসাকুল্যভাতা ভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রদানের মঞ্জুর ও পরিশোধ করা হয়েছে। বিমান যোগাযোগের উন্নততর এই যুগে দিনে দিনে কোন স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে না পারার কারনে কোথাও বাধ্যতামূলক অবস্থানের ঘটনা গ্রহণযোগ্য হওয়ার মত কোন ঘটনা নয়। বেইজিং থেকে ঢাকায় আসার জন্য বেইজিং এ ২ দিন অবস্থান করার ব্যাপারটিও বাস্তবতাবিবর্জিত। এভাবে পথিমধ্যে অবস্থান এর জন্য দৈনিক ভাতা মঞ্জুর ও পরিশোধ আর্থিক শৃঙ্খলা তথা ফাইনান্সিয়াল প্রোপ্রাইটরীর লংঘন। অতএব সংঘটিত সরকারি ক্ষতি অর্থ সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

অতএব আদায়যোগ্য ঃ

ক্রমিক	নাম ও পদবী	আইটেম	পরিমাণ	
			মাঃ ডঃ	টাকা
১	বিডি/৭৯৬১ এয়ার কমডোর মোঃ হুমায়ুন কবির	ক. ১০ দিনের হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈঃ ভাঃ	২২৫০	(২২৫০× ৮০.১০) = ১৮০২২৫
		খ. সর্বসাকুল্যভাতা (বাধ্যতামূলক অবস্থান)	৬০৬	টাকা ৪৮৫৪০.৬০
		মোট =	২৮৫৬	টাকা ২২৮৭৬৫.৬০
২	বিডি/৮৬৫৫ উইং কমান্ডার ফরহাদ হোসেন মাহমুদ	ক. ১০ দিনের হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈঃ ভাঃ	২০০৫	টাকা ১৬০৬০০.৫০
		খ. সর্বসাকুল্যভাতা (বাধ্যতামূলক অবস্থান)	৫৩৪	টাকা ৪২৭৭৩.৪০
		মোট =	২৫৩৯	টাকা ২০৩৩৭৩.৯০
৩	বিডি/৮৮০৩ উইং কমান্ডার মোঃ আফাজ উদ্দিন	ক. ১০ দিনের হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈঃ ভাঃ	২০০৫	টাকা ১৬০৬০০.৫০
		খ. সর্বসাকুল্যভাতা (বাধ্যতামূলক অবস্থান)	৫৩৪	টাকা ৪২৭৭৩.৪০
		মোট =	২৫৩৯	টাকা ২০৩৩৭৩.৯০
৪	বিডি/৮৯২৬ স্কোয়াড্রন লিডার সালেহ উদ্দীন আহমেদ রাসেল।	ক. ১০ দিনের হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈঃ ভাঃ	২০০৫	টাকা ১৬০৬০০.৫০
		খ. সর্বসাকুল্যভাতা (বাধ্যতামূলক অবস্থান)	৫৩৪	টাকা ৪২৭৭৩.৪০
		মোট =	২৫৩৯	টাকা ২০৩৩৭৩.৯০
৫	বিডি/৪৬০০৭৬ মাস্টার ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ দুলাল হোসেন।	ক. ১০ দিনের হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈঃ ভাঃ	১৬১২.৫০	টাকা ১২৯১৬১.২৫
		খ. সর্বসাকুল্যভাতা (বাধ্যতামূলক অবস্থান)	৪৯৫.০০	টাকা ৩৯৬৪৯.৫
		মোট =	২১০৭.৫০	টাকা ১৬৮৮১০.৭৫
৬	বিডি/৪৫৯৮৩৪ সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ রেজাউল ওসমানী।	ক. ১০ দিনের হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈঃ ভাঃ	১৬১২.৫০	টাকা ১২৯১৬১.২৫
		খ. সর্বসাকুল্যভাতা (বাধ্যতামূলক অবস্থান)	৪৯৫.০০	টাকা ৩৯৬৪৯.৫
		মোট =	২১০৭.৫০	টাকা ১৬৮৮১০.৭৫
৭	বিডি/৪৬০০৪৪ ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ নজরুল ইসলাম।	ক. ১০ দিনের হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈঃ ভাঃ	১৬১২.৫০	টাকা ১২৯১৬১.২৫
		খ. সর্বসাকুল্যভাতা (বাধ্যতামূলক অবস্থান)	৪৯৫.০০	টাকা ৩৯৬৪৯.৫০
		মোট =	২১০৭.৫০	টাকা ১৬৮৮১০.৭৫
৮	বিডি/৪৬০৮৩৯ ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ জামাল উদ্দিন।	ক. ১০ দিনের হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈঃ ভাঃ	১৬১২.৫০	টাকা ১২৯১৬১.২৫

		খ. সর্বসাকুল্যভাতা (বাধ্যতামূলক অবস্থান)	৪৯৫.০০	টাকা ৩৯৬৪৯.৫
		মোট =	২১০৭.৫০	টাকা ১৬৮৮১০.৭৫
৯	বিডি/৪৬০৮৮৩ ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ আব্দুল লতিফ মিয়া	ক. ১০ দিনের হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈঃ ভাঃ	১৬১২.৫০	টাকা ১২৯১৬১.২৫
		খ. সর্বসাকুল্যভাতা (বাধ্যতামূলক অবস্থান)	৪৯৫.০০	টাকা ৩৯৬৪৯.৫
		মোট =	২১০৭.৫০	টাকা ১৬৮৮১০.৭৫
			২১০১০.৫০	১৬,৮২,৯৪১.০৫

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১ (১০৮)

এপি নং-২৫০৪৫, আপত্তি নং-৩৮

এসএফসি (বিমান) ঢাকা ক্যান্ট; নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

সরকার অনুমোদিত দিনের অতিরিক্ত সময় বিদেশে অবস্থান করে দৈনিক ভাতা বেশী গ্রহণ টাকা **১,৩৪,০৬৪।**

এএফডি এর ২৩/০৯/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের আদেশের নিম্নোক্ত ৪ জন বিমান বাহিনীর কর্মকর্তাকে M1 সিরিজ হেলিকপ্টারের ইঞ্জিন প্রস্তুতকারী সংস্থা "Motor Sich" ইউক্রেনে ২৬/১০/২০১৫ হতে ০৩/১১/২০১৫ পর্যন্ত সময়ে মোট ৯ দিনের জন্য ইউক্রেনে গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়। কিন্তু উক্ত অনুমোদিত সময়ের অতিরিক্ত ৩ দিনের অবস্থানের ও দৈনিক ভাতার সংস্থান করে বিমান বাহিনী সদর দপ্তর থেকে এফজিও জারী করা হয়। যা

(১) এক দিকে সরকারি আদেশের পরিপন্থী।

(২) অন্যদিকে বিমানের সময়সূচীর বরাত দিয়ে অতিরিক্ত সময় অবস্থান দেখিয়ে দৈনিক ভাতা মঞ্জুর করা সংগতিপূর্ণ নয়। কারণ বিমানের সূচী অনুযায়ী কোথাও গমনাগমন ও অবস্থানের সময় নির্ধারিত হয় না। বিমান যোগাযোগের উন্নত ব্যবস্থার এই যুগে কোথাও বিমান যোগাযোগের জন্য ২ দিন অবস্থান করার বিষয় বাস্তবতা বিবর্জিত। অনুমোদিত ভ্রমণসময় অনুযায়ী বিমানে যাওয়া আসার জন্য উপযুগী বিমান টিকেট এর ব্যবস্থা করতে হয়। বিমান আইটানারী থেকে দেখা যায় যে, কর্মস্থল ছিল Dnepropetrovsk এ। কিন্তু ফিরতি যাত্রা করা হয়েছে ০৫/১১/২০১৫ তারিখে এভিএম মহোদয়ের ক্ষেত্রে ST. Petersburg Pulkovo থেকে এবং অন্যদের ক্ষেত্রে Kiev Bristol থেকে। অথচ Dnepropetrovsk থেকে ST. Petersburg বা Kiev Bristol এ কিভাবে ও কোন তারিখে যাওয়া হলো তার সমর্থনে কোন আইটানারী নাই।

অতএব এভিএম মহোদয় কর্তৃক ১ দিনের এবং অন্য ৩ জন কর্তৃক ২ দিন করে অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা বাবদ নিম্নোক্ত অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

ক্রমিক	নাম ও পদবী	অতিরিক্ত	টাকা
১	বিডি নং-৭৯৩৪ এভিএম এম মাজহারুল ইসলাম	১ দিন × মাঃ ডঃ ২৬৩ = মাঃ ডঃ ২৬৩	২১৩৮১.৯০
২	বিডি-৮৩৬৩ গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আব্দুস সেলিম জিয়া	২ দিন × মাঃ ডঃ ২৩১ = মাঃ ডঃ ৪৬২	৩৭৫৬০.৬০
৩	বিডি নং-৮৪৩০ গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	২ দিন × মাঃ ডঃ ২৩১ = মাঃ ডঃ ৪৬২	৩৭৫৬০.৬০
৪	বিডি নং-৮৬৬২ উইং কমান্ডার মোঃ জহরুল হক	২ দিন × মাঃ ডঃ ২৩১ = মাঃ ডঃ ৪৬২	৩৭৫৬০.৬০
		মোট মাঃ ডঃ ১৬৪৯.০০ =	১,৩৪,০৬৩.৭০

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১ (১০৯)

এপি নং-২৫০৫৮; আপত্তি নং-৬৩

এসএফসি (বিমান) ঢাকা ক্যান্ট; নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

চীনে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে প্রাপ্যতাবিহীন কম্প্রিহেনসিভ ডিএ গ্রহণ ১,৩২,০৮৫ টাকা।

এএফডি এর ২৫.০৯.২০১২ তারিখের সংশোধিত আদেশ নং-৫৭ মোতাবেক নতুন ক্রয়কৃত ০৪টি ক-৮ প্রশিক্ষণ বিমানের উপর কারিগরী প্রশিক্ষণের নিমিত্তে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর নিম্নোক্ত ০৩ জন কর্মকর্তা ও ১৫ জন বিমানসেনাকে ২৭ সেপ্টেম্বর হতে ২৯ অক্টোম্বর ২০১৫ পর্যন্ত মোট ৩৫ দিন (যাতায়াত সময় ব্যতীত) অথবা যাত্রার তারিখ হতে ৩৩ দিন চীনে গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমোদন প্রদান করা হয়।

কর্মকর্তা ঃ

১। বিডি/৯০৮৯ স্কোয়াড্রন লীডার খন্দকার মোমিনুল হক
২। বিডি/৯৬৫১ স্কোয়াড্রন লীডার মোঃ আরিফুর রহমান
৩। বিডি/৯২১৬ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট কাজী আশিকুজ্জামান
৪। বিডি/৪৬৪৬০২ সার্জেন্ট এম সাহেব আলী
৫। বিডি/৪৬৫১৬৬ সার্জেন্ট এম জাহাঙ্গীর আলম
৬। বিডি/৪৬৪২৭০ সার্জেন্ট এম আবুল কালাম
৭। বিডি/৪৬১৭৪৫ ওয়ারেন্ট অফিসার এম সফিকুল
৮। বিডি/৪৬১০৩৯ ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ আক্তারুজ্জামান মিয়া
৯। বিডি/৪৬৬৯৪৮ কর্পোরাল মোঃ আজগর আলী
১০। বিডি/৪৬৩২০৯ সার্জেন্ট এম খোরশেদ আলম
১১। বিডি/৪৬৬২৪৯ কর্পোরাল মোঃ জিল্লুর রহমান
১২। বিডি/৪৬৬৯৬৫ কর্পোরাল জাকির হোসেন
১৩। বিডি/৪৬৩২৭৯ সার্জেন্ট এম মাছুদ রানা
১৪। বিডি/৪৬৪৯৫৭ সার্জেন্ট এম হাসিম উদ্দিন
১৫। বিডি/৪৬৩৩৬৪ সার্জেন্ট এস এম নজরুল ইসলাম
১৬। বিডি/৪৬৫২৪৫ সার্জেন্ট এম মাহবুব আলম
১৭। বিডি/৪৬৩৩৯০ সার্জেন্ট এম রইজ উদ্দিন
১৮। বিডি/৪৬২৬১৯ সার্জেন্ট সাইদুর রহমান

সংশ্লিষ্ট ০৩ জন কর্মকর্তার ও ১৫ জন বিমান সেনার ভ্রমণভাতার বিল পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, জিও, টিকেট আইটানারী, বিমানবন্দরের ২৮/০১/২০১৩ তারিখের সংশোধিত এফজিও অনুযায়ী আলোচ্যরা ২৪/০৯/২০১২ হতে ০৫/১১/২০১২ পর্যন্ত মোট ৪২ দিন অবস্থান করেন এবং সেজন্য ৪২ দিনের পকেট ভাতা গ্রহণ করেন। এএফডি এর সরকারি আদেশ অনুযায়ী পকেট ভাতা ব্যতীত দৈনিক ভাতা প্রাপ্য নয়। চুক্তিপত্রের শর্ত মোতাবেকও চীনে অবস্থানকালীন সময়ের জন্য সরবরাহকারী থাকা-খাওয়া ইত্যাদির বহন করেছে।

অতএব বাধ্যতামুলক অবস্থানের জন্য সংশ্লিষ্ট ০৩ জন কর্মকতা ও ১৫ জন বিমানসেনা কর্তৃক ২৪.০৯.২০১২ চীনে যাওয়ার পথে বিমান সংযুক্তির জন্য কুনমিং এ বাধ্যতামুলক অবস্থানের জন্য কম্প্রিহেনসিভ ডিএ বাবদ (৯৮×৩+৯১×১২ +৭২×৩) ১৬০২ মাঃ ডঃ ×৮২.৪৫ টাকা ১,৩২,০৮৪.৯০ গ্রহণ প্রাপ্যতা বহির্ভূত হয়েছে। দেশীয় মুদ্রায় ফেরতের ক্ষেত্রে দেড়গুণ হারে ফেরতযোগ্য।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১ (১১০)

এপি নং-২৫০৬০; আপত্তি নং-৬৭

এসএফসি (বিমান) ঢাকা ক্যান্ট; নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

পাকিস্তানে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে বিডি/৮৭৭৪ স্কোয়াড্রন লীডার (বর্তমানে উইং কমান্ডার) মোঃ মনিরুল ইসলাম কর্তৃক টিএ/ডিএ বাবদ অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ টাকা ৫,৩৯,৩৮৮।

শিরোনামভূক্ত বিমান বাহিনীর কর্মকর্তা ১০/০৮/২০১৫ হতে ১০/০৭/২০১৬ পর্যন্ত ৩৩৬ দিনের উল্লিখিত কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে প্রাপ্যের অতিরিক্ত টাকা ৫৯৮৯০৪ গ্রহণ করেছেন এবং ভ্রমণের সমর্থনে বিমান টিকিট, পাসপোর্ট, বোর্ডিং পাস, নিজের ও স্ত্রীর কোর্সকালীন পাকিস্তান হতে বাংলাদেশে আসা-যাওয়া ও অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য ভ্রমণভাতার বিলের সাথে দাখিল করেন নাই।

- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্ত্রীকে সরকারি খরচে ও সন্তানদেরকে নিজ খরচে তাঁর সাথে অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়।
- পাকিস্তান সরকার প্রশিক্ষণ ফি, থাকা (ট্যুর ব্যতীত), খাওয়া (ট্যুর ব্যতীত), কোর্স সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ যাতায়াত খরচ বহন করে।
- তাঁর ভ্রমণ ভাতার বিল যাচাইয়ে পরিলক্ষিত অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

ক. দৈনিক ভাতা ঃ

(১) অভ্যন্তরীণ (ট্যুর) ঃ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা পরিশিষ্টে বর্ণিত ২৭ দিন অভ্যন্তরীণ ট্যুর সম্পন্ন করেন। এর মধ্যে ০২/০৩/২০১৬ হতে ০৪/০৩/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত ২ দিন (রাত্রিযাপন হিসাবে) পেশোওয়ারে এবং ০৪/০৩/২০১৬ হতে ১২/০২/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত রাওয়ালপিন্ডিতে ৮ দিন (রাত্রিযাপন হিসাবে) মোট ১০ দিন অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ করেন। হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈনিক ভাতার দাবীর সমর্থনে দাখিলকৃত হোটেল বিলে দেখা যায় Pearl Continental পেশোয়ার ও Pearl Continental রাওয়ালপিন্ডি-উভয় হোটেল বিলে চেক আউটের তারিখ ১১/০৩/২০১৬ খ্রিঃ এবং সময় ১২.১৭ উল্লেখ রয়েছে। রাওয়ালপিন্ডির হোটেলে আগমন তাং-০৬/১২/২০১৫ খ্রিঃ এবং প্রস্থানের তারিখ ০৮/১২/২০১৫ খ্রিঃ উল্লেখ রয়েছে কিন্তু অবস্থানের সময়কাল ০৪/০৩/২০১৬ হতে ১১/০৩/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত দেখানো হয়েছে। ১৯-২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সময়কালে গিলগিটে এবং ৬-৮ ডিসেম্বর ২০১৫ সময়কালে কোয়েটাতে অবস্থানের স্বপক্ষে Serena Hotel নামক হোটেলের বিল দুটিতে একই ই-মেইল quetta@serena.com.pk উল্লেখ রয়েছে যা বাস্তবতাবিবর্জিত। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, পাকিস্তানে ১৯/০৮/২০১২ হতে ২৯/০৬/২০১৩ পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত 14th PN Staff Course এ অংশগ্রহণকারী নৌ বাহিনীর কর্মকর্তা পি নং ১১৫৩ লেঃ কমাঃ মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম এর দাখিলকৃত বিলে দেখা যায় Pearl Continental, রাওয়ালপিন্ডির এর রুম ভাড়া পাক রুপী ৬১৫০ এবং সেরেনা হোটেলের ভাড়া ৪৮২৩.২৮ পাক রুপী অথচ এই কর্মকর্তার দাখিলকৃত বিলে ভাড়া যথাক্রমে পাক রুপী ২৫,০০০ করে। বিভিন্ন জনের দাখিলকৃত হোটেল বিলের তুলনামূলক চিত্র পরিশিষ্ট তে পর্যালোচনা করলেই প্রতীয়মান হবে। যাহোক, হোটেল বিলগুলিতে এরুপ গুরুতর অসংগতির কারণে প্রমাণিত হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণের উদ্দেশ্যে বানানো হোটেল বিল দাখিল করা হয়েছে। যথাযথ হোটেল বিল ব্যতীত হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রাপ্য নয় বিধায় সর্বসাকুল্যভাতা প্রাপ্য। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত গ্রহণের পরিমাণ নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক	গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত গ্রহণ
১	দৈনিকভাতা-হোটেল ভাড়াভিত্তিক ১৮ দিন × মাঃ ডঃ ২৭৩ = মাঃ ডঃ ৪৯১৪। দৈনিক ভাতা সর্বসাকুল্য ৯ দিন × মাঃ ডঃ ১৯৬ = মাঃ ডঃ ১৭৬৪.০০ মোট মাঃ ডঃ ৬৬৭৮.০০ (৬৬৭৮.০০-১৫৮৯.৭৬) = ৫০৮৮.২৪	দৈনিক ভাতা সর্বসাকুল্য ২৭ দিন × মাঃ ডঃ ১৯৬ = মাঃ ডঃ ৫২৯২.০০ ৫২৯২.০০-১৫৮৯.৭৬) = ৩৭০২.২৪	মাঃডঃ ১৩৮৬

(২) দৈনিক ভাতা ওভারসীজ স্টাডি ঃ ০১/০৫/২০১৬ হতে ০৪/০৫/২০১৬ পর্যন্ত তেহরানে ৪ দিনের এবং ০৫/০৫/২০১৬ হতে ১১/০৫/২০১৭ পর্যন্ত দঃ আফ্রিকায় স্টাডি ট্যুর উপলক্ষ্যে ১০ দিনের হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু দাখিলকৃত হোটেল বিলগুলি যথাযথ নয়। তেহরানে হোটেল বিলের আদল ও লিখন প্রকৃত মূল হোটেল বিল যেরকম হয় সেরকম নয়। তাছাড়া ঐ বিলে হোটেলের হোল্ডিং নম্বর, ফোন, ফ্যাক্স, ই-মেইল ইত্যাদি

নাই। ইস্যুর তারিখও নেই। প্যাসেঞ্জার আইটানারী থেকে দেখা যায় যে, স্টাডি ট্যুর জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে অথচ প্রিটোরিয়ার হোটেল রিজার্ভেশনের কপি দাখিল করা হয়েছে। অতএব ভাউচার যথাযথ না হওয়ায় হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রাপ্য নয়। সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য। অতিরিক্ত গ্রহণ ঃ

ক্রমিক	**দেশ/স্থান**	**প্রাপ্য**	**গ্রহণ**	**অতিরিক্ত**
১	ইরান (তেহরান)	সর্বসাকুল্যভাতা ৪ দিন × মাঃ ডঃ ২৩১ = মাঃ ডঃ ৯২৪	হোটেল ভাড়াভিত্তিক ৪ দিন × মাঃ ডঃ ৩৩৭ = মাঃ ডঃ ১৩৪৮.০	মাঃ ডঃ ৪২৪
২	দক্ষিণ আফ্রিকা (জোহানেসবার্গ)	সর্বসাকুল্যভাতা ৬ দিন × মাঃ ডঃ ১৯৬ = মাঃ ডঃ ১১৭৬	হোটেল ভাড়াভিত্তিক ৬দিন × মাঃ ডঃ ২৭৩ = মাঃ ডঃ ১৬৩৮	মাঃ ডঃ ৪৬২
			মোট অতিরিক্ত গ্রহণ =	মাঃ ডঃ ৮৮৬.০০

খ. বিমান টিকেট দাখিল ব্যতিরেকে এয়ারফেয়ার গ্রহণ ঃ ভ্রমণ বিলের সাথে বিমানের মূল ইলেক্ট্রনিক টিকিট সরবরাহ দাখিল নাই। যা দাখিল করেছেন তা প্যাসেঞ্জার আইটানারী। প্যাসেঞ্জার আইটানারী বিপরীতে বিমান ভাড়া প্রাপ্য নয়।

গ. সহযাত্রী না হওয়া সত্বেও স্ত্রীর জন্য বিমান ভাড়া গ্রহণ ঃ প্যাসেঞ্জার আইটানারী ব্যতীত স্ত্রীর গমনাগমনের সমর্থনে পাসপোর্টের ফটোকপি, বোর্ডিং পাস, মূল টিকেট ইত্যাদির কপি দাখিল না করায় প্রকৃত ভ্রমণ বৃত্তান্ত স্পষ্ট নয়। তবে দাখিলকৃত প্যাসেঞ্জার আইটানারী অনুযায়ী ভ্রমণ সম্পন্ন হয়ে থাকলে ০৫/০৮/২০১৫ তারিখে পাকিস্তানে গমন এবং ০৬/১১/২০১৭ তারিখ পাকিস্তান হতে প্রত্যাবর্তন হয় বলে গণ্য।

সুতরাং-

(১) স্ত্রী সহযাত্রী না হওয়ায় পিআর(পি) বিধি ২৮৫ (ii) অনুযায়ী স্ত্রীর জন্য গৃহিত বিমান ভাড়া টাঃ ৫৫,০০০ ফেরতযোগ্য।

(২) ০৬/০১/২০১৬ তারিখ বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করায় ০৬/০১/২০১৬ হতে ২৬/০৬/২০১৬ পর্যন্ত ১৮১ দিন এর পকেট ভাতা (১৮১ দিন × ১৯৬ মাঃ (১৯৬ মাঃ ডঃ × ১০%) মাঃ ডঃ ৩৫৪৭.৬০ ফেরতযোগ্য।

ঘ. এমসিও ঃ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা আসার সময় ২৮ কেজি মালামালের এমসিও বাবদ ১৩৪.৪৫ মাঃ ডঃ গ্রহণ করেন। পিআরপি রুল ৩৮২ এর বি মোতবেক যাওয়ার সময় ১৮ কেজি মালামাল পরিবহন করলে ফেরার পথে আরো ১০ কেজি মালামাল পরিবহন করতে পারবেন। আলোচ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যাওয়ার সময় কোন মালামাল পরিবহন না করেও ২৮ কেজি মালমালের পরিবহন ভাতা গ্রহণ করেন যা বিধিসম্মত নয়। এছাড়া সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার Excess Baggage টিকেট পর্যালোচনায় দেখা যায় আইটানারীতে উল্লিখিত টিকেট নং-২১৪৯৬০৯৩৬৬১৬৩ কিন্তু Excess Baggage টিকিট নং ২১৪২১০১৮১৪১১৭। সুতরাং Excess Baggage এর ২৮ কেজি মালামাল গ্রহণের দাবীকৃত ১৩৪.৪৫ মাঃ ডঃ প্রাপ্য নয়। অতএব তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্যঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	মাঃ ডঃ	প্রতি মাঃডঃ@৮০ টাকা	মন্তব্য
১	স্ত্রীর বিমান ভাড়া		টাঃ ৫,৫০০০	পিআর(পি) বিধি ২৮৫ (ii) অনুযায়ী স্ত্রী সহযাত্রী না হওয়ার কারণে বিমান ভাড়া প্রাপ্য নয়
২	স্ত্রীর পকেট ভাতা	৩,৫৪৭.৬০	২,৮৩,৮০৮	
৩	নিজ দৈনিক ভাতা অভ্যন্তরীণ ট্যুর	১,৩৮৬.৮০	১,১০,৯৪৪	
	ওভারসীজ ট্যুর	৮৮৬.০০	৭০,৮৮০	
৪	বিমান এমসিও	১৩৪.৪৫	১০,৭৫৬	
৫	টিকেট পরিবর্তন ফি	১০০.০০	৮,০০০	
		৬,০৫৪.৮৫	**@৮০=৫,৩৯,৩৮৮**	৪,৮৪,৩৮৮/-

- উল্লেখ্য, বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করায় অতিরিক্ত গৃহিত অর্থ বৈদেশিক মুদ্রাতে কিংবা দেশীয় মুদ্রায় বিনিময় হারের ১ $\frac{১}{২}$ গুণ হারে আদায়যোগ্য।
- আরো উল্লেখ্য যে, যদি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা প্রশিক্ষণকালীন কোন সময়ে বাংলাদেশে আগমন ও অবস্থান করে থাকেন তাহলে ঐ সময়ের পকেট ভাতা আদায়যোগ্য।
- মূল বিমান টিকেট প্রদর্শিত ভাড়ার পরিমাণ গৃহিত ভাড়ার চেয়ে কম হলে পার্থক্যও আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১ (১১১)

এপি নং-২৫০৬২; আপত্তি নং-৭০

এসএফসি (বিমান) ঢাকা ক্যান্ট; নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

রাশিয়তে প্রাক জাহাজীকরণ পরিদর্শন উপলক্ষ্যে বিমান বাহিনীর ১০ জন কর্মকর্তা ও বিমানসেনা কর্তৃক বিধি বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা বাবদ আদায়যোগ্য **৬,২৬,৩৩৬** টাকা ।

এএফডি এর ২২.০৭.২০১৫ তারিখের পত্র নং-০৮ এবং বিমান সদর এর ২৩,০৮.২০১৫ তারিখের এফজিও নং-৭৬ক মোতাবেক নতুন ক্রয়কৃত ১৬টি YAK-১৩০ COMBAT এর ২য় ধাপের ০৮টি বিমানের এর প্রাক জাহাজীকরণ পরিদর্শনের জন্য সংশোধিত এএফডি এর ২৯.০২.২০১৬ তারিখের পত্র নং ২৬৫ মোতাবেক ১৮ ডিসেম্বর ২০১৫ হতে ২৭ ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত মোট ১০দিন (০৭ কার্যদিবস) এর জন্য (যাতায়াত সময় ব্যতীত) নিম্নোক্ত ০৫ কর্মকর্তা ও ০৫ বিমান সেনাকে রাশিয়া গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমোদন প্রদান করা হয়। সংশ্লিষ্ট ০৫ জন কর্মকর্তার ও ০৫ জন বিমানসেনার ভ্রমণভাতার বিল যাচাইয়ে পরিলক্ষিত অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের মাঃ ডঃ ৫১৪৫.৫ সমপরিমান টাঃ ৪১৭৫৫৭.৩২। সংশ্লিষ্ট ০৫ জন কর্মকর্তা ও ০৫ জন বিমানসেনার ১৪.১২.২০১৫ হতে ৩০.১২.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত রাশিয়া অবস্থানের জন্য ১২দিনের দৈনিক ভাতা গ্রহণ করেন। এএফডি'র আদেশ মোতাবেক ১৮/০২/২০১৫ হতে ২৮/১২/২০১৫ পর্যন্ত ছুটির দিনসহ মোট ১০ দিন পরিদর্শন সময়। বিমান যোগাযোগের উন্নততর এই যুগে ১৮/১২/২০১৫ তারিখ থেকে শুরু পিএসআই এর ৪ দিন পূর্বে যাত্রা করার বিষয় বাস্তবতাবিবর্জিত। শুরুর পূর্বদিন পরিদর্শন স্থলে পৌছার উপযোগী করে বিমান টিকেট এর ব্যবস্থা করা বাঞ্চনীয় ছিল। সুতরাং ১৭/১২/২০১৫ থেকে ২৮/১২/২০১৫ পর্যন্ত ১১ রাত্রির জন্য ১১ দিনের দৈনিক ভাতা প্রাপ্য। সরকারি আদেশে অনুমোদিত ১০ দিনের স্থলে ১৪ দিনের দৈনিক ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করে এফজিও জারী আর্থিক শৃঙ্খলা ও ফাইনান্সিয়াল প্রোপ্রাইটরীর পরিপন্থী। অতএব প্রত্যেকের নিকট হতে নিম্নোক্ত হারে আদায়যোগ্য ঃ

ক্রমিক	নাম ও পদবী	অতিরিক্ত গ্রহণ
১	বিডি/৭৯৬৯ এয়ার কমডোর হাসান মাহামুদ খান	ক. ৭৫% ডিএ ১ দিনের মাঃ ডঃ ১৯৭.২৫
		খ. ২ দিনের কম্প্রিহেনসিভ ডিএ মাঃ ডঃ ৫২৬.০০
		মোট মাঃ ডঃ ৭২৩.২৫
২	বিডি/৮৩৭৪ গ্রুপ ক্যাপ্টেন মৃধা মোঃ একরামুজ্জামান	ক. ৭৫% ডিএ ১ দিনের মাঃ ডঃ ১৭৩.২৫
		খ. ২ দিনের কম্প্রিহেনসিভ ডিএ মাঃ ডঃ ৪৬২.০০
		মোট মাঃ ডঃ ৬৩৫.২৫
৩	বিডি/৮৩৬৬ উইং কমান্ডার মোঃ মশিউর রহমান	ক. ৭৫% ডিএ ১ দিনের মাঃ ডঃ ১৭৩.২৫
		খ. ২ দিনের কম্প্রিহেনসিভ ডিএ মাঃ ডঃ ৪৬২.০০
		মোট মাঃ ডঃ ৬৩৫.২৫
৪	বিডি/৯১৬৮স্কোয়াড্রন লীডার ওয়ায়েস মুহাম্মদ	ক. ৭৫% ডিএ ১ দিনের মাঃ ডঃ ১৭৩.২৫
		খ. ২ দিনের কম্প্রিহেনসিভ ডিএ মাঃ ডঃ ৪৬২.০০
		মোট মাঃ ডঃ ৬৩৫.২৫
৫	বিডি/৯৩৪৪ স্কোয়াড্রন লীডার ফারজানা রহমান	ক. ৭৫% ডিএ ১ দিনের মাঃ ডঃ ১৭৩.২৫
		খ. ২ দিনের কম্প্রিহেনসিভ ডিএ মাঃ ডঃ ৪৬২.০০
		মোট মাঃ ডঃ ৬৩৫.২৫
৬	বিডি/৪৫৯৩৬১ মাষ্টার ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ আকতার হোসেন	ক. ৭৫% ডিএ ১ দিনের মাঃ ডঃ ১৬১.২৫
		খ. ২ দিনের কম্প্রিহেনসিভ ডিএ মাঃ ডঃ ২১৫.০০
		মোট মাঃ ডঃ ৩৭৬.২৫
৭	বিডি/৪৬০০৩১ মাষ্টার ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ নান্নু মিয়া	ক. ৭৫% ডিএ ১ দিনের মাঃ ডঃ ১৬১.২৫
		খ. ২ দিনের কম্প্রিহেনসিভ ডিএ মাঃ ডঃ ২১৫.০০
		মোট মাঃ ডঃ ৩৭৬.২৫

৮	বিডি/৪৬০৪৫০ সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ শফিকুল ইসলাম	ক. ৭৫% ডিএ ১ দিনের মাঃ ডঃ ১৬১.২৫ খ. ২ দিনের কম্প্রিহেনসিভ ডিএ মাঃ ডঃ ২১৫.০০ **মোট** মাঃ ডঃ ৩৭৬.২৫
৯	বিডি/৪৬২০৩৭৮ ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ জসিম উদ্দিন	ক. ৭৫% ডিএ ১ দিনের মাঃ ডঃ ১৬১.২৫ খ. ২ দিনের কম্প্রিহেনসিভ ডিএ মাঃ ডঃ ২১৫.০০ **মোট** মাঃ ডঃ ৩৭৬.২৫
১০	বিডি/৪৬২১৬৮ ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ শফিকুল ইসলাম	ক. ৭৫% ডিএ ১ দিনের মাঃ ডঃ ১৬১.২৫ খ. ২ দিনের কম্প্রিহেনসিভ ডিএ মাঃ ডঃ ২১৫.০০ **মোট** মাঃ ডঃ ৩৭৬.২৫
	সর্বমোট =	মাঃ ডঃ ৫১৪৫.৫০

আদায়যোগ্য মাঃ ডঃ ৫১৪৫.৫০= (৫১৪৫.৫০×৮১.১৫×১.৫) অথবা দেশীয় মুদ্রায় ফেরতের ক্ষেত্রে দেড় গুণ হারে টাকা **৬,২৬,৩৩৫.৯৮**।

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১ (১১২)

এপি নং-২৫০৬৩; আপত্তি নং-৭১

এসএফসি (বিমান) ঢাকা ক্যান্ট; নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।

পাকিস্তানে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে বিডি/৮৫১৭ উইং কমান্ডার কাজী ইকবাল করিম কর্তৃক বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলে প্রাপ্যতাবিহীন অর্থ যা বৈদেশিক মুদ্রায় ফেরতযোগ্য অথবা দেশীয় মুদ্রায় দেড়গুণ হারে টাকা ৭,৬৫,৬৩৫.৭৬ আদায়যোগ্য।

এএফডি এর ০৫.০৬.২০১৩ তারিখের পত্র নং-৮৯৭ এবং বিমান সদর এর ৩০.০৯.২০১৪ তারিখের সংশোধনী এফজিও নং-৩৪ ক মোতাবেক বিডি/৮৫১৭ উইং কমান্ডার কাজী ইকবাল করিমকে 27th Air War Course এ অংশগ্রহণের জন্য ২০ আগষ্ট ২০১৩ হতে ১৯ জুলাই ২০১৪ পর্যন্ত (যাতায়াত সময় ব্যতীত) পাকিস্তানে গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়। পাকিস্তান সরকার কোর্সে অংশগ্রহনকারী কর্মকর্তার প্রশিক্ষন ফি থাকা (ভিজিট/ট্যুর ব্যতীত), খাওয়া (একক) (ভিজিট/ট্যুর ব্যতীত), চিকিৎসা খরচ (অপারেশন/হাসপাতালে ভর্তি ব্যতীত) কোর্স সংক্রান্ত অভ্যন্তরীন যাতায়াত খরচ বহন করে।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ভ্রমণ বিল পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের বিবরণ নিম্নরুপ ঃ

১। **অতিরিক্ত পকেট ভাতা গ্রহণ ঃ** সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার টিকেট আইটিনারী অনুযায়ী ১৯.০৮.২০১৩ তারিখ ১৩.৫৫ ঘটিকায় রওনা করে ১৬.২০ ঘটিকায় করাচিতে পৌঁছেন এবং ০৯.০৭.২০১৪ তারিখ করাচি হতে রওনা করে ১২.৩০ ঘটিকায় ঢাকা শাহজালাল বিমান বন্দরে পৌঁছেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা স্ত্রীসহ ১৯.০৮.২০১৩ তারিখ হতে ০৯.০৭.২০১৪ তারিখ পর্যন্ত ৩২৬ দিনের স্থলে ৩৩৮ দিনের পকেট ভাতা অর্থাৎ মোট ১২ দিনের অতিরিক্ত পকেট ভাতা বাবদ (৫২.৮৫×৮১.৪০×১২×১.৫) = দেশীয় মুদ্রায় ফেরতের ক্ষেত্রে দেড়গুণ হিসেবে ৭৭,৪৩৫.৮২ টাকা আদায়যোগ্য।

২। **বিমান এমসিও ঃ** সংশ্লিষ্ট কর্তকর্তা যাওয়ার সময় ১৫ কেজি এক্সট্রা লাগেজ পরিবহন বাবদ দেশীয় মুদ্রায় ১৭,৭০০ টাকা এবং ফেরার সময় এয়ার এমসিও ২৮ কেজি মালামাল এর জন্য ৩৫০.৭০ ডলার গ্রহণ করেন। এর স্বপক্ষে তিনি যে প্রমাণক দাখিল করেছেন তাতে টিকিট নং- 2142119015182 কিন্তু Ticket Itenery অনুযায়ী কর্মকর্তার টিকিট নং 2143286669245। অতএব ভাউচার যথাযথ না হওয়ায় বিমান এমসিও বাবদ গৃহিত অর্থ ফেরতযোগ্য।

৩। **শীপ ফ্রেইট ঃ** ৩০০ কেজীর শীপ ফ্রেইট বাবদ মাঃ ডঃ ৪৩০০ পরিশোধ করা হয় যা অত্যাধিক। কেননা ১৪/০৮/২০১৩ হতে ২৭/০৬/২০১৪ পর্যন্ত সময়কালে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত National Security and War Course এ অংশগ্রহণকারী বিডি/৭৭৩৭ এয়ার কমডোর শেখ আব্দুল হান্নান এর দাখিলকৃত শীপ ফ্রেইটের কাগজপত্র থেকে প্রতীয়মান হয় দরপত্রে মোট চার্জ মাঃ ডঃ ৪৪০০ দেখানো হলেও ওশেন ফ্রেইট মাত্র ১৭০০। ওশেন ফ্রেইট ছাড়া অন্য কোন চার্জ প্রাপ্য নয়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, তাঁর এয়ার কমডোর হান্নানের বিল অব ল্যাডিং এ মোট ২১৬০ কেজী উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং শীপ ফ্রেইট প্রতি কেজী ০.৭৯ মাঃ ডঃ (১৭০০÷২১৬০ কেজি)। বস্তুতঃ পাকিস্তান থেকে প্রতি কেজীর শীপ ফ্রেইট ০.৮০ ডলারের বেশী নয়। আরও উল্লেখ্য যে, নৌ বাহিনীর কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণ শেষে পাকিস্তান থেকে ব্যক্তিগত মালামাল পরিবহন বাবদ প্রতি কেজী মাঃ ডঃ ৪ বা ৫ দাবী করে থাকে যা কি না প্রকৃত শীপ ফ্রেইটের চেয়ে অনেক বেশী। সুতরাং আলোচ্য কর্মকর্তা কর্তৃক যদি প্রকৃতই ব্যক্তিগত মালামাল আনা হয়ে থাকে তবুও প্রাপ্য মাঃ ডঃ ২৩৭ (মাঃ ডঃ ১৭০০-৪৩০০(কম)। অতএব প্রাপ্য মাঃ ডঃ ২৩৭(৩০০× মাঃ ডঃ .৭৯) এবং ফেরতযোগ্য মাঃ ডঃ ৪০৬৩ (৪৩০০-২৩৭)। দেশীয় মুদ্রায় ফেরতের ক্ষেত্রে দেড়গুণ হিসেবে (মাঃ ডঃ ৪০৬৩× ৮১.৪০×১.৫) ৪,৯৬,০৯২.৩০ টাকা আদায়যোগ্য।

৪। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা প্রশিক্ষনের রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ (৫০.৫০× ৮১.৪০)= ৪,১১০.৭০ টাকা গ্রহণ করেন। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে এএফ ডি অনুযায়ী পাকিস্তান সরকার প্রশিক্ষন ফি সহ প্রশিক্ষন সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ বহন করবে বিধায় বাংলাদেশ বিমান বাহীনির খাত হতে রেজিস্ট্রেশন ফি পরিশোধের কোন সুযোগ নেই। সুতরাং রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ গ্রহনকৃত অর্থ দেশীয় মুদ্রায় পরিশোধের ক্ষেত্রে দেড়গুণ হারে ৬,১৬৬.০৫ টাকা আদায়যোগ্য।

৫। হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈনিক ভাতা (অভ্যন্তরীণ ট্যুর) ঃ

ক) ১৭/৩/২০১৪ ও ১৮/০৩/২০১৪ তারিখ, ২ দিন মোজাককরাবাদে ট্যুর উপলক্ষ্যে ২ দিনের দৈনিক ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে হোটেল ভাড়া দৈনিক মাঃ ডঃ ১৯৬.০০ করে। কিন্তু দাখিলকৃত পার্ল কন্টিনেন্টাল হোটেলের বিলে রুম ভাড়া পাক রুপী ১৫৮৯৯.৯৯ উল্লেখ রয়েছে। ১ মাঃ ডঃ = ৯৯ পাক রুপী হিসাবে রুম ভাড়া ১৬০.৬০ মাঃ ডলার অর্থাৎ যথাযথ (Genuine) ও যদি হতো তবুও ১৬০.৬০ মাঃ ডঃ এর বেশী প্রাপ্য ছিল না। হোটেল বিল যথাযথ নয়। কারণ হোল্ডিং নং, ফোন, ফ্যাক্স, ই-মেইল ইত্যাদি উল্লেখ নেই।

খ) ১০/০৩/২০১৪ - ১৪/০৩/২০১৪ পর্যন্ত ইসলামাবাদে ৫ দিনের এবং ০২/১২/২০১৩ হতে ০৩/১২/২০১৩ পর্যন্ত কোয়াটায় ২ দিনের অভ্যন্তরীণ ট্যুরের জন্য হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে কোয়েটায় সেরেনা হোটেলের বিলে রুম চার্জ পাক রুপী ১৮,৯০০ = মাঃ ডঃ ১৯০.৯০ দেখা যায় কিন্তু গ্রহণ করা হয়েছে ১৯৬ মার্কিন ডলার হিসাবে। তবে উভয় স্থানের সেরেনা হোটেলের বিলে মিল নেই। কোয়েটায় হোটেল বিলে হোল্ডিং নং, ফোন, ফ্যাক্স, ই-মেইল ইত্যাদি নম্বর নাই। একই দেশের অভ্যন্তরে একই হোটেলের সকল শাখায় জিএসটি ও এনটিএন নম্বর এক হওয়ার কথা থাকলে আলোচ্য ক্ষেত্রে এক নয়। ইসলামাবাদের সেরেনা হোটেলের জিএসটি উল্লেখ করা হয়েছে S ১২-০০-৩২৬৭-১১-৮৬ এবং এনটিএন ১৯১৪৬৩২ কিন্তু কোয়েটায় সেরেনা হোটেলের জিএসটি ১২-০০-৯৮০১-৩২৬-৭৩ এবং এনটিএন ০৮১৮৪৬৩-১। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানে ১৯/০৮/২০১২ হতে ২৯/০৬/২০১৩ পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত 14^{th} PN Staff Course অংশগ্রহণকারী নৌ বাহিনীর কর্মকর্তা পি নং-১১৫৩ লেঃ কমাঃ মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম কর্তৃক দাখিলকৃত হোটেল বিলে দেখা যায় পার্ল কন্টিনেন্টাল, রাওয়ালপিন্ডি এর রুম ভাড়া পাক রুপী ৬১৫০ এবং কোয়েটা সেরেনা হোটেলের রুম ভাড়া পাক রুপী ৪৮২৩.২৮। অতএব প্রমাণিত যে, পূর্ণ হারে হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণের জন্য কৃত্রিম (fake) হোটেল বিল দাখিল করা হয়েছে। সুতরাং যথাযথ বিল না হওয়ায় হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রাপ্য নয়। সর্বসাকুল্যভাতা প্রাপ্য।

অতএব অতিরিক্ত গ্রহণ ঃ

প্রাপ্য	গ্রহণ	অতিরিক্ত
৯ দিন × মাঃ ডঃ ১৫১ = মাঃ ডঃ ১৩৫৯ - পকেট ভাতা মাঃ ডঃ ৩৩৯.৭৫ = মাঃ ডঃ ১০১৯.২৫	মাঃ ডঃ২৩৮৬.২০ (১৯১১+৪৭৫.২০) -পকেট ভাতা মাঃ ডঃ ৩৩৯.৭৫ = ২০৪৬.৪৫	মাঃ ডঃ ১০২৭.২০ টাঃ ৮৩৬১৪.০৮ (১০২৭.২০× টাঃ ৮১.৪০)

অতএব সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট মোট আদায়যোগ্য ঃ

ক্রমিক	বিবরণ	টাকা	
		মাঃ ডঃ	**টাকা** (১ মাঃ ডঃ ৮১.৪০×১.৫)
১	অতিরিক্ত পকেট ভাতা	৫২.৮৫×১২ = মাঃ ডঃ ৬৩৪.২০	৬৩৪.২০×৮১.৪০×১.৫ গুণ = ৭৭৪৩৫.৮২
২	বিমান এমসিও	টাঃ ১৭৭০০+মাঃ ডঃ ৩৫০.৭০	১৭৭০০.০০+(৩৫০.৭০×৮১.৪০×১.৫ গুন) = ৪২৮২০.৪৭
৩	শীপ ফ্রেইট	মাঃ ডঃ ৪০৬৩ (৪৩০০-২৩৭.০০)	৪০৬৩×৮১.৪০×১.৫ গুণ = ৪৯৬০৯২.৩০
৪	রেজিস্ট্রেশন ফি	মাঃ ডঃ ৫০.৫০	৫০.৫০×৮১.৪০×১.৫ গুণ = ৬১৬৬.০৫
৫	দৈনিক ভাতা	মাঃ ডঃ ১০২৭.২০	১০২৭.২০×৮১.৪০×১.৫ গুণ = ১২৫৪২১.১২
	মোট =	মাঃ ডঃ ৬,১২৫.৬০	৭,৬৫,৬৩৫.৭৬

অনুচ্ছেদ-১
পরিশিষ্ট-১ (১১৩)
এপি নং-১৪৫৯২, আপত্তি নং-০৬
এফসি (পে-২) ঢাকা সেনানিবাস কার্যালয়ে ২০১৩-২০১৬ অর্থবছরের হিসাব

সিঙ্গাপুরে প্রশিক্ষণে গমনকারী সৈনিকগনকে প্রাপ্যের অতিরিক্ত হারে দৈনিক ভাতা পরিশোধ করায় ক্ষতি ১,২৬,৮৯৪ টাকা।

বৈদেশিক টিএ/ডিএ বিল ভাউচার, রেজিষ্টার, সংশ্লিষ্ট নথিপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, বৈদেশিক প্রশিক্ষণে গমনকারী সৈনিক (জেসিও/ওআরগনকে প্রাপ্যের অতিরিক্ত হারে দৈনিক ভাতা পরিশোধ করায় ক্ষতি ১,২৬,৮৯৪ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "১ (১১৩)(i)" এ দেয়া হ'ল)।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং-০৬.০০.০০০০. ০০৯.২০.০০১.১৪. সিংগাপুর.৭৬২ তারিখ:২৪-০৩-২০১৪ খ্রিঃ ও স্মারক নং-৯৩৩ তারিখ: ১৩-০৪-২০১৪ খ্রিঃ (সংশোধনী) এবং সেনাসদর, জেনারেল ষ্টাফ শাখা, সামরিক প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারকনং-২৩.০১.৯০১.০২৬.০৩. ০৫৬.০১.২৫.০৩.১৪ তারিখ:২৫-০৩-২০১৪খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিঙ্গাপুরে ২ জুন ২০১৪ খ্রিঃ হতে ১ আগষ্ট ২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত "On Job Training On Eurocopter Dalphin As 365 N3+ At Esea Facilities" এর ওপর প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনের জন্য ০১(এক) জন অফিসার ও পরিশিষ্টে বর্নিত ০৩(তিন)জন সৈনিককে মনোনয়ন দেয়া হয়। উক্ত সৈনিকগনের টিএ/ডিএ বিলে ত্রুটি নিম্নরূপঃ

তাদের প্রত্যেককে প্রথম ২০ দিন (০২-২১ জুন'১৪) সর্বসাকূল্য ভাতার পূর্ণ হারে ২,১৫,০৯০ টাকা; পরের ২০ দিন (২২ জুন-১১ জুলাই'১৪) ৯০% হারে ১,৯৩,২১১ টাকা এবং পরের ২০দিন (১২ জুলাই-০১ আগষ্ট'১৪) ৮৫% হারে ১,৮২,৪৭৭ টাকা মোট (২১৫০৯০+১৯৩২১১+১৮২৪৭৭) বা ৫,৯০,৭৭৮ টাকা করে দৈনিক ভাতা পরিশোধ করা হয়েছে।

কিন্তু অর্থ মন্ত্রনালয়ের অনুমোদনক্রমে জারিকৃত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং-২২০৭/টি তারিখঃ ০৫-০৯-১৯৯৪ খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ-ক (১)(ক) অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মেয়াদ অনুর্ধ ৬ মাস হলে প্রশিক্ষণের সম্পূর্ন সময়ের জন্য সর্বসাকূল্য ভাতার ৮৫% হারে দৈনিক ভাতা প্রাপ্য। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের উপর্যুক্ত স্মারক অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সৈনিকগন সমগ্র প্রশিক্ষণ সময়ের জন্য সর্বসাকূল্য ভাতার ৮৫% হারে (১৩৭×৮৫%×৬০দিন×৭৮.৫০ টাকা) বা ৫,৪৮,৪৮০ টাকা করে দৈনিক ভাতা হিসাবে প্রাপ্য ছিলেন। ফলে অতিরিক্ত প্রদানের কারনে সরকারের {(৫৯০৭৭৮-৫৪৮৪৮০) ৪২,২৯৮×৩জন} বা ১,২৬,৮৯৪ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

পরিশিষ্ট "১ (১১৩)(i)"
এপি নং- ১৪৫৯২; আপত্তিনং-০৬

প্রপ্যের অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা প্রদানজনিত ক্ষতির বিবরনীঃ

ক্রঃ নং	সৈনিকের নাম, নম্বর ও পদবী	ইউনিটের নাম	প্রদত্ত অর্থের পরিমান	প্রাপ্য অর্থের পরিমান	অতিরিক্ত প্রদত্ত অর্থ
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
০১	২৪০৯৯৭১ কর্পোঃ মোহাম্মদ আমানত হোসেন	৮০১ আর্মি এভিয়েশন মেইন্টঃ রেজিঃ ইএমই	৫,৯০,৭৭৮/-	৫,৪৮,৪৮০/-	৪২,২৯৮/-
০২	২৪১০১৩৬ ল্যাঃ কর্পোঃ মোঃ আব্দুস সোবহান	-ঐ-	৫,৯০,৭৭৮/-	৫,৪৮,৪৮০/-	৪২,২৯৮/-
০৩	২৪১২৬৫৪ ,, , , মোহাম্মদ রাসেল মিয়া	-ঐ-	৫,৯০,৭৭৮/-	৫,৪৮,৪৮০/-	৪২,২৯৮/-
		সর্বমোট =	১৭,৭২,৩৩৪/-	১৬,৪৫,৪৪০/-	১,২৬,৮৯৪/-

অনুচ্ছেদ-১

পরিশিষ্ট-১ (১১৪)

এপি নং-১৪৬২২, আপত্তি নং-৪১

এফসি (পে-২) ঢাকা সেনানিবাস কার্যালয়ে ২০১৩-২০১৬ অর্থবছরের হিসাব

বৈদেশিক টিএ/ডিএ বিলে এফজিও অনুযায়ী প্রাপ্য সময়ের চেয়ে অতিরিক্ত সময়ের অর্থ প্রদান করায় ক্ষতি ৫,৭০,৬৫২.৫০ টাকা।

বৈদেশিক টিএ/ডিএ বিল ভাউচার, রেজিষ্টার, সংশ্লিষ্ট নথিপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, বৈদেশিক টিএ/ডিএ বিলে এফজিও অনুযায়ী প্রাপ্য সময়ের চেয়ে অতিরিক্ত সময়ের অর্থ প্রদান করায় ৫,৫৯,২৪৮ টাকা ক্ষতি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং ০৬.০০.০০০০.০২০.২১.০০১.১৪-১৭৪২ তারিখ ২৯-১২-২০১৪ খ্রিঃ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিজেও-২০৯৭০ ওয়ারেন্ট অফিসার মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনকে ৩১-১২-২০১৪ হতে ১৩-০২-২০১৫ পর্যন্ত অথবা যাত্রার তারিখ হতে মোট ৪৫ দিনের জন্য ভারত গমনের 'সরকারী আদেশ' জারী করা হয়। সেনাসদর, জিএসশাখা, এসডি পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং-২৩.০১.৯০১.০২৩.০৪. ২৪৮. ০১.১১.০১.১৫ তারিখ:১১-০১-২০১৫ খ্রিঃ এর মাধ্যমে তাঁকে ১২-০১-২০১৫ হতে ২৫-০২-২০১৫ পর্যন্ত অথবা যাত্রার তারিখ হতে মোট ৪৫ দিনের জন্য ভারত গমনের 'এফজিও' জারী করা হয় এবং ১২-০১-২০১৫ হতে ২৫-০২-২০১৫ পর্যন্ত ৪৫ দিনের নগদসহ হোটেল ভাতা অথবা সর্বসাকুল্য ভাতা মঞ্জুর করা হয়। ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী তিনি ১২-০১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ ১০.১৫ ঘটিকায় ঢাকা ত্যাগ করেন এবং ১২.২৫ ঘটিকায় দিল্লী ইন্দীরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে পৌছান। পুনরায় ২৫-০২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ:১৩.৩৫ ঘটিকায় দিল্লী ইন্দীরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমান ত্যাগ করেন এবং ১৬.২০ ঘটিকায় ঢাকা পৌছান। অর্থাৎ তিনি ১২-০১-২০১৫ হতে ২৫-০২-২০১৫ পর্যন্ত ২৫ দিন দিল্লী অবস্থান করেন।

কিন্তু পরিশোধিত টিএ/ডিএ বিল পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয়, টিএ/ডিএ বিলের সাথে তিনি 'রেডিসন ব্লু হোটেল', নয়াদিল্লী এর ১২ জানুয়ারি ২০১৫ হতে ১২মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত ৬০(ষাট) দিনের ১০,২২,১৩৫.৪০(দশ লক্ষ বাইশ হাজার একশত পয়ত্রিশ দশমিক চার শুন্য) টাকার খাওয়ার হোটেল বিল দাখিল করেছেন। উক্ত হোটেল বিল হতে সংশ্রিষ্ট জেসিও'র' রেডিসন ব্লু হোটেল' নিউদিল্লিতে অবস্থানের বিষয়টি স্পষ্ট হয় না। অথচ এই হোটেল বিলের ভিত্তিতেই তাঁকে ১২-০১-২০১৫ হতে ১২-০৩-২০১৫ পর্যন্ত মোট ৬০দিনের নগদসহ হোটেল ভাতা (১ম ২০ দিন পূর্ণ হারে; ২য় ২০ দিন ৯০% হারে এবং ৩য় ২০ দিন ৮৫% হারে) বাবদ ১০,২২,১৩৬ টাকা প্রদান করা হয়েছে। জারীকৃত এফজিও এবং ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী তিনি ২৫-০২-২০১৫খ্রিঃ তারিখে ঢাকা পৌছানোর কারনে তাঁর পক্ষে ২৬-০২-২০১৫ হতে ১২-০৩-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত দিল্লীর হোটেলে অবস্থান করা বা হোটেলে খাওয়া দাওয়া করা সম্ভবপর নয়। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট জেসিও'র দাবীকৃত বিল আর হোটেল বিল একই অংকের। অর্থাৎ হোটেল বিল ও প্রাপ্যতা অনুযায়ী ক্রম হ্রাস হারে তৈরী করা হয়েছে। এ সকল ত্রুটির কারণে প্রমানিত হয় দাখিলকৃত হোটেল বিলটি সঠিক নয়। ইহা হোটেলের প্যাডে তৈরী করা খাওয়ার বিল, যার ভিত্তিতে নগদসহ হোটেল ভাতা প্রদান করার সুযোগ নেই।

অধিকন্তু ৪৫ দিনের এফজিও'র প্রেক্ষিতে ৬০ দিনের হোটেল ভাতা প্রদানের বিষয়টি নিরীক্ষার বোধগম্য নয়। হোটেল বিল গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় এফজিও এবং ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী তিনি ৪৫ দিনের সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য [{(১৩৭×২০)+(১৩৭×৯০%×২০)+(১৩৭×৮৫%×৫)}×৭৮টাকা] বা ৪,৫১,৪৮৩.৫০ টাকা।

ফলে অতিরিক্ত প্রদানকৃত তথা আদায়যোগ্য অর্থের পরিমান (১০,২২,১৩৬-৪,৫১,৪৮৩.৫০) বা ৫,৭০,৬৫২.৫০ টাকা।

অনুচ্ছেদ নং-০২

পরিশিষ্ট:২

বিষয়: সামরিক বাহিনীর অফিসারগণ বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা গ্রহণকালে অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা, হোটেল ভাড়া ও আনুষাঙ্গিক সুবিধা গ্রহণের বিবরণ:

ক্রমিক নং	প্রাঃ অনুচ্ছেদ নং প্রাঃ আপত্তি নং	নিরীক্ষা সাল	এপি নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
(১) ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৬					
১	অনুচ্ছেদ নং-০২ (আপত্তি নং-১১৩)	২০১৩-২০১৬	১৪৩৬১	এএফডব্লিউসি-২০১৪ কোর্সে ভ্রমণকারী ৪৪ জন সামরিক কর্মকর্তা কর্তৃক প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা, হোটেল ভাড়া ও আনুষাঙ্গিক সুবিধা গ্রহণ।	১,০৯,১৩,৫২০
২	অনুচ্ছেদ নং-২৩ (আপত্তি নং-১০)	২০১৩-২০১৬	১৪৩৮২	চীন সফরে বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলে বাধ্যতামূলক হল্টেজ না থাকা সত্বেও উহা প্রদান করায় এবং তৈরীকৃত (Manufactured) ভাউচার দ্বারা হোটেল ভাড়া গ্রহণ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৩,৪৫,৭২০
৩	অনুচ্ছেদ নং-৯০ (আপত্তি নং-২৪৭)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৪৯	সার্বিয়াতে প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন উপলক্ষ্যে বাধ্যতামূলক অবস্থান দেখিয়ে হোটেল ভাড়া ও দৈনিক ভাতা অতিরিক্ত গ্রহণ।	২,১৯,৬০০
৪	অনুচ্ছেদ নং-২০০ (আপত্তি নং-৩৭)	২০১৩-২০১৬	১৪৫৫৮	বিএ-৪৪১১ লেঃ কর্ণেল আবু মোঃ হাসানুল হাবিব, পদাতিক কর্তৃক বৈদেশিক ভ্রমণকালে অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা ও সর্ব সাকুল্য ভাতার পরিবর্তে হোটেল ভাড়াভিত্তিক নগদ ভাতা গ্রহণ।	৮৩,৮১১
(২) এফসি (বিওএফ) গাজীপুর। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৬					
৫	অনুচ্ছেদ নং-০১ (আপত্তি নং-০১)	২০১৩-২০১৬	১৪৬৩৮	চীনে প্রশিক্ষনে গমনকারী প্রশিক্ষণার্থীগন কর্তৃক টিএ/ডিএ বিলে অপ্রাপ্য হোটেল ভাড়া ও নগদ ভাতা গ্রহন করায় ক্ষতি।	৩,৬০,০৩২
৬	অনুচ্ছেদ নং-০৩ (আপত্তি নং-০৩)	২০১৩-২০১৬	১৪৬৩৯	চীনে প্রশিক্ষনে গমনকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগন কর্তৃক অপ্রাপ্য হোটেল ভাড়া ও নগদ ভাতা গ্রহন করায় ক্ষতি ।	৬,৮০,৩৯৯
৭	অনুচ্ছেদ নং-০৭ (আপত্তি নং-০৭)	২০১৩-২০১৬	১৪৬৪০	চীনে প্রশিক্ষনে গমনকারী প্রশক্ষণার্থীগন কর্তৃক অপ্রাপ্য হোটেল ভাড়া ও নগদ ভাতা এবং অতিরিক্ত বিমান ভাড়া গ্রহন করায় ক্ষতি ।	২১,৫২,৬৪৯
৮	অনুচ্ছেদ নং-০৯ (আপত্তি নং-০৯)	২০১৩-২০১৬	১৪৬৪১	বৈদেশিক প্রশিক্ষণে জার্মান গমনকারী প্রশিক্ষণার্থীগন কর্তৃক অপ্রাপ্য নগদসহ হোটেল ভাড়া, বিমান সংস্থার প্রত্যয়ন ব্যতিত বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য সাকূল্য ভাতা এবং অপ্রাপ্য স্বাস্থ্য বীমার অর্থ গ্রহন করায় ক্ষতি।	১,০৪,৯৬২
৯	অনুচ্ছেদ নং-১০ (আপত্তি নং-১০)	২০১৩-২০১৬	১৪৬৪২	বৈদেশিক প্রশিক্ষণে স্পেন গমনকারী প্রশিক্ষণার্থীগন কর্তৃক অপ্রাপ্য নগদসহ হোটেল ভাড়া ও অপ্রাপ্য স্বাস্থ্য বীমার অর্থ গ্রহন করায় ক্ষতি।	১,৭৪,৭৮৮

১০	অনুচ্ছেদ নং-১৪ (আপত্তি নং-১৪)	২০১৩-২০১৬	১৪৬৪৩	সুইজারল্যান্ড এ প্রশিক্ষনে গমনকারী প্রশিক্ষণার্থীগন কর্তৃক অপ্রাপ্য হোটেল ভাড়া ও নগদ ভাতা গ্রহন করায় ক্ষতি ।	১,৫০,৫৮২
১১	অনুচ্ছেদ নং-১৭ (আপত্তি নং-১৮)	২০১৩-২০১৬	১৪৬৪৪	মন্টিনিগ্রো এ প্রশিক্ষনে গমনকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগন কর্তৃক অপ্রাপ্য হোটেল ভাড়া ও নগদ ভাতা গ্রহন করায় ক্ষতি ।	১৯,০০,১৮৮
১২	অনুচ্ছেদ নং-১৮ (আপত্তি নং-১৮)	২০১৩-২০১৬	১৪৬৪৫	অস্ট্রেলিয়ায় প্রশিক্ষনে গমনকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগন কর্তৃক অপ্রাপ্য নগদসহ হোটেল ভাড়া ও স্বাস্থ্য বীমা বাবদ অর্থ এবং যথাযথ প্রত্যয়ন ব্যতিত বাধ্যতামূলক অবস্থানের ব্যয় গ্রহন করায় ক্ষতি ।	১,৪৩,৬৯২
১৩	অনুচ্ছেদ নং-১৯ (আপত্তি নং-১৯)	২০১৩-২০১৬	১৪৬৪৬	সার্বিয়া সফরকারী কর্মকর্তাগন কর্তৃক অপ্রাপ্য অভ্রন্তরীণ যানবাহন ভাড়া ও স্বাস্থ্য বীমার অর্থ এবং যথাযথ প্রত্যয়ন ব্যতিত বাধ্যতামূলক অবস্থানের ব্যয় গ্রহন করায় ক্ষতি ।	১,০১,১০১
১৪	অনুচ্ছেদ নং-২৩ (আপত্তি নং-২৩)	২০১৩-২০১৬	১৪৬৪৭	সফরকারীগন কর্তৃক বৈদেশিক টিএ/ডিএ বিলে অপ্রাপ্য অভ্রন্তরীণ যানবাহন ভাড়া গ্রহন করায় ক্ষতি।	১,১৭,০২৯
(৩)এস এফসি (নেভী), ঢাকা ; নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৬					
১৫	(আপত্তি নং-২৩)	২০১৩-২০১৬	১৪৮৯৯	পি নং-৫৬৩ ক্যাপ্টেন সৈয়দ আরিফুল কর্তৃক বৈদেশিক ভ্রমণে অতিরিক্ত ট্রানজিট ভাতা, তৈরিকৃত ভাউচার মাধ্যমে বাধ্যতামুলক অবস্থানের জন্য হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা, মূল ভাউচার ব্যতীত ভিসা ফি এবং ডিএইচএল ফি বাবদ অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ ।	**১,০০,৩৪২**
(৪) এফসি পে-২ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৬					
১৬	আপত্তি নং-৮	২০১৩-২০১৬	১৪৫৯৪	মঙ্গোলিয়া গ্রুপ-৩ এর অন্তর্ভূক্ত দেশ হওয়া সত্বেও প্রশিক্ষণার্থীগণকে গ্রুপ-১ এর অন্তর্ভূক্ত দেশের হারে হোটেল ভাতা ও নগদ ভাতা প্রদান করায় ক্ষতি।	১,৫৮,৬১৯
১৭	আপত্তি নং-৫৬	২০১৩-২০১৬	১৪৬৩৬	ত্রুটিপূর্ণ হোটেল ভাউচারের ভিত্তিতে হোটেল ভাতার বিল পরিশোধ করায় সরকারের ক্ষতি।	৭,৬৫,৮৬২
১৮	আপত্তি নং-৫৭	২০১৩-২০১৬	১৪৬৩৭	আয়োজক দেশ কর্তৃক যাতায়াত বিমান ভাড়া, থাকা- খাওয়া, অভ্যন্তরীণ যাতায়াত খরচ ইত্যাদি বহন করা সত্বেও বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য প্রাপ্যতা বহির্ভূত Hotel Entitlement Inclusive of Cash প্রদান করায় ক্ষতি।	১২,২৯,৫৯২
				মোট =	**১,৯৭,০২,৪৮৮**

অনুচ্ছেদ নং-০২

পরিশিষ্ট-০২(০১)

এপি নং-১৪৩৬১, (আপত্তি নং-১১৩) (ওপিএস-১/ডিএ-ডিএ শাখা)

এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট এর ২০১৩-২০১৬ সালের হিসাব

এএফডব্লিউসি-২০১৪ কোর্সে ৪৪ জন সামরিক কর্মকর্তাকে প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা, হোটেল ভাড়া ও আনুসাঙ্গিক সুবিধা গ্রহণ

ক্রঃনং	বিএ নম্বর	পদবী	নাম	অতিরিক্ত গ্রহণ
১	বিএ-২৬৭৩	ব্রিঃ জেনারেল	মেসবাহ উল আলম চৌধুরী, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি	মাঃ ডঃ ২৩৮১.০০ বা টাকা ২,৮৫,৭২০
২	পি নং-৬৩৯	কমডোর	সৈয়দ মিজবাহ উদ্দিন আহমেদ, (সি), এইউপি, পিএসসি, বিএন	মাঃ ডঃ ২৩৮১.০০ বা টাকা ২,৮৫,৭২০
৩	বিডি-৮৩২৭	গ্রুপ ক্যাপ্টেন	জাভেদ তানভীর খান, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, জিডি (পি)	মাঃ ডঃ ২০৫২ বা টাকা ২,৪৬,২৪০
৪	বিএ-৩৬৬৭	কর্ণেল	মোঃ তাজুল ইসলাম ঠাকুর, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, জি	মাঃ ডঃ ২০৫২ বা টাকা ২,৪৬,২৪০
৫	বিএ-৩৮৮৯	কর্ণেল	মোঃ ফয়েজুর রহমান, এএফডব্লিউসি, পিএসসি,	মাঃ ডঃ ২০৫২ বা টাকা ২,৪৬,২৪০
৬	বিএ-৩৮৯৯	লেঃ কর্ণেল	এস এম জিয়াউল আজিম, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, ইএমই	মাঃ ডঃ ২০৫২ বা টাকা ২,৪৬,২৪০
৭	বিএ-৪১৫৮	লেঃ কর্ণেল	সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ রহমান, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, পদাঃ	মাঃ ডঃ ২০৫২ বা টাকা ২,৪৬,২৪০
৮	পি নং-৫৯৯	ক্যাপ্টেন	এম শরীফ উদ্দিন ভূঁইয়া (এস),পিএসসি, বিএন	মাঃ ডঃ ২০৫২ বা টাকা ২,৪৬,২৪০
৯	পি নং-৬৮৮	ক্যাপ্টেন	খোন্দকার মিসবাহ উল আজীম (ট্যাজ), পিএসসি, বিএন	মাঃ ডঃ ২০৫২ বা টাকা ২,৪৬,২৪০
১০	বিডি-৮৩৫২	গ্রুপ ক্যাপ্টেন	এস এম মুয়ীদ হোসেন, পিএসসি, জিডি(পি)	মাঃ ডঃ ২০৫২ বা টাকা ২,৪৬,২৪০
১১	পি নং-৭৯১	কমান্ডার	এম মামুনুর রশীদ, (ট্যাজ), পিএসসি, বিএন	মাঃ ডঃ ২০৫২ বা টাকা ২,৪৬,২৪০
১২	বিডি-৮৪১৮	উইং কমান্ডার	মোঃ আসাদ উজ জামান, পিএসসি, এডিডব্লিউসি	মাঃ ডঃ ২০৫২ বা টাকা ২,৪৬,২৪০
১৩	বিএ-৪১২৩	লেঃ কর্ণেল	মোঃ ইউসুফ আলী, পিএসসি, ইএমই	মাঃ ডঃ ২০৫২ বা টাকা ২,৪৬,২৪০
১৪	বিএ-৪১৩১	লেঃ কর্ণেল	মোঃ আখতার ইকবাল, পিএসসি, ইঞ্জিনিয়ার্স	মাঃ ডঃ ২০৫২ বা টাকা ২,৪৬,২৪০
১৫	বিএ-৪১৩৫	লেঃ কর্ণেল	এস এম আব্দুর রউফ, পিএসসি, জি, আর্টিলারী	মাঃ ডঃ ২০৫২ বা টাকা ২,৪৬,২৪০
১৬	বিএ-৪২৫৭	লেঃ কর্ণেল	মোঃ রাশীদুল হাসান, পিএসসি, পদাতিক	মাঃ ডঃ ২০৫২ বা টাকা ২,৪৬,২৪০
১৭	বিএ-৪২৬১	লেঃ কর্ণেল	মুঃ হাসান-উজ-জামান, পিএসসি, ইঞ্জিনিয়ার্স	মাঃ ডঃ ২০৫২ বা টাকা ২,৪৬,২৪০
১৮	বিএ-৪২৬২	লেঃ কর্ণেল	এস এম রকিব উল্লাহ, পিএসসি, এলএসসি,আর্টিলারী	মাঃ ডঃ ২০৫২ বা টাকা ২,৪৬,২৪০
১৯	বিএ-৪২৬৮	লেঃ কর্ণেল	মোঃ খায়রুল ইসলাম, পিএসসি, এসি	মাঃ ডঃ ২০৫২ বা টাকা ২,৪৬,২৪০
২০	বিএ-৪২৮৪	লেঃ কর্ণেল	মোহাম্মদ ছাদেকুজ্জামান, পিএসসি, পদাতিক	মাঃ ডঃ ২০৫২ বা টাকা ২,৪৬,২৪০
২১	বিএ-৪৩০১	লেঃ কর্ণেল	মোঃ জামাল হোসেন, পিএসসি, এএসসি	মাঃ ডঃ ২০৫২ বা টাকা ২,৪৬,২৪০
২২	বিএ-৪৩৩৩	লেঃ কর্ণেল	মোঃ তৌহিদুল ইসলাম, পিএসসি, সিগস	মাঃ ডঃ ২০৫২ বা টাকা ২,৪৬,২৪০
২৩	বিএ-৪৩৭৭	লেঃ কর্ণেল	মোঃ সালাহ উদ্দিন আহমেদ, পিএসসি, পদাতিক	মাঃ ডঃ ২০৫২ বা টাকা ২,৪৬,২৪০
২৪	বিএ-৪৪২৩	লেঃ কর্ণেল	হোসাইন মুহাম্মদ মাসীহুর রহমান, পিএসসি, পদাতিক	মাঃ ডঃ ২০৫২ বা টাকা ২,৪৬,২৪০

২৫	বিএ-৪৪২৬	লেঃ কর্ণেল	মোঃ এহসানুল কবীর, পিএসসি, সিগস	মাঃ ডঃ ২০৫২ বা টাকা ২,৪৬,২৪০
২৬	বিএ-৪৪৩৬	লেঃ কর্ণেল	একেএম সাজেদুল ইসলাম, পিএসসি, জি, আর্টিলারী	মাঃ ডঃ ২০৫২ বা টাকা ২,৪৬,২৪০
২৭	বিএ-৪৪৭৫	লেঃ কর্ণেল	মোহাম্মদ জাহিদ হাসান, পিএসসি, অর্ডন্যান্স	মাঃ ডঃ ২০৫২ বা টাকা ২,৪৬,২৪০
২৮	বিএ-৪৪৯৩	লেঃ কর্ণেল	মাশরুর হোসাইন ভূইয়া, পিএসসি, পদাতিক	মাঃ ডঃ ২০৫২ বা টাকা ২,৪৬,২৪০
২৯	বিডি-৮৫৩০	উইং কমান্ডার	মোঃ শাহীন ফরহান, পিএসসি, এটিসি	মাঃ ডঃ ২০৫২ বা টাকা ২,৪৬,২৪০
৩০	বিএ-৪৫৩৭	লেঃ কর্ণেল	মোঃ মাসুদুর রহমান, পিএসসি, ইঞ্জিনিয়ার্স	মাঃ ডঃ ২০৫২ বা টাকা ২,৪৬,২৪০
৩১	বিএ-৪৫৩৮	লেঃ কর্ণেল	মোঃ আফতাব হোসেন, পিএসসি, পদাতিক	মাঃ ডঃ ২০৫২ বা টাকা ২,৪৬,২৪০
৩২	বিএ-৪৫৪৩	লেঃ কর্ণেল	হুমায়ুন কাইয়ুম, পিএসসি, পদাতিক	মাঃ ডঃ ২০৫২ বা টাকা ২,৪৬,২৪০
৩৩	বিএ-৪৫৪৭	লেঃ কর্ণেল	মুহাম্মদ আলী তালুকদার, পিএসসি, এসি	মাঃ ডঃ ২০৫২ বা টাকা ২,৪৬,২৪০
৩৪	বিডি-৮৫৪৭	উইং কমান্ডার	মোঃ আব্বাস আলী, পিএসসি, জিডি(পি)	মাঃ ডঃ ২০৫২ বা টাকা ২,৪৬,২৪০
৩৫	বিএ-৪৬৩৫	লেঃ কর্ণেল	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, পিএসসি, পদাতিক	মাঃ ডঃ ২০৫২ বা টাকা ২,৪৬,২৪০
৩৬	বিএ-৪৬৩৯	লেঃ কর্ণেল	মোঃ মাহবুবুর রহমান সিদ্দিকী, পিএসসি, পদাতিক	মাঃ ডঃ ২০৫২ বা টাকা ২,৪৬,২৪০
৩৭	বিএ-৪৬৫৩	লেঃ কর্ণেল	জিএম শরিফুল ইসলাম, পিএসসি, জি, আর্টিলারী	মাঃ ডঃ ২০৫২ বা টাকা ২,৪৬,২৪০
৩৮	বিএ-৪৬৬০	লেঃ কর্ণেল	একেএম আরিফ, পিএসসি, আর্টিলারী	মাঃ ডঃ ২০৫২ বা টাকা ২,৪৬,২৪০
৩৯	বিএ-৪৬৬১	লেঃ কর্ণেল	কামাল আকবর, পিএসসি, পদাতিক	মাঃ ডঃ ২০৫২ বা টাকা ২,৪৬,২৪০
৪০	পিনং-১০৩২	কমান্ডার	মোঃ হাফিজুর রহমান আফরাদ, (এস), পিএসসি, বিএন	মাঃ ডঃ ২০৫২ বা টাকা ২,৪৬,২৪০
৪১	বিএ-৫০৩৫	লেঃ কর্ণেল	মোহাম্মদ শহীদুল আবেদীন, পিএসসি, পদাতিক	মাঃ ডঃ ২০৫২ বা টাকা ২,৪৬,২৪০
৪২	পিনং-১০৮৩	কমান্ডার	কাজী শাহ আলম (সি), পিএসসি, বিএন	মাঃ ডঃ ২০৫২ বা টাকা ২,৪৬,২৪০
৪৩	বিএ-৫২৮১	মেজর	মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান খান, সিগস	মাঃ ডঃ ২০৫২ বা টাকা ২,৪৬,২৪০
৪৪	বিএ-৬০৫৪	মেজর	মোঃ মকিম উদ্দিন, পিএসসি, পদাতিক	মাঃ ডঃ ২০৫২ বা টাকা ২,৪৬,২৪০
			মোট =	মাঃ ডঃ ৯০৯৪৬ বা টাকা ১,০৯,১৩,৫২০

অনুচ্ছেদ নং-০২

পরিশিষ্ট-০২(০১)(i) ,

এপি নং-১৪৩৬১ (আপত্তি নং-১১৩)

চীন এবং মালয়েশিয়া

২ জন ব্রিঃ জেনারেল/সমপদমর্যাদার কর্মকর্তা কর্তৃক অতিরিক্ত গ্রহণ			
দেশ	গ্রহণ (মাঃ ডলার)	প্রাপ্য (মাঃডলার)	অতিরিক্ত
চীন	হোটেল ভাতা ১৭.০৮.২০১৪ হতে ২৩.০৮.২০১৪ পর্যন্ত ৭ দিন×২৮০.০০ =১৯৬০ মাঃ ডঃ	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য তবে ১৮.০৮.২০১৪ হতে ২৩.০৮.২০১ পর্যন্ত ৬ দিন চীনে প্রতিরক্ষা এটাসের সনদেও ১৮.০৮.২০১৪ হতে detination উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ ৬ দিন×২০২ = মাঃ ডঃ ১২১২	মাঃ ডঃ ৭৪৮.০০ বা টাকা ৮৯,৭৬০.০০ (৭৪৮×৮০×১.৫)
	নগদ ভাতা ১৭.০৮.২০১৪ হতে ২৩.০৮.২০১৪ পর্যন্ত ৭ দিন×১০১.০০ মাঃ ডঃ = মাঃ ডঃ ৭০৭	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রদেয় বিধায় নগদ ভাতা প্রাপ্য নয়।	মাঃ ডঃ ৭০৭.০০ বা টাকা ৮৪,৮৪০.০০ (৭০৭×৮০×১.৫)
মালয়েশিয়া	হোটেল ভাতা ২৪.০৮.২০১৪ হতে ২৮.০৮.২০১৪ পর্যন্ত ৫ দিন×২৩১.০০ = মাঃ ডঃ ১১৫০	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য তবে ২৪.০৮.২০১৪ হতে ২৭.০৮.২০১ পর্যন্ত ৪ দিন। কেননা আগমনের দিন (২৪.০৮.২০১৪) গণনা করায় প্রস্থানের দিন ২৮.০৮.২০১৪ গণনা থেকে বাদ যাবে। অর্থাৎ ৪ দিন × মাঃ ডঃ ১৬৫.০০ = মাঃ ডঃ ৬৬০.০০	মাঃ ডঃ ৪৯০.০০ টাকা ৫৮,৮০০.০০ (৪৯০×৮০×১.৫)
	নগদ ভাতা ৫ দিন×মাঃ ডঃ ৮৭.০০= মাঃ ডঃ ৪৩৬.০০	হোটেল রিসিট যথাযথ না থাকায় সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য বিধায় নগদ ভাতা প্রাপ্য নয়।	মাঃ ডঃ ৪৩৬.০০ ৫২,৩২০.০০ (৪৩৬×৮০×১.৫)
		মোট =	মাঃ ডঃ ২৩৮১.০০ বা টাকা (২৩৮১×৮০×১.৫) ২,৮৫,৭২০.০০

৪২ জন কর্ণেল এবং তদনিম্ন কর্মকর্তা কর্তৃক অতিরিক্ত গ্রহণ			
দেশ	গ্রহণ (মাঃ ডঃ)	প্রাপ্য (মাঃ ডঃ)	অতিরিক্ত
চীন	হোটেল ভাতা ১৭.০৮.২০১৪ হতে ২৩.০৮.২০১৪ পর্যন্ত ৭ দিন×২৪৬.০০ = মাঃ ডঃ ১৭২২	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য তবে ১৮.০৮.২০১৪ হতে ২৩.০৮.২০১ পর্যন্ত ৬ দিন চীনে প্রতিরক্ষা এটাসের সনদেও ১৮.০৮.২০১৪ হতে Detination উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ ৬ দিন × মাঃ ডঃ ১৭৮ = মাঃ ডঃ ১০৬৮.০০	মাঃ ডঃ ৬৫৪.০০ অথবা (৬৫৪×৮০×১.৫) টাকা ৭৮,৪৮০.০০
	নগদ ভাতা ১৭.০৮.২০১৪ হতে ২৩.০৮.২০১৪ পর্যন্ত ৭ দিন×৯১.০০ মাঃ ডঃ = মাঃ ডঃ ৬৩৭.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রদেয় বিধায় নগদ ভাতা প্রাপ্য নয়।	মাঃ ডঃ ৬৩৭.০০ অথবা (৬৩৭×৮০×১.৫) টাকা ৭৬,৪৪০.০০
মালয়েশিয়া	হোটেল ভাতা ২৪.০৮.২০১৪ হতে ২৮.০৮.২০১৪ পর্যন্ত ৫ দিন×১৯৬.০০ = মাঃ ডঃ ৯৮০	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য তবে ২৪.০৮.২০১৪ হতে ২৭.০৮.২০১ পর্যন্ত ৪ দিন। কেননা আগমনের দিন (২৪.০৮.২০১৪) গণনা করায় প্রস্থানের দিন ২৮.০৮.২০১৪ গণনা থেকে বাদ যাবে। অর্থাৎ ৪ দিন× মাঃ ডঃ ১৫১.০০ = মাঃ ডঃ ৬০৪.০০	মাঃ ডঃ ৩৭৬.০০ অথবা (৩৭৬×৮০×১.৫) টাকা ৪৫,১২০.০০
	নগদ ভাতা ৫ দিন×মাঃ ডঃ ৭৭.০০ = মাঃ ডঃ ৩৮৫.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য বিধায় নগদ ভাতা প্রাপ্য নয়।	মাঃ ডঃ ৩৮৫.০০ অথবা (৩৮৫×৮০×১.৫) টাকা ৪৬,২০০.০০
		মোট =	মাঃ ডঃ ২০৫২ বা (২০৫২×৮০×১.৫) টাকা ২,৪৬,২৪০.০০

অনুচ্ছেদ নং-০২

পরিশিষ্ট-০২(০২)

এপি নং-১৪৩৮২ (আপত্তি নং-১০)

এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট এর ২০১৩-২০১৬ সালের হিসাব

চীন সফরে বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলে বাধ্যতামূলক হল্টেজ না থাকা সত্বেও উহা প্রদান করায় এবং তৈরীকৃত (Manufactured) ভাউচার দ্বারা হোটেল ভাড়া গ্রহণ করায় সরকারের আদায়যোগ্য ৩,৪৫,৭২০ টাকা

এএফডি এর পত্র নং-০৬.০০.০০০০.০২১৪৩.০৪০.১৪/৫১৩ তারিখ ১২.০৩.২০১৪ সংখ্যক সরকারি আদেশ অনুযায়ী বিএ-৪২৮১, মেজর মোঃ মাশরুর এস এস রুমী, দলনেতা পদাতিক এবং বিএ-৫৬৮৯ মেজর মোঃ নেয়ামত তারিকউল্লাহ, পিএসসি, অর্ডন্যান্স, সদস্য-কে ১৬.০৩.২০১৪ হতে ২২.০৩.২০১৪ পর্যন্ত প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন উপলক্ষ্যে (ডিজিডিপি চুক্তিপত্র নং-২১৮.০০৪. ১৩.০১ তারিখ ২৯.০৬.২০১৩) ০৭ দিনের চীন ভ্রমণ।

(১) বাধ্যতামূল হল্টেজ না হওয়া সত্বেও উহা গ্রহণঃ সেনাসদরের ১৩.০৩.২০১৪ তারিখের পত্রে ১৫.০৩.২০১৪=১ দিন এবং ২৩.০৩.২০১৪ অর্ধেক দিন, মোট ১.৫ দিন কুনমিং বাধ্যতামূলক হলটেজ দেখানো হয়েছে। বিএ-৪২৮১ মেজর মোঃ মাশরুর এস এম রুমীর এয়ার টিকিট হতে দেখা যায় ১৫.০৩.২০১৪ তারিখে কুনমিং এ ১৮:২০ ঘটিকায় পৌছানো হয় এবং ২৩.০৩.২০১৪ তারিখ ১৩:০৫ ঘটিকার ফ্লাইটে কুনমিং হতে প্রস্থান করা হয়। ১৩:০৫ ঘটিকার ফ্লাইটে ফ্লাই করতে হলে হোটেল থেকে পূর্বাহ্নেই বের হতে হয়েছে। সুতরাং ১৫.০৩.২০১৪ হতে ২৩.০৩.২০১৪ পর্যন্ত ৮ রাতের জন্য ৮ দিনের দৈনিক ভাতা প্রাপ্য। দাখিলকৃত কথিত হোটেল বিলেও তাইই দেখা যায়। ২৩.০৩.২০১৪ তারিখ তিনি বাংলাদেশে ফিরে এসেছেন। ঐ দিন বাধ্যতামূলক হল্টেজের কোন ঘটনা ঘটেনি। সুতরাং ২ জন অফিসারের ২৩.০৩.২০১৪ তারিখ অর্ধদিন বাধ্যতামূলক হল্টেজ প্রাপ্য নয়। বিধায় মাঃ ডঃ ৩৩৭.০০×০.৫০=মাঃ ডঃ ১৬৮.৫০×২=৩৩৭ মার্কিন ডলার বেশী গ্রহণ করা হয়েছে।

(২) তৈরীকৃত ভাউচার দ্বারা হোটেল ভাড়া গ্রহণঃ বিলের সাথে দাখিলকৃত JianBin Business Hotel, North Road Qujing City Yunnan China-হতে দেখা যায় যে, হোটেল ভাড়া প্রতিদিন ৩৩৭.০০ মার্কিন ডলার। উক্ত অফিসার যে ক্যাটাগরির তাতে প্রতিদিন হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ভাতা ২৪৬.০০ এবং নগদ ভাতা ৯১.০০ মাঃ ডঃ সহ মোট ৩৩৭ মাঃ ডঃ প্রাপ্য। প্রকৃত হোটেল ভাউচারে রুম ভাড়া, ভ্যাট, সার্ভিস চার্জ ইত্যাদি উল্লেখ থাকে। এছাড়াও উক্ত ভাউচার স্বাক্ষর বিহীন পাওয়া গেছে। হোটেলের হোল্ডিং নম্বর, ফোন ও ফ্যাক্স নম্বর নাই। একই হোটেলের ২টি বিল দেয়া হয়েছে। একটিতে চেক ইন ১৬.০৩.২০১৪, চেক আউট ২৩.০৩.২০১৪ এবং ভাড়া ৭ দিনের অন্যটিতে চেক ইন ১৫.০৩.২০১৪, চেক আউট ২৩.০৩.২০১৪ এবং ভাড়া ১ দিনের। তাও আবার Compulsory Holtage লেখা। বিদেশে কোন হোটেলে Compulsory Holtage লেখা হয় না। উক্ত হোটেল ভাড়ার ভাউচার তৈরীকৃত (Manufactured). হোটেল ভাড়ার ভাউচার সঠিক বলে প্রতীয়মান না হওয়ায় সংশ্লিষ্ট অফিসারদ্বয় ১৬.০৩.২০১৪ হতে ২৩.০৩.২০১৪ পর্যন্ত ০৮ দিন কম্প্রিহেনসিভ এলাউন্স প্রাপ্য। সুতরাং কম্প্রিহেন্সিভ এ্যালাউন্স বাবদ মাঃ ডঃ ১৭৮×৮ দিন= মাঃ ডঃ ১৪২৪ প্রাপ্য। কিন্তু গ্রহণ করা হয়েছে (মাঃ ডঃ ৩৩৭×৮)= মাঃ ডঃ ২৬৯৬ অর্থাৎ অতিরিক্ত গ্রহণ করা হয়েছে ১২৭২মার্কিন ডলার। প্রতিজনে (১৬৮.৫০+১২৭২) মাঃ ডঃ ১৪৪০.৫০ অতিরিক্ত গ্রহণ করায় ২ জনের অতিরিক্ত গ্রহণ মাঃ ডঃ ২৮৮১ (১৪৪০.৫০×২) যা বৈদেশিক মুদ্রাতেই কিংবা দেশীয় মুদ্রার (২৮৮১×৮০×১.৫) = টাকা ৩,৪৫,৭২০ ফেরতযোগ্য।

অনুচ্ছেদ নং-০২

পরিশিষ্ট-০২(০৩)

এপি নং-১৪৪৪৯ (আপত্তি নং-২৪৭)

এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট এর ২০১৩-২০১৬ সালের হিসাব

সার্বিয়াতে প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন উপলক্ষ্যে বাধ্যতামূলক অবস্থান দেখিয়ে হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ ২,১৯,৬০০ টাকা।

নিম্নোক্ত সেনাকর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ যাতায়াতসময়সহ ২২/১০/২০১৩ হতে ০২/১০/২০১৩ পর্যন্ত প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন উপলক্ষ্যে সার্বিয়া সফর করেনঃ

১। বিএ-৫০৩২ মেজর মোঃ শহীদুল হক, ইএমই
২। বিএ-৪৮৩৮ মেজর ইমরান উল্লাহ্ সরকার, অর্ডন্যান্স
৩। বিএ-৫৩৭৩ মেজর মোঃ মিজানুর রহমান, ইএমই
৪। বিএ-৫৩৮৮ মেজর এ কে এম সাদেকুল ইসলাম, পিএসসি
৫। টিডি-২৬৮ সহকারী ফোরম্যান কে এম মোশাররফ হোসেন
৬। টিডি-৭৫৯ সুপারভাইজার ‘সি’ মোঃ আবু আল আওয়াল তছলিম উদ্দিন আহমেদ

ফ্লাইট সিডিউল অনুযায়ী যাওয়ার পথে ২২/১০/২০১৩ তারিখ যাত্রা করে ইসত্মাম্বুলে ১১৫০ ঘটিকায় পৌছে ইস্তাম্বুল থেকে ১৮৩৫ ঘটিকায় ফ্লাই করা হয়। অর্থাৎ ইস্তাম্বুলে ৬ ঘন্টা ৪৫ মিনিট অবস্থান করা হয়। আবার ফেরার পথে ইস্তাম্বুলে ০২/১১/২০১৩ তারিখ ১২১৫ ঘটিকায় পৌছে সেখান থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ১৮৩৫ ঘটিকায় ফ্লাই করা হয়। অর্থাৎ ৫ ঘন্টা ২০ মিনিট অবস্থান করা হয়। বিমান থেকে অবতরন, বিমান বন্দরের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে হোটেলে গমন এবং ফ্লাইট ধরার জন্য হোটেল থেকে চেক আউট করে পর্যাপ্ত সময় পূর্বে বিমান বন্দরের পৌছার জন্য যে সময় ব্যয় হয় তাতে করে হোটেলে অবস্থানের জন্য ৬ ঘন্টা সময় কোনভাবেই ছিল না। এছাড়া কানেকটিং ফ্লাইট ধরার জন্য বিমান বন্দরের অপেক্ষমান এবং সিডিউলের বাইরে অবস্থান করা হয় নাই বিধায় বাধ্যতামূলক অবস্থান হিসাবে গণ্য হবে না। অতএব, যাওয়া ও ফেরার পথে ইস্তাম্বুল অর্ধদিবস করে ১ দিনের হোটেল ভাড়া পরিশোধ বিধিসংগত হয় নাই। অগ্রিম গ্রহণ করায় বৈদেশিক মুদ্রাতেই মাঃ ডঃ ৩৩৭.০০ ফেরত কিংবা দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হার অনুযায়ী দেড় গুণ হিসাবে নিম্নোক্তদের নিকট হতে তাদের বিপরীতে প্রদর্শিত অর্থ আদায়যোগ্যঃ

নাম ও পদবী	গ্রহণ
বিএ-৫০৩২ মেজর মোঃ শহীদুল হক, ইএমই	মাঃ ডঃ ৩৩৭ বা টাকা ৪০৪৪০ (৩৩৭×৮০×১.৫)
বিএ-৪৮৩৮ মেজর ইমরান উলস্নাহ্ সরকার, অর্ডন্যান্স	মাঃ ডঃ ৩৩৭ বা টাকা ৪০৪৪০ (৩৩৭×৮০×১.৫)
বিএ-৫৩৭৩ মেজর মোঃ মিজানুর রহমান, ইএমই	মাঃ ডঃ ৩৩৭ বা টাকা ৪০৪৪০ (৩৩৭×৮০×১.৫)
বিএ-৫৩৮৮ মেজর এ কে এম সাদেকুল ইসলাম, পিএসসি	মাঃ ডঃ ৩৩৭ বা টাকা ৪০৪৪০ (৩৩৭×৮০×১.৫)
টিডি-২৬৮ সহকারী ফোরম্যান কে এম মোশাররফ হোসেন	মাঃ ডঃ ২৪১ বা টাকা ২৮৯২০ (২৪১×৮০×১.৫)
টিডি-৭৫৯ সুপারভাইজার ‘সি’ মোঃ আবু আল আওয়াল তছলিম উদ্দিন আহমেদ	মাঃ ডঃ ২৪১ বা টাকা ২৮৯২০ (২৪১×৮০×১.৫)
মোট মাঃ ডঃ ১৮৩০ বা টাকা ২,১৯,৬০০	

অনুচ্ছেদ নং-০২

পরিশিষ্ট-০২(০৪)

এপি নং-১৪৫৫৮ (আপত্তি নং-৩৭)

এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট এর ২০১৩-২০১৬ সালের হিসাব

বিএ-৪৪১১ লেঃ কর্ণেল আবু মোঃ হাসানুল হাবিব, পদাতিক কর্তৃক বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা বাবদ টাকা ৮৩,৮১১ অতিরিক্ত গ্রহণ।

এএফডি এর ০৬.০১.২০১৫ তারিখের ২৬৪৩/অপস/×/এফএ/ইউনোসি সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে বিএ-৪৪১১ লেঃ কর্ণেল আবু মোঃ হাসানুল হাবিব, পদাতিক কর্তৃক ১১.০১.২০১৫ হতে ১৮.০১.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ব্যানটিএফ/২ ইউনোসি (আইভরি কোস্ট) এর লজিস্টিকস রেকী ও সার্ভে টীমের সদস্য হিসেবে ভ্রমণ বিল পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, (১) তিনি ঢাকা থেকে ১০.০১.২০১৫ খ্রিঃ তারিখ রাত্রি ০৯:০৫ ঘটিকায় যাত্রা করে দুবাই হয়ে আবিদজানে (আইভরি কোস্ট) ১১.০১.২০১৫ তারিখ অপরাহ্ন ০২:২৫ ঘটিকায় পৌছে। আবার আবিদজান থেকে ১৮.০১.২০১৫ তারিখ অপরাহ্নে ০৪:০৫ ঘটিকায় যাত্রা করে ১৯.০১.২০১৫ তারিখে সকাল ০৬:০৫ মিনিটে দুবাই পৌছেন এবং ১৯.০১.২০১৫ তারিখেই দুবাই থেকে ০৭ ঘন্টা ১০ মিনিট পর অপরাহ্ন ০১:১৫ ঘটিকায় ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। অর্থাৎ তিনি আইভরি কোস্টে ০৭ (সাত) রাত্রি অবস্থান করেন কিন্তু তিনি ০৮ (আট) দিনের হোটেল ভাড়া ভিত্তিক (নগদ ভাতাসহ) গ্রহণ করেন। অর্থাৎ তিনি অবস্থানের অতিরিক্ত ০১ (এক) দিনের হোটেল ভাতা গ্রহণ করেন।

(২) ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী তিনি আবিদজান হতে ১৮.০১.২০১৫ তারিখ অপরাহ্ন ০৪:০৫ ঘটিকায় যাত্রা করে ১৯.০২.২০১৫ তারিখে দুবাই বিমান বন্দরে সকাল ০৬:০৫ ঘটিকায় পৌছেন এবং ১৯.০১.২০১৫ তারিখ ৭.১০ ঘন্টা পর ০১.১৫ ঘটিকায় যাত্রা করেন। টিকিট অনুযায়ী দুবাই এয়ার পোর্টে যে সময়ে আগমন ও প্রস্থান হওয়ার কথা ছিল বাস্তবে ভ্রমণের ক্ষেত্রে সেই সময়ে আগমন ও প্রস্থান হয়েছে। সিডিউলের বাইরে অতিরিক্ত সময় দুবাইতে অবস্থান করতে হয় নাই বিধায় বাধ্যতামূলক কোন অবস্থানের ঘটনা ঘটে নাই। কিন্তু দুবাই এর জন্য তিনি ১/২ দিনের বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য (২৭৩×৭৮÷২)= টাকা ১০,৬৪৭.০০ টাকা গ্রহণ করেছেন যা তিনি প্রাপ্য নন। এছাড়া দুবাইতে দুবাই বিমান বন্দর থেকে বাহির হওয়ার জন্য ইমিগ্রেশনের মাধ্যমে বাহির হবার ও পুনঃ প্রবেশের কোন প্রমাণ নেই। এয়ার লাইন্স কর্তৃক বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য কোন হোটেল ভাড়া পরিশোধ না করার সনদ নাই। এমনকি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা দুবাইতে হোটেলে অবস্থানের কোন প্রমাণকও দাখিল করেন নাই। আরো উল্লেখ্য যে, দুবাইতে ৭ ঘন্টা ১০ মিনিট অবস্থানের ক্ষেত্রে বিমান বন্দর থেকে ইমিগ্রেশন ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক সম্পন্ন শেষে বাহির হতে কমপক্ষে ১ ঘন্টা, এয়ার পোর্ট থেকে শহরে যাওয়ার জন্য ১ ঘন্টা সময় ধরা হলে ২ ঘন্টা। আবার অপরাহ্ন ০১.১৫ ঘটিকায় বিমান যাত্রা করতে হলে কমপক্ষে ২ ঘন্টা পূর্বে বিমান বন্দরে রিপোর্ট করতে হয়। সুতরাং এভাবে ৩ ঘন্টা অর্থাৎ ৫ ঘন্টা ব্যয় হয়ে গেলে দুবাইতে ১/২ দিন বাধ্যতামূলক অবস্থানের ঘটনা বাস্তবতা বিবর্জিত।

(৩) দাখিলকৃত হোটেল বিলগুলি তৈরীকৃত বলে প্রতীয়মান হয়। কারণ (ক) তিনটি হোটেলের জন্য সবুজ, গোলাপী ও হলুদ এ-৪ সাইজের কাগজে বিলগুলি তৈরী যা কোন হোটেল থেকে দেয়া হয় না। (খ) আলোচ্য ক্যাটাগরীর জন্য হোটেল ভাড়া ও নগদ ভাতা মিলে মাঃ ডঃ ২৭৩ হয় এবং ৩টি বিলেই প্রতিদিনের জন্য মাঃ ডঃ ২৭৩ হিসাবে বিল দেখানো হয়েছে। এরকম বিল/ভাড়া আদৌ সম্ভব বলে প্রতীয়মান হয় না।

অর্থাৎ হোটেল বিলগুলো যথার্থ না হওয়ায় তিনি হোটেল ভাড়া ভিত্তিক (নগদভাতাসহ) ভাতা প্রাপ্য নয়। তিনি সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য। সুতরাং এক্ষেত্রে তিনি ১৭৮×৭দিন×টাকা ৭৮.০০ = ৯৭,১৮৮ টাকা প্রাপ্য, কিন্তু গ্রহণ করেছেন ১,২৭,৭৬৪+ ৫৩,২৩৫) টাকা ১,৮০,৯৯৯, ফলে (১,৮০,৯৯৯-৯৭,১৮৮) তিনি ৮৩,৮১১ টাকা অতিরিক্ত গ্রহণ করেছেন।

অনুচ্ছেদ নং-০২
পরিশিষ্ট-০২(০৫)
এপি নং-১৪৬৩৮ (আপত্তি নং-০১)।

এফসি (বিওএফ) গাজীপুর সেনানিবাসের, এর ২০১৩-২০১৬ সালের হিসাব

চীনে প্রশিক্ষনে গমনকারী প্রশিক্ষণার্থীগন কর্তৃক টিএ/ডিএ বিলে অপ্রাপ্য হোটেল ভাড়া ও নগদ ভাতা গ্রহন করায় ক্ষতি ৩,৬০,০৩২ টাকা।

বৈদেশিক প্রশিক্ষনে গমনকারী ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক টিএ/ডিএ বিলে অপ্রাপ্য নগদসহ হোটেল ভাতা গ্রহন করায় ৩,৬০,০৩২ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট **" পরিশিষ্ট-২(৫)(।)"** এ দেয়া হ'ল)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং ০৬.০০.০০০০.০২১.৪৩.০৪০.১৪/২৯৬ তারিখ ২৭-১১-২০১৪ খ্রিঃ এবং বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা (বিওএফ), গাজিপুর সেনানিবাস এর স্মারক নং-২৩.০৪.০০০০.২২.০১৪.০০২.১২.০২.১২.১৪/১ তারিখ ০২-১২-২০১৪ খ্রিঃ এর মাধ্যমে চীনে অনুষ্ঠিত "Cnc Machening Center(Model Ck451)" এর ওপর প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহনের জন্য পরিশিষ্টে বর্নিত ০২(দুই)জন বেসামরিক অফিসার ও ০৪(চার)জন কর্মচারীকে ০৮ ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৩ ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ০৬দিন অথবা যাত্রার সময় হতে ০৬ দিন সময়ের জন্য চীনে গমনাগমন ও অবস্থানের জন্য মনোনয়ন দেয়া হয়। উক্ত সফরে চীন সরকার কোন ব্যয় ভার বহন করবেনা। সমূদয় খরচ বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার বরাদ্দ থেকে বহন করা হবে।

উক্ত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক গৃহিত টিএ/ডিএ বিলে ত্রুটি নিম্নরূপঃ

(১) জিও এবং এফজিও'র মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগনকে ০৮-১৩ ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রিঃ বা যাত্রার তারিখ হতে ০৬(ছয়) দিনের জন্য চীন সফরের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ১০-১৫ ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রিঃ এই ০৬ দিন চীনে অবস্থানের নগদসহ হোটেল ভাতা দাবী করেছেন। অন্যদিকে ফ্লাইট আইটিনারী হতে দেখা যায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগন ০৮ ডিসেম্বর ঢাকা ত্যাগ করেছেন এবং পুনরায় ২৫ ডিসেম্বর ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেছেন। অর্থাৎ জিও/এফজিও, বিলে দাবীকৃত অবস্থান ও ফ্লাইট আইটিনারীর মধ্যে সামঞ্জস্য নেই এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগন অনুমোদিত সময়ের অতিরিক্ত সময় চীনে অবস্থান করেছেন, যার কোন ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি।

(২) সফরকারী প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী চীনে অবস্থানকালীন ০৬ দিনের জন্য নগদসহ হোটেল ভাতা বাবদ পরিশিষ্টের ০৩ নং কলামে প্রত্যকের নামের পার্শে উল্লিখিত অর্থ গ্রহন করেছেন। কিন্তু অর্থ মন্ত্রনালয়ের অনুমোদনক্রমে জারিকৃত প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং-২২০৭/টি তারিখঃ ০৫-০৯-১৯৯৪ খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ-ক(১)(ক) অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মেয়াদ অনুর্ধ ৬মাস হলে প্রশিক্ষণের সম্পূর্ন সময়ের জন্য সর্বসাকূল্য ভাতার ৮৫% হারে দৈনিক ভাতা প্রাপ্য। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের উপর্যুক্ত স্মারক অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগন সমগ্র প্রশিক্ষণ সময়ের জন্য সর্ব সাকূল্য ভাতার ৮৫% হারে পরিশিষ্টের ০৪ নং কলামে প্রত্যেকের নামের পার্শে উল্লিখিত অর্থ প্রাপ্য। ফলে পরিশিষ্টের ০৫ নং কলামে প্রত্যেকের নামের পার্শে উল্লিখিত অর্থ অতিরিক্ত গ্রহনের কারনে ৩,৬০,০৩২ টাকা আদায়যোগ্য।

"পরিশিষ্ট-২(৫)(।)"
এপি নং-১৪৬৩৮ (আপত্তি নং-০১)।

অপ্রাপ্য নগদসহ হোটেল ভাতা গ্রহনজনিত ক্ষতির বিবরনীঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম, নম্বর ও পদবী	গৃহিত অর্থের পরিমান	প্রাপ্য অর্থের পরিমান	অতিরিক্ত প্রদত্ত অর্থ
০১	০২	০৩	০৪	০৫(০৩-০৪)
০১	নং-১৪৬১ খান গোলাম হোসেন, উপ-সহঃ প্রকৌশলী	১,৩৪,৩১৬/- (বিল অনুযায়ী)	(১৬৫×৮৫%×৬দিন×৭৮ টাকা) বা ৬৫,৬৩৭/-	৬৮,৬৭৯/-
০২	নং-১৭৬৫ মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন, উপ-সহঃ প্রকৌশলী	১,৩৪,৩১৬/- (বিল অনুযায়ী)	(১৬৫×৮৫%×৬দিন×৭৮ টাকা) বা ৬৫,৬৩৭/-	৬৮,৬৭৯/-
০৩	নং-১১০০৪ মোঃ নুরুজ্জামান মিয়া, স্কীল্ড টেকঃ	১,১৩,২৫৬/- (বিল অনুযায়ী)	(১৬৫×৮৫%×৬দিন×৭৮ টাকা) বা ৬৫,৬৩৭/-	৪৭,৬১৯/-
০৪	নং-১০৪৯৩ মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান, টেকনিশিয়ান	১,১৩,২৫৬/- (বিল অনুযায়ী)	(১৬৫×৮৫%×৬দিন×৭৮ টাকা) বা ৬৫,৬৩৭/-	৪৭,৬১৯/-
০৫	নং-১০১৯৬ আনোয়ার হোসেন, মাষ্টার টেকঃ	১,৩৪,৩১৬/- (বিল অনুযায়ী)	(১৬৫×৮৫%×৬দিন×৭৮ টাকা) বা ৬৫,৬৩৭/-	৬৮,৬৭৯/-
০৬	নং-১০৫৫৯ মোঃ নুরুল হুদা, টেকনিশিয়ান	১,১৩,২৫৬/- (বিল অনুযায়ী)	(১৩৭×৮৫%×৬দিন×৭৮ টাকা) বা ৫৪,৪৯৯/-	৫৮,৭৫৭/-
	সর্বমোট =	৭,৪২,৭১৬/-	৩,৮২,৬৮৪/-	৩,৬০,০৩২/-

অনুচ্ছেদ নং-০২

পরিশিষ্ট-০২(০৬)

এপি নং-১৪৬৩৯ (আপত্তি নং-০৩)।

এফসি (বিওএফ) গাজীপুর সেনানিবাসের, এর ২০১৩-২০১৬ সালের হিসাব

চীনে প্রশিক্ষণে গমনকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ কর্তৃক অপ্রাপ্য হোটেল ভাড়া ও নগদ ভাতা গ্রহণ করায় ক্ষতি ৬,৮০,৩৯৯ টাকা।

বৈদেশিক প্রশিক্ষনে গমনকারী ব্যক্তিবর্গকর্তৃক অপ্রাপ্য নগদসহ হোটেল ভাতা গ্রহন করায় ৬,৮০,৩৯৯ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট **"০২(০৬)(।)"** এ দেয়া হ'ল)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং ০৬.০০.০০০০.০২১.৪৩.০৪০.১৪/১১৯ তারিখ ১৬-০৯-২০১৪ খ্রিঃ এবং বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা(বিওএফ), গাজিপুর সেনানিবাস এর স্মারক নং-২৩.০৪.০০০০.২২০.০১৪.০০৩.১৩.২০.০৯.১৪ তারিখ ২০-০৯-২০১৪ খ্রিঃ এর মাধ্যমে চীনে অনুষ্ঠিত "10xcnc Machining Center" এর ওপর প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহনের নিমিত্ত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৮ অক্টোবর ২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত অথবা যাত্রার তারিখ হতে ১০(দশ) দিন সময়ের জন্য পরিশিষ্টে বর্নিত ০৩(তিন)জন বেসামরিক অফিসার ও ০৩(তিন)জন কর্মচারীকে চীন সফর ও অবস্থানের মনোনয়ন দেয়া হয়। উক্ত সফরে চীন সরকার কোন ব্যয় ভার বহন করেনি। সমূদয় খরচ বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার বরাদ্দ থেকে বহন করা হয়।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগন কর্তৃক গৃহিত টিএ/ডিএ বিলে ত্রুটি নিম্নরূপঃ

প্রশিক্ষণার্থী প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী চীনে অবস্থানকালীন ১০দিনের জন্য নগদসহ হোটেল ভাতা বাবদ পরিশিষ্টের ০৩ নং কলামে প্রত্যকের নামের পার্শে উল্লিখিত অর্থ গ্রহন করেছেন। কিন্তু অর্থ মন্ত্রনালয়ের অনুমোদনক্রমে জারিকৃত প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং-২২০৭/টি তারিখঃ ০৫-০৯-১৯৯৪ খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ-ক(১)(ক) অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মেয়াদ অনুর্ধ ৬মাস হলে প্রশিক্ষণের সম্পূর্ন সময়ের জন্য সর্বসাকূল্য ভাতার ৮৫% হারে দৈনিক ভাতা প্রাপ্য। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের উপর্যুক্ত স্মারক অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগন, প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৬মাসের কম হওয়ায়, সমগ্র প্রশিক্ষণ সময়ের জন্য সর্ব সাকূল্য ভাতার ৮৫% হারে পরিশিষ্টের ০৪ নং কলামে প্রত্যেকের নামের পার্শে উল্লিখিত অর্থ প্রাপ্য। ফলে পরিশিষ্টের ০৫ নং কলামে প্রত্যেকের নামের পার্শে উল্লিখিত অর্থ অতিরিক্ত গ্রহন করেছেন। উক্ত অতিরিক্ত গ্রহনের কারনে ৬,৮০,৩৯৯ টাকা আদায়যোগ্য।

পরিশিষ্ট-"০২(০৬)(।)

অপ্রাপ্য নগদসহ হোটেল ভাতা গ্রহনজনিত ক্ষতির বিবরনীঃ

ক্রঃনং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম, নম্বর ও পদবী	গৃহিত অর্থের পরিমান	প্রাপ্য অর্থের পরিমান	অতিরিক্ত প্রদত্ত অর্থ
০১	০২	০৩	০৪	০৫(০৩-০৪)
০১	নং-১৭০১ এ এন এম জাকারিয়া, সহ: ব্যবস্থাপক	২,৬৭,৯১৫/- (বিল অনুযায়ী)	(১৭৮×৮৫%×১০দিন×৭৯.৫০ টাকা) বা ১,২০,২৮৪/-	১,৪৭,৬৩১/-
০২	নং-১৪৫৩ মোঃ আব্দুর রব, উপ-সহ: প্রকৌশলী	২,২৮,১৬৫/- (বিল অনুযায়ী)	(১৬৫×৮৫%×১০দিন×৭৯.৫০ টাকা) বা ১,১১,৪৯৯/-	১,১৬,৬৬৬/-
০৩	নং-১৪৬৫ মোঃ হাসান মোস্তফা কামাল, -ঐ-	২,২৮,১৬৫/- (বিল অনুযায়ী)	(১৬৫×৮৫%×১০দিন×৭৯.৫০ টাকা) বা ১,১১,৪৯৯/-	১,১৬,৬৬৬/-
০৪	নং-১০৭৫৮ মোঃ শাহ আলম, টেকনিশিয়ান	১,৯২,৩৯০/- (বিল অনুযায়ী)	(১৩৭×৮৫%×১০দিন×৭৯.৫০ টাকা) বা ৯২,৫৭৮/-	৯৯,৮১২/-
০৫	নং-১০৬৪৯ মোঃ আজাদুল ইসলাম, -ঐ-	১,৯২,৩৯০/- (বিল অনুযায়ী)	(১৩৭×৮৫%×১০দিন×৭৯.৫০ টাকা) বা ৯২,৫৭৮/-	৯৯,৮১২/-
০৬	নং-১০৮২৩ মোঃ সেলিম হোসেন হাওলাদার, -ঐ-	১,৯২,৩৯০/- (বিল অনুযায়ী)	(১৩৭×৮৫%×১০দিন×৭৯.৫০ টাকা) বা ৯২,৫৭৮/-	৯৯,৮১২/-
	সর্বমোট =	১৩,০১,৪১৫/-	৬,২১,০১৬	৬,৮০,৩৯৯ টাকা

অনুচ্ছেদ নং-০২
পরিশিষ্ট-০২(০৭)
এপি নং-১৪৬৪০, (আপত্তি নং-০৭)
এফসি (বিওএফ) গাজীপুর সেনানিবাসের, এর ২০১৩-২০১৬ সালের হিসাব

চীনে প্রশিক্ষনে গমনকারী প্রশিক্ষণার্থীগণ কর্তৃক অপ্রাপ্য হোটেল ভাড়া ও নগদ ভাতা এবং অতিরিক্ত বিমান ভাড়া গ্রহণ করায় ক্ষতি ২১,৫২,৬৪৯ টাকা।

বৈদেশিক প্রশিক্ষনে গমনকারী প্রশিক্ষণার্থীগন কর্তৃক অপ্রাপ্য নগদ ভাতাসহ হোটেল ভাড়া গ্রহন করায় ২১,৫২,৬৪৯ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট **"২(০৭)(।)"** এ দেয়া হ'ল)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং ০৬.০০.০০০০.০২১.৪৩.০৪০.১৪/আর্মি/জিও/২৫৫ তারিখ: ১৩-১১-২০১৪ খ্রিঃ এবং বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা (বিওএফ), গাজিপুর সেনানিবাস এর স্মারক নং-২৩.০৪.০০০০.২২০.০১৪.০০২.১২.২৮ .১২.১৪ তারিখ ২৯-১২-২০১৪ খ্রিঃ এর মাধ্যমে চীনে অনুষ্ঠিত Non Mercury Based Primer Cap Manufacturing Plant এর ওপর প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে ২৪ নভেম্বর ২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৭ ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ১৪ দিন অথবা প্রশিক্ষণ শুরুর তারিখ হতে ১৪ (চৌদ্দ) দিন সময়ের জন্য বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার পরিশিষ্টে বর্নিত ১৩ (তের)জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে চীন সফর ও অবস্থানের মনোনয়ন দেয়া হয়। উক্ত সফরে চীন সরকার কোন ব্যয় ভার বহন করেনি। সমুদয় খরচ বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার বরাদ্দ থেকে বহন করা হয়।

উক্ত কর্মকর্তাগন কর্তৃক গৃহিত টিএ/ডিএ বিলে ত্রুটি নিম্নরূপঃ

(১) সফরকারী প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী চীনে অবস্থানকালীন ১৪ (চৌদ্দ)দিনের জন্য নগদ ভাতাসহ হোটেল ভাড়া বাবদ পরিশিষ্টের ০৩ নং কলামে প্রত্যকের নামের পাশে উল্লিখিত অর্থ গ্রহন করেছেন। কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে জারিকৃত প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং-২২০৭/টি তারিখঃ ০৫-০৯-১৯৯৪ খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ-ক(১)(ক) অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মেয়াদ অনুর্ধ ৬মাস হলে প্রশিক্ষণের সম্পূর্ন সময়ের জন্য সর্বসাকূল্য ভাতার ৮৫% হারে দৈনিক ভাতা প্রাপ্য। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের উপর্যুক্ত স্মারক অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগন, প্রশিক্ষণের মেয়াদ ০৬ মাসের কম হওয়ায়, সমগ্র প্রশিক্ষণ সময়ের জন্য সর্ব সাকূল্য ভাতার ৮৫% হারে পরিশিষ্টের ০৪ নং কলামে প্রত্যেকের নামের পাশে উল্লিখিত অর্থ প্রাপ্য। ফলে তারা পরিশিষ্টের ০৫ নং কলামে প্রত্যেকের নামের পাশে উল্লিখিত অর্থ অতিরিক্ত গ্রহন করেছেন। উক্ত অতিরিক্ত গ্রহণের কারণে ২১,৫২,৬৪৯ টাকা আদায়যোগ্য।

এতদ্ব্যতিত একই প্রশিক্ষণে একই এয়ার লাইনস্ এ ভ্রমণ করা সত্ত্বেও সকল প্রশিক্ষণার্থী ৪৬,৮৪৭ টাকা করে বিমান ভাড়া গ্রহন করলেও বিএ-৫৮২০ মেজর মোহাম্মদ খুরশীদ আলম, পিএসসি ১,২০,০০০ টাকা বিমান ভাড়া গ্রহণ করেছেন। ফলে অতিরিক্ত গৃহিত বিমান ভাড়া (১২০০০০-৪৬৮৪৭) বা ৭৩,১৫৩ টাকা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট হতে আদায়যোগ্য।

পরিশিষ্ট-০২(০৭)(।)
এপি নং-১৪৬৪০ (আপত্তি নং-০৩)।

অপ্রাপ্য নগদসহ হোটেল ভাতা গ্রহনজনিত ক্ষতির বিবরনীঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম, নম্বর ও পদবী	গৃহিত অর্থের পরিমান	প্রাপ্য অর্থের পরিমান	অতিরিক্ত গৃহিত/আদায়যোগ্য অর্থ
০১	০২	০৩	০৪	০৫(০৩-০৪)
০১	বিএ-৫৮২০ মেজর মোহাম্মদ খুরশীদ আলম, পিএসসি	৩,৬৮,০০৪/- (বিল অনুযায়ী)	(১৭৮×৮৫%×১৪দিন×৭৮ টাকা) বা ১,৬৫,২২০/-	২,০২,৭৮৪/- (বিমান ভাড়াসহ)
০২	নং-১৪৮৮ মোহাম্মদ আতাউর রহমান, উপ-সহ: প্রকৌঃ	৩,১৩,৪০৪/-	(১৬৫×৮৫%×১৪দিন×৭৮ টাকা) বা ১,৫৩,১৫৩/-	১,৬০,২৫১/-
০৩	নং-১০১৮৩ মোহাম্মদ রেজাউল করিম,	৩,১৩,৪০৪/-	(১৬৫×৮৫%×১৪দিন×৭৮	১,৬০,২৫১/-

	মাষ্টার টেকনিঃ	(বিল অনুযায়ী)	টাকা) বা ১,৫৩,১৫৩/-	
০৪	নং-১০৪১৭ মোহাম্মদ মোস্তাজ উদ্দিন, -ঐ-	৩,১৩,৪০৪/- (বিল অনুযায়ী)	(১৬৫×৮৫%×১৪দিন×৭৮ টাকা) বা ১,৫৩,১৫৩/-	১,৬০,২৫১/-
০৫	নং-১০৯৩৩ মোহাম্মদ গোলাম সরোয়ার, সিনিঃ টেকনিঃ	৩,১৩,৪০৪/- (বিল অনুযায়ী)	(১৬৫×৮৫%×১৪দিন×৭৮ টাকা) বা ১,৫৩,১৫৩/-	১,৬০,২৫১/-
০৬	নং-১০৯৪২ মোহাম্মদ খায়রুল ইসলাম, -ঐ-	৩,১৩,৪০৪/- (বিল অনুযায়ী)	(১৬৫×৮৫%×১৪দিন×৭৮ টাকা) বা ১,৫৩,১৫৩/-	১,৬০,২৫১/-
০৭	নং-১০৯৩৪ মোহাম্মদ নুরুজ্জামান, -ঐ-	৩,১৩,৪০৪/- (বিল অনুযায়ী)	(১৬৫×৮৫%×১৪দিন×৭৮ টাকা) বা ১,৫৩,১৫৩/-	১,৬০,২৫১/-
০৮	নং-১১০২৯ মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, স্কীল্ড টেকনিশিয়ান	৩,১৩,৪০৪/- (বিল অনুযায়ী)	(১৩৭×৮৫%×১৪দিন×৭৮ টাকা) বা ১,৫৩,১৫৩/-	১,৬০,২৫১/-
০৯	নং-১১০৩৪ মোহাম্মদ আনিসুর রহমান, টেকনিশিয়ান	২,৬৪,২৬৪/- (বিল অনুযায়ী)	(১৩৭×৮৫%×১৪দিন×৭৮ টাকা) বা ১,২৭,১৬৩/-	১,৩৭,১০১/-
১০	নং-১১০৩৪ মোহাম্মদ সোহেল রানা, জুনিঃ টেকনিশিয়ান	২,৬৪,২৬৪/- (বিল অনুযায়ী)	(১৬৫×৮৫%×১৪দিন×৭৮ টাকা) বা ১,২৭,১৬৩/-	১,৩৭,১০১/-
১১	নং-১০১৯৩ এস এম মোকতাল হোসেন, উপ-সহ: প্রকৌঃ	৩,১৩,৪০৪/- (বিল অনুযায়ী)	(১৬৫×৮৫%×১৪দিন×৭৮ টাকা) বা ১,৫৩,১৫৩/-	১,৬০,২৫১/-
১২	নং-১০৩২৪ মোহাম্মদ আতাউর রহমান, সিনিঃ টেকনিঃ	৩,১৩,৪০৪/- (বিল অনুযায়ী)	(১৬৫×৮৫%×১৪দিন×৭৮ টাকা) বা ১,৫৩,১৫৩/-	১,৬০,২৫১/-
১৩	নং-১৫১৭ মোহাম্মদ মুরাদ হোসেন, সিঃ উপ-সহঃ কেমিস্ট	৩,১৩,৪০৪/- (বিল অনুযায়ী)	(১৬৫×৮৫%×১৪দিন×৭৮ টাকা) বা ১,৫৩,১৫৩/-	১,৬০,২৫১/-
	মোট =	৪০,৩০,৫৭২/-	১৯,৫১,০৭৬/-	২০,৭৯,৪৯৬/-

সর্বমোট আদায়যোগ্য ২০,৭৯,৪৯৬+৭৩,১৫৩ = ২১,৫২,৬৪৯/-

অনুচ্ছেদ নং-০২

পরিশিষ্ট-০২(০৮)

এপি নং-১৪৬৪১ (আপত্তি নং-০৯)।

এফসি (বিওএফ) গাজীপুর সেনানিবাসের, এর ২০১৩-২০১৬ সালের হিসাব

বৈদেশিক প্রশিক্ষণে জার্মান গমনকারী প্রশিক্ষণার্থীগন কর্তৃক অপ্রাপ্য নগদসহ হোটেল ভাড়া, বিমান সংস্থার প্রত্যয়ন ব্যতিত বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য সাকূল্য ভাতা এবং অপ্রাপ্য স্বাস্থ্য বীমার অর্থ গ্রহন করায় ক্ষতি ১,০৪,৯৬২ টাকা।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং ০৬.০০.০০০০. ০২১.৪৩.০৪০.১৫/আর্মি/জিও/৬২৩ তারিখ ১২-০৫-২০১৫ খ্রিঃ এবং বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা (বিওএফ), গাজিপুর সেনানিবাস এর স্মারক নং-২৩.০৪.০০০০.২২০.০১৪.০০২.১৪ .১৭.০৫.১৫ তারিখ ১৪-০৫-২০১৫ খ্রিঃ এর মাধ্যমে Optical Emission Spectrometer(OES) এর বৈদেশিক প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে ২০-২৩ মে ২০১৫ ০৪(চার)দিন অথবা গন্তব্য স্থলে পৌঁছার পর হতে ০৪(চার) দিনের জন্য (যাতায়াতের সময় ব্যতিত) জার্মানী গমন ও অবস্থানের জন্য বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার (i) ব্যক্তিগত নং-১৫১০ মোঃ নাজমুল আলম,সিনিয়র উপ- সহকারী কেমিস্ট (ii) ব্যক্তিগত নং-১৫১৪ মোঃ নুরুল ইসলাম খান, উপ-সহকারী কেমিস্টকে অনুমোদন দেয়া হয়।

প্রশিক্ষণার্থীগনের টিএ/ডিএ বিলে ত্রুটিগুলো নিম্নরূপঃ

(১) প্রশিক্ষণার্থীগন তাদের টিএ/ডিএ বিলে অবস্থানকালীন সময় ০৪ দিনের নগদসহ হোটেল ভাড়া বাবদ উভয়ে ৯০,১১৮ টাকা করে গ্রহন করেছেন। কিন্তু অর্থ মন্ত্রনালয়ের অনুমোদনক্রমে জারিকৃত প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং-২২০৭/টি তারিখঃ ০৫-০৯-১৯৯৪ খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ-ক(১)(ক) অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মেয়াদ অনুর্ধ ০৬ মাস হলে প্রশিক্ষণের সম্পূর্ন সময়ের জন্য সর্বসাকূল্য ভাতার ৮৫% হারে দৈনিক ভাতা প্রাপ্য। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের উক্ত স্মারক অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণার্থীগন, প্রশিক্ষণের মেয়াদ ০৬ মাসের কম হওয়ায়, সমগ্র প্রশিক্ষণ সময়ের জন্য সর্ব সাকূল্য ভাতার ৮৫% হারে উভয়ে ৫৭,৩৮৪ টাকা করে প্রাপ্য। সুতরাং তারা প্রত্যেকে অতিরিক্ত গ্রহন করেছেন (৯০১১৮-৫৭৩৮৪) বা ৩২,৭৩৪ টাকা। ফলে উভয়ের নিকট হতে আদায়যোগ্য (৩২৭৩৪×২) বা ৬৫,৪৬৮ টাকা।

(২) সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণার্থীদ্বয় ২৫-০৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ডুসেলডর্ফে বাধ্যতামূলক অবস্থানজনিত কারনে ১৬,৮৭৭ টাকা করে সাকূল্য ভাতা গ্রহন করেছেন। কিন্তু উক্ত বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য বিমান সংস্থা কর্তৃক খরচ বহন করা হয়নি মর্মে কোন প্রত্যয়ন নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি। সুতরাং প্রত্যয়ন ব্যতিত উক্ত সাকূল্য ভাতা প্রাপ্য নয় বিধায় তাদের নিকট থেকে আদায়যোগ্য(১৬৮৭৭×২) বা ৩৩,৭৫৪ টাকা।

(৩) জনাব মোঃ নাজমুল আলম স্বাস্থ্য বীমা বাবদ ৩,২৮৪ টাকা এবং জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম খান স্বাস্থ্য বীমা বাবদ ২,৪৫৬ টাকা গ্রহন করেছেন। কিন্তু অর্থ মন্ত্রনালয়ের অনুমোদনক্রমে জারিকৃত প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং-২২০৭/টি তারিখঃ ০৫-০৯-১৯৯৪ খ্রিঃ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগের স্মারক নং-অম/অবি/ব্যঃনিঃ-২/২(১৯)/২০০০-০৪/অংশ-১/২২১(১০০০) তারিখ ০৯-১০-২০১২ খ্রিঃ অনুযায়ী বৈদেশিক সফরে স্বাস্থ্য বীমা বাবদ অর্থ গ্রহনের কোন সুযোগ নেই। তাই স্বাস্থ্য বীমা বাবদ তাদর গৃহিত(৩২৮৪+২৪৫৬) বা ৫,৭৪০ টাকা আদায়যোগ্য।

এভাবে দুই জনের নিকট হতে মোট আদায়যোগ্য অর্থের পরিমান (৬৫৪৬৮+৩৩৭৫৪+৫৭৪০) বা ১,০৪,৯৬২ টাকা।

অনুচ্ছেদ নং-০২
পরিশিষ্ট-০২(০৯)
এপি নং-১৪৬৪২ (আপত্তি নং-১০)।

এফসি (বিওএফ) গাজীপুর সেনানিবাসের, এর ২০১৩-২০১৬ সালের হিসাব

বৈদেশিক প্রশিক্ষণে স্পেন গমনকারী প্রশিক্ষণার্থীগন কর্তৃক অপ্রাপ্য নগদসহ হোটেল ভাড়া ও অপ্রাপ্য স্বাস্থ্য বীমার অর্থ গ্রহন করায় ক্ষতি ১,৭৪,৭৮৮ টাকা।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং ০৬.০০.০০০০.০২১.৪৩.০৪০.১৫/আর্মি/জিও/২৯৪ তারিখ ০৩-১১-২০১৫ খ্রিঃ এবং বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা (বিওএফ), গাজিপুর সেনানিবাস এর স্মারক নং-২৩.০৪.০০০০.২২০.০১৪.০০২.১২.০৪. ১১.১৫ তারিখ ০৪-১১-২০১৫ খ্রিঃ এর মাধ্যমে 1 X Cnc Wire Cut Electric Discharge Machine, MODEL:ONA AF 25 এর প্রাক জাহাজীকরন এবং প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে ০৯-১৪ নভেম্বর ২০১৫ ০৬(ছয়)দিন অথবা যাত্রার তারিখ হতে ০৬(ছয়) দিনের জন্য (যাতায়াতের সময় ব্যতিত) স্পেন গমন ও অবস্থানের জন্য বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার (i) ব্যক্তিগত নং-১০৬৪ মোঃ দেলোয়ার হোসেন, সহকারী প্রকৌশলী (ii) ব্যক্তিগত নং-১০৫৪৮ মোঃ খায়রুল আলম মৃধা, স্কীল্ড টেকনিশিয়ানকে অনুমোদন দেয়া হয়।

প্রশিক্ষণার্থীগনের টিএ/ডিএ বিলে ত্রুটিগুলো নিম্নরূপঃ

(১) প্রশিক্ষণার্থীগন তাদের টিএ/ডিএ বিলে অবস্থানকালীন সময় ০৬ দিনের নগদসহ হোটেল ভাড়া বাবদ জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন ১,৫৯,৩৩২ টাকা এবং জনাব মোঃ খায়রুল আলম ১,৩৫,৬৯২ টাকা গ্রহন করেছেন। কিন্তু অর্থ মন্ত্রনালয়ের অনুমোদনক্রমে জারিকৃত প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং-২২০৭/টি তারিখঃ ০৫-০৯-১৯৯৪ খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ-ক(১)(ক) অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মেয়াদ অনুর্ধ ০৬ মাস হলে প্রশিক্ষণের সম্পূর্ন সময়ের জন্য সর্বসাকূল্য ভাতার ৮৫% হারে দৈনিক ভাতা প্রাপ্য। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের উক্ত স্মারক অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণার্থীগন, প্রশিক্ষণের মেয়াদ ০৬ মাসের কম হওয়ায়, সমগ্র প্রশিক্ষণ সময়ের জন্য সর্ব সাকূল্য ভাতার ৮৫% হারে জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন(২৩১×৮৫%×৬দিন× ৭৮.৮০টাকা) বা ৯২,৮৩৪ টাকা এবং জনাব মোঃ খায়রুল আলম (২১৫×৮৫%×৬দিন×৭৮.৮০টাকা) বা ৮৬,৪০৪ টাকা প্রাপ্য। সুতরাং তারা অতিরিক্ত গ্রহন করেছেন যথাক্রমে ৬৬,৪৯৮ টাকা (১৫৯৩৩২-৯২৮৩৪) এবং ৪৯,২৮৮ টাকা (১৩৫৬৯২-৮৬৪০৪)। ফলে তাদের নিকট হতে নগদসহ হোটেল ভাড়া বাবদ অতিরিক্ত গৃহিত তথা আদায়যোগ্য অর্থের পরিমান (৬৬,৪৯৮+৪৯,২৮৮) বা ১,১৫,৭৮৬ টাকা।

(২) সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণার্থীদ্বয় ২১ ও ২৯ নভেম্বর ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ইস্তাম্বুলে বাধ্যতামূলক অবস্থানজনিত কারনে যথাক্রমে ৩৬,৪০৫ টাকা ও ৩৩,৮৮৪ টাকা সাকূল্য ভাতা গ্রহন করেছেন। কিন্তু উক্ত বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য বিমান সংস্থা কর্তৃক খরচ বহন করা হয়নি মর্মে জনাব মোঃ দেলোযার হোসেন এর বিলে যে প্রত্যয়ন প্রদান করেছেন তাতে ২৯ ও ৩০ নভেম্বর ২০১৫ তারিখের কথা উল্লেখ আছে। তাই ২১ নভেম্বর ২০১৫ তারিখের বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য গৃহিত ১৮,২০৩ টাকা তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্য। জনাব মোঃ খায়রুল আলম এর বিলে বিমান সংস্থার কোন প্রত্যয়ন নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি। সুতরাং প্রত্যয়ন ব্যতিত উক্ত সাকূল্য ভাতা তিনি প্রাপ্য নন বিধায় তাঁর নিকট থেকে ৩৩,৮৮৪ টাকা আদায়যোগ্য। ফলে এ ক্ষেত্রে উভয়ের নিকট হতে আদায়যোগ্য অর্থের পরিমান(১৮২০৩+৩৩৮৮৪) বা ৫২,০৮৭ টাকা।

(৩) জনাব মোঃ দেলোযার হোসেন স্বাস্থ্য বীমা বাবদ ৪,০১১ টাকা এবং জনাব মোঃ খায়রুল আলম স্বাস্থ্য বীমা বাবদ ২,৯১৪ টাকা গ্রহন করেছেন। কিন্তু অর্থ মন্ত্রনালয়ের অনুমোদনক্রমে জারিকৃত প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং-২২০৭/টি তারিখঃ ০৫-০৯-১৯৯৪ খ্রিঃ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগের স্মারক নং-অম/অবি/ব্যঃনিঃ-২/২(১৯)/২০০০-০৪/অংশ-১/২২১(১০০০) তারিখ ০৯-১০-২০১২ খ্রিঃ অনুযায়ী বৈদেশিক সফরে স্বাস্থ্য বীমা বাবদ অর্থ গ্রহনের কোন সুযোগ নেই। তাই স্বাস্থ্য বীমা বাবদ তাদর গৃহিত (৪০১১+২৯০৪) বা ৬,৯১৫ টাকা আদায়যোগ্য।

এভাবে দুই জনের নিকট হতে মোট আদায়যোগ্য অর্থের পরিমান(১১৫৭৮৬+৫২,০৮৭+৬৯১৫) বা ১,৭৪,৭৮৮ টাকা।

অনুচ্ছেদ নং-০২
পরিশিষ্ট-০২(১০)
এপি নং-১৪৬৪৩ (আপত্তি নং-১৪)।

এফসি (বিওএফ) গাজীপুর সেনানিবাসের, এর ২০১৩-২০১৬ সালের হিসাব

সুইজারল্যান্ড এ প্রশিক্ষনে গমনকারী প্রশিক্ষণার্থীগন কর্তৃক অপ্রাপ্য হোটেল ভাড়া ও নগদ ভাতা গ্রহণ করায় ক্ষতি ১,৫০,৫৮২ টাকা।

বৈদেশিক প্রশিক্ষনে গমনকারী ব্যক্তিবর্গকর্তৃক অপ্রাপ্য নগদসহ হোটেল ভাতা গ্রহন করায় ১,৫০,৫৮২ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট **"২(১০) (।) "** এ দেয়া হ'ল)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং ০৬.০০.০০০০.০২১.৪৩.০৪০.১৫/আর্মি/জিও/৫৮৯ তারিখ ২৭-০৪-২০১৫ খ্রিঃ এবং বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা(বিওএফ), গাজিপুর সেনানিবাস এর স্মারক নং-২৩.০৪.০০০০.২২০.০১৪.০০২.১২. ২৮.০৪.১৫/২ তারিখ ২৯-০৪-২০১৫ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সুইজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত "Cnc Machine এর Genera Handling And Programming" এর ওপর প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহনের নিমিত্ত ০৪-১০ মে ২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত ০৭দিন অথবা গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পর হতে ০৭(সাত) দিন সময়ের জন্য পরিশিষ্টে বর্নিত ০২(দুই)জন বেসামরিক কর্মচারীকে সুইজারল্যান্ড সফর ও অবস্থানের মনোনয়ন দেয়া হয়। উক্ত সফরে সুইজারল্যান্ড সরকার কোন ব্যয় ভার বহন করেনি। সমূদয় খরচ(অভ্যন্তরীণ যাতায়াত, চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণের ব্যয় ব্যতিত) বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার বরাদ্দ থেকে বহন করা হয়।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগন কর্তৃক গৃহিত টিএ/ডিএ বিলে ত্রুটি নিম্নরূপঃ
প্রশিক্ষণার্থীগন সুইজারল্যান্ড অবস্থানকালীন ০৭দিনের জন্য নগদসহ হোটেল ভাড়া বাবদ পরিশিষ্টের ০৩ নং কলামে প্রত্যকের নামের পার্শে উল্লিখিত অর্থ গ্রহন করেছেন। কিন্তু অর্থ মন্ত্রনালয়ের অনুমোদনক্রমে জারিকৃত প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং-২২০৭/টি তারিখঃ ০৫-০৯-১৯৯৪ খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ-ক(১)(ক) অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মেয়াদ অনুর্ধ ৬মাস হলে প্রশিক্ষণের সম্পূর্ন সময়ের জন্য সর্বসাকূল্য ভাতার ৮৫% হারে দৈনিক ভাতা প্রাপ্য। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের উপর্যুক্ত স্মারক অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগন, প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৬মাসের কম হওয়ায়, সমগ্র প্রশিক্ষণ সময়ের জন্য সর্ব সাকূল্য ভাতার ৮৫% হারে পরিশিষ্টের ০৪ নং কলামে প্রত্যেকের নামের পার্শে উল্লিখিত অর্থ প্রাপ্য। ফলে পরিশিষ্টের ০৫ নং কলামে প্রত্যেকের নামের পার্শে উল্লিখিত অর্থ অতিরিক্ত গ্রহন করেছেন। উক্ত অতিরিক্ত গ্রহনের কারনে ১,৫০,৫৮২ টাকা আদায়যোগ্য।

পরিশিষ্ট-০২(১০) (।)
এপি নং-১৪৬৪৩ (আপত্তি নং-১৪)।
অপ্রাপ্য নগদসহ হোটেল ভাতা গ্রহনজনিত ক্ষতির বিবরনীঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম, নম্বর ও পদবী	গৃহিত অর্থের পরিমান	প্রাপ্য অর্থের পরিমান	অতিরিক্ত প্রদত্ত অর্থ
০১	০২	০৩	০৪	০৫(০৩-০৪)
০১	নং-১০৮৭২ মোঃ ফজলুল হক, সিনিয়র টেকনিশিয়ান	১,৫৮,৭১১/- (বিল অনুযায়ী)	(১৬৫×৮৫%×৭দিন×৭৯ টাকা) বা ৭৭,৫৫৮/-	৮১,১৫৩/-
০২	নং-১১৩৫৮ মুহাম্মদ এনিম মিয়া, টেকনিশিয়ান	১,৩৩,৮২৬/- (বিল অনুযায়ী)	(১৩৭×৮৫%×৭দিন×৭৯ টাকা) বা ৬৪,৩৯৭/-	৬৯,৪২৯/-
	মোট =	২,৯২,৫৩৭/-	১,৪১,৯৫৫/-	১,৫০,৫৮২/-

অনুচ্ছেদ নং-০২
পরিশিষ্ট-০২(১১)
এপি নং-১৪৬৪৪ (আপত্তি নং-১৭)।

শিরোনামঃ মন্টিনিগ্রো এ প্রশিক্ষনে গমনকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগন কর্তৃক অপ্রাপ্য হোটেল ভাড়া ও নগদ ভাতা গ্রহন করায় ক্ষতি ১৯,০০,১৮৮ টাকা।

বৈদেশিক প্রশিক্ষনে গমনকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগন কর্তৃক অপ্রাপ্য হোটেল ভাড়া ও নগদ ভাতা গ্রহন করায় ১৯,০০,১৮৮ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে (বিস্তারিত **পরিশিষ্ট "০২(১১)(।)"** এ দেয়া হ'ল)।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং ০৬.০০.০০০০. ০২১.৪৩.০৪০.১৫/আর্মি/জিও/৫৮৮ তারিখ ২৭-০৪-২০১৫ খ্রিঃ এবং বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা (বিওএফ), গাজিপুর সেনানিবাস এর স্মারক নং-২৩.০৪.০০০০.২২০.০১৪.০০২.১২.২৭.০৪. ১৫/১ তারিখ ২৯-০৪-২০১৫ খ্রিঃ এর মাধ্যমে "Fuze Manufacturing Plant Capacity 0.50 Million Per Year For Grenade Hand Arges-84 Bd" এর ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহন উপলক্ষে ২৭ এপ্রিল ২০১৫ খ্রিঃ হতে ৩১ মে ২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে অথবা গন্তব্যে পৌঁছার পর হতে মোট ৩৫(পঁয়ত্রিশ)দিনের জন্য(যাতায়াত সময় ব্যতিত) মন্টিনিগ্রো সফরের ও অবস্থানের জন্য বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার পরিশিষ্টে বর্নিত ০৬(ছয়)জন বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে মনোনয়ন দেয়া হয়। উক্ত সফরে প্রশিক্ষণার্থীগনের অভ্যন্তরীণ যাতায়াত, চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণের সমূদয় ব্যয়ভার সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান বহন করে এবং আন্তর্জাতিক বিমান ভাড়া, বিদেশে অবস্থানকালীন থাকা-খাওয়ার ব্যয় ভার বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার বরাদ্দ থেকে বহন করা হবে।

উক্ত প্রশিক্ষণার্থীগনের টিএ/ডিএ বিলে ত্রুটি নিম্নরূপঃ

প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগন প্রত্যেকে প্রথম ২০দিনের জন্য পূর্ণ হারে হোটেল ভাড়া ও নগদ ভাতা এবং পরবর্তী ১৫দিনের জন্য ৯০% হারে হোটেল ভাড়া ও নগদ ভাতা প্রাপ্য (যা পরিশিষ্টের ৪নং কলামে প্রত্যেকের নামের পাশে দেখানো হয়েছে)।

কিন্তু উহার অতিরিক্ত বিল গ্রহণ করা হয়েছে, ফলে পরিশিষ্টের ৫নং কলামে প্রক্যেকের নামের পাশে উল্লিখিত অর্থ তারা অতিরিক্ত গ্রহন করায় ১৯,০০,১৮৮ টাকা আদায়যোগ্য।

পরিশিষ্ট-০২(১১)(।)

এপি নং-১৪৬৪৪ (আপত্তি নং-১৭)।

অপ্রাপ্য নগদসহ হোটেল ভাতা গ্রহনজনিত ক্ষতির বিবরনীঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম, নম্বর ও পদবী	গৃহিত অর্থের পরিমান	প্রাপ্য অর্থের পরিমান (প্রতি মাঃ ডঃ=৭৯টাকা)	অতিরিক্ত প্রদত্ত অর্থ
০১	০২	০৩	০৪	০৫(০৩-০৪)
০১	নং-১৪৬৪ মোঃ আমিনুর রহমান, ব্যবস্থাপক(চঃদাঃ)	৮,৯১,৮৭০/- (বিল অনুযায়ী)	(১৭৮×২০দিন = মাঃ ডঃ৩,৫৬০ +১৭৮×৯০%×১৫দিন=মাঃ ডঃ২৪০৩) মাঃ ডঃ ৫৯৬৩×৭৯= ৪,৭১,০৭৭ টাকা	৪,২০,৭৯৩ টাকা
০২	নং-১৫১৩ আঃ মতিন, উপ-সহ: কেমিস্ট	৭,৫৯,৫৪৯/- (বিল অনুযায়ী)	(১৬৫×২০দিন = মাঃ ডঃ৩,৩০০ +১৬৫×৯০%×১৫দিন=মাঃ ডঃ২,২২৭.৫০) মাঃ ডঃ ৫৫২৭.৫০×৭৯= ৪,৩৬,৬৭৩	৩,২২,৮৭৬ টাকা
০৩	নং-১১০৩১ আম্বিয়া খাতুন, স্কীল্ড টেকনিশিয়ান	৬,৪০,৪৫২/- (বিল অনুযায়ী)	(১৩৭×২০দিন =মাঃ ডঃ ২,৭৪০ +১৩৭×৯০%×১৫দিন=মাঃ ডঃ১,৮৪৯.৫০) মাঃ ডঃ ৪৫৮৯.৫০×৭৯= ৩,৬২,৫৭১ টাকা	২,৭৭,৮৮১ টাকা
০৪	নং-১০৯৬৯ মোঃ ওয়াজেদ আলী শিকদার, সিনিঃ টেকনিশিয়ান	৭,৫৯,৫৪৯/- (বিল অনুযায়ী)	(১৬৫×২০দিন = মাঃ ডঃ৩,৩০০ +১৬৫×৯০%×১৫দিন=মাঃ ডঃ২,২২৭.৫০) মাঃ ডঃ ৫৫২৭.৫০×৭৯= ৪,৩৬,৬৭৩	৩,২২,৮৭৬ টাকা
০৫	নং-১১১০৭ মোঃ নাজমুল হাসান, টেকনিশিয়ান	৬,৪০,৪৫২/- (বিল অনুযায়ী)	(১৩৭×২০দিন =মাঃ ডঃ ২,৭৪০ +১৩৭×৯০%×১৫দিন=মাঃ ডঃ১,৮৪৯.৫০) মাঃ ডঃ ৪৫৮৯.৫০×৭৯= ৩,৬২,৫৭১ টাকা	২,৭৭,৮৮১ টাকা
০৬	নং-১১১১৮ শবনম রাজিয়া, টেকনিশিয়ান	৬,৪০,৪৫২/- (বিল অনুযায়ী) (বিল অনুযায়ী)	(১৩৭×২০দিন =মাঃ ডঃ ২,৭৪০ +১৩৭×৯০%×১৫দিন=মাঃ ডঃ১,৮৪৯.৫০) মাঃ ডঃ ৪৫৮৯.৫০×৭৯= ৩,৬২,৫৭১ টাকা	২,৭৭,৮৮১ টাকা
			মোট-	১৯,০০,১৮৮ টাকা

অনুচ্ছেদ নং-০২
পরিশিষ্ট-০২(১২)
এপি নং-১৪৬৪৫ (আপত্তি নং-১৮)।

এফসি (বিওএফ) গাজীপুর সেনানিবাসের, এর ২০১৩-২০১৬ সালের হিসাব

অস্ট্রেলিয়ায় প্রশিক্ষনে গমনকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগন কর্তৃক অপ্রাপ্য নগদসহ হোটেল ভাড়া ও স্বাস্থ্য বীমা বাবদ অর্থ এবং যথাযথ প্রত্যয়ন ব্যতিত বাধ্যতামূলক অবস্থানের ব্যয় গ্রহন করায় ক্ষতি ১,৪৩,৬৯২ টাকা।

বৈদেশিক প্রশিক্ষনে গমনকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগন কর্তৃক অপ্রাপ্য হোটেল ভাড়া ও নগদ ভাতা গ্রহন করায় ১,৪৩,৬৯২ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে (বিস্তারিত **পরিশিষ্ট "০২(১২)(।)"** এ দেয়া হ'ল)।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং ০৬.০০.০০০০. ০২১.৪৩.০৪০.১৬/৫৮৩ তারিখ ২২-০২-২০১৬ খ্রিঃ এবং বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা (বিওএফ), গাজিপুর সেনানিবাস এর স্মারক নং-২৩.০৪.০০০০.২২০.০১৪.০০২.১২.২৪.০২.১৬ তারিখ ২৪-০২-২০১৬ খ্রিঃ এর মাধ্যমে 1 X High Frequency Induction Heating Machine আমদানির পূর্বে প্রশিক্ষণ গ্রহন উপলক্ষে ০৭ মার্চ ২০১৬ খ্রিঃ হতে ১৩ মার্চ ২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত ০৭দিন অথবা গন্তব্য স্থলে পৌঁছার পর হতে ০৭(সাত)দিনের জন্য(যাতায়াত সময় ব্যতিত) অস্ট্রেলিয়া সফরের ও অবস্থানের জন্য বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার পরিশিষ্টে বর্নিত ০১(এক)জন বেসামরিক কর্মকর্তা ও ০১(এক)জন বেসামরিক কর্মচারীকে মনোনয়ন দেয়া হয়। উক্ত সফরে প্রশিক্ষণার্থীগনের প্রশিক্ষণ ব্যয় ব্যতিত সমুদয় ব্যয়ভার বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার বরাদ্দ থেকে বহন করা হয়।

প্রশিক্ষণার্থীগনের টিএ/ডিএ বিলে ত্রুটি নিম্নরূপঃ

(ক) প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্রত্যেকে অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থানকালীন ০৭(সাত)দিনের হোটেল ভাড়া ও নগদ ভাতা বাবদ পরিশিষ্টের ৩নং কলামে প্রত্যেকের নামের পার্শ্বে উল্লিখিত অর্থ গ্রহন করেছেন। কিন্তু অর্থ মন্ত্রনালয়ের অনুমোদনক্রমে জারিকৃত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং-২২০৭/টি তারিখঃ ০৫-০৯-১৯৯৪ খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ-ক(১)(ক) অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মেয়াদ অনুর্ধ ৬মাস হলে প্রশিক্ষণের সম্পূর্ন সময়ের জন্য সর্বসাকূল্য ভাতার ৮৫% হারে দৈনিক ভাতা প্রাপ্য। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের উপর্যুক্ত স্মারক অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারী সমগ্র প্রশিক্ষণ সময়ের জন্য সর্ব সাকূল্য ভাতার ৮৫% হারে পরিশিষ্টের ৪নং কলামে প্রত্যেকের নামের পার্শ্বে উল্লিখিত অর্থ প্রাপ্য। ফলে পরিশিষ্টের ৫নং কলামে প্রত্যেকের নামের পার্শ্বে উল্লিখিত অর্থ তারা অতিরিক্ত গ্রহন করায় সরকারের ১,০৮,৬০১ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, জনাব মানসুরুর রহমান ১২দিনের টিএ/ডিএ গ্রহন করেছে। এর মধ্যে ০৭দিন প্রশিক্ষণের জন্য এবং ০৫দিন প্রি-শীপমেন্ট যাচাইয়ের ভ্রমনের জন্য। এখানে প্রশিক্ষণের ০৭দিনের ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে।

(খ) প্রশিক্ষণার্থীগন প্রত্যেকে টিএ/ডিএ বিলে স্বাস্থ্য বীমা বাবদ ২,০৫২ টাকা করে গ্রহন করেছেন। কিন্তু অর্থ মন্ত্রনালয়ের অনুমোদনক্রমে জারিকৃত প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং-২২০৭/টি তারিখঃ ০৫-০৯-১৯৯৪ খ্রিঃ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগের স্মারক নং-অম/অবি/ব্যঃনিঃ-২/২(১৯)/২০০০-০৪/অংশ-১/২২১(১০০০) তারিখ ০৯-১০-২০১২ খ্রিঃ অনুযায়ী বৈদেশিক সফরে স্বাস্থ্য বীমা বাবদ অর্থ গ্রহনের কোন সুযোগ নেই। তাই স্বাস্থ্য বীমা বাবদ তাদের গৃহিত(২০৫২+২০৫২) বা ৪,১০৪ টাকা আদায়যোগ্য।

(গ) প্রশিক্ষণার্থীগন সিংগাপুর এয়ার লাইনস্ এ ভ্রমণ করেছেন। ২৫-০৩-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মেলবোর্নে এ বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য জনাব মানসুরুর রহমান একদিনের সাকূল্য ভাতা হিসেবে ১৬,৯৫২ টাকা এবং জনাব আব্দুল কুদ্দুস ১৪,০৩৫ টাকা গ্রহন করেছেন। কিন্তু বাধ্যতামূলক অবস্থানকালে এয়ার লাইনস্ কর্তৃক কোন সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়নি মর্মে উভয় কর্মকর্তাই বিলের সাথে এয়ার লাইনস্ এর কোন প্রত্যয়ন প্রদান করেননি। তারা টিকেট বুকিং এজেন্ট এর প্রত্যয়ন প্রদান করেছেন, যা গ্রহনযোগ্য নয়। ফলে বাধ্যতামূলক অবস্থানের সুবিধা বাবদ তাদের নিকট হতে আদায়যোগ্য ৩০,৯৮৭ টাকা।

পরিশিষ্ট-০২(১২)(।)

এপি নং-১৪৬৪৫ (আপত্তি নং-১৮) ।

অপ্রাপ্য নগদসহ হোটেল ভাড়া, স্বাস্থ্য বীমা ও বাধ্যতামূলক অবস্থানের সুবিধা গ্রহনজনিত ক্ষতির বিবরনীঃ

ক্রঃনং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম, নম্বর ও পদবী	নগদসহ হোটেল ভাড়া বাবদ গৃহিত অর্থের পরিমান	সর্ব সাকূল্য ভাতার ৮৫% হারে প্রাপ্য অর্থের পরিমান	নগদসহ হোটেল ভাড়া বাবদ অতিরিক্ত গৃহিত অর্থ	বীমা বাবদ গৃহিত অর্থের পরিমান	বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য গৃহিত অর্থের পরিমান	মোট অতিরিক্ত তথা আদায়যোগ্য অর্থের পরিমান
১	২	৩	৪	৫(৩-৪)	৬	৭	৮(৫+৬+৭)
০১	নং-১৪৬২ মোঃ মানসুরুর রহমান, উপ-সহঃ প্রকৌশলী	১,৫৯,৪০৯/- (বিল অনুযায়ী)	(২১৫×৮৫%×৭ দিন×৭৮.৮৫ টাকা) বা ১,০০,৮৬৯/-	৫৮,৫৪০	২,০৫২/-	১৬,৯৫২/-	৭৭,৫৪৪/-
০২	নং-১০৫৭২ মোঃ আব্দুল কুদ্দুস খান, স্কীল্ড টেকনিশিয়ান	১,৩৩,৫৭১/- (বিল অনুযায়ী)	(১৭৮×৮৫%×৭দিন×৭৮.৮৫ টাকা) বা ৮৩,৫১০/-	৫০,০৬১	২,০৫২/-	১৪,০৩৫/-	৬৬,১৪৮/-
	মোট-	২,৯২,৯৮০/-	১,৮৪,৩৭৯/-	১,০৮,৬০১	৪,১০৪/-	৩০,৯৮৭/-	১,৪৩,৬৯২/-

অনুচ্ছেদ নং-০২
পরিশিষ্ট-০২(১৩)
এপি নং-১৪৬৪৬ (আপত্তি নং-১৯)।

এফসি (বিওএফ) গাজীপুর সেনানিবাসের, এর ২০১৩-২০১৬ সালের হিসাব

সার্বিয়া সফরকারী কর্মকর্তাগন কর্তৃক অপ্রাপ্য অভ্যন্তরীণ যানবাহন ভাড়া ও স্বাস্থ্য বীমার অর্থ এবং যথাযথ প্রত্যয়ণ ব্যতিত বাধ্যতামূলক অবস্থানের ব্যয় গ্রহন করায় ক্ষতি ১,০১,১০১ টাকা।

বৈদেশিক প্রশিক্ষনে গমনকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগন কর্তৃক অপ্রাপ্য হোটেল ভাড়া ও নগদ ভাতা গ্রহন করায় ১,০১,১০১ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং ০৬.০০.০০০০.০২১.৪৩. ০৪০.১৩/ আর্মি/জিও/০১ তারিখ ০১-০৭-২০১৩ খ্রিঃ এবং বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা (বিওএফ), গাজিপুর সেনানিবাস এর স্মারক নং-২৩.০৪.০০০০.২২০.০১৪.০০২.১২.২৩.০৬.১৩(৮) তারিখ ০৮-০৭-২০১৪ খ্রিঃ এর মাধ্যমে Practice Fuze Of Grenade Hand Arges 84-Bd Numbers 2,00,000 এর প্রাক জাহাজীকরন পরিদর্শন উপলক্ষে ২১ জুলাই ২০১৩ খ্রিঃ হতে ০৫(পাঁচ)কর্মদিবসের জন্য অথবা যাত্রা তারিখ হতে ০৫(পাঁচ) কর্মদিবসের জন্য(যাত্রার সময় ব্যতিত)সার্বিয়া সফরের ও অবস্থানের জন্য বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার বিএ-৪৩১০ লেঃ কর্ণেল মোঃ মহিউদ্দিন এবং ব্যক্তিগত নং-১৪৮৭ জনাব গোলাম আজম, উপ-সহকারী প্রকৌশলীকে মনোনয়ন দেয়া হয়। উক্ত সফরে সমূদয় ব্যয়ভার বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার বরাদ্দ থেকে বহন করা হয়।

প্রশিক্ষণার্থীগনের টিএ/ডিএ বিলে ত্রুটি নিম্নরূপঃ

(ক) সফরকালীন সময়ে অভ্যন্তরীণ যানবাহন ভাড়া বাবদ লেঃ কর্ণেল মোঃ মহিউদ্দিন ১৯,৮৬১ টাকা ও জনাব গোলাম আজম ১৯,৮৬১ টাকা গ্রহন করেছেন। কিন্তু মালামাল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রের Pre Shipment সংক্রান্ত ধারার ‘d’ অনুযায়ী Pre Shipment টিম এর অভ্যন্তরীণ Movement এর আয়োজন ও খরচ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বহন করার কথা। তাই অভ্যন্তরীণ যানবাহন ভাড়া বিওএফ কর্তৃক পরিশোধেয় নয়। ফলে কর্মকর্তাগন কর্তৃক গৃহিত (১৯৮৬১+১৯৮৬১) বা ৩৯,৭২২ টাকা আদায়যোগ্য।

(খ) লেঃ কর্ণেল মোঃ মহিউদ্দিন টিএ/ডিএ বিলে স্বাস্থ্য বীমা বাবদ ৪,৫৯৩ টাকা করে গ্রহন করেছেন। কিন্তু অর্থ মন্ত্রনালয়ের অনুমোদনক্রমে জারিকৃত প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং-২২০৭/টি তারিখঃ ০৫-০৯-১৯৯৪ খ্রিঃ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগের স্মারক নং-অম/অবি/ব্যঃনিঃ-২/২(১৯)/২০০০-০৪/অংশ-১/২২১(১০০০) তারিখ ০৯-১০-২০১২ খ্রিঃ অনুযায়ী বৈদেশিক সফরে স্বাস্থ্য বীমা বাবদ অর্থ গ্রহনের কোন সুযোগ নেই। তাই স্বাস্থ্য বীমা বাবদ গৃহিত ৪,৫৯৩ টাকা আদায়যোগ্য।

(গ) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগন টার্কিশ এয়ার লাইনস্ এ ভ্রমণ করেছেন। তাঁরা ২৭-০৭-২০১৩ খ্রিঃ ও ২৮-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ইস্তাম্বুলে বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য ২৮,৩৭৩ টাকা করে গ্রহন করেছেন। কিন্তু বাধ্যতামূলক অবস্থানকালে এয়ার লাইনস্ কর্তৃক কোন সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়নি মর্মে উভয় কর্মকর্তাই বিলের সাথে এয়ার লাইনস্ এর কোন প্রত্যয়ন প্রদান করেননি। তারা টিকেট বুকিং এজেন্ট এর প্রত্যয়ন প্রদান করেছেন যা গ্রহনযোগ্য নয়। ফলে বাধ্যতামূলক অবস্থানের সুবিধা বাবদ তাদের নিকট হতে(২৮৩৯৩×২) বা ৫৬,৭৮৬ টাকা আদায়যোগ্য।

ফলে তাঁদের নিকট হতর মোট আদায়যোগ্য অর্থের পরিমান(৩৯,৭২২+৪,৫৯৩+৫৬,৭৮৬) বা ১,০১,১০১ টাকা।

অনুচ্ছেদ নং-০২
পরিশিষ্ট-০২(১৪)
এপি নং-১৪৬৪৭ (আপত্তি নং-২৩)।
এফসি (বিওএফ) গাজীপুর সেনানিবাসের, এর ২০১৩-২০১৬ সালের হিসাব

সফরকারীগণ কর্তৃক বৈদেশিক টিএ/ডিএ বিলে অপ্রাপ্য অভ্যন্তরীণ **যানবাহন ভাড়া গ্রহণ করায় ক্ষতি ১,১৭,০২৯ টাকা।**

বৈদেশিক প্রশিক্ষণে গমনকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ কর্তৃক অপ্রাপ্য হোটেল ভাড়া ও নগদ ভাতা গ্রহণ করায় ১,১৭,০২৯ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "০২ (১৪)(।)" এ দেয়া হ'ল)।

(ক) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং ০৬.০০.০০০০. ০২১.৪৩. ০৪০.১৪/২৯৭ তারিখ ২৭-১১-২০১৪ খ্রিঃ এবং বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা (বিওএফ), গাজিপুর সেনানিবাস এর স্মারক নং-২৩.০৪.০০০০.২২০.০১৪.০০২.১২ .০২.১২.১৪/২ তারিখ ০২-১২-২০১৪ খ্রিঃ এর মাধ্যমে CNC Lathe Machine/ Turning Center(Model Ck45l) এর প্রাক জাহাজীকরন পরিদর্শন উপলক্ষে ১৫ ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৯ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ০৫দিন অথবা যাত্রা তারিখ হতে ০৫(পাঁচ)দিনের জন্য(যাত্রার সময় ব্যতিত) চীন সফরের ও অবস্থানের জন্য বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার বিএ-৩৮৭৫ লেঃ কর্ণেল(বর্তমানে কর্ণেল) মোঃ শহীদুল কবীর এবং ব্যক্তিগত নং-১৪৬১ জনাব খান গোলাম হোসেন, উপ-সহকারী প্রকৌশলীকে মনোনয়ন দেয়া হয়। উক্ত সফরে সমূদয় ব্যয়ভার বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার বরাদ্দ থেকে বহন করা হয়।

(খ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং ০৬.০০.০০০০. ০২১.৪৩.০৪০.১৪/৬৭৩ তারিখ ০৪-০৬-২০১৪ খ্রিঃ এবং বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা (বিওএফ), গাজিপুর সেনানিবাস এর স্মারক নং-২৩.০৪.০০০০.২২০.০১৪.০০৩.১৩.০৫.০৬.১৪/১ তারিখ ০৫-০৬-২০১৪ খ্রিঃ এর মাধ্যমে BD Rifle এর Bolt Body সংখ্যা ২০,০০০টি এর প্রাক জাহাজীকরন পরিদর্শন উপলক্ষে ০৮-১৩ জুন ২০১৪ ০৬দিন অথবা যাত্রা তারিখ হতে ০৬(ছয়)দিনের জন্য(যাত্রার সময় ব্যতিত)চীন সফরের ও অবস্থানের জন্য বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার বিএ-৪৮৪৫ মেজর কাজী মোঃ আশ্রাফুল আলম, আর্টিঃ এবং ব্যক্তিগত নং-১৪৬৮ জনাব মোঃ তাজরুল ইসলাম, উপ-সহকারী প্রকৌশলীকে মনোনয়ন দেয়া হয়। উক্ত সফরে সমূদয় ব্যয়ভার বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার বরাদ্দ থেকে বহন করা হয়।

(গ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং ০৬.০০.০০০০. ০২১.৪৩.০৪০.১৪/৬৭৪ তারিখ ০৪-০৬-২০১৪ খ্রিঃ এবং বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা (বিওএফ), গাজিপুর সেনানিবাস এর স্মারক নং-২৩.০৪.০০০০.২২০.০১৪.০০৩.১৩.০৫.০৬.১৪/২ তারিখ ০৫-০৬-২০১৪ খ্রিঃ এর মাধ্যমে Connecting Sleeve Body সংখ্যা ১৫,০০০টি এর প্রাক জাহাজীকরন পরিদর্শন উপলক্ষে ০৮-১২ জুন ২০১৪ খ্রিঃ ০৫দিন অথবা যাত্রা তারিখ হতে ০৫(পাঁচ)দিনের জন্য(যাত্রার সময় ব্যতিত)চীন সফরের ও অবস্থানের জন্য বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার ব্যক্তিগত নং-১০৫২ জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন, সহকারী ব্যবস্থাপক এবং ব্যক্তিগত নং-১০৪৫৮ জনাব মোঃ নুরুল আমিন সিনিয়র টেকনিশিয়ানকে মনোনয়ন দেয়া হয়। উক্ত সফরে সমূদয় ব্যয়ভার বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার বরাদ্দ থেকে বহন করা হয়।

(ঘ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং ০৬.০০.০০০০. ০২১.৪৩.০৪০.১৪/আর্মি/জিও/২৫৫ তারিখ ১৩-১১-২০১৪ খ্রিঃ এবং বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা (বিওএফ), গাজিপুর সেনানিবাস এর স্মারক নং-২৩.০৪.০০০০.২২০.০১৪.০০২.১২.১৯.১১.১৪ তারিখ ২৩-১১-২০১৪ খ্রিঃ এর মাধ্যমে Non Mercury Based Primer Cap Manufacturing Plant এর প্রাক জাহাজীকরন পরিদর্শন উপলক্ষে ০৮-১১ ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রিঃ ০৪(চার)দিন অথবা যাত্রা তারিখ হতে ০৪(চার)দিন (যাত্রার সময় ব্যতিত) চীন সফরের ও অবস্থানের জন্য বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার (i)বিএ-৩৮৭৫ লেঃ কর্ণেল (বর্তমানে কর্ণেল) মোঃ শহীদুল কবীর, ইএমই; (ii) ব্যক্তিগত নং-১০৫৯ জনাব একেএম মকসুদুল আমীন, সহকারী প্রকৌশলী, (iii) ব্যক্তিগত নং-১৪৭৩ জনাব আলী হায়দার দিহিদার, উপ-সহকারী প্রকৌশলীকে মনোনয়ন দেয়া হয়। উক্ত সফরে সমূদয় ব্যয়ভার বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার বরাদ্দ থেকে বহন করা হয়।

বর্নিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগন তাঁদের টিএ/ডিএ বিলে সফরকালীন সময়ে অভ্যন্তরীণ যানবাহন ভাড়া বাবদ পরিশিষ্টে তাঁদের নামের পাশে উল্লিখিত অর্থ গ্রহন করেছেন। কিন্তু মালামাল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রের Pre Shipment সংক্রান্ত ধারার উপ-ধারা 'd' অনুযায়ী Pre Shipment টিম এর অভ্যন্তরীণ Movement এর আয়োজন ও খরচ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বহন করার কথা। তাই অভ্যন্তরীণ যানবাহন ভাড়া বিওএফ কর্তৃক পরিশোধেয় নয়। ফলে কর্মকর্তাগন কর্তৃক গৃহিত ১,১৭,০২৯ টাকা আদায়যোগ্য।

পরিশিষ্ট "০২ (১৪)(।)"

এপি নং-১৪৬৪৭ (আপত্তি নং-২৩)

ক্রঃনং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম, নম্বর ও পদবী	আদায়যোগ্য অর্থের পরিমান
০১	বিএ-৩৮৭৫ লেঃ কর্ণেল(বর্তমানে কর্ণেল) মোঃ শহীদুল কবীর	১৩,৮৮৪/-
০২	ব্যক্তিগত নং-১৪৬১ জনাব খান গোলাম হোসেন, উপ-সহকারী প্রকৌশলী	১২,৮৭০/-
০৩	বিএ-৪৮৪৫ মেজর কাজী মোঃ আশ্রাফুল আলম, আর্টিঃ	১৬,৯৮১/-
০৪	ব্যক্তিগত নং-১৪৬৮ জনাব মোঃ তাজরুল ইসলাম, উপ-সহকারী প্রকৌশলী	১৫,৭৪১/-
০৫	ব্যক্তিগত নং-১০৫২ জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন, সহকারী ব্যবস্থাপক	১৪,১৫১/-
০৬	ব্যক্তিগত নং-১০৪৫৮ জনাব মোঃ নুরুল আমিন সিনিয়র টেকনিশিয়ানকে	১০,৮৯২/-
০৭	বিএ-৩৮৭৫ লেঃ কর্ণেল (বর্তমানে কর্ণেল) মোঃ শহীদুল কবীর	১১,১০৭/-
০৮	নং-১০৫৯ জনাব একেএম মকসুদুল আমীন, সহকারী প্রকৌশলী,	১১,১০৭/-
০৯	নং-১৪৭৩ জনাব আলী হায়দার দিহিদার, উপ-সহকারী প্রকৌশলী	১০,২৯৬/-
	মোট=	১,১৭,০২৯/-

অনুচ্ছেদ নং-০২
পরিশিষ্ট-০২(১৫)
এপি নং-১৪৮৯৯ (আপত্তি নং-২৩)।

এসএফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস কার্যালয়ে ২০১৩-২০১৬
পি নং-৫৬৩ ক্যাপ্টেন সৈয়দ আরিফুল কর্তৃক বৈদেশিক ভ্রমণে অতিরিক্ত ট্রানজিট ভাতা, তৈরিকৃত ভাউচার মাধ্যমে বাধ্যতামুলক অবস্থানের জন্য হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা, মূল ভাউচার ব্যতীত ভিসা ফি এবং ডিএইচএল ফি বাবদ অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ ১,০০,৩৪২ টাকা।

এএফডি এর ২৫.০৩.২০১৪ তারিখের পত্র নং-২৬৫৩/অপস/এফএ/জিও এবং নৌ বাহিনী সদর দপ্তর এর ০৬.০৫.২০১৪ তারিখের পত্র নং-৭৪৮ মোতাবেক United Nations Military Unit Manual (UNMUM) Riverine Unit এর Working Group Meeting এ অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর পি নং ৫৬৩ ক্যাপ্টেন সৈয়দ আরিফুল ইসলামকে এএফডি এর ২৭.০৪.২০১৪ তারিখের পত্র নং-২৬৫৩/অপস/এফএ/জিও মোতাবেক ১২ মে হতে ১৬ মে ২০১৪ পর্যন্ত (যাতায়াত সময় ব্যতীত) ০৫দিনের জন্য উরুগুয়ে গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমোদন প্রদান করা হয়। তাঁর ভ্রমণভাতার বিল নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ নিম্নরূপ ঃ

১। অতিরিক্ত ট্রানজিট ভাতা গ্রহণঃ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা মন্টেভিডিও উরুগুয়ে ভ্রমণের জন্য ০৪টি ট্রানজিট ভাতা গ্রহণ করেন। এর সমর্থনে টিকেট আইটিনারী পর্যালোচনায় দেখা যায় ১০.০৫.২০১৪ তারিখ ০৩.২৫ ঘটিকায় যাত্রা করে ৬.২৫ ঘটিকায় দোহা ও দোহা হতে ০৮.০০ ঘটিকায় যাত্রা করে ১৬৪০ ঘটিকায় সাপোল পৌছাতে এবং সাপোল হতে ২২.২০ ঘটিকায় যাত্রা করে ১১.০৫.২০১৪ তারিখ ০১.০০ ঘটিকায় মন্টেভিডিও পৌছেন। যাত্রা পথে মোট ১৫ ঘন্টা সময় ব্যয় হয়। ফেরার পথে ১৭.০৫.২০১৪ তারিখ ১৭.৫০ ঘটিকায় যাত্রা করে ২০.২০ ঘটিকায় সাপোল পৌছাতে এবং সাপোল হতে ১৮.০৫.২০১৪ ঘটিকায় ২.৪৫ যাত্রা করে ২২.২০ ঘটিকায় দোহা ও দোহা হতে ১৯.০৫.২০১৬ তারিখ ১৭.৪০ ঘটিকায় যাত্রা করে ০২.১০ ঘটিকায় ঢাকা পৌছেন। যাত্রা পথে মোট ২২ ঘন্টা সময় ব্যয় হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে টিকেট আইটিনারী অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার আসা ও যাওয়ার পথে সর্বমোট ৩৭ ঘন্টা সময় ব্যয় হয়। অর্থমন্ত্রণালয়ের পত্র নং-অম/অবি/ব্যঃনিঃ-২/২(১৯)/২০০০-০৪/অংশ-১/২২১(১০০০) তারিখঃ ০৯.১০.২০১২ মোতাবেক সরকারি কাজ সম্পাদনের জন্য আকাশ, রেল ও স্থলপথে ভ্রমণকালে এক পথে তিন ঘন্টা কম সময় অতিবাহিত হলে কোন ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য হবেন না। এক পথে তিন ঘন্টার বেশি সময় অতিবাহিত হলে ০১ দিনের ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য হবেন। তবে যাওয়া ও আসা বাবদ ২৪ ঘন্টার অধিক সময় অতিবাহিত না হলে ০১ দিনের ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য হবেন বিধায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যাওয়া ও আসার জন্য ০২টি ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য হবেন। এমতাবস্থায় ০২ দিনের অতিরিক্ত ট্রানজিট ভাতা বাবদ গ্রহণকৃত (৪৪.৫০×৮০.৭৫×২)= ৭১৮৬.৭৫ টাকা আদায়যোগ্য। যা দেশিয় মুদ্রায় ফেরতের ক্ষেত্রে দেড়গুণ হিসাবে ১০৭৮০.১৩ টাকা ফেরতযোগ্য।

২। বাধ্যতামুলক অবস্থানের জন্য হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ ঃ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার হোটেল ভাউচার মোতাবেক ১৪.০৫.২০১৬ ও ১৬.০৫.২০১৪ খ্রিঃ তারিখ মন্টেভিডিওতে বাধ্যতামুলক অবস্থানের জন্য ০২ দিনের হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা বাবদ (২৪৬+৯১) = (৩৩৭×০২×৭৯.০০) = ৫৩২৪৬.০০ টাকা গ্রহণ করেন। কিন্তু এএফডি এর ২৭.০৪.২০১৪ তারিখের পত্র নং ২৬৫৩/অপস/এফএ/জিও মোতাবেক ১২ মে হতে ১৬ মে ২০১৪ পর্যন্ত (যাতায়াত সময় ব্যতীত) ০৫ দিনের জন্য Working Group Meeting এ অংশগ্রহণের জন্য তিনি ০৫ দিনের সর্বসাকুল্য ভাতার ৫৫% হারে খাবার ও অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যয় বাবদ প্রতিদিন মাঃ ডঃ ৯৭ গ্রহণ করায় উক্ত বাধ্যতামুলক অবস্থানের বিষয়টি না ঘটায় হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রদানের কোন সুযোগ নাই। আয়োজক সংস্থার অফার লেটার এর কোন কপি দাখিল ব্যতিরেকে কেন খাবার ও অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যয় এবং হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা পরিশোধ করা হ'ল তা পরিষ্কার নয়। যাহোক বাধ্যতামুলক অবস্থানের জন্য হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা বাবদ গ্রহণকৃত সমুদয় অর্থ দেড়গুণ হিসাবে ৭৯৮৬৯.০০ টাকা আদায়যোগ্য।

৩। ভিসা ফি বাবদ গ্রহণঃ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ভিসা ফি বাবদ ৫০০০.০০ গ্রহণ করেন কিন্তু বিলের সাথে কোন ভাউচার পাওয়া যায়নি বিধায় সমুদয় অর্থ আদায়যোগ্য।

৪। ডিএইচ এল ফি বাবদ গ্রহণঃ সংশ্লিষ্ট কর্মকতা ভিসা ফি বাবদ ৪৬৯৩.০০ গ্রহণ করেন কিন্তু বিলের সাথে কোন ভাউচার পাওয়া যায়নি বিধায় সমুদয় অর্থ আদায়যোগ্য।
অতএব তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্য ঃ

১. ট্রানজিট ঃ টাঃ ১০,৭৮০.১৩
২. হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ঃ টাঃ ৭৯,৮৬৯.০০

দৈনিক ভাতা
৩. ভিসা ফি ঃ টাঃ ৫,০০০.০০
৪. ডিএইচএল ফি ঃ টাঃ ৪,৬৯৩.০০
সর্বমোট= টাঃ ১,০০,৩৪২.১৩

অনুচ্ছেদ নং-০২

পরিশিষ্ট-০২(১৬)

এপি নং-১৪৫৯৪, আপত্তিনং-০৮।

<u>এফসি (পে-২) ঢাকা সেনানিবাসের ২০১৩-২০১৬ সালের হিসাব</u>

মঙ্গোলিয়া গ্রুপ-৩ এর অন্তর্ভূক্ত দেশ হওয়া সত্বে ও প্রশিক্ষণার্থীগণকে গ্রুপ-১ এর অন্তর্ভূক্ত দেশের হারে হোটেল ভাতা ও নগদ ভাতা প্রদান করায় ক্ষতি ১,৫৮,৬১৯ টাকা।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-অম/অবি/ব্য:নি:-২/২(১৯)/২০০০-০৪/অংশ-১/২২১(১০০০) তারিখ ০৯-১০-২০১২খ্রিঃ এর মাধ্যমে টিএ/ডিএ বিলের প্রাপ্যতা নির্ধারনের জন্য বিভিন্ন দেশকে ০৩টি গ্রুপে বিভক্ত করা হয়েছে। গ্রুপের অন্তর্ভূক্ত দেশের জন্য প্রযোজ্য হার অনুযায়ী ভ্রমণকারী টিএ/ডিএ প্রাপ্য হন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারকনং-০৬.০০.০০০০.০১০.৩০.০০১. ১৩. ১০৯৮ তারিখ ১৫-০৭-২০১৩খ্রিঃ এর মাধ্যমে মঙ্গোলিয়ায় ২৬-০৭-২০১৩খ্রিঃ হতে০৪-০৮-২০১৩খ্রিঃ পর্যন্ত (১০দিন) সময়ে অনুষ্ঠিত "২য় এশিয়ান আরচ্যারী গ্র্যান্ডপ্রিক্স-২০১৩" এঅং শগ্রহনের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর (i)৪০৪৪১৩৭ সৈনিক মোঃ জাহাঙ্গীর হোসন, (ii)৪০৪৬০৯২ সৈনিক মোঃ জাবেদ আলম এবং (iii) ১৪৪৭৮১৪ সৈনিক মোঃ দূরুল হুদাকে মনোনয়ন প্রদান করা হয়। উক্ত আরচ্যারীতে অংশগ্রহণকারী সৈনিকগণকে হোটেলে অবস্থানের কারণে নগদ ভাতাসহ হোটেল ভাতা প্রদান করা হয়েছে। পরিশোধিত টিএ/ডিএ বিল গুলোতে অনিয়ম/ত্রুটি সমূহ নিম্নরূপঃ

১) মঙ্গোলিয়া গ্রুপ-০৩ এর অন্তর্ভূক্ত দেশ। তাই হোটেল ভাতা ১১৬মাঃ ডঃ ও নগদ ভাতা ৬৪ মাঃ ডঃ মোট ১৮০ মাঃ ডঃ হিসেবে প্রাপ্য। কিন্তু তাদের প্রত্যেককে গ্রুপ-০১ এর অন্তর্ভূক্ত দেশের হারে অর্থাৎ হোটেল ভাতা ১৬৫ মাঃ ডঃ ও নগদ ভাতা ৭৭ মাঃ ডঃ মোট ২৪২ মাঃ ডঃ হারে পরিশোধ করা হয়েছে। এভাবে প্রতিদিনের জন্য (২৪২-১৮০)বা ৬২ মাঃ ডঃ এবং অবস্থানের ১০ দিনের জন্য (৬২×১০) বা ৬২০ মাঃ ডঃ অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে। প্রতি মাঃ ডঃ ৭৯.৭০ টাকা হিসেবে দেশীয় মুদ্রায় ৪৯,৪১৪ টাকার সমান।

২) তাছাড়া ২৫% হারে ০২টি ট্রানজিট ভাতা ও ১০% হারে ০২টি টারমিনাল চার্জ বাবদ অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে [{৬২×(২৫%+১০%)×২টি}×৭৯.৭০টাকা] বা ৩,৪৫৯ টাকা।

৩) প্রতি জনকে মোট অতিরিক্ত পরিশোধের পরিমান (৪৯৪১৪+৩৪৫৯) বা ৫২,৮৭৩ টাকা। এই হিসেবে ০৩(তিন) জনকে অতিরিক্ত পরিশোধ করা হযেছে (৫২৮৭৩×৩) বা ১,৫৮,৬১৯ টাকা।

অনুচ্ছেদ নং-০২
পরিশিষ্ট-০২(১৭)
এপি নং-১৪৬৩৬ আপত্তি নং-৫৬।
এফসি (পে-২) ঢাকা সেনানিবাসের ২০১৩-২০১৬ সালের হিসাব

ক্রটিপুর্ণ হোটেল ভাউচারের ভিত্তিতে হোটেল ভাতার বিল পরিশোধ করায় সরকারের ক্ষতি ৭,৬৫,৮৬২ টাকা।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং-০৬০০.০০০০. ০০৫.০২.০০১.১৫.২৫০৮/ ভারত তারিখঃ ১৯-০৩-২০১৫ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ভারতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উৎযাপন উপলক্ষে Orchestra Team এর ১৫(পনের) জন সদস্য/সৈনিককে ২৫-০৩-২০১৫ হতে ২৮-০৩-২০১৫ পর্যন্ত সময়ে ভারত সফরের জন্য মনোনয়ন প্রদান করা হয়। সংশ্লিষ্ট সৈনিকগনকে পরিশোধিতটিএ/ডিএ বিলে ত্রুটিপুর্ণ হোটেল ভাউচারের মাধ্যমে হোটেল ভাতার বিল পরিশোধ করায় সরকারের ৭,৬৫,৮৬২ টাকা ক্ষতির বিবরণ নিম্নরূপঃ (বিস্তারিত পরিশিষ্ট “০২(১৭)(।)” এ দেয়া হ’ল)।

১) সৈনিকগনের বিলের সাথে বিমান টিকেট, বর্ডিং পাশ, ফ্লাইট আইটিনারী ইত্যাদি তথ্য না থাকায় তাদের ভ্রমণ সম্পর্কে সম্যক ধারনা লাভ করা যায়নি।

২) সৈনিকগনকে টিএ/ডিএ বিলে ৫.৫ দিনের Hotel entitlement inclusive of cash বাবদ ক্রমিক নং০১ থেকে ০৬ এ উল্লিখিত সৈনিকগনের প্রত্যেককে ১,০৩,৫৫১ টাকা করে এবং ক্রমিক নং ০৭ থেকে ১৫ এ উল্লিখিত সৈনিকগনের প্রত্যেককে ৯১,৫৭১ টাকা (বিল অনুযায়ী)করে পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু যে হোটেল ভাউচার এর সমর্থনে উক্ত ভাতা প্রদানক রয়েছে সেগুলো পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয়ঃ(i) হোটেল ভাউচার গুলি হোটেল প্যাডের ফটোকপি দিয়ে দাখিল করা হয়েছে। অর্থাৎ হোটেল থেকে প্যাডের একটি পাতা নিয়ে ফটোকপি করে সকলের ভাউচার তৈরী করা হয়েছে।(ii)প্রদত্ত হোটেল ভাউচারগুলো একই হোটেলের এবং একই তারিখের হলেও ভাউচারে স্বাক্ষরকারীর স্বাক্ষরে মিল নেই।(iii) ভাউচারে হোটেলের প্রিন্টেড নামে এবং সিলের নামে গরমিল রয়েছে। ফলে ভাউচারগুলো আসল(Genuine) নয় মর্মে প্রতীয়মান হচ্ছে। এইরূপ ক্রটিপুর্ণ ভাউচারের ভিত্তিতে Hotel entitlement inclusive of cash প্রদানের সুযোগ নেই বিধায় তারা অবস্থানকালীন সময়ের জন্য সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৩) ফ্লাইট আইটিনারী না থাকায় তাদের গমনাগমন ও অবস্থানের প্রকৃত তথ্য জানা যায়নি। তবে হোটেল ভাউচার থেকে দেখা যায় সৈনিকগন ২৪-০৩-২০১৫ তারিখে ১৩.১৫ ঘটিকায় হোটেলে প্রবেশ করেছেন এবং ২৯-০৩-২০১৫ তারিখে ১১.০০ ঘটিকায় হোটেল ত্যাগ করেছেন। তাহলে অবস্থানকাল হয় (২৪-২৮ মার্চ’১৫) ০৫ দিন। সুতরাং ক্রমিক নং ০১ এ উল্লিখিত জেসিও ০৫ দিনের সর্বসাকূল্য ভাতা বাবদ(১৩৭×৫দিন×৭৭.৮০টাকা) বা ৫৩,২৯৩ টাকা এবং ক্রমিক নং০২ থেকে ১৫ এ উল্লিখিত এনসিও/ওআরগন প্রত্যেকে(১১৫×৫দিন×৭৭.৮০টাকা) বা ৪৪,৭৩৫ টাকা করে প্রাপ্য। ফলে পরিশিষ্টের বর্ননা অনুযায়ী তাদের নিকট হতে মোট আদায়যোগ্য টাকার পরিমান ৭,৬৫,৮৬২ টাকা।

অনুচ্ছেদ নং-০২

পরিশিষ্ট-০২(১৭)(।)

এপি নং-১৪৬৩৬; আপত্তি নং-৫৬ ।

ইউনিট/প্রতিষ্ঠানের নাম: এফসি (পে-২) ঢাকা সেনানিবাস অর্থ বছরঃ ২০১৩-২০১৬

ক্রটিপুর্ণ হোটেল ভাউচারের ভিত্তিতে হোটেল ভাতার বিল পরিশোধ করা জনিত ক্ষতির বিবরনীঃ

ক্রঃ নং	নং,নাম ও পদবী	ইউনিটের নাম	গৃহীত নগদ সহ হোটেল ভাতা	প্রাপ্য সর্বসাকুল্য ভাতা	আদায় যোগ্য টাকা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬(০৪-০৫)
০১	বিজেও-১৮৭৪৩, ওঃঅঃ, মোঃ কামরুজ্জামান	সেনাসদর, প্রশাসনিক শাখা, ঢাকা সেনানিবাস	১,০৩,৫৫১/-	৫৩,২৯৩/-	৫০,২৫৮/-
০২	১২১৬৫৮৩, সার্জেন্ট জিএমএ মরশিদ হায়দার চৌধূরী	-ঐ-	১,০৩,৫৫১/-	৪৪,৭৩৫/-	৫৮,৮১৬/-
০৩	১৪৩৬৬৫৩, সার্জেন্ট মোঃ বশির উদ্দিন	-ঐ-	১,০৩,৫৫১/-	৪৪,৭৩৫/-	৫৮,৮১৬/-
০৪	২৪০৮৫২০, সার্জেন্ট জামিলুল মান্নান	-ঐ-	১,০৩,৫৫১/-	৪৪,৭৩৫/-	৫৮,৮১৬/-
০৫	১৬০৯৫৮০, সার্জেন্ট মোঃ শাহজাহান	-ঐ-	১,০৩,৫৫১/-	৪৪,৭৩৫/-	৫৮,৮১৬/-
০৬	২৪০৮৪৬৪, সার্জেন্ট মোঃ হাসানুজ্জামান	-ঐ-	১,০৩,৫৫১/-	৪৪,৭৩৫/-	৫৮,৮১৬/-
০৭	৪০৪২৩৯১, সৈনিক টিএম শাহিনুর রহমান	-ঐ-	৯১,৫৭১/-	৪৪,৭৩৫/-	৪৬,৮৩৬/-
০৮	১০০৬২৫৩, সৈনিক মোঃ সাদিকুজ্জামান সোহান	-ঐ-	৯১,৫৭১/-	৪৪,৭৩৫/-	৪৬,৮৩৬/-
০৯	১৬১৫৩২৪, সৈনিক মোঃ হাসানুজ্জামান	-ঐ-	৯১,৫৭১/-	৪৪,৭৩৫/-	৪৬,৮৩৬/-
১০	১২৩০৯২০, সৈনিক মোঃ ফেরদৌস আলম	-ঐ-	৯১,৫৭১/-	৪৪,৭৩৫/-	৪৬,৮৩৬/-
১১	৪৫০৫৫৪৩, সৈনিক গীতিময় দাস চৌধূরী	-ঐ-	৯১,৫৭১/-	৪৪,৭৩৫/-	৪৬,৮৩৬/-
১২	১৬১৫২৬৬, সৈনিক মোঃ রোমেন মিয়া	-ঐ-	৯১,৫৭১/-	৪৪,৭৩৫/-	৪৬,৮৩৬/-
১৩	১২২৪৯৬৪, সৈনিক মোহাম্মদ আলী	-ঐ-	৯১,৫৭১/-	৪৪,৭৩৫/-	৪৬,৮৩৬/-
১৪	২০১১০৪০, সৈনিক মোঃ রফিকুল ইসলাম	-ঐ-	৯১,৫৭১/-	৪৪,৭৩৫/-	৪৬,৮৩৬/-
১৫	১২২৯০৭৩, সৈনকি মোঃ আবদুস ছাত্তার	-ঐ-	৯১,৫৭১/-	৪৪,৭৩৫/-	৪৬,৮৩৬/-
		মোট =	**১৪,৪৫,৪৪৫/-**	**৬,৭৯,৫৮৩/-**	**৭,৬৫,৮৬২/-**

অনুচ্ছেদ নং-০২

পরিশিষ্ট-০২(১৮)

এপি নং-১৪৬৩৭; আপত্তি নং-৫৭।

ইউনিট/প্রতিষ্ঠানের নাম: এফসি (পে-২) ঢাকা সেনানিবাস অর্থ বছরঃ ২০১৩-২০১৬

আয়োজক দেশ কর্তৃক যাতায়াত বিমান ভাড়া, থাকা- খাওয়া, অভ্যন্তরীণ যাতায়াত খরচ ইত্যাদি বহন করা সত্ত্বেও বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য প্রাপ্যতা বহির্ভূত Hotel Entitlement Inclusive of Cash প্রদান করায় ক্ষতি ১২,২৯,৫৯২ টাকা।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারকনং ০৬.০০.০০০০. ০০৯.২০. ০০১.১৪.যুক্তরাষ্ট্র.৮৮৭ তারিখ ০৮-০৪-২০১৪ খ্রিঃ এর প্রেক্ষিতে ১৪-০৮-২০১৪ খ্রিঃ হতে ৩১-০৯-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত GPOI Capstone Exercise 2014 Garuda Canti Dharma এ অংশ গ্রহনের জন্য বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর অফিসারের সাথে পরিশিষ্টে বর্নিত ১৫(পনের)জন বিজেও/ওআরকে মনোনয়ন দেয়া হয়। সংশ্লিষ্ট জেসিও/ওআরগনকে পরিশোধিত টিএ/ডিএ বিলে সফরকারী সৈনিকগনকে বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য প্রাপ্যতা বহির্ভূত দৈনিক ভাতা প্রদান করায় ১২,২৯,৫৯২ টাকা ক্ষতি হয়েছে(বিস্তারিত পরিশিষ্ট **"০২(১৮)(।)"** এ দেয়া হ'ল)।

১) সংশ্লিষ্ট সৈনিকগনকে ১৮-০৮-২০১৪ তারিখ ও ০২-০৯-২০১৪ তারিখ এই দুইদিনের Hotel Entitlement Inclusive of Cash বাবদ পরিশিষ্টে প্রত্যেকের নামের পার্শে ০৪ নম্বর কলামে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। আয়োজক দেশ প্রদত্ত বিমান টিকেটের মাধ্যমে গমনাগমন, প্রশিক্ষণ স্থলে পৌছনোর সময় থেকে প্রস্থানের সময় পর্যন্ত থাকা-খাওয়া, অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ইত্যাদির ব্যয় আয়োজক দেশ বহন করেছে বিধায় তাদের প্রদত্ত টিকেটের ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী ভ্রমণ সম্পন্ন ও অবস্থানের সম্পূর্ন সময়ের জন্য যাবতীয় ব্যয় তাদেরই(আয়োজকদেশ)বহন করার কথা। তাই তারা বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য Hotel Entitlement Inclusive of Cash প্রাপ্য নন।
তাছাড়া ফ্লাইট আইটিনারী হতে দেখা যায় যে, তারা ০২রা সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখ ১২.২৫ ঘটিকায় জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া ত্যাগ করে রাত ০৮.১০ ঘটিকায় ঢাকা, বাংলাদেশ পৌছেছেন । তাই ০২রা সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখ এমনিতেই তারা হোটেল ভাতা প্রাপ্য হবেন না। ফলে তাদেরকে প্রত্যেককে Hotel Entitlement Inclusive of Cash বাবদ প্রদত্ত অর্থ আদায়যোগ্য।

উল্লেখ্য যে, পরিশিষ্টের ক্রমিক নং ১৯ হতে ক্রমিক নং৩৫ এ উল্লিখিত সৈনিকগনের বিল নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি। তাই তাদের ইউনিট উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি।

সংশ্লিষ্ট সৈনিকগনের নিকট হতে মোট আদায়যোগ্য আর্থের পরিমান **১২,২৯,৫৯২** টাকা।

অনুচ্ছেদ নং-০২
পরিশিষ্ট-০২(১৮)(।)
এপি নং-১৪৬৩৭, আপত্তি নং-৫৭ ।

ইউনিট/প্রতিষ্ঠানের নাম: এফসি (পে-২) ঢাকা সেনানিবাস অর্থ বছরঃ ২০১৩-২০১৬
বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য প্রাপ্যতা বহির্ভূত Hotel Entitlement Inclusive of Cash প্রদান জনিত ক্ষতির বিবরণী

ক্রঃ নং	নম্বর,পদবী ও নাম	ইউনিটের নাম	বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য গৃহিত টাকা	আদায়যোগ্য টাকার পরিমান
০১	বিজেও-৪৬০৪০, মোঃ শাহজাদা সেলিম	২৪ বীর	৩৭,৭৫২/-	৩৭,৭৫২/-
০২	বিজেও-৪৪২৯০, ওঃ অঃ সৈয়দ মিজানুর রহমান	২৪ ইবি	৩৭,৭৫২/-	৩৭,৭৫২/-
০৩	৪০১২৭৬০, সার্জেন্ট শেখ ইলিয়াজ হোসেন	১৬, বীর	৩৭,৭৫২/-	৩৭,৭৫২/-
০৪	৪০১৭০০৪, সার্জেন্ট আমিরুলই সলাম	২৪ ইবি	৩৭,৭৫২/-	৩৭,৭৫২/-
০৫	৪০২২২২২, কর্পোঃ মোঃ সহিদুল ইসলাম	২৫ ইবি	৩৭,৭৫২/-	৩৭,৭৫২/-
০৬	৪০১৪২০০ সার্জেন্ট মোঃ নিজ বাহান	১৪ বীর	৩৭,৭৫২/-	৩৭,৭৫২/-
০৭	৪০৩৫৯১২, সৈনিক আনিসুর রহমান পাটওয়ারী	১৬ বীর	৩৩,৩৮৪/-	৩৩,৩৮৪/-
০৮	৪০২৩৭৭৮, কর্পোঃ মোঃ ইউনুছ আলী শিকদার	২৪ ইবি	৩৩,৩৮৪/-	৩৩,৩৮৪/-
০৯	৪০২৮৫৪৯, কর্পোঃ মোঃ আবিদুর রহমান চৌধুরী	২৪ ইবি	৩৩,৩৮৪/-	৩৩,৩৮৪/-
১০	৪০৪২৩৩৭, সৈনিক মোঃ সাজুল ইসলাম	২৪ ইবি	৩৩,৩৮৪/-	৩৩,৩৮৪/-
১১	৪০৪৩৬১১, সৈনিক মোঃ জাহাংগীর আলম	২৪ ইবি	৩৩,৩৮৪/-	৩৩,৩৮৪/-
১২	৪০১৪০৫৮, সার্জেন্ট আবু তাহের	২৫ ইবি	৩৩,৩৮৪/-	৩৩,৩৮৪/-
১৩	৪০৩৫১২৫, ল্যাঃ কর্পোঃ মোঃ মতিউর রহমান	২৫ ইবি	৩৩,৩৮৪/-	৩৩,৩৮৪/-
১৪	৪০৪৫৩৬৬, সৈনিক মোঃ রায়হান উল্ল্যাহ	২৫ ইবি	৩৩,৩৮৪/-	৩৩,৩৮৪/-
১৫	৪০৪৪৮৬০, সৈনিক মোঃ সবুজ আলী	২৫ ইবি	৩৩,৩৮৪/-	৩৩,৩৮৪/-
১৬	৪০৩৩০০২, ল্যাঃ কর্পোঃ হুমায়ুন কবীর	২৪ বীর	৩৩,৩৮৪/-	৩৩,৩৮৪/-
১৭	৪০৩২৯৫১, ল্যাঃ কর্পোঃ কামাল মিয়া	২৪ বীর	৩৩,৩৮৪/-	৩৩,৩৮৪/-
১৮	৪০৩৫৯৮৮, সৈনিক নুর মোহাম্মদ মোল্ল্যাহ	১২ বীর	৩৩,৩৮৪/-	৩৩,৩৮৪/-
১৯	বিজেও-৪৫৪৭৭, সিঃওঃঅঃ মোঃ নায়েবুল ইসলাম	১২ বীর	৩৭,৭৫২/-	৩৭,৭৫২/-
২০	বিজেও-৪৩৬৯১, সিঃওঃঅঃ মোঃ সাইফুল ইসলাম	১২ বীর	৩৭,৭৫২/-	৩৭,৭৫২/-
২১	৪০১৬৯৮৬, সার্জেন্ট মোঃ শাহিনুর ইসলাম	১২ বীর	৩৭,৭৫২/-	৩৭,৭৫২/-
২২	২৬০১৬৪১, সার্জেন্ট মোঃ মিজানুর রহমান	১২ বীর	৩৭,৭৫২/-	৩৭,৭৫২/-
২৩	৪০২৯২৬৫, কর্পোঃ সম্পদ বড়ুয়া	১২ বীর	৩৭,৭৫২/-	৩৭,৭৫২/-
২৪	৪০২১৫০৭, কর্পোঃ মোঃ শহিদুল ইসলাম ভূঁইয়া	১২ বীর	৩৭,৭৫২/-	৩৭,৭৫২/-
২৫	৪০২১৫৪৭, কর্পোঃ মোঃ আব্দুল মজিদ	১২ বীর	৩৭,৭৫২/-	৩৭,৭৫২/-
২৬	৪০২০০৬১, কর্পোঃ মোঃ নাছির উদ্দিন	১২ বীর	৩৭,৭৫২/-	৩৭,৭৫২/-
২৭	৪৩০৫০১৩, ল্যাঃ কর্পোঃ মোঃ মোতাহার হোসেন	১২ বীর	৩৩,৩৮৪/-	৩৩,৩৮৪/-
২৮	৪০৩৬৫১৬, ল্যাঃ কর্পোঃ আব্দুল ওয়াহাব	১২ বীর	৩৩,৩৮৪/-	৩৩,৩৮৪/-
২৯	৪০৩৬৭০৯, ল্যাঃ কর্পোঃ মোঃ নাজমুল হাসান	১২ বীর	৩৩,৩৮৪/-	৩৩,৩৮৪/-
৩০	৪০৩৮৬০৭, সৈনিক মোঃ আমিনুল ইসলাম	১২ বীর	৩৩,৩৮৪/-	৩৩,৩৮৪/-
৩১	৪০৩৯১৬৬, সৈনিক মোশারফ হোসেন	১২ বীর	৩৩,৩৮৪/-	৩৩,৩৮৪/-
৩২	৪০৩৫৯৯৫, সৈনকি মোঃ তুহিন আলম	১২ বীর	৩৩,৩৮৪/-	৩৩,৩৮৪/-
৩৩	৪০৩৫৭০৬, সৈনকি মোঃ আব্দুল হাই	১২ বীর	৩৩,৩৮৪/-	৩৩,৩৮৪/-
৩৪	৪০৩৬০০১, সৈনিক মোঃ গোলাম কিবরিয়া	১২ বীর	৩৩,৩৮৪/-	৩৩,৩৮৪/-
৩৫	৪০৩৬০২০২, সৈনিক মোঃ মোফাজ্জল হোসেন	১২ বীর	৩৩,৩৮৪/-	৩৩,৩৮৪/-
		সর্বমোট =	১২,২৯,৫৯২/-	১২,২৯,৫৯২/-

অনুচ্ছেদ-৩

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬
বিষয়: সামরিক বাহিনীর অফিসারগণ বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা গ্রহণকালে অতিরিক্ত পকেট ভাতা, শীপ ফ্রেইট,অতিরিক্ত লাগেজ বহণের ব্যয় ও আনুষাঙ্গিক সুবিধা গ্রহণের বিবরণ:

ক্রমিক নং	প্রাঃ অনুচ্ছেদ নং প্রাঃ আপত্তি নং	নিরীক্ষা সাল	এপি নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	অনুচ্ছেদ নং-২০ (আপত্তি নং-৪৯)	২০১৩-২০১৬	১৪৩৭৯	চীনে কোর্স উপলক্ষ্যে বিএ-৭৪২০ ক্যাপ্টেন সাদী মাহমুদ কর্তৃক পকেটভাতা ও শীপ ফ্রেইট অতিরিক্ত গ্রহণ	১২,২১,১৪০
২	অনুচ্ছেদ নং-২২ (আপত্তি নং-১১৮)	২০১৩-২০১৬	১৪৩৮১	যুক্তরাজ্যে International Jiont Staff Fires Awareness Course উপলক্ষ্যে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ কর্তৃক অসংগতিপূর্ণ ভাউচার দিয়ে বিমানপথে অতিরিক্ত লাগেজ বহণের ব্যয় গ্রহণ	৭,১৪,৯১২
৩	অনুচ্ছেদ নং-২৪ (আপত্তি নং-১৬)	২০১৩-২০১৬	১৪৩৮৩	ভারতে কোর্স উপলক্ষ্যে বিএ-৩৫৭১ কর্ণেল মোহাম্মদ শাহীনুল হক কর্তৃক বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলে সন্তানের বিমান ভাড়া প্রাপ্য না হওয়া সত্বেও উহা গ্রহণ এবং তৈরীকৃত (Manufactured) ভাউচার দ্বারা ৩০০ কেজি মালামাল এর শিপ ফ্রেইট বাবদ গ্রহণ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি	৪,৫৯,০৫৪
৪	অনুচ্ছেদ নং-২৭ (আপত্তি নং-২১)	২০১৩-২০১৬	১৪৩৮৬	চীনে Multiple Launch Rocket System প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যেবৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলে বিমান এমসিও এবং ক্রয়কৃত স্টেশনারী বিল রঙ্গিন কাগজে তৈরীকৃত (Manufactured) ভাউচার দ্বারা সরকারী অর্থ গ্রহণ করায় আর্থিক ক্ষতি।	৬,৬৯,২৪০
৫	অনুচ্ছেদ নং-৩৮ (আপত্তি নং-৮২)	২০১৩-২০১৬	১৪৩৯৭	ভারতে কোর্স উপলক্ষ্যে বিএ-৩৬৫০ কর্ণেল এস এম কামরুল হাসান, পিএসসি কর্তৃক অসংগতিপূর্ণ দলিলাদির ভিত্তিতে ৩০০ কেজি মালামাল পরিবহন ব্যয় গ্রহণ	৫,৮৪,৩২৫
৬	অনুচ্ছেদ নং-৩৯ (আপত্তি নং-৮৩)	২০১৩-২০১৬	১৪৩৯৮	ভারতে কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে বিএ-৪৮৯৮ মেজর ফেরদৌস আহমেদ কর্তৃক ব্যক্তিগত মালামাল পরিবহন বাবদ অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ	৪,৪৫,৫০০
৭	অনুচ্ছেদ নং-৪০ (আপত্তি নং-৮৪)	২০১৩-২০১৬	১৪৩৯৯	বিএ-৬৩৯৪ মেজর মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ খান কর্তৃক সৌদিআরবে কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে ২০০ কেজি মালামাল পরিবহন বাবদ অনিয়মিতভাবে অর্থ গ্রহণ	৫,৮০,২৪৪
৮	অনুচ্ছেদ নং-৪১ (আপত্তি নং-৫৭)	২০১৩-২০১৬	১৪৪০০	নেপালে Adventure Training এ ১১ জন অফিসারের অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা গ্রহণ টাকা	১৯,৭৫,১১৩

৯	অনুচ্ছেদ নং-৪২ (আপত্তি নং-৭২)	২০১৩-২০১৬	১৪৪০১	মালিতে বিভিন্ন ইউনিট মোতায়েনের লক্ষ্যে ১১ সদস্যের পর্যবেক্ষণ টীমের সফর উপলক্ষ্যে গৃহিত অতিরিক্ত ভ্রমণ ভাতা	১৩,৬৮,৮৪০
১০	অনুচ্ছেদ নং-৪৩ (আপত্তি নং-৭৪)	২০১৩-২০১৬	১৪৪০২	বিএ-৭৪৬৯ ক্যাপ্টেন মোঃ আরিফুল ইসলাম কর্তৃক চীনে কোর্স এ অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে বাড়ীভাড়া, এমসিও ও শীফ ফ্রেইট বাবদ প্রাপ্যের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ	৯,৮৯,৬০৬
১১	অনুচ্ছেদ নং-৪৫ (আপত্তি নং-৭৬)	২০১৩-২০১৬	১৪৪০৪	যুক্তরাষ্ট্রে কোর্স উপলক্ষ্যে বিএ-৭৬৮৪ মেজর মুহাম্মদ জুনাইদ উদ্দিন শাহ চৌধুরী কর্তৃক বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলে প্রাপ্যতাবিহীন অর্থ গ্রহণ	৬,৪৯,২১৭
১২	অনুচ্ছেদ নং-৪৭ (আপত্তি নং-৭৮)	২০১৩-২০১৬	১৪৪০৬	চীনে কোর্স উপলক্ষ্যে বিএ-৬৫২৪ মেজর মোঃ আরাফাত মাসায়েল কর্তৃক বৈদেশিক কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষে অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা গ্রহণ	৮,৯৮,২৩২
১৩	অনুচ্ছেদ নং-৪৮ (আপত্তি নং-৭৯)	২০১৩-২০১৬	১৪৪০৭	চীনে কোর্স উপলক্ষ্যে বিএ-৭২০১ ক্যাপ্টেন সৈয়দ পারভেজ মোস্তফা কর্তৃক এমসিও,সী ফ্রেইট এবং বিবিধভাতা বাবদ প্রাপ্যের অতিরিক্ত গ্রহণ	৫,১৮,৬৫০
১৪	অনুচ্ছেদ নং-৪৯ (আপত্তি নং-৫৮)	২০১৩-২০১৬	১৪৪০৮	চীনে কোর্স উপলক্ষ্যে বিএ-৭৬৯৪ ক্যাপ্টেন রাশেদ হাসান কর্তৃক পকেটভাতা, শীপ ফ্রেইট ও এমসিও বাবদ অতিরিক্ত/প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে অর্থ গ্রহণ	৫,৩৩,৮৪১
১৫	অনুচ্ছেদ নং-৫২ (আপত্তি নং-৬২)	২০১৩-২০১৬	১৪৪১১	চীনে কোর্স উপলক্ষ্যে বিএ-৬১৩৩ মেজর মোঃ নাজমুল হক কর্তৃক এমসিও ও শীপ ফ্রেইট বাবদ অতিরিক্ত/প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে অর্থ গ্রহণ	৫,১৩,১৭৬
১৬	অনুচ্ছেদ নং-৫৬ (আপত্তি নং-৭০)	২০১৩-২০১৬	১৪৪১৫	বিএ-৬০৩৪ মেজর হাফিজুর রহমান কবির,পিএসসি, এএসসি কর্তৃক ৩০০ কেজি মালামালের শীপ ফ্রেইটের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ	৫,৯৫,৪৮৫
১৭	অনুচ্ছেদ নং-৫৭ (আপত্তি নং-৬৭)	২০১৩-২০১৬	১৪৪১৬	চীন সফর উপলক্ষ্যে বিএ-৬৭২৮ মেজর মোঃ তৌহিদ মাহমুদ,আর্টিলারী কর্তৃক সী ফ্রেইট বাবদ অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ	৪,৮৭,৬৯৬
১৮	অনুচ্ছেদ নং-৬১ (আপত্তি নং-১৮)	২০১৩-২০১৬	১৪৪২০	যুক্তরাজ্য সফর উপলক্ষ্যে বিএ-৫৮৫৭ মেজর মোঃ সাইফুল্লাহ কর্তৃক বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলে বাধ্যতামূলক অবস্থান না হওয়া এবং বিমান এমসিও যথাযথ না হওয়া সত্বেও উহা গ্রহণ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি	১,১৯,১৫২
১৯	অনুচ্ছেদ নং-৬৩ (আপত্তি নং-২৬)	২০১৩-২০১৬	১৪৪২২	বিএ-২৪২৬ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আখতারোজ্জামান সিদ্দিকী পিএসসি,টিই কর্তৃক বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা বাবদ	১,৯১,১৬০
২০	অনুচ্ছেদ নং-৬৫ (আপত্তি নং-৫০)	২০১৩-২০১৬	১৪৪২৪	বিএ-৩২২৩ ব্রিঃ জেনারেল মোঃ আমিন আকবর কর্তৃক United States Army War College (USAWC) International Fellows (IF) Programme (যুক্তরাষ্ট্র) এ অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা গ্রহণ	২,৯৮,৭৮০
২১	অনুচ্ছেদ নং-৬৭ (আপত্তি নং-৫১)	২০১৩-২০১৬	১৪৪২৬	বিএ-৬৯৫১ মেজর মহিবুল হাসান কর্তৃক বিদেশ ভ্রমণের আওতায় প্রাপ্যের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ	২,৪০,৯৪৬
২২	অনুচ্ছেদ নং-৬৯ (আপত্তি নং-৮৮)	২০১৩-২০১৬	১৪৪২৮	Train and Fight War game Simulator এর Physical Capability	৪,৩৬,০৮০

				Assessment এর জন্য যুক্তরাজ্য, ইটালী ও চীন সফর উপলক্ষ্যে কর্মকর্তাগণ কর্তৃক যুক্তরাজ্য ও চীন সফরে ০২ দিনের অতিরিক্ত হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ভাতা গ্রহণ	
২৩	অনুচ্ছেদ নং-৭২ (আপত্তি নং-৮৫)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৩১	বিএ-৫৯২৯ মেজর জিএস রাজিব আহমেদ মালয়েশিয়া স্টাফ কোর্সে অংশ্রগ্রহণ উপলক্ষ্যে যথাযথ কাগজপত্র ব্যতিরেকে শীপ ফ্রেইট গ্রহণ	১,৯২,৪৪৫
২৪	অনুচ্ছেদ নং-৮৪ (আপত্তি নং-১০৬)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৪৩	সংগতিবিহীনভাবে অতিরিক্ত দিনের জন্য বৈদেশিক ভিত্তিক ভাতা গ্রহণ	৩,২৩,৫২০
২৫	অনুচ্ছেদ নং-৮৫ (আপত্তি নং-১০৯)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৪৪	বিএ-৬৩৫৯ মেজর মোঃ ফিরোজ আল ওয়াহিদ কর্তৃক চীনে কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে বিমানভাড়া, বাড়িভাড়া, বিমান পথে অতিরিক্ত লাগেজ বহন এবং সমুদ্রপথে ৩০০ কেজি মালামালের শীপ ফ্রেইট বাবদ অতিরিক্ত গ্রহণ	১০,১৭,৬৩৩
২৬	অনুচ্ছেদ নং-৮৬ (আপত্তি নং-১১০)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৪৫	চীনে বিএ-৬৪০৭ মেজর মোঃ আশিকুর রহমান কর্তৃক চীনে কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে বিমানভাড়া, বাড়িভাড়া, বিমান পথে অতিরিক্ত লাগেজ বহন এবং সমুদ্রপথে ৩০০ কেজি মালামালের শীপ ফ্রেইট বাবদ অতিরিক্ত গ্রহণ	৮,৬৫,৯১৭
২৭	অনুচ্ছেদ নং-৮৮ (আপত্তি নং-২৪৫)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৪৭	বিএ ৬৬৯৩ মেজর মোঃ কাউয়ুম হোসেন কর্তৃক শীপ ফ্রেইট ও এমসিও বাবদ অতিরিক্ত গ্রহণ	৪,২৫,৫২০
২৮	অনুচ্ছেদ নং-৮৯ (আপত্তি নং-২৪৬)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৪৮	চীনে কোর্স উপলক্ষ্যে বিএ-৪৬৬০ লেঃ কর্নেল একেএম আরিফ এবং বিএ-৫৭৪৫ মেজর সৈয়দ নজরুল ইসলাম কর্তৃক পকেটভাতা ও শীপ ফ্রেইট বাবদ অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ	১২,৬০,৬৫৬
২৯	অনুচ্ছেদ নং-৯৪ (আপত্তি নং-২৫১)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৫৩	চীনে কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে বিএ-৫৬০১ মেজর আরিফুর রহমান কর্তৃক বাড়িভাড়া ও শীপ ফ্রেইট বাবদ অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ	৭,১৪,২৮৫
৩০	অনুচ্ছেদ নং-৯৮ (আপত্তি নং-০৫)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৫৭	চীন সফরে বিএ-৬৩৬৪ মেজর মোস্তফা আরিফ-উর-রহমান খান কর্তৃক বৈদেশিক ভ্রমণভাতা বিলে অতিরিক্ত গ্রহণ	৪,০২,৫১২
৩১	অনুচ্ছেদ নং-৯৯ (আপত্তি নং-১২০)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৫৮	বিএ-৬৪৪৩ মেজর মনসুর আহমেদ এএসসি কর্তৃক চীনে কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে বিধি বহির্ভূতভাবে শীপ ফ্রেইট ও অতিরিক্ত মালামালের বিমান ভাড়া গ্রহণ	৫,৪৮,০১৩
৩২	অনুচ্ছেদ নং-১০১ (আপত্তি নং-১২২)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৬০	৩ জন আর্মি অফিসার কর্তৃক ইটালী, জার্মানী ও যুক্তরাষ্ট্র সফরে ত্রুটিপূর্ণ হোটেল বিল দাখিলের মাধ্যমে হোটেল ভাড়া অতিরিক্ত গ্রহণ	১২,০৩,৭৮০

৩৩	অনুচ্ছেদ নং-১০২ (আপত্তি নং-১২৩)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৬১	পাকিস্তানে কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে বিএ-৫৬১৩ মেজর মোঃ মেহেদী হাসান কবির পিএসসি কর্তৃক পাকিস্তানে লজিষ্টিক স্টাফ কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে কৃত্রিম (fake) দলিলাদির ভিত্তিতে শীফ ফ্রেইট এবং দৈনিক ভাতা বাবদ অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ	৩,৫৬,০২০
৩৪	অনুচ্ছেদ নং-১০৩ (আপত্তি নং-১২৪)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৬২	বিএ-৬০২৭ মেজর মোঃ শফিউল আলম,পিএসসি কর্তৃক চীনে স্টাফ কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত গ্রহণ	৮,৬২,৫১০
৩৫	অনুচ্ছেদ নং-১১৫ (আপত্তি নং-১৪০)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৭৪	মালি (মিনুসকা) এবং সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক (মিনুসকা) সফর উপলক্ষ্যে বাংলাদেশী প্রতিনিধিদলের সদস্যগণ কর্তৃক বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা অতিরিক্ত গ্রহণ	৩,২০,১০০
৩৬	অনুচ্ছেদ নং-১১৭ (আপত্তি নং-১৪২)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৭৬	রাশিয়া, বেলারুশ, ইউক্রেন ও হাঙ্গেরী পরিদর্শনকারী প্রতিনিধিদলের সদস্যগণ কর্তৃক বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা অতিরিক্ত গ্রহণ	৫,২৭,৫২০
৩৭	অনুচ্ছেদ নং-১২০ (আপত্তি নং-১৪৫)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৭৯	চীনে কোর্স উপলক্ষ্যে পকেট ভাতা-খাওয়ার খরচ, এমসিও এবং শীপ ফ্রেইট বাবদ অতিরিক্ত গ্রহণ	২৬,২৩,৫০৬
৩৮	অনুচ্ছেদ নং-১২৬ (আপত্তি নং-১৫২)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৮৫	সার্বিয়াতে প্রাক-জাহাজীকরণ উপলক্ষ্যে সফরের জন্য দৈনিক ভাতা ও এমসিও বাবদ প্রাপ্যতা বহির্ভূত আর্থিক সুবিধা গ্রহণ	৪,৯২,৮৬৯
৩৯	অনুচ্ছেদ নং-১২৯ (আপত্তি নং-১৫৬)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৮৭	বিএ-৫৩৭২ লেঃ কর্ণেল লুৎফুল করিম এবং বিএ-৪৬২২ মেজর মোঃ হুমায়ুন কবির সরকার কর্তৃক বাধ্যতামূলক অবস্থান না ঘটা সত্বেও এ বাবদ হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ভাতা (নগদভাতাসহ) গ্রহণ	২,৪২,৬৪০
৪০	অনুচ্ছেদ নং-১৩২ (আপত্তি নং-১৬১)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৯০	বিএ-২৬৬০ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এবং বিএ-৪৩৩২ লেঃ কর্ণেল গাজী মোঃ আসাদুজ্জামান কর্তৃক প্রাপ্য না হওয়া সত্বেও ১ দিনের বাধ্যতামূলক অবস্থান দেখিয়ে প্রাপ্যের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ	১,৮৬,০০০
৪১	অনুচ্ছেদ নং-১৩৩ (আপত্তি নং-১৬২)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৯১	কাতারে Exercise Ferocious Falcon (4)-2015 এ অংশগ্রহণকারী ২০ জন অফিসার কর্তৃক অতিরিক্ত পকেটভাতা এবং প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত লাগেজ বহন ব্যয় গ্রহণ, টাকা (১০,১২,০০০.০+ ৬৯,৭০৮.৮০)	১০,৮১,৭০৯
৪২	অনুচ্ছেদ নং-১৩৬ (আপত্তি নং-১৬৮)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৯৪	ভারতে ডেইরী ফার্ম পরিদর্শন উপলক্ষ্যে বিমানভাড়া ও দৈনিক ভাতা বাবদ প্রাপ্যের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ	২,৪১,২০০
৪৩	অনুচ্ছেদ নং-১৩৭ (আপত্তি নং-১৬৯)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৯৫	৫ (পাঁচ) জন সেনাকর্মকর্তা কর্তৃক সিংগাপুর সফর উপলক্ষ্যে অসংগতিপূর্ণ ভাউচারের মাধ্যমে অতিরিক্ত লাগেজ বহন ব্যয় ও প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে কোর্স ফি এবং কৃত্রিম (fake) হোটেল ভাউচার দ্বারা হোটেলভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা (নগদভাতাসহ) গ্রহণ	১১,০৯,৮৯০
৪৪	অনুচ্ছেদ নং-১৩৮ (আপত্তি নং-১৭০)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৯৬	চীনে কোর্স উপলক্ষ্যে বিএ-৭২২৮ মোঃ আরিফুল ইসলাম কর্তৃক অতিরিক্ত পকেটভাতা, যথাযথ কাগজপত্র ছাড়াই বিমান এমসিও ও শীপ ফ্রেইট গ্রহণ	১০,৮৪,০৮২

৪৫	অনুচ্ছেদ নং-১৩৯ (আপত্তি নং-১৭২)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৯৭	ভারতের শীলচরে Exercise Planning Conferance এ অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে প্রাপ্যের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ	৬,৩৭,২৩৭
৪৬	অনুচ্ছেদ নং-১৪১ (আপত্তি নং-১৭৬)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৯৯	চায়নাতে প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শনে ৩ জন সামরিক অফিসার কর্তৃক বৈদেশিক ভ্রমণভাতা বিলে প্রাপ্যের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ	৬,৪৫,৫৬১
৪৭	অনুচ্ছেদ নং-১৪৫ (আপত্তি নং-১৮০)	২০১৩-২০১৬	১৪৫০৩	ইটালীতে প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শনে ২ জন সামরিক অফিসার কর্তৃক বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা বিলে প্রাপ্যের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ	২,৩৩,৯৩০
৪৮	অনুচ্ছেদ নং-১৪৭ (আপত্তি নং-১৮৩)	২০১৩-২০১৬	১৪৫০৫	বিএ-৫৮৬৫ মেজর মশিউর রহমান,পিএসসি, পদাতিক কর্তৃক তুরস্ক সফর উপলক্ষ্যে অসংগতিপূর্ণ ভাউচারের মাধ্যমে অতিরিক্ত লাগেজ বহন ব্যয় ও প্রাপ্যতা বহির্ভুতভাবে পকেট ভাতা গ্রহণ	১,০২,৮৮২
৪৯	অনুচ্ছেদ নং-১৫২ (আপত্তি নং-১৯০)	২০১৩-২০১৬	১৪৫১০	চীনে পরিদর্শন উপলক্ষ্যে বিমান ভাড়া অধিক গ্রহণ	৪,৬০,৬৪০
৫০	অনুচ্ছেদ নং-১৫৪ (আপত্তি নং-১৯২)	২০১৩-২০১৬	১৪৫১২	চীনে প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শনে ৫ জন সামরিক অফিসার কর্তৃক বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা বিলে অতিরিক্ত গ্রহণ	৮,০৬,২৩৯
৫১	অনুচ্ছেদ নং-১৫৫ (আপত্তি নং-১৯৩)	২০১৩-২০১৬	১৪৫১৩	নেপালে Adventure Training এ অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা গ্রহণ	১৪,৮৩,৬৮০
৫২	অনুচ্ছেদ নং-১৫৬ (আপত্তি নং-১৯৪)	২০১৩-২০১৬	১৪৫১৪	বিএ-৫২৬৪ মেজর মোঃ আসাদুজ্জামান তালুকদার কর্তৃক বৈদেশিক টিএ/ডিএ বিলে এমসিও এবং বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা গ্রহণ	১,২৮,৭২০
৫৩	অনুচ্ছেদ নং-১৭২ (আপত্তি নং-২০৭)	২০১৩-২০১৬	১৪৫৩০	শ্রীলংকাতে বিএ-৬১০১ মেজর শেখ রমিজ উদ্দিন মোঃ ওয়াসিম (বর্তমানে লেঃ কর্ণেল) কর্তৃক অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা গ্রহণ	১,২৯,১৩৪
৫৪	অনুচ্ছেদ নং-১৭৬ (আপত্তি নং-২২৯)	২০১৩-২০১৬	১৪৫৩৪	সিংগাপুরে IMDG কোর্সে অংশগ্রহণ এর ক্ষেত্রে অনিয়মিতভাবে অর্থ পরিশোধ	১০,৭০,৪৩৫
৫৫	অনুচ্ছেদ নং-১৮২ (আপত্তি নং-২৩৬)	২০১৩-২০১৬	১৪৫৪০	তৈরীকৃত (Manufactured) ভাউচার দিয়ে তুরস্ক সফর উপলক্ষ্যেবিধি বহির্ভূত প্রাপ্যের অতিরিক্ত হোটেল বিল গ্রহণ	১১,৮৯,৬৩৮
৫৬	অনুচ্ছেদ নং-১৮৬ (আপত্তি নং-২১৭)	২০১৩-২০১৬	১৪৫৪৪	ভারতের 'Spine Surgery' at Fortis Hospital, কোলকাতায় প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সাপোর্টিং ডকুমেন্ট ব্যতীত অর্থ ব্যয়	৩,৬১,৯৮১
৫৭	অনুচ্ছেদ নং-১৯৬ (আপত্তি নং-২০)	২০১৩-২০১৬	১৪৫৫৪	বিএ-৪৭৭৩ লেঃ কর্ণেল রাকিবুল করিম চৌধুরী কর্তৃক বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলে বিমান এমসিও না থাকায় এবং স্বাক্ষর ও তারিখ বিহীন ভাউচার দ্বারা সরকারী অর্থ গ্রহণ করায় আর্থিক ক্ষতি	২৯,৯৭০
৫৮	অনুচ্ছেদ নং-১৯৯ (আপত্তি নং-২৫)	২০১৩-২০১৬	১৪৫৫৭	যুক্তরাজ্য সফর উপলক্ষ্যে বিএ-৫১৫৮ মেজর (বর্তমানে কর্ণেল) মোহাম্মদ মোহতাশিম হায়দার চৌধুরী, পিএসসি বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলে তৈরীকৃত (manufactured) বিমান এমসিও দ্বারা সরকারী অর্থ গ্রহণ করায় আর্থিক ক্ষতি	৭৩,১৮২

৫৯	অনুচ্ছেদ নং-২০১ (আপত্তি নং-৪০)	২০১৩-২০১৬	১৪৫৫৯	বিএ-৭৮৩০ ক্যাপ্টেন শেখ আরমান ইবনে ইদ্রিস,এসি কর্তৃক প্রাক জাহাজী পরিদর্শন উপলক্ষে চীন ভ্রমণে অতিরিক্ত বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা গ্রহণ	৭৫,৭৮০
৬০	অনুচ্ছেদ নং-২০৮ (আপত্তি নং-৬৬)	২০১৩-২০১৬	১৪৫৬১	বিএ-৬১৩৪ মেজর মোহাম্মদ ফারুক আহমেদ ভূঁইয়া,পিএসসি,পদাতিক কর্তৃক ব্যক্তিগত মালামাল পরিবহণ বাবদ অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ	৫২,২৬০
৬১	অনুচ্ছেদ নং-২১১ (আপত্তি নং-৭১)	২০১৩-২০১৬	১৪৫৬৩	বিএ-৪৯০০ মেজর এম এম মোয়াজ্জেম হোসেন,পিএসসি কর্তৃক কৃত্রিম (fake) হোটেল বিল দাখিল করে ০৪ দিনের হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ভাতা গ্রহণ	১,৪০,৪০০
৬২	অনুচ্ছেদ নং-২২০ (আপত্তি নং-১১৪)	২০১৩-২০১৬	১৪৫৭০	বিএ-৫৩৮৪ মেজর মোঃ গোলাম রব্বানী, পিএসসি বিদেশ সফর উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত লাগেজ বিমানে বহনের ব্যয় প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে গ্রহণ	৭৫,৪৫৬
৬৩	অনুচ্ছেদ নং-২২১ (আপত্তি নং-১১৫)	২০১৩-২০১৬	১৪৫৭১	বিএ-৫১৯৯ লেঃ কর্ণেলে আহমেদ শাররিফ কর্তৃক নেদারল্যান্ডে সফল উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত পকেটভাতা এবং যথাযথ ভাউচার ব্যতীত অতিরিক্ত লাগেজ এর বিমান ভাড়া প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে গ্রহণ	৫৫,১০৫
৬৪	অনুচ্ছেদ নং-২২৩ (আপত্তি নং-১১৯)	২০১৩-২০১৬	১৪৫৭২	ভারতে ভারত বাংলাদেশ ব্যবস্থাপনায় Armoued Corps Centre & School (ACC&S) পরিদর্শনের নিমিত্ত সফরে লাগেজ বহন ব্যয় প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে গ্রহণ	৫৮,২১২
৬৫	অনুচ্ছেদ নং-২২৮ (আপত্তি নং-২৩৯)	২০১৩-২০১৬	১৪৫৭৪	ভারতে ASC Senior Officers Course-54 এ অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যেবেঠিক ভাউচারের মাধ্যমে স্টেশনারী ও অতিরিক্ত লাগেজ বহন ব্যয় গ্রহণ	৭৯,৪৬০
৬৬	অনুচ্ছেদ নং-২৩৫ (আপত্তি নং-১৩৮)	২০১৩-২০১৬	১৪৫৭৭	বিএ-৫৪২১ মেজর এস এম জাহিদুর রহমান কর্তৃক ভারতে প্রশিক্ষণ কোর্সে ব্যক্তিগত মালামাল পরিবহণ বাবদ অতিরিক্ত ভাড়া গ্রহণ	৮৪,৩০৬
৬৭	অনুচ্ছেদ নং-২৩৮ (আপত্তি নং-১৫৯)	২০১৩-২০১৬	১৪৫৭৮	বিএ-৬৮৪৬ মেজর এস এম শফিকুর রহমান, ইঞ্জিনিয়ার্স কর্তৃক অসংগতিপূর্ণ ভাউচার দিয়ে বিমানপথে অতিরিক্ত লাগেজ বহনের ব্যয় গ্রহণ	৬৫,০০০
৬৮	অনুচ্ছেদ নং-২৩৯ (আপত্তি নং-১৬০)	২০১৩-২০১৬	১৪৫৭৯	বিএ-৬৬৩০ মেজর মোঃ মাকসুদুল নাঈম সরকার কর্তৃক অসংগতিপূর্ণ ভাউচার দিয়ে বিমানপথে অতিরিক্ত লাগেজ বহণের ব্যয়, প্রাপ্য না হওয়া সত্বেও স্টাডি ট্যুর এন্ড ট্রেনিং এবং ১ দিনের বাধ্যতামূলক অবস্থান বাবদ গ্রহণ	৮৩,৬৬৮
৬৯	অনুচ্ছেদ নং-২৪৭ (আপত্তি নং-১৮৪)	২০১৩-২০১৬	১৪৫৮৪	বিএ-৪৬৩১ লেঃ কর্ণেল তৌহিদুল আহমেদ,পিএসসি, কর্তৃক তুরস্ক সফর উপলক্ষ্যে অসংগতিপূর্ণ ভাউচারের মাধ্যমে অতিরিক্ত লাগেজ বহন ব্যয় বাবদ গৃহণ	৭১,৭৬০
৭০	অনুচ্ছেদ নং-২৪৮ (আপত্তি নং-১৮৫)	২০১৩-২০১৬	১৪৫৮৫	বিএ-৭২৪৭ মেজর মোঃ মাহবুবুর রহমান কর্তৃক পাকিস্তানে কোর্স উপলক্ষ্যে বিমান ভাড়া অতিরিক্ত গ্রহণ	৬০,৬৬৩

(২) এসএফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস; নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।					
৭১	আপত্তি নং-১	২০১৩-২০১৬	১৪৮৭৭	চীনে কোর্স উপলক্ষ্যে ১৫ জন প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক বিধি বহির্ভূতভাবে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত ভাতাদি গ্রহণ।	২৬,৬২,৩৩১
৭২	আপত্তি নং-২	২০১৩-২০১৬	১৪৮৭৮	চীনে কোর্স উপলক্ষ্যে নৌ বাহিনীর কর্মকর্তাগণ কর্তৃক বিবিধ ভাতা, বিমান এমসিও, শীপ ফ্রেইট বাবদ অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ।	২৪,২৭,৪৫৪
৭৩	আপত্তি নং-৩	২০১৩-২০১৬	১৪৮৭৯	চীনে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে পি নং-১৬৫৪ লেঃ কমান্ডার এম মোজাক্কির হোসেন খান কর্তৃক প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে পকেট ভাতা, এমসিও, সমুদ্রপথের শীপ ফ্রেইট, বিবিধ ভাতা গ্রহণ।	২,৯৫,৫৯৮
৭৪	আপত্তি নং-৪	২০১৩-২০১৬	১৪৮৮০	ভারতে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট নাবিকগণ কর্তৃক তৈরিকৃত ভাউচার দ্বারা এয়ার এমসিও এবং শীপ ফ্রেইট বাবদ অর্থ গ্রহণ করায় সরকারের ক্ষতি।	২,৬৬,৩৪০
৭৫	আপত্তি নং-৫	২০১৩-২০১৬	১৪৮৮১	যুক্তরাজ্যে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে তৈরিকৃত ভাউচার দ্বারা এয়ার এমসিও এবং শীপ এমসিও বাবদ অর্থ গ্রহণ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	২,১৮,০৫২
৭৬	আপত্তি নং-৬	২০১৩-২০১৬	১৪৮৮২	Maritime Patrol Aircraft(MPA) Dornier-228 এর Ferry Flight এ অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে জার্মান সফরকালীন নৌ বাহিনীর কর্মকর্তা পি নং-১৫০১ লেঃ কমান্ডার এম এজাজ মাসুদ কর্তৃক অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা গ্রহণ।	১,১০,১২৪
৭৭	আপত্তি নং-৭	২০১৩-২০১৬	১৪৮৮৩	পি নং-১৭৭৪ লেঃ রাযীন ইবনে ওয়াহিদ কর্তৃক যুক্তরাজ্যে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে তৈরিকৃত ভাউচার দ্বারা এয়ার এমসিও এবং শীপ এমসিও বাবদ অর্থ গ্রহণ।	**১,৬৪,২২০**
৭৮	আপত্তি নং-৮	২০১৩-২০১৬	১৪৮৮৪	ভারতে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে বিধিবহির্ভূতভাবে শীপ এমসিও ও এয়ার এমসিও গ্রহণ যা আদায়যোগ্য।	১,১৩,৩৯৬
৭৯	আপত্তি নং-৯	২০১৩-২০১৬	১৪৮৮৫	ভারতে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে পি নং ১৬৪০ লেঃ মোহাম্মদ কামরুজ্জামান কর্তৃক অতিরিক্ত ট্রানজিট, তৈরিকৃত ভাউচার দ্বারা এয়ার এমসিও এবং শীপ এমসিও বাবদ অর্থ গ্রহণ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১,২২,৭৪০
৮০	আপত্তি নং-১০	২০১৩-২০১৬	১৪৮৮৬	সঃ সংখ্যা ৯১০২৬১ মোঃ আসাদুজ্জামান নূর কর্তৃক ভারতে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে তৈরিকৃত ভাউচার দ্বারা এয়ার এমসিও এবং শীপ এমসিও বাবদ অর্থ গ্রহণ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি যা আদায়যোগ্য।	৮৬,৯০০
৮১	আপত্তি নং-১১	২০১৩-২০১৬	১৪৮৮৭	পাকিস্তানে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে পি নং-১৮৩৭ লেঃ মির্জা রাশেদুল ইসলাম কর্তৃক তৈরিকৃত ভাউচার দ্বারা এয়ার এমসিও এবং শীপ ফ্রেইট বাবদ অর্থ গ্রহণ যা ফেরতযোগ্য।	১,০০,১৭২
৮২	আপত্তি নং-১২	২০১৩-২০১৬	১৪৮৮৮	চীনে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে পি নং-১৫০৩ লেঃ কমান্ডার মির্জা রোকাইয়া নূর কর্তৃক অতিরিক্ত পকেট ভাতা, ভাউচার ব্যতীত এয়ার এমসিও,	১৮,০৪,৮৬

				যথাযথ কাগজ ব্যতীত শীপ ফ্রেইট এবং ভাউচার ব্যতীত ব্যাংক কমিশন বাবদ অর্থ গ্রহণ।	
৮৩	আপত্তি নং-১৩	২০১৩-২০১৬	১৪৮৮৯	পি নং ২৩৮৮ ইঃ লেঃ এম আশিক উর রহমান প্রাপ্যতার অতিরিক্ত অগ্রিম এবং বিমান এমসিও, শীপ ফ্রেইট ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রাপ্যতা বহির্ভূত অর্থ গ্রহণ।	১,৭৭,৮২০
৮৪	আপত্তি নং-১৭	২০১৩-২০১৬	১৪৮৯৩	সৌদি আরবে পি নং ২০৬২ লেঃ এম আল আমিন কবির কর্তৃক ল্যাংগুয়েজ কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা গ্রহণ।	২,০১,৬৪১
৮৫	আপত্তি নং-১৯	২০১৩-২০১৬	১৪৮৯৫	বাধ্যতামুলক অবস্থানের ঘটনা না ঘটা সত্বেও হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা বাবদ অর্থ গ্রহণ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১,৭১,৮৫২
৮৬	আপত্তি নং-৩৫	২০১৩-২০১৬	১৪৯০৭	চীনে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে পি নং-১৫১৬ লেঃ কর্ণেল হাছিনা আক্তার কর্তৃক অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা গ্রহণ যা বৈদেশিক মুদ্রা কিংবা দেশীয় মুদ্রায় দেড়গুণ হারে ফেরতযোগ্য।	১,০৫,০১০
৮৭	আপত্তি নং-৩৬	২০১৩-২০১৬	১৪৯০৮	৩৭ জন নাবিকের সরকারী দেনা রেখে বিল সম্বনয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	**১২,৫১,৫০২**
৮৮	আপত্তি নং-৩৭	২০১৩-২০১৬	১৪৯০৯	নৌ বাহিনী কর্মকর্তাদের নিকট বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলে সরকারী পাওনা বাবদ অর্থ আদায়/ পরিশোধ না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৩৫,৬১,২১৭
৮৯	আপত্তি নং-৩৮	২০১৩-২০১৬	১৪৯১০	শান্তিরক্ষা মিশন মিনুসকা (মালী) তে মিশন এলাকা সফর উপলক্ষ্যে নৌ বাহিনীর ৩ জন কর্মকর্তা অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ।	৬,৫১,৮৯৭
৯০	আপত্তি নং-৩৯	২০১৩-২০১৬	১৪৯১১	পি নং ৮৬২ কমান্ডার, এম এস আজিজ,নৌ বাহিনী কর্মকর্তার নিকট বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলে সরকারী পাওনা বাবদ অর্থ আদায়/ পরিশোধ না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১,২২,৫৬২
৯১	আপত্তি নং-৪০	২০১৩-২০১৬	১৪৯১২	পি নং ১১৬০লেঃ কমান্ডার, এম মোস্তাফিজুর রহমান, নৌ বাহিনী কর্মকর্তার নিকট বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলে সরকারী পাওনা বাবদ অর্থ আদায়/ পরিশোধ না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১,২২,৫৬২
৯২	আপত্তি নং-৪১	২০১৩-২০১৬	১৪৯১৩	পি নং ১০৬৫ কমান্ডার, এম মনিরুল ইসলাম, নৌ বাহিনী কর্মকর্তার নিকট বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলে সরকারী পাওনা বাবদ অর্থ আদায়/ পরিশোধ না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১,২২,৫৬২
৯৩	আপত্তি নং-৪৫	২০১৩-২০১৬	১৪৯১৪	যুক্তরাজ্য সফর উপলক্ষ্যে প্রাক্তন নৌ বাহিনী প্রধান কর্তৃক অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা গ্রহণ।	২,৬৪,৫৩৭
৯৪	আপত্তি নং-৮৩	২০১৩-২০১৬	১৪৯৪৬	প্রাক্তন নৌ বাহিনী প্রধানের সফর সংগী হিসাবে বিদেশ ভ্রমণ উপলক্ষ্যে ২ জন নৌ বাহিনী কর্মকর্তা কর্তৃক অতিরিক্ত গ্রহণ।	৩,০৩,০৫২
৯৫	আপত্তি নং-৮৬	২০১৩-২০১৬	১৪৯৪৯	পি নং ১৫৯৪ ক্যাপ্টেন ডব্লিউ এইচ কুতুবুদ্দিন, নৌ বাহিনী কর্মকর্তার নিকট বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলে সরকারি পাওনা বাবদ অর্থ আদায়/পরিশোধ না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১,২২,৫৬২
৯৬	আপত্তি নং-৯৪	২০১৩-২০১৬	১৪৯৫৫	ভারতে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে বিল ভাউচার ব্যতীত বিমান এমসিও ও শীপ ফ্রেইট গ্রহণ।	৯৯,০০০

৯৭	আপত্তি নং-৯৮	২০১৩-২০১৬	১৪৯৫৯	শ্রীলংকাতেপ্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে পি নং-১০৩৬ কমান্ডার এ এম সাজ্জাদ হোসেন কর্তৃক অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা গ্রহণ।	২,৭২,২৩৫
৯৮	আপত্তি নং-৯৯	২০১৩-২০১৬	১৪৯৬০	চীনে কোর্স উপলক্ষ্যে পি নং-১৫০৭ লেঃ কমাঃ এ এইচ মঞ্জুর কর্তৃক প্রাপ্ত বিবিধ ভাতা অসমন্বয়, স্ত্রীর বিমান ভাড়া, শীপ ফ্রেইট ইত্যাদি বাবদ অতিরিক্ত গ্রহণ।	৪,৭৯,৮৫২
৯৯	আপত্তি নং-১০১	২০১৩-২০১৬	১৪৯৬২	চীনে অন জব ট্রেনিং ও রিফারবিসমেন্টকালীন সময়ে অবস্থান সংশ্লিষ্ট ভ্রমণ ভাতা বিলে স্ত্রীর বিমান টিকেট ও শীপ ফ্রেইট বাবদ অতিরিক্ত পরিশোধ।	৪,১৫,৭৬৫
১০০	আপত্তি নং-১০২	২০১৩-২০১৬	১৪৯৬৩	চীনে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে কৃত্রিম বিল ভাউচার দাখিল করে শীপ ফ্রেইট গ্রহণ যা বৈদেশিক মুদ্রায় ফেরত নতুবা দেশীয় মুদ্রায় দেড়গুণ আদায়যোগ্য।	২,৪৩,২৩৭
১০১	আপত্তি নং-১০৩	২০১৩-২০১৬	১৪৯৬৪	চীনে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে পি নং-৩৪৭ ক্যাপ্টেন এস এম কামরুল হক কর্তৃক টিএ/ডিএ বিলে বিধি বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করায় আদায়যোগ্য	৪,৫৮,৬৪৮
(৩) **এসএফসি (বিমান)** ঢাকা সেনানিবাস; নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।					
১০২	আপত্তি নং-১৮	২০১৩-২০১৬	২৫০৩৭	চীনে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে উইং কমান্ডার আবদুল্লাহ আল মাসুদ কর্তৃক তৈরিকৃত ভাউচার দ্বারা বাড়ী ভাড়া গ্রহণ এবং শীপ ফ্রেইট গ্রহণ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	২২,৬৩,১৭১
১০৩	আপত্তি নং-২২	২০১৩-২০১৬	২৫০৩৮	সৌদি আরবে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে ২ জন কর্মকর্তা কর্তৃক শীপ এমসি বাবদ অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ যা বৈদেশিক মুদ্রায় কিংবা দেশীয় মুদ্রায় দেড়গুণ হারে আদায়যোগ্য।	৪,৮৫,৮৫২
১০৪	আপত্তি নং-২৫	২০১৩-২০১৬	২৫০৪০	যুক্তরাষ্ট্রে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে বিডি/৯০৬৭ স্কোয়াড্রন লীডার এ এস এম শরফুদ্দিন কর্তৃক দৈনিক ভাতা এবং তৈরিকৃত ভাউচার দ্বারা শীপ এমসিও গ্রহণ।	৬,১২,১১৪
১০৫	আপত্তি নং-৩৭	২০১৩-২০১৬	২৫০৪৪	বিধি বহির্ভূত কম্প্রিহেনসিভ ডিএ, তৈরিকৃত ভাউচার দ্বারা স্টেশনারী এবং এমসিও বাবদ অর্থ গ্রহণ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১৫,১১,৮৫১
১০৬	আপত্তি নং-৪১	২০১৩-২০১৬	২৫০৪৬	ভারতে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোঃ শফিকুল আলম কর্তৃক বিমান এমসিও, শীপ ফ্রেইট, পকেট ভাতা ইত্যাদি বাবদ অতিরিক্ত গ্রহণ	১,৯৫,০৩৩
১০৭	আপত্তি নং-৫৩	২০১৩-২০১৬	২৫০৫২	চীনে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে বিডি/৮৯০৭ স্কোয়াড্রন লীডার সৈয়দ এনামুল হক কর্তৃক গৃহীত পকেট ভাতা, ট্রানজিট ও টার্মিনাল এবং এমসিও বাবদ অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ।	১৩,৪৩,৭৬১

১০৮	আপত্তি নং-৫৪	২০১৩-২০১৬	২৫০৫৩	চীনে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে বিডি/৮৮১৫ স্কোঃ লীঃ একেএম নাজমুস সাদাত কর্তৃক বিমান এমসিও, শীপ ফ্রেইট, পকেট ভাতা, বাড়ী ভাড়া ইত্যাদি বাবদ অতিরিক্ত গ্রহণ।	১৩,৫০,৫৫৩
১০৯	আপত্তি নং-৫৫	২০১৩-২০১৬	২৫০৫৪	বিডি/৪৬৫৮৮৯ কর্পোরাল মোঃ আল মাসুম কর্তৃক গৃহীত অতিঃ দৈনিক ভাতা ও এয়ার এমসিও বাবদ অনিয়মিতভাবে অর্থ গ্রহণ করায় সরকারি ক্ষতি টাকা।	৪,২৩,৩৩০
১১০	আপত্তি নং-৬২	২০১৩-২০১৬	২৫০৫৭	রাশিয়াক্রয়কৃত ১৬টি YAK-130 Combat Trainer Aircraft Gi 2q avc Stage Inspection এর জন্য রাশিয়াতে সফর উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত বিমান ভাড়া গ্রহণ।	৫,৮২,৬৩৬
১১১	আপত্তি নং-৬৮	২০১৩-২০১৬	২৫০৬১	বিমান বাহিনী কর্মকর্তাদের নিকট বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলে সরকারি পাওনা বাবদ অর্থ আদায়/পরিশোধ না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি	৪,৬০,৭৭১
১১২	আপত্তি নং-৭৩	২০১৩-২০১৬	২৫০৬৫	চীনে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে বিডি/৮৬৭৩ উইং কমান্ডার শেখ আশরাফুল হোসেন কর্তৃক গৃহীত বৈদেশিক টিএ ডিএ বিলে স্ত্রীর অতিরিক্ত বিমান ভাড়া, যথাযথ কাগজ ব্যতিত এয়ার এমসি এবং শীপ এমসিও গ্রহণ করায়।	১৭,৬৪,১৪৭
১১৩	আপত্তি নং-৭৪	২০১৩-২০১৬	২৫০৬৬	এমসিও ও স্টেশনারী প্রাপ্যতার স্বপক্ষে ভাউচার ও অন্যান্য প্রমাণাদি না থাকা সত্বেও রাশিয়া প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ০৯ জন বিমান কর্মকর্তা কর্তৃক অর্থ গ্রহণ।	৪,১৬,০৬০
১১৪	আপত্তি নং-৭৫	২০১৩-২০১৬	২৫০৬৭	পাকিস্তানে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে বিডি/৭৭৩৭ এয়ার কমডোর শেখ আব্দুল হান্নান কর্তৃক পকেট ভাতা, বিমান এমসিও/ টিএ/ডিএ শীপ ফ্রেইট বাবদ অতিরিক্ত গ্রহণ।	৭,৫৭,৮৭৭
(৪) **এফসি (আর্মি) পে-২** ঢাকা সেনানিবাস; নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।					
১১৫	আপত্তি নং-৭	২০১৩-২০১৬	১৪৫৯৩	ভারতে প্রশিক্ষণে গমনকারী প্রশিক্ষণার্থীকে প্রাপ্যের অতিরিক্ত হোটেল ভাতা, ত্রুটিপূর্ণ ভাউচার/ ডকুমেন্টস এর ভিত্তিতে বিমান MCO'র মূল্য , শীপফ্রেইট এর অর্থ এবং অপ্রাপ্য ষ্ট্যাডি ট্যুর এন্ড ভিজিট এর অর্থ প্রদান করায় ক্ষতি।	২,০১,৯২৬
১১৬	আপত্তি নং-৯	২০১৩-২০১৬	১৪৫৯৫	যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে গমনকারী সৈনিককে অতিরিক্ত পকেট ভাতা, ষ্ট্যাডি ট্যুর এন্ড ভিজিট এর জন্য প্রাপ্যের অতিরিক্ত সাকূল্য ভাতা, রশিদ ব্যতিত ট্রাভেল ট্যাক্স ও এম্বারকেশন ফি এবং ত্রুটিপূর্ণ ভাউচারের ভিত্তিতে MCO ও শীপ ফ্রেইট এর অর্থ প্রদান করায় ক্ষতি	২,৯৯,০২৯

১১৭	আপত্তি নং-১১	২০১৩-২০১৬	১৪৫৯৬	কাতারে অনুষ্ঠিত সামরিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারী সৈনিকগনকে প্রাপ্যতার চেয়ে অতিরিক্ত হারে পকেট ভাতা, ট্রানজিট ভাতা ও টার্মিনাল চার্জ এবং যথাযথ ভাউচার ছাড়া এমসিও ক্রয় বাবদ অর্থ প্রদান করায় ক্ষতি।	৪১,৬৮,৮৩২
১১৮	আপত্তি নং-১২	২০১৩-২০১৬	১৪৫৯৭	সার্বিয়ায় প্রশিক্ষণে গমনকারী সৈনিকগনকে বিধি বহির্ভূতভাবে টার্মিনাল চার্জ/ট্রাভেল ট্যাক্স ও এ্যাম্বারকেশন ফি এবং ষ্টেশনারী ও প্রশিক্ষণ পুস্তিকা ক্রয় বাবদ অর্থ পরিশোধ করায় ক্ষতি।	১,১৬,৯৬০
১১৯	আপত্তি নং-১৪	২০১৩-২০১৬	১৪৫৯৮	তুরস্কে ও যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারী সৈনিকগনকে যথাযথ ভাউচার ব্যতিত এবং ভাউউচারের ফটোকপির ভিত্তিতে এমসিও ভউচার ক্রয় বাবদ অর্থ পরিশোধ করায় ক্ষতি।	৫,৩৪,২৬৫
১২০	আপত্তি নং-১৫	২০১৩-২০১৬	১৪৫৯৯	নেপালে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রাপ্য দৈনিক ভাতার পরিবর্তে নগদসহ হোটেলভাতা, যথাযথ ভাউচার ছাড়া MCO মূল্য, অপ্রাপ্য ট্রানজিট ভাতা এবং অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ ফি প্রদান করায় ক্ষতি।	২০,৬০,২৪৬
১২১	আপত্তি নং-১৭	২০১৩-২০১৬	১৪৬০০	চীনে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারী সৈনিককে অপ্রাপ্য পকেট ভাতা এবং ত্রুটিপূর্ণ ভাউচার/ডকুমেন্টস এর ভিত্তিতে এমসিও ও শীপ ফ্রেইট এর মূল্য প্রদান করায় ক্ষতি।	৪,৯০,৭২৪
১২২	আপত্তি নং-১৯	২০১৩-২০১৬	১৪৬০২	পাকিস্তানে Tank Mbt-2000 Of Driving And Maintenance Course এ গমনকারী সৈনিকগনকে অতিরিক্ত বিমান ভাড়া ও পকেট ভাতা এবং ত্রুটিপূর্ণ ভাউচার/ডকুমেন্টস এর ভিত্তিতে MCO ক্রয়ের মূল্য ও Ocean Freightএর মূল্য প্রদান করায় ক্ষতি।	৫৪,৪২,৪৪৪
১২৩	আপত্তি নং-২০	২০১৩-২০১৬	১৪৬০৩	পাকিস্তানে Tank Mbt-2000 Of Gunnery Course এ অংশগ্রহনকারী সৈনিকগনকে অতিরিক্ত পকেটভাতা, ত্রুটিপূর্ণ ভাউচার/ ডকুমেন্টস এর ভিত্তিতে MCO ক্রয়ের মূল্য এবং সমুদ্রপথে Ocean Freight এর মূল্য প্রদান করায় ক্ষতি।	৫১,৬২,৪৪৪
১২৪	আপত্তি নং-২১	২০১৩-২০১৬	১৪৬০৪	শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারীকে অতিরিক্ত পকেট ভাতা, প্রশিক্ষণের বর্ধিত সময়েরও বিভিন্ন ধরনের ফিল্ড ট্রিপ/ পরিদর্শনের সুবিধা এবং অতিরিক্ত Ocean Freight প্রদান করায় ক্ষতি।	২,১০,৯৬৩
১২৫	আপত্তি নং-২২	২০১৩-২০১৬	১৪৬০৫	বৈদেশিক প্রশিক্ষণে গমনকারী সৈনিকগনকে ত্রুটিপূর্ণ ভাউচারের ভিত্তিতে এমসিও ক্রয়ের মূল্য প্রদান করায় ক্ষতি।	১৫,২০,১৫৩
১২৬	আপত্তি নং-২৮	২০১৩-২০১৬	১৪৬১০	সুইডেন ও ভারতে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারী প্রশিক্ষণার্থীগনকে প্রকৃত ভাউচার ছাড়া হোটেল ভাতা ও এমসিও এর মূল্য প্রদান করায় ক্ষতি।	৩,২২,৬০৮
১২৭	আপত্তি নং-৩০	২০১৩-২০১৬	১৪৬১২	চীনে প্রশিক্ষণে গমনকারী সৈনিকদ্বয়কে অপ্রাপ্য পকেট ভাতা, প্রমানক ছাড়া ট্রাভেল ট্যাক্স ও এম্বারকেশন ফি এবং ত্রুটিপূর্ণ ভাউচার/ডক্যুমেন্টস্ এর ভিত্তিতে এমসিও ও শীপ ফ্রেইট ক্রয় বাবদ অর্থ প্রদান করায় ক্ষতি।	১১,৬০,৮৩৬

১২৮	আপত্তি নং-৩১	২০১৩-২০১৬	১৪৬১৩	চীন সফরে সর্বসাকুল্য ভাতার পরিবর্তে ত্রুটিপুর্ণ হোটেল ভাউচারে হোটেল ভাতা এবং অপ্রাপ্য বাধ্যতামূলক অবস্থানজনিত হোটেল ভাতা গ্রহণ করায় ক্ষতি।	১,১৯,৮০৬
১২৯	আপত্তি নং-৩২	২০১৩-২০১৬	১৪৬১৪	সেনাসদর কর্তৃক নির্ধারিত হারের চেয়ে অতিরিক্ত হারে ট্রাক/কাভার্ড ভ্যান ভাড়া করায় ক্ষতি।	১৯,৯২,৪৫০
১৩০	আপত্তি নং-৩৫	২০১৩-২০১৬	১৪৬১৭	ভারতে অনুষ্ঠিত কোর্সে অংশগ্রহনকারী সৈনিকগনকে ষ্ট্যাডিট্যুর এর জন্য প্রাপ্যের অতিরিক্তসাকূল্য ভাতা এবং যথাযথ ভাউচার ছাড়া **MCO** ও শীপ ফ্রেইট এর অর্থ প্রদান করায় ক্ষতি।	৫,৬১,১২২
১৩১	আপত্তি নং-৩৭	২০১৩-২০১৬	১৪৬১৮	ভারতে অনুষ্ঠিত কোর্সে অংশগ্রহনকারী সৈনিককে ত্রুটিপূর্ণ ভাউচার/ডকুমেন্টস এর ভিত্তিতে **MCO** ও শীপ ফ্রেইট এর অর্থ প্রদান করায় ক্ষতি।	১,৩৪,২৫৯
১৩২	আপত্তি নং-৩৮	২০১৩-২০১৬	১৪৬১৯	প্রশিক্ষণার্থীকে প্রাপ্যের অতিরিক্ত সাকূল্য ভাতা এবং ত্রুটিপূর্ণ ভাউচার/ডকুমেন্টস এর ভিত্তিতে **MCO** ও শীপ ফ্রেইট এর অর্থ প্রদান করায় ক্ষতি।	২,০১,৬৪৬
১৩৩	আপত্তি নং-৪০	২০১৩-২০১৬	১৪৬২১	সরকারী আদেশ(জিও) এ উল্লিখিত সময়ের অতিরিক্ত সময়ের জন্য ভ্রমণ ও অবস্থান এবং প্রস্তুতকারী/ আয়োজক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যাতায়াত বিমান ভাড়া, থাকা- খাওয়া, অভ্যন্তরীণ যাতায়াত খরচ ইত্যাদি বহন করা সত্বেও বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য প্রাপ্যতা বহির্ভূত হোটেল ভাতা এবং ত্রুটিপূর্ণ ভাউচারের ভিত্তিতে MCO মূল্য প্রদান করায় ক্ষতি।	১,২৬,৮৭৯
১৩৪	আপত্তি নং-৪২	২০১৩-২০১৬	১৪৬২৩	বৈদেশিক প্রশিক্ষণে বিধি বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ খরচ ফিল্ডট্রিপ/পরিদর্শনের জন্য প্রাপ্য ডিএ এবং ত্রুটিপূর্ণ ভাউচারের ভিত্তিতে MCO মূল্য প্রদান করায় ক্ষতি ।	৫,০৯,৫১২
১৩৫	আপত্তি নং-৪৩	২০১৩-২০১৬	১৪৬২৪	বৈদেশিক প্রশিক্ষণে বিধি বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ খরচ ; ফিল্ড ট্রিপ/পরিদর্শনের জন্য প্রাপ্য ডিএ এবং ত্রুটিপূর্ণ ভাউচারের ভিত্তিতে MCO ও Ship Freight মূল্য প্রদান করায় ক্ষতি।	৫,০১,২৪১
১৩৬	আপত্তি নং-৪৪	২০১৩-২০১৬	১৪৬২৫	প্রশিক্ষণার্থীদেরকে ভাউচার ব্যতিত ট্রাভেল ট্যাক্স (বিমান বন্দর শুল্ক) ও এম্বারকেশন ফি; ত্রুটিপূর্ণ ভাউচারের ভিত্তিতে MCO মূল্য এবং অতিরিক্ত Ocean Freight প্রদান করায় ক্ষতি।	১১,০৬,৩৬২
১৩৭	আপত্তি নং-৪৫	২০১৩-২০১৬	১৪৬২৬	ত্রুটিপূর্ণ ভাউচার/ভাউচারের ফটোকপির ভিত্তিতে এমসিও ভাউচার ক্রয়ের মূল্য প্রদান করায় ক্ষতি।	৬,০৪,৫৭১
১৩৮	আপত্তি নং-৪৬	২০১৩-২০১৬	১৪৬২৭	ভারতে অনুষ্ঠিত কোর্সে অংশগ্রহনকারী সৈনিককে ত্রুটিপূর্ণ ভাউচার/ডকুমেন্টস এর ভিত্তিতে বিমান MCO’র মূল্য ও শীপ ফ্রেইট এর অর্থ প্রদান করায় ক্ষতি।	১,৩৪,৫৫০

১৩৯	আপত্তি নং-৪৮	২০১৩-২০১৬	১৪৬২৯	ভারতে কোর্সে গমনকারী সৈনিককে অপ্রাপ্য সাকূল্যভাতা এবং অন্যের নামেরও স্বনামের ত্রুটিপূর্ণ ভাউচারের ভিত্তিত MCO এর অর্থ প্রদান করায় ক্ষতি।	৮৫,৭০০
১৪০	আপত্তি নং-৫০	২০১৩-২০১৬	১৪৬৩০	প্রস্তুতকারী/আয়োজক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যাতায়াত বিমান ভাড়া, থাকা- খাওয়া, অভ্যন্তরীণ যাতায়াত খরচ ইত্যাদি বহন করা সত্বেও বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য প্রাপ্যতা বহির্ভূত দৈনিক ভাতা এবং ত্রুটিপূর্ণ ভাউচারের ভিত্তিতে MCO মূল্য প্রদান করায় ক্ষতি।	২,১৪,৪৯৪
১৪১	আপত্তি নং-৫১	২০১৩-২০১৬	১৪৬৩১	চীনে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারী সৈনিকগনকে ত্রুটিপূর্ণ ভাউচারের ভিত্তিতে এমসিও ক্রয়ের মূল্য প্রদান করায় ক্ষতি।	৭,৫৩,৪৮০
১৪২	আপত্তি নং-৫২	২০১৩-২০১৬	১৪৬৩২	যথাযথ ভাউচার/ডকুমেন্টস ব্যতিত এমসিও ভাউচার ক্রয়ের মূল্য প্রদান করায় ক্ষতি।	২০,৪৫,১৬০
১৪৩	আপত্তি নং-৫৩	২০১৩-২০১৬	১৪৬৩৩	প্রশিক্ষণার্থী সৈনিক কর্তৃক অতিরিক্ত টার্মিনাল চার্জ ও ট্রানজিট ভাতা এবং প্রাপ্য শ্রেণীর চাইতে উচ্চতর শ্রেণীর বিমান ভাড়া গ্রহন করায় ক্ষতি।	৩৬,৮০৬
১৪৪	আপত্তি নং-৫৪	২০১৩-২০১৬	১৪৬৩৪	ত্রুটিপূর্ণ ভাউচারের মাধ্যমে এমসিও ক্রয়ের মূল্য পরিশোধ করায় ক্ষতি।	১৮,৪৭৫
১৪৫	আপত্তি নং-৫৫	২০১৩-২০১৬	১৪৬৩৫	নেপালে বৈদেশিক প্রশিক্ষনে প্রাপ্য দৈনিক ভাতার পরিবর্তে নগদসহ হোটেল ভাতা, যথাযথ ভাউচার ছাড়া MCO মূল্য, অপ্রাপ্য ট্রানজিট ভাতা এবং অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ ফি প্রদান	১,০৮,৪৩৪
সর্বমোট টাকা =					৯,৭৮,৩৬,৮৭৪

অনুচ্ছেদ নং-০৩
পরিশিষ্ট-৩(১)
এপি নং-১৪৩৭৯ (আপত্তি নং-৪৯)
<u>ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬</u>

<u>চীনে কোর্স উপলক্ষ্যে বিএ-৭৪২০ ক্যাপ্টেন সাদী মাহমুদ কর্তৃক পকেট ভাতা ও শীপ ফ্রেইট অতিরিক্ত গ্রহণ ১২,২১,১৪০</u>

এএফডি এর ২৫.০৮.২০১৪ তারিখের ২৫৪১ এবং সেনাসদর জিএস ব্রাঞ্চ, সামরিক প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর এর ২৬.০৮.২০১৪ তারিখের.২৬.০৮.১৪.চীন সংখ্যক পত্রে চীনে ০১.০৯.২০১৪ হতে ৩০.০১.২০১৫ পর্যন্ত সময়ে Quartermaster Officers' Advanced Course এ অংশগ্রহণকারী শিরোনামভুক্ত সেনা কর্মকর্তা কর্তৃক অতিরিক্ত পকেট ভাতা ও শীপ ফ্রেইট গ্রহণ করা হয়েছে। ভ্রমণ ভাতার বিলে পরিলক্ষিত অনিয়মসমূহ নিম্নরূপঃ

(১) **পকেট ভাতা গ্রহণঃ** বিলের সাথে আয়োজক প্রতিষ্ঠানের অফার লেটার এর কপি সংযুক্ত না থাকায় ঐ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কি কি আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে তার বিস্তারিত জানা না গেলেও এফজিও হতে দেখা যায় যে, চীন সরকার প্রশিক্ষণকালীন পকেটভাতা প্রদান করেছে এছাড়া অন্যান্য প্রায় ক্ষেত্রেই চীন সরকার প্রশিক্ষণার্থীকে প্রতিমাসে এই পর্যায়ের কর্মকর্তাকে ৮০০ আরএমবি প্রদান করে থাকে যা পকেটভাতার সাথে সমন্বয় করা হয়ে থাকে। আলোচ্য কর্মকর্তার ভ্রমণ ভাতার বিলে মাসিক ভাতা সমন্বয় করা হয় নাই। যাহোক মাসিক ভাতা প্রদান করায় পকেট ভাতা প্রাপ্য নয়। অতএব, এ বাবদ গৃহিত মাঃ ডঃ ৫৮৫৭.৫০ (মাঃ ডঃ ১৬৫×২৫%=মাঃ ডঃ ৪১.২৫×১৪২দিন) বৈদেশিক মুদ্রায় গ্রহণ বিধায় বৈদেশিক মুদ্রাতে কিংবা দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হার এর দেড়গুণ হারে টাকা ৭,০২,৯০০ (মাঃ ডঃ ৫৮৫৭.৫০×৮০×১.৫ গুণ) আদায়যোগ্য।

(২) **শীপ ফ্রেইটঃ** কোর্স শেষে ফেরার পথে পিআর (পি) এর বিধি-২৮২ স্কেল বি মোতাবেক নিজের জন্য ২০০ কেজি ব্যক্তিগত মালামাল সমুদ্র পথে পরিবহনের জন্য শীপ ফ্রেইট ক্রয় বাবদ অর্থ প্রাধিকৃত। ২০০ কেজি ব্যক্তিগত মালামাল সমুদ্রপথে পরিবহন বাবদ প্রতি কেজি মাঃ ডঃ ৩১.০০ হিসাবে মাঃ ডঃ ৬২০০.০০ গ্রহণ করা হয়েছে। শীপ ফ্রেইট এর সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করা হয় নাই। যেমনঃ

ক) চীন এর বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কাস্টমস কর্তৃপক্ষ এর কোন কাগজপত্র, বাংলাদেশে ঢাকা বিমান বন্দরে দাখিলযোগ্য লাগেজ ডিক্লারেশন, চট্টগ্রাম বা ঢাকা কাস্টমস এবং চট্টগ্রাম পোর্টের কাগজপত্র ইত্যাদি মৌলিক কোন দলিলাদির কাগজপত্র বিলের সাথে দাখিল করা হয় নাই।

খ) মাত্র ১ প্যাকেজ (কার্টুন) হাউজহোল্ড গুডসের শীপ ফ্রেইট মাঃ ডঃ ৬২০০ অস্বাভাবিক।

গ) দাখিলকৃত কথিত কোটেশনে উল্লিখিত মূল্যের বিভাজন নিম্নরূপঃ

ক্রঃনং	বিবরণ	উল্লিখিত (মাঃ ডঃ/প্রতিকেজি)
i)	প্যাকিং	৩.০০
ii)	বাসা হতে Wahan এ আনয়ন	২.৫০
iii)	অভ্যন্তরীণ পরিবহনঃ কলেজ হতে পোর্ট	২.৫০
iv)	কাস্টমস চার্জ	৩.০০
v)	কাস্টম বন্ডেড ওয়ার হাউজ	৩.০০
vi)	কন্টেইনার লোডিং	৩.৫০
vii)	ওশেন ফ্রেইট	১০.০০
viii)	সার্ভিস চার্জ	৩.৫০

উল্লেখ্য ওশেন ফ্রেইট (শীপ ফ্রেইট) ছাড়া বাদ বাকী চার্জ প্রাপ্য নয়। ওশেন ফ্রেইট দেখানো দর অনুযায়ী হয় মাঃ ডঃ ২০০০ (১০×২০০ কেজি)।

ঘ) বিমান এমসিও বাবদ প্রতিকেজি টাকা ৭৮০.০০ বা মাঃ ডঃ ১০ হিসাবে পরিশোধ করা হয়েছে। অর্থাৎ বিমান পথে ব্যক্তিগত মালামাল পরিবহন করা হলেও প্রতি কেজি টাকা ৭৮০.০০ (মাঃ ডঃ ১০) হিসাবে টাকা ১,৫৬,০০০ (২০০ কেজি × টাকা ৭৮০) খরচ হতো।

ঙ) বস্তুতঃ সমুদ্র পথে মালামাল পরিবহন বাবদ এত অস্বাভাবিক বেশী নয়। অন্য কোন উদাহরণ না থাকলে প্রতি কেজি মাঃ ডঃ ১০ শীপ ফ্রেইট নিরীক্ষায় গ্রহণযোগ্য হতে পারতো। কিন্তু বিশেষ করে আপত্তি নং-১৩৬ সংশ্লিষ্ট সেনা কর্মকর্তা বিএ-৬৬৯১ মেজর মোঃ মশিউল আলম চীনে কোর্স শেষে ব্যক্তিগত মালামাল পরিবহণের বিল অব ল্যাডিং থেকে দেখা যায় ৮ জন কর্মকর্তার ৫৩৩০ কেজি মালামাল ৪০ ফুট কন্টেইনারে আনয়ন করা হয়। চীন থেকে ৪০ ফুট কন্টেইনারে ভাড়া কোন ক্রমেই মাঃ ডঃ ৫০০০ এর উপরে নয়। এই হিসাবে প্রতি কেজির শীপ ফ্রেইট হয় (৫০০০ ÷ ৫৩৩০) মাঃ ডঃ ০.৯৪ এর বেশী নয়। সে হিসাবে ২০০ কেজির শীপ ফ্রেইট হয় মাঃ ডঃ ১৮৮

চ) তারপরও মালামাল পরিবহনের স্বপক্ষে ২(ক) উপ-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত মৌলিক কাগজপত্রের কপি দাখিল না করায় সমুদ্রপথে মালামাল আনয়নের যথার্থতা প্রমানিত না হওয়ায় তাঁকে এ বাবদ পরিশোধিত সমুদয় অর্থ আদায়যোগ্য।

৩) এমসিও বাবদ ব্যয়ঃ যথাযথ ভাউচার দাখিল করা হয় নাই। যেমন কুনমিং-ঢাকার ক্ষেত্রে ২টি এমসিও একটিতে বিমান টিকেট নম্বর ৭৮১৪৭২১২৪৮১৮৮/১ অন্যটিতে ৭৮১৪৭২১২৪৮১৪৪৪ তাছাড়া বিমান এমসিও এর প্রকৃতি এমন হয় না। প্রতীয়মান হয় এ বাবদ অর্থ প্রাপ্তির লক্ষ্যে কৃত্রিম ভাউচার দাখিল করা হয়েছে। অতএব, এ বাবদ পরিশোধিত অর্থ আদায়যোগ্য।

আলোচ্য কর্মকর্তার নিকট হতে মোট আদায়যোগ্যঃ
কর্মকর্তার নাম ও পদবীঃ বিএ-৭৪২০ ক্যাপ্টেন সাদী মাহমুদ

ক্রঃনং	বিবরণ	গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত/আদায়যোগ্য
১	পকেট ভাতা বাবদ গৃহিত (মাঃ ডঃ ১৬৫×২৫%=মাঃ ডঃ ৪১.২৫×১৪২দিন)	মাঃ ডঃ ৫৮৫৭.৫০	প্রাপ্য নয়।	(মাঃ ডঃ ৫৮৫৭.৫০×৮০×১.৫ গুণ)= টাকা ৭,০২,৯০০.০০
২	শীপ ফ্রেইট বাবদ গৃহিত	টাকা ৪,৮২,৩৬০.০০	প্রাপ্য নয়।	টাকা ৪,৮২,৩৬০.০০
৩	এমসিও বাবদ গৃহিত	টাকা ৩৫,৮৮০.০০	প্রাপ্য নয়।	টাকা ৩৫,৮৮০.০০
			মোট=	টাকা ১২,২১,১৪০.০০

<u>অনুচ্ছেদ নং-০৩</u>

<u>পরিশিষ্ট-৩(২)</u>

<u>এপি নং-১৪৩৮১ (আপত্তি নং-১১৮)</u>

<u>ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬</u>

যুক্তরাজ্যে International Jiont Staff Fires Awareness Course উপলক্ষ্যে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ কর্তৃক অসংগতিপূর্ণ ভাউচার দিয়ে বিমানপথে অতিরিক্ত লাগেজ বহণের ব্যয়, হলটেজ এবং দৈনিক ভাতা গ্রহণ টাকা ৭,১৪,৯১২.০০।

এএফডি এর ২৭.০১.২০১৩ তারিখের ২৪৪ সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে যুক্তরাজ্যে ২৫.০২.২০১৩ হতে ০১.০৩.২০১৩ পর্যন্ত সময়ে International Jiont Staff Fires Awareness Course-এ নিম্নোক্ত সেনা কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেনঃ

১. বিএ-৩৬৬৬ লেঃ কর্ণেল শামস আলাউদ্দিন আহমেদ
২. বিএ-৪১২০ লেঃ কর্ণেল মামুন-উর-রশীদ
৩. বিএ-৬৪৩৯ লেঃ কর্ণেল মোঃ মাহবুবুর রহমান
৪. বিএ-৩৫৫৯ মেজর মোঃ আসিফ ইকবাল
৫. বিএ-৪৯৫৪ মেজর সৈয়দ মোহাম্মদ মোতাহার হোসেন
৬. বিএ-৫৬৭১ মেজর মোঃ আব্দুল বারী,ইঞ্জিনিয়ার্স।

তন্মধ্যে বিএ-৩৫৫৯ মেজর মোঃ আসিফ ইকবাল এর ভ্রমণ ভাতার বিল যাচাই করে দেখা যায় যে, বিধি বহির্ভূতভাবে ২ দিনের দৈনিক ভাতা ও যথাযথ বিমান ভাড়ার রশিদ ব্যতীত অতিরিক্ত লাগেজ বহনের অর্থ উত্তোলন করা হয়েছে। বিবরণ নিম্নরূপঃ

(১). **দৈনিক ভাতাঃ** আলোচ্য কোর্সের জন্য বিমানভাড়া, থাকা ও খাওয়ার ব্যয় যুক্তরাজ্য সরকার বহন করে। অর্থাৎ যুক্তরাজ্যের খরচে ও ব্যবস্থাপনায় সংগৃহিত বিমান টিকেটের ফ্লাইট আইটিনারী মোতাবেক যুক্তরাজ্যে পৌছার পর হতে যুক্তরাজ্য হতে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত সম্পূর্ণ সময়ের থাকার ও খাওয়ার ব্যয় যুক্তরাজ্য সরকারই বহন করেছে বলে প্রতীয়মান হয়। যুক্তরাজ্য সরকার ২৫.০২.২০১৩ ও ০২.০৩.২০১৩ তারিখের থাকা-খাওয়ার ব্যয় বহন করে নাই ঐ কর্তৃপক্ষের এমন কোন প্রত্যয়ন নাই। এছাড়া ফ্লাইট সিডিউল অনুযায়ী ২৪.০২.২০১৩ তারিখে লন্ডনে পৌছানো হয়। ২৪.০২.২০১৩ তারিখ হতে ০১.০৩.২০১৩ পর্যন্ত ৬ দিনের পকেটভাতা প্রাপ্য। ০২.০৩.২০১৩ তারিখ লন্ডন হতে ফিরতি যাত্রা করার কথা থাকলেও ফ্লাইট আইটিনারী থেকে দেখা যায় তিনি ১১.০৩.২০১৩ তারিখ লন্ডন থেকে ফিরতি যাত্রা করেন। এমতাবস্থায় ব্যক্তিগত কারণে তিনি ০২.০৩.২০১৩ হতে ১১.০৩.২০১৩ তারিখ পর্যন্ত অবস্থান করেছেন বিধায় ০২.০৩.২০১৩ তারিখ বাধ্যতামূলক

অবস্থানের কোন ঘটনা ঘটে নাই বলে গণ্য হবে। এছাড়া ঠিকানা, ফোন, ফ্যাক্স নম্বর ছাড়া সাদা কাগজে তৈরী করা Corinthio Hotel, London নামক হোটেলের ২৪.০২.২০১৩ তারিখের ও ০২.০৩.২০১৩ তারিখের যে বিল দাখিল করা হয়েছে তাতে ২৩.০২.২০১৩ তারিখের জন্য আগমন ২৪.০২.২০১৩ তারিখ দেখানো হয়েছে। অথচ তিনি লন্ডনে ২৪.০২.২০১৩ তারিখ পৌছেছেন। আবার ০২.০৩.২০১৩ তারিখের ক্ষেত্রে ০১.০৩.২০১৩ তারিখ সকাল ১১:৪০ ঘটিকায় আগমন (arrival) দেখানো হয়েছে, অথচ ০১.০৩.২০১৩ তারিখ কোর্স চলমান ছিল। আসল বিলে এতোসব অসামঞ্জস্যতা থাকে না। থাকে কেবল কৃত্রিম (fake) বিলে। এমতাবস্থায় তিনি ২৪.০২.২০১৩ ও ০২.০৩.২০১৩ তারিখের জন্য যে হোটেল ভাড়া বাবদ মাঃ ডঃ ৩৩৭×২দিন=মাঃ ডঃ ৬৭৪.০০ গ্রহণ করেছেন তা বিধিসংগত না হওয়ার কারণে ফেরতযোগ্য।

(২). **বিমান পথে সাথে করে অতিরিক্ত লাগেজ বহন ব্যয়ঃ** তিনি কোর্সে লন্ডনে গিয়েছিলেন। অথচ ঢাকা-দুবাই, দুবাই-ঢাকা এর এমসিও দিয়েছেন। এছাড়া এমসিও গোলাপী কাগজে বাংলাদেশ বিমানের মনোগ্রাম সম্বলিত। কিন্তু তিনি ভ্রমণ করেছেন এ্যামিরেটস এয়ারে। অতএব, এসব অসংগতির কারণে বিমান এমসিও কৃত্রিম বলে মনে হওয়ায় এ বাবদ গৃহিত অর্থ টাকা ৩৮,২৭২.০০ (১৪,৯৭৬.০০+ ২৩,২৯৬.০০) আদায়যোগ্য।

(৩). দৈনিক ভাতা: বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করেছেন বিধায় অতিরিক্ত গৃহিত অর্থ দৈনিক ভাতা বৈদেশিক মুদ্রায় ফেরত অথবা বর্তমান হার অনুযায়ী দেড়গুণ (৬৭৪×৮০×১.৫ গুণ) টাকা ৮০,৮৮০.০০ ফেরতযোগ্য। অর্থাৎ তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্য (দৈনিক ভাতা ৮০,৮৮০+এমসিও ৩৮২৭২) টাকা ১,১৯,১৫২.০০। অন্যান্যদের ক্ষেত্রে একইরূপ ঘটনা ঘটেছে বলে প্রতীয়মান হয়। ফলে প্রত্যেকের নিকট হতে একই হারে অর্থ আদায়যোগ্য। সেক্ষেত্রে সর্বমোট আদায়যোগ্য টাকা (১,১৯,১৫২×৬)**৭,১৪,৯১২**।

অনুচ্ছেদ নং-০৩
পরিশিষ্ট-৩(৩)
এপি নং-১৪৩৮৩ (আপত্তি নং-১৬)
<u>ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬</u>

<u>ভারতে কোর্স উপলক্ষ্যে বিএ-৩৫৭১ কর্ণেল মোহাম্মদ শাহীনুল হক কর্তৃক বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলে ২ সন্তানের বিমান ভাড়া প্রাপ্য না হওয়া সত্বেও উহা গ্রহণ এবং তৈরীকৃত (Manufactured) ভাউচার দ্বারা ৩০০ কেজি মালামাল এর শিপ ফ্রেইট গ্রহণ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৪,৫৯,০৫৪ টাকা</u>।

সেনাসদর জিএস ব্রাঞ্চ, সামরিক প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস পত্র নং-২৩.০১.৯০১. ০২৬.০৩.০৫.০৩.১৬.০৫.১৩ তারিখ ১৬.০৫.২০১৩ এর মাধ্যমে বিএ-৩৫৭১ কর্ণেল মোহাম্মদ শাহীনুল হক-কে (স্ত্রী ও ২ সন্তানসহ) Higher Defence Management Course (Hdmc-9)-ভারতে গমনাগমণ ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। কোর্সের মেয়াদ ২৭.০৫.২০১৩ হতে ২৮.০৩.২০১৪ পর্যন্ত (যাতায়াত সময় ব্যতীত)। ভারত সরকার কোর্সে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তার আন্তর্জাতিক বিমান ভাড়া, প্রশিক্ষণ ফি, থাকা, চিকিৎসা এবং কোর্স সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করে। এছাড়াও লিভিং এ্যাউন্স (খাওয়া) বাবদ মাসিক ২৫,০০০.০০ রুপি, বুক এ্যালাউন্স বাবদ ৪০০.০০ রুপি প্রদান করে। বাংলাদেশ সরকার পকেট ভাতাসহ প্রচলিত বিধি মোতাবেক প্রাপ্য অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সংশ্লিষ্ট বাজেট খাত হতে বহন করে।

(১) **সন্তানদের বিমান ভাড়া পরিশোধঃ** সেনাসদরের পত্রে সন্তানদেরকে নিজ খরচে কোর্স চলাকালীন সময়ের জন্য ভারতে গমন ও অবস্থানের অনুমতির কথা উল্লেখ রয়েছে। বিমান টিকেট ক্রয়ে মানি রিসিট হতে দেখা যায় যে, ৩টি বিমান টিকেটের মোট মূল্য ১,৪৯,৯৩১.০০ টাকা। সুতরাং প্রতিটি টিকেট মূল্য ৪৯,৯৭৭.০০ টাকা হওয়ায় স্ত্রীর বিমান টিকেট বাবদ ৪৯,৯৭৭.০০ টাকা প্রাপ্য হলেও ২ সন্তানের বিমান টিকেট বাবদ তাঁর নিকট হতে ৪৯,৯৭৭.০০×২=৯৯,৯৫৪.০০ টাকা আদায়যোগ্য।

(২) **শীপ ফ্রেইটঃ** ভারত হতে ফেরত আসার সময় ৩০০ কেজি মালামাল সমুদ্র পরিবহনের ক্ষেত্রে (১) ইন্ডিয়ান শিপিং সার্ভিস, (২) শিপিং কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া লিঃ এবং (৩) এশিয়ান লজিস্টিক লিঃ এর কোটেশন বিলের সাথে পাওয়া গেছে; প্রথমটি ব্যতীত (২), (৩) স্বাক্ষরবিহীন। (২) উক্ত ৩টি কোটেশনের কোনটাতেই টেলিফোন, মোবাইল, ই-মেইল নম্বর ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয় তথ্য নেই। এছাড়া ভাড়ার পরিমাণ ছাড়া সকল লিখন একইরূপ। (৩) সকল কোটেশনে বিশেষ করে সর্বনিম্ন দরদাতার কোটেশনে Price Us$ 15.00 Only/Kg (All Charge Like Packing & Moving, Transportation, Custom, Clearence, Documentation And Ocen Freight Charge Are Inclusive) উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ অন্যান্য চার্জও প্রতি কেজি ১৫.০০ ডলারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য চার্জের বিভাজন: প্যাকিং মাঃ ডঃ ২.০০/কেজি, বাসা থেকে সংগ্রহ মাঃ ডঃ ২.০০/কেজি, অভ্যন্তরীণ পরিবহণ ২.০০ ডলার/কেজি, কাস্টমস চার্জ মোট ৩০০.০০ ডলার, কাস্টমস বন্ডেড ওয়্যার হাউজ হ্যান্ডলিং ১.৫০ ডলার/কেজি, কন্টেইনার লোডিং ২.৫০ ডলার/কেজি। অর্থাৎ প্রতি কেজি ১১.০০ মাঃ ডলার অন্যান্য চার্জ। সুতরাং ওশেন ফ্রেইট পুনরায় ১৫.০০ ডলার উল্লেখ করা অসামঞ্জস্যপূর্ণ। মুল/আসল (Genuine) বিল/ভাউচারে কোনভাবে এমন অসামঞ্জস্যতা থাকেনা। উল্লেখ্য যে, এমসিও থেকে দেখা যায় প্রতিকেজি বিমান ভাড়া টাকা ৪৫০.০০। সুতরাং বিমানে পরিবহন করা হলে খরচ হতো ৪৫০×৩০০=টাকা ১,৩৫,০০০.০০। অতএব, গৃহিত ৩০০ কেজি মালামাল আনয়ন করা হয়ে থাকলেও ১,৩৫,০০০.০০ টাকার বেশী প্রাপ্য নয়। সুতরাং এগুলো কৃত্রিম (Fake) প্রতীয়মান হওয়ায় সী ফ্রেইট প্রাপ্য নয় বিধায় (১৫ মাঃ ডঃ×৩০০কেজি@৭৯.৮০টাকা)= ৩,৫৯,১০০.০০ টাকা আদায়যোগ্য। যাহোক এসব অসংগতির কারণে তার কাছ থেকে সর্বমোট (৩,৫৯,১০০.০০+৯৯,৯৫৪.০০)= **৪,৫৯,০৫৪ টাকা** আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩(৪)

এপি নং-১৪৩৮৬ (আপত্তি নং-২১)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

চীনে (MLRS) প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলে বিমান এমসিও এবং ক্রয়কৃত স্টেশনারী বিল রঙ্গিন কাগজে তৈরীকৃত (manufactured) ভাউচার দ্বারা সরকারী অর্থ গ্রহণ করায় আর্থিক ক্ষতি ৬,৬৯,২৪০.০০ টাকা।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়,সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশাসন ও ব্যবস্থানা পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস পত্র নং-০৬.০০.০০০০.০২১.৪৩.০৪০.১৪/১৮ তারিখ ০৩.০৮.২০১৪ এবং সেনাসদর জিএস ব্রাঞ্চ,সামরিক প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস পত্র নং-২৩.০১.৯০১.০২৬.০৩.০5৬.১২.০৫.০৮.১৪.চীন তারিখ ০৫.০৮.২০১৪ সংখ্যক পত্র দ্বারা বাংলাদেশ সরকার ৩০ সদস্যের প্রতিনিধি দল (১০ জন অফিসার, ১৯ জন জেসিও/ওআর, ০১ জন আরটি)-কে ১০.০৮.২০১৪ হতে ০৩.১০.২০১৪ পর্যন্ত (যাতায়াত সময় ব্যতিত) Multiple Launch Rocket System (MLRS) FIELD Artillery Standard Model: WS-22 এর উপর অপারেশন এন্ড মেইন্টেন্যান্স, ইনভেন্টরী কন্ট্রোল, কেয়ার, মেইন্টেন্যান্স এন্ড প্রিজারভেশন এবং রিপেয়ার, ট্রাবল স্যুটিং এন্ড মেইন্টেন্স প্রশিক্ষণ উপলক্ষে চীন গমানাগমন এবং অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়। এর মধ্যে অপারেশনস এন্ড মেইন্টেনেন্স এর জন্য ৬ জন কমিশন্ড অফিসার ও ১২ জন জেসিও/আদার্স র‍্যাংকের কর্মকর্তা/সৈনিক মনোনীত হন। উক্ত প্রতিনিধিদলের প্রশিক্ষণ পরিচালনা ছাড়াও প্রশিক্ষনার্থীদের আন্তর্জাতিক যাতায়াত বিমান ভাড়া,বাসস্থান,খাদ্য, চিকিৎসা,বিনোদন এবং অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ইত্যাদি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান Aerospace Long March, International Trade Co Ltd. China বহন করে। বাংলাদেশ সরকারের বরাদ্দ হতে প্রশিক্ষণার্থীর পকেট ভাতাসহ বিধি মোতাবেক অন্যান্য আর্থিক সুবিধা প্রদান করে। আলোচ্যক্ষেত্রে বিএ-৭৭০০ ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ মাজিদুল হক রেজা,২৭ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী এর বিলটি নিরীক্ষা করা হয়েছে। বিমান আইটিনারী বিলের সাথে পাওয়া যায়নি। তবে বোর্ডিং পাস এবং পাসপোর্টের সংশ্লিষ্ট পাতার ফটোকপি হতে দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ১০.০৮.২০১৪ তারিখ বাংলাদেশ ত্যাগ করে চীনে পৌছেন এবং ১০.১০.২০১৪ তারিখ চীন ত্যাগ করে বাংলাদেশে পৌছেন। উক্ত অফিসারের ১৮কেজি+৩৮ কেজি মালামাল বহনের এমসিও সবুজ কাগজে ছাপানো তৈরীকৃত (manufactured), ফলে এ বাবদ গৃহীত ১,০৭,৬৪০.০০ টাকা তার নিকট হতে আদায়যোগ্য। এছাড়াও যদি তিনি বিমানের মূল এমসিও দাখিলও করতেন তাহলে তিনি ৪৬কেজি×৭৮০.০০= ৩৫,৮৮০.০০ টাকা প্রাপ্য হতেন, ফলে এক্ষেত্রেও তার নিকট হতে ৭১,৭৬০.০০ টাকা আদায়যোগ্য ছিল। যেহেতু তিনি তৈরীকৃত (manufactured) বিমান এমসিও দ্বারা এর আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করেন সুতরাং তার নিকট উক্ত গৃহীত ১,০৭,৬৪০.০০ টাকা আদায়যোগ্য। স্টেশনারী ক্রয়ের প্রমাণক হিসেবে দাখিলকৃত ভাউচারও অনুরূপভাবে কমলা রঙের কাগজে তৈরীকৃত (Manufactured). ফলে এ বাবদ গৃহীত ৩,৯০০.০০ টাকা তার নিকট হতে আদায়যোগ্য। সুতরাং উক্ত কর্মকর্তার নিকট হতে সর্বমোট (১,০৭,৬৪০.০০+ ৩,৯০০.০০)=১,১১,৫৪০.০০ টাকা আদায়যোগ্য। অন্য ৫ জন কমিশন্ড অফিসারের ক্ষেত্রেও একইরূপ ঘটনা ঘটেছে বলে প্রতীয়মান হওয়ায় তাদের প্রত্যেকের নিকট হতে একই পরিমাণ অর্থ আদায়যোগ্য। অতএব, ৬ জন কমিশন্ড সেনা কর্মকর্তার নিকট হতে মোট (১,১১,৫৪০.০০×৬) টাকা **৬,৬৯,২৪০** আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ নং-০৩
পরিশিষ্ট-৩ (৫)
এপি নং-১৪৩৯৭ (আপত্তি নং-৮২)
ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

ভারতে কোর্স উপলক্ষ্যে বিএ-৩৬৫০ কর্ণেল এস এম কামরুল হাসান, পিএসসি কর্তৃক অসংগতিপূর্ণ দলিলাদির ভিত্তিতে ৩০০ কেজি মালামাল পরিবহন ব্যয় গ্রহণ করায় আদায়যোগ্য টাকা ৫,৮৪,৩২৫

এএফডি এবং সেনাসদরের ২০.০৫.২০১৪ তারিখের পত্রের প্রেক্ষিতে ভারতে ২৬.০৫.২০১৪ হতে ২৭.০৩.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত Higher Decence Management Course (HDMC-10)-এ পরিবারসহ অংশগ্রহণকারী শিরোনামভুক্ত সেনা কর্মকর্তার টিএ/ডিএ বিল যাচাই করে দেখা যায় যে, অসংগতিপূর্ণ দলিলাদি দাখিলের মাধ্যমে তিনি ভারত থেকে ফেরার সময় ৩০০ কেজি ব্যক্তিগত মালামাল পরিবহণ বাবদ মাঃ ডলার ৫৮৫০.০০ সমপরিমাণ টাকা ৪,৬৫,০৭৫.০০ গ্রহণ করেছেন। অসংগতিসমূহ নিম্নরূপঃ

ক. Getway Express International, (2) MHOW INDIA, (3) Best International shipping Rates নামক তিনটি প্রতিষ্ঠান হতে দরপত্র প্রাপ্ত দেখানো হয়েছে। কিন্তু দরপত্রসমূহের (প্যাড) কোনটাতেই প্রতিষ্ঠানসমূহের ঠিকানা, ফোন, ফ্যাক্স, ই-মেইল, ওয়েবসাইট ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নাই।

খ. দরপত্রসমূহে কোন তারিখ নাই।

গ.ভারতে বাংলাদেশ দূতাবাসের ডিফেন্স উইং কর্তৃক তুলনামূলক বিবরণ তৈরী দেখানো হয়েছে কিন্তু ঐ বিবরণীতে স্বাক্ষরকারী ব্রিঃ জেনারেল Noor Mohammad Noor Islam, Defence Adviser, Defence Boards লিখিত গোলাকার সীল দেওয়া হয়েছে। গোলাকার সীলে কোন দেশে বাংলাদেশ এ্যাম্বাসী তা লিখা নাই।

ঘ. বিল অব ল্যাডিং নম্বর ০৯৮-০৭০৭২২৭৩, (সি 098-07072273) তারিখ ২৭.০৩.২০১৫। কিন্তু জেটি চালানে ০৯৮০৭০৭২২৭৩০ (সি 098-07072230)উল্লেখ রয়েছে।

ঙ. আসল/মূল (Genuine) কাগজপত্রে/দলিলাদিতে এতসব অসংগতি থাকেনা। থাকে কেবল তৈরীকৃত (Manufactured) দলিলাদিতে। ব্যক্তিগত মালামাল আনয়নের ক্ষেত্রে ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কাগজপত্র, বাংলাদেশে ঢাকা বিমানবন্দরে লাগেজ ডিক্লারেশন ইত্যাদি মৌলিক ডকুমেন্ট বিলের সাথে নাই।

চ.বর্ণিত কর্মকর্তা বাংলাদেশ সরকারের খরচে কোর্সে অংশগ্রহণ করে নাই বিধায় এএফডি এর ০৫.০৯.১৯৯৪ তারিখের ২২০২/টি সংখ্যক স্মারকের ১ ঠ(২) অনুযায়ী ২০০ কেজি মালামাল এর শীপ ফ্রেইট প্রাপ্য নয়।

উল্লেখ্য কাগজপত্র যদি আসলও (Genuine) হতো তবুও তিনি মাঃ ডলার ৫৮৫০.০০ এর সম্পূর্ণটা প্রাপ্য হতেন না। কারণ সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতি কেজির জন্য মোট মাঃ ডলার ১৯.৫০ উল্লেখ করেছে যার মধ্যে প্যাকিং চার্জ ২.০০ মাঃ ডঃ/কেজি, বাসা থেকে সংগ্রহ ২.০০ ডলার/কেজি, অভ্যন্তরীণ পরিবহণ ২.০০ ডলার/ কেজি, কাস্টম চার্জ ইন ইন্ডিয়া ৩০০.০০ ডলার/কেজি, কাস্টম বন্ডেড ওয়্যারহাউজ হ্যান্ডলিং ১.৫০ ডলার/কেজি, কন্টেইনার লোডিং ২.৫০ ডলার/কেজি, ওসেন ফ্রেইট ১৯.৫০ ডলার প্রতি কেজি। এর মধ্যে তিনি শুধুমাত্র সী ফ্রেইট ৯.৫০ ডলার প্রাপ্য। অন্যান্য চার্জ তিনি প্রাপ্য নন। তাহলে তিনি মোট প্রাপ্য হতেন (৯.৫×১০০) মাঃ ডলার ৯৫০.০০ কিন্তু গ্রহণ করেছেন মাঃ ডলার ৫৮৫০.০০। ফলে বৈদেশীক মূদ্রায় গ্রহণ করায় আদায়যোগ্য টাকা (মাঃ ডলার ৫৮৫০.০০-মাঃ ডলার ৯৫০.০০= মাঃ ডঃ ৪৯০০ ×৭৯.৫০×১.৫)= **৫,৮৪,৩২৫.০০ টাকা**

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩(৬)

এপি নং-১৪৩৯৮ (আপত্তি নং-৮৩)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

ভারতে কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে বিএ-৪৮৯৮ মেজর ফেরদৌস আহমেদ কর্তৃক ব্যক্তিগত মালামাল পরিবহন বাবদ অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ টাকা ৪,৪৫,৫০০.০০।

এএফডি এর ১৫.০৫.২০১২ তারিখের ১১২৭ সংখ্যক স্মারকের প্রেক্ষিতে ভারতে ১৮.০৬.২০১২ হতে ০৪.০৫.২০১৩ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত Officer Advance Electric Engineering (OALE(c)-35) Course-এ অংশগ্রহণকারী বিষয়োক্ত কর্মকর্তার টিএ/ডিএ বিল যাচাই করে দেখা যায় যে, তিনি ভারত থেকে ফেরার পথে ৩০০ কেজি ব্যক্তিগত মালামাল পরিবহণ বাবদ প্রাপ্যের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করেন। তার দাখিলকৃত কাগজপত্রে অসংগতিগুলো নিম্নরূপঃ

ক.(1) Ever Green Logistrict (Logistic হবে তবে বানানোর (Manufacture) কারণে এমন হয়ে থাকতে পারে) (2) Sea Truck Transportation Co Ltd, (3) World Wide Supporting নামক তিনিটি প্রতিষ্ঠানের দেখানো দরপত্রে দরদাতার পক্ষে কারও স্বাক্ষর নাই, accepted বা not accepted টাইপ করে লেখা হলেও এতেও কারো স্বাক্ষর নাই।

খ. World Wide Supporting কে সর্বনিম্ন দরদাতাকে দেখানো হয়েছে অথচ Bill of Lading-এ Charter link Logistics Limited বা অন্য প্রতিষ্ঠানের নাম লেখা রয়েছে। আবার Shipping invoice দেখানো হয়েছে Estern Seatrans International Logistic Co. Ltd।

গ. দরপত্রে মোট মাঃ ডঃ ৫৪০০.০০ এর মধ্যে ওশেন ফ্রেইট দেখানো হয়েছে মাঃ ডঃ ২৫০০.০০ কিন্তু Estern Seatrans এর ইনভয়েসে দেখানো হয়েছে মাঃ ডলার ৩২০০.০০।

ঘ. World Wide Supporting এবং Eastern Seatrans উভয়ের দরপত্রে/ইনভয়েসে প্রদানকারীর স্বাক্ষর নাই।

ঙ. সর্বনিম্ন দরদাতা World Wide Supporting কর্তৃক দরপত্রে দাখিলের তারিখ ০৩.০৫.২০১৩ উল্লেখ রয়েছে। অথচ BL এর এবং Shipped on Board এর তারিখ দেখা যায় তার পূর্বের দিনের (০২.০৫.২০১৩)।

চ.চট্টগ্রাম বন্দরের সেড বিল/জেটি চালানে আগমনের তারিখ দেখানো হয়েছে ১১.০৫.২০১৩, বিল অব এন্ট্রি দেখানো ২৫.০৫.২০১৩ অথচ ঐ সেড বিল/জেটি চালান তৈরী করার ক্ষেত্রে কম্পিউটার অপারেটরের স্বাক্ষরে ১২.০৫.২০১৩ উল্লেখ রয়েছে কিন্তু ০৮.০৫.২০১৩ তারিখে মধ্যে পাওনা পরিশোধের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

ছ. ভারতে বাংলাদেশ দুতাবাস কর্তৃক তুলনামূলক বিবরণ প্রস্তুত দেখানো হয়েছে। কিন্তু “For defence Adviser India” এবং Bangladesh Embassy Defence Branch গোলসীল হতে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ দুতাবাস,নয়াদিল্লীর ডিফেন্স উইং এর নামে জাল তুলনামূলক বিবরণী তৈরী করা হয়েছে।

আসল/মূল (genuine) কাগজপত্রে উপরোক্ত অসংগতিগুলো হওয়া সম্ভব নয়। সম্ভব কেবল কৃত্রিম (fake) কাগজপত্রে। দাবীকৃত অর্থের সমর্থনে মূল/আসল কাগজপত্র আবশ্যক। সুতরাং কাগজপত্র আসল (genuine) না হওয়ার কারণে গৃহিত অর্থ বিধি-বহির্ভূত হয়েছে বিধায় তা ফেরতযোগ্য।

উল্লেখ্য কাগজপত্র যদি আসলও (genuine) হতো তবুও তিনি ৩০০ কেজি মালামাল পরিবহণের জন্য মাঃ ডলার ৫৪০০.০০= টাকা ৪,৫৫,৫০০.০০ এর সম্পূর্ণটা প্রাপ্য হতেন না। কারণ মোট মার্কিন ডলার ৫৪০০.০০ এর মধ্য ওশেন ফ্রেইট রয়েছে মাঃ ডঃ ২৫০০.০০। অন্যান্য ব্যয় প্রাপ্য নয়। উল্লেখ্য যে, ফেরার পথে বিমানে অতিরিক্ত লাগেজের ক্ষেত্রে তিনি প্রতি কেজি মাঃ ডঃ ৮.৬০×৮২.৫০ টাকা=টাকা ৭১৯.৫০ দাবী করেছেন।

যা হোক মূল/আসল (genuine) কাগজপত্র না হওয়ার কারণে দাবীকৃত শীপ ফ্রেইট এর প্রাপ্যতা যথার্থ নয় বিধায় তার নিকট হতে টাকা **৪,৪৫,৫০০.০০** আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩(৭)

এপি নং-১৪৩৯৯ (আপত্তি নং-৮৪)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

বিএ-৬৩৯৪ মেজর মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ খান কর্তৃক সৌদিআরবে কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে ২০০ কেজি মালামাল পরিবহন বাবদ অনিয়মিতভাবে অর্থ গ্রহণ টাকা **৫,৮০,২৪৪**

এএফডি এর ২৬.১১.২০১৩ তারিখের ২৮০৮ নম্বর অনুমোদন পত্র এর প্রেক্ষিতে ০২.০২.২০১৪ হতে ২৮.০৮.২০১৪ তারিখ পর্যন্ত সৌদিআরবে অনুষ্ঠিত 1st Arabic Language Course-এ অংশগ্রহণের জন্য শিরোনামভুক্ত কর্মকর্তার টিএ/ডিএ বিল যাচাইকালে দেখা যায় যে, তিনি কোর্স শেষে সৌদি আরব থেকে ফেরার পথে ২০০ কেজি মালামাল পরিবহন বাবদ অনিয়মিতভাবে অর্থ গ্রহণ করেছেন। শীপ ফ্রেইট এর জন্য দাখিলকৃত কাগজপত্র অসংগতি পরিলক্ষিত হওয়ায়ঃ যেমন চট্টগ্রাম পোর্ট এর সেড বিল এবং জেটি চালান এ কম্পিউটার অপারেটর ও সিএন্ডএফ এজেন্টের স্বাক্ষরে ১৬.১০.২০১৪ তারিখ থাকায় প্রতীয়মান হয় ঐ বিল ও চালান ১৬.১০.২০১৪ তারিখে প্রস্তুত করা হয়েছে অথচ আর্মি এ্যাম্বারকেশন ইউনিটের এন্ট্রি ফরমে টাকা পরিশোধ ১৫.১০.২০১৫ দেখা যায় যা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অন্যদিকে স্বপন চন্দ্র শীল নামক সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা হিসাবে সেড বিল ও জেটি চালানে যে স্বাক্ষর তার সাথে অন্যান্যদের কাগজপত্রাদিতে প্রদত্ত স্বাক্ষরের মিল নাই। অর্থাৎ দাখিলকৃত ডকুমেন্ট এর সঠিকতা নিশ্চিত নয়। অতএব, আসল/মূল (genuine) দলিলাদি না থাকায় শীপ ফ্রেইট হিসাবে গৃহিত অর্থ বিধিসম্মত হয় নাই।

উল্লেখ্য সমুদ্র পথে মালামাল পরিবহনের জন্য প্রদত্ত দলিলাদি যদি সঠিকও হতো তবুও তিনি ২০০ কেজির জন্য ৭২৪৪.০০ মাঃ ডলার প্রাপ্য হতেন না। কারণ বিমানে মালামাল পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রতি কেজি মাঃ ডলার ১৫.০০, যেখানে সমুদ্র পথে প্রতি কেজি মাঃ ডলার ৩৬.২২। বিদ্যমান আর্থিক বিধি-বিধান অনুযায়ী যে পথে/মাধ্যমে কম খরচ সেই পথে/মাধ্যমে মালামাল পরিবহন করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে বিমান পথে ব্যক্তিগত মালামাল আনা হলে খরচ হতো (২০০×১৫) মাঃ ডলার ৩০০০ সমান টাকা ২,৪০,৩০০.০০ অর্থাৎ (৫,৮০,২৪৪.০০-২,৪০,৩০০.০০) টাকা ৩,৩৯,৯৪৪.০০ অতিরিক্ত ব্যয় হতো না। যা হোক অসমাঞ্জস্যপূর্ণ বিল-ভাউচার দাখিল করা হয়েছে বিধায় এই ক্ষেত্রে শীপ ফ্রেইট বাবদ গৃহিত অর্থ বিধি-বহির্ভূত হওয়ায় সমুদয় টাকা **৫,৮০,২৪৪** আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩(৮)

এপি নং-১৪৪০০ (আপত্তি নং-৫৭)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

নেপালে Adventure Training এ ১১ জন অফিসারের অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা গ্রহণ টাকা ১৯,৭৫,১১৩

এএফডি এর ১৬.০৪.২০১৫ তারিখের পত্র নং-১৪৩৪ এবং সামরিক প্রশিক্ষণ পরিদপ্তরের ০৬.০৫.২০১৫ তারিখের পত্রের প্রেক্ষিতে ২২.০৪.২০১৫ হতে ৩০.০৪.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত সময়ে পরিশিষ্টতে বর্ণিত ১১ জন সামরিক কর্মকর্তা এবং ২০ জন অন্যান্য পদবীর সেনাসদস্য বিষয়োক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে বিএ-৮৮৬১ ২ লেঃ মোঃ রবিউল হাসান সোহাগ এর ভ্রমণ ভাতা বিল নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত গৃহিত অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা নিম্নরূপঃ

(ক) **এমসিও বাবদঃ** বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটে (যথাক্রমে বিজি-৭০১ ও বিজি-৭০২) ভ্রমণ করা হলেও অন্য এয়ারলাইন্সের এমসিও দেখানো হয়েছে ফ্লাইট নং-EK-007 এর। আবার যাওয়া ও ফেরার পথের জন্য MCO তে ফ্লাইটের একই নম্বর (EK-007) উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ এসব অবাস্তব তথ্য এবং গুরুতর অসংগতির কারণে প্রদত্ত এমসিও যথাযথ (genuine) নয়। বিধায় প্রত্যেকের এমসিও বাবদ গৃহীত (১৪,০৪০.০০+২১,৮৪০) টাকা ৩৫,৮৮০.০০ প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে গ্রহণ করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান।

(খ) **আবাসন বিলঃ** মূল এফজিও (২০.০৪.২০১৫ তারিখের) নেপালে প্রশিক্ষণ থাকাকালীন থাকা, খাওয়া ও অভ্যন্তরীণ যাতায়াতের জন্য দৈনিক ভাতা অগ্রিমের অনুমোদন দেয়া হয়। প্রাপ্ত কাগজপত্র হতে দেখা যায় যে, আলোচ্য ক্ষেত্রে Big Smile নামক নেপালের একটি প্রতিষ্ঠানকে প্যাকেজ ডিল দেয়া হয়। ঐ প্রতিষ্ঠান ৩১ জনের প্রশিক্ষণের জন্য মোট মাঃ ডঃ ২৪,১০৮ গ্রহণ করে। তাঁর গৃহিত মাঃ ডঃ ২৪,১০৮ এর আইটেম ভিত্তিক বিভাজন নিম্নরূপঃ

১। প্রশিক্ষণ ফিঃ মোট ৩০ জন= মাঃ ডঃ ৮৭৬০÷৩০=প্রতিজন মাঃ ডঃ ২৯২.০০

২। ক) এ্যাকোমোডেশনঃ দলনেতাঃ (মাঃ ডঃ ১০০-রাতের ও দুপুরের খাবার মাঃ ডঃ ১৬)=(মাঃ ডঃ ৮৪×৬দিন)= মাঃ ডঃ ৫০৪.০০

খ) অন্যান্য (মাঃ ডঃ ১৫০÷২)=মাঃ ডঃ৭৫-খাবার ১৬=মাঃ ডঃ ৫৯×৬)=মাঃ ডঃ ৩৫৪

৩। অভ্যন্তরীণ যাতায়াতঃ ক. দলনেতা ৬ দিনের ৩০০÷৬=মাঃ ডঃ ৫০.০০×৬=মাঃ ডঃ ৩০০

খ. অন্যান্য ৭০০÷৩০=মাঃ ডঃ ২৩.৩৩×৩০=মাঃ ডঃ ৭০০

পরবর্তীতে সেনাসদর থেকে হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতার মঞ্জুরী দেয়া হয়। হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতার মধ্যে হোটেল ভাড়া ও নগদ ভাতা অন্তর্ভুক্ত। হোটেল ভাড়ার ক্ষেত্রে প্রকৃত হোটেল ভাড়া প্রাপ্য। প্রকৃত হোটেল ভাড়া (এ্যাকোমোডেশন) উক্ত বিগ স্মাইলের প্রদত্ত বিভাজনে উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেকের প্রাপ্যতা ও গ্রহণ এবং অতিরিক্ত গ্রহণ পরিশিষ্ট-৩(৮)(i)এবং পরিশিষ্ট-৩(৮)(ii) উল্লেখ করা হলো।

প্রসংগতঃ উল্লেখ, আলোচ্য ক্ষেত্রে এফসি (আর্মি) পে-১ কার্যালয় বিল পরিশোধে কোন বিধি বিধানের তোয়াক্কা করে নাই। যেমনঃ (১) সর্বসাকুল্য ভাতা প্রদানের পর হোটেল ভাড়া দেয়া হয়েছে। হোটেল ভাড়া প্রদান করা হলে সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য নয়।

(২) ১০ জন লেঃ ও তদনিম্ন কর্মকর্তা এর একেক জনকে একেক পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। একই প্রোগ্রামে সকলে একই পরিমাণ অর্থ প্রাপ্য।

যাহোক "পরিশিষ্ট-৩(৮)(i)এবং পরিশিষ্ট-৩(৮)(ii)" এর বর্ণনা অনুযায়ী ১১ জন কর্মকর্তা কর্তৃক অতিরিক্ত গ্রহণের পরিমাণ ১৯,৭৫,১১৩ টাকা।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩(৮)(i)

(আপত্তি-৫৭)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

নেপালে Adventure Training এ অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে আর্থিক প্রাপ্যতার বিবরণঃ

১ জন লেফটেন্যান্ট কর্ণেল

আইটেম	প্রাপ্য		
	মাঃ ডঃ	টাকা	মোট
প্রশিক্ষণ ফি	প্রতি ডলার	@৭৭.৮০	
এ্যাকোমোডেশন (১০০-১৬) (দুপুর ও রাতের খাবারসহ)	৮৪×৬দিন=মাঃ ডঃ ৫০৪	৩৯,২১১.২০	৩৯,২১১.২০
নগদ ভাতা	৭৭×৬=মাঃ ডঃ ৪৬২.০০	৩৫,৯৪৩.০০	৩৫,৯৪৩.০০
ট্রানজিট ভাতাঃ ঢাকা-কাঠমুন্ডু ফ্লাইং আওয়ার 3 ঘন্টার কম বিধায় প্রাপ্য নয়।	-	-	-
টার্মিনাল চার্জ	-	-	২১৩১
বিমান এমসিওঃ ভাউচার যথাযথ নয়	-	-	–
বিমান ভাড়া	-	-	১৯,৮৭৮.০০
বিমানের সিডিউল চেঞ্জ	-	-	৭৭৮.০০
		মোট প্রাপ্য	**৯৭,৯৪১.০০**

১০ জন লেঃ ও তদনিম্ন কর্মকর্তাঃ

আইটেম	প্রাপ্য		
	মাঃ ডঃ	টাকা	মোট
প্রশিক্ষণ ফি	২৯২.০০	২২,৭১৬.৬০	২২,৭১৬.৬০
এ্যাকোমোডেশন প্রতিদিন (মাঃ ডঃ ১৫০÷২)=মাঃ ডঃ ৭৫-খাবার ১৬, মাঃ ডঃ ৫৯×৬)=মাঃ ডঃ ৩৫৪	৩৫৪.০০	২৭,৫৪১.২০	২৭,৫৪১.২০
নগদ ভাতাঃ প্রতিদিন ৭৭×৬দিন=৪৬২	৪৬২.০০	৩৫,৯৪৩.৬০	৩৫,৯৪৩.৬০
ট্রানজিট ভাতাঃ ঢাকা-কাঠমুন্ডু ফ্লাইং আওয়ার ৩ ঘন্টার কম বিধায় প্রাপ্য নয়।	-	-	-
টার্মিনাল চার্জ	-	-	-
বিমান এমসিওঃ ভাউচার যথাযথ নয়	-	-	-
বিমান ভাড়া	-	-	১৯,৮৭৮
বিমানের সিডিউল চেঞ্জ	-	-	৭৭৮.০০
		মোট প্রাপ্য	**১,০৬,৮৫৭.৪০**

অন্যান্য পদবীঃ

আইটেম	প্রাপ্য		
	মাঃ ডঃ	টাকা	মোট
প্রশিক্ষণ ফি	২৯২.০০	২২,৭১৬.৬০	২২,৭১৬.৬০
এ্যাকোমোডেশন প্রতিদিন (মাঃ ডঃ ১৫০÷২)=মাঃ ডঃ৭৫×৬দিন= মাঃ ডঃ ৪৫০	৪৫০.০০	৩৫,০১০.০০	৩৫,০১০.০০
নগদ ভাতাঃ প্রতিদিন ৬৪×৬দিন=৩৮৪	৩৮৪.০০	২৯,৮৭৫.২০	২৯,৮৭৫.২০
ট্রানজিট ভাতাঃ ঢাকা-কাঠমুন্ডু ফ্লাইং আওয়ার ৩ ঘন্টার কম বিধায় প্রাপ্য নয়।	-	-	-
টার্মিনাল চার্জ	১০.১০	১৫৭১.৫৬	১৫৭১.৫৬
বিমান ভাড়া	-	-	১৯,৮৭৮
বিমানের সিডিউল চেঞ্জ	-	-	৭৭৮.০০
		মোট প্রাপ্য	**১,০৯,৮২৯.৩৬**

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩(৮)(ii)

(আপত্তি-৫৭)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

নেপালে Adventure Training এ অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা গ্রহণ

ক্রঃনং	সেনা নম্বর, পদবী এবং নাম	ইউনিট	গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
১	বিএ-৫৬১৯ লেঃ কর্নেল রুবায়েত মাহমুদ হাসিব, পিএসসি,জি, আর্টিলারী	এমটি পরিদপ্তর, সেনাসদর	২,২৩,৪০৫.০০	৯৭,৯৪১.০০	১,২৫,৪৬৪.০০
২	বিএ-৮৭৫৩ লেঃ মোঃ নাজমুল হাসান সমিক, আর্টিলারী	২৮ মিডিয়াম রেজিমেন্ট আর্টিলারী	৩,১৮,১৬১.০০	১,০৬,৮৫৭.৪০	২,১১,৩০৩.৬০
৩	বিএ-৮৮৬৪ লেঃ রেজাউল করিম,পদাতিক	২০ বীর	১,০৬,৮০৫.০০	১,০৬,৮৫৭.৪০	(-) ৫২.৪০
৪	বিএ-৮৭০৩ ২ লেঃ রাসেল আহমাদ শাকিল,পদাতিক	১২ ইবি	২,৬১,০৯৫.০০	১,০৬,৮৫৭.৪০	১,৫৪,২৩৭.৬০
৫	বিএ-৮৮৬১ ২ লেঃ মোঃ জামিউর রহমান,ইঞ্জিঃ	৩ ইঞ্জিনিয়ার	২,৭৫,৩৬২.০০	১,০৬,৮৫৭.৪০	১,৬৮,৫০৪.৬০
৬	বিএ-৮৮৫১ ২লেঃ মোঃ রবিউল হাসান সোহাগ,আর্টিঃ	৯ ফিল্ড রেজিঃ আর্টিঃ	৩,২১,২৭২.০০	১,০৬,৮৫৭.৪০	২,১৪,৪১৪.৬০
৭	বিএ-৮৮৫৫ ২লেঃ মোঃ ওসমান গণি, এএসসি	৩৬ এসটি ব্যাটালিয়ন	৩,৩৭,১৮৩.০০	১,০৬,৮৫৭.৪০	২,৩০,৩২৫.৬০
৮	বিএ-৮৯৬০ ২লেঃ মোঃ ইমরুল কায়েস,পদাতিক	১১ বীর	৩,৪৩,৭০১.০০	১,০৬,৮৫৭.৪০	২,৩৬,৮৪৩.৬০
৯	বিএ-৮৯৬৫ ২লেঃ মোঃ নুরে আফসার রাসেল, ইবি	৩ ইবিআর	৩,১৮,২৭০.০০	১,০৬,৮৫৭.৪০	২,১১,৪১২.৬০
১০	বিএ-৮৯৬৭ ২লেঃ মোঃ সাইদুর রহমান,আর্টিলারী	২৬ ফিল্ড রেজিঃ আর্টিঃ	৩,১৮,১৬১.০০	১,০৬,৮৫৭.৪০	২,১১,৩০৩.৬০
১১	বিএ-৮৯৮৫ ২লেঃ মোঃ জিয়াউল হক রাসেল, আর্টিলারী	৪ ফিল্ড রেজিঃ আর্টিঃ	৩,১৮,১৬১.০০	১,০৬,৮৫৭.৪০	২,১১,৩০৩.৬০
				মোট =	**১৯,৭৫,১৬৫.৮০**
				সর্বমোট টাকা	**১৯,৭৫,১১২.৮০**

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩(৯)

এপি নং-১৪৪০১ (আপত্তি-৭২)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

মালিতে বিভিন্ন ইউনিট মোতায়েনের লক্ষ্যে ১১ সদস্যের পর্যবেক্ষণ টীমের সফর উপলক্ষ্যে গৃহিত অতিরিক্ত ভ্রমণ ভাতা টাকা ১৩,৬৮,৮৪০

এএফডি এর ০২.১০.২০১৩ তারিখের পত্র এবং সেনাসদর ওভারসিজ অপারেশন্স পরিদপ্তর এর ০২.১০.২০১৩ তারিখের আদেশের প্রেক্ষিতে মিনুসমা (মালি) তে প্রাথমিকভাবে একটি ব্যানব্যাট, একটি ব্যানটিপিটি কোম্পানী, একটি ব্যান ইঞ্জিনিয়ার (কন্সট্রাকশন) কোম্পানী, দুইটি সিগন্যালস কোম্পানী এবং একটি ইনফেন্ট্রি মোতায়েনের লক্ষ্যে ১১ (এগার) নিম্নোক্ত সদস্য বিশিষ্ট একটি পর্যবেক্ষণ দল মিনুসমা (মালি) তে ০৫.১০.২০১৩ হতে ১২.১০.২০১৩ পর্যন্ত সময়ে সফর করে।

১. বিএ-৩৫৭৫ কর্ণেল মোঃ জাহাঙ্গীর হারুন, এএফডব্লিউসি,পিএসসি-দলনেতা
২. বিএ-৩৯২৮ লেঃ কর্ণেল মোঃ মাহামুদ হাসান,পিএসসি,অর্ডন্যান্স
৩. বিএ-৩৯৯২ লেঃ কর্ণেল মোঃ নওয়াজীশ আলী,পিএসসি, এএসসি
৪. বিএ-৪০১৯ লেঃ কর্ণেল মোঃ আরিফ আহমেদ বেলাল, পিএসসি, সিগস
৫. বিএ-৪০৩৬ লেঃ কর্ণেল মোঃ সাদীকুল বারী,পিএসসি, ইঞ্জিনিয়ার্স
৬. বিএ-৪১৫৫ লেঃ কর্ণেল মোঃ সাইফুর ইসলাম, পিএসসি, টিই, সিগন্যালস
৭. বিএ-৪২৬০ লেঃ কর্ণেল কাজী মোহাম্মদ জাকারীয়া, পিএসসি, পদাতিক
৮. বিএ-৫৭৪১ মেজর শাহরিয়ার জিয়াউর রহমান, অর্ডন্যান্স
৯. বিএ-৫৯০২ মেজর মোহাম্মদ এনামুল হক, পিএসসি, ইএমই
১০. বিএ-৭০৬৯ ক্যাপ্টেন মোঃ নাজমুস সাকীব, ইএমই
১১. বিএ-৮০১২ ক্যাপ্টেন আবুল ইসহাক মোহাম্মদ ইব্রাহীম, ইএমই

দলনেতা বিএ-৩৫৭৫ কর্ণেল মোঃ জাহাঙ্গীর হারুন, এএফডব্লিউসি,পিএসসি এর ভ্রমণ ভাতা বিল যাচাই করে দেখা যায় যে, বানানো (manufacture) হোটেল বিল দাখিল করে হোটেল ভাড়া ভিত্তিক (নগদভাতাসহ) ভাতা গ্রহণ করা হয়েছে। ০৪.১০.২০১৩ তারিখ অর্ধ দিবস Atlas Airport Hotel এবং মাল্টা, মালীর EL FAROUK এর হোটেল বিলে Signature of Accountant এবং Signature of Manager এর জায়গায় একই ব্যক্তির স্বাক্ষর। এছাড়া উভয় হোটেলের বিলের প্রকৃতি/অবয়ব/লিখন একই প্রকৃতির। আসল/মূল (original) দুইটি হোটেল বিলে এরূপ সাদৃশ্য থাকার প্রশ্ন উঠে না। এসব অসংগতির কারণে প্রতীয়মান হয় কৃত্রিম (fake) হোটেল বিল দাখিল করা হয়েছে, হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ভাতা দাবী করার লক্ষ্যে। মূল/আসল (genuine) বিল ছাড়া হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ভাতা প্রাপ্য নয়। তবে সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য। অতএব, অতিরিক্ত গ্রহণের পরিমাণ (মাঃ ডঃ ২৭৩×৮.৫দিন = মাঃ ডঃ ২৩২০.৫০)-মাঃ ডঃ ১২৮৩.৫০=মাঃ ডঃ ১০৩৭.০০। বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করা হয়েছে বিধায় অতিরিক্ত গৃহিত অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় ফেরতযোগ্য। অন্যথায় বৈদেশিক ভ্রমণভাতা সম্পর্কিত অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদ ২৫ অনুযায়ী দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান হার অনুযায়ী দেড়গুণ (১০৩৭×৮০×১.৫ গুণ) টাকা ১,২৪,৪৪০ আদায়যোগ্য।

একইরূপ বিল অন্যরাও গ্রহণ করেছেন বলে প্রতীয়মান হওয়ায় মোট ১১ জন কর্তৃক গৃহিত অতিরিক্ত অর্থের পরিমাণ (১,২৪,৪৪০×১১) **টাকা ১৩,৬৮,৮৪০.০০।**

অনুচ্ছেদ নং-০৩
পরিশিষ্ট-৩(১০)
এপি নং-১৪৪০২(আপত্তি-৭৪)
ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

বিএ-৭৪৬৯ ক্যাপ্টেন মোঃ আরিফুল ইসলাম কর্তৃক চীনে কোর্স এ অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে বাড়ীভাড়া, এমসিও ও শীপ ফ্রেইট বাবদ প্রাপ্যের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ টাকা ৯,৮৯,৬০৬

এএফডি এর ১৮.০৮.২০১৩ তারিখে ২০০৭ সংখ্যক পত্র দ্বারা বিএ-৭৪৭৯ ক্যাপ্টেন মোঃ আরিফুল ইসলাম,পদাতিক (ক্রমিক-ড) সহ ১৪ (চৌদ্দ) জন অফিসারকে বিভিন্ন কোর্সে ০১.০৯.২০১৩ হতে ৩০.০৭.২০১৪ পর্যন্ত সময়ে চীন গমনাগমণ ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের ১১.০২.২০১৪ তারিখের ৩১৪ সংখ্যক পত্রে ক্যাপ্টেন মোঃ আরিফুল ইসলাম,পদাতিক এর স্ত্রী সামিনা পারভেজ সুমী'কে ২০.০২.২০১৪ হতে ৩০.০৭.২০১৪ পর্যন্ত (যাতায়াত সময় ব্যতীত) চীন গমনাগমণ ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়। চীন সরকার প্রশিক্ষনার্থী অফিসার ও অন্যান্য পদবীর সেনাসদস্যদের আন্তর্জাতিক যাতায়াত বিমান ভাড়া,প্রশিক্ষণ ফি, থাকা-খাওয়া (একক), চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ যাতায়াত খরচ এবং বিবিধ ভাতা (পদবী অনুযায়ী) প্রদান করে। বাংলাদেশ সরকার স্ত্রীর আন্তর্জাতিক যাতায়াত বিমান ভাড়া, ১০% পকেটভাতা, বাড়িভাড়া বাবদ দৈনিক ৭.২৯ মার্কিন ডলার হারে বাড়িভাড়া ও বিধিমোতাবেক অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান করে। উক্ত কর্মকর্তার বিল নিরীক্ষায় প্রাপ্ত অসংগতিসমূহ নিম্নরূপঃ

(১) **যথাযথ হাউজরেন্ট সনদ ব্যতীত বাড়ীভাড়া গ্রহণঃ** উক্ত অফিসারের স্ত্রীকে বাড়িভাড়া বাবদ দৈনিক ৭.২৯ মার্কিন ডলার হারে ব্যয় করার অনুমতি প্রদান করা হয়। PLA UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGES, Foreign Personel Training Department, Kunshan, China এর ১৫.০৭.২০১৪ তারিখের পত্রে ফেব্রুয়ারী ২০১৪ হতে জুলাই-২০১৪ পর্যন্ত সময়ে প্রতিমাসে ১৩০০ ইউয়ান বা মাঃ ডঃ ২০০.০০ হারে ভাড়া পরিশোধ করেছেন মর্মে উল্লেখ আছে। কিন্তু বিএ-৭৪৭৯ ক্যাপ্টেন মোঃ আরিফুল ইসলাম,পদাতিক এর থাকা, খাওয়া ইত্যাদি চীন সরকার বহন করেছে এবং তাঁর স্ত্রী ০৮ মার্চ-২০১৪ তারিখ সন্ধ্যা ১৮:১৪ ঘটিকায় চীনে পৌছান। তাহলে স্ত্রীর বাসাভাড়া বাবদ ফেব্রুয়ারী-২০১৪ হতে জুলাই-২০১৪ পর্যন্ত পরিশোধ করার যে সনদ বিলের সাথে দেয়া হয়েছে তা আসল (genuine) বলে প্রতীয়মান হয় না। তাছাড়া তিনি ফেব্রুয়ারী-২০১৪ হতে জুলাই-২০১৪ পর্যন্ত সর্বমোট কত ইউয়ান বা মাঃ ডলার পরিশোধ করেছেন তা উক্ত সনদে উল্লেখ করা হয়নি এবং উক্ত সনদ চায়নাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দ্বারা প্রতিস্বাক্ষরিতও নয়। উক্ত সনদে স্বাক্ষরকারী কর্মকর্তার পদবী ও নামযুক্ত সীলমোহরও নাই। এছাড়া গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, টেলিফোন চার্জ সমূহ আবশ্যক হলেও নাই। সুতরাং বাড়িভাড়া বাবদ তৎকর্তৃক গৃহিত টাকা **৮৫,০৪০.০০** তিনি প্রাপ্য নন।

(২) **স্বাক্ষরবিহীন বিমান এমসিওঃ** উক্ত অফিসার চায়না গমনের প্রাক্কালে ১২.০৯.২০১৩ তারিখ ১৮ কেজি এবং ফেরতকালে ১৮.০৭.২০১৪ তারিখের ২৮ কেজি (১৮ কেজি + ২৮ কেজি) = ৪৬ কেজি প্রতি কেজি ১৪০০.০০ টাকা হারে সর্বমোট টাকা ৬৪,৪০০.০০ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ১৮ কেজি এবং ২৮ কেজি এর কোনটিতেই চায়না এয়ার লাইন্সের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর নাই। এছাড়া বিমান রুট হলো ঢাকা-কুনমিং-সাংহাই-ঢাকা। অথচ এমসিওতে ঢাকা-বেইজিং-ঢাকা-বেইজিং-ঢাকা। উপরন্ত BTT (1400×28) Per kg যা BDT 1400×28 Per kg লিখন অসামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং স্বাক্ষরবিহীন এমসিও দ্বারা আর্থিক সুবিধা গ্রহণ যথাযথ নয়। সুতরাং তাঁর নিকট হতে এ বাবদ **টাকা ৬৪,৪০০.০০** আদায়যোগ্য।

(৩) **শীপ ফ্রেইটঃ** ২০০ কেজি মালামাল সমুদ্র পথে পরিবহনের জন্য ৩টি কোটেশন প্রাপ্তি দেখানো হয়েছে ২০.০৬.২০১৪ তারিখ দেখিয়ে। সবগুলোর লেখার ধরণ একই এবং কোনটাতেই দরদাতার স্বাক্ষর নেই। ১৮.০৭.২০১৪ তারিখে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন এবং মালামালের Shipped on board ০৮.০৭.২০১৪ দেখানো হলে Shipper agent B/L তে ১৮.০৭.২০১৪ তারিখ স্বাক্ষর করে। আবার ০৮.০৭.২০১৪ তারিখে Shipped on board দেখানো হলেও তুলনামূলক বিবরণী তৈরী ১২.১০.২০১৪ তারিখে। আসল (Genuine) দলিলাদিতে এতসব অসংগতি থাকেনা। থাকে কেবল তৈরীকৃত (Manufactured) দলিলাদিতে। অর্থাৎ কৃত্রিম (fake) দলিল/কাগজপত্র দাখিলের মাধ্যমে উত্তোলিত শীপ ফ্রেইট তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্য।

উল্লেখ্য, দলিলাদি আসলও (Genuine) যদি হতো তাহলেও তিনি মাঃ ডঃ ৭৫০০.০০ এর পুরোটাই প্রাপ্য হতেন না। কারণ দরপত্রে সী ফ্রেইট প্রতিকেজি মাঃ ডঃ ৮.০০ উল্লেখ রয়েছে। অন্যান্য চার্জ তিনি প্রাপ্য নয়। এতদ্ব্যতীত ব্যক্তিগত মালামাল বহনের ক্ষেত্রে চীন সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষের এবং বাংলাদেশে চট্টগ্রাম পোর্ট/ঢাকা বিমান বন্দরে দাখিলযোগ্য লাগেজ ডিক্লারেশনের কপি বিলের সাথে দেয়া হয় নাই।

দাখিলকৃত কোটেশনে বিভিন্ন চার্জের বিভাজন নিম্নরূপ ছিলঃ

ক)	প্যাকিং চার্জ	৩.০০ ডলার/কেজি
খ)	বাসা থেকে সংগ্রহ	২.৫০ ডলার/কেজি
গ)	অভ্যন্তরিণ পরিবহন ভাড়া	২.৫০ ডলার/কেজি
ঘ)	কাস্টমস চার্জ	২.৫০ ডলার/কেজি
ঙ)	বন্ডেড ওয়্যার হাউজ	২.০০ ডলার/কেজি
চ)	Container Loading	২.৫০ ডলার/কেজি
ছ)	সমূদ্র পথে ভাড়া (সী ফ্রেইট)	৮.০০ ডলার/কেজি
জ)	কোম্পানীর সার্ভিস চার্জ	২.৫০ ডলার/কেজি
		মোট = ২৫.৫০ মার্কিন ডলার/কেজি

উক্ত মার্কিন ডলার ৮.০০ শীপ ফ্রেইটও যথার্থ নয়। কারণ আপত্তি নং-১৩৬ সংশ্লিষ্ট সেনা কর্মকর্তা বিএ-৬৬৯১ মেজর মোঃ মশিউল আলম চীনে কোর্স শেষে ব্যক্তিগত মালামাল পরিবহণের বিল অব ল্যাডিং থেকে দেখা যায় ৮ জন কর্মকর্তার ৫৩৩০ কেজি মালামাল ৪০ ফুট কন্টেইনারে আনয়ন করা হয়। চীন থেকে ৪০ ফুট কন্টেইনারে ভাড়া কোন ক্রমেই মাঃ ডঃ ৫০০০ এর উপরে নয়। এই হিসাবে প্রতি কেজির শীপ ফ্রেইট হয় (৫০০০÷৫৩৩০) মাঃ ডঃ ০.৯৪ এর বেশী নয়। সে হিসাবে ৩০০ কেজির শীপ ফ্রেইট হয় মাঃ ডঃ ২৮২ যাহোক ৩০০ কেজি মালামালের শীপ ফ্রেইট সংক্রান্ত দাখিলকৃত দলিলাদি আসল না হওয়ায় শীপ ফ্রেইট বাবদ গৃহিত সমুদয় **টাকা ৫,৯৯,২৫০.০০** টাকা তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্য।

(৪) বিবিধ ভাতা সমন্বয় না করাঃ আলোচ্য পর্যায়ের কর্মকর্তাকে চীন সরকার মাসিক ৮০০০.০০ আরএমবি (১১×৮০০)= মার্কিন ডলার ১৪৪২.৬২ মার্কিন ডলারে কিংবা (১৪৪২.৬২×৮০×১.৫) টাকা **১,৭৩,১১৪.৪০ আদায়যোগ্য।**

(৫) স্ত্রীর বিমান ভাড়াঃ স্ত্রী সহযাত্রী না হবার কারণে পিআর(পি)-২৮৫ (i i) মোতাবেক স্ত্রীর বিমান ভাড়া টাকা ৬৭,৮০২ প্রাপ্যতা বহির্ভূত।

এছাড়াও উক্ত বিলের সাথে স্ত্রীর বিমান টিকেটের মূলকপি, কর্মকর্তা এবং তাঁর স্ত্রীর পাসপোর্টের সবগুলো পাতার ফটোকপি সংযোজন করা হয়নি। ফলে দীর্ঘ প্রশিক্ষণকালীন সময়ের মাঝে তিনি চীনের বাহিরে কোথাও গিয়েছেন কিনা বা বাংলাদেশে এসেছিলেন কিনা সে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

যাহোক তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্যঃ

১)	বাড়ী ভাড়াঃ	৮৫,০৪০.০০
২)	এমসিওঃ	৬৪,৪০০.০০
1)	শীপ ফ্রেইটঃ	৫,৯৯,২৫০.০০
2)	বিবিধ ভাতাঃ	১,৭৩,১১৪.৪০
3)	স্ত্রীর বিমান টিকেটঃ	৬৭,৮০২.০০
	সর্বমোট টাকা	**৯,৮৯,৬০৬.৪০**

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩(১১)

এপি নং-১৪৪০৪(আপত্তি-৭৬)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

যুক্তরাষ্ট্রে কোর্স উপলক্ষ্যে বিএ-৭৬৮৪ মেজর মুহাম্মদ জুনাইদ উদ্দিন শাহ চৌধুরী কর্তৃক বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলে প্রাপ্যতাবিহীন অর্থ গ্রহণ ৬,৪৯,২১৭ টাকা।

এএফডি এর ১০.০৩.২০১৫ তারিখের ৮৪৬ সংখ্যক পত্রে বিএ-৭৬৮৪ মেজর মুহাম্মদ জুনাইদ উদ্দিন শাহ চৌধুরী-কে Manuver Captains Career Course-এ ১৯.০৫.২০১৫ হতে ০৪.১২.২০১৫ পর্যন্ত সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে গমনাগমণ ও অবস্থানের জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র সরকার কোর্সে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তার আন্তর্জাতিক যাতায়াত বিমান ভাড়া, প্রশিক্ষণ ফি, থাকা, খাওয়া এবং অভ্যন্তরীণ যাতায়াত খরচ প্রদান করে। বাংলাদেশ সরকার পকেট ভাতাসহ প্রচলিত বিধি মোতাবেক প্রাপ্য অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি সেনাবাহিনীর সংশ্লিষ্ট বাজেট খাত হতে বহন করে। উক্ত কর্মকর্তার বৈদেশিক টিএ/ডিএ বিলের অসংগতি নিম্নরূপঃ

(১) **নির্ধারিত হার অপেক্ষা অধিক হারে পকেট ভাতা গ্রহণঃ** প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পত্র নং-০৬.০০.০০০০.০০৯. ১৮.০০১. ১৫.রুলিং.৩৬৪৪ তারিখ ০৪.০৯.২০১৫ তারিখের পত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে ০৪.০৯.২০১৫ তারিখ হতে ০৪.১২.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত পকেটভাতা ২৫% এর স্থলে ৩০% পরিশোধ করা হয়। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্মতি প্রদান করা আবশ্যক। অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি ব্যতীত ৩০% হারে পকেট ভাতা প্রদানের সুযোগ নাই। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণের বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে প্রাপ্যতা সম্পর্কিত স্মারক ০৫.০৯.১৯৯৪ তারিখে জারি করা হয়েছে। এএফডির ০৪.০৯.২০১৫ তারিখের বিধান এক্ষেত্রে প্রযোজ্য না। বৈদেশিক ভ্রমণের ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের অফিস স্মারকের ২২ অনুচ্ছেদে স্পষ্টী করণ করা হয়েছে যে এ আদেশ প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। উক্ত অফিসারকে নিম্নরূপ পকেটভাতা প্রদান করা হয়ঃ

ক. ১৯.০৫.২০১৫ হতে ০৩.০৯.২০১৫ পর্যন্ত ১৭৮×২৫%=মাঃ ডঃ ৪৪.৫০×১০৮দিন×৭৮=টাকা ৩,৭৪,৮৬৮.০০

খ. ০৪.০৯.২০১৫ হতে ০৪.১২.২০১৫ পর্যন্ত ১৭৮×৩০%= মাঃ ডঃ ৫৩.৪০×৯২দিন×৭৮= টাকা ৩,৮৩,১৯৮.৪০

মোট=টাকা ৭,৫৮,০৬৬.৪০

কিন্তু তিনি পকেট ভাতা প্রাপ্যঃ

১৯.০৫.২০১৫ হতে ০৪.১২.২০১৫ পর্যন্ত ১৯৯ দিন; ১৭৮×২৫%=মাঃ ডঃ ৪৪.৫০×১৯৯দিন×৭৮=টাকা ৬,৯০,৭২৯.০০

সুতরাং পকেটভাতা বাবদ অতিরিক্ত গ্রহণ =টাকা ৬৭৩৩৭.৪০

ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী তিনি ১৯.০৫.২০১৫ তারিখ বিকাল ০৬:০৬ ঘটিকায় যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায় পৌছান। সেই হিসাবে ১৯.০৫.২০১৫ হতে ০৪.১২.২০১৫ পর্যন্ত ২০০ দিন হলেও দৈনিক ভাতা ইত্যাদি আগমনের দিন গণনায় নিলে প্রস্থানের দিন গণনায় বাদ যাবে; অর্থাৎ ১ দিনের পকেটভাতা অতিরিক্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

(২) **কৃত্রিম (fake) এমসিও দ্বারা অর্থ গ্রহণঃ** ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী তিনি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের খরচে এমিরেটস এয়ার ওয়েজে যুক্তরাষ্ট্র গমণ করেন এবং আমেরিকান এয়ারওয়েজে (টিকেট নং-০০১৭৬৯২০৮০২৭০) যোগে বাংলাদেশে ফেরত আসেন। কিন্তু তিনি গমন পথে ১৮.০৫.২০১৫ তারিখে ১৮ কেজি, ১৪,০৪০.০০ টাকা এবং আগমন পথে ২৭.১২.২০১৫ তারিখের ২৮ কেজি ৪০,০০০.০০ টাকার (পাশ করা হয় ২১,৮৪০.০০ টাকা) চায়না ইস্টার্ণ এয়ারলাইন্সের বিমান এমসিও বিলের সাথে দাখিল করেছেন। উভয় এমসিওতে (গমন এবং আগমন) একই ব্যক্তির স্বাক্ষর। এমিরেটস এবং আমেরিকান এয়ারওয়েজে ভ্রমণ করে চায়না ইস্টার্ণ এয়ারলাইন্সের বিমান এমসিও দাখিল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উক্ত এমসিও আসল (Original) MCO নয়। সুতরাং কৃত্রিম (fake) এমসিও দাখিল করার কারণে গৃহিত (১৪,০৪০.০০+ ২১,৮৪০.০০) টাকা ৩৫,৮৮০.০০ তার নিকট হতে আদায়যোগ্য।

(৩) **সমুদ্র পথের জন্য সী ফ্রেইটঃ** ২০০ কেজি মালামাল বহনের সী ফ্রেইট ভাউচার যাচাই করে দেখা যায় যে, ঠিকাদার FedEx Columbus-এর কোটেশনে (a) Packing 5.00 USD/kg, (b) Picking up from your Residence 7.00 USD/kg, (c) Internal Transportation in USA from Columbus to Jacksonville 10.00 USD/kg, (d) Custom Charge in USA 300.00 USD, (e) Custom bonded

warehouse Handling 8.00 USD/kg, (f) Ocean Freight 3.00 USD/kg, (g) Thanks Giving day discount USD 300.00. Total 7000.00 USD। সবগুলোর যোগফল দাড়ায় মাঃ ডঃ ৩৩.০০+৩০০.০০ হিসাবে ২০০ কেজির জন্য ৩৩×২০০=মাঃ ডঃ ৬৬০০.০০+৩০০=৬৯০০.০০-থ্যাংকস গিভিং ডে ডিসকাউন্ট ৩০০= মাঃ ৬৬০০.০০। কিন্তু যোগফল দেখানো হয়েছে মাঃ ডঃ ৭০০০.০০। কোটেশন দাখিলকারী তিনটি প্রতিষ্ঠানের কোটেশন দাখিলের তারিখ ডিএইচএল ০৪.১১.২০১৫, ফেডএক্স কলম্বাস ০৫.১১.২০১৫ এবং ইউনাইটেড পার্সেল সার্ভিস ১৯.১১.২০১৫। কিন্তু ইউএসএ বাংলাদেশ দুতাবাসের প্যাডে টাইপ করে দেখানো তুলনামূলক বিবরণের তারিখ ৩০.১১.২০১৫ অর্থাৎ বিবরণে লেখা হয়েছে This Collage asked for the quation from different Shipping agents of freedom to ship hi non accompanied personal goods (total 200 kg) from Georgia ports authority, USA to Chittagong, Bangladesh on 31 December 2015. Following Companies has sent their quation by 12 November 2015. প্যাড হলো বাংলাদেশ এ্যাম্বাসির কিন্তু লেখা এই কলেজ। আবার পাকিস্তানের শীপমেন্ট পলিসির উল্লেখ রয়েছে। বাংলাদেশ এ্যাম্বাসির লেখা এতো কাঁচা/দুর্বল হয় না। অর্থাৎ ইউএসএ তে বাংলাদেশ এ্যাম্বেসীর জাল প্যাডে তুলনামূলক বিবরণ তৈরী করা হয়েছে। দাখিলকৃত ৩টি কোটেশনও কৃত্রিম (fake)। এগুলোর ধরণ, লিখন, ফ্যাক্স, ফোন, ই-মেইল, ঠিকানা ইত্যাদির বিস্তারিত তথ্য নাই। এছাড়া Bill of ladding এর সীপোর্টের জায়গায় কর্মকর্তা নিজে স্বাক্ষর করেছেন। সুতরাং সী ফ্রেইট বাবদ দাখিলকৃত ভাউচারাদি কৃত্রিম (fake)। বিধায় এ বাবদ পরিশোধিত ৫,৪৬,০০০.০০ টাকা তার নিকট হতে আদায়যোগ্য।

উল্লেখ্য দলিলাদি যদি আসল (genuine) ও হতো তবুও প্রতি কেজি ৩৩.০০ ডলার হিসাবে ২০০ কেজির জন্য ৬৬০০.০০ ডলার প্রাপ্য হতো না। কারণ কোটেশনে সী ফ্রেইট দেখানো হয়েছে মাত্র ৩.০০ মার্কিন ডলার এবং শুধুমাত্র সী ফ্রেইট প্রাপ্য। অতএব, সী ফ্রেইট বাবদ তিনি প্রাপ্য (২০০ কেজি×৩মাঃ ডঃ)=মাঃ ডঃ ৬০০.০০ বা (৬০০×৭৮) টাকা ৪৬,৮০০.০০। সুতরাং তিনি (৫,৪৬,০০০.০০-৪৬,৮০০.০০)=৪,৯৯,২০০.০০ টাকা অতিরিক্ত গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যেহেতু তার দাখিলকৃত সী ফ্রেইট ভাউচার আসল (genuine) নয় তাই তার নিকট হতে তৎকর্তৃক গৃহিত ৫,৪৬,০০০.০০ টাকা আদায়যোগ্য।

বৈদেশিক টিএ/ডিএ বিলে উক্ত অফিসারের প্রাপ্য না হওয়া সত্বেও অতিরিক্ত গ্রহণের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

(১) নির্ধারিত হার অপেক্ষা বেশী হারে এবং ১দিনের অতিরিক্ত পকেটভাতা গ্রহণঃ	টাকা ৬৭,৩৩৭.০০
(২) তৈরীকৃত (Manufactured) এমসিও দ্বারা অর্থ গ্রহণঃ	টাকা ৩৫,৮৮০.০০
(৩) তৈরীকৃত (Manufactured) ভাউচার দ্বারা সী ফ্রেইট বাবদ অর্থ গ্রহণঃ	টাকা ৫,৪৬,০০০.০০
প্রাপ্য না হওয়া সত্বেও সর্বমোট গৃহিত অর্থের পরিমাণ	**টাকা ৬,৪৯,২১৭.০০**

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩(১২)

এপি নং-১৪৪০৬ (আপত্তি-৭৮)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

চীনে কোর্স উপলক্ষ্যে বিএ-৬৫২৪ মেজর মোঃ আরাফাত মাসায়েল কর্তৃক বৈদেশিক কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষে অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা গ্রহণ টাকা ৮,৯৮,২৩২

এএফডি'র ২০.০৮.২০১৩ তারিখের ২০০৭ সংখ্যক অনুমোদন পত্রের প্রেক্ষিতে চীনে ৩১.০৯.২০১৩ হতে ৩০.০৭.২০১৪ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত Tank (Armored Vehical) Electrical Communication System Engineers Course-এ অংশগ্রহণকারী শিরোনামভুক্ত সেনা কর্মকর্তার টিএ/ডিএ বিল যাচাই করে দেখা যায় যে, তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাপ্যের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করেছেনঃ যেমন-

(ক) **স্ট্যাডি ট্যুর বাবদঃ** ১৪দিন স্ট্যাডি ট্যুরের ক্ষেত্রে আয়োজক দেশ খাবার এর সংস্থান না করার কারণে ঐ সময়ের জন্য সর্বসাকুল্য ভাতা ৪৫% হারে, খাবার বাবদ প্রতিদিন (মাঃ ডঃ ১৭৮×৪৫%=মাঃ ডঃ ৮০.১০) মাঃ ডঃ ৮০.১০ গ্রহণ করেছেন। একই সাথে ২৫% পকেটভাতা হিসাবে মাঃ ডঃ ৪৪.৫০ গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ স্টাডি ট্যুর কালিন আবাসন সুবিধা পাওয়া সত্বেও ১৪ দিনের প্রতি দিনের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে (মাঃ ডঃ ৮০.১০+৪৪.৫০) মাঃ ডঃ ১২৪.৬০। এভাবে পরিশোধ বিদেশে প্রশিক্ষণকালীন প্রাপ্য আর্থিক সুবিধাবলী সংক্রান্ত আদেশ কিংবা বৈদেশিক টিএ/ডিএ সংক্রান্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারকের কোনটার আওতায়ই পড়েনা। খাবার খরচ না দেয়া হলেও আবাসন সুবিধা দেয়া হয়েছে। সুতরাং ঐ সময়ের জন্য কেবল মাত্র নগদভাতা বাবদ টাকা প্রদেয়। প্রতিদিন নগদভাতা মাঃ ডঃ ৯১.০০। অতএব, ঐ ১৪ দিনের প্রাপ্য ৯১×১৪=মাঃ ডঃ ১২৭৪। কিন্তু প্রদান করা হয়েছে ১২৪.৬০ মাঃ ডঃ×১৪দিন=১৭৪৪.৪০ মার্কিন ডলার। অর্থাৎ অতিরিক্ত (১৭৪৪.৪০-১২৭৪)=মাঃ ডঃ ৪৭০.৪০। বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করায় বৈদেশিক মুদ্রাতেই ফেরতযোগ্য অথবা টাকা (৪৭০.৪০×৮০×১.৫) ৫৬,৪৪৮ ফেরতযোগ্য।

(খ) **শীপ ফ্রেইটঃ** ৩০০ কেজি মালামাল বাবদ মার্কিন ডলার ৭৫০০.০০×৮০ টাকা = ৬,০০,৭৫০.০০ টাকা গ্রহণ করেছেন। সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতি কেজির জন্য মোট মাঃ ডলার ২৫.০০ উল্লেখ করেছে যার মধ্যে শীপ ফ্রেইট (ওশেন ফ্রেইট) প্রতি কেজি মাঃ ডলার ৮.০০। বাদ বাকী প্যাকিং ৩.০০ ডলার/কেজি, বাসা থেকে সংগ্রহ ২.৫০ ডলার/কেজি, অভ্যন্তরীণ পরিবহণ ২.৫০ ডলার/ কেজি, কাস্টম চার্জ ২.০০ ডলার/কেজি, ওয়্যারহাউজ হ্যান্ডলিং ২.০০ ডলার/কেজি, কন্টেইনার লোডিং ২.৫০ ডলার/কেজি, কোম্পানী সার্ভিস চার্জ ২.৫০ ডলার প্রতি কেজি যা প্রাপ্য নয়। অন্য কোন তথ্য না থাকলে অতিরিক্ত গ্রহণ টাকা ৬,০০,৭৫০.০০ - (৩০০×৮×৮০.১০) টাকা ১,৯২,২৪০.০০=টাকা ৪,০৮,৫১০.০০ মর্মে গণ্য হতো। কিন্তু আপত্তি-১৩৬ সংশ্লিষ্ট সেনা কর্মকর্তা বিএ-৬৬৯১ মেজর মোঃ মশিউল আলম চীনে কোর্স শেষে ব্যক্তিগত মালামাল পরিবহণের বিল অব ল্যাডিং থেকে দেখা যায় ৮ জন কর্মকর্তার ৫৩৩০ কেজি মালামাল ৪০ ফুট কন্টেইনারে আনয়ন করা হয়। চীন থেকে ৪০ ফুট কন্টেইনারে ভাড়া কোন ক্রমেই মাঃ ডঃ ৫০০০ এর উপরে নয়। এই হিসাবে প্রতি কেজির শীপ ফ্রেইট হয় (৫০০০÷ ৫৩৩০) মাঃ ডঃ ০.৯৪ এর বেশী নয়। সে হিসাবে ৩০০ কেজির শীপ ফ্রেইট হয় মাঃ ডঃ ২৮২ ।

অর্থাৎ ৩০০ কেজির প্রাপ্য শীপ ফ্রেইট হয় (৩০০×০.৯৪) মাঃ ডঃ ২৮২.০০ সমান ২৮২×৮০ =২২,৫৬০ টাকা। অর্থাৎ অতিরিক্ত গ্রহণ (৬,০০,৭৫০.০০-২২,৫৬০) টাকা ৫,৭৮,১৯০ টাকা প্রাপ্য নয়।

(গ) **বিবিধ ভাতা অসমন্বিতঃ** চীন সরকার আলোচ্য পর্যায়ের কর্মকর্তাকে মাসিক ১০০০ আরএমবি বিবিধ ভাতা প্রদান করে। যা পকেট ভাতার সাথে সমন্বয়যোগ্য। কিন্তু সমন্বয় করা হয় নাই। অতএব, ১১ মাসে ১১০০ আরএমবি=মাঃ ডঃ ১৮০৩.২৮ মার্কিন ডলারে বা বাংলাদেশী টাকায় ২,১৬,৩৯৩.৬০ (১৮০৩.২৮×৮০×১.৫ গুণ) আদায়যোগ্য।

(ঘ) বিমান ভাড়াঃ স্ত্রীর বিমান ভাড়া বাবদ ১,০৫,২০০.০০ টাকা গ্রহণ করা হয়েছে যা অত্যধিক বেশী। ঢাকা-বেইজিং-ঢাকা বিমান ভাড়া ৫৮,০০০.০০ টাকার অধিক নয়। অতএব, এক্ষেত্রে (১,০৫,২০০.০০-৫৮,০০০.০০) টাকা ৪৭,২০০.০০ অতিরিক্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

সুতরাং অতিরিক্ত গ্রহণঃ

১।	স্ট্যাডি ট্যুর	টাকা ৫৬,৪৪৮
২।	বিবিধ ভাতা অসমন্বয়	টাকা ২,১৬,৩৯৩.৬০
৩।	স্ত্রীর বিমান ভাড়া	টাকা ৪৭,২০০
৪।	শীপ ফ্রেইট	টাকা ৫,৭৮,১৯০
		টাকা ৮,৯৮,২৩১.৬০

অনুচ্ছেদ নং-০৩
পরিশিষ্ট-৩(১৩)
এপি নং-১৪৪০৭ (আপত্তি-৭৯)
ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

চীনে কোর্স উপলক্ষ্যে বিএ-৭২০১ ক্যাপ্টেন সৈয়দ পারভেজ মোস্তফা কর্তৃক এমসিও,শীপ ফ্রেইট এবং বিবিধভাতা বাবদ প্রাপ্যের অতিরিক্ত গ্রহণ ৫,১৮,৬৫০ টাকা।

সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের ১৪.০২.২০১৩ তারিখের ৪৪৯ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে চীনে ০১.০৩.২০১৩ হতে ৩০.০৭.২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত Junior International Parachuting Instractor Course-এ অংশগ্রহণকারী বিএ-৭২০১ ক্যাপ্টেন সৈয়দ পারভেজ মোস্তফা আর্টিলারী এর ভ্রমণ ভাতা বিল যাচাই করে পরিলক্ষিত হয় যে-

(১) **এমসিও বাবদঃ** তিনি এমইউ-২০৩৬ ফ্লাইটযোগে ০২.০৩.২০১৩ তারিখ ঢাকা থেকে কুনমিং যান এবং ১৫.০৭.২০১৩ তারিখ কুনমিং থেকে ফ্লাইট নং-এমইউ ২০৩৫ মারফত ঢাকা প্রত্যাবর্তণ করেন। কিন্তু যাওয়ার পথে ১৮ কেজি এবং আসার পথে ২৮ কেজি অতিরিক্ত মালামাল বহন করার যে MCO প্রদান করেন তাতে ফ্লাইট নম্বর ভিন্ন লেখা আছে। তবে যাওয়া এবং আসার পথে একই এমইউ-৫৭০৮ উল্লেখ রয়েছে। ঐ এমসিওতে ইস্যুর তারিখ এবং যাত্রার তারিখ কিছুই লেখা নাই। অর্থাৎ কৃত্রিম (fake) এমসিও দাখিল করে অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে টাকা (২০,০১৬+৩১,১৩৬)= ৫১,১৫২.০০

(২) **শীপ ফ্রেইটঃ** চীন থেকে ২০০ কেজি মালামাল পরিবহণের জন্য মাঃ ডলার ৫০০০.০০=টাকা ৪,০৪,০০০.০০ দাবির সমর্থনে তিনি ৩টি কোটেশন ও তুলনামূলক বিবরণ এবং বিএল এর কপি দাখিল করেছেন। কিন্তু সমুদ্র পথে মালামাল আনয়নের প্রমাণক হিসাবে কাস্টমস ও বন্দর কর্তৃপক্ষের কোন দলিলাদি চীনের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষের দলিলাদি, ঢাকা বিমান বন্দরে দাখিলযোগ্য লাগেজ ডিক্লারেশনের কপি, মালামালের বিবরণ ইত্যাদির কপি বিলের সাথে সংযুক্ত না থাকায় এবাবদ গৃহিত উক্ত পরিমাণ অর্থ প্রাপ্যতাবহির্ভূত হয়েছে। মালামাল আসার যথাযথ প্রমাণক যদি থাকতো তবুও তিনি মাঃ ডলার ৫০০০.০০ এর সম্পূর্ণটা প্রাপ্য হতেন না। কারণ কোটেশনে সী ফ্রেইট (Ocean Freight) উল্লেখ রয়েছে প্রতি কেজি ৮.০০ ডলার এবং অন্যান্য চার্জ যেমন প্যাকিং, বাসা থেকে সংগ্রহ, অভ্যন্তরীণ পরিবহণ, কাস্টমস চার্জ, বন্ডেড ওয়্যারহাউজ হ্যান্ডলিং, কন্টেইনার লোডিং ইত্যাদি বাবদ খরচসহ প্রতি কেজি ২৫.০০ ডলার হিসাবে মাঃ ডলার ৫০০০.০০ উল্লেখ রয়েছে। অন্যান্য চার্জ প্রাপ্য নয়। অন্যকোন তথ্য না থাকলে প্রতি কেজি ৮.০০ হিসাবে শীপ ফ্রেইট গ্রহণযোগ্য হতো। কিন্তু প্রতি কেজি ৮.০০ ডলারও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আপত্তি-১৩৬ সংশ্লিষ্ট সেনা কর্মকর্তা বিএ-৬৬৯১ মেজর মোঃ মশিউল আলম চীনে কোর্স শেষে ব্যক্তিগত মালামাল পরিবহণের বিল অব ল্যাডিং থেকে দেখা যায় ৮ জন কর্মকর্তার ৫৩৩০ কেজি মালামাল ৪০ ফুট কন্টেইনারে আনয়ন করা হয়। চীন থেকে ৪০ ফুট কন্টেইনারে ভাড়া কোন ক্রমেই মাঃ ডঃ ৫০০০ এর উপরে নয়। এই হিসাবে প্রতি কেজির শীপ ফ্রেইট হয় (৫০০০÷৫৩৩০) মাঃ ডঃ ০.৯৪ এর বেশী নয়। সে হিসাবে ২০০ কেজির শীপ ফ্রেইট হয় মাঃ ডঃ ১৮৮, যাহোক ২০০ কেজি মালামালের শীপ ফ্রেইট সংক্রান্ত দাখিলকৃত দলিলাদি আসল না হওয়ায় শীপ ফ্রেইট বাবদ গৃহিত সমুদয় টাকা ৪,০৪,০০০.০০ টাকা তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্য।

অতএব, যথাযথ দলিলাদি থাকলে ২০০ কেজির শীপ ফ্রেইট প্রাপ্য হয় মাঃ ডঃ ১৮৮.০০ বা টাকা ১৫,১৯০.৪০। অর্থাৎ অতিরিক্ত গ্রহণ টাকা ৩,৮৮,৮০৯.৬০ (৪,০৪,০০০-১৫,১৯০.৪০) বিবেচিত হতো। কিন্তু যথাযথ কাগজপত্র না থাকার কারণে সম্পূর্ণটাই আদায়যোগ্য।

(৩) বিবিধ ভাতা অসমন্বয়ঃ চীন সরকার আলোচ্য পর্যায়ের সেনা কর্মকর্তাগণকে মাসিক ৮০০ আরএমবি বিবিধ ভাতা প্রদান করে। যা পকেট ভাতার সাথে সমন্বয়যোগ্য। আলোচ্য ক্ষেত্রে সমন্বয় করা হয় নাই। অতএব, আদায়যোগ্য ৮০০ আরএমবি×৫=৪০০০.০০ আরএমবি÷৬.১০=মাঃ ডঃ ৬৫৫.৭৪ কিংবা দেশীয় মুদ্রায় বিনিময় হারের ১.৫ গুণ হিসাবে (৬৫৫.৭৪×৮০×১.৫) টাকা ৭৮,৬৮৮.৮০

সর্বমোট আদায়যোগ্যঃ

১।	এমসিও	টাকা ৫১,১৫২.০০
২।	শীপ ফ্রেইট	টাকা ৩,৮৮,৮০৯.৬০
৩।	বিবিধ ভাতা অসমন্বয়	টাকা ৭৮,৬৮৮.৮০
		মোট ৫,১৮,৬৫০.৪০

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩(১৪)

এপি নং-১৪৪০৮ (আপত্তি-৫৮)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

চীনে কোর্স উপলক্ষ্যে বিএ-৭৬৯৪ ক্যাপ্টেন রাশেদ হাসান কর্তৃক পকেটভাতা, শীপ ফ্রেইট ও এমসিও বাবদ অতিরিক্ত/প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে অর্থ গ্রহণ ৫,৩৩,৮৪১ টাকা

এএফডি এর ১৪.০২.২০১৩ তারিখের চীন/৪৪৯ সংখ্যক আদেশের প্রেক্ষিতে চীনে ০১.০৩.২০১৩ হতে ৩০.০৭.২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে Special Operation Platoon Leader Course এ অংশগ্রহণকারী শিরোনামভুক্ত সেনা কর্মকর্তা অতিরিক্ত পকেট ভাতা ও যথাযথ কাগজপত্র ছাড়াই শীপ ফ্রেইট ও এমসিও বাবদ অর্থ গ্রহণ করেছেন। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক) **পকেট ভাতা গ্রহণঃ** সরকারী আদেশে উল্লেখ রয়েছে যে, চীন সরকার বিমান ভাড়া, প্রশিক্ষণ ফি, থাকা-খাওয়া, চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ যাতায়াত খরচ এবং পদবী অনুযায়ী বিবিধভাতা প্রদান করে। থাকা-খাওয়া ছাড়াও আলাদাভাবে বিবিধভাতা প্রদান করা হলে ঐ বিবিধভাতা প্রাপ্য পকেটভাতার সাথে সমন্বয়যোগ্য। আলোচ্য পর্যায়ের কর্মকর্তাকে চীন সরকার মাসিক ৮০০ আরএমবি প্রদান করে থাকে। সুতরাং ৫ মাসে ৪০০০ আরএমবি বা মাঃ ডঃ ৬৫৫.৭৪ প্রদান করা হয়েছে। যা পকেটভাতার সাথে সমন্বয় করা হয় নাই। পকেটভাতা ও বিবিধ ভাতা বৈদেশিক মুদ্রায় গৃহিত বিধায় এই মাঃ ডঃ ৬৫৫.৭৪ মার্কিন ডলারে বা দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হার এর দেড়গুণ টাকা ৭৮,৬৮৮.৮০ (মাঃ ডঃ ৬৫৫.৭৪ ×৮০×১.৫ গুণ) আদায়যোগ্য।

খ) বিমান এমসিওঃ পিআর(পি)-৩৮২(বি) মোতাবেক প্রশিক্ষনে যাওয়ার পথে ১৮ কেজি এবং ফেরার পথে ২৮ কেজি মোট ৪৬ কেজি ওজনের মালামাল বিমানে বহনের ব্যয় প্রাপ্য। আলোচ্য কর্মকর্তাও তা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এর সমর্থনে দাখিলকৃত ভাউচার আসল (Genuine/Original) নয়। যেমনঃ

(১) যাওয়ার ও ফেরার পথে উভয় পথের জন্য দাখিলকৃত এমসিওতে ফ্লাইট নম্বর একই (গট ৫৭০৮)।

(২) কোন এমসিওতেই যাত্রার তারিখ দেয়া হয় নাই।

(৩) কারো কোন স্বাক্ষরও নাই। অথচ ভাউচার কম্পিউটার জেনারেটেড নয়।

কোন আসল ভাউচারে এমন অসংগতি থাকে না। প্রতীয়মান হয় এমসিও বাবদ অর্থ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কৃত্রিম ভাউচার দাখিল করা হয়েছে। অতএব, এ বাবদ পরিশোধিত অর্থ আদায়যোগ্য।

গ) শীপ ফ্রেইটঃ পিআর(পি)-৩৮২(বি) স্কেল অনুযায়ী কোর্স শেষে ফেরার পথে নিজের জন্য ২০০ কেজি ব্যক্তিগত মালামাল সমুদ্র পথে পরিবহণের ব্যয় প্রাপ্য। আলোচ্য কর্মকর্তা ২০০ কেজির জন্য মাঃ ডঃ ৫০০০.০০=টাকা ৪,০৪,০০০.০০ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তিনি এর সমর্থনে যথাযথ বিল ভাউচার দাখিল করেন নাই। যেমনঃ

১) চীন এর বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কাস্টমস কর্তৃপক্ষ এর কোন কাগজপত্র, বাংলাদেশে ঢাকা বিমান বন্দরে দাখিলযোগ্য লাগেজ ডিক্লারেশন, চট্টগ্রাম বা ঢাকা কাস্টমস এবং চট্টগ্রাম পোর্টের কাগজপত্র ইত্যাদি মৌলিক কোন দলিলাদির কাগজপত্র বিলের সাথে দাখিল করা হয় নাই।

২) মাত্র ১ প্যাকেজ (কার্টুন) হাউজহোল্ড গুডসের শীপ ফ্রেইট মাঃ ডঃ ৫০০০ অস্বাভাবিক।

৩) দাখিলকৃত কথিত কোটেশনে উদ্বৃত মূল্যের বিভাজন নিম্নরূপঃ

ক্রঃনং	বিবরণ	উদ্বৃত দর (মাঃ ডঃ/প্রতিকেজি)
i)	প্যাকিং	৩.০০
ii)	বাসা হতে থেকে পরিবহন	২.৫০
iii)	কলেজ থেকে পোর্ট	২.৫০
iv)	কাস্টমস চার্জ	২.০০
v)	কাস্টম বন্ডেড ওয়ার হাউজ	২.০০
vi)	কন্টেইনার লোডিং	২.৫০
vii)	ওশেন ফ্রেইট	৮.০০
viii)	সার্ভিস চার্জ	২.৫০
	মোট =	২৫.০০

উল্লেখ্য ওশেন ফ্রেইট (শীপ ফ্রেইট) ছাড়া বাদ বাকী চার্জ প্রাপ্য নয়। ওশেন ফ্রেইট দেখানো দর অনুযায়ী হয় মাঃ ডঃ ১৬০০। (২০০ কেজি × ৮.০০ ডলার)। লক্ষনীয় বিষয় হলো-কোটেশনে ওশেন ফ্রেইট প্রতি কেজি ৮.০০ ডলার হিসাবে মোট ১৬০০ মাঃ ডলার উল্লেখ রয়েছে অথচ কোটেশনের তুলনামূলক বিবরনীতে ওশেন ফ্রেইট ৩০৬০ ডলার দেখানো হয়েছে।

৪) গুরুতর বিষয় হলো তুলনামূলক বিবরণীতে দুতাবাসের প্রতিরক্ষা এটাশে হিসাবে আবু সোহেল ব্রিগেডিয়ার জেনারেলের স্বাক্ষর দেখানো হয়েছে। অথচ ঐ সময় সেখানে প্রতিরক্ষা এ্যাটাশে হিসাবে কর্মরত ছিলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ফিরোজ হাসান। এমনকি আবু সোহেল নামে কেহ তখন প্রতিরক্ষা উইং এ কর্মরতও ছিলেন না।

৫) ৩টি কোটেশনের একটিতে Maj Zhu Mia, Foreign Training Department, Air Defence Force Academy, Zhengzhow, Henan, China এর এবং অন্য একটিতে Major Chen Zeen Mu, Vice Chief of Foreign Training Brigde, Shijiazhuang Mechanized Infantry Academy, China এর স্বাক্ষর রয়েছে যা অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

৬) আবার একটি কোটেশনের তারিখ ১৫.০১.২০১৩ তারিখের। অথচ কোর্স শুরু হয়েছে ০১.০৩.২০১৩ তারিখ হতে।

এতসব অসংগতি কোন আসল বিল ভাউচারে থাকে না। প্রতীয়মান হয় যে, শীপ ফ্রেইট প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কৃত্রিম কাগজপত্র দাখিল করা হয়েছে। যথাযথ কাগজপত্র না হওয়ার কারণে এ বাবদ পরিশোধিত সমুদয় অর্থ টাকা ৪,০৪,০০০.০০ আদায়যোগ্য।

আলোচ্য কর্মকর্তার নিকট হতে মোট আদায়যোগ্যঃ

১। পকেট ভাতাঃ	টাকা	৭৮,৬৮৮.৮০
২। বিমান এমসিও	টাকা	৫১,১৫২.০০
৩। শীপ ফ্রেইট	টাকা	৪,০৪,০০০.০০
সর্বমোট আদায়যোগ্য টাকা		**৫,৩৩,৮৪০.৮০**
	বা	**৫,৩৩,৮৪১.০০**

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩(১৫)

এপি নং-১৪৪১১ (আপত্তি-৬২)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

চীনে কোর্স উপলক্ষ্যে বিএ-৬১৩৩ মেজর মোঃ নাজমুল হক কর্তৃক এমসিও ও শীপ ফ্রেইট বাবদ অতিরিক্ত/প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে অর্থ গ্রহণ টাকা ৫,১৩,১৭৬

এএফডি এর ১৬.০২.২০১৫ তারিখের চীন/৫৫৩ সংখ্যক আদেশ অনুযায়ী ০১.০৩.২০১৫ হতে ৩০.০৭.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত চীনে Ammunition Maintenance and Repair Engineer's Course এ অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে শিরোনামভুক্ত সেনা কর্মকর্তা কৃত্রিম কাগজপত্র দাখিল করে বিমান এমসিও ও শীপ ফ্রেইট বাবদ অর্থ গ্রহণ করেছেন। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক) **বিমান এমসিওঃ**

(১) কম্পিউটারে টাইপ করে সাদা কাগজে প্রিন্ট করা হয়েছে। এয়ারলাইন্সের কারো স্বাক্ষর নাই যদিও ভাউচারটি কম্পিউটার জেনারেটেড নয়।

(২) মূল্য বিষয়ে USD ৭৮০ × ১৮ কম লেখা হয়েছে। এরকম লিখন অসংগতিপূর্ণ।

অতএব, প্রকৃত ভাউচার না হওয়ায় এ বাবদ পরিশোধিত অর্থ টাকা ৪৫,১৭৬.০০ আদায়যোগ্য।

খ) **শীপ ফ্রেইটঃ** পিআর(পি)-৩৮২(বি) স্কেল অনুযায়ী কোর্স শেষে ফেরার পথে নিজের জন্য ২০০ কেজি ব্যক্তিগত মালামাল সমুদ্র পথে পরিবহণের ব্যয় প্রাপ্য। আলোচ্য কর্মকর্তা ২০০ কেজির জন্য মাঃ ডঃ ৬০০০.০০=টাকা ৪,৬৮,০০০.০০ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তিনি এর সমর্থনে যথাযথ বিল ভাউচার দাখিল করেন নাই। যেমনঃ

১) চীন এর বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কাস্টমস কর্তৃপক্ষ এর কোন কাগজপত্র, বাংলাদেশে ঢাকা বিমান বন্দরে দাখিলযোগ্য লাগেজ ডিক্লারেশন, চট্টগ্রাম বা ঢাকা কাস্টমস এবং চট্টগ্রাম পোর্টের কাগজপত্র ইত্যাদি মৌলিক কোন দলিলাদির কাগজপত্র বিলের সাথে দাখিল করা হয় নাই।

২) ২টি কোটেশনের মধ্যে Jiangsu Zhong Cheng International Logistics Co. Ltd. এর কোটেশনের উপরিভাগে ১৫.০৭.২০১৫ লিখা হলে নীচে স্বাক্ষরের উপরে ২৭.১২.২০১৪ লেখা হয়েছে। কেবলমাত্র বানানো (Manufactured) কোটেশনে এমন অসংগতি হতে পারে।

৩) সর্বনিম্ন কোটেশন দাতার উদ্বৃত দরের বিভাজন নিম্নরূপঃ

ক্রঃনং	বিবরণ	উদ্বৃত দর (মাঃ ডঃ/প্রতিকেজি)
i)	প্যাকিং	৩.০০
ii)	বাসা হতে পরিবহন	২.৫০
iii)	কলেজ থেকে পোর্ট	২.৫০
iv)	কাস্টমস চার্জ	২.০০
v)	কাস্টম বন্ডেড ওয়ার হাউজ	২.০০
vi)	কন্টেইনার লোডিং	২.৫০
vii)	ওশেন ফ্রেইট	৮.০০
viii)	সার্ভিস চার্জ	২.৫০
	মোট =	মাঃ ডঃ ২৫.০০

উল্লেখ্য ওশেন ফ্রেইট (শীপ ফ্রেইট) ছাড়া বাদ বাকী চার্জ প্রাপ্য নয়। ওশেন ফ্রেইট দেখানো দর অনুযায়ী হয় মাঃ ডঃ ১৬০০ (৮×২০০ কেজি) (২০০ কেজি × ৮.০০ ডলার)।

এতএব, অসংগতি কোন আসল বিল ভাউচারে থাকে না। প্রতীয়মান হয় যে, শীপ ফ্রেইট প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কৃত্রিম কাগজপত্র দাখিল করা হয়েছে। যথাযথ কাগজপত্র না হওয়ার কারণে এ বাবদ পরিশোধিত সমুদয় অর্থ টাকা ৪,৬৮,০০০.০০ আদায়যোগ্য।

আলোচ্য কর্মকর্তার নিকট হতে মোট আদায়যোগ্যঃ

১। বিমান এমসিও টাকা ৪৫,১৭৬.০০

২। শীপ ফ্রেইট টাকা ৪,৬৮,০০০.০০

মোট টাকা ৫,১৩,১৭৬.০০

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩(১৬)

এপি নং-১৪৪১৫ (আপত্তি-৭০)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

বিএ-৬০৩৪ মেজর হাফিজুর রহমান কবির,পিএসসি, এএসসি কর্তৃক ৩০০ কেজি মালামালের শীপ ফ্রেইটের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ ৫,৯৫,৪৮৫ টাকা

এএফডি এর ১৪.০৮.২০১২ তারিখের ১৮৫৪ সংখ্যক পত্রের আলোকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক ০১.০৯.২০১২ হতে ৩০.০৭.২০১৩ তারিখ পর্যন্ত চীনে অনুষ্ঠিত Course of Petrolium Supply Technology and Adminstration Officers-এ অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে সপরিবারে অবস্থান করেন। তার ভ্রমণ ভাতা সমন্বয় বিল যাচাই করে দেখা যায় যে, তিনি চীন থেকে ৩০০ কেজি মালামাল সমুদ্র পথে আনয়নের ক্ষেত্রে ওশেন ফ্রেইট ৮.০০ ডলার/কেজি, প্যাকিং বাবদ প্রতি কেজি ৩.০০ ডলার, বাসা হতে সংগ্রহ বাবদ প্রতি কেজি ২.৫০ ডলার, অভ্যন্তরীণ পরিবহণ বাবদ প্রতি কেজি ২.৫০ ডলার, কাস্টমস চার্জ প্রতি কেজি ২.০০ ডলার, কাস্টম বন্ডেড ওয়ারহাউজ হ্যান্ডলিং বাবদ প্রতি কেজি ২.০০ ডলার, কন্টেইনার লোডিং বাবদ প্রতি কেজি ২.৫০ ডলার, কোম্পানী সার্ভিস চার্জ প্রতি কেজি ২.৫০ ডলারসহ সর্বমোট মাঃ ডঃ ৭৫০০.০০ গ্রহণ করেন। বর্ণিত অন্যান্য ব্যয় তিনি প্রাপ্য নন। এছাড়াও ওশেন ফ্রেইট প্রতি কেজি মাঃ ডঃ ৮.০০ যথার্থ নয়। কারণ আপত্তি নং-১৩৬ সংশ্লিষ্ট সেনা কর্মকর্তা বিএ-৬৬৯১ মেজর মোঃ মশিউল আলম চীনে কোর্স শেষে ব্যক্তিগত মালামাল পরিবহণের বিল অব ল্যাডিং থেকে দেখা যায় ৮ জন কর্মকর্তার ৫৩৩০ কেজি মালামাল ৪০ ফুট কন্টেইনারে আনয়ন করা হয়। চীন থেকে ৪০ ফুট কন্টেইনারে ভাড়া কোন ক্রমেই মাঃ ডঃ ৫০০০ এর উপরে নয়। এই হিসাবে প্রতি কেজির শীপ ফ্রেইট হয় (৫০০০÷৫৩৩০) মাঃ ডঃ ০.৯৪ এর বেশী নয়। সে হিসাবে ৩০০ কেজির শীপ ফ্রেইট হয় মাঃ ডঃ ২৮২। যাহোক ৩০০ কেজি মালামালের শীপ ফ্রেইট সংক্রান্ত দাখিলকৃত দলিলাদি আসল না হওয়ায় শীপ ফ্রেইট বাবদ গৃহিত সমুদয় টাকা ৬,১৮,৭৫০ টাকা তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্য।

অতএব, প্রাপ্য মার্কিন ডলার ২৮২.০০ (০.৯৪×৩০০)×টাকা ৮২.৫০=টাকা ২৩,২৬৫.০০। সুতরাং অতিরিক্ত গ্রহণ টাকা **৫,৯৫,৪৮৫.০০** (৬,১৮,৭৫০.০০-২৩,২৬৫.০০)।

অনুচ্ছেদ নং-০৩
পরিশিষ্ট-৩(১৭)
এপি নং-১৪৪১৬ (আপত্তি-৬৭)
ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

চীন সফর উপলক্ষ্যে বিএ-৬৭২৮ মেজর মোঃ তৌহিদ মাহমুদ,আর্টিলারী কর্তৃক শীপ ফ্রেইট বাবদ অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ ৪,৮৭,৬৯৬ টাকা

সেনাসদর সামরিক প্রশিক্ষণ পরিদপ্তরের ১৭.০২.২০১৩ তারিখের আর্থিক প্রাপ্যতার আদেশের প্রেক্ষিতে ০১.০৩.২০১৩ হতে ৩০.০৭.২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিষয়োক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক Anti-Aircraft Gun Battery Commander Course- চীন এ অংশগ্রহণ সংশ্লিষ্ট টিএ/ডিএ বিলে শীপ ফ্রেইট বাবদ অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

(১) **শীপ ফ্রেইটঃ** তিনি সমুদ্রপথে ব্যক্তিগত মালামাল পরিবহন বাবদ অতিরিক্ত সী ফ্রেইট গ্রহণ করেছেন। সমুদ্র পথে মালামাল পরিবহনের জন্য সর্বনিম্ন দরদাতা Shanghai Asian Development Int'l Trans Pudong Co limited Nanjing Branch কর্তৃক উদ্বৃত সর্বমোট চার্জ ৫০০০ মাঃ ডলারের মধ্যে সী ফ্রেইট বাবদ কেবলমাত্র প্রতি কেজি মাঃ ডঃ ০৮.০০ অর্থাৎ ২০০ কেজির জন্য সী ফ্রেইট দাঁড়ায় (০৮×২০০) মাঃ ডঃ ১৬০০.০০, তবে প্রতি কেজি ৮.০০ ডলারও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আপত্তি-১৩৬ সংশ্লিষ্ট সেনা কর্মকর্তা বিএ-৬৬৯১ মেজর মোঃ মশিউল আলম চীনে কোর্স শেষে ব্যক্তিগত মালামাল পরিবহণের বিল অব ল্যাডিং থেকে দেখা যায় ৮ জন কর্মকর্তার ৫৩৩০ কেজি মালামাল ৪০ ফুট কন্টেইনারে আনয়ন করা হয়। চীন থেকে ৪০ ফুট কন্টেইনারে ভাড়া কোন ক্রমেই মাঃ ডঃ ৫০০০ এর উপরে নয়। এই হিসাবে প্রতি কেজির শীপ ফ্রেইট হয় (৫০০০ ÷ ৫৩৩০) মাঃ ডঃ ০.৯৪ এর বেশী নয়। সে হিসাবে ২০০ কেজির শীপ ফ্রেইট হয় মাঃ ডঃ ১৮৮ বা টাকা ১৪,৬৬৪ (১৮৮×৭৮.০০)। অর্থাৎ তিনি এক্ষেত্রে বেশী নিয়েছেন (৪,০৪,০০০.০০-১৪,৬৬৪) = টাকা ৩,৮৯,৩৩৬।

(২) **বিবিধ ভাতা সমন্বয় না করাঃ** চীন সরকার আলোচ্য পর্যায়ের কর্মকর্তাকে মাসিক বিবিধ ভাতা বাবদ ১০০০ আরএমবি দিয়ে থাকে যা পকেট ভাতার সাথে সমন্বয়যোগ্য। সুতরাং ৫ মাসে প্রাপ্ত ৫০০০ আরএমবি=মাঃ ডঃ ৮১৯.৬৭ (৫০০০÷৬.১০) আদায়যোগ্য। পকেটভাতা বৈদেশিক মুদ্রায় গ্রহণ বিধায় বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা সম্পর্কিত অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদ-২৫ অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রায় ফেরতযোগ্য। নতুবা দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হার অনুযায়ী দেড় গুণ=টাকা ৯৮,৩৬০.৪০ (৮১৯.৬৭×৮০×১.৫) আদায়যোগ্য।

অতএব, তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্য **টাকা ৪,৮৭,৬৯৬** [পকেট ভাতা (বিবিধ ভাতা) টাকা ৯৮,৩৬০.৪০ + শীপ ফ্রেইট ৩,৮৯,৩৩৬।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩(১৮)

এপি নং-১৪৪২০ (আপত্তি-১৮)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

যুক্তরাজ্য সফর উপলক্ষ্যে বিএ-৫৮৫৭ মেজর মোঃ সাইফুল্লাহ কর্তৃক বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলে বাধ্যতামূলক অবস্থান না হওয়া এবং বিমান এমসিও যথাযথ না হওয়া সত্ত্বেও উহা গ্রহণ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১,১৯,১৫২ টাকা।

এফসি (আর্মি) পে-১ ঢাকা সেনানিবাস কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব ২৮.০৮.২০১৬ হতে ১৫.১১.২০১৬ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিল এবং বিল পাশ রেজিস্টার হতে দেখা যায় যে, সেনাসদর জিএস ব্রাঞ্চ,সামরিক প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস পত্র নং-২৩.০১.৯০১.০২৬. ০৩.০০৬.০৭.০৯.০৭.১৩ তারিখ ০৯.০৭.২০১৩ সংখ্যক পত্র দ্বারা বাংলাদেশ সরকার ২৩.০৯.২০১৩ হতে ০৪.১০.২০১৩ পর্যন্ত (যাতায়াত সময় ব্যতিত) যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিতব্য International Battery Commanders Ground Based Air Defence Course (GBAD)-যুক্তরাজ্য কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য বিএ-৫৮৫৭ মেজর মোঃ সাইফুল্লাহ, পিএসসি, জি+, আর্টিলারিকে যুক্তরাজ্য গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করেছে। যুক্তরাজ্য সরকার কোর্সে অংশগ্রহণকারী অফিসারের আন্তর্জাতিক যাতায়াত, বিমান ভাড়া, ভিসা ফি,টিউশন ফি, থাকা, খাওয়া এবং অভ্যন্তরীণ যাতায়াত খরচ বহন করে। বাংলাদেশ সরকার পকেটভাতাসহ বিধি অনুযায়ী প্রাপ্য অন্যান্য আর্থিক সুবিধা প্রদান করে।

ক) **বিমান এমসিওঃ** উক্ত বিল যাচাইকালে দেখা যায় যে, ১৮ কেজি বিমান এমসিও ক্রয় করা হয়েছে ২৩.০৯.২০১৩ তারিখে অথচ বিমান আইটিনারী হতে দেখা যায় ২১.০৯.২০১৩ তারিখ ২১:৩০ ঘটিকায় উক্ত অফিসার এমিরেটস এয়ারওয়েজ যোগে ঢাকা ত্যাগ করেন। বিমান এমসিও ক্রয় করা হয় বিমানে যাত্রার পূর্বে। অথচ এক্ষেত্রে বিমান যাত্রার ০২ দিন পরে ২৩.০৯.২০১৩ তারিখে বিমান এমসিও ক্রয় দেখানো হয়েছে; ঐ সময়ে তিনি লন্ডনে অবস্থান করছিলেন। আবার ২৮ কেজি বিমান এমসিও ক্রয় দেখানো হয়েছে ০৪.১০.২০১৩ তারিখে এবং তিনি লন্ডন ত্যাগ করেন ০৫.১০.২০১৩ তারিখ ১৪:১৫ ঘটিকায়। উভয় বিমান এমসিও তে ক্যাশিয়ারের স্বাক্ষর একই। বাংলাদেশ থেকে যাত্রার প্রাক্কালে ২৩.০৯.২০১৩ তারিখে সংগৃহীত বিমান এমসিও তে প্রদত্ত স্বাক্ষর ০৪.১০.২০১৩ তারিখে লন্ডন হতে সংগৃহীত বিমান এমসিওর স্বাক্ষর এক হতে পারেনা। সুতরাং ১৮+২৮=৪৬ কেজি বিমান এমসিও ক্রয় বাবদ গৃহীত ৩৮,২৭২.০০ টাকা তিনি প্রাপ্য নন বিধায় উহা তার নিকট হতে আদায়যোগ্য।

খ) **বাধ্যতামূলক অবস্থানঃ** সেনাসদর জিএস ব্রাঞ্চ,সামরিক প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসের উপরে বর্ণিত পত্রটি জারির তারিখ ১৫.০৯.২০১৩ তারিখের পত্রে; কিন্তু সেনাসদরের ১৫.০৯.২০১৩ তারিখের পত্রে ২২.০৯.২০১৩ এবং ০৫.১০.২০১৩ তারিখে বাধ্যতামূলক হল্টেজ প্রাপ্যতার এফজিও দেয়া হয় এবং বিলে উক্ত ২ দিনের বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য ৫৩,৯৮৭ টাকা পাশ করা হয়। এফজিও অনুযায়ী যুক্তরাজ্য সরকার কোর্সে অংশগ্রহণকারী অফিসারের আন্তর্জাতিক যাতায়াত, বিমান ভাড়া, ভিসা ফি,টিউশন ফি, থাকা, খাওয়া এবং অভ্যন্তরীণ যাতায়াত খরচ বহন করে। বিধায় বাধ্যতামূলক অবস্থান দেখিয়ে দৈনিক ভাতা গ্রহনেরও সুযোগ নাই। কারণ থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা যেহেতু যুক্তরাজ্য সরকার করেছে সেহেতু বাধ্যতামূলক অবস্থানের ব্যয়ভারও তারাই বহন করবে, এর ব্যয় বাংলাদেশ সরকারের বরাদ্দকৃত বাজেট হতে সংকুলানের কোন সুযোগ নাই। এছাড়াও কোন পরিস্থিতিতে এবং কি কারণে বাধ্যতামূলক অবস্থানকালীন থাকা-খাওয়ার ব্যয় যুক্তরাজ্য সরকার বহন করে নাই তার কোন সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যাও নাই। সুতরাং বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য প্রদত্ত মাঃ ডঃ ৩৩৭.০০ হিসাবে (মাঃ ডঃ ৩৩৭×২)=মাঃ ডঃ ৬৭৪.০০ অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের ২৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রায় ফেরতযোগ্য নতুবা দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হার এর দেড়গুণ হিসাবে (মাঃ ডঃ ৬৭৪×টাকা ৮০.০০×১.৫) টাকা ৮০,৮৮০.০০ আদায়যোগ্য।

অতএব, উক্ত সেনা অফিসারের নিকট হতে মোট আদায়যোগ্য (বিমান এমসিও টাকা ৩৮,২৭২.০০+বাধ্যতামূলক অবস্থান টাকা ৮০,৮৮০)=টাকা **১,১৯,১৫২**

অনুচ্ছেদ নং-০৩
পরিশিষ্ট-৩(১৯)
এপি নং-১৪৪২২ (আপত্তি-২৬)
ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

বিএ-২৪২৬ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আখতারোজ্জামান সিদ্দিকী পিএসসি,টিই কর্তৃক বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা বাবদ অতিরিক্ত গ্রহণ ১,৯১,১৬০ টাকা

এএফডি এর ২২.০২.২০১৫ তারিখের পত্রের মর্মানুযায়ী অষ্ট্রেলিয়া ও মালয়েশিয়াতে ৮ দিনের পরিদর্শন সময়। তবে ঐ পত্রের সময়সূচী অনুযায়ী ভ্রমণ না করে ২৪.০৩.২০১৫ হতে ০২.০৪.২০১৫ তারিখের ১০ দিনের পরিদর্শন দেখানো হচ্ছে কিন্তু এর সমর্থনে সংশোধিত কোন আদেশ পাওয়া যায়নি। যাহোক এএফডি এবং সেনাসদরের আদেশের মর্মানুযায়ী ২৪.০৩.২০১৫ তারিখ পার্থে পৌছানোতে ২৮.০৩.২০১৫ পর্যন্ত অষ্ট্রেলিয়াতে ০৫ (পাঁচ) দিন এবং ২৯.০৩.২০১৫ হতে ৩১.০৩.২০১৫ পর্যন্ত ৩ দিন মালয়েশিয়াতে পরিদর্শন সময় হবে। বিমান টিকেট ও বিলে ২৪.০৩.২০১৫ হতে ০২.০৪.২০১৫ পর্যন্ত ১০ দিনের পরিদর্শন দেখানো হচ্ছে যা অনুমোদিত সময় হতে বেশী। অনুমোদিত ৮ দিনের সময়সীমা অনুযায়ী ৩১.০৩.২০১৫ তারিখে পরিদর্শন শেষ হয় এবং ফেরত যাত্রা ০১.০৪.২০১৫ তারিখ হবে। অতএব, ২৪.০৩.২০১৫ হতে ৩১.০৩.২০১৫ পর্যন্ত ৯ রাত্রির জন্য ৯ দিনের দৈনিক ভাতা প্রাপ্য। কিন্তু পরিশোধ করা হয়েছে ১০ দিনের দৈনিক ভাতা। কর্মকর্তাগণ ০৮.০৪.২০১৫ তারিখ মালয়েশিয়া ত্যাগ করেন। অর্থাৎ ব্যক্তিগত কাজে ০২.০৪.২০১৫ হতে ০৮.০৪.২০১৫ পর্যন্ত মালয়েশিয়ায় থাকার কারণে মালয়েশিয়াতে বাধ্যতামূলক অবস্থান দেখানো গ্রহণযোগ্য হবেনা। এছাড়া যাচাই করে দেখা যায় যে, হোটেল বিলগুলির মধ্যে পার্থের জন্য গোলাপী কাগজে সিডনীর ক্ষেত্রে সবুজ কাগজে এবং মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে হলুদ কাগজে যে প্রকৃতির হোটেল বিল দাখিল করা হয়েছে তা প্রকৃত হোটেল বিল যে রূপ হয় সেরূপ নয়। হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ভাতা গ্রহনের জন্য আসল/মূল (Geniune/Original) হোটেল বিল আবশ্যক। আলোচ্য ক্ষেত্রে বিলগুলি কৃত্রিম বলে প্রতীয়মান হওয়ায় যথাযথ ভাউচার ছাড়াই দাবী করায় তা প্রাপ্য নয়। তবে সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য। অতএব, আলোচ্য কর্মকর্তা কর্তৃক অতিরিক্ত গ্রহণের হিসাব নিম্নরূপঃ

ক্রনং	গ্রহণ (মাঃ ডঃ)	প্রাপ্য (মাঃ ডঃ)	অতিরিক্ত (মাঃ ডঃ)
১	হোটেল ভাড়া (নগদভাতাসহ) অস্ট্রেলিয়া ২৫.০৩.২০১৫ হতে ২৯.০৩.২০১৫ পর্যন্ত ৬ (ছয়) দিন মাঃ ডঃ ৩৩৭×৬=২০২২ মাঃ ডঃ	সর্বসাকুল্য ভাতা মাঃ ডঃ ১৭৮×৬=১০৬৮	৯৫৪.০০
২	হোটেল ভাড়া (নগদভাতাসহ) মালয়েশিয়া ৩০.০৩.২০১৫ হতে ০২.০৪.২০১৫ পর্যন্ত ৪ (চার) দিন মাঃ ডঃ ২৭৩×৪=১০৯২ মাঃ ডঃ	সর্বসাকুল্য ভাতা মাঃ ডঃ মাঃ ডঃ ১৫১×৩=৪৫৩	৬৩৯.০০
		সর্বমোট	১৫৯৩.০০

অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদ ২৫ অনুযায়ী অতিরিক্ত গৃহিত দৈনিক ভাতা মার্কিন ডলারেই ফেরতযোগ্য। নতুবা বর্তমান বিনিময় হারে দেড়গুণ দেশীয় মুদ্রায় জমাযোগ্য টাকা (মাঃ ডঃ ১৫৯৩.০০×৮০× ১.৫ গুণ) টাকা **১,৯১,১৬০**

অনুচ্ছেদ নং-০৩
পরিশিষ্ট-৩(২০)
এপি নং-১৪৪২৪ (আপত্তি-৫০)
ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

বিএ-৩২২৩ ব্রিঃ জেনারেল মোঃ আমিন আকবর কর্তৃক (USAWC) International Fellows (IF) Programme এ অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা গ্রহণ টাকা ২,৯৮,৭৮০

United State of Army War College (USAWC) International Fellows (IF) Programme এ অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা বিএ-৩২২৩ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আমিন আকবর, পিএসসি এর স্ত্রী এবং সন্তানদ্বয়কে সরকারি খরচে ০৬.০৪.২০১৪ হতে ০৬.০৬.২০১৫ পর্যন্ত সময়ে প্রশিক্ষণস্থল যুক্তরাষ্ট্রে গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা গ্রহণের ঘটনা ও পরিমাণ নিম্নরূপঃ

(ক) **পকেট ভাতাঃ** ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী যাওয়ার সময় ০১.০৫.২০১৪ খ্রিঃ তারিখ ১৪:৫২ ঘটিকায় প্রশিক্ষণস্থল Harrisburg পৌছান এবং ওয়াশিংটন থেকে ০৭.০৬.২০১৫ তারিখ ফেরত যাত্রা করেন। সুতরাং ২৯.০৪.২০১৪, ৩০.০৪.২০১৪, ০১.০৫.২০১৪ এবং ০৭.০৬.২০১৫ এই ০৪ দিনের পকেট ভাতা প্রাপ্য না হওয়া সত্বেও গ্রহণ করেছেন টাকা (মাঃ ডঃ ৭০.৭০×৪×৭৯.৫০)=২২,৪৮২.৬০ গ্রহণ করেছেন।

খ) বিমান ভাড়াঃ প্রথম সন্তান আসিফ তাজওয়ার, জন্ম ১৯.০১.১৯৯৮ অর্থাৎ ৩০.০৪.২০১৪ তারিখে বয়স ১৬ বছরের ওপরে। পিআর(পি) তে পরিবারের সংজ্ঞায় বহিঃ বাংলাদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে সন্তানের বয়স ১৬ বছরের নীচে হতে হবে মর্মে স্পষ্ট করা হয়েছে। সুতরাং উক্ত সন্তানের ক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য টাকা ১,১২,২৪২.০০ এবং আসার পথে টাকা ৮২,০২৮.০০ মোট গৃহিত টাকা ১,৯৪,২৭০.০০ বিমান ভাড়া প্রাপ্য নয়।

(গ) পাসপোর্ট সংশ্লিষ্ট পাতা, বোর্ডিং পাশ ইত্যাদি কপি/ফটোকপি না থাকায় সন্তানদ্বয় দেশে প্রত্যাবর্তন করেছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া গেল না।

(ঙ) অতএব, সন্তানদ্বয় দেশে ফেরত আসলেও তার অতিরিক্ত গ্রহণের পরিমাণ (পকেটভাতা ২২,৪৮২.৬০+১ম সন্তানের বিমান ভাড়া টাকা ১,৯৪,২৭০.০০) টাকা ২,১৬,২৫২.০০ এবং সন্তানদ্বয় দেশে ফেরত না আসলে অতিরিক্ত গ্রহণের পরিমাণ (টাকা ২,১৬,৭৫২.০০+২য় সন্তানের বিমান ভাড়া ৮২,০২৮.০০) টাকা **২,৯৮,৭৮০**

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩(২১)

এপি নং-১৪৪২৬ (আপত্তি-৫১)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

বিএ-৬৯৫১ মেজর মহিবুল হাসান কর্তৃক বিদেশ ভ্রমণের আওতায় প্রাপ্যের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ ২,৪০,৯৪৬ টাকা।

শিরোনামভুক্ত কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিদেশ ভ্রমণ করেন। নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণ ডিজিডিপির চুক্তি নম্বর ২১৮.০২১.১২ তারিখ ২৯.০৬.২০১৩ এর আওতায় ক্রয়কৃত (MLRS) Model: WS-26 এর স্তর পরিদর্শনের জন্য চীনে ১৫.০৫.২০১৪ হতে ২৪.০৫.২০১৪ পর্যন্ত সফর করেন।

১. বিএ-২৪৬৫ বিগ্রেডিয়ার জেনারেল সোহেল আহমেদ, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি-দলনেতা
২. বিএ-৪৬১৮ লেঃ কর্ণেল মোঃ মোস্তফা কামার, ইএমই-সদস্য
৩. বিএ-৬১৪৫ মেজর মোঃ আতিকুল ইসলাম, ইএমই-সদস্য
৪. বিএ-৬৯৫১ মেজর মোঃ মুহিবুল হাসান, আর্টিলারী-সদস্য
৫. বিজেও-২৫৬২৯ ওয়াঃ অফিঃ (এএগান) মোঃ খোরশেদ আলম, ইএমই-সদস্য
৬. টিডি-৬৮৫ সহকারী ফোরম্যান মোঃ খালেদ হোসেইন শেখ-সদস্য

ক্রঃ নং	দেশ/স্থান	সময়	উদ্দেশ্য
১	চীন/বেইজিং	১৫.০৫.২০১৪ হতে ২৪.০৫.২০১৪	(MLRS) Sys Fd Arty Std. Model: WS-26 এর Stage Inspection.

এর মধ্যে বিএ-৬৯৫১ মেজর মোঃ মুহিবুল হাসান, আর্টিলারী ভ্রমণ ভাতা বিলে প্রাপ্যের অতিরিক্ত গ্রহনের ঘটনাবলী নিম্নরূপঃ

(১) **দৈনিক ভাতাঃ** ক্রমিক নং-২ এর ক্ষেত্রে ১৪.০৫.২০১৪ তারিখে কুনমিংয়ে বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য ১ দিনের হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ভাতা গ্রহণ করা হয়েছে। বেইজিং ১৫.০৫.২০১৪ তারিখ হতে স্তর (Stage) পরিদর্শন হলে ১৪.০৫.২০১৪ তারিখ বাধ্যতামূলক অবস্থান হয় কি করে তা টিকেট/ফ্লাইট আইটিনারী বিলের সাথে নাই। সংযুক্ত এমসিও হতে প্রতীয়মান হয় চীনে ১৫.০৫.২০১৪ তারিখে গমন করা হয়েছে। সুতরাং ১৫.০৫.২০১৪ তারিখের ১ দিনের বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য গৃহিত দৈনিক ভাতা টাকা **২৬,২১৮.০০** অতিরিক্ত গ্রহণ।

(২) **MCO বাবদ ব্যয় গ্রহণঃ** ক্রমিক ২ এর ক্ষেত্রে **MCO** বাবদ অর্থ প্রাপ্য নয়। কারণ মঞ্জুরীতে **MCO** বাবদ অর্থ প্রাপ্তির অনুমোদন দেয়া হয়নি। দ্বিতীয়ত যে **MCO** দেয়া হয়েছে তা বানানো (Manufactured) কেননা কম্পিউটারে টাইপ করে গোলাপী কাগজ ছোট করে তাতে প্রিন্ট দেয়া হয়েছে। এতে গুরুতর অসংগতি হ'ল-এতে ঢাকা থেকে চেংগডু যাত্রার তারিখ ১৪.০৫.২০১৪ হলেও ঐ **MCO** তে ফিরতি এর জন্য যে তারিখ ২৫.০৫.২০১৪ এবং বেইজিং থেকে ঢাকা ফিরতির তারিখ ২৫.০৫.২০১৪ হলেও ঐ **MCO** তে যাওয়ার তারিখ ১৫.০৫.২০১৪ উল্লেখ করা হয়েছে।

অন্যদিকে ১নং ভ্রমণের বেলায় দাখিলকৃত **MCO** হাল্কা সবুজ কাগজে এবং প্রশিক্ষণস্থল কুনমিং থেকে যাত্রা করা হলেও যাত্রার স্থান বেইজিং লেখা হয়েছে। **MCO** তে এতোসব অংগতির কারণে ঐ গুলো যথাযথ ভাউচার নয় বিধায় **MCO** বাবদ গৃহীত (৪২০১২+৬৫৩৫২+৪২০১২+৬৫৩৫২) টাকা ২,১৪,৭২৮.০০ টাকা প্রাপ্যতা বহির্ভূত করা হয়েছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে মোট অতিরিক্ত গ্রহণের পরিমাণ (দৈনিক ভাতা টাকা ২৬,২১৮+এমসিও বাবদ টাকা ২,১৪,৭২৮)= টাকা **২,৪০,৯৪৬** ।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩(২২)

এপি নং-১৪৪২৮ (আপত্তি-৮৮)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

Train and Fight War game Simulator এর Physical Capability Assessment এর জন্য যুক্তরাজ্য, ইটালী ও চীন সফর উপলক্ষ্যে কর্মকর্তাগণ কর্তৃক যুক্তরাজ্য ও চীন সফরে ০২ দিনের অতিরিক্ত হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ভাতা গ্রহণ টাকা ৪,৩৬,০৮০

এএফডি এর ১০.০৪.২০১৪ তারিখের ৯০৭ সংখ্যক স্মারক এবং একই তারিখের সেনাসদর, এসডি পরিদপ্তরের আর্থিক প্রাপ্যতা আদেশের আলোকে নিম্নোক্ত সেনা কর্মকর্তা কর্তৃক ১৭.০৪.২০১৪ হতে ২১.০৪.২০১৪ তারিখ পর্যন্ত এবং ২৩.০৪.২০১৪ হতে ০৩.০৫.২০১৫ পর্যন্ত যুক্তরাজ্য ও চীন ভ্রমণ করেনঃ

ক। বিএ-২০০৪ লেঃ জেনারেল চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দী বীর বিক্রম,এসবিপি,এনডিসি,পিএসসি

খ। বিএ-২০৬১ ব্রিঃ জেনারেল তুষার কান্তি চাকমা এনডিসি,পিএসসি

গ। বিএ-৩৪৯৭ ব্রিঃ জেনারেল ইহতেশামুস সামাদ চৌধুরী,

ঘ। বিএ-৪১১২ লেঃ কের্ণেল মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ মিনহাজুল আলম

ঙ। বিএ-৬৫১১ মেজর ইউনুছ ইবনে আব্দুল্লাহ

বিএ-৪১১২ লেঃ কর্ণেল মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ মিনহাজুল আলম এবং বিএ-৬৫১১ মেজর ইউনুছ ইবনে আব্দুল্লাহ এর ভ্রমণ-ভাতা বিল নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যেঃ

ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী ১৭.০৪.২০১৪ তারিখ অপরাহ্ণ ৫:২৫ ঘটিকায় চীনে পৌছায় এবং ২১.০৪.২০১৪ ২:৫০ ঘটিকায় (২০.০৪.২০১৪ তারিখ মধ্যরাতে) চীন থেকে যাত্রা করা হয়। সুতরাং ১৭.০৪.২০১৪ হতে ২১.০৪.২০১৪ পর্যন্ত ৪ (চার) রাত্রি হয় কিন্তু ৫ (পাঁচ) দিনের দৈনিক ভাতা গ্রহণ করা হয়েছে অর্থাৎ ১ দিনের অতিরিক্ত গ্রহণ করা হয়।

অন্যদিকে ২৩.০৪.২০১৪ তারিখে বিমানযোগে হিথ্রো বিমানবন্দরে স্থানীয় সময় ১৯:৩০ ঘটিকায় পৌছে হোটেলে একই তারিখ রাত্রি ১১ টা ৪৫ মিনিটে চেক ইন হয় এবং ২৮.০৪.২০১৪ তারিখ সকাল ০৬:৩০ ঘটিকায় চেক আউট হয়। আবার ০৪.০৫.২০১৪ তারিখে হিথ্রো হতে ১৪:১৫ ঘটিকায় ফ্লাই করা হয়। লন্ডনের হোটেল ভাউচার থেকে দেখা যায় ০৩.০৫.২০১৪ তারিখ চেক ইন করার পর ০৪.০৫.২০১৫ তারিখ সকাল ১১:০০ ঘটিকায় চেক আউট হয়। অর্থাৎ ২৩.০৪.২০১৪ হতে ০৩.০৫.২০১৫ পর্যন্ত (লন্ডনে বাধ্যতামূলক অবস্থানসহ) ১১ দিনের হোটেল বিল পরিশোধযোগ্য এবং তাই করা হয়েছে। কিন্তু গ্রহণ করা হয়েছে ২৩.০৪.২০১৪ হতে ০৩.০৫.২০১৫ ১১ দিনের+০৪.০৫.২০১৪ তারিখ ১ দিন মোট ১২ দিন। অর্থাৎ ১ দিনের হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ভাতা অতিরিক্ত গ্রহণ করা হয়েছে। অতএব, ব্রিগেডিয়ার জেনারেলসহ ৫জন কর্মকর্তা প্রত্যেকে চীনে ও যুক্তরাজ্যে ১ দিন করে মোট ২ দিন বাধ্যতামূলক অবস্থান প্রাপ্যের অতিরিক্ত গ্রহণ করেছেন। এমতাবস্থায় নিম্নেবর্ণিতগণ তাদের নামের বিপরীতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ অতিরিক্ত গ্রহণ করেছেনঃ

ক্রঃনং	নাম ও পদবী	গ্রহণ	অতিরিক্ত
১	বিএ-২০০৪ লেঃ জেনারেল চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দী, বীর বিক্রম,এসবিপি,এনডিসি,পিএসসি	২দিন×৩৮১মাঃ ডঃ= মাঃ ডঃ ৭৬২	মাঃ ডঃ ৭৬২ বা দেশীয় মুদ্রায় ১.৫ গুণ (মাঃ ডঃ ৭৬২×৮০টাকা×১.৫) = টাকা ৯১,৪৪০.০০
২	বিএ-২০৬১ ব্রিঃ জেনারেল তুষার কান্তি চাকমা এনডিসি,পিএসসি	২দিন×৩৮১মাঃ ডঃ= মাঃ ডঃ ৭৬২	মাঃ ডঃ ৭৬২ বা দেশীয় মুদ্রায় ১.৫ গুণ (মাঃ ডঃ ৭৬২×৮০টাকা×১.৫) = টাকা ৯১,৪৪০.০০
৩	বিএ-৩৪৯৭ ব্রিঃ জেনারেল ইহতেশামুস সামাদ চৌধুরী	২দিন×৩৮১মাঃ ডঃ= মাঃ ডঃ ৭৬২	মাঃ ডঃ ৭৬২ বা দেশীয় মুদ্রায় ১.৫ গুণ (মাঃ ডঃ ৭৬২×৮০টাকা×১.৫) = টাকা ৯১,৪৪০.০০
৪	বিএ-৪১১২ লেঃ কর্ণেল মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ মিনহাজুল আলম	২দিন×৩৩৭মাঃ ডঃ= মাঃ ডঃ ৬৭৪	মাঃ ডঃ ৬৭৪ বা দেশীয় মুদ্রায় ১.৫ গুণ (মাঃ ডঃ ৬৭৪×৮০টাকা×১.৫) = টাকা ৮০,৮৮০.০০
৫	বিএ-৬৫১১ মেজর ইউনুছ ইবনে আব্দুল্লাহ	২দিন×৩৩৭মাঃ ডঃ= মাঃ ডঃ ৬৭৪	মাঃ ডঃ ৬৭৪ বা দেশীয় মুদ্রায় ১.৫ গুণ (মাঃ ডঃ ৬৭৪×৮০টাকা×১.৫) = টাকা ৮০,৮৮০.০০
			টাকা ৪,৩৬,০৮০.০০

অনুচ্ছেদ নং-০৩
পরিশিষ্ট-৩(২৩)
এপি নং-১৪৪৩১ (আপত্তি-৮৫)
ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

বিএ-৫৯২৯ মেজর জিএস রাজিব আহমেদ মালয়েশিয়া স্টাফ কোর্সে অংশ্রগহণ উপলক্ষ্যে যথাযথ কাগজপত্র ব্যতিরেকে শীপ ফ্রেইট গ্রহণ টাকা ১,৯২,৪৪৫

এএফডি এর ২৫.১১.২০১৩ তারিখের ২৭৯৫ সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে মালয়েশিয়াতে ০৬.০১.২০১৪ হতে ০৭.০১.২০১৫ পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত Malaysian Command and Staff Course (MCSC)-এ অংশগ্রহণকারী বিষয়োক্ত কর্মকর্তার টিএ/ডিএ বিলে কাগজপত্র ব্যতিরেকে শীপ ফ্রেইট গ্রহণ করেছেন বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

তিনি শীপ ফ্রেইট বাবদ ৩৫০ কেজি ব্যক্তিগত মালামালের জন্য (৩৫০ কেজি×৬.৫ মাঃ ডঃ প্রতি কেজি×৮১.০০ টাকা প্রতি ডলার) টাকা ১,৮২,০০০.০০ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু উক্ত মালামাল বাংলাদেশে আনার প্রমাণক হিসাবে চট্টগ্রাম কাস্টমস ও বন্দর কর্তৃপক্ষের কোন দলিলাদি নাই। সুতরাং প্রমাণক দলিলাদি ব্যতীত শীপ ফ্রেইট প্রাপ্য না হওয়ায় আদায়যোগ্য। এছাড়া তিনি চট্টগ্রাম পোর্ট চার্জ, কাস্টমস চার্জ, চট্টগ্রাম ডক্যুমেন্টাল চার্জ বাবদ টাকা (১,৫০৮.০০+৬,৯৩৭.০০+২০০০.০০) টাকা ১০,৪৪৫.০০ গ্রহণ করেন। অর্থাৎ তাঁর নিকট হতে ফেরতযোগ্য অর্থের পরিমাণ (১,৮২,০০০.০০+১,৫০৮.০০+৬,৯৩৭.০০+ ২০০০.০০) টাকা ১,৯২,৪৪৫

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩(২৪)

এপি নং-১৪৪৪৩ (আপত্তি-১০৬)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

সংগতিবিহীনভাবে অতিরিক্ত দিনের জন্য বৈদেশিক ভিত্তিক ভাতা গ্রহণ ৩,২৩,৫২০ টাকা।

এএফডি এর ০৮.০৫.২০১৬ তারিখের ০৬.০০.০০০০.০০৩.০৭.০০১.১৬/যুক্তরাষ্ট্র এবং সেনাসদরের একই তারিখের আর্থিক প্রাপ্যতা আদেশের আলোকে ২০.০৩.২০১৬ হতে ২২.০৩.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত সময়কালে Army to Army Staff Talk-2016-যুক্তরাষ্ট্র তে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেঃ

ক্রমিক	ব্যক্তিগত নং, পদবী ও নাম	মন্তব্য
১	বিএ-২৪৮১ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল গোলাম ফারুক নূরে কমর চৌধুরী,পিএসসি	দলনেতা
২	বিএ-৪১৫৮ কর্ণেল সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ রহমান, এএফডব্লিউসি,পিএসসি	সদস্য
৩	বিএ-৪৭৮৪ লেঃ কর্ণেল মোঃ মাহমুদুল কবীর, এসপিপি,পিএসসি	সদস্য
৪	বিএ-৭৩৩৪ মেজর ইমামুল হাসান	সদস্য

বিএ-৪১৫৮ কর্ণেল সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ রহমান, এএফডব্লিউসি,পিএসসি এর ভ্রমণভাতার বিল যাচাই করে দেখা যায় যে, সংগতিবিহীনভাবে ৩ দিনের হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রর হনুলুলুতে উক্ত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় বলে দেখা যায়। ২২.০৩.২০১৬ তারিখ অনুষ্ঠান শেষ হবার পর ঐ স্থান থেকে ২৬.০৩.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশে ফেরার কোন ফ্লাইট না থাকার বিষয়টি বিশ্বাসযোগ্য নয়। সেখান থেকে কোন সরকারি কাজ ছাড়াই নিউইয়র্ক গমণ ও ২ দিন অবস্থানের পর ২৬.০৩.২০১৬ তারিখ ফিরতি যাত্রা বাবদ যে ব্যয় তা Financial Regulations Part-1, Rule-3 এ বর্ণিত Financial Cannon এর পরিপন্থী। নিজের অর্থ খরচের ক্ষেত্রে যেরকম সতর্কতা ও বিচক্ষণতা অবলম্বন করা হয় সেরকম সতর্কতা ও বিচক্ষণতা সরকারি অর্থ খরচের বেলাতেও অবলম্বন করতে হয়। উক্ত কানুন অনুযায়ী বিশেষ করে ভ্রমণ ভাতা এমনভাবে মঞ্জুর করতে হবে যাতে কারো ব্যক্তিগত লাভে পরিণত না হয়। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে নিউইয়র্কে ভ্রমণ এবং ২৪.০৩.২০১৬ ও ২৫.০৩.২০১৬ তারিখে অবস্থানের জন্য হোটেল ভাড়া ভিত্তিক বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা মঞ্জুর ও প্রদান উক্ত আর্থিক কানুনের পরিপন্থী ও যুক্তিসংগত কারণ বহির্ভূত হয়েছে। অতএব, এ ২ দিনের জন্য গৃহিত মাঃ ডঃ ৩৩৭×২=মাঃ ডঃ ৬৭৪.০০ বিধিবহির্ভূত হওয়ায় আদায়যোগ্য। উল্লেখ বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করায় অতিরিক্ত গৃহিত মর্মে গণ্য ৬৭৪ ডলার মার্কিন ডলারেই ফেরতযোগ্য। দেড়গুণ হিসাবে প্রতিজনের নিকট হতে (মাঃ ডঃ ৬৭৪×৮০×১.৫) টাকা ৮০,৮৮০ আদায়যোগ্য। একইরূপ ঘটনা অন্যদের ক্ষেত্রেও ঘটেছে বলে প্রতীয়মান হওয়ায় মোট আদায়ের পরিমাণ ৮০,৮৮০×৪ = টাকা ৩,২৩,৫২০।

অনুচ্ছেদ নং-০৩
পরিশিষ্ট-৩(২৫)
এপি নং-১৪৪৪৪ (আপত্তি-১০৯)
ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

বিএ-৬৩৫৯ মেজর মোঃ ফিরোজ আল ওয়াহিদ কর্তৃক চীনে কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে বিমানভাড়া,বাড়িভাড়া,বিমান পথে অতিরিক্ত লাগেজ বহন এবং সমুদ্রপথে ৩০০ কেজি মালামালের শীপ ফ্রেইট বাবদ অতিরিক্ত গ্রহণ টাকা ১০,১৭,৬৩৩

এএফডি এর ০১.০৮.২০১২ তারিখের ১৭১০ নম্বর স্মারকের বরাতে চীনে ০৩.০৯.২০১২ হতে ১৭.০৭.২০১৩ পর্যন্ত সময়ে Tank Fire Contol System Repair Engineer Course এ অংশগ্রহণকারী শিরোনামভুক্ত কর্মকর্তার ভ্রমণভাতার বিল নিরীক্ষা করে দেখা যায় যে, তিনি বিমান ভাড়া, বাড়ি ভাড়া, কৃত্রিম দলিলাদির মাধ্যমে অতিরিক্ত লাগেজ বিমানে বহনের এবং ৩০০ কেজি ব্যক্তিত মালামাল সমুদ্রপথে পরিবহনের শীপ ফ্রেইট গ্রহণ করেছেন টাকা ৮,৬৫,৯১৭.৩৮। বিস্তারিত নিম্নরূপঃ

(১) **বিমান ভাড়াঃ** তিনি চীন গমনের জন্য চায়না ইস্টার্ণ এয়ার লাইন্সের বিমানে ভ্রমণ করেন এবং ঢাকা-পিকিং-ঢাকা বিমান ভাড়া বাবদ ১,০৮,২৭৬.০০ টাকা গ্রহণ করেন (Previlege Travel & Tours Ltd. Receit No 5288)। এই রুটে অত্যধিক বিমান ভাড়া গ্রহণ করেছেন। কারণ ১২.০৯.২০১৩ হতে ১৮.০৭.২০১৪ সময়ে ল্যাঙ্গুয়েজ এলিমেন্টারী কোর্সে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা বিএ-৭৪৬৯ ক্যাপ্টেন আরিফুল হক ঢাকা-কুনমিং-সাংহাই-কুনমিং-ঢাকা রুটের জন্য বিমান ভাড়া বাবদ ৬৭,৮০২.০০ টাকা গ্রহণ করেন। অর্থাৎ তিনি (১,০৮,২৭৬.০০-৬৭,৮০২.০০)=৪০,৪৭৪.০০ টাকা বেশী গ্রহণ করেন। এছাড়া ০১.০৩.২০১৩ হতে ০৭.০৭.২০১৩ পর্যন্ত ২৫% হারে পকেটভাতা গ্রহণ করায় প্রতীয়মান হয় কোর্স শেষ হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী তার সাথে অবস্থান করেন নাই। পিআর(পি) ২৮৫(ii) মোতাবেক সহযাত্রী না হলে স্ত্রীর বিমান ভাড়া প্রাপ্য না।

(২) **বাড়ী ভাড়াঃ** ০১.০৩.২০১৩ হতে ১৭.০৭.২০১৩ পর্যন্ত ১৩৯ দিনের জন্য ২৫% হারে পকেট ভাতা দাবী করা থেকে প্রতীয়মান হয় ঐ সময় তার স্ত্রী তার সঙ্গে অবস্থান করেন নাই। স্ত্রী অবস্থান না করলে দৈনিক ১১.৬৬ মাঃ ডঃ হারে বাড়ী ভাড়া প্রাপ্য নয়। অতএব,, এক্ষেত্রে তিনি ১৩৯ দিন×মাঃ ডঃ ১১.৬৬ =মাঃ ডঃ ১৬২০.৭৪×৮২.৪০×১.৫=টাকা ২,০০,৩২৩.৪৬ আদায়যোগ্য।

(৩) **অতিরিক্ত লাগেজ বিমান পথে বহনঃ** অতিরিক্ত লাগেজ বিমান পথে বহনের এয়ার লাইন্স এর রশিদ (MCO) এ যাত্রীর নাম, ফ্লাইট নম্বর, যাওয়ার পথ (এয়ার রুট), তারিখ, টিকেট নম্বর ইত্যাদি উল্লেখ থাকে। তার বিলের সাথে সংযুক্ত এমসিওতে যাত্রীর নাম, ফ্লাইট নম্বর নাই এবং যাওয়া ও আসা উভয় পথের ক্ষেত্রেই বিমান রুট দেখানো হয়েছে ঢাকা-চায়না (DAC-CHINA)। এছাড়া এমসিওতে দেশের নাম থাকেনা। থাকে বিমানবন্দর সমূহের নাম। আসল/মূল রশিদে এরূপ অসংগতি থাকেনা। থাকে কৃত্রিম (fake/manufactured) রশিদে। সুতরাং কৃত্রিম রশিদ হেতু এ বাবদ গৃহিত অর্থ আদায়যোগ্য টাকা (২০,০১৬.০০+৩১,১৩৬)= ৫১,১৫২.০০।

(৪) **শীপ ফ্রেইটঃ** স্ত্রীসহ বসবাস করার কারণে তিনি নিজের জন্য ২০০ কেজি ও স্ত্রীর জন্য ১০০ কেজি ব্যক্তিগত মালামাল কোর্স শেষে ফেরা উপলক্ষ্যে মূল ভাউচার দাখিল সাপেক্ষে সমুদ্রপথে পরিবহনের জন্য শীপ ফ্রেইট প্রাপ্য। আলোচ্য ক্ষেত্রে সমুদ্র পথে মালামাল পরিবহণ বাবদ ৬,৯২,১৬০.০০ টাকা গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এর সমর্থনে দাখিলকৃত দলিলাদিতে দেখা যায় যেঃ

ক. (১) Eastern Seatrans International Logistics Co. Ltd (2) Hiboo International Logistics Co. Ltd, (3) Bellepack Beijing Transport Co. Ltd (4) JTC Cargo International, মোট ৪টি প্রতিষ্ঠানের দরপত্র সংযুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে সর্বনিম্ন দরদাতা হিসাবে দেখানো Eastern Seatrans এর ১ম ও ২য় পাতায় একই লেখা কিন্তু বেইজিংয়ে বাংলাদেশের ডিফেন্স এ্যাটাসে হিসাবে দেখানো কর্মকর্তার নাম ১ম পাতায় Abu Shoel, Brigadier General, DA, Beijing, China লেখা হয়েছে, ২য় পাতায় Brigaddier General Shoel Ahmed, DA, China লেখা হয়েছে। এছাড়া ২ পাতায় স্বাক্ষর দুই রকম।

খ. প্রতিটি দরপত্রে Bangladesh Embassy, Defence Branch লিখিত গোল সীল প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ এ্যাম্বাসীর কোন ডিফেন্স এ্যাটাসের ক্ষেত্রে (Defence Branch) লেখা থাকেনা। এছাড়া ঐ গোল সীলে কোন এ্যাম্বাসীর ডিফেন্স ব্রাঞ্চ তা উল্লেখ নাই।

গ. ৪ টি দরপত্রের কপি সংযুক্ত করা হলেও তুলনামূলক বিবরণীতে ৩টি দরপত্রের দর তুলনা করা হয়েছে।

ঘ. দরপত্রে কোন তারিখ নাই।

ঙ. Eastern Seatrans সর্বনিম্ন দরদাতা হিসাবে দেখানো হলেও একই নম্বরে (৫৯২৩৪৫৩৪৪) The Carrier MCC Transport Co. Ltd পক্ষ হতে দুটি বিল অব ল্যাডিং প্রাপ্ত দেখানো হয়েছে।

চ. উক্ত বিল অব ল্যাডিং এর আওতায় পরিবহন করা পণ্যের বিবরণ (১) LED 42″ (Sony Bravia) ২টি, LED 32″ (Sony Bravia)-৩টি, (৩) ফ্রিজ ১৫ সিএফটি-৫টি, (৪) ওয়াশিং মেশিন-৫টি, (৫) এয়ার কন্ডিশনার (স্পিলিট টাইপ)-১২০০০ BTU-৩টি, (৬) স্ট্যান্ডার্ড ফ্যান ২টি, (৭) ব্যবহার্য কাগজ-৭০ কেজি, (৮) কিচেন ওয়্যার ৪০ পিস, (৯) গ্লাস ওয়্যার-৩৪ পিস, (১০) আর্মি বুট-১০ জোড়া, (১১) আর্মি ইউনিফর্ম-২০ পিস, (১২) ট্রেনিং ফাইল-১২০ পিস,(১২) বাই সাইকেল-২২-১টি (১৩) বই ১২০ পিস, (১৪) বেবী টয়-১০ পিস, (১৫) মাইক্রো ওভেন ২ পিস। এত বিপুল পরিমাণ মালামালের ওজন ৩০০ কেজি অবিশাস্য। প্রকৃত অবস্থা হ'ল-বিদেশ থেকে মালামাল বিমান পথে বা সমুদ্র পথে আনা হলে ব্যাগেজ ঘোষনাপত্র ফরম পূরণ করতে হয়। তার ব্যাগেজ ঘোষনা পত্রে দেখা যায় উক্ত ৮৯ পিস পণ্যের মোট ওজন ২৫০০ কেজি। অর্থাৎ তিনি মালামাল এনে থাকলেও ২৫০০ কেজি মালামাল এনেছেন অন্যান্য চার্জসহ মাঃ ডঃ ৮৪০০.০০ দিয়ে। এই ৮৪০০ ডলারের মধ্যে ওশেন ফ্রেইট মাঃ ডঃ ৫২০০.০০। অর্থাৎ প্রতি কেজি এর ওশেন ফ্রেইট হ'ল ২.০৮ মাঃ ডলার। ওশেন ফ্রেইট ব্যতীত তিনি অন্য কোন ব্যয় প্রাপ্য নয়। সুতরাং জাল জালিয়াতি করে যাই দেখানো হোক না কেন তার প্রদত্ত লাগেজ ঘোষনা পত্র অনুযায়ী ৩০০ কেজির ওশেন ফ্রেইট হয় (৩০০×২.০৮) মাঃ ডঃ ৬২৪.০০। কোর্স শেষে দেশে ফেরার পথে স্ত্রী সহযাত্রী না হওয়ার কারণে স্ত্রীর জন্য ১০০ কেজির শীপ ফ্রেইট প্রাপ্য নয়। সুতরাং ২০০ কেজির জন্য প্রাপ্য (২০০×২.০৮) মাঃ ডঃ ৪১৬.০০। এক্ষেত্রে তিনি গ্রহণ করেছেন মাঃ ডঃ ৮৪০০.০০। অর্থাৎ অতিরিক্ত গ্রহণ (৮৪০০.০০-৪১৬.০০) মাঃ ডঃ ৭৯৮৪.০০ বা (৭৮৪.০০×৮২.৪০) টাকা ৬,৫৭,৮৮১.৬০। লাগেজ ঘোষনাপত্রে ৫ জন কর্মকর্তার পাসপোর্ট উল্লেখ থাকায় প্রতীয়মান হয় যে, ৫ জন মিলে ২৫০০ কেজি মালামাল এক কন্টেইনারে এনেছেন।

উপরোক্ত অবস্থায় তার নিকট আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ (বিমান ভাড়া ১,০৮,২৭৬.০০+বাড়ি ভাড়া ২,০০,৩২৩.৪৬+ অতিরিক্ত লাগেজ ৫১,১৫২.০০+শীপ ফ্রেইট ৬,৫৭,৮৮১.৬০) টাকা **১০,১৭,৬৩৩**

অনুচ্ছেদ নং-০৩
পরিশিষ্ট-৩(২৬)

<u>এপি নং-১৪৪৪৫ (আপত্তি-১১০)</u>

<u>ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬</u>

চীনে বিএ-৬৪০৭ মেজর মোঃ আশিকুর রহমান কর্তৃক চীনে কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে বিমান ভাড়া,বাড়ি ভাড়া,বিমান পথে অতিরিক্ত লাগেজ বহন এবং সমুদ্রপথে ৩০০ কেজি মালামালের শীপ ফ্রেইট বাবদ অতিরিক্ত গ্রহণ ৮,৬৫,৯১৭ টাকা

অর্থ নিয়ন্ত্রক (আর্মি) পে-১ কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব ২৮.০৮.২০১৬ হতে ১৫.১১.২০১৬ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। এএফডি এর ০১.০৮.২০১২ তারিখের ১৭১০ নম্বর স্মারকের বরাতে চীনে ০৩.০৯.২০১২ হতে ১৭.০৭.২০১৩ পর্যন্ত সময়ে Tank Fire Contol System Repair Engineer Course এ অংশগ্রহণকারী শিরোনামভুক্ত কর্মকর্তার ভ্রমণভাতার বিল নিরীক্ষা করে দেখা যায় যে, তিনি বিমান ভাড়া, বাড়ি ভাড়া, কৃত্রিম দলিলাদির মাধ্যমে অতিরিক্ত লাগেজ বিমানে বহনের এবং ৩০০ কেজি ব্যক্তিগত মালামাল সমুদ্রপথে পরিবহনের শীপ ফ্রেইট গ্রহণ করেছেন টাকা ৮,৬৫,৯১৭.৩৮ বিস্তারিত নিম্নরূপ:

(১) **বিমান ভাড়াঃ** তিনি চীন গমনের জন্য চায়না ইস্টার্ণ এয়ার লাইন্সের বিমানে ভ্রমণ করেন এবং ঢাকা-পিকিং-ঢাকা বিমান ভাড়া বাবদ ১,০৮,২৭৬.০০ টাকা গ্রহণ করেন (Previlege Travel & Tours Ltd. Receit No 5288)। এই রুটে অত্যধিক বিমান ভাড়া গ্রহণ করেছেন। কারণ ১২.০৯.২০১৩ হতে ১৮.০৭.২০১৪ সময়ে ল্যাঙ্গুয়েজ এলিমেন্টারী কোর্সে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা বিএ-৭৪৬৯ ক্যাপ্টেন আরিফুল হক ঢাকা-কুনমিং-সাংহাই-কুনমিং-ঢাকা রুটের জন্য বিমান ভাড়া বাবদ ৬৭,৮০২.০০ টাকা গ্রহণ করেন। অর্থাৎ তিনি (১,০৮,২৭৬.০০-৬৭,৮০২.০০)=৪০,৪৭৪.০০ টাকা বেশী গ্রহণ করেন। এছাড়া ০১.০৩.২০১৩ হতে ০৭.০৭.২০১৩ পর্যন্ত ২৫% হারে পকেটভাতা গ্রহণ করায় প্রতীয়মান হয় কোর্স শেষ হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী তার সাথে অবস্থান করেন নাই। পিআর(পি) ২৮৫(ii) মোতাবেক সহযাত্রী না হলে স্ত্রীর বিমান ভাড়া প্রাপ্য না। সুতরাং স্ত্রীর জন্য বিমান ভাড়া প্রাপ্য নয়।

(২) **বাড়ী ভাড়াঃ** ০১.০৩.২০১৩ হতে ১৭.০৭.২০১৩ পর্যন্ত ১৩৯ দিনের জন্য ২৫% হারে পকেট ভাতা দাবী করা থেকে প্রতীয়মান হয় ঐ সময় তার স্ত্রী তার সঙ্গে অবস্থান করেন নাই। স্ত্রী অবস্থান না করলে দৈনিক ১১.৬৬ মাঃ ডঃ হারে বাড়ী ভাড়া প্রাপ্য নয়। অতএব,, এক্ষেত্রে তিনি ১৩৯ দিন×মাঃ ডঃ ১১.৬৬×টাকা ৮২.৪০= টাকা ১,৩৩,৫৪৮.৯৮ অতিরিক্ত গ্রহণ করেছেন।

(৩) **অতিরিক্ত লাগেজ বিমান পথে বহনঃ** অতিরিক্ত লাগেজ বিমান পথে বহনের এয়ার লাইন্স এর রশিদ (MCO) এ যাত্রীর নাম, ফ্লাইট নম্বর, যাওয়ার পথ (এয়ার রুট), তারিখ, টিকেট নম্বর ইত্যাদি উল্লেখ থাকে। তার বিলের সাথে সংযুক্ত এমসিওতে যাত্রীর নাম, ফ্লাইট নম্বর নাই এবং যাওয়া ও আসা উভয় পথের ক্ষেত্রেই বিমান রুট দেখানো হয়েছে ঢাকা-চায়না (DAC-CHINA)। এছাড়া এমসিওতে দেশের নাম থাকেনা। থাকে বিমানবন্দর সমূহের নাম। আসল/মূল রশিদে এরূপ অসংগতি থাকেনা। থাকে কৃত্রিম (fake/manufactured) রশিদে। সুতরাং কৃত্রিম রশিদ হেতু এ বাবদ গৃহিত অর্থ আদায়যোগ্য টাকা (২০,০১৬.০০+৩১,১৩৬)=৫১,১৫২.০০।

(৪) **শীপ ফ্রেইটঃ** স্ত্রীসহ বসবাস করার কারণে তিনি নিজের জন্য ২০০ কেজি ও স্ত্রীর জন্য ১০০ কেজি ব্যক্তিগত মালামাল কোর্স শেষে ফেরা উপলক্ষ্যে মূল ভাউচার দাখিল সাপেক্ষে সমুদ্রপথে পরিবহনের জন্য শীপ ফ্রেইট প্রাপ্য। আলোচ্য ক্ষেত্রে সমুদ্র পথে মালামাল পরিবহণ বাবদ ৬,৯২,১৬০.০০ টাকা গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এর সমর্থনে দাখিলকৃত দলিলাদিতে দেখা যায় যেঃ

ক. (1) Eastern Seatrans International Logistics Co. Ltd, (2) Bellepack Beijing Transport Co. Ltd (3) Hiboo International Logistics Co. Ltd, (4) JTC Cargo International মোট ৪টি প্রতিষ্ঠানের দরপত্র সংযুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে সর্বনিম্ন দরদাতা হিসাবে দেখানো Eastern Seatrans এর ২য় পাতায় বেইজিংয়ে বাংলাদেশের ডিফেন্স এ্যাটাসে হিসাবে দেখানো কর্মকর্তার নাম Brigadier General Shoel Ahmed, DA, China লেখা হয়েছে।

খ. প্রতিটি দরপত্রে Bangladesh Embassy, Defence Branch লিখিত গোল সীল প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ এ্যাম্বাসীর কোন ডিফেন্স এ্যাটাসের ক্ষেত্রে (Defence Branch) লেখা থাকেনা। এছাড়া ঐ গোল সীলে কোন্ এ্যাম্বাসীর ডিফেন্স ব্রাঞ্চ তা উল্লেখ নাই।

গ. ৪টি দরপত্রের কপি সংযুক্ত করা হলেও তুলনামূলক বিবরণীতে ৩টি দরপত্রের দর তুলনা কর হয়েছে।

ঘ. দরপত্রে কোন তারিখ নাই।

ঙ. Eastern Seatrans সর্বনিম্ন দরদাতা হিসাবে দেখানো হলেও কোন বিল অব ল্যাডিং প্রাপ্ত পাওয়া যায়নি।

চ. বিল অব এন্ট্রি/এক্সপোর্ট এর আওতায় পরিবহন করা পণ্যের বিবরণ (১) LED 42″ (Sony Bravia) ২টি, LED 32″ (Sony Bravia)-৩টি, (৩) ফ্রিজ ১৫ সিএফটি-৫টি, (৪) ওয়াশিং মেশিন-৫টি, (৫) এয়ার কন্ডিশনার (স্পিলিট টাইপ)-১২০০০ BTU-৩টি, (৬) স্ট্যান্ডার্ড ফ্যান ২টি, (৭) ব্যবহার্য কাগজ-৭০ কেজি, (৮) কিচেন ওয়্যার ৪০ পিস, (৯) গ্লাস ওয়্যার-৩৪ পিস, (১০) আর্মি বুট-১০ জোড়া, (১১) আর্মি ইউনিফর্ম-২০ পিস, (১২) ট্রেনিং ফাইল-১২০ পিস, (১২) বাই সাইকেল-২২-১টি (১৩) বই ১২০ পিস, (১৪) বেবী টয়-১০ পিস, (১৫) মাইক্রো ওভেন ২ পিস। এত বিপুল পরিমাণ মালামালের ওজন ৩০০ কেজি অবিশাস্য। প্রকৃত অবস্থা হ'ল-বিদেশ থেকে মালামাল বিমান পথে বা সমুদ্র পথে আনা হলে ব্যাগেজ ঘোষনাপত্র ফরম পূরণ করতে হয়। তার ব্যাগেজ ঘোষনা পত্রে দেখা যায় উক্ত ৮৯ পিস পণ্যের মোট ওজন ২৫০০ কেজি। অর্থাৎ তিনি মালামাল এনে থাকলেও ২৫০০ কেজি মালামাল এনেছেন অন্যান্য চার্জসহ মাঃ ডঃ ৮৪০০.০০ দিয়ে। এই ৮৪০০ ডলারের মধ্যে ওশেন ফ্রেইট মাঃ ডঃ ৫২০০.০০। অর্থাৎ প্রতি কেজি এর ওশেন ফ্রেইট হ'ল ২.০৮ মাঃ ডলার। ওশেন ফ্রেইট ব্যতীত তিনি অন্য কোন ব্যয় প্রাপ্য নয়। সুতরাং জাল জালিয়াতি করে যাই দেখানো হোক না কেন তার প্রদত্ত লাগেজ ঘোষনাপত্রে ৫ জন কর্মকর্তার পাসপোর্ট উল্লেখ থাকায় প্রতীয়মান হয় যে, ৫ জন মিলে ২৫০০ কেজি মালামাল এক কন্টেইনারে এনেছেন। ঘোষনা পত্র অনুযায়ী ৩০০ কেজির জন্য প্রাপ্য (৩০০×২.০৮) মাঃ ডঃ ৬২৪.০০; সে এক্ষেত্রে তিনি গ্রহণ করেছেন মাঃ ডঃ ৮৪০০.০০ । ফলে অতিরিক্ত গ্রহণ (৮৪০০.০০-৬২৪.০০) মাঃ ডঃ ৭৭৭৬.০০ বা (৭৭৭৬.০০×৮২.৪০) টাকা ৬,৪০,৭৪২.৪০। উপরোক্ত অবস্থায় তার নিকট আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ (বিমান ভাড়া ৪০,৪৭৪.০০+বাড়ি ভাড়া ১,৩৩,৫৪৮.৯৮+ অতিরিক্ত লাগেজ ৫১,১৫২.০০+শীপ ফ্রেইট ৬,৪০,৭৪২.৪০) টাকা **৮,৬৫,৯১৭.৩৮।**

অনুচ্ছেদ নং-০৩
পরিশিষ্ট-৩(২৭)

এপি নং-১৪৪৪৭ (আপত্তি-২৪৫)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

বিএ ৬৬৯৩ মেজর মোঃ কাউয়ুম হোসেন কর্তৃক শীপ ফ্রেইট ও এমসিও বাবদ অতিরিক্ত গ্রহণ ৪,২৫,৫২০

সৌদি আরবে ০৭/১২/২০১৪ হতে ১১/০৬/২০১৫ পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত 2nd Arabic Language Learning Course For Bangladesh Armed Forces এ অংশগ্রহণকারী বিষয়োক্ত কর্মকর্তার টিএ/ডিএ বিল যাচাই করে দেখা যায় যে,

(১) শীপ ফ্রেইটঃ ২০০ কেজি মালামাল সমুদ্রপথে আনয়নের ক্ষেত্রে (১) HELLENIC SHIPPING NEWS world wide, (২) Bahri এবং (৩) Uni World এই ৩টি প্রতিষ্ঠান কোটেশন দাখিল করে। কিন্তু উক্ত ৩টি প্রতিষ্ঠানের কোটেশনে কোন ঠিকানা, ফোন নম্বর, ই-মেইল নম্বর এবং ফ্যাক্স নম্বর যা আধুনিক ব্যবসার ক্ষেত্রে একান্ত অপরিহার্যতা উল্লেখ নাই। সর্বনিম্ন দরদাতা হিসাবে HELLENIC SHIPPING NEWS world wide-কে দেখিয়ে ৩,৯০,০০০.০০ টাকা গ্রহণ করা হয়। কোটেশন ও তুলনামূলক বিবরণীতে Bangladesh Embassy, Defense Branch নামাঙ্কিত সীল মোহর ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু কোন দেশের এ্যাম্বাসি সীলে তা উল্লেখ নাই। কোটেশনে প্যাকিং চার্জ ৩.০০ মাঃ ডঃ/প্রতিকেজি, বাসা থেকে সংগ্রহ (Pick up) বাবদ ২.৫ মাঃ ডঃ/প্রতিকেজি, অভ্যন্তরীণ পরিবহণ ২.৫ মাঃ ডঃ/প্রতিকেজি, কাস্টম চার্জ ২.০০ মাঃ ডঃ/প্রতিকেজি, কন্টেইনরে লোডিং ২.৫ মাঃ ডঃ/প্রতিকেজি, ওশেন ফ্রেইট ৮.০০ মাঃ ডঃ/প্রতিকেজি এবং সার্ভিস চার্জ ২.৫ মাঃ ডঃ প্রতিকেজি উল্লেখ রয়েছে। এর মধ্যে শুধুমাত্র ওশেন ফ্রেইট ৮ মার্কিন ডলার/প্রতিকেজি প্রাপ্য, অন্যান্য চার্জ প্রাপ্য নয়।

উপরন্তু কথিত সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল অন্য ক্ষেত্রে প্রদর্শিত স্বাক্ষর ও সীলের সাথে অমিল রয়েছে। এছাড়া Combined Transport এর বিল অব ল্যাডিং নং 214-27889190/BU উল্লেখ রয়েছে, অন্যদিকে চট্টগ্রাম বন্দরের জেটি চালানে বিল অব ল্যান্ডিং উল্লেখ রয়েছে ৮৮৯১১০৩। এছাড়া বিল অব ল্যাডিং এ রাওয়ালপিন্ডি ক্যান্টনমেন্ট উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও সৌদি আরবের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ও কাস্টমসের কোন কাগজ এবং ঢাকা বিমান বন্দরে দাখিলযোগ্য লাগেজ ডিক্লারেশনের কোন কপি বিলের সাথে পাওয়া যায় নাই। অতএব, যথাযথ কাগজপত্রের অভাবে শীপ ফ্রেইট বাবদ গৃহিত টাকা ৩,৯০,০০০ প্রাপ্যতা বহির্ভূত হয়েছে। যদি তাঁর দাখিলকৃত কাগজপত্র সঠিকও হতো তাহলেও তিনি ২০০ কেজি মালামালের জন্য ৫০০০ মার্কিন ডলার প্রাপ্য হতেন না। কারণ তিনি শুধু ওশেন ফ্রেইট প্রাপ্য। ফলে তাঁর প্রাপ্যতার পরিমাণ হতো ২০০ কেজি× মাঃ ডঃ ৮.০০=মাঃ ডঃ ১৬০০। অর্থাৎ তাহলেও তিনি অতিরিক্ত গ্রহণ করেছেন (৫০০০-১৬০০)=মাঃ ডঃ ৩৪০০। সুতরাং ৩৪০০×৭৮=টাকা ২,৬৫,২০০.০০ অতিরিক্ত গৃহিত মর্মে গণ্য। কিন্তু সঠিক দলিলাদি দাখিল না করার কারণে শীপ ফ্রেইট বাবদ গৃহিত টাকা ৩,৯০,০০০.০০ টাকা ফেরতযোগ্য।

(২) এমসিওঃ এমসিওতে রুট হিসাবে ঢাকা সৌদি বা সৌদি ঢাকা লেখা হয়েছে। কিন্তু ভাউচারে দেশের নাম না হয়ে বিমানবন্দরের নাম হয়। এছাড়া BDT 780×18 Per Kg বা 780×18 Per Kg লেখা হয়েছে। আসল MCO তে এমন অসংগতিপূর্ণ লেখা হয় না। অতএব, এ বাবদ পরিশোধিত টাকা ৩৫৫২০ (১৪০৪০+২১৪৮০) আদায়যোগ্য।

অতএব, মোট আদায়যোগ্য শীপ ফ্রেইট টাকা ৩,৯০,০০০+এমসিও টাকা ৩৫,৫২০ = টাকা **৪,২৫,৫২০.০০।**

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩(২৮)

এপি নং-১৪৪৪৮ (আপত্তি-২৪৬)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

চীনে কোর্স উপলক্ষ্যে বিএ-৪৬৬০ লেঃ কর্নেল একেএম আরিফ এবং বিএ-৫৭৪৫ মেজর সৈয়দ নজরুল ইসলাম কর্তৃক পকেট ভাতা ও শীপ ফ্রেইট বাবদ অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ টাকা ১২,৬০,৬৫৬

অর্থ নিয়ন্ত্রক (আর্মি) পে-১ কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব ২৮.০৮.২০১৬ হতে ১৫.১১.২০১৬ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, এএফডি এর ০৩.০৯.২০১৫ তারিখের .চীন.৩৬২২ সংখ্যক অফিস আদেশের প্রেক্ষিতে চীনে ১০.০৯.২০১৫ হতে ৩০.০১.২০১৬ পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত Helicopter Pilot Program Course এ অংশগ্রহণকারী শিরোনামভুক্ত সেনা কর্মকর্তাদ্বয়ের মধ্যে বিএ-৫৭৪৫ মেজর সৈয়দ নজরুল ইসলাম এর ভ্রমণ ভাতা যাচাই করে দেখা যায় যে, পকেটভাতা ও শীপ ফ্রেইট বাবদ অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করেছেন। যেমনঃ

ক. পকেটভাতাঃ

এএফডি এর ০৫.০৯.১৯৯৪ তারিখের ২২০৭/টি সংখ্যক স্মারকের বিধান মোতাবেক পকেটভাতা সর্বসাকুল্য ভাতার ২৫% হারে প্রাপ্য হলেও ৩০% হারে গ্রহণ করা হয়েছে। এর সমর্থনে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের ০৪.০৯.২০১৫ তারিখের ৩৬৪৪ সংখ্যক পত্রের কপি দাখিল করেন। ঐ পত্রে প্রশিক্ষনের ক্ষেত্রে পকেট ভাতা সর্বসাকুল্য ভাতার ২৫% স্থলে ৩০% করা হয়। কার্যক্রমের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগকে কপি দেয়ার কালে বৈদেশিক ভ্রমণভাতা সম্পর্কিত অর্থ বিভাগের ০৯.১০.২০১২ তারিখের পত্রের বরাত দেয়া হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের উক্ত পত্রের সূত্র উল্লেখ করার অর্থ এই নয় যে,অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া গেছে। পরবর্তীতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়ার কোন কপিও পাওয়া যায় নাই। সশস্ত্র বাহিনীর সামরিক সদস্যদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাপ্যতা বিষয়ে পৃথক স্মারক জারি আছে এবং যেখানে ২৫% হারে পকেটভাতা প্রদানের বিধান করা আছে বিধায় ৩০% গৃহিত পকেটভাতা বিধিসম্মত হয় নাই। অতএব, ১২৯ দিনের জন্য অতিরিক্ত ৫% হারে (২৩১×৫%) মাঃ ডঃ ১১.৫৫ হারে×১২৯দিন=মাঃ ডঃ ১৪৮৯.৯৫ গ্রহণ করেছেন। অতএব, এ বাবদ গৃহিত টাকা ১,১৬,২১৬.০০ আদায়যোগ্য।

খ. শীপ ফ্রেইটঃ প্রতিকেজি মাঃ ডঃ ৩১ হিসাবে ২০০ কেজির জন্য মাঃ ডঃ ৬২০০=টাকা ৪,৮৩,৬০০ পরিশোধ করা হয়েছে। আপত্তি নং-১৩৬ সংশ্লিষ্ট সেনা কর্মকর্তা বিএ-৬৬৯১ মেজর মোঃ মশিউল আলম চীনে কোর্স শেষে ব্যক্তিগত মালামাল পরিবহণের বিল অব ল্যাডিং থেকে দেখা যায় ৮ জন কর্মকর্তার ৫৩৩০ কেজি মালামাল ৪০ ফুট কন্টেইনারে আনয়ন করা হয়। চীন থেকে ৪০ ফুট কন্টেইনারে ভাড়া কোন ক্রমেই মাঃ ডঃ ৫০০০ এর উপরে নয়। এই হিসাবে প্রতি কেজির শীপ ফ্রেইট হয় (৫০০০÷৫৩৩০) মাঃ ডঃ ০.৯৪ এর বেশী নয়। সে হিসাবে ২০০ কেজির শীপ ফ্রেইট হয় মাঃ ডঃ ১৮৮। অতএব, মার্কিন ডলারে ১৮৮ (২০০×০.৯৪ ডলার) সমান টাকা ১৪,৬৬৪ প্রাপ্য। অর্থাৎ শীপ ফ্রেইট বাবদ (৪,৮৩,৬০০-১৪,৬৬৪) টাকা ৪,৬৮,৯৩৬.০০ অতিরিক্ত গ্রহণ।

গ. বিমান এমসিওঃ যাওয়া এবং আসা উভয় ক্ষেত্রে এমসিওতে ফ্লাইট নম্বর এমইউ ২০৩৫ উল্লেখ করা হয়েছে। যাওয়ার পথে হওয়ার কথা এমইউ ২০৩৬। এছাড়া এমসিও এর প্রকৃতিই এমন যে, প্রকৃত এমসিও এমন হয় না। অতএব, এ বাবদ প্রদত্ত অর্থ আদায়যোগ্য।

সর্বমোট আদায়যোগ্যঃ

১। পকেট ভাতাঃ	টাকা ১,১৬,২১৬.০০
২। শীপ ফ্রেইটঃ	টাকা ৪,৬৮,৯৩৬.০০
২। বিমান এমসিও	টাকা ৪৫,১৭৬.০০
	মোট টাকা ৬,৩০,৩২৮.০০।

একই ঘটনা অন্য কর্মকর্তার ক্ষেত্রে ঘটেছে বলে প্রতীয়মান হওয়ায় তাঁর নিকট হতেও একই পরিমাণ অর্থ আদায়যোগ্য। অর্থাৎ ২ জনের নিকট হতে মোট আদায়যোগ্য টাকা ৬,৩০,৩২৮×২ = টাকা ১২,৬০,৬৫৬.০০।

অনুচ্ছেদ নং-০৩
পরিশিষ্ট-৩(২৯)
এপি নং-১৪৪৫৩ (আপত্তি-২৫১)
ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

চীনে কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে বিএ-৫৬০১ মেজর আরিফুর রহমান কর্তৃক যথাযথ বাড়িভাড়া ও শীপ ফ্রেইট বাবদ অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ টাকা ৭,১৪,২৮৫

অর্থ নিয়ন্ত্রক (আর্মি) পে-১ কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব ২৮.০৮.২০১৬ হতে ১৫.১১.২০১৬ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, এএফডি এর ০১.০৭.২০১২ তারিখের ৬০২০/টি/আর্মি/চীন/১৪৮২ সংখ্যক অফিস আদেশের প্রেক্ষিতে চীনে ০১.০৯.২০১২ হতে ৩০.০৭.২০১৩ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত Army Command and Staff Course এ অংশগ্রহণকারী শিরোনামভুক্ত সেনা কর্মকর্তা প্রাপ্যের অতিরিক্ত বাড়িভাড়া ও শীপ ফ্রেইট গ্রহণ করেন। যেমনঃ

ক. বাড়িভাড়াঃ সেনাসদরের ফাইন্যান্সিয়াল জিওতে সস্ত্রীক বসবাস করার কারণে দৈনিক বাড়ি ভাড়া বাবদ মাঃ ডঃ ১১.৭৮ এর অনুমোদন দেয়া হয়। তিনি ১১.৭৮ ডলার হিসাবে গ্রহণও করেন। বিলের সাথে দাখিলকৃত বাড়ী ভাড়ার চুক্তিতে প্রতিদিন বাড়ীভাড়া ১১.৭৮ মার্কিন ডলারের মধ্যে মাসিক স্যাটেলাইট টেলিভিশন বিল ৩০ ডলার, মাসিক টেলিফোন বিল ৩০ ডলার, মাসিক বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি বিল ৩০ ডলার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ মাসিক বাড়িভাড়া মাঃ ডঃ ৩৫৩.৪০ এর মধ্যে স্যাটেলাইট, টেলিফোন ও বিদ্যুৎ,গ্যাস,পানি বিল বাবদ মাঃ ডঃ ৯০ অন্তর্ভুক্ত যা প্রশিক্ষণরত কর্মকর্তা নিজে বহন করার কথা। সরকার থেকে এ বাবদ ব্যয় প্রাপ্য নয়। অতএব, ১১ মাসের (৯০×১১) মাঃ ডঃ ৯৯০ আদায়যোগ্য। বাড়িভাড়া বৈদেশিক মুদ্রাতে গ্রহণ করায় উক্ত অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় কিংবা দেশীয় মুদ্রায় টাকা ১,১৮,৮০০.০০ আদায়যোগ্য।

খ. শীপ ফ্রেইটঃ ৩০০ কেজি ব্যক্তিগত মালামাল বাবদ প্রতি কেজি মাঃ ডঃ ২৫ হিসাবে মাঃ ডঃ ৭৫০০=টাকা ৬,১৮,৭৫০.০০ গ্রহণ করা হয়েছে যা অত্যাধিক। কারণ আপত্তি-১৩৬ সংশ্লিষ্ট সেনা কর্মকর্তা বিএ-৬৬৯১ মেজর মোঃ মশিউল আলম চীনে কোর্স শেষে ব্যক্তিগত মালামাল পরিবহণের বিল অব ল্যাডিং থেকে দেখা যায় ৮ জন কর্মকর্তার ৫৩৩০ কেজি মালামাল ৪০ ফুট কন্টেইনারে আনয়ন করা হয়। চীন থেকে ৪০ ফুট কন্টেইনারে ভাড়া কোন ক্রমেই মাঃ ডঃ ৫০০০ এর উপরে নয়। এই হিসাবে প্রতি কেজির শীপ ফ্রেইট হয় (৫০০০÷৫৩৩০) মাঃ ডঃ ০.৯৪ এর বেশী নয়। সে হিসাবে ৩০০ কেজির শীপ ফ্রেইট হয় মাঃ ডঃ ২৮২।

সুতরাং এ বাবদ মাঃ ডঃ ২৮২×৮২.৫০ = টাকা ২৩,২৬৫.০০ প্রাপ্য। অতিরিক্ত গ্রহণ (৬,১৮,৭৫০-২৩২৬৫) টাকা ৫,৯৫,৪৮৫.০০। সর্বমোট আদায়যোগ্যঃ

১। বাড়ি ভাড়ায় অন্তর্ভুক্ত স্যাটেলাইট, টেলিফোন, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানিঃ	১,১৮,৮০০.০০
২। শীপ ফ্রেইটঃ	৫,৯৫,৪৮৫.০০
	মোট টাকা ৭,১৪,২৮৫.০০।

অনুচ্ছেদ নং-০৩
পরিশিষ্ট-৩(৩০)
এপি নং-১৪৪৫৭ (আপত্তি-০৫)
ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

চীন সফরে বিএ-৬৩৬৪ মেজর মোস্তফা আরিফ-উর-রহমান খান কর্তৃক বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা বিলে অতিরিক্ত গ্রহণ ৪,০২,৫১২ টাকা।

নিরীক্ষাকালে বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিল এবং বিল পাশ রেজিস্টার হতে দেখা যায় যে, এএফডি এর পত্র নং-৬০২০/টি/আর্মি/চীন/৪৪৮,তারিখ ২২.০২.২০১১ এর প্রেক্ষিতে Training Centre of the Airborne Forces (Xianogan)-চীনে অনুষ্ঠিত Weather-Man and Path Finder Course'এ বিএ-৬৩৬৪ মেজর মোস্তফা আরিফ-উর-রহমান খান, পদাতিক, অংশগ্রহণ করেন। উক্ত কোর্সের মেয়াদ ০১ মার্চ ২০১১ হতে ৩০ জুলাই-২০১১ হলেও China Paratrooper Training Centre এর ১২.০৭.২০১১ তারিখের সনদ হতে দেখা যায় যে, উক্ত কোর্স ০১ মার্চ ২০১১ হতে ১৫.০৭.২০১১ তারিখ পর্যন্ত। উক্ত কর্মকর্তার ভ্রমণ বিলে নিম্নোক্ত অসংগতি লক্ষনীয়ঃ

(২) **এমসিও বাবদ অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণঃ** উক্ত কর্মকর্তার ভ্রমণভাতা বিলে চীন গমণের প্রাক্কালে ১৮ কেজি'র বিমান এমসিও পাওয়া যায়নি। কিন্তু ১৫.০৭.২০১১ তারিখে চায়না হতে ফেরত আসার প্রাক্কালে ৯ কেজি'র এমসিও পাওয়া গেছে। আবার একই সাথে ২৮ কেজির এমসিও পাওয়া গেছে। যা সাংঘর্ষিক। কারণ গমণের প্রাক্কালে ১৮ কেজি এমসিও না থাকলে ফেরত আসার প্রাক্কালে ১০ কেজি'র এমসিও প্রাপ্য। যেহেতু ফেরত আসার প্রাক্কালে ৯ কেজির এমসিও রয়েছে এবং এর জন্য ট্যাক্সসহ চার্জ মাঃ ডঃ ২০০.০০ মাঃ ডঃ উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং তিনি ৯ কেজি এমসিও'র আর্থিক সুবিধা বাবদ মাঃ ডঃ ২০০.০০×৭৩.২০=টাকা ১৪,৬৪০.০০ প্রাপ্য। কিন্তু তিনি এ বাবদ গ্রহণ করেছেন ৫১,১৫২.০০ টাকা। সুতরাং তার নিকট এ বাবদ আদায়যোগ্য (৫১,১৫২.০০-১৪,৬৪০.০০) টাকা ৩৬,৫১২.০০।

(৩) **তৈরীকৃত (manufactured) ভাউচার দ্বারা** শীপ **ফ্রেইট বাবদ অর্থ গ্রহণঃ** এছাড়া ২০০কেজি মালামাল বহনের জন্য যে ভাউচার বিলের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে তা রঙ্গীন কাগজে লেমন+কমলা+লাল কালারের কম্পিউটার প্রিন্ট, মূল ভাউচার সংযুক্ত পাওয়া যায়নি। শীপ ফ্রেইটের জন্য কোটেশন দাখিল করা হয়েছে যথাক্রমে ১০.০৭.২০১১, ১১.০৭.২০১১ এবং ১৩.০৭.২০১১ তারিখ। উক্ত কর্মকর্তা বাংলাদেশে ফেরত আসেন ১৬.০৭.২০১১ তারিখ। অথচ মানি রিসিটে Shanghai Asian Development Internatiomal Transportation Co limited ম্যানেজার ৫০০০.০০ মাঃ ডঃ রিসিভ করেন ১৮.০৭.২০১১ তারিখ। কোটেশনে ঠিকানা ছিল Shanghai Asian Development Internatiomal Transportation Co LTD, Nanjing, China. আবার shangai asian int'l transportation co. Ltd, nanjing, china. ফলে এর দ্বারা প্রমাণিত যে উক্ত কোটেশন,মানি রিসিট ইত্যাদি আসল (Geniun) নয়। উহা তৈরীকৃত (Manufactured)। ফলে এর দ্বারা ২০০ কেজি সী ফ্রেইট বাবদ গৃহিত টাকা ৩,৬৬,০০০.০০ তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্য।

উল্লেখ্য ব্যক্তিগত মালামাল বহনের ক্ষেত্রে চীন সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষের ক্লিয়ারেন্স বিলের সাথে নাই। তার শীপ ফ্রেইটের আর একটি ত্রুটিপূর্ণ দিক হলো উহাতে বিভিন্ন চার্জ যেমন কাস্টমস, ক্লিয়ারিং, স্থানীয় পরিবহন, প্যাকিং, সী ফ্রেইট ইত্যাদি আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়নি। ইতোপূর্বে একই কোর্সে অংশগ্রহণকারী সেনাকর্মকর্তাদের উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ্য যে, ১৮.০৮.২০১৩ হতে ০১.০৭.২০১৪ পর্যন্ত সময়ে Joint Leadership Staff Course-18 তে অংশগ্রহণকারী সেনাকর্মকর্তার বিলে বিভিন্ন চার্জের বিভাজন নিম্নরূপ ছিল।

ক)	প্যাকিং চার্জ	৩.০০ ডলার/কেজি
খ)	বাসা থেকে সংগ্রহ	২.৫০ ডলার/কেজি
গ)	অভ্যন্তরিণ পরিবহন ভাড়া	২.৫০ ডলার/কেজি
ঘ)	কাস্টমস চার্জ	২.৫০ ডলার/কেজি
ঙ)	বন্ডেড ওয়্যার হাউজ	২.০০ ডলার/কেজি
চ)	Container Loading	২.৫০ ডলার/কেজি
ছ)	সমূদ্র পথে ভাড়া (সী ফ্রেইট)	৮.০০ ডলার/কেজি
জ)	কোম্পানীর সার্ভিস চার্জ	২.৫০ ডলার/কেজি
		মোট = ২৫.৫০ মার্কিন ডলার/কেজি

মূলতঃ মালামাল সমুদ্র পথে ভ্রমণের ক্ষেত্রে মোট উদ্বৃত মূল্যের বিভাজন উপরোক্তরূপই হয় এবং কেবলমাত্র ওশেন ফ্রেইট প্রাপ্য, বিভাজন না থাকলে পূর্বের উদাহরণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতি কেজি মার্কিন ডলার ৮.০০ এর বেশী প্রাপ্য নয়। উল্লেখ্য দলিলাদি আসল (Genuine) হলেও প্রতি কেজি মাঃ ডঃ ২৫.০০ হিসাবে সর্বমোট মাঃ ডঃ ৫০০০.০০ পরিশোধযোগ্য হতোনা। কারণ আপত্তি-**১৩৬** সংশ্লিষ্ট সেনা কর্মকর্তা বিএ-৬৬৯১ মেজর মোঃ মশিউল আলম চীনে কোর্স শেষে ব্যক্তিগত মালামাল পরিবহণের বিল অব ল্যাডিং থেকে দেখা যায় ৮ জন কর্মকর্তার ৫৩৩০ কেজি মালামাল ৪০ ফুট কন্টেইনারে আনয়ন করা হয়। চীন থেকে ৪০ ফুট কন্টেইনারে ভাড়া কোন ক্রমেই মাঃ ডঃ ৫০০০ এর উপরে নয়। এই হিসাবে প্রতি কেজির শীপ ফ্রেইট হয় (৫০০০÷৫৩৩০) মাঃ ডঃ ০.৯৪ এর বেশী নয়। সে হিসাবে ২০০ কেজির শীপ ফ্রেইট হয় মাঃ ডঃ **১৮৮**, যাহোক ২০০ কেজি মালামালের শীপ ফ্রেইট সংক্রান্ত দাখিলকৃত দলিলাদি আসল না হওয়ায় শীপ ফ্রেইট বাবদ গৃহিত সমুদয় টাকা ৩,৬৬,০০০.০০ টাকা তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্য।

সুতরাং উক্ত কর্মকর্তার নিকট হতে সর্বমোট আদায়যোগ্য (এমসিও বাবদ অতিরিক্ত গ্রহণ ৩৬,৫১২.০০+সী ফ্রেইট বাবদ ৩,৬৬,০০০.০০) টাকা **৪,০২,৫১২.০০।**

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩(৩১)

এপি নং-১৪৪৫৮ (আপত্তি-১২০)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

বিএ-৬৪৪৩ মেজর মনসুর আহমেদ এএসসি কর্তৃক চীনে কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে বিধি বহির্ভূতভাবে শীপ ফ্রেইট ও অতিরিক্ত মালামালের বিমান ভাড়া গ্রহণ টাকা ৫,৪৮,০১৩।

এএফডি এর ১৮.০৮.২০১৩ তারিখের ২০০৭ পত্রের প্রেক্ষিতে চীনে ০১.০৯.২০১৩ হতে ৩০.০১.২০১৪ পর্যন্ত POL Officers Advanced Course-এ অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে শিরোনামভুক্ত কর্মকর্তা অসংগতিপূর্ণ কাগজপত্র দাখিল করে যাওয়া ও আসার পথে অতিরিক্ত লাগেজ এর জন্য বিমানভাড়া এবং আসার পথে সমুদ্র পথে ২০০ কেজি ব্যক্তিগত পণ্য পরিবহণ বাবদ শীপ ফ্রেইট গ্রহণ করেন। যেমনঃ

১. অতিরিক্ত লাগেজের বিমানভাড়াঃ তিনি ০১.০৯.২০১৩ তারিখে চীনে গমণ করেন এবং চীন হতে ২৬.০১.২০১৪ তারিখে ফিরে আসেন। অতিরিক্ত লাগেজের জন্য দাখিলকৃত কথিত এমসিও তে দেখা যায় যে, ঢাকা-কুনমিং ১১.০৯.২০১৩ তারিখের স্থলে লেখা হয়েছে ২৫.০১.২০১৪ এবং কুনমিং-ঢাকা এর ক্ষেত্রে কোন তারিখ লেখা হয় নাই। কৃত্রিম (fake) এমসিও বিধায় এরূপ অসংগতি দেখা যায়। অতএব, আসল/মূল (genuine/original) এমসিও না হওয়ায় প্রকৃতই ১৮ কেজি ও ২৮ কেজি অতিরিক্ত লাগেজ পরিবহণ করার বিষয়টি নিশ্চিত নয় বিধায় এ বাবদ গৃহিত অর্থ টাকা ৫০,১৫২.০০ আদায়যোগ্য।

২. শীপ ফ্রেইটঃ বিদ্যমান বিধি-বিধান এবং এএফডি এর ০৫.০৯.১৯৯৪ তারিখের ২২০৭/টি সংখ্যক স্মারকের ১(ঠ)(২) অনুযায়ী কোর্স শেষে সেনা কর্মকর্তা ২০০ কেজি ব্যক্তিগত মালামাল সমুদ্রপথে পরিবহণের জন্য শীপ ফ্রেইট প্রাপ্য। আলোচ্য কর্মকর্তার শীপ ফ্রেইট দাবীর জন্য দাখিলকৃত দরপত্র (কোটেশন) তুলনামূলক বিবরণীতে অসংগতি পরিলক্ষিত হয়। যেমনঃ

(১) সর্বনিম্ন দরদাতা হিসাবে দেখানো Shanghai Asian Development Internatiomal Trans Pudong Co Ltd. Nanjing Branch যে প্যাডে দরপত্র দাখিল করেছে সেই প্যাডের সাথে অন্যান্য কর্মকর্তার দাখিলকৃত দরপত্রের প্যাডের অমিল পাওয়া যায়।

(২) উক্ত প্রতিষ্ঠান সর্বনিম্ন দরদাতা বিবেচনায় কার্যাদেশ প্রাপ্ত হলেও ORLINE Overses Continer Line (প্রথম তিনটি শব্দের বানানে ভুল) কে অর্থ পরিশোধ দেখানো হয়েছে।

(৩) PLA University of Science and Technology এর Dean, Sr. Col. Zhu Min এর স্বাক্ষরে প্রস্তুত তুলনামূলক বিবরণ দাখিল করা হয়েছে। কিন্তু Logistical Engineering University তে কোর্সে অংশগ্রহণ করেছিলেন। PLA University of Science and Technology তে অন্য কোর্সে অংশগ্রহণ করেছিলেন বিএ-৫৮৩৫ মেজর মোঃ তারিকুল আলম।

(৪) মালামাল আনয়নের প্রমাণক হিসাবে চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টমসের কোন কাগজপত্র নাই।

(৫) চায়না থেকে ফেরত আসার প্রাক্কালে তিনি ২০০ কেজি মালামাল আনয়নের ক্ষেত্রে ৩টি প্রতিষ্ঠান (1) Shanghai Asian Development Co Ltd. (2) Nanjing Xin Gang Bao Transportaion Co Ltd. (3) Jiangsu Zhong Cheng International Logistics Co. Ltd. এর নিকট হতে প্রাপ্ত দেখানো হয়েছে আবার উক্ত কোটেশনসমূহের অবয়ব, লেখার ধরণ ইত্যাদি হতে উহা আসল (original) প্রতীয়মান হয় না; কারণ প্রথমটিতে স্বাক্ষর ইংরেজীতে Aminul Ali, দ্বিতীয়টিতে বাংলায় আবুল এবং ৩য়টির স্বাক্ষর প্রথমটির ন্যায় তবে সামান্য পার্থক্য। Shanghai Asian Development Co Ltd এর কোটেশনে প্রতিকেজি ২৫.০০ মার্কিন ডলার এবং ২০০ কেজির জন্য মোট ৫০০০ মার্কিন ডলার চার্জ দেখানো হয়েছে।

(৬) চায়না থেকে ২০০ কেজি মালামাল আমদানীর ক্ষেত্রে চায়না বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং কাস্টমস হাউসের কোন ক্লিয়ারেন্স বিলের সাথে পাওয়া যায়নি। ঢাকা বিমান বন্দরে দাখিলযোগ্য লাগেজ ডিক্লারেশনের কপি বিলের সাথে সংযুক্ত নাই।

(৭) উক্ত অসংগতিসমূহ গুরুতর এবং আসল/মূল (genuine/original) কাগজে হয় না। কৃত্রিম (fake) বিধায় এতসব অসংগতি।

(৮) উল্লেখ্য সমুদ্র পথে মালামাল পরিবহনের জন্য প্রদত্ত দলিলাদি যদি সঠিকও হতো তবুও তিনি ২০০ কেজির জন্য ৫০০০ মাঃ ডলার প্রাপ্য হতেন না। কারণ বিমানে মালামাল পরিবহণের ক্ষেত্রে প্রতি কেজি মাঃ ডলার ১২, যেখানে সমুদ্র পথে প্রতি কেজি মাঃ ডলার ১৫। বিদ্যমান আর্থিক বিধি-বিধান অনুযায়ী যে পথে/মাধ্যমে কম খরচ সেই পথে/মাধ্যমে মালামাল পরিবহণ করতে হবে।

(৯) বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, কোটেশনে ওশেন ফ্রেইট মোট ১৬০০ ডলার দেখা যায়। ওশেন ফ্রেইট ব্যতীত অন্যান্য চার্জ প্রাপ্য নয়। অতএব, দাখিলকৃত কোটেশন অনুযায়ী সমুদ্র পথেই শীপ ফ্রেইট বাবদ মাঃ ডঃ ১৬০০×৭৯.৯০= টাকা ১,২৭,৮৪০.০০ এর পরিবর্তে টাকা ৩,৯৯,৫০১.০০ গ্রহণ করা হয়েছে অর্থাৎ (৩,৯৯,৫০১.০০ -১,২৭,৮৪০.০০) টাকা ২,৭১,৬৬১.০০। অন্য কোন উদাহরন না থাকলে ১২,৬৪০.০০ টাকা প্রাপ্য বলে বিবেচিত হতো। কিন্তু ০১.০৯.২০১৩ হতে ৩০.০১.২০১৪ পর্যন্ত সময়ে Advanced Course for Tank Commander-এ অংশগ্রহণকারী বিএ-৬৬৯১ মেজর মোঃ মশিউল আলম কর্তৃক ২০০ কেজি ব্যক্তিগত মালামাল আনয়ন সম্পর্কিত বিল ল্যাডিং হতে দেখা যায় যে, একই বিলে ৮ জন সেনা কর্মকর্তার মোট ৫৩৩০ কেজি মালামাল ১টি ৪০ ফুট কন্টেইনারে আনয়ন করা হয়। সুতরাং প্রতি কেজি ২৫ ডলার ধরা হলে ৪০ ফুট কন্টেইনারে ৫৩৩০ কেজির ভাড়া হয় মাঃ ডঃ ১,৩৩,২৫০.০০ বা টাকা ১০৬৪৬৬৭৫ (১৩৩২৫০×৭৯.৯০) যা অবিশ্বাস্য। আবার প্রতি কেজি ৮ ডলার ওশেন ফ্রেইট হিসাবে হয় মাঃ ডঃ ৪২,৬৪০.০০ (৫৩৩০×৮) বা ৩৪,০৬,৯৩৬.০০ টাকা যাও অত্যধিক। তবে পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, চীন থেকে ৪০ ফুট কন্টেইনারের ভাড়া ৫০০০ ডলারের উপরে নয়। এই হিসাবে প্রতি কেজির ভাড়া মাঃ ডঃ ০.৯৪ (০.৯৪×৭৯.৯০) এর বেশী নয়। অতএব, তার প্রাপ্য দাঁড়ায় টাকা ১৫,০২১.০০ (০.৯৪×৭৯.৯০×২০০)। অর্থাৎ তিনি যদি প্রকৃতই ২০০ কেজি মালামাল আনয়ন করতেন তবুও তাঁর অতিরিক্ত গ্রহণের পরিমাণ দাঁড়াতো (টাকা ৩,৯৯,৫০১.০০-১৫,০২১.০০)=টাকা ৩,৮৪,৪৮০.০০। কিন্তু যথাযথ কাগজপত্র না হওয়ার কারণে তাঁর গৃহিত শীপ ফ্রেইট সম্পূর্ণটাই প্রাপ্যতা বহির্ভূত হয়েছে।

৩. বিবিধ ভাতা অসমন্বয়ঃ আলোচ্য পর্যায়ের কর্মকর্তাকে চীন সরকার প্রতি মাসে ১০০০ আরএমবি প্রদান করা হলে যা সমন্বয় করার কথা কিন্তু করা হয় নাই। অতএব, এ বাবদ আদায়যোগ্য টাকা ৯৮,৯৬০.৬৬।

অতএব, মোট আদায়যোগ্যঃ

১।	এমসিও	টাকা ৫০,১৫২.০০
২।	শীফ ফ্রেইট	টাকা ৩,৯৯,৫০১.০০
৩।	বিবিধ ভাতা	টাকা ৯৮,৩৬০.৬৬
		মোট টাকা ৫,৪৮,০১৩

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩(৩২)

এপি নং-১৪৪৬০ (আপত্তি-১২২)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

৩ জন আর্মি অফিসার কর্তৃক ইটালী, জার্মানী ও যুক্তরাষ্ট্র সফরে ত্রুটিপূর্ণ হোটেল বিল দাখিলের মাধ্যমে হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ভাতা গ্রহণ করায় টাকা ১২,০৩,৭৮০ অতিরিক্ত গ্রহণ।

এএফডি এর ০৬.০১.২০১৫ তারিখের ৩৪৭ সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে জাতিসংঘ মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ব্যবহারের জন্য নতুনভাবে Unmaned Aerial Vihicle (UAU)-মোতায়েনের লক্ষ্যে প্রমিতকরণের নিমিত্ত সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ ও উপযুক্ততা যাচাই এর জন্য ২৬.০১.২০১৫ হতে ১২.০২.২০১৫ পর্যন্ত সময়ে তুরস্ক, ইটালী, জার্মানী এবং যুক্তরাষ্ট্রে সফর উপলক্ষ্যে নিম্নেবর্ণিত কর্মকর্তাগণকে ১৮.৫০ দিনের হোটেলভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা পরিশোধ করা হয়েছে। হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহনের জন্য আসল/মূল (genuine/original) হোটেল বিল আবশ্যক। কিন্তু বিএ-৬৬৭৪ মেজর নুসরাত নুর আল চৌধুরী বিলের সাথে যে হোটেল বিল দাখিল করেছেন সেগুলিতে বিভিন্ন অসংগতি থাকার কারণে সেগুলো আসল/মূল (genuine/original) বিল বলে প্রতীয়মান হয় না। যেমনঃ (১) তিনি তুরস্কে ২৫.০১.২০১৫ তারিখ অপরাহ্নে পৌছে ইতালির উদ্দেশ্যে ২৮.০১.২০১৫ তারিখ অপরাহ্নে যাত্রা করেন। সুতরাং তুরস্কে তিনি ৩ রাত্রি যাপন করেন। হোটেল বিলেও ৩ দিনের (রাত্রির) ভাড়া দেখানো হয়েছে। তবে বিলটির লিখন যেমন অতিথির নাম না থাকায় এবং টাকার অংক লিখা থাকায় হোটেল বিলটি আসল (genuine) নয়। (২) ইতালি থেকে ০১.০২.২০১৫ তারিখ পূর্বাহ্নে (১০:২৫) ঘটিকা) যাত্রা করেন। সুতরাং ২৮.০১.২০১৫ হতে ০১.০২.২০১৫ পর্যন্ত ইতালিতে (৪ রাত্রি) যাপন করেন। ৪ রাত্রির জন্য হোটেল বিল দাখিল করেন কিন্তু তাতে কারো স্বাক্ষর না থাকায় এবং টাকার অংক লিখা থাকায় ঐ বিলটিও আসল নয়। (৩) জার্মানীতে ০১.০২.২০১৫ তারিখ অপরাহ্নে পৌছে সেখান থেকে ০৪.০২.২০১৫ তারিখ অপরাহ্নে (০৭:২৫ ঘটিকা) যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। অর্থাৎ জার্মানিতে ৩ রাত্রি যাপন করেন। ৩ রাত্রির জন্যই হোটেল বিল দিয়েছেন কিন্তু কারো স্বাক্ষর না থাকায় ও টাকার অংক লিখা থাকায় বিলটি আসল বলে ধরে নেয়া যায় না। (৪) তিনি ০৪.০২.২০১৫ তারিখ দিবাগত মধ্য রাতে (১২:৩০ ঘটিকায়) ০৫.০২.২০১৫ তারিখ সকালে বিমান আইটিনারী অনুযায়ী ওরল্যান্ডে পৌছেন। আবার ১২.০২.২০১৫ তারিখ অপরাহ্নে (রাত ০১:৩০ ঘটিকা) লস এঞ্জেলস থেকে নিউইয়র্ক-আবুধাবি হয়ে ঢাকায় প্রত্যাবর্তণ করেন। অর্থাৎ ফ্লোরিডাতে যাওয়া ও অবস্থানের কোন তথ্য না থাকার পরও তিনি ০৪.০২.২০১৫ হতে ০৮.০২.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ০৪ দিনের জন্য ফ্লোরিডার Hampton হোটেলের বিল দাখিল করেন। এই বিলেও টাকার অংক লেখা রয়েছে। (৫) ০৪.০২.২০১৫ তারিখ মধ্যরাতে ওরল্যান্ডে পৌছার কারণে এবং ০৪.০২.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত হোটেল বিল জার্মানীতে পরিশোধ হবার কারণে এবং লসএঞ্জেলস থেকে ১০.০২.২০১৫ তারিখ মধ্যরাতে হেতু ১১.০২.২০১৫ তারিখ যাত্রা করায় যুক্তরাষ্ট্রে ৭ দিনের দৈনিক ভাতা প্রাপ্য। কিন্তু তিনি ১২.০২.২০১৫ পর্যন্ত ০৯ দিনের হোটেল বিল দাখিল করেছেন। মোট কথা ২৫.০১.২০১৫ হতে ১১.০২.২০১৫ পর্যন্ত ১৭ রাত্রি হবার কারণে তিনি ১৭ দিনের দৈনিক ভাতা প্রাপ্য। কিন্তু পরিশোধ করা হয়েছে ১৮.৫০ দিনের। অন্যদিকে হোটেল বিল আসল না হওয়ায় হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রাপ্য নয়। তবে সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য। অতএব, তার কর্তৃক অতিরিক্ত গৃহিত অর্থের হিসাব নিম্নরূপঃ

নাম ও পদবী	গ্রহণ(হোটেলভাড়া ও নগদভাতা)	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
বিএ-৩২১৬ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ নাঈম আশফাক চৌধুরী	(৩৮১×১৮.৫০)=মাঃ ডঃ৭০৪৮.৫০	(মাঃ ডঃ ২০২×১৭দিন)মাঃ ডঃ ৩৪৩৪.০০	মাঃ ডঃ ৩,৬১৪.৫০
বিএ-৬৬৭৪ মেজর নুসরাত নুর আল চৌধুরী	২৫.০১.২০১৫ হতে ১২.০২.২০১৫ পর্যন্ত ১৮.৫০ দিন× মাঃ ডঃ ৩৩৭=মাঃ ডঃ ৬২৩৪.৫০	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য তবে ১৭ দিনের। (১৭ দিন×মাঃ ডঃ ১৭৮) মাঃ ডঃ ৩০২৬	মাঃ ডঃ ৩,২০৮.৫০
বিএ-৭০৫৮ মেজর মোহাম্মদ ফরহান হায়দার রহমান,	২৫.০১.২০১৫ হতে ১২.০২.২০১৫ পর্যন্ত ১৮.৫০ দিন× মাঃ ডঃ ৩৩৭=মাঃ ডঃ ৬২৩৪.৫০	সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য তবে ১৭ দিনের। (১৭ দিন×মাঃ ডঃ ১৭৮) মাঃ ডঃ ৩০২৬	মাঃ ডঃ ৩,২০৮.৫০
		সর্বমোট=	মাঃ ডঃ ১০,০৩১.৫০

বর্ণিত অতিরিক্ত গৃহিত অর্থ বৈদেশিক মুদ্রাতেই ফেরতযোগ্য। নতুবা দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান হার অনুযায়ী দেড়গুণ হারে বর্ণিত কর্মকর্তার নিকট হতে (১০০৩১.৫০×৮০×১.৫) টাকা **১২,০৩,৭৮০.০০ আদায়যোগ্য।**

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (৩৩)

এপি নং-১৪৪৬১ (আপত্তি-১২৩)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

পাকিস্তানে কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে বিএ-৫৬১৩ মেজর মোঃ মেহেদী হাসান কবির পিএসসি কর্তৃক পাকিস্তানে লজিষ্টিক স্টাফ কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে কৃত্রিম (fake) দলিলাদির ভিত্তিতে শীপ ফ্রেইট গ্রহণ এবং দৈনিক ভাতা বাবদ সর্বমোট অতিরিক্ত গ্রহণ টাকা ৩,৫৬,০২০ ।

পাকিস্তানে ১০.০৪.২০১৪ হতে ১২.০৭.২০১৪ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত Logistic Staff Course-এ অংশগ্রহণকারী শিরোনামভুক্ত কর্মকর্তা এর ভ্রমণভাতার বিলে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে অতিরিক্ত গ্রহণের ঘটনা পরিলক্ষিত হয়।

(১) শীপ ফ্রেইটঃ শীপ ফ্রেইট বাবদ অর্থ কৃত্রিম কাগজপত্র দাখিল করে গ্রহণ করা হয়। এএফডির ০৫.০৯.১৯৯৪ তারিখের ২২০৭/টি সংখ্যক অফিস স্মারকের ১(ঠ)(২) অনুযায়ী কোর্স শেষে ফেরার পথে নিজের জন্য ২০০ কেজি ব্যক্তিগত মালামাল সমুদ্রপথে পরিবহণের জন্য শীপ ফ্রেইট প্রাপ্য। টিএ/ডিএ বিলের সংযুক্ত উক্ত পরিমাণ মালামাল পরিবহণের কাগজপত্রের মধ্যে সর্বনিম্ন দরদাতা Home Pack Freight Int.L এর বিল অব ল্যাডিং এর তারিখ ২৭.০৬.২০১৪ অনুযায়ী মালামাল পরিবহণের জন্য যাত্রা করে ২৭.০৬.২০১৪ তারিখেই। কিন্তু ঐ বিল অব ল্যাডিং এর উপর পাকিস্তানের বাংলাদেশ দূতাবাসের ডিফেন্স এ্যাটাসের স্বাক্ষর ০৭.০৭.২০১৪ তারিখে। শুধু তাই নয় ২৭.০৬.২০১৪ তারিখে যাত্রা শুরু করলেও পাকিস্তানের বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রতিরক্ষা শাখা কর্তৃক তুলনামূলক বিবরণী তৈরী করা হয়েছে ০৭.০৭.২০১৪ তারিখ। আসল দলিলাদিতে এরূপ অসংগতি হয় না। অর্থাৎ দাখিলকৃত দলিলাদি কৃত্রিম। আসল দলিলাদি না হলে কোন দাবী গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব, গৃহিত শীপ ফ্রেইট বিধিসম্মত না হওয়ায় আদায়যোগ্য।

(২) ২১ দিনের দৈনিকভাতাঃ ১০.০৪.২০১৪ হতে ১২.০৭.২০১৪ পর্যন্ত সম্পূর্ণ সময়ের জন্য পকেট ভাতা গ্রহণ করা হয়েছে। আবার ঐ ২১ দিনের জন্য সর্বসাকুল্য ভাতার ৭৫% হারে দৈনিক ভাতা বাবদ মাঃ ডঃ ২৩৭৮.২৫ গ্রহণ বিধি বহির্ভূত হয়েছে। সুতরাং ১,৮৯,০৭০.০০ টাকা আদায়যোগ্য।

অতএব, মোট আদায়যোগ্যঃ

১)	শীপ ফ্রেইটঃ	১,৬৬,৯৫০.০০
২)	২১ দিনের দৈনিক ভাতা	১,৮৯,০৭০.০০
	মোট টাকা	**৩,৫৬,০২০.০০**

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩(৩৪)

এপি নং-১৪৪৬২ (আপত্তি-১২৪)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

বিএ-৬০২৭ মেজর মোঃ শফিউল আলম,পিএসসি কর্তৃক চীনে স্টাফ কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত গ্রহণ টাকা ৮,৬২,৫১০।

চীনে ০১.০৯.২০১৩ হতে ৩০.০৭.২০১৪ পর্যন্ত Army command and Staff Course-এ অংশগ্রহণকারী বিষয়োক্ত কর্মকর্তা এর ভ্রমণ ভাতার বিল নিরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

(১) **স্ত্রীর বিমান ভাড়াঃ** অগ্রিম অর্থে বিভাজনে DAC-KMG-NKA-KMA-DAC রুটে বিমান ভাড়া টাকা ৯৪,৩০০.০০ উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু তিনি গ্রহণ করেছেন (ঢাকা-বেইজিং-ঢাকা-১,০৩,০০০.০০+বেইজিং নানজিং ১৫,৩৪০) টাকা ১,১৮,৩৪০.০০। বিমান ভাড়া ৯৪,৩০০.০০ টাকার সমর্থনে নিশ্চয়ই কোন ইনভয়েস ছিল। তথাপি টাকা ১,১৮,৩৪০.০০ গ্রহণের কোন ব্যাখ্যা নাই। তাই (১,১৮,৩৪০-৯৪,৩০০) টাকা ২৪,০৪০.০০ অতিরিক্ত গ্রহণ মর্মে গণ্য।

(২) বিবিধ ভাতা: পকেটভাতার সমন্বয় না করাঃ চীর সরকার প্রতিমাসে ১০০০ আরএমবি বিবিধ ভাতা প্রদান করে যা পকেটভাতার সাথে সমন্বয়যোগ্য। কিন্তু সমন্বয় না করায় (১১ মাস × ১০০০=১১০০০ আরএমবি÷৬.১০=মাঃ ডঃ ১৮০৩.০০ আদায়যোগ্য। পকেটভাতা বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করায় মাঃ ডঃ ১৮০৩.০০ বৈদেশিক মুদ্রাতেই ফেরতযোগ্য। নতুবা অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদ ২৫ অনুযায়ী দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান হার অনুযায়ী দেড়গুণ হারে (১৮০৩.০০×৮০×১.৫) টাকা ২,১৬,৩৬০.০০ আদায়যোগ্য।

(৩) **শীপ ফ্রেইটঃ** ফেরার পথে ৩০০ কেজি মালামাল পরিবহণ বাবদ অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করেছেন। এএফডির ০৫.০৯.১৯৯৪ তারিখের ২২০৭/টি সংখ্যক অফিস স্মারকের ১(ঠ)(২) অনুচ্ছেদ এবং সেনা সদর, জিএস ব্রাঞ্চ,এমটি পরিদপ্তর,ঢাকা ক্যান্ট এর আর্থিক মঞ্জুরী আদেশে নং২৩.০১.৯০১.০২৬.০৩.০৫৬.১৬.২১.০৮.১৩ তারিখ ২১.০৮.২০১৩ এর ৩(ঠ) নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিষয়োক্ত কর্মকর্তা নিজের জন্য ২০০ কেজি, স্ত্রীর জন্য ১০০ কেজি মোট ৩০০ কেজি ব্যক্তিগত মালামাল সমুদ্রপথে পরিবহণের জন্য শীপ ফ্রেইট প্রাপ্য। শীপ ফ্রেইট এর জন্য বিলের সাথে ৩টি কোটেশন যথাক্রমে (1) Shanghai Asian Development International Transportation Pudong Co. Ltd, (2) Jiansu Zhong Cheng International Logistics Co. Ltd, (3) Nanjing Xin Gang Fu Bao Transpotation Co. Ltd. 3টি কোটেশনই দাখিলের তারিখ 20.06.2014 এবং স্বাক্ষরবিহীন। Globelink Marine (China) Pte Ltd. 153, Cecil Street, #11-20/03, Far Eastern Building, Singapore 0695544 এর বিল অব ল্যাডিং নং-583563033, তারিখ 08.07.2014 স্বাক্ষর ও সীলমোহরবিহীন। অর্থাৎ দাখিলকৃত দলিলাদি আসল (original) প্রতীয়মান হয় না। এবাবদ দাখিলকৃত কোটেশনে দেখা যায় যে, প্রতিকেজি ২৫.০০ ডলার এর মধ্যে শীফ ফ্রেইট (ওশেন ফ্রেইট) প্রতিকেজি ৮.০০ ডলার। বাদ বাকী ১৭.০০ ডলার প্যাকিং, বাসা হতে সংগ্রহ, অভ্যন্তরীণ পরিবহণ, কাস্টমস চার্জ, বন্ডেড ওয়্যারহাউস, কন্টেইনার লোডিং, কোম্পানী সার্ভিস চার্জ ইত্যাদি বাবদ যা প্রাপ্য নয়। ৩০০ কেজি মালামাল বাবদ মার্কিন ডলার ৭৫০০.০০=টাকা ৬,০০,৭৫০.০০ টাকা গ্রহণ করেছেন। সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতি কেজির জন্য মোট মাঃ ডলার ২৫.০০ উল্লেখ করেছে যার মধ্যে সী ফ্রেইট (ওশেন ফ্রেইট) প্রতি কেজি মাঃ ডলার ৮.০০। বাদ বাকী প্যাকিং ৩.০০ ডলার/কেজি, বাসা থেকে সংগ্রহ ২.৫০ ডলার/কেজি, অভ্যন্তরীণ পরিবহণ ২.৫০ ডলার/ কেজি, কাস্টম চার্জ ২.০০ ডলার/কেজি, ওয়্যারহাউজ হ্যান্ডলিং ২.০০ ডলার/কেজি, কন্টেইনার লোডিং ২.৫০ ডলার/কেজি, কোম্পানী সার্ভিস চার্জ ২.৫০ ডলার প্রতি কেজি যা প্রাপ্য নয়। অন্য কোন তথ্য না থাকলে তাঁর শীপ ফ্রেইট সংক্রান্ত অতিরিক্ত গ্রহণকৃত টাকা ৬,০০,৭৫০.০০-(৩০০×৮×৮০.১০) টাকা ১,৯২,২৪০.০০= টাকা ৪,০৮,৫১০.০০ ।

(৪)**স্ত্রীর পকেট ভাতাঃ** বিমান টিকেট হতে দেখা যায় তিনি ৩০.০৩.২০১৪ তারিখে চীন থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তবে চীনে কোন তারিখে আবার গমন করেছেন তার তথ্য পাওয়া যায় নাই। সুতরাং এপ্রিল থেকে জুলাই-২০১৪ পর্যন্ত কমপক্ষে ১০০ দিন অবস্থান করা হয়ে থাকলেও মাঃ ডঃ ১৭৮০ (১৭৮×১০%×১০০দিন) পকেট ভাতা হিসাবে অতিরিক্ত গ্রহণ করেছেন যা মার্কিন ডলারে ফেরতযোগ্য। নতুবা অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদ ২৫ অনুযায়ী দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান হার অনুযায়ী দেড়গুণ হারে টাকা ২,১৩,৬০০.০০ (১৭৮০×৮০×১.৫) আদায়যোগ্য। ফলে সর্বমোট আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ (২৪,০৪০.০০+২,১৬,৩৬০.০০+৪,০৮,৫১০.০০+ ২,১৩,৬০০.০০) = ৮,৬২,৫১০

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩(৩৫)

এপি নং-১৪৪৭৪ (আপত্তি-১৪০)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

মালি (মিনুস্কা) এবং সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক (মিনুস্কা) সফর উপলক্ষ্যে বাংলাদেশী প্রতিনিধিদলের সদস্যগণ কর্তৃক বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা অতিরিক্ত গ্রহণ টাকা ৩,২০,১০০ ।

বিভিন্ন বৈদেশেক টিএ/ডিএ বিল ও আনুষাঙ্গিক কাগজপত্র যাচাই করে দেখা যায় যে, বিএ-২৪০৭ মেজর জেনারেল মোঃ সালাহ উদ্দিন, পিএসসি'র নেতৃত্বে নিম্নোক্ত ১১ সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশী প্রতিনিধি দল ০৫.০৫.২০১৫ হতে ১৬.০৫.২০১৫ সময়ে শিরোনামে উল্লেখিত বিদেশ সফর করেনঃ

(১) বিএ-২৪০৭ মেজর জেনারেল মোঃ সালাহ উদ্দিন, পিএসসি
(২) বিএ-৩১৬৯ লেঃ কর্ণেল মোঃ জাকির হোসেন ভূঞা
(৩) বিএ-১০০৮৫৬ লেঃ কর্ণেল মোঃ মোতাহার হোসেন
(৪) বিএ-৪০৬৬ লেঃ কর্ণেল মোঃ জাহেদুর রহমান
(৫) বিএ-৬০১২ মেজর মোহাম্মদ ফিরোজ আহমেদ
(৬) বিএ-৬৮১৬ মেজর মুনতাসির রহমান চৌধুরী
(৭) কাজী মাহবুব হাসান, যুগ্ম সচিব
(৮) জনাব মোঃ শফিকুল আহম্মদ, যুগ্ম সচিব
(৯) জনাব মোঃ খুরশিদ আলম পাটোয়ারী, জেসিজিডিএফ
(১০) জনাব মোঃ নুর ইসলাম, সহকারী পরিচালক, আইএসপিআর
(১১) ২২০৩৬৭৭ সার্জেন্ট মোঃ মনিরুল ইসলাম, ওও পরিদপ্তর

বিএ-৬০১২ মেজর মোহাম্মদ ফিরোজ আহমেদ এর বৈদেশিক ভ্রমণভাতা বিল যাচাইয়ে দেখা যায় যে, বিজনেস শ্রেনীর বিমান ভাড়া ২,৫৪,৪৭৩.২০ গ্রহণ করা হয়েছে। দাখিলকৃত বিমান টিকেট থেকে দেখা যায় ঢাকা-দোহা-ঢাকা রুটে ইকোনমিক শ্রেনীর বিমানভাড়া ১,১৮,০৬৭.০০ এবং ক্যাসাব্লাঙ্কা-বামাকো-ব্যাংগুই-ক্যাসাব্লাঙ্কা রুটের ইকোনমিক শ্রেনীর ভাড়া ৬৫,৩৯৮.০০ টাকা। যুগ্ম-সচিব/লেঃ কর্ণেল/মেজর সমমর্যাদার কর্মকর্তাগণের প্রাপ্যতা অনুযায়ী ইকোনমিক শ্রেনীর মোট বিমান ভাড়া টাকা ১,৮৩,৪৬৫.০০। কিন্তু প্রাপ্যতা বহির্ভূত বিজনেস শ্রেনীর বিমান ভাড়া গ্রহণ করা হয়েছে। অতএব, অতিরিক্ত গ্রহণের পরিমাণ (মেজর জেনারেল সালাহ উদ্দিন ব্যতীত) টাকা জনপ্রতি ৩২,০১০.০০ (২,১৫,৪৭৫.০০-১,৮৩,৪৬৫.০০)। ফলে ১০ জন (ক্রমিক নং-২ হতে ১১ পর্যন্ত) কর্মকর্তা কর্তৃক বিমান ভাড়া বাবদ টাকা **৩,২০,১০০.০০** (৩২,০১০.০০ ×১০) অতিরিক্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ নং-০৩
পরিশিষ্ট-৩(৩৬)
এপি নং-১৪৪৭৬ (আপত্তি-১৪২)
ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

রাশিয়া, বেলারুশ,ইউক্রেন ও হাঙ্গেরী পরিদর্শনকারী প্রতিনিধিদলের সদস্যগণ কর্তৃক বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা অতিরিক্ত গ্রহণ টাকা ৫,২৭,৫২০ ।

রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাসে APC BTR-80 ওয়ার্কশপ স্থাপনের নিমিত্তে বিদেশস্থ এপিসি ওয়ার্কশপের কর্মক্ষমতা/যোগ্যতা মূল্যায়নের জন্য রাশিয়া বেলারুশ,ইউক্রেন এবং হাংগেরীতে ২১.১১.২০১৩ হতে ১৪.১০.২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে যে প্রতিনিধিদল সফর করেন তার মধ্যে বিএ-২৫৬৭ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এবিএম গোলাম মোস্তফা এর ভ্রমণভাতার বিল যাচাইকালে দৈনিক ভাতা অতিরিক্ত গ্রহণের ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। যেমনঃ যাতায়াত সময়সীমা ব্যতীত ২৪.১১.২০১৪ হতে ১৩.১২.২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ২০ দিন সফরের সময় নির্ধারণ করা ছিল। ভ্রমণ বৃত্তান্ত ছিল ঢাকা-দুবাই-মস্কো-এসআরভি-মস্কো-ইস্তাম্বুল-বেলারুশ-ইস্তাম্বুল-ইউক্রেন-ইস্তাম্বুল-হাংগেরী-ঢাকা। এয়ার টিকেট অনুযায়ী ঢাকা থেকে ২২.১১.২০১৪ তারিখ যাত্রা করে ঐ তারিখেই মস্কো পৌছান হয় এবং মস্কোতে ২ রাত্রি অবস্থানের পর একাতারিনবার্গ (Ekaterinburg) যাত্রা করা হয়। মস্কোতে ঐ ২ রাত্রির হোটেল ভাড়া বিমান টিকেটের মূল্যের মধ্যে ছিল। আবার Minsk (MSQ) হতে ০৩.১২.২০১৪ তারিখে ইস্তাম্বুল, ০৪.১২.২০১৪ তারিখে ইস্তাম্বুল হতে (KPB) যাওয়ার পথে ০৩.১২.২০১৪ তারিখে ইস্তাম্বুলের ১ রাত্রির এবং (KPB) হতে ০৯.১২.২০১৪ তারিখে ইস্তাম্বুল, ১০.১২.২০১৪ তারিখে ইস্তাম্বুল হতে বুদাপেষ্টে যাত্রাপথে ০৯.১২.২০১৪ তারিখে ০১ রাত্রি মোট ০৪ (চার) রাত্রির হোটেল ভাড়া মোট টাকা 4০,০০০.০০ Executive Tours and Travels থেকে ক্রয়কৃত বিমান ভাড়া টাকা ৩,২০,০০০.০০ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং এই ৪ রাত্রির জন্য হোটেল ভাড়া প্রাপ্য না হওয়া সত্বেও ২১.১১.২০১৪ ও ২২.১১.২০১৪ তারিখ মস্কোতে বাধ্যতামূলক অবস্থান দেখিয়ে হোটেল ভাড়া গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য এয়ারলাইন্স হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করলে Meal Allowance এর ব্যবস্থা করে থাকে। অতএব, নগদ ভাতা গ্রহণও বিধিবহির্ভূত হয়েছে। অতএব, নিম্নোক্তগণ কর্তৃক অতিরিক্ত গ্রহণের পরিমাণঃ

নাম ও পদবী	অতিরিক্ত গ্রহণ
বিএ-২৪৬৫ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সোহেল আহমেদ	৪ দিন × মাঃ ডঃ ৩৮১.০০=মাঃ ডঃ ১৫২৪.০০
বিএ-২৫৬৭ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এবিএম গোলাম মোস্তফা	৪ দিন × মাঃ ডঃ ৩৮১.০০=মাঃ ডঃ ১৫২৪.০০
বিএ-৩৩২২ কর্ণেল মিজানুর রহমান	৪ দিন × মাঃ ডঃ ৩৩৭.০০=মাঃ ডঃ ১৩৪৮.০০

বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করা হয়েছে বিধায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের ২৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রায় ফেরতযোগ্য নতুবা দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হার এর দেড়গুণ হিসাবে ২ জন ব্রিগেডিয়ার জেনারেলের নিকট হতে টাকা ৩,৬৫,৭৬০.০০ (১৫২৪×৮০×১.৫=টাকা ১,৮২,৮৮০.০০×২)+ ১ জন কর্ণেলের নিকট হতে টাকা ১,৬১,৭৬০.০০ (১৩৪৮×৮০×১.৫) মোট টাকা **৫,২৭,৫২০.০০** আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩(৩৭)

<u>এপি নং-১৪৪৭৯ (আপত্তি-১৪৫)</u>

<u>ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬</u>

চীনে কোর্স উপলক্ষ্যে পকেটভাতা-খাওয়ার খরচ,এমসিও এবং শীপ ফ্রেইট বাবদ অতিরিক্ত গ্রহণ টাকা ২৬,২৩,৫০৬ ।

এএফডি এর ০১.০৯.২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ৩৫৮৯ সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে পরিশিষ্টে বর্ণিত ৩ জন কমিশনড কর্মকর্তা, ৩ জন জেসিও এবং ২৪ জন সৈনিক চীনে ২৬.০১.২০১৫ হতে ২৮.০১.২০১৬ পর্যন্ত সময়ে Academy of Armoured Forces Engineering, Nanjing এ অনুষ্ঠিত Tank Firing Course-এ অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে ২ নং ক্রমিকে বর্ণিত বিএ-৮২৪৪ ক্যাপ্টেন মোঃ মোরশেদ আলম,এসি এর ভ্রমণ ভাতার বিল যাচাই করে দেখা যায় যে, অংশগ্রহণকারীগণ নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে বিধি বহির্ভূতভাবে প্রাপ্যের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করেছেনঃ

১) পকেট ভাতাঃ আলোচ্য কর্মকর্তা সর্বসাকুল্য ভাতার ২৫% এর স্থলে ৩০% পকেটভাতা গ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের বিদেশে প্রশিক্ষণ বাবদ প্রাপ্য ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাবলী সংক্রান্ত সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের ০৫.০৯.১৯৯৪ খ্রিঃ তারিখের নং-২২০৭/টি সংখ্যক আদেশটি জারী হয়েছে যেখানে পকেটভাতা সর্বসাকুল্য ভাতার ২৫% বিধায় করা হয়েছে। তবে পকেটভাতা ৩০% এর বিধান করে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের জারিকৃত ০৪.০৯.২০১৫ তারিখের ০৬.০০.০০০০.০৯.১৮.০০১.১৫.রুলিং ৩৬৪৪ সংখ্যক আদেশে অর্থমন্ত্রণালয়কে প্রদত্ত অনুলিপিতে সরকারি কাজে বিদেশ ভ্রমণকালে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রাপ্য ভ্রমণভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সম্বলিত অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ খ্রিঃ তারিখের অফিস স্মারকের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে কিন্তু এ থেকে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে পকেটভাতা সর্বসাকুল্য ভাতার ২৫% এর স্থলে ৩০% এ উন্নীত করার বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন বুঝায় না। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এর ক্ষেত্রে আর্থিক প্রাপ্যতা সম্পূর্ণ ভিন্নতর বিষয় এবং এর কোন সুবিধা পরিবর্তন/বর্ধিত করার ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন আবশ্যক কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে সেই অনুমোদন নিরীক্ষার গোচরে নাই। তাই পকেটভাতা ৩০% প্রাপ্য নয়। ১২৫ দিনের জন্য ২৫% হারে পকেটভাতা প্রাপ্য (৫৩.৭৫×১২৫দিন)=মাঃ ডঃ ৬৭১৮.৭৫। গ্রহণ মার্কিন ডলার ৮০৬২.৫০। অতিরিক্ত গ্রহণ (৮০৬২.৫০-৬৭১৮.৭৫)=১৩৪৩.৭৫ মার্কিন ডলার। দেশীয় মুদ্রায় ফেরত দেয়া হলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখে ২২১(১০০০) সংখ্যক পত্রের অনুচ্ছেদ-২৫ অনুসারে দেড়গুণ হারে (১৩৪৩.৭৫×৮০×১.৫)= টাকা ১,৬১,২৫০.০০ আদায়যোগ্য।

(২) **সর্বসাকুল্য ভাতার ৪৫% খাবার খরচঃ** ১১,১২,১৩,১৪, ১৫,১৮,১৯,২০,২১ এবং ২২ জানুয়ারী ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ১০ দিন কোর্স চলাকালীন সময় স্বাগতিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন ধরণের Our door exercise-এ অংশগ্রহণের সময় স্বাগতিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খাবার ব্যবস্থা করেন নাই বা এ সংক্রান্ত কোন অর্থ প্রদান করেন নাই যা অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ নিজে বহন করেন। একারণে উক্ত ১০ দিনের খাবার খরচ হিসাবে টাকা ৭৫,৪৬৫.০০ গ্রহণ করেন যা সঠিক হয় নাই। ১১,১২,১৩,১৪, ১৫,১৮,১৯,২০,২১ এবং ২২ জানুয়ারী ২০১৬ তারিখসমূহের জন্য আলোচ্য কর্মকর্তাকে চীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আবাসন ও খাওয়ার ব্যবস্থা না করা সম্পর্কিত কোন প্রত্যয়নও নাই। এছাড়া সর্বসাকুল্য ভাতার ৪৫% হারে খাবার খরচ প্রদান এএফডি এর ০৫.০৯.১৯৯৪ তারিখের ২২০৭/টি সংখ্যক স্মারকের কোথাও উল্লেখ নাই। খাবার ভাতা প্রদান থেকে প্রতীয়মান হয় আবাসন আয়োজক কর্তৃপক্ষ প্রদান করেছেন। আবাসন প্রদান করায় নগদভাতা (cash allowance) প্রদেয়। তবে পকেটভাতা প্রদেয় নয়। চীনের নগদ ভাতা ৯১ মার্কিন ডলার। কিন্তু গ্রহণ করা হয়েছে ২১৫×৪৫% = ৯৬.৭৫× ১০ দিনের জন্য ৯৬৭.৫০ মাঃ ডঃ এর সম্পূর্ণটিই প্রাপ্যতা বহির্ভূত হয়েছে। দেশীয় মুদ্রায় ফেরৎ দেয়া হলে (৯৬৭.৫০×৮০×১.৫ গুণ) = ১,১৬,১০০.০০ টাকা আদায়যোগ্য।

(৩) **বিমানে অতিরিক্ত লাগেজ বহণঃ** পিআর(পি) ২৮২ স্কেল বি মোতাবেক কোর্সে যাওয়ার পথে ১৮ কেজি আসার পথে (১৮+১০) মোট ৪৬ কেজি অতিরিক্ত বিমানে বহণের ব্যয় প্রাপ্য। যে রশিদ দেয়া আছে তা আসল নয়। কারণ ২৯.০৯.২০১৫ এবং ২৮.০১.২০১৬ উভয় ভাউচারে যাত্রার স্থান ঢাকা এবং গন্তব্য স্থল চায়না লেখা আছে। এছাড়া ফ্লাইট নম্বর, তারিখ,সময়,ভাড়ার হার ইত্যাদি মৌলিক কোন তথ্য নাই। আসল ভাউচারে এরকম অসংগতি থাকেনা। প্রতীয়মান অতিরিক্ত

লাগেজ বিমানে বহন বাবদ ব্যয় প্রাপ্তির লক্ষ্যে কৃত্রিম (fake) এমসিও দাখিল করা হয়েছে। অতএব, এ বাবদ গৃহিত টাকা ৫১,১৫২.০০ আদায়যোগ্য।

(৪) **শীপ ফ্রেইটঃ** পিআর(পি) ২৮২ স্কেল বি অনুযায়ী কোর্স শেষে ফেরার পথে সমুদ্র পথে ২০০ কেজি ব্যক্তিগত মালামাল পরিবহণ বাবদ শীপ ফ্রেইট প্রাপ্য। আলোচ্য কর্মকর্তাকে তা পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু দাখিলকৃত কাগজপত্রে দেখা যায় যে, আমদানীর জন্য চীন সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কাগজাদি, ঢাকা বিমান বন্দরে অবস্থিত কাস্টমস অফিসে দাখিলযোগ্য লাগেজ ঘোষণাপত্র ইত্যাদি মৌলিক কোন ডক্যুমেন্ট দাখিল করা নাই। এছাড়া দাখিলকৃত কোটেশনে বিল অব ল্যাডিং,তুলনামূলক বিবরণ ইত্যাদিতে অসামঞ্জস্যতা রয়েছে। ৩টি প্রতিষ্ঠান থেকে ২১.০৬.২০১৬ তারিখে কোটেশন প্রাপ্তি দেখানো হয়েছে। অথচ বিল অব ল্যাডিং ১৭.০১.২০১৬ তারিখের। বিল অব ল্যাডিং এ এক জায়গায় ১০ প্যাকেট অন্য জায়গায় ৩০ প্যাকেট লেখা আছে। সর্বনিম্ন দরদাতার দরের মধ্যে ওশেন ফ্রেইট মার্কিন ডলার ৮/প্রতি কেজি উল্লেখ রয়েছে। অন্যান্য চার্জ যেমন প্যাকিং, বাসা থেকে সংগ্রহ, কলেজ থেকে নানজিং পোর্ট পর্যন্ত পরিবহণ, কাস্টমস চার্জ, কাস্টমস বন্ডেড ওয়্যারহাউজ হ্যান্ডলিং ইত্যাদি প্রাপ্য নয়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ওশেন ফ্রেইটও প্রতি কেজি ৮.০০ ডলার যথাযথ নয়। কারণ চীনে ০১.০৯.২০১৩ হতে ৩০.০১.২০১৪ পর্যন্ত সময়ে Advanced Course for Tank Commander-এ অংশগ্রহণকারী সেনা কর্মকর্তা বিএ-৬৬৯১ মেজর মোঃ মশিউল আলম অন্যান্য আরও ৭ জন সেনা কর্মকর্তার সাথে একই ৪০ ফুট কন্টেইনারে ৫৩৩০ কেজি মালামাল পরিবহণ করা হয়েছে। আলোচ্য কর্মকর্তার দাবীকৃত প্রতি কেজির পরিবহন ব্যয় ৩৫ ডলার হলে ৪০ ফুট কনটেইনারের ভাড়া হয় মাঃ ডঃ ৩৫×৫৩৩০ কেজি×টাকা ৭৮.০০ = ১,৪৫,৫০,৯০০ টাকা যা একেবারেই বাস্তবতা বিবর্জিত। মূলতঃ চীন থেকে ৪০ ফুট কন্টেইনারের পরিবহন ব্যয় ৫০০০ ডলারের উপরে নয়। সুতরাং এই হিসাবে ওশেন ফ্রেইট ও অন্যান্য যাবতীয় ব্যয়সহ প্রতি কেজি পণ্য চীন থেকে বাংলাদেশে আনয়নের ব্যয় ০.৯৪ ডলার। প্রকৃতই ব্যক্তিগত মালামাল আনা হয়ে থাকলেও যথাযথ কাগজপত্র থাকা সাপেক্ষে প্রতিকেজি মাঃ ডঃ ০.৯৪ এর বেশী পরিবহণ ব্যয় প্রাপ্য নয়। যেহেতু মৌলিক কাগজপত্র নাই এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র আসল নয় সেইহেতু তাকে এ বাবদ পরিশোধিত টাকা ৫,৪৬,০০০.০০ প্রাপ্যতা বহির্ভূত হয়েছে।

অতএব, (১) বিএ-৭৬৯৫ ক্যাপ্টেন বর্তমানে মেজর এস এম আশিক উজ জামান, (২) বিএ-৮২৪৪ ক্যাপ্টেন মোঃ মোর্শেদ আলম, (৩) বিএ-৮৩৩৯ ক্যাপ্টেন নাইম হাসনায়েন ৩ জন কর্মকর্তা প্রত্যেকের নিকট হতে আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ (পকেটভাতাঃ টাকা ১,৬১,২৫০+খাওয়া খরচ ১,১৬,১০০+বিমান এমসিও টাকা ৫১,১৫২.০০+শীপ ফ্রেইট টাকা ৫,৪৬,০০০.০০) টাকা ৮,৭৪,৫০২.০০ হারে (৮,৭৪,৫০২.০০ ×৩) **টাকা ২৬,২৩,৫০৬.০০** আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩(৩৮)

এপি নং-১৪৪৮৫ (আপত্তি-১৫২)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

সার্বিয়াতে প্রাকজাহাজীকরণ উপলক্ষ্যে সফরের জন্য দৈনিক ভাতা ও এমসিও বাবদ প্রাপ্যতা বহির্ভূত আর্থিক সুবিধা গ্রহণ টাকা ৪,৯২,৮৬৯ ।

এএফডি এর ০২.০৩.২০১৪ খ্রিঃ তারিখের ৪৯৩ সংখ্যক পত্র এবং সেনাসদর, এসডি পরিদপ্তর এর ৩১.০৩.২০১৪ তারিখের পত্রের প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত সেনা কর্মকর্তাগণ জি-২-জি চুক্তি নং-৪৮২৬/২/এসপি গান/অর্ড/ওএস-২এ তারিখ ৩১.১২.২০১১ এর মাধ্যমে ক্রয়কৃত Main gun How with the main Veh এর সংশ্লিষ্ট প্রাক-জাহাজীকরনের লক্ষ্যে যাতায়াত সময় ব্যতীত ০৭.০৪.২০১৪ হতে ১৩.০৪.২০১৪ তারিখ ০৭ (সাত) দিন সার্বিয়া ভ্রমণ করেনঃ

(১) বিএ-৫৬৩৩ মেজর মোঃ আব্দুল মোত্তাকিম
(২) বিএ-৫৭০৯ মেজর মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান
(৩) বিএ-৬৮৫৯ মেজর মোঃ নাহিদ হাসান সবুজ
(৪) টিডি-৪৫৪ ফোরম্যান মোঃ নুরুন্নবী
(৫) টিডি-৬৮৯ সুপারভাইজার বি সৈয়দ আনিচুর রহমান
(৬) টিডি-৮১৭ ভিউয়ার মোঃ ছানোয়ার হোসেন

উপরে বর্নিত ক্রমিক নং-০৩ এর বিএ-৬৮৫৯ মেজর মোঃ নাহিদ হাসান সবুজ, ইএমই এর ভ্রমণ ভাতার বিল যাচাই করে দেখা যায় যে, নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে অতিরিক্ত গ্রহণ করা হয়েছেঃ

(১) সার্বিয়াতে অবস্থানকালীন থাকা-খাওয়া, অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ইত্যাদি সার্বিয়া সরকার বহন করেছে। ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী ০৬.০৪.২০১৪ তারিখ অপরাহ্ন ৭:১৫ ঘটিকায় বেলগ্রেড এয়ারপোর্টে পৌছান হয় এবং ১৪.০৪.২০১৪ তারিখ সকাল ৮:৫৫ ঘটিকায় বেলগ্রেড ত্যাগ করা হয়। সুতরাং চুক্তি মোতাবেক বেলগ্রেডে পৌছার পর থেকে প্রস্থান পর্যন্ত সার্বিয়া সরকার থাকা ও খাওয়ার ব্যয় বহন করেছে। তবুও ০৬.০৪.২০১৪ এবং ১৪.০৪.২০১৪ তারিখে বাধ্যতামূলক অবস্থান দেখিয়ে দৈনিক ভাতা গ্রহণ করা হয়েছে যা প্রাপ্য নয়। উল্লেখ্য, ০৬.০৪.২০১৪ তারিখ অপরাহ্ন ৭:১৫ ঘটিকায় বেলগ্রেড পৌছার এবং ১৪.০৪.২০১৪ তারিখ সকাল ৮:৫৫ ঘটিকায় বেলগ্রেড ত্যাগ করার কারণে ঐ ২ দিন বাধ্যতামূলক অবস্থানের কোন ঘটনা ঘটে নাই। তবে পকেটভাতা ০৬.০৪.২০১৪ হতে ১৩.০৪.২০১৪ তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্য বিধায় একদিনের পকেটভাতা কম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া যাত্রাপথে ১৪.০৪.২০১৪ তারিখ ইস্তাম্বুলে ১১:৪০ ঘটিকায় পৌছে দিবাগত রাতে স্টপওভার হয়েছে। কিন্তু ঐ স্টপওভার এর জন্য এয়ারলাইন্স কোন হোটেল এ্যাকোমোডেশন ও মিল এ্যালাউন্সের ব্যবস্থা করেছে কিনা, না করে থাকলে কেন করে নাই তার কোন ব্যাখ্যা নাই। এছাড়া ইস্তাম্বুলের যে হোটেল বিল দেয়া হয়েছে তাতে ১৪.০৪.২০১৪ তারিখ হতে ২ রাত্রি দেখানো হয়েছে। কিন্তু ১৫.০৪.২০১৪ তারিখ চেক আউট করা হলে ২ রাত্রি কি করে হয় স্পষ্ট নয়। অর্থাৎ হোটেল বিল গ্রহণযোগ্য নয়। এমতাবস্থায় বাধ্যতামূলক অবস্থান দেখিয়ে দাবীকৃত ৩ দিনের হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রাপ্য ছিল না বিধায় পরিশোধ বিধিসম্মত হয় নাই টাকা (মাঃ ডঃ ৩৩৭.০০×৩দিন= মাঃ ডঃ ১০১১.০০। দৈনিক ভাতা বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করার কারণে অতিরিক্ত গ্রহণকৃত মাঃ ডঃ ১০১১.০০ মার্কিন ডলারেই ফেরতযোগ্য। নতুবা অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের ২৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হারে দেড়গুণ হিসাবে টাকা ১,২১,৩২০ (মাঃ ডঃ ১০১১ ×৮০×১.৫ গুণ) আদায়যোগ্য।

(২) বিমানে অতিরিক্ত লাগেজ বহন ব্যয়ঃ আলোচ্য সফরটি প্রাক-জাহাজীকরণ। সুতরাং যাওয়া এবং আসার পথে বিমানে অতিরিক্ত লাগেজ বহন প্রাধিকৃত না হওয়া সত্বেও এ বাবদ টাকা ৪২,৯৬৯.৭৫ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

প্রতীয়মান হয় যে, মেজর পদবীর সকল কর্মকর্তার ক্ষেত্রে একইরূপ ঘটনা ঘটেছে। অতএব, তাঁদের প্রত্যেকের নিকট হতে আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ টাকা (দৈনিক ভাতা ১,২১,৩২০.০০ + এমসিও বাবদ ৪২,৯৬৯.৭৫) ১,৬৪,২৮৯.৭৫ হারে বর্নিত ক্রমিক নং-০১ হতে ০৩) ৩ জনের নিকট হতে মোট (১,৬৪,২৮৯.৭৫×৩)= টাকা ৪,৯২,৮৬৯.২৫ আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩(৩৯)

এপি নং-১৪৪৮৭ (আপত্তি-১৫৬)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

বিএ-৫৩৭২ লেঃ কর্ণেল লুৎফুল করিম এবং বিএ-৪৬২২ মেজর মোঃ হুমায়ুন কবির সরকার কর্তৃক বাধ্যতামূলক অবস্থান না ঘটা সত্বেও এ বাবদ হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ভাতা (নগদভাতাসহ) গ্রহণ ২,৪২,৬৪০ টাকা।

এএফডি এর ০৯.১২.২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ৪১৮ সংখ্যক পত্র এবং সেনাসদর, জিএস শাখা, এসডি পরিদপ্তর এর ১৫.১২.২০১৫ তারিখের আর্থিক প্রাপ্যতা আদেশ এর প্রেক্ষিতে ডিজিডিপি চুক্তি নং-২২১.০৬৪.১৫ তারিখ ২৫.০৬.২০১৫ এর মাধ্যমে Motor Grader Model: BG130 T-4, German Complete with Std Tools and Accessories পরিমাণ-২০ এর প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন উপলক্ষ্যে নিম্নোক্তগণ ২০.১২.২০১৫ হতে ২৪.১২.২০১৫ পর্যন্ত ৫ দিন (ভ্রমণসময় ব্যতীত) সফর করেন।

(১) বিএ-৫৩৭২ লেঃ কর্ণেল লুৎফুল করিম, ইঞ্জিনিয়ার্স-দলনেতা
(২) বিএ-৪৬২২ মেজর মোঃ হুমায়ুন কবির সরকার, ইএমই-সদস্য
(৩) টিডি-৭০৮ চার্জম্যান মোঃ আলতাব হোসেন-সদস্য

বিএ-৫৩৭২ লেঃ কর্ণেল লুৎফুল করিম এর ভ্রমণভাতার বিল পর্যালোচনায় নিম্নোক্ত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়ঃ

৪ দিনের বাধ্যতামূলক অবস্থানঃ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বিলে ১৯,২৫,২৬,২৭ ডিসেম্বর ২০১৫ ৪ দিনের বাধ্যতামূলক অবস্থান দেখিয়ে হোটেলভাড়া ভিত্তিক ভাতা (নগদভাতাসহ) মাঃ ডঃ ৩৩৭.০০×৪×টাকা ৭৮.৯০=টাকা ১,০৬,৩৫৭.০০ গ্রহণ করেন। ফ্লাইট আইটিনারী পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, বর্ণিত কর্মকর্তা টার্কিস এয়ারলাইন্স যোগে ১৯.১২.২০১৫ তারিখ ৭:০০ ঘটিকায় ঢাকা ত্যাগ করে ১২:১০ ঘটিকায় ইস্তাম্বুল পৌছেন এবং ঐ দিনই ১৪:৫০ ঘটিকায় ইস্তাম্বুল ত্যাগ করে ১৭:০৫ ঘটিকায় জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুটে পৌছেন এবং ২৬.১২.২০১৫ তারিখ পূর্বাহ্ন পর্যন্ত অবস্থান করেন। বর্তমান যুগে ঢাকা হতে জার্মানী গমণের জন্য বিমান প্রতিদিনই লভ্য। এএফডি এবং সেনাসদরের পত্রে স্পষ্ট করা হয়েছে যে যাত্রার তারিখ হতে ৫ দিন প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন। অতএব, ১৯.১২.২১৫ তারিখে পৌছার পর ২৪.১২.২০১৫ তারিখে পরিদর্শন শেষে তার ফেরত যাত্রা করা উচিত ছিল। কিন্তু বিমান টিকেট থেকে দেখা যায় তিনি ২৬.১২.২০১৫ তারিখ ফেরত যাত্রা করেন। কেন ২৫.০১.২০১৫ তারিখ ফেরত যাত্রা সম্ভব হয় নাই তার কোন ব্যাখ্যাও নাই। অন্যদিকে বোর্ডিং পাস থেকে দেখা যায় তিনি ফ্রাঙ্কফুট থেকে ২৭.১২.২০১৫ তারিখ যাত্রা করেন। অর্থাৎ বিমান টিকেটের ভ্রমণ বৃত্তান্ত বাস্তব অবস্থা থেকে ভিন্ন। অন্যদিকে হোটেল বিল থেকে দেখা যায় ইস্তাম্বুলে ২৬.১২.২০১৫ তারিখে আগমন করে ২৭.১২.২০১৫ তারিখ প্রস্থান করা হয়। কিন্তু তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ পাসপোর্টের ইমিগ্রেশন সীল অনুযায়ী ২৭.১২.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ফ্রাঙ্কফুটেই ছিলেন। এসব গরমিলের কারণে ২৫.১২.২০১৫ তারিখ জার্মানী থেকে রওয়ানা না হয়ে ২দিন বেশী অবস্থান করে ২৭.১২.২০১৫ তারিখ ফেরত যাত্রা সরকারি কোন কাজের জন্য বা বিমান যোগাযোগের অনিবার্য কারণেও নয়। তাই অতিরিক্ত অবস্থানকে বাধ্যতামূলক অবস্থান ধরে দৈনিক ভাতা প্রদান আর্থিক বিধি ও শৃঙ্খলার পরিপন্থী। তাই ১৯.১২.২০১৫ হতে ২৫.১২.২০১৫ পর্যন্ত ৬ রাত্রির জন্য ৬ দিনের দৈনিক ভাতা প্রাপ্য। কিন্তু গ্রহণ করা হয়েছে ৯ দিনের। ৩ দিনের (৩৩৭×৩) মাঃ ডঃ ১০১১ প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করায় অতিরিক্ত গৃহিত অর্থ বৈদেশিক মুদ্রাতেই ফেরতযোগ্য। নতুবা অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের ২৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হারে দেড়গুণ হিসাবে মাঃ ডঃ ১০১১×৮০×১.৫=টাকা ১,২১,৩২০.০০ আদায়যোগ্য। অপর সেনা কর্মকর্তা জনাব (২) বিএ-৪৬২২ মেজর মোঃ হুমায়ুন কবির সরকার, ইএমই-সদস্য ক্ষেত্রেও একইরূপ ঘটেছে বিধায় তাঁর নিকট হতে একই পরিমাণ অর্থ আদায়যোগ্য। অর্থাৎ মোট (১,২১,৩২০+১,২১,৩২০) **টাকা ২,৪২,৬৪০.০০** আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩(৪০)

এপি নং-১৪৪৯০ (আপত্তি-১৬১)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

বিএ-২৬৬০ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এবং বিএ-৪৩৩২ লেঃ কর্ণেল গাজী মোঃ আসাদুজ্জামান কর্তৃক প্রাপ্য না হওয়া সত্বেও ১ দিনের বাধ্যতামূলক অবস্থান বাবদ গ্রহণ ১,৮৬,০০০ টাকা ।

এএফডি এর ২২.০২.২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ৬৫২ সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে ১৪.০৩.২০১৬ হতে ১৬.০৩.২০১৬ পর্যন্ত সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের USA Non Commissioned Officers' Academy পরিদর্শনের জন্য নিম্নবর্ণিত সেনা কর্মকর্তাদ্বয়কে যুক্তরাষ্ট্র গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়।

ক. বিএ-২৬৬০ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এনডিসি, পিএসসি

খ. বিএ-৪৩৩২ লেঃ কর্ণেল গাজী মোঃ আসাদুজ্জামান, পিএসসি, পদাতিক

গ. নম্বর ৪০২৬৭৬৭ সার্জেন্ট মোঃ শফিকুল ইসলাম, বীর

ঘ. নম্বর ৪০২০৮৪০ সার্জেন্ট মোঃ শাহআলম, ইবি

তন্মধ্যে বিএ-৪৩৩২ লেঃ কর্ণেল গাজী মোঃ আসাদুজ্জামান, পিএসসি, পদাতিক এর বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা বিল নিরীক্ষা করে নিম্নোক্ত অসংগতি লক্ষ্য করা যায়ঃ

(১) আর্থিক প্রাপ্যতা আদেশ অনুযায়ী NCOA, যুক্তরাষ্ট্র, পরিদর্শনে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীর থাকা-খাওয়া এবং পরিদর্শন সংক্রান্ত আভ্যন্তরীণ যাতায়াত খরচ বহন করবে। তাঁর বোডিং পাস ও বিমান আইটিনারী হতে দেখা যায় যে, তিনি কাতার এয়ারওয়েজে ১১.০৩.২০১৬ তারিখ ০২:১৫ ঘটিকায় ঢাকা ত্যাগ করে ০৫:২৫ ঘটিকায় দোহার পৌছেন, ঐ দিনই দোহা হতে ৭:৫৫ (বোর্ডিং পাসে ০৬:৫৫) ঘটিকায় যাত্রা করে ১৪:১৫ ঘটিকায় নিউইয়র্ক পৌছেন। তাহলে ১১.০৩.২০১৬ তারিখ বাধ্যতামূলক অবস্থান ঘটে নাই। বিমান আইটিনারী অনুসারে তিনি ১১.০৩.২০১৬ তারিখ ২০:৫৫ ঘটিকায় নিউইয়র্ক ত্যাগ করে ০০:১২ ঘটিকায় (১২.০৩.২০১৬ তারিখ) পোর্টল্যান্ড পৌছেন এবং 16.03.2016 তারিখ পরিদর্শন শেষ হলেও তথায় ২৪.০৩.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত অবস্থান করেন। আর্থিক প্রাপ্যতা আদেশ অনুসারে NCOA যুক্তরাষ্ট্র পরিদর্শনে অংশগ্রহনকারী প্রশিক্ষনার্থীদের থাকা-খাওয়া এবং পরিদর্শন সংক্রান্ত অভ্যন্তরীন যাতায়াত খরচ বহন করে। যুক্তরাষ্ট্রে পৌছার পর যুক্তরাষ্ট্র সরকার যদি উক্ত প্রতিনিধিদলের ২.৫ দিনের থাকা-খাওয়া ব্যয় বহন না করে থাকে তারও স্পষ্টীকরণ থাকা আবশ্যক কিন্তু নাই। যুক্তরাষ্ট্র সরকার ১১.০৩.২০১৬ হতে ১৩.০৩.২০১৬ পর্যন্ত ২.৫ দিনের থাকা-খাওয়া এর ব্যবস্থা না করার তথ্য যদি আগে থেকেই থাকতো তবে বিমান টিকেটের ব্যবস্থাও সেইভাবে করতে হতো। নিজের অর্থ ব্যয় করার ক্ষেত্রে যেরূপ আন্তরিকতা ও বিচক্ষনতা প্রয়োগ করা হয় আর্থিক যথার্থতা নীতি অনুযায়ী সরকারী অর্থ খরচের ক্ষেত্রেও সেইভাবে আন্তরিকতা ও বিচক্ষনতা অবলম্বন করতে হয়। এক্ষেত্রে এই নীতির ব্যত্যয় ঘটানো হয়েছে। অতএব, দায়িত্ব সফরকারী কর্মকর্তারই এবং আর্থিক নিয়ম লংঘন করে ২.৫ দিনের বাধ্যতামূলক অবস্থানে জন্য গৃহিত মাঃ ডঃ ৫৭৭.৫০ সরকারী ক্ষতির অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট হতেই আদায়যোগ্য। বিএ-২৬৬০ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এনডিসি, পিএসসি এর বিলেও অনুরূপ অসংগতি সংঘটিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং বিএ-২৬৬০ ব্রিঃ জেনারেল মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এর নিকট হতে মাঃ ডঃ ৯৭২.৫০ (৩৮৯×২.৫) এবং লেঃ কর্নেল গাজী মোঃ আসাদুজ্জামান এর নিকট হতে মাঃ ডঃ ৫৭৭.৫০ মার্কিন ডলারে কিংবা দেশীয় মুদ্রায় বিনিময় হারের দেড়গুণ হিসাবে যথাক্রমে টাকা ১,১৬,৭০০ (মাঃ ডঃ ৯৭২.৫০ ×৮০×১.৫) এবং টাকা ৬৯,৩০০ (৫৭৭.৫০×৮০×১.৫)। ফলে সর্বমোট (১,১৬,৭০০+৬৯,৩০০) **১,৮৬,০০০** আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩(৪১)

এপি নং-১৪৪৯১ (আপত্তি-১৬২)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

কাতারে Exercise Ferocious Falcon (4)-2015 এ অংশগ্রহণকারী ২০ জন অফিসার কর্তৃক অতিরিক্ত পকেট ভাতা এবং প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত লাগেজ বহন ব্যয় গ্রহণে আদায়যোগ্য ১০,৮১,৭০৯ টাকা ।

এএফডি এর ০৪.০৫.২০১৫ তারিখের কাতার.১৭২৬ সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে পরিশিষ্টে বর্ণিত সামরিক কর্মকর্তা ও অন্যান্য পদবীর সদস্যগণকে ০৯.০৫.২০১৫ হতে ২৭.০৫.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত (সংশোধিত) কাতারে অনুষ্ঠিত শিরোনামভূক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহনের জন্য কাতার গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়।

(১)সেনাসদর জিএস শাখা সামরিক পরিদপ্তরের ০৪.০৫.২০১৫ তারিখের আর্থিক প্রাপ্যতা আদেশের অনুচ্ছেদ-২ অনুযায়ী কাতার সরকার কর্তৃক বিষয়োক্ত সামরিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারী সদস্য ও প্রশিক্ষণ সরঞ্জামাদি কাতার (C-17) বিমান এর মাধ্যমে কাতারে প্রেরণ ও প্রশিক্ষণ শেষে বাংলাদেশে ফেরত আনা হয়। আবার উক্ত আর্থিক প্রাপ্যতা আদেশের অনুচ্ছেদ ৩(ঙ) এ প্রশিক্ষণ সামগ্রী বহনের জন্য বিমান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত লাগেজ বহনের সুযোগের অতিরিক্ত ১৮ কেজি, ফেরার পথে ২৮ কেজি লাগেজ বিমানে বহনের ব্যয় প্রাপ্যতা দেয়া হয়। যা সঠিক হয় নাই। কারণ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারীগণকে এবং প্রশিক্ষণ সামগ্রী কাতারের C-17 বিমানে নেয়া ও আনা হয়েছে। সুতরাং JSS 00312 মেজর আয়শা আফরোজ এএফএনএস এর ভ্রমণ ভাতার বিলে অতিরিক্ত লাগেজ বহন ব্যয় বাবদ ৫০,৬০০.০০ টাকা পরিশোধ বিধি সংগত হয়নি কারণ দাখিলকৃত এমসিও এর প্রকৃতি ও লিখন এবং অবয়ব দেখে প্রতীয়মান হয় তা আসল (Genuine) নয়। একই রূপ ঘটনা অন্যদের ক্ষেত্রেও ঘটেছে বলে প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ প্রত্যেকে এ বাবদ টাকা ৫০,৬০০.০০ করে উত্তোলন করেছেন। তাই এক্ষেত্রে বিধি বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত লাগেজ বহন ব্যয় বাবদ পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ অর্থ নিয়ন্ত্রক (আর্মি) পে-১ এর ক্ষেত্রে (৫০,৬০০ টাকা×২০ জন) টাকা ১০,১২,০০০.০০।

(২) অতিরিক্ত পকেটভাতাঃ আদেশে প্রশিক্ষণ সময় ০৯.০৫.২০১৫ হতে ২৭.০৫.২০১৫ পর্যন্ত ১৯ দিন প্রশিক্ষণ সময় উল্লেখ থাকলেও জেএসএস ০০৩১২ মেজর আয়শা আফরোজ এএফএনএস এর পাসপোর্টের ফটোকপি থেকে দেখা যায় যে ০৯.০৫.২০১৫ তারিখ কাতারে গমণ ও ২৭.০৫.২০১৫ কাতার হতে প্রত্যাবর্তন। সুতরাং ১৮ দিন অবস্থানের জন্য পকেটভাতা প্রাপ্য কিন্তু গ্রহণ করা হয়েছে ১৯ দিনের। ১ দিনের বেশী নেয়া হয়েছে। ১৯ জন লেঃ কর্ণেল ও মেজর পদবীর কর্মকর্তাগণ (১৭৮ ডলার×২৫%) মাঃ ডঃ ৪৪.৫×৭৭.৮০=টাকা ৩,৪৬২.১০ করে এবং ১জন ব্রিঃ জেনারেল পর্যায়ের কমকর্তা (২০২ ডলার×২৫%) মাঃ ডঃ ৫০.৫×৭৭.৮০=টাকা ৩,৯২৮.৯০ করে এবং অন্যান্যরা (১৬৫ ডলার×২৫%) মাঃ ডঃ ৪১.২৫×৭৭.৮০=টাকা ৩,২০৯.২৫ করে অতিরিক্ত পকেটভাতা গ্রহণ করেছেন।

১.	ব্রিঃ জেনারেলঃ	টাকা ৩,৯২৮.৯০×১ জন = ৩,৯২৮.৯০
২.	লেঃ কর্ণেল/মেজর/সহকারী পরিচালক	টাকা ৩,৪৬২.১০×১৯ জন=৬৫,৭৭৯.৯০
		অতিরিক্ত পকেট ভাতা বাবদ মোট= ৬৯,৭০৮.৮০ টাকা

ফলে পকেট ভাতা ও অতিরিক্ত লাগেজ বহন ব্যয় বাবদ মোট অতিরিক্ত গ্রহণের পরিমাণ (১০,১২,০০০.০০+৬৯,৭০৪.৮০) **১০,৮১,৭০৮.৮০** টাকা।

পকেট ভাতা ও অতিরিক্ত লাগেজ বহন ব্যয় বাবদ মোট অতিরিক্ত গ্রহীতার নামীয় তালিকা **পরিশিষ্ট-৩ (৪১)** এ দেখানো হলো।

অনুচ্ছেদ-০৩

পরিশিষ্ট-৩(৪১)

(আপত্তি নং-১৬২)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

কাতারে Exercise Ferocious Falcon (4)-2015 এ অংশগ্রহণকারী ১০১ জন সেনাসদস্যের মধ্যে এফসি পে-১ কার্যালয়ের ২০ জনের নামীয় তালিকাঃ

ক্রমিক	ব্যক্তিগত নম্বর, পদবী ও নাম	পদবী/দল	মন্তব্য
১	বিএ-৩৪৯১ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্দুল্লাহ আল ইউসুফ,পিএসসি, জি	দলনেতা	
২	বিএ-৪৭৭২ লেঃ কর্ণেল মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, পিএসসি, সিগন্যালস	সমন্বয়ক	
৩	বিএ-৪৮৩০ লেঃ কর্ণেল মোঃ হামদুর রহমান, পিএসসি, অর্ডন্যান্স	সিপিএক্স সদস্য	
৪	বিএসএস-১০০৮৭৫ লেঃ কর্ণেল মোঃ মাসুদুর রহমান,এমপিএইচ, এএমসি	সিপিএক্স সদস্য	মেডিক্যাল দলনেতা
৫	বিএ-৫২৮৮ লেঃ কর্ণেল খোন্দকার শাহরিয়ার সাব্বির, পিএসসি, এসি	সিপিএক্স সদস্য	
৬	বিএসএস-১০০৮৯৬ লেঃ কর্ণেল একেএম মশিউল মুনির,এমপিএইচ, এএমসি	সিপিএক্স সদস্য	
৭	বিএ-৫৫০৯লেঃ কর্ণেল খন্দকার তারিকুল ইসলাম, পিএসসি, পদাতিক	সিপিএক্স সদস্য	
৮	বিএ-৫৭০৯ লেঃ কর্ণেল মোঃ জিল্লুর রহমান, পিএসসি, জি আর্টিলারী	সিপিএক্স সদস্য	
৯	বিএ-৫৭৬৯ লেঃ কর্ণেল মোঃ মনিরুজ্জামান খান, এইসি	সিপিএক্স সদস্য	
১০	বিএ-৫৭৫৭ মেজর মোহাম্মদ মনোয়ার মাহবুব, পিএসসি, পদাতিক	সিপিএক্স সদস্য	
১১	বিএ-৫৮৮২ মেজর মোঃ দেলোয়ার হোসেন তালুকদার, পিএসসি, ইঞ্জিনিয়ার্স	সিপিএক্স সদস্য	ইঞ্জিনিয়ার্স দলনেতা
১২	বিএ-৫৯৬৯ মেজর মোহাম্মদ কামাল হোসেন মামুন, পিএসসি, জি, আর্টিলারী	সিপিএক্স সদস্য	বিশেষ বাহিনী দলনেতা
১৩	বিএ-৬০০৯ মেজর গাজী মোহাম্মদ মিজানুল হক, পিএসসি, পদাতিক	সিপিএক্স সদস্য	
১৪	বিএ-৬২৪৯ মেজর মোহাম্মদ ইমরুজ্জামান সাইফ,পিএসসি, ইঞ্জিনিয়ার্স	সিপিএক্স সদস্য	ইঞ্জিনিয়ার্স
১৫	বিএসএস-১০১১১৩ মেজর মোঃ আলিউজ্জামান,এমপিএইচ, এএমসি	সিপিএক্স সদস্য	মেডিক্যাল
১৬	বিএসএস-১০১১৪৮ মেজর খন্দকার মোসায়েদ রেজা,এমপিএইচ, এএমসি	সিপিএক্স সদস্য	মেডিক্যাল
১৭	বিএ-৬৮১২ মেজর মোঃ রেজাউল করিম, পদাতিক	সিপিএক্স সদস্য	বিশেষ বাহিনী
১৮	জেএসএস-০০২১১ মেজর মোসাম্মৎ শাহনেওয়াজ আক্তার, এএফএনএস	সিপিএক্স সদস্য	মেডিক্যাল
১৯	জেএসএস-০০৩১২ মেজর আয়েশা আফরোজ, এএফএনএস	সিপিএক্স সদস্য	মেডিক্যাল
১০১	মোহাম্মদ রেজা-উল করিম শাম্মী (সহকারী পরিচালক)	আইএসপিআর	মিডিয়া সদস্য

ক্রমিক নং-২০ হতে ১০০ পর্যন্ত এফসি (আর্মি) পে-২ এর সাথে সম্পৃক্ত।

অনুচ্ছেদ নং-০৩
পরিশিষ্ট-৩(৪২)
এপি নং-১৪৪৯৪ (আপত্তি-১৬৮)
ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

ভারতে ডেইরী ফার্ম পরিদর্শন উপলক্ষ্যে বিমান ভাড়া ও দৈনিক ভাতা অতিরিক্ত গ্রহণ ২,৪১,২০০ টাকা ।

এএফডি এর ০৩.১১.২০১৪ খ্রিঃ তারিখের ২২৭ সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে ভারতীয় সেনাবাহিনী থেকে দুগ্ধ গাভী, মহিষ, ঘোড়া ও কুকুর ক্রয় এবং Study of artificial insemination and embryo transfer এর লক্ষ্যে ভারতের মিলিটারী ফার্ম, রিমাউন্ট ডেপো এবং ডগ ব্রিডিং সেন্টারে ওয়ার্কিং ভিজিট এর নিমিত্ত নিম্নোক্ত সেনাসদস্যগণ যাতায়াত সময়সহ ১০.১১.২০১৪ হতে ১৬.১১.২০১৪ পর্যন্ত ভারত সফর করেনঃ
(১) বিএ-৫৩৬২ লেঃ কর্ণেল মোঃ তুহিন হাসান, পিএসসি-দলনেতা
(২) বিএ-৫৬৬৫ মেজর মোঃ শহীদুল্লাহ গাজী, আরভিএফসি-সদস্য
(৩) সিএস-৯০০৬৪৭ ইনসেমিনেটর মোঃ রিয়াজুল হক-সদস্য
বিএ-৫৬৬৫ মেজর মোঃ শহীদুল্লাহ গাজীর ভ্রমণ ভাতার বিল যাচাই করে দেখা যায় যে, তিনি ১০.১১.২০১৪ ১২:২০ ঘটিকায় দিল্লী গমন এবং ১৬.১১.২০১৪ তারিখ ১৩:০৫ ঘটিকায় দিল্লী হতে ফ্লাই করে বাংলাদেশে ফেরত আসা হয়। সুতরাং ৬ রাত্রি অতিবাহিত করা হয় তাই ৬ দিনের দৈনিক ভাতা প্রাপ্য কিন্তু ৭ দিনের দৈনিক ভাতা গ্রহন করা হয়েছে। অর্থাৎ ১ দিনের দৈনিক ভাতা অতিরিক্ত গ্রহন করা হয়েছে। এছাড়া যে হোটেল বিল দাখিল করা হয়েছে তা যথাযথ নয় কারণ Hoel Africa Avenue নামক হোটেলের ২টিবিল দেয়া হয়েছে। ১টি বিল ১০.১১.২০১৪ তারিখ হতে ১১.১১.২০১৪ তারিখ পর্যন্ত ১ দিনের, অন্যটি ১০.১১.২০১৪ হতে ১৬.১১.২০১৪ তারিখ পর্যন্ত সময়ের। ১০.১১.২০১৪ তারিখ হতে ১৬.১১.২০১৪ পর্যন্ত সময় উভয় বিলে অন্তর্ভুক্ত ও বিল পরিশোধ। ১ দিনের জন্য ২ দিনের হোটেল ভাড়া কিভাবে পরিশোধ হ'ল বোধগম্য নয়। আবার এও স্পষ্ট নয় যে, ১০.১১.২০১৪ তারিখ আগমন হলে এবং ১৬.১১.২০১৪ তারিখ প্রস্থান হলে ৭ দিন কি করে হয়। অর্থাৎ হোটেল বিলগুলি যথাযথ নয়।। যথাযথ/মূল ভাউচার ছাড়া হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রাপ্য নয়। তবে সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য। অতএব, প্রত্যেকের কর্তৃক অতিরিক্ত গ্রহনের পরিমান নিম্নরূপঃ

গ্রহন	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
১০.১০.২০১৪ তারিখ হতে ১১.১১.২০১৪ পর্যন্ত হোটেল ভাড়াঃ ৭ দিন×২৭৩ মাঃ ডঃ = মাঃ ডঃ ১৯১১.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা তবে ৬দিন×১৫১ মাঃ ডঃ = মাঃ ডঃ ৯০৬.০০	মাঃ ডঃ ১০০৫.০০

দৈনিক ভাতা বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করায় অতিরিক্ত গৃহিত দৈনিক ভাতা বৈদেশিক মুদ্রায় ফেরতযোগ্য। নতুবা অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের ২৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হারে দেড়গুণ হিসাবে (১০০৫×৮০×১.৫গুণ) টাকা ১,২০,৬০০.০০ ফেরতযোগ্য। অতএব, ২ জনের নিকট হতে টাকা **২,৪১,২০০.০০** (১,২০,৬০০×২) আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ নং-০৩
পরিশিষ্ট-৩(৪৩)
এপি নং-১৪৪৯৫ (আপত্তি-১৬৯)
ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

৫ (পাঁচ) জন সেনাকর্মকর্তা কর্তৃক সিংগাপুর সফর উপলক্ষ্যে অসংগতিপূর্ণ ভাউচারের মাধ্যমে অতিরিক্ত লাগেজ বহন ব্যয় ও প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে কোর্স ফি এবং কৃত্রিম (fake) হোটেল ভাউচার দ্বারা হোটেলভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা (নগদভাতাসহ) গ্রহন ১১,০৯,৮৯০ টাকা

এএফডি এর ২১.০৫.২০১৫ খ্রিঃ তারিখের .১৫/আর্মি/জিও/৬৪৫ সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code এর বৈদেশিক কোর্সে অংশগ্রহনের জন্য নিম্নেবর্ণিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এটিও যোগ্যতা সম্পন্ন ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদলের ০৩ জুন ২০১৫ হতে ০৫ জুন ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ৩ (তিন) দিনের জন্য (যাতায়াত সময়সীমা ব্যতীত) অথবা গন্তব্যস্থলে পৌছার পর ৩ (তিন) দিনের জন্য (যাতায়াত সময়সীমা ব্যতীত) সিঙ্গাপুর গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমোদন প্রদান করা হয়ঃ

(১) বিএ-৪১৬৭ লেঃ কর্ণেল আহমেদ সোহেল শাহাব, পিএসসি, অর্ডন্যান্স।
(২) বিএ-৪৫৮২ লেঃ কর্ণেল মোঃ নেয়ামুল কবির, অর্ডন্যান্স।
(৩) বিএ-৬১০২ মেজর সৈয়দ কামাল হোসেন, পিএসসি,অর্ডন্যান্স।
(৪) বিএ-৬২৯৪ মেজর পার্থ প্রতীম সাহা, পিএসসি, অর্ডন্যান্স।
(৫) বিএ-৬৯১৯ মেজর আবু ইউসুফ আল নুর ইমন, অর্ডন্যান্স।

বিএ-৬৯১৯ মেজর আবু ইউসুফ আল নুর ইমন এর ভ্রমণভাতার বিল যাচাই করে নিম্নোক্ত অসংগতি দেখা যায়ঃ

(১) **তৈরীকৃত (Manufactured) MCO দ্বারা অতিরিক্ত লাগজে বহন বাবদ ব্যয়ঃ** অতিরিক্ত মালামাল বহন না করা সত্বেও Accompany লাগেজের জন্য যাওয়ার সময় ১৮ কেজি এবং ফেরার সময় ২৮ কেজি Biman MCO বাবদ টাকা ১৪,০৪০+(মাঃ ডঃ ৫০৪ ×৭৭.৮০) টাকা ৩৯,২১১.০০ মোট টাকা ৫৩,২৫১.০০ অতিরিক্ত গ্রহন করেছেন। কারণ তিনি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে ভ্রমণ করলেও এমিরেটস এয়ারলাইন্সের ভাউচার দেয়া হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সিংগাপুর হতে ঢাকা ফেরত এসেছেন ০৯ জুন ২০১৫ তারিখে অথচ ২৮ কেজি এমসিও দেয়া হয়েছে ০৬ জুন ২০১৫ তারিখের। এতে প্রতীয়মান হয় MCO ভাউচারগুলো তৈরীকৃত (Manufactured)। সুতরাং ৫ জনের নিকট হতে মোট আদায়যোগ্য (৫৩,২৫১.০০×৫) টাকা ২,৬৬,২৫৫.০০।

(২) **অতিরিক্ত কোর্স ফি পরিশোধ দেখিয়ে গ্রহনঃ** আর্থিক প্রাপ্যতা আদেশ অনুযায়ী প্রতি জনের কোর্স ফি মাঃ ডঃ ৬৪২.০০ কিন্তু গ্রহন করেছে মাঃ ডঃ ১৫৫৫.২০। অতিরিক্ত গ্রহন মাঃ ডঃ (মাঃ ডঃ ১৫৫৫.২০-৬৪২.০০=মাঃ ডঃ ৯১৩.২০) মাঃ ডঃ ৯১৩.২০ ×টাকা ৭৭.৮০=টাকা ৭১,০৪৬.৯৬, সুতরাং ৫ জনের নিকট হতে মোট আদায়যোগ্য ৭১,০৪৬.৯৬×৫=টাকা ৩,৫৫,২৩৪.৮০।

(৩) **তৈরীকৃত (Manufactured) ভাউচার দ্বারা হোটেল ভাড়া ভিত্তিক (নগদভাতাসহ) দৈনিক ভাতা গ্রহণঃ** ০২ জুন ২০১৫ হতে ০৫ জুন ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ৪ (চার) দিন অবস্থানের জন্য তিনি Hotels in Singapor নামক হোটেলের বিল দাখিল করে হোটেল ভাড়া ভিত্তিক (নগদ ভাতাসহ) দৈনিক ভাতা বাবদ (মাঃ ডঃ ২৪৬+৯১) মাঃ ডঃ ৩৩৭.০০×৪দিন=মাঃ ডঃ ১৩৪৮.০০ গ্রহন করা হয়েছে। আর্থিক প্রাপ্যতা আদেশে ০৩ জুন ২০১৫ হতে ০৫ জুন ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ৩ (তিন) দিনের জন্য (যাতায়াত সময়সীমা ব্যতীত) অথবা গন্তব্যস্থলে পৌছার পর ৩ (তিন) দিনের জন্য (যাতায়াত সময়সীমা ব্যতীত) সিঙ্গাপুর গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমোদন প্রদানের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং হোটেল বিল যদি সঠিকও হতো তাহলে তিনি ৩ দিনের হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা (নগদ ভাতাসহ) প্রাপ্য

হতেন। কিন্তু Hotels in Singapor নামক হোটেলের যে বিল তিনি দাখিল করেছেন তাতে হোটেল কর্তৃপক্ষের কোন স্বাক্ষর নাই। এছাড়াও উক্ত বিলের অবয়ব, প্রকৃতি আসল (original) বিলের মতো নয়। কারন উক্ত কর্মকর্তা যে শ্রেনীর এবং সিংগাপুর যে গ্রুপের দেশ তাতে হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা মাঃ ডঃ ২৪৬.০০ এবং নগদভাতা মাঃ ডঃ ৯১.০০। বিলেও ট্যাক্সসহ রুমভাড়া ২৪৬.০০ মার্কিন ডলার এবং খাবার মূল্য ৯১.০০ মাঃ ডলার লিখা আছে। আসল (original) বিলে রুমভাড়া, সার্ভিস চার্জ, লোকাল ট্যাক্স ইত্যাদি উল্লেখ থাকে এবং সিংগাপুরের বিলের আদল, অবয়ব এরকম সাদা কাগজে কম্পিউটার প্রিন্ট হয় না। আসল বিলে হোটেল কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষরসহ হোটেলের সীলমোহর ব্যবহার করা হয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ২ এবং ৫ নং ক্রমিকে বর্ণিত উভয় কর্মকর্তার হোটেল বিলে রুম নম্বর একই ৩০১ এ ছাড়া ০২.০৬.২০১৫ হতে ০৫.০৬.২০১৫ পর্যন্ত ৩ রাত্রির জন্য ৩ দিনের ভাড়া নেয়ার কথা থাকলেও ৪ দিনের ভাড়া নেয়া দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ হোটেল বিলগুলি যথাযথ নয়।। যথাযথ/মূল ভাউচার ছাড়া হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রাপ্য নয়। তবে সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য। অতএব, প্রত্যেকের কর্তৃক অতিরিক্ত গ্রহনের পরিমান নিম্নরূপঃ

গ্রহন	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
০২.০৬.২০১৫ হতে ০৫.০৬.২০১৫ পর্যন্ত হোটেল ভাড়াঃ ৪ দিন×৩৩৭ ডলার=মাঃ ডঃ ১৩৪৮.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা ৩দিন × ১৭৮ডলার = মাঃ ডঃ **৫৩৪.০০**	মাঃ ডঃ ৮১৪.০০

বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করায় অতিরিক্ত গৃহিত দৈনিক ভাতা বৈদেশিক মুদ্রায় ফেরতযোগ্য। নতুবা অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের ২৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হারে দেড়গুণ হিসাবে (৮১৪×৮০×১.৫গুণ) টাকা ৯৭,৬৮০.০০ আদায়যোগ্য। সুতরাং ৫ জনের নিকট হতে আদায়যোগ্য ৪,৮৮,৪০০.০০ (৯৭,৬৮০.০০×৫)।

অতএব, ৫ জন কর্মকর্তার নিকট হতে সর্বমোট আদায়যোগ্য (এমসিও বাবদ টাকা ২,৬৬,২৫৫.০০+অতিরিক্ত কোর্স ফি টাকা ৩,৫৫,২৩৪.৮০+হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা টাকা ৪,৮৮,৪০০) = টাকা **১১,০৯,৮৮৯.৮০**।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩(৪৪)

এপি নং-১৪৪৯৬ (আপত্তি-১৭০)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

চীনে কোর্স উপলক্ষ্যে বিএ-৭২২৮ মোঃ আরিফুল ইসলাম কর্তৃক অতিরিক্ত পকেট ভাতা, যথাযথ কাগজপত্র ছাড়াই বিমান এমসিও ও শীপ ফ্রেইট গ্রহণ টাকা ১০,৮৪,০৮২ ।

এএফডি এর ২৬.০৮.২০১৩ তারিখের চীন/২০৯৮ এবং সংখ্যক সরকারী আদেশের প্রেক্ষিতে চীনে ০১.০৯.২০১৩ হতে ৩০.০১.২০১৪ পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত Quartermaster Officers' Advanced Course এ অংশগ্রহণকারী শিরোনামভুক্ত সেনা কর্মকর্তা কর্তৃক অতিরিক্ত পকেট ভাতা, যথাযথ কাগজপত্র ছাড়াই বিমান এমসিও ও শীপ ফ্রেইট গ্রহণ করেছেন। ভ্রমণভাতার বিলে পরিলক্ষিত অনিয়মসমূহ নিম্নরূপঃ

(১) **পকেট ভাতা গ্রহণঃ** বিলের সাথে আয়োজক প্রতিষ্ঠানের অফার লেটার এর কপি সংযুক্ত না থাকায় ঐ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কি কি আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে তার বিস্তারিত জানা না গেলেও এফজিও হতে দেখা যায় যে, চীন সরকার প্রশিক্ষণকালীন পকেটভাতা প্রদান করেছে। অন্যান্য প্রায় ক্ষেত্রেই চীন সরকার প্রশিক্ষণার্থীকে প্রতিমাসে এই পর্যায়ের কর্মকর্তাকে ৮০০ আরএমবি প্রদান করে থাকে যা পকেটভাতার সাথে সমন্বয় করা হয়ে থাকে। আলোচ্য কর্মকর্তার ভ্রমণ ভাতার বিলে মাসিক ভাতা সমন্বয় করা হয় নাই। যাহোক মাসিক ভাতা প্রদান করায় পকেটভাতা প্রাপ্য নয়। অতএব, এ বাবদ গৃহিত মাঃ ডঃ ৫৪০৩.৭৫ (মাঃ ডঃ ১৬৫×২৫%=মাঃ ডঃ ৪১.২৫×১৩১দিন)। বৈদেশিক মুদ্রায় গ্রহণ বিধায় বৈদেশিক মুদ্রাতে কিংবা দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হার এর দেড়গুণ হারে টাকা ৬,৪৮,৪৫০.০০ (মাঃ ডঃ ৫৪০৩.৭৫×৮০×১.৫ গুণ) আদায়যোগ্য।

খ) **বিমান এমসিওঃ** কোন তারিখ ও স্বাক্ষর নাই। কম্পিউটার জেনারেটেড ভাউচার নয় বিধায় এগুলো থাকা দরকার। যাওয়া ও আসার পথে উভয় ক্ষেত্রেই ফ্লাইট নম্বর ৫৭০৮ লিখা হয়েছে। মূল্য হার টাকা ১২৬০ উল্লেখ করা হলেও ১৮ কেজির ক্ষেত্রে মোট টাকা ২২,৬৮০.০০ এর স্থলে ১৮,৭৫৬.০০ লেখা হয়েছে। আবার আসার পথে প্রতি কেজি মাঃ ডঃ ২৫ উল্লেখ করা হলেও মাঃ ডঃ ৭০০=টাকা ৫৬,০৭০.০০ এর স্থলে টাকা ২০,০১৬.০০ উল্লেখ রয়েছে। বস্তুতঃ আসল এমসিওতে এত অসংগতি থাকে না। আর ভাউচারের প্রকৃতি এরকম হয় না। অর্থাৎ এমসিও বাবদ অর্থ গ্রহণের নিমিত্ত কৃত্রিম এমসিও দাখিল করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় এ বাবদ প্রদত্ত অর্থ টাকা ৫১,১৫২.০০ আদায়যোগ্য।

গ) **শীপ ফ্রেইটঃ** কোর্স শেষে ফেরার পথে পিআর(পি) এর বিধি-২৮২ স্কেল বি মোতাবেক নিজের জন্য ২০০ কেজি ব্যক্তিগত মালামাল সমুদ্র পথে পরিবহণের জন্য শীপ ফ্রেইট ক্রয় বাবদ অর্থ প্রাধিকৃত। ২০০ কেজি ব্যক্তিগত মালামাল সমুদ্রপথে পরিবহন বাবদ প্রতি কেজি মাঃ ডঃ ২৫.০০ হিসাবে মাঃ ডঃ ৫০০০.০০=টাকা ৪,০০,৫০০.০০ গ্রহণ করা হয়েছে। শীপ ফ্রেইট এর সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করা হয় নাই। যেমনঃ

১) চীন এর বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কাস্টমস কর্তৃপক্ষ এর কোন কাগজপত্র, বাংলাদেশে ঢাকা বিমান বন্দরে দাখিলযোগ্য লাগেজ ডিক্লারেশন ইত্যাদি মৌলিক কোন দলিলাদির কাগজপত্র বিলের সাথে দাখিল করা হয় নাই।

২) দাখিলকৃত কথিত কোটেশনে উদ্বৃত মূল্যের বিভাজন নিম্নরূপঃ

ক্রঃনং	বিবরণ	উদ্বৃত দর (মাঃ ডঃ/প্রতি কেজি)
i)	প্যাকিং	৩.০০
ii)	বাসা হতে ডধযধহ এ আনয়ন	২.৫০
iii)	অভ্যন্তরীণ পরিবহনঃ কলেজ হতে নানজিং পোর্ট	২.৫০
iv)	কাস্টমস চার্জ	২.০০
v)	কাস্টম বন্ডেড ওয়ার হাউজ	২.০০
vi)	কন্টেইনার লোডিং	২.৫০
vii)	ওশেন ফ্রেইট	৮.০০
viii)	সার্ভিস চার্জ	২.৫০
	মোট =	২৫.০০ মাঃ ডঃ/প্রতিকেজি

উল্লেখ্য ওশেন ফ্রেইট (শীপ ফ্রেইট) ছাড়া বাদ বাকী চার্জ প্রাপ্য নয়। ওশেন ফ্রেইট দেখানো দর অনুযায়ী হয় মাঃ ডঃ ১৬০০ (৮×২০০ কেজি)।

৩) সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতি কেজি ওশেন ফ্রেইট মাঃ ডঃ ৮.০০ উদ্বৃত করায় ২০০ কেজির জন্য মাঃ ডঃ ১৬০০ হলেও তুলনামূলক বিবরণীতে উল্লেখ করা হয়েছে মাঃ ডঃ ৩০৬০.০০। কোটেশনে প্রদর্শিত মূল্য ও তুলনামূলক বিবরণীতে প্রদর্শিত মূল্য এর মধ্যে কোন মিল নাই।

৪) বিল অব ল্যাডিং (নং- COLU 2531156880) এ ২ দফা মালামালের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ২০০ কেজি ও ৩৬০০ কেজি। কার্টুনের সংখ্যাও ২ বার লেখা হয়েছে। ১৫টি ও ১৩৮টি। বিল অব ল্যাডিং পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, একটি কন্টেনারে ১৩৮টি কার্টুনে ৩৬০০ কেজি মালামাল পরিবহন করা হয়েছে। হতে পারে তিনি নিজে ৩৬০০ কেজি মালামাল আনয়ন করেছেন অথবা কয়েকজন মিলে ৩৬০০ কেজি মালামাল এনেছেন। কারা কারা এনেছেন তা ঢাকা বিমান বন্দরে দাখিলকৃত লাগেজ ডিক্লারেশন ও বিল ল্যাডিং এর কপি বিলের সাথে সংযুক্ত না থাকায় নিশ্চিত হওয়া না গেলেও প্রতীয়মান একটি কন্টেইনারে কয়েকজন মিলে ৩৬০০ কেজি মালামাল আনয়ন করা হয়েছে। একই বিল অব ল্যাডিং- একই কোর্সে অংশগ্রহণকারী অপর কর্মকর্তা বিএ-৬৩০২ মেজর সৈয়দ মোঃ আব্দুল্লাহ জুনায়েদ ০১.০৯.২০১২ হতে ৩১.০১.২০১৩ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এর বিলের সাথে সংযুক্ত করা আছে। তবে আলোচ্য কর্মকর্তার কপিতে তারিখ কাটাকাটি করে ২৫.০১.২০১৫ করা হয়েছে। যাহোক তার দাবী অনুযায়ী প্রতি কেজির চার্জ মাঃ ডঃ ২৫.০০ হলে ২০ ফুট কন্টেনারের ভাড়া হবে মাঃ ডঃ ৯০,০০০.০০ বা টাকা ৭২,০৯,০০০.০০ যা অবিশ্বাস্য। সাধারনতঃ চীন থেকে ২০ ফুট একটি কন্টেনারের ভাড়া মাঃ ডঃ ৩০০০ ডলার থেকে ৩৫০০ ডলারের মধ্যে। অতএব, প্রতি কেজির ভাড়া ১ ডলারের বেশী নয়। এই হিসাবে তাঁর প্রাপ্য হয় ২০০ কেজির জন্য ২০০ ডলার। কিন্তু গ্রহণ করা হয়েছে ৫০০০ ডলার। অতিরিক্ত গ্রহণ টাকা ৩,৮৪,৪৮০.০০ (৫০০০-২০০=৪৮০০ মাঃ ডঃ×৮০.১০)।

আলোচ্য কর্মকর্তার নিকট হতে মোট আদায়যোগ্যঃ

১। পকেট ভাতাঃ	টাকাঃ ৬,৪৮,৪৫০.০০
২। বিমান এমসিও	টাকাঃ ৫১,১৫২.০০
৩। শীপ ফ্রেইট	টাকাঃ ৩,৮৪,৪৮০.০০
	সর্বমোট টাকাঃ ১০,৮৪,০৮২.০০

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩(৪৫)

এপি নং-১৪৪৯৭ (আপত্তি-১৭২)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

ভারতে শীলচরে Exercise Planning Conferance এ অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে প্রাপ্যের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ ৬,৩৭,২৩৭ টাকা

এএফডি এর ০২.০৮.২০১৫ তারিখের ভারত.৩৪৯ সংখ্যক পত্রে Joint Indo Bangladesh Command Post Exercise on Counter Terrorism-এর শিরোনামভুক্ত কনফারেন্সে অংশগ্রহনের নিমিত্ত নিম্নোক্ত সেনাকর্মর্কাগনকে ১৮.০৮২০১৫ হতে ২০.০৮.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত সময়ে (যাতায়াত সময় ব্যতীত) ভারতে গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমোদন দেয়া হয়ঃ

ক্রমিক	ব্যক্তিগত নং, পদবী ও নাম
১	বিএ-২৪৮১ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল গোলাম ফারুক নূরে কমর চৌধুরী,পিএসসি
২	বিএ-৫২৭২ কর্ণেল মোঃ আশিকুর রহমান, পিএসসি, পদাতিক
৩	বিএ-৫৬০৭ লেঃ কর্ণেল আনোয়ার উজ জামান, পিএসসি, আর্টিলারী।
৪	বিএ-৫৯৮৩ মেজর শাহ মোহাম্মদ সাইফুর রহমান, পিএসসি, পদাতিক

আলোচ্য সফরটি কনফারেন্স সংশ্লিষ্ট তবে সেনাসদর থেকে আর্থিক প্রাপ্যতা আদেশে প্রশিক্ষন উল্লেখ করা হয়েছে। যাহোক, বিএ-৫৬০৭ লেঃ কর্নেল মোঃ আনোয়ার উজ জামানের ভ্রমণ ভাতার বিলে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে অতিরিক্ত গ্রহনের ঘটনা পরিলক্ষিত হয়ঃ

১) **নগদ ভাতা গ্রহণঃ** ভারত সরকার সমন্বয় সভায় অংশগ্রহনকারীগনের থাকা,খাওয়া ও অভ্যন্তরীন যাতায়াত ব্যয় বহন করা সত্বেও ১৪.০৮.২০১৫ হতে ২৩.০৮.২০১৫ পর্যন্ত সময়ের জন্য নগদভাতা হিসাবে ৬০,০৬০.০ টাকা গ্রহন করা হয়েছে।

২) **বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য দৈনিক ভাতা গ্রহণঃ** আলোচ্য ক্ষেত্রে ভারত সরকার থাকা, খাওয়ার ব্যয় বহন করার পরও ১৫.০৮.২০১৫, ১৬.০৮.২০১৫, ২১.০৮.২০১৫ ও ২২.০৮.২০১৫ তারিখ ৪ দিন বাধ্যতামূলক অবস্থান দেখিয়ে হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহন করা হয়েছে। ঐ ৪দিন ভারত সরকার কর্তৃক থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা না করা সম্পর্কিত কোন প্রত্যয়ন নাই। এছাড়া ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী ১৫.০৮.২০১৫ তারিখ কোলকাতায় গমন এবং ২২.০৮.২০১৫ তারিখ কোলকাতা ত্যাগ করা হয়েছে। সুতরাং ভারত সরকার ঐ ৪ দিনের থাকা-খাওয়া ব্যয় বহন না করার যথাযথ প্রমানক থাকলেও ১৫.০৮.২০১৫ ও ২২.০৮.২০১৫ তারিখের বাধ্যতামূলক অবস্থান হিসাবে বিবেচিত হবে না। অর্থাৎ ৪ দিনের স্থলে ২ দিন হবে। অন্যদিকে যে হোটেল বিল দাখিল করা হয়েছে তা সংগতিপূর্ন নয়। কারন ঐ হোটেলে কোলকাতায় ১৪.০৮.২০১৫ হতে ২৩.০৮.২০১৫ পর্যন্ত সকল দিনই অবস্থান করা হয় নাই। ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী ১৫.০৮.২০১৫ ১৬.০৮.২০১৫ এবং ২১.০৮.২০১৫ তারিখ ৩ রাত অবস্থান করা হয়েছে। অথচ হোটেল বিলে ১০ রাত্রি উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ বিলটি যথাযথ নয়। যথাযথ বিল না হলে হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রাপ্য নয়। ভারত সরকার থাকা-খাওয়ার ব্যয় বহন না করে থাকলে ২ দিনের সর্বসাকুল্য ভাতা (১৫১ ডলার×২×৭৮.০০) টাকা ২৩,৫৫৬.০০ প্রাপ্য।

৩) **ট্রেনিং ফিঃ** আলোচ্য সফর কনফারেন্স/সমন্বয় সভা সংশ্লিষ্ট। সুতরাং ট্রেনিং ফি'র প্রশ্ন না থাকলেও এ বাবদ টাকা ২৪,৯৬০.০০ পরিশোধ করা হয়েছে।

প্রতিনিধিদলের প্রত্যেকেই অনুরূপভাবে অর্থ গ্রহন করেছেন বলে প্রতীয়মান হওয়ায় প্রত্যেকের নিকট হতে নিম্নোক্ত হিসাব অনুযায়ী অর্থ আদায়যোগ্য।

৩ জন কর্নেল ও মেজর পদবীঃ			
নাম	গ্রহন	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
১. নগদ ভাতা	টাকা ৬০,০৬০.০০		টাকা ৬০,০৬০.০০
২. হোটেল ভাড়া	টাকা ৮৫,১৭৬.০০	-	টাকা ৮৫,১৭৬.০০
৩. ট্রেনিং ফি	টাকা ২৪,৯৬০.০০	-	টাকা ২৪,৯৬০.০০
৪. পকেট ভাতা	৫ দিন টাকা ৮,৮৩৩.৫০	মাঃ ডঃ ১৫১×৩০%×৭ দিন ×৭৮ টাকা ২৪,৭৩৩.৮০	কম গ্রহন টাকা (-) ১৫,৯০০.৩০
		মোট =	১,৫৪,২৯৫.৭০
১ জন ব্রিগেডিয়ার জেনারেলঃ			
১. নগদ ভাতা	১০দিন×মাঃ ডঃ ৮৭×৭৮=টাকা ৬৭,৮৬০	-	টাকা ৬৭,৮৬০
২. হোটেল ভাড়া	৪দিন×মাঃ ডঃ ৩১৭×৭৮=টাকা ৯৮,৯০৪	-	টাকা ৯৮,৯০৪
৩. ট্রেনিং ফি	টাকা ২৪,৯৬০.০০	৭ দিন	টাকা ২৪,৯৬০.০০
৪. পকেট ভাতা	মাঃ ডঃ ১৬৫×২৫%×৩দিন×৭৮=টাকা ৯,৬৫২.৫০	মাঃ ডঃ ১৬৫×৩০%×৭দিন×৭৮.০০ টাকা ২৭,০২৭.০০	টাকা (কম) গ্রহণ (-) ১৭,৩৭৪.৫০
		মোট =	১,৭৪,৩৪৯.৫০

সুতরাং কর্নেল হতে মেজর পদবীর ৩ জনের নিকট হতে আদায়যোগ্য টাকা ১,৫৪,২৯৫.৭০×৩ = ৪,৬২,৮৮৭.১০

১ জন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদবীর নিকট হতে আদায়যোগ্য টাকা = ১,৭৪,৩৪৯.৫০

সর্বমোট আদায়যোগ্য টাকা =৬,৩৭,২৩৬.৬০

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩(৪৬)

এপি নং-১৪৪৯৯ (আপত্তি-১৭৬)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

চায়নাতে প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শনে ৩ জন সামরিক অফিসার কর্তৃক বৈদেশিক ভ্রমণভাতা বিলে অতিরিক্ত গ্রহন টাকা ৬,৪৫,৫৬১ ।

এএফডি এর ০২.০৩.২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ৪৫৪ সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে ডিজিডিপি চুক্তিপত্র নং-২১৮.০২৪.১৩, তারিখ ২৪.০৬.২০১৪ এবং চুক্তিপত্র নং-২১৮.০২৫.১৩, তারিখ ২৯.০৬.২০১৪ অনুযায়ী চীনে প্রাজ-জাহাজীকরণ পরিদর্শন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিম্নবর্ণিত অফিসারগণকে ০২.০৩.২০১৫ হতে ০৮.০৩.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত চীন গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করেঃ

(১) বিএ-৪৯৯৭ লেঃ কর্ণেল কাজী মোঃ ফজলে হায়দার ইএমই-দলনেতা
(২) বিএ-৫০৪৩ লেঃ কর্ণেল তানবীর ইসলাম খান চৌধুরী, পদাতিক-সদস্য
(৩) বিএ-৪২৫৯ মেজর মোঃ হুমায়ুন আজাদ সরকার, পিএসসি, পদাতিক-সদস্য
(৪) বিজেও-২৫২৩৬ অনারারী লেঃ মোঃ ছালেহ আহমেদ, ইএমই-সদস্য
(৫) বিজেও-২৫৮০৩ ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ মজিবুর রহমান, ইএমই-সদস্য

বিএ-৪৯৯৭ লেঃ কর্ণেল কাজী মোঃ ফজলে হায়দার ইএমই এর ভ্রমণভাতার বিল যাচাই করে নিম্নবর্ণিত অসংগতি পাওয়া যায়ঃ

(১) **অধিক বিমান ভাড়া গ্রহনঃ** তিনি ঢাকা-কুনমিং-চংকুইং-ঢাকা বিমান ভাড়া বাবদ ৭৪,৫১৭.০০ টাকা গ্রহন করেন। অথচ ৩০.০৬.২০১৫ হতে ০৯.০৭.২০১৫ পর্যন্ত সময়ে চীন ভ্রমণকারী বিএ-৫৫৯৬ লেঃ কর্ণেল ওমর বিন মাসুদ, পিএসসি, জি, আর্টিলারী কর্তৃক প্রাক-জাহাজীকরণ (ডিজিডিপি চুক্তি পত্র নং-২১৮.০০২.১৪, তারিখ ৩০.০৬.২০১৪) ঢাকা-গুয়াংডু-বেইজিং-গুয়াংডু-ঢাকা রুটে বিমান ভাড়া বাবদ ব্যয় দেখানো হয়েছে ৫৩,৫৫০.০০ (কপি সংযুক্ত, আপত্তি নং-১৯২)। ফলে তিনি বিমান ভাড়া বাবদ অতিরিক্ত গ্রহন করেছেন (৭৪,৫১৭.০০-৫৩,৫৫০.০০) টাকা ২০,৯৬৭.০০।

(২) **বাধ্যতামূলক হল্টেজঃ** বিমান আইটিনারী অনুযায়ী উক্ত অফিসার ০৭.০৩.২০১৫ তারিখ ০২:০০ ঘটিকায় ঢাকা ত্যাগ করেন এবং ০৬:১৫ ঘটিকায় কুনমিং পৌছেন, কুনমিং হতে ০৯:০০ ঘটিকায় যাত্রা করে ১০:১৫ ঘটিকায় চংকুইং পৌছান এবং ১১.০৩.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত অবস্থান করেন। ১১.০৩.২০১৫ তারিখ ২০:৩০ ঘটিকায় চংকুইং ত্যাগ করে কুনমিং আসেন এবং ১৫.০৩.২০১৫ তারিখ পূর্বাহ্ন পর্যন্ত অবস্থান করেন। ১৫.০৩.২০১৫ তারিখ দুপুর ১২:৩৫ ঘটিকায় কুনমিং ত্যাগ করেন এবং ঐ দিনই তিনি ঢাকায় পৌছান। আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে বিমান ছাড়ার ৩ ঘন্টা পূর্বে বিমান বন্দরে উপস্থিত হতে হয়। সুতরাং ১৫.০৩.২০১৫ তারিখ ১২:৩৫ ঘটিকায় ফ্লাই করার জন্য ঐ দিন তাঁকে মধ্যাহ্নের পূর্বে হোটেল থেকে চেক আউট হতে হয়েছে। সুতরাং ০৭.০৩.২০১৫ এবং ১৫.০৩.২০১৫ তারিখের বাধ্যতামূলক অবস্থানের কোন ঘটে নাই। অতএব, এ বাবদ গৃহিত মাঃ ডঃ ৫০৫.৫০ আদায়যোগ্য।

(৩) **হোটেল ভাড়া ভিত্তিক (নগদভাতাসহ) দৈনিকভাতাঃ** ০৮.০৩.২০১৫ হতে ১৫.০৩.২০১৫ পর্যন্ত অবস্থানের কারণে তিনি যে হোটেল বিল দাখিল করেছেন তারমধ্যে ১টি চংকুইংয়ের (০৭-১১.০৩.২০১৫) LI HUA HOTEL এবং অন্যটি ZHONG YU HOTEL, KUNMING এর (১২-১৫.০৩.২০১৫ তারিখের)। দুটি বিলেরই স্বাক্ষরের ধরন একই রকমের। তাছাড়া আসল হোটেল বিলের আদল, লেখার ধরণ ইত্যাদি এরকম হয় না, আসল বিলে রুম চার্জ, লোকাল ট্যাক্স, সার্ভিস চার্জ ইত্যাদি উল্লেখ থাকে। হোটেল বিলে কয়দিনের হোটেল ভাড়া নেয়া হয়েছে তার সংখ্যা উল্লেখ নাই। সুতরাং উক্ত হোটেল বিল দুটি আসল (original) নয়, উহা কৃত্রিম। অতএব, এজন্য তিনি সর্বসাকুল্য ভাতা পেতে পারেন। অতএব, প্রতি জনের নিকট হতে আদায়যোগ্য অর্থের হিসাব নিম্নরূপঃ

গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
১. বিমান ভাড়াঃ টাকা ৭৪,৫১৭.০০	টাকা ৫৩,৫৫০.০০	টাকা ২০,৯৬৭.০০
২. বাধ্যতামূলক অবস্থানঃ মাঃ ডঃ ৫০৫.৫০	প্রাপ্য নয়।	মাঃ ডঃ ৫০৫.৫০ (মাঃ ডঃ ৫০৫.৫০×৮০×১.৫) বা টাকা ৬০,৬৬০.০০
৩. দৈনিকভাতাঃ হোটেল ভাড়া ভিত্তিক মাঃ ডঃ ৩৩৭×৭দিন=মাঃ ডঃ ২৩৫৯.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা মাঃ ডঃ ১৭৮×৭দিন =মাঃ ডঃ ১২৪৬.০০	মাঃ ডঃ ১১১৩.০০ বা টাকা ১,৩৩,৫৬০.০০ (১১১৩×৮০×১.৫)
	১ জনের নিকট হতে মোট	২,১৫,১৮৭.০০

অতএব, ৩ জনের নিকট হতে আদায়যোগ্য সর্বমোট টাকা (২,১৫,১৮৭.০০×৩) **৬,৪৫,৫৬১.০০** ।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩(৪৭)

এপি নং-১৪৫০৩ (আপত্তি-১৮০)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫

ইটালীতে প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শনে ২ জন সামরিক অফিসার কর্তৃক বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা বিলে অতিরিক্ত গ্রহন টাকা ২,৩৩,৯৩০ ।

এএফডি এর ২৫.০২.২০১৫ তারিখের ৫৯৬ সংখ্যক পত্র (ডিজিডিপি চুক্তিপত্র নং-২২১.০৬৬. ১৫, তারিখ ৩০.০৬.২০১৫) এবং সেনাসদরের ০৭.০৩.২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ২৩.০১.৯০১.০২৩.০৪.১৯৮.০১.০৭. ০৩.১৬ সংখ্যক আর্থিক প্রাপ্যতার প্রেক্ষিতে প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন উপলক্ষ্যে সেনাবাহিনীর নিম্নবর্ণিত অফিসারগণ ও বেসামরিক ব্যক্তিকে ১২.০৩.২০১৬ হতে ১৬.০৩.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত মোট ০৫ (পাঁচ) দিন (যাতায়াত সময় ব্যতীত) অথবা ইতালীতে পৌছার পর ০৫ (পাঁচ) দিনের জন্য (যাতায়াত সময়সীমা ব্যতীত) ইতালী গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করেঃ

(১)	বিএ-৬০৭৬ মেজর মোহাম্মদ সাদেক মাহমুদ, পিএসসি, ইঞ্জিনিয়ার-১৯ ইসিবি
(২)	বিএ-৪৭৫৯ লেঃ কর্ণেল হারুন-অর-রশীদ, ইএমই-৯০২ সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপ

বিএ-৬০৭৬ মেজর মোহাম্মদ সাদেক মাহমুদ, পিএসসি এর ভ্রমণভাতার বিল যাচাই করে নিম্নবর্ণিত অসংগতি পাওয়া যায়ঃ

(১) **হোটেলভাড়া ভিত্তিক (নগদভাতাসহ) দৈনিক ভাতা গ্রহনঃ** ১২-০৩-২০১৬ হতে ১৬.৩.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ০৫ (পাঁচ) দিন হোটেলভাড়া ভিত্তিক (নগদভাতাসহ) দৈনিক ভাতা গ্রহন করেছেন। এর সমর্থনে তিনি রোম, ইতালীর হোটেলের ১টি, ১১.০৩.২০১৬ তারিখের বাধ্যতামূলক অবস্থানের ১টি এবং ১৭.০৩.২০১৬ তারিখের বাধ্যতামূলক অবস্থানে জন্য Hotel Impero এর ১টি বিল দাখিল করেছেন। উক্ত ৩টি বিলের কোনটিতেই হোটেল কর্তৃপক্ষের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের কোন স্বাক্ষর নাই। আবার ৩টি বিলের লেখার ধরন একই রকম, এমনকি বিল ৩টিতে যে "PAID" লিখা সীলমোহর দেয়া হয়েছে তাও হুবহু একই। এছাড়াও হোটেল বিলে রুম ট্যারিফ দেখানো হয়েছে ৩৪০ মাঃ ডঃ, তিনি বিলে দাবীও করেছেন ৩৪০ মাঃ ডঃ হিসাবে; অথচ ইতালী যে গ্রুপের দেশ এবং তিনি যে শ্রেনীর অফিসার তাতে তিনি (২৪৬+৯১) মাঃ ডঃ ৩৩৭.০০ প্রাপ্য। আসল হোটেল বিল এরকম হয় না। আসল হোটেল বিলে রুমচার্জ, লোকাল ট্যাক্স, সার্ভিস চার্জ ইত্যাদি আলদা আলাদাভাবে উল্লেখ করে হোটেলের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তির স্বাক্ষর থাকে এবং আসল বিলের আদল, আকৃতি-প্রকৃতি কখনওই একটি হোটেলের সাথে অন্য হোটেল বিলের এক হবে না। কাজেই হোটেলভাড়া ভিত্তিক (নগদভাতাসহ) দৈনিক ভাতা গ্রহনের জন্য হোটেলের কৃত্রিম (fake) বিল দাখিল করা হয়েছে বলে প্রমানিত। সুতরাং তিনি ৫ দিনের হোটেল ভাড়া ভিত্তিক (নগদভাতাসহ) দৈনিক ভাতার পরিবর্তে সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য। তিনি গ্রহণ করেছেন (২৪৯+৯১)=মাঃ ডঃ ৩৪০×৫দিন×৭৮.৫০=টাকা ১,৩৩,৪৫০.০০। সর্বসাকুল্য ভাতা হিসাবে তিনি প্রাপ্য মাঃ ডঃ ১৭৮×৫দিন×৭৮.৫০=টাকা ৬৯,৮৬৫.০০। সুতরাং তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্য (টাকা ১,৩৩,৪৫০.০০-৬৯,৮৬৫.০০) টাকা ৬৩,৫৮৫.০০।

(২) **বাধ্যতামূলক অবস্থানঃ** আর্থিক প্রাপ্যতা আদেশে ১২.০৩.২০১৬ হতে ১৬.০৩.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত মোট ০৫ (পাঁচ) দিন (যাতায়াত সময় ব্যতীত) অথবা ইতালীতে পৌছার পর ০৫ (পাঁচ) দিনের জন্য (যাতায়াত সময়সীমা ব্যতীত) ইতালী গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি দেয়া হয়েছে। তিনি ১১.০৩.২০১৬ তারিখ (অপরাহ্ন ১২:৩৫ ঘটিকায়) ইতালী পৌছেন এবং ১৬.০৩.২০১৫ তারিখ পূর্বাহ্ন পর্যন্ত ইতালীতে ০৫ দিন অবস্থান সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং তাঁকে ১৬.০৩.২০১৬ তারিখ অপরাহ্নে ইতালী ত্যাগ করতে হবে। উন্নততর বিমান যোগাযোগের বর্তমান যুগে ইতালী থেকে পরিদর্শনের শেষ দিনের পরদিন দেশে প্রত্যাবর্তনের কোন ফ্লাইট না পাওয়ার বিষয় গ্রহনযোগ্য নয়। কিন্তু উক্ত অফিসারে ইতালী গমণের টিকেট ক্রয় করেন ০৮.০৩.২০১৬ তারিখ, তাঁর ইতালী সফরের জন্য তিনি পূর্ব থেকেই ১০.০৩.২০১৬ তারিখ হতে ১৭.০৩.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত টিকেট ক্রয় করেন এবং ১৭.০৩.২০১৬ তারিখ ইতালী ত্যাগ করেন। অর্থাৎ এটি পূর্বনির্ধারিত। নিজের অর্থ খরচের ক্ষেত্রে যেরূপ সতর্কতা ও বিচক্ষণতা প্রয়োগ করা হয় সরকারী অর্থ খরচের ক্ষেত্রে এফআর পার্ট-১, বিধি-৩ অনুযায়ী সেইরূপ সতর্কতা ও বিচক্ষণতা প্রয়োগ করতে হয়। এমনকি বিশেষ করে ভ্রমণভাতা এমনভাবে মঞ্জুর করা যাবে না যাতে করে কারো লাভবান হওয়ার মত ঘটনা ঘটে। আলোচ্য ক্ষেত্রে এই আর্থিক কানুন চরমভাবে লংঘন করা হয়েছে। তাছাড়া এর সমর্থনে তিনি যে হোটেল বিল দাখিল করেছেন তা কৃত্রিম (fake) বিল। সুতরাং ১১.০৩.২০১৬ এবং ১৭.০৩.২০১৬ তারিখের বাধ্যতামূলক অবস্থানের কোন সুবিধা তিনি প্রাপ্য নন। অতএব, এ বাবদ গৃহিত ৫৩,৩৮০.০০ টাকা তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্য।

অতএব, উক্ত অফিসারের নিকট হতে আদায়যোগ্য (হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা টাকা ৬৩,৫৮৫.০০+বাধ্যতামূলক হল্টেজ টাকা ৫৩,৩৮০.০০) টাকা **১,১৬,৯৬৫.০০।**

বিএ-৪৭৫৯ লেঃ কর্ণেল হারুন-অর-রশীদ, ইএমই এর ক্ষেত্রেও অনুরূপ প্রতীয়মান হওয়ায় ২ জনের নিকট হতে মোট আদায়যোগ্য **(১,১৬,৯৬৫.০০×২)=টাকা ২,৩৩,৯৩০.০০** ।

অনুচ্ছেদ নং-০৩
পরিশিষ্ট-৩(৪৮)

এপি নং-১৪৫০৫ (আপত্তি-১৮৩)
ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫

বিএ-৫৪৬৫ মেজর মশিউর রহমান,পিএসসি, পদাতিক কর্তৃক তুরস্ক সফর উপলক্ষ্যে অসংগতিপূর্ণ ভাউচারের মাধ্যমে অতিরিক্ত লাগেজ বহন ব্যয় ও প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে পকেটভাতা গ্রহণ টাকা ১,০২,৮৮২ ।

এএফডি এর ০৫.০৩.২০১৫ তারিখের .তুরস্ক.৮০৯ সংখ্যক পত্র এবং সেনাসদরের ১৯.০৩.২০১৫ তারিখের ২৩.০১.৯০১.০২৬.০৩.০৫৬.০৬.১৯.০৩.১৫.তুরস্ক এর প্রেক্ষিতে শিরোনামভুক্ত কর্মকর্তাকে TU-563 Civil Military Interaction (CMI) Course-এ অংশগ্রহনের জন্য তুরস্ক গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়। তুরস্ক সরকার কোর্সে অংশগ্রহণকারী অফিসারের আন্তর্জাতিক যাতায়াত বিমান ভাড়া, প্রশিক্ষণ ফি, থাকা, খাওয়া এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত আভ্যন্তরী যাতায়াত খরচ বহন করবে। তাঁর ভ্রমণভাতা বিলে নিম্নোক্ত অসংগতি লক্ষ্য করা যায়ঃ

(১)**অতিরিক্ত লাগেজ বহন বাবদ ব্যয়ঃ** পিআর(পি) ৩৮২ মোতাবেক যাওয়ার পথে ১৮ কেজি, ফেরার পথে ২৮ কেজি প্রশিক্ষণ সামগ্রী বিমানে বহনের ব্যয় প্রাপ্য। তিনি যাওয়ার পথে ১৮ কেজির যে এমসিও বিলের সাথে দাখিল করেন শুধু সীট নম্বর ৩১জে এবং তারিখ উল্লেখ আছে; কিন্তু ফ্লাইট নম্বর ও সময় উল্লেখ নাই। ২৮ কেজি বিমান এমসিওতে সীট নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে ৯এফ, কিন্তু বোডিং পাসে সীট নম্বর ৩৪ডি উল্লেখ আছে, কিন্তু ফ্লাইট নম্বর ও সময় উল্লেখ নাই। উভয় এমসি স্বাক্ষরবিহীন। দাখিলকৃত এমসিও দুটির অবয়ব, লেখার ধরণ আসল এমসিওর মতো নয়। আসল এমসিওতে ফ্লাইট নম্বর, ডিপারচার সময়, তারিখ এবং বিমান বন্দরের নাম উল্লেখ থাকে। অর্থাৎ কৃত্রিম (fake) ভাউচার দাখিল করে ৪৬ কেজি অতিরিক্ত লাগেজ বিমানে বহন বাবদ ব্যয় টাকা ৫৭,৯৭৬.০০ গ্রহন করেছেন যা তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্য।

(২)**বাধ্যতামূলক অবস্থানঃ** উক্ত অফিসার ফ্লাইট সিডিউলজনিত কারণে ০৪,০৫ এবং ১৮ এপ্রিল ২০১৫ এই ৩ দিনের বাধ্যতামূলক অবস্থানজনিত সুবিধা বাবদ ১০০% কমপ্রিহেন্সিভ এ্যালাউন্স বাবদ মাঃ ডঃ ১৭৮×৩দিন×৭৭.৮০=টাকা ৪১,৫৪৫.০০ গ্রহণ করেন। কিন্তু এর সমর্থনে তিনি কোন প্রমাণক যেমনঃ বিমান আইটিনারী ও হোটেল বিল দাখিল করেন নাই। ফ্লাইট সিডিউল অনুযায়ী কিভাবে এবং কোন শহরে তাঁকে বাধ্যতামূলক অবস্থান করতে হয়েছে তার প্রমাণক হিসাবে অবশ্যই তাঁকে বিমান আইটিনারী এবং হোটেল বিল দাখিল করতে হবে। তাঁর বোডিং পাস হতে দেখা যায় যে, তিনি ০৪.০৪.২০১৫ তারিখ ইস্তাম্বুলের উদ্দেশ্যে ০৬:১০ ঘটিকায় ঢাকা ত্যাগ করেন এবং ঐ দিন ইস্তাম্বুল হতে ০৪:০০ ঘটিকায় আঙ্কারায় যাত্রা করেন। কাজেই ০৪-০৫.০৪.২০১৫ তারিখদ্বয়ে ফ্লাইটসিডিউল অনুযায়ী কিভাবে তিনি বাধ্যতামূলক অবস্থান করেন তা স্পষ্ট নয়। ফেরত আসার পথে ১৮.০৪.২০১৫ তারিখ আঙ্কারা হতে ১৪:০০ ঘটিকায় ইস্তাম্বুলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং ইস্তাম্বুল হতে ঐ দিনই ১৮:২০ ঘটিকায় ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এখানেও ফ্লাইট সিডিউল অনুযায়ী তাঁর বাধ্যতামূলক অবস্থান প্রমাণক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো তুরস্ক সরকারের বিমান ভাড়ায় গমনাগমন, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাপনায় বাধ্যতামূলক অবস্থানের ঘটনা দেখিয়ে বাংলাদেশ সরকারের বরাদ্দ থেকে ব্যয় বহন করা গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং এ বাবদ তৎকর্তৃক গৃহিত টাকা ৪১,৫৪৫.০০ আদায়যোগ্য।

(৩) **এডমিন ফিঃ** PIP Training Center Turkey এর সিভিলিয়ান একাউন্টেন্ট Melike Tasdemir স্বাক্ষরিত কোর্স ফি বাবদ ৪০ ইউরো পরিশোধের ভাউচারের ফটোকপি বিলের সাথে পাওয়া গেছে এবং এ বাবদ তিনি টাকা ৩,৩৬১.০০ গ্রহণ করেন। আর্থিক প্রাপ্যতা আদেশে তুরস্ক সরকার কোর্সে অংশগ্রহণকারী অফিসারের প্রশিক্ষণ ফি বহন করেছে মর্মে উল্লেখ আছে। সুতরাং কোর্স ফি তিনি প্রাপ্য নন। উল্লেখ্য আপত্তি-১৮৪তে বর্ণিত ০২.০৩.২০১৫ হতে ১৩.০৩.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত সময়ে The Law of Armed Conflict Course-এ অংশগ্রহণকারী বিএ-৪৬৩১ কর্ণেল তৌহিদুল আহমেদ, পিএসসি, পদাতিক কর্তৃক কোর্স ফি বাবদ দাবীকৃত ৩,৪৫০.০০ এফসি (আর্মি) পে-১ অফিস কর্তৃক পাশ করা হয়নি।

অতএব, উক্ত অফিসারের নিকট হতে আদায়যোগ্য মোট টাকা (এমসিও বাবদ টাকা ৫৭,৯৭৬.০০+বাধ্যতামূলক অবস্থান টাকা ৪১,৫৪৫.০০+কোর্স ফি টাকা ৩,৩৬১.০০) = **টাকা ১,০২,৮৮২**

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩(৪৯)

এপি নং-১৪৫১০ (আপত্তি-১৯০)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫

চীনে পরিদর্শন উপলক্ষ্যে বিমানভাড়া অধিক গ্রহণ টাকা ৪,৬০,৬৪০

এএফডি এর ০৮.০২.২০১৫ তারিখের আর্মি/জিও/৪১২ সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে ০৮.০২.২০১৬ হতে ১৪.০২.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ৭ (সাত) দিন বা গন্তব্যস্থলে পৌছার পর হতে ০৭ দিন চীনে নিম্নোক্ত ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদল Refurbished 57mm and 37mm Air Defence Gun System-এর সরেজমিনে কার্যকারিতা পরিদর্শন উপলক্ষ্যে চীন সফর করেনঃ

১	বিএ-৩০১৪ ব্রিঃ জেনারেল আবু মোহাম্মদ মুনির আলীম,বিএসপি, পিএসসি, জি-দলনেতা
২	বিএ-৫৭০৩ লেঃ কর্ণেল কাজী নাদির হোসেন, পিএসসি, জি+-সদস্য
৩	পিনং-১১৫৪ কমান্ডার মোঃ ইকবাল, (এল), বিএন-সদস্য
৪	বিএ-৫৩৬৭ মেজর এ এম এম শামসুল আলম, ইএমই-সদস্য
৫	বিএ-৬২২০ মেজর গোলাম মোহাম্মদ তানভীর আলী, জি+-সদস্য

৪ নং ক্রমিকের কর্মকর্তার ভ্রমণভাতার বিলে দেখা যায় যে,

(১) **বিমান ভাড়া** বেশী নেয়া হয়েছেঃ চীনের CETC International Co. Ltd এর ০৬.০২.২০১৫ তারিখের পত্রে ০৯.০২.২০১৫ হতে ১৫.০২.২০১৫ পর্যন্ত ৬ দিনের কর্মসূচী উল্লেখসহ ঢাকা-বেইজিং MU ৩০৩৬ (১৪:০০-০০:০৫) এবং বেইজিং-ঢাকা এমইউ-৩০৩৫ (০৮:০০-১৩:০০) ফ্লাইট বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়। বেইজিং এ সরাসরি ফ্লাইট এর ভাড়া কোনভাবেই ৬০,০০০.০০ এর উর্দ্ধে নয়। এই বিষয়ে Upgradation of Tnk T-59, ১৭৪টির ১ম জাহাজীকরণের জন্য এপ্রিল/২০১৫ মাসে ভ্রমণের ক্ষেত্রে বিমানভাড়া ৫১,৬৯৫.০০ উল্লেখ করা যায়। কিন্তু ঢাকা-কোলকাতা- কুনমিং-বেইজিং-কুনমিং-ঢাকা রুটে ফ্লাইটে ভ্রমণ করা হয়েছে। সরাসরি না যেয়ে ঘুরাপথের ফ্লাইটের ভাড়া টাকা ১,০৪,৫০০.০০ পরিশোধ করতে হয়েছে। FR. Part-1, Rule-3 এ বর্ণিত আর্থিক কানুন অনুযায়ী নিজের অর্থ খরচের বেলায় যেরূপ সতর্কতা ও বিচক্ষণতা অনুসরণ করা হয় সরকারি অর্থ খরচ এর বেলাতেও অনুরূপ সতর্কতা প্রয়োগ আবশ্যক। অন্যদিকে পিআর(পি) ১১৫ অনুযায়ী সুলভ ও সংক্ষিপ্ত পথে ভ্রমণ বাঞ্চনীয়। কিন্তু এই নিয়ম লংঘন করে ঘুরপথে ভ্রমণ করায় বিমানভাড়া বাবদ অতিরিক্ত ব্যয়ের কারণে সরকারি ক্ষতি হয়েছে। প্রতিজনের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫৪,৫০০.০০ টাকা করে ৪ জনের জন্য (৫৪৫০০.০০×৪) **টাকা ২,১৮,০০০** যা সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায়যোগ্য (৫ নং ক্রমিকে বর্ণিত কর্মকর্তা সম্পর্কে পৃথক আপত্তি হয়েছে-আপত্তি নং-১৪১)।

(২) **১.৫ দিন বাধ্যতামূলক** অবস্থান বাবদ মাঃ ডঃ ৫০৫.৫০ গ্রহণ করা হয়েছে। চীনে ০৯.০২.২০১৫ তারিখ পৌছে ১৫.০২.২০১৫ তারিখ প্রস্থান করায় ৬ রাত্রির জন্য ৬ দিনের দৈনিক ভাতা প্রাপ্য। সুতরাং বাধ্যতামূলক অবস্থান দেখিয়ে মাঃ ডঃ ৫০৫.৫০ গ্রহণ প্রাপ্যতা বহির্ভূত হয়েছে। উল্লেখ্য ৫ নং ক্রমিকে বর্ণিত কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য দৈনিক ভাতা প্রদান করা হয় নাই। যাহোক, বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করায় অতিরিক্ত গৃহিত মর্মে গণ্য অর্থ বৈদেশিক মুদ্রাতেই ফেরতযোগ্য। নতুবা অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদ-২৫ অনুযায়ী দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হার এর ১.৫ গুণ হারে টাকা ৬০,৬৬০.০০ (মাঃ ডঃ ৫০৫.৫০×টাকা ৮০.০০×১.৫ গুণ) আদায়যোগ্য। অতএব, ৪ জনের নিকট হতে টাকা (৬০,৬৬০×৪) **২,৪২,৬৪০.০০** আদায়যোগ্য।

ফলে ৪ জনের নিকট হতে সর্বমোট (২,৪২,৬৪০+২,১৮,০০০) **৪,৬০,৬৪০** টাকা আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ নং-০৩
পরিশিষ্ট-৩(৫০)
এপি নং-১৪৫১২ (আপত্তি-১৯২)
ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

চীনে প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শনে ৫ জন সামরিক অফিসার কর্তৃক বৈদেশিক ভ্রমণভাতা বিলে অতিরিক্ত গ্রহণ টাকা ৮,০৬,২৩৯

এএফডি এর ২২.০৬.২০১৫ তারিখের আর্মি/জিও/৭৪৭ সংখ্যক পত্র (ডিজিডিপি চুক্তিপত্র নং-২১৮.০০২.১৪, তারিখ ৩০.০৬.২০১৪) এবং সেনাসদরের ২৩.০৬.২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ২৩.০১.৯০১.০২৩০৪. ১৯৮. ০১.২৩.০৬.১৫ সংখ্যক আর্থিক প্রাপ্যতার প্রেক্ষিতে Medium Range Surface to Air Missile (SAM) System এর স্টেজ পরিদর্শন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিম্নবর্ণিত প্রতিনিধিদল-কে ৩০.০৬.২০১৫ হতে ০৯.০৭.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত মোট ১০ (দশ) দিনের জন্য (যাতায়াত সময় ব্যতীত) অথবা গন্তব্যস্থলে পৌছার পর হতে ১০ (দশ) দিনের জন্য (যাতায়াত সময় ব্যতীত) গণপ্রজাতন্ত্রী চীন গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়ঃ

(১) বিএ-৩০৪৩ ব্রিঃ জেনারেল খন্দকার শফিউর রহমান, এনডিসি, এএফ ডব্লিউ সি, পিএসসি,
(২) বিএ-৫৪৩১ লেঃ কর্নেল মমতাজুর রহমান, পিএসসি, অর্ডন্যান্স
(৩) বিএ-৫৫৯৬ লেঃ কর্নেল ওমর বিন মাসুদ, পিএসসি, জি, আর্টিলারী
(৪) বিএ-৪৬৯৫ মেজর মোঃ সোহেল হোসেন, অর্ডন্যান্স
(৫) বিএ-৫৮৫৭ মেজর মোঃ সাইফুল্লাহ, পিএসসি, জি+, আর্টিলারী

বিএ-৫৫৯৬ লেঃ কর্নেল ওমর বিন মাসুদ, পিএসসি, জি ,আর্টিলারী এর ভ্রমণভাতার বিল যাচাই করে নিম্নবর্ণিত অসংগতি পাওয়া যায়ঃ

(১) **হোটেল বিলঃ** ৩০.০৬.২০১৫ হতে ০৯.০৭.২০১৫ পর্যন্ত ১০ (দশ) দিনের হোটেলভাড়া ভিত্তিক (নগদভাতাসহ) দৈনিক ভাতা বাবদ (মাঃ ডঃ ৩৩৭×১০দিন×টাকা ৭৭.৩০=টাকা ২,৬০,৫০১.০০ গ্রহণ করা হয়। এর সমর্থনে Hotel Holiday Inn, 66, Yongding Road, Haldian,Beijing, Chaina এর হোটেল বিল হতে দেখা যায় উহা ইস্যুর তারিখ ১০.০৬.২০১৫ তারিখ। বিলে এ্যারাভাইল-ডিপারচর্চার তারিখ ও সময় উল্লেখ কর হয়নি। বিলের লেখার ধরণ, অবয়ব, আকৃতি প্রকৃতি অনুযায়ী বিলটিকে আসল (original) মনে হয় না। কারণ আসল বিলে এ্যারাভাইল-ডিপারচর্চার তারিখ ও সময় উল্লেখসহ রুম রেন্ট, সার্ভিস চার্জ, লোকাল ট্যাক্স ইত্যাদি আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ থাকে। বিলটি আসল না হওয়ায় তিনি হোটেলভাড়া ভিত্তিক (নগদভাতাসহ) দৈনিক ভাতার পরিবর্তে সর্বসাকুল্য ভাতা হিসাবে (মাঃ ডঃ ১৭৮×১০দিন×টাকা ৭৭.৩০=টাকা ১৩৭,৫৯৪.০০ প্রাপ্য। সুতরাং তিনি অতিরিক্ত গ্রহণ করেছেন (২,৬০,৫০১.০০-১৩৭,৫৯৪.০০) টাকা ১,২২,৯০৭.০০।

(২) **বাধ্যতামূলক অবস্থানঃ** বাধ্যতামূলক অবস্থান দেখিয়ে তিনি ২৯.০৬.২০১৫ এবং ১০.০৭.২০১৫ তারিখ এই ২ দিনের জন্য হোটেলভাড়া ভিত্তিক (নগদভাতাসহ) দৈনিক ভাতা বাবদ (মাঃ ডঃ ৩৩৭×২দিন×টাকা ৭৭.৩০=টাকা ৫২,১০০.২০ গ্রহণ করেন। আর্থিক প্রাপ্যতা আদেশে ৩০.০৬.২০১৫ হতে ০৯.০৭.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত মোট ১০ (দশ) দিনের জন্য (যাতায়াত সময় ব্যতীত) অথবা গন্তব্যস্থলে পৌছার পর হতে ১০ (দশ) দিনের জন্য (যাতায়াত সময় ব্যতীত) গণপ্রজাতন্ত্রী চীন গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়। সে মোতাবেক ১০.০৭.২০১৫ তারিখ তাঁর বাংলাদেশে ফিরে আসার কথা, কিন্তু তিনি ১১.০৭.২০১৫ তারিখ গুয়াংজু হতে ০৮:৪০ ঘটিকায় ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং ১০:৫০ ঘটিকায় তিনি ঢাকা বিমানবন্দরে এসে পৌছান। বেইজিং হতে ১০.০৭.২০১৫ তারিখে রওয়ানা হতে দিবাগত রাতে গুয়াংজুতে মধ্যরাত ১.০০ ঘটিকায় (১১.০৭.২০১৫) পৌছে সেখান থেকে ১১.০৭.২০১৫ তারিখ সকাল ৮.৪০ ঘটিকায় ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। গুয়াংজুতে পৌছে বিমান বন্দরের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে বাইরে যাওয়া ও আসার কোন প্রমাণক পাসপোর্টে নাই। এছাড়া ঐটুকু সময় ট্রানজিটে অবস্থান এবং এর জন্য দৈনিক ভাতা প্রাপ্য নয়। ঢাকা হতে

তিনি ০৯.০৬.২০১৫ তারিখ ১২:০০ ঘটিকায় ফ্লাই করে ১৭:৩৫ ঘটিকায় তিনি গুয়াংডু এসে পৌছান, গুয়াংডু হতে ২০:০০ যাত্রা করে ২৩:১০ ঘটিকায় (০৯.০৬.২০১৫ তারিখ দিবাগত রাত) বেইজিং এসে পৌছান। অর্থাৎ তিনি ০১ দিনের বাধ্যতামূলক অবস্থান পেতে পারেন। কিন্তু তাঁর বাধ্যতামূলক অবস্থানের স্বপক্ষে তিনি যে হোটেল বিল দাখিল করেন Hotel Holiday Inn, 66, Yongding Road, Haldian,Beijing এবং Ocean Hotel, Guangzhou, China তাতে এ্যারাভাইল-ডিপারচর্চার তারিখ ও সময় উল্লেখ কর হয়নি। বিলের লেখার ধরণ, অবয়ব, আকৃতি প্রকৃতি অনুযায়ী বিলটিকে আসল (original) মনে হয় না। কারণ আসল বিলে এ্যারাভাইল-ডিপারচর্চার তারিখ ও সময় উল্লেখসহ রুম রেন্ট, সার্ভিস চার্জ, লোকাল ট্যাক্স ইত্যাদি আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ থাকে। বিলটি আসল না হওয়ায় তিনি হোটেলভাড়া ভিত্তিক (নগদভাতাসহ) দৈনিক ভাতার পরিবর্তে ১ দিনের সর্বসাকুল্য ভাতা হিসাবে (মাঃ ডঃ ১৭৮×১দিন×টাকা ৭৭.৩০=টাকা ১৩,৭৫৯.৪০ প্রাপ্য। সুতরাং এ বাবদ তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্য (৫২,১০০.২০-১৩,৭৫৯.৪০) টাকা ৩৮,৩৪০.৮০।

অতএব, উক্ত অফিসারের নিকট হতে আদায়যোগ্য টাকা (হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা ১,২২,৯০৭.০০+ বাধ্যতামূলক অবস্থা টাকা ৩৮,৩৪০.৮০) টাকা ১,৬১,২৪৭.৮০।

অন্য ০৪ (চার) জনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বলে প্রতীয়মান হওয়ায় ৫ জনের নিকট হতে মোট আদায়যোগ্য (১,৬১,২৪৭.৮০×৫জন) টাকা **৮,০৬,২৩৯.০০**।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩(৫১)

এপি নং-১৪৫১৩ (আপত্তি-১৯৩)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

নেপালে Adventure Training এ অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা গ্রহণ টাকা ১৪,৮৩,৬৮০।

এএফডি এর ০৯.০২.২০১৬ তারিখের পত্র নং-৪৬৮ এবং সেনাসদর জেনারেল স্টাফ শাখা, সামরিক প্রশিক্ষণ পরিদপ্তরের ১০.০২.২০১৬ তারিখের পত্রের প্রেক্ষিতে ২২.০২.২০১৬ হতে ০৫.০৩.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত সময়ে পরিশিষ্ট-১৬ তে বর্ণিত ১১ জন সামরিক কর্মকর্তা এবং ২১ জন অন্যান্য পদবীর সেনাসদস্য শিরোনামভুক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে বিএ-৫৩১৬ লেঃ কর্ণেল মোঃ তারিকুল হাকিম, পিএসসি, আর্টিলারী এর ভ্রমণ ভাতার বিল নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত গৃহিত অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা নিম্নরূপঃ

(১) **দিনের হোটেল ভাড়া ভিত্তিক (নগদভাতাসহ) দৈনিক ভাতা অধিক গ্রহণঃ** বিমান আইটিনারী হতে দেখা যায় যে, উক্ত অফিসার ২৮.০২.২০১৬ তারিখ ১২:২০ ঘটিকায় রওয়ানা হয়ে ১৩.৩০ ঘটিকায় কাঠমুন্ডু পৌছান এবং ০৫.০৩.২০১৬ তারিখ ১৪:৩০ ঘটিকায় কাঠমুন্ডু হতে রওয়ানা হয়ে ১৬:০০ ঘটিকায় ঢাকা পৌছান। দৈনিক ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে আগমনের দিন গননা করা হলে প্রস্থানের দিন বাদ যাবে, প্রস্থানের দিন গননা করা হলে আগমনের দিন বাদ যাবে। আবার ০৫.০৩.২০১৬ তারিখ ১৪:৩০ ঘটিকায় কাঠমুন্ডু হতে রওয়ানা হতে হলে আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে ৩ ঘন্টা পূর্বে বিমান বন্দর পৌছতে হয়। সুতরাং ০৫.০৩.২০১৬ তারিখ পূর্বাহ্নে তিনি হোটেল থেকে চেক আউট হয়েছেন। সুতরাং নেপালে তার উপস্থিতি ০৬ রাত এবং ০৬ রাত্রের জন্য ০৬ দিনের হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রাপ্য। তিনি এ বাবদ গ্রহণ করেছেন (মাঃ ডঃ ১৬৫+৭৭) মাঃ ডঃ ২৪২×৭ দিন=১৬৯৪ মাঃ ডলার। কিন্তু তিনি প্রাপ্য মাঃ ডঃ ২৪২×৬=মাঃ ডঃ ১৪৫২.০০। সুতরাং অধিক গ্রহণ (১৬৯৪-১৪৫২) মাঃ ডঃ ২৪২.০০। দৈনিক ভাতা অগ্রিম গ্রহণ করায় উহা মার্কিন ডলারেই ফেরতযোগ্য। নতুবা অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদ-২৫ অনুযায়ী দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হার এর ১.৫ গুণ হারে (২৪২×৮০×১.৫)= ২৯,০৪০.০০ টাকা আদায়যোগ্য।

(২) **এমসিও বাবদঃ** বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটে (যথাক্রমে বিজি-৭০১ ও বিজি-৭০২) ভ্রমণ করেন। ১৮.০২.২০১৬ তারিখ গমনপথে ১৮ কেজি এমসিও বাবদ প্রতি কেজি ৭৮০.০০ টাকা হারে ১৪,০৪০.০০ টাকা এবং প্রত্যাগমনকালে ০৫.০৩.২০১৬ তারিখ ২৮ কেজি টাকা ২১,৮৪০.০০ মোট ৩৫,৮৮০.০০ টাকা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ১৮ কেজি এমসিওতে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির কোন স্বাক্ষর ব্যতীত শুধুমাত্র প্রতি কেজি ৭৮০.০০ উল্লেখ করা হয়েছে এবং ২৮ কেজি এমসিওতে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির কোন স্বাক্ষর ব্যতীত প্রতি কেজি শুধুমাত্র ১১১২.০০ টাকা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু কোন এমসিওতেই মোট টাকা উল্লেখ করা হয়নি। অর্থাৎ এর দ্বারা প্রমানিত যে উক্ত এমসিও দুটি আসল (original) নয়; অথবা এমসিও বাবদ তিনি কোন অর্থ ব্যয় করেননি, কিন্তু বিলের মাধ্যমে টাকা ৩৫,৮৮০.০০ গ্রহণ করেছেন। সুতরাং এমসিও বাবদ টাকা ৩৫,৮৮০.০০ প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে গ্রহণ করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান।

(৩) **প্রাপ্যতাবহির্ভূত ট্রানজিট এ্যালাউন্স গ্রহণঃ** বিমান আইটিনারী অনুযায়ী ২৮.০২.২০১৬ তারিখ ১২:২০ ঘটিকায় ঢাকা হতে ফ্লাই করে ১৩:৩০ ঘটিকায় কাঠমুন্ডু ত্রি-ভূবন বিমানবন্দরে অবতরন করা হয় এবং ০৫.০৩.২০১৬ তারিখ শনিবার ১৪:৩০ ঘটিকায় কাঠমুন্ডু ত্রি-ভূবন বিমানবন্দর হতে ফ্লাই করে ১৬:০০ ঘটিকায় ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরন করে। গমনের প্রাক্কালে মোট ফ্লাইং টাইম ১ ঘন্টা ২৫ মিনিট এবং প্রত্যাগমনকালে মোট ফ্লাইং টাইম ০১ ঘন্টা ১৫ মিনিট। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০) সংখ্যক পত্রের ১৩(খ) অনুসারে ফ্লাইং টাইম ৩ ঘন্টার কম হলে কোন ট্রানজিট এ্যালাউন্স প্রাপ্য নয়। সুতরাং এ বাবদ গৃহিত (মাঃ ডঃ ৪৪.৫০×২)=মাঃ ডঃ ৮৯.০০ তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্য। ট্রানজিট এ্যালাউন্স বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করায় উহা বৈদেশিক মুদ্রাতেই ফেরতযোগ্য, নতুবা দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হারের দেড়গুণ ফেরতযোগ্য। সুতরাং এ বাবদ তাঁর নিকট হতে (মাঃ ডঃ ৮৯×টাকা ৮০×১.৫)= ১০,৬৮০.০০ টাকা আদায়যোগ্য।

(ঘ) **প্রশিক্ষণ ফিঃ** প্রশিক্ষণ ফি বাবদ বিলের ৯নং ক্রমিকে মাঃ ডঃ ৩৪২.০০ বা টাকা ২৬,৬৭৬.০০ (৩৪২.০০×৭৮) গ্রহণ করেছেন। আবার বিলের ১০ নং ক্রমিকে For Trg Fee (4 Events) Trg pd wef ২৮.০২.২০১৬ to ০৫.০৩.২০১৬

উল্লেখ করে মাঃ ডঃ ৭৬০.০০ বা টাকা ৫৯,২৮০.০০ (৭৬০.০০×৭৮) গ্রহণ করেন। কিন্তু এর সমর্থনে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর সম্বলিত কোন মানি রিসিট বিলের সাথে পাওয়া যায়নি। বৈদেশিক ভ্রমণভাতা বিলের সাথে প্রশিক্ষণ ফির মূল রশিদ যুক্ত করতে হয়। মূল রশিদ ব্যতীত কোন দাবী পরিশোধযোগ্য নয়। সুতরাং বিলের ১০ নং ক্রমিকে গৃহিত মাঃ ডঃ ৭৬০.০০ বা টাকা ৫৯,২৮০.০০ তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্য।

অতএব, প্রত্যেকের কর্তৃক অতিরিক্ত গ্রহণঃ

ক.	১ দিনের দৈনিক ভাতা	টাকা ২৯,০৪০
খ.	এমসিও	টাকা ৩৫,৮৮০
গ.	ট্রানজিট এ্যালাউন্স	টাকা ১০,৬৮০
ঘ.	প্রশিক্ষণ ফি	টাকা ৫৯,২৮০
		মোট টাকা ১,৩৪,৮৮০

১১ জন কর্মকর্তা কর্তৃক অতিরিক্ত গ্রহণের পরিমাণ (১,৩৪,৮৮০.০০×১১ জন) টাকা ১৪,৮৩,৬৮০.০০

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩(৫২)

এপি নং-১৪৫১৪ (আপত্তি-১৯৪)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

বিএ-৫২৬৪ মেজর মোঃ আসাদুজ্জামান তালুকদার কর্তৃক বৈদেশিক টিএ/ডিএ বিলে এমসিও এবং বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য আর্থিক সুবিধা গ্রহণ টাকা ১,২৮,৭২০ ।

এএফডি এর ০৫.০৯.২০১৩ তারিখের পত্র আর্মি/জিও/১৪০ এবং সেনাসদর জিএস শাখা, সামরিক প্রশিক্ষণ পরিদপ্তরের ৩০.০৯.২০১৩ তারিখের পত্রের প্রেক্ষিতে ০৫.১০.২০১৩ এবং ১৪.১০.২০১৩ হতে ১৮.১০.২০১৩ তারিখ পর্যন্ত থাইল্যান্ড, ০৬.১০.২০১৩ হতে ১৩.১০.২০১৩ তারিখ পর্যন্ত জাপান সর্বমোট ১৪ দিন (যাতায়াতসময় ব্যতীত) অথবা প্রশিক্ষণ শুরুর তারিখ হতে ১৪ দিন Crane (8-10 Ton) সংখ্যা ২টি এর ফ্যাক্টরী লেভেল মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ট্রাবল স্যুটিং প্রশিক্ষণ এর জন্য জাপান ও থাইল্যান্ড গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয় (ডিজিডিপি চুক্তি পত্র নং-২২১.৫৩৮.১১ তারিখ ৩১.০৫.২০১২)। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান জাপান ও থাইল্যান্ড উক্ত প্রতিনিধিদলের প্রশিক্ষণ পরিচালনা ছাড়া প্রশিক্ষণার্থীদের আন্তর্জাতিক যাতায়াত বিমানভাড়া, অবস্থানকালীন থাকা-খাওয়া, চিকিৎসা এবং অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ভাড়া প্রদান করে।

ক. বিএ-৫২৬৪ মেজর মোঃ আসাদুজ্জামান তালুকদার, ইএমই-দলনেতা

খ. নম্বর ২৪০৯৮০৪ সার্জেন্ট (এএভেহিক্যাল) মোঃ আব্দুল হামিদ, ইএমই-সদস্য

বিএ-৫২৬৪ মেজর মোঃ আসাদুজ্জামান তালুকদার এর ভ্রমণ ভাতার বিল নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত অসংগতি নিম্নরূপঃ

(ক) **এমসিও বাবদঃ** তাঁর বিলে ১৮ কেজির ২টি বিমান এমসিও এবং ২৮ কেজির ২টি বিমান এমসিও পাওয়া যায়। তিনি বাংলাদেশ হতে ০৩.১০.২০১৩ তারিখ ব্যাংকক এয়ার ওয়েজ যোগে ১০:৩০ ঘটিকায় ঢাকা হতে ব্যাংক যাত্রা করেন, ০৫.১০.২০১৩ তারিখ ব্যাংকক হতে রাত ১১:২০ ঘটিকায় জাপান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সযোগে যাত্রা করে ০৬.১০.২০১৩ তারিখ ৭:৩৫ ঘটিকায় জাপান পৌছান, কিন্তু এমসিও দাখিল করা হয়েছে ব্যাংকক এয়ারওয়েজের। পুনরায় তিনি ১২.১০.২০১৩ তারিখ অপরাহ্ন ০৫:৫৫ ঘটিকায় নারিতা বিমানবন্দর হতে যাত্রা করে রাত ১০:৩৬ ঘটিকায় তিনি ব্যাংকক পৌছান। এখানেও তিনি ভ্রমণ করেছেন জাপান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সযোগে কিন্তু ২৮ কেজি এমসিও দাখিল করা হয়েছে ব্যাংকক এয়ারওয়েজের। আবার ২৮ কেজি এমসিওতে ১৯.১০.২০১৩ উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু তিনি ১৮.১০.২০১৩ তারিখ ৯:৩০ ঘটিকায় ঢাকা পৌছান। অতএব, দাখিলকৃত এমসিও কৃত্রিম (fake) বলে প্রতীয়মান হয়। এছাড়াও (original) আসল এমসিওতে ফ্লাইট নম্বর, বোডিং টাইম, পাসপোর্ট নম্বর ইত্যাদি উল্লেখ থাকে যা দাখিলকৃত এমসিওতে নাই। সুতরাং যথাযথ ভাউচার না হওয়ায় এমসিও বাবদ গৃহিত (টাকা ২০,১৮৫ + ২১,৬২৭ + ৩৩,৬৪২ + ৩১,৩৯৯)=টাকা ১,০৬,৮৫৩.০০ তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্য।

(খ) **০৪.১০.২০১৩ তারিখ বাধ্যতামূলক অবস্থানঃ** আর্থিক প্রাপ্যতা অনুযায়ী সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান জাপানে ও থাইল্যান্ডে উক্ত প্রতিনিধিদলের প্রশিক্ষণ পরিচালনা ছাড়া প্রশিক্ষণার্থীদের আন্তর্জাতিক যাতায়াত বিমানভাড়া, অবস্থানকালীন থাকা-খাওয়া,চিকিৎসা এবং অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ভাড়া প্রদান করে। অতএব, সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে বিমানে যাতায়াত এবং অবস্থানকালীন খাকা-খাওয়ার ব্যয় বহন করা হয়েছে বিধায় বাধ্যতামূলক অবস্থান দেখিয়ে দৈনিক ভাতা গ্রহনেরও সুযোগ নাই। তাছাড়াও বাধ্যতামূলক অবস্থানের সপক্ষে তিনি যে হোটেল বিল দাখিল করেছেন তাতে কোন ঠিকানা, ফোন নম্বর, ই-মেইল, ফ্যাক্স নম্বর ইত্যাদি কিছুই উল্লেখ নাই এমনকি দায়িত্বশীল কোন ব্যক্তির স্বাক্ষরও নাই। অর্থাৎ দাখিলকৃত হোটেল বিলটি কৃত্রিম (fake) বিধায় তিনি কোন সুবিধা প্রাপ্য নন। সুতরাং এ বাবদ গৃহিত ২১,৮৬৭.০০ তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্য।

অতএব, উক্ত কর্মকর্তার নিকট হতে সর্বমোট আদায়যোগ্য (এমসিও ১,০৬,৮৫৩.০০+বাধ্যতামূলক অবস্থান ২১,৮৬৭.০০) টাকা **১,২৮,৭২০**

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩(৫৩)

এপি নং-১৪৫৩০ (আপত্তি-২০৭)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

শ্রীলংকাতে বিএ-৬১০১ মেজর শেখ রমিজ উদ্দিন মোঃ ওয়াসিম (বর্তমানে লেঃ কর্ণেল) কর্তৃক অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা গ্রহণ টাকা ১,২৯,১৩৪

এএফডি এর ২৩.১০.২০১৩ ও ০৩.১০.২০১৩ তারিখের যথাক্রমে শ্রীলংকা.২৫৬২ ও ২৬৩০ স্মারকের প্রেক্ষিতে শ্রীলংকাতে Defence Service Command and Staff College Course-এ শিরোনামভুক্ত কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। তাঁর স্ত্রীকে সরকারী খরচে এবং সন্তানকে নিজ খরচে প্রশিক্ষণস্থলে গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়। তাঁর ভ্রমণভাতার বিল যাচাই করে দেখা যায় তিনি নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করেছেনঃ

(১) স্ট্যাডি ট্যুরঃ ১৩.০৮.২০১৪ তারিখ হতে ২৩.০৮.২০১৪ তারিখ পর্যন্ত ওভারসিজ স্ট্যাডি ট্যুর এর ক্ষেত্রে দৈনিক ভাতা, পকেটভাতা ও অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যয় অতিরিক্ত নেয়া হয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রাপ্য সুবিধাবলী সংক্রান্ত এএফডি এর ০৫.০৯.১৯৯৪ তারিখে ২২০৭/টি সংখ্যক স্মারকের ১খ(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী স্বাগতিক দেশ বাসস্থান, খাওয়া ও অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যয় বহন না করলে স্বাগতিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারণ ও সনদপত্র সাপেক্ষে তা বাংলাদেশ সরকার বহন করবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে শ্রীলংকা সরকার যে প্রাক্কলন দিয়েছিল তারচেয়ে বেশী গ্রহণ করা হয়েছে। যেমনঃ

আইটেম	শ্রীলংকা সরকারের প্রাক্কলন	প্রদান	অতিরিক্ত
আবাসন (১০ দিন)	মাঃ ডঃ ৩০০০.০০	মাঃ ডঃ ৩৩০৬.৩১	মাঃ ডঃ ৩০৬.৩১
বিমানভাড়া	মাঃ ডঃ ১০০০.০০	মাঃ ডঃ ৬৫৫.৮১	মাঃ ডঃ (-) ৩৪৪.১৯ কম
অন্যান্য ব্যয়	মাঃ ডঃ ৫০০.০০	-	(-) মাঃ ডঃ ৫০০.০০ কম
অভ্যন্তরীণ যাতায়াত	-	মাঃ ডঃ ১১৭৮.০০	মাঃ ডঃ ১১৭৮.০০
মোট	মাঃ ডঃ ৪৫০০.০০	মাঃ ডঃ ৫,১৪০.১২	মাঃ ডঃ ৬৪০.১২

উল্লেখ্য স্বাগতিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক টাকা খরচের কোন প্রত্যয়ন দেয়া হয় নাই। শ্রীলংকাতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রতিরক্ষা এটাসে কর্তৃক খরচের বিবরণ দেয়া হয়েছে যা প্রাসঙ্গিকও নয়, গ্রহণযোগ্যও নয়।

তবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের বৈদেশিক ভ্রমণভাতা সম্বলিত ০৯.১০.২০১২ তারিখের স্মারকের আলোকে হিসাব করলে অতিরিক্ত গ্রহণের পরিমাণ দাড়ায়ঃ

বিবরণ	গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
বিমানভাড়া	মাঃ ডঃ ১০০০.০০	মাঃ ডঃ ৬৫৫.৮১	মাঃ ডঃ ৩৪৪.১৯
হোটেলভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা (১০দিন)	মাঃ ডঃ ৩০০০.০০	মাঃ ডঃ ৩৩৭×১০=৩৩৭০ (মাঃ ডঃ ৩৭০ কম গ্রহণ)	(-) ৩৭০.০০
অন্যান্য ব্যয়	মাঃ ডঃ ৫০০.০০	সর্বসাকুল্য ভাতার ২০%= মাঃ ডঃ ১৭৮×২০%= মাঃ ডঃ ৩৫.৬০×১০ দিন= মাঃ ডঃ ৩৫৬.০০	মাঃ ডঃ ১৪৪.০০
পকেটভাতা	১৭৮×২৫%=মাঃ ডঃ ৪৪.৫০×১০দিন=মাঃ ডঃ ৪৪৫.০০	হোটেলভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রদান করায় পকেট ভাতা প্রাপ্য নয়।	মাঃ ডঃ ৪৪৫.০০
মোট =	মাঃ ডঃ ৪৯৪৫.০০	মাঃ ডঃ ৪৩৮১.৮১	মাঃ ডঃ ৫৬৩.১৯

অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদ ২৫ অনুযায়ী অতিরিক্ত বৈদেশিক মুদ্রা মার্কিন ডলারে ফেরতযোগ্য। নতুবা বর্তমান হার অনুযায়ী ১.৫ গুণ (মাঃ ডঃ ৫৬৩.১৯ × ৮০ × ১.৫ গুণ) টাকা **৬৭,৫৮২.৮০** ফেরতযোগ্য।

(২) বিমান টিকেট চেঞ্জ বাবদ ব্যয়ঃ শ্রীলংকার মিহিন লংকা এয়ার লাইন্স থেকে ০৬.০৯.২০১৪ তারিখে কলম্বো-ঢাকা রুটের টিকেট চেঞ্জের ব্যয় বাবদ চার্জ টাকা **১২০০.০০** বিলের বিপরীতে তাকে **১২,০০০.০০** টাকা পরিশোধ দেখানো হয়েছে। কিন্তু কি কারণে টিকেট চেঞ্জ করতে হয়েছে তার ব্যাখ্যা নাই। তবে আয়োজক প্রতিষ্ঠানের ১৭.১২.২০১৪ তারিখের মুভমেন্ট অর্ডার অনুযায়ী ১৭.১২.২০১৪ তারিখে কোর্স শেষে ২০.১২.২০১৪ তারিখে শ্রীলংকা থেকে প্রত্যাবর্তন করার কথা ছিল। কিন্তু তিনি ৩১.১২.২০১৪ তারিখে ফেরত আসেন। সুতরাং বিমান টিকেটের তারিখ চেঞ্জ করার জন্য চার্জ প্রাপ্য নয়।

(৩) স্ত্রীর বিমান টিকেটের মূল্যঃ বোডিং পাস হতে দেখা যায় যে, স্ত্রী মিসেস তাশমিয়া ওয়াসিম ফেরার পথে সহযাত্রী ছিলেন না। স্ত্রী ২৮.১২.২০১৪ তারিখে ফেরেন কিন্তু তিনি নিজে ৩১.১২.২০১৪ তারিখে প্রত্যাবর্তন করেন। পিআর(পি) বিধি-২৮৫(ii) অনুযায়ী একই ফ্লাইটে যাতায়াত না করলে স্ত্রীর জন্য বিমানভাড়াও প্রাপ্য নয়। অতএব, এক্ষেত্রে তাঁর নিকট হতে টাকা **৪৯,৫৫১.০০** আদায়যোগ্য।

তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্য মোট টাকার পরিমানঃ

১। ওভারসিজ স্ট্যাডি ট্যুর উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত গৃহিত অর্থ	টাকা ৬৭,৫৮২.৮০
২। বিমান টিকেট তারিখ পরিবর্তন	টাকা ১২,০০০.০০
৩। স্ত্রী সহযাত্রী না হওয়ার কারণে তাঁর বিমান ভাড়া	টাকা ৪৯,৫৫১.০০
মোট	টাকা ১,২৯,১৩৩.৮০
সর্বমোট	**টাকা ১,২৯,১৩৪.০০**

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩(৫৪)

এপি নং-১৪৫৩৪ (আপত্তি-২২৯)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

সিংগাপুরে IMDG কোর্সে অংশগ্রহণ এর ক্ষেত্রে অনিয়মিতভাবে অর্থ পরিশোধ টাকা ১০,৭০,৪৩৫

এএফডি এর ২১/০৫/২০১৫ তারিখের আর্মি/জিও/৬৪৫ সংখ্যক স্মারকে সিংগাপুরে International Maritime Dangerous Goods নামক কোর্সে নিম্নোক্ত সেনা কর্মকর্তাগণকে যাতায়াত সময় ব্যতীত ০৩/০৬/১৫ হতে ০৫/০৬/১৫ পর্যন্ত মোট ৩ দিন অথবা গন্তব্যস্থলে পৌছার পর হতে ৩ দিন এর জন্য সিংগাপুরে গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমোদন দেয়া হয়।

১	বিএ-৪১৬৭ লেঃ কঃ আহমেদ সোহেল শাহাব
২	বিএ-৪৫৮২ লেঃ কঃ মোঃ নেয়ামুল কবির
৩	বিএ-৬১০২ মেজর সৈয়দ কামাল হোসেন
৪	বিএ-৬২৯৪ মেজর পার্থ প্রতীম সাহা
৫	বিএ-৬৯১৯ মেজর আবু ইউসুফ আল নূর ইমন

৪ নং ক্রমিকে বর্ণিত বিএ-৬২৯৪, মেজর পার্থ প্রতীম সাহা এর ভ্রমণ ভাতার বিল নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে অনিয়মিতভাবে/অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে।

ক) প্রশিক্ষণ ফিঃ সেনাসদর, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তরের ২৪/০৫/২০১৪ তারিখের আর্থিক প্রাপ্যতা আদেশে কোর্স ফিস বাবদ জন প্রতি ৬৪২ মাঃ ডলার উল্লেখ করা হয়। পরবর্তীতে ২৭/০৫/২০১৫ তারিখের আদেশে জনপ্রতি ১৪৪০ ইউএস ডলার এর মঞ্জুরী দেয়া হয়। আবার সিংগাপুর শিপিং এ্যাসোসিয়েশন এর ০৩/০৬/২০১৫ তারিখ দিয়ে কথিত রিসিটে ১৫৫৫.২০ ইউএস ডলার প্রদর্শণ করা হয়েছে এবং পে-১ কার্যালয় থেকে ১৫৫৫.২০ মার্কিন ডলারই পরিশোধ করা হয়েছে। ৩ দিনের কোর্সের জন্য জনপ্রতি ১৫৫৫.২০ মার্কিন ডলার পরিশোধ হয়েছে বিধায় যে দলিলাদির ভিত্তিতে প্রথম কোর্স ফি ৬৪২ ডলার এবং যে দলিলাদির আলোকে ১৪৪০ মার্কিন ডলার এবং যে অথরিটির ভিত্তিতে মাঃ ডঃ ১৫৫৫.২০ গ্রহণ করা হয়েছে তার কপি বিলের সাথে সংযুক্ত থাকা আবশ্যক হলেও নাই। সুতরাং এতদ্বিষয়ে যথাযথ দলিলাদি আবশ্যক। অন্যথায় কোর্স ফি বাবদ জনপ্রতি ১৫৫৫.২০ মাঃ ডলার হিসাবে ৫ জনের বিপরীতে মাঃ ডঃ ৭৭৭৬.০০ অনিয়মিতভাবে পরিশোধ বলে গণ্য।

খ) ১ দিনের দৈনিক ভাতাঃ দাখিলকৃত হোটেল বিলে Arrival ০২/০৬/২০১৫ এবং ডিপারচার ৫/২/১৫ তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ ৩ রাত্রি হলেও ৪ দিনের হোটেল ভাড়া পরিশোধ দেখানো হয়েছে যা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সুতরাং ১ দিনের সমর্থনে প্রতি জনে অতিরিক্ত গ্রহণ করা হয়েছে। হোটেল বিল না থাকায় ঐ দিনের জন্য সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য। অতএব, এক্ষেত্রে (মাঃ ডঃ ৩৩৭-মাঃ ডঃ ১৭৮) মাঃ ডঃ ১৫৯ অতিরিক্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

গ) বিমানে যাওয়ার পথে অতিরিক্ত ১৮ কেজি লাগেজ বহন বাবদ কোন ভাউচার বিলের সাথে নাই। ভ্রমণ ভাতা বিলে ১৮ কেজি বিমান এমসিও প্রতি কেজি টাকা ৭৮ উল্লেখ থাকায় টাকার পরিমান দাঁড়ায় টাকা ১৪০৪। কিন্তু পরিশোধ করা হয়েছে ১৪০৪০ টাকা। যথাযথ ভাউচার না থাকায় এক্ষেত্রে গৃহিত সমুদয় অর্থ ফেরতযোগ্য।

অতএব, কোর্স ফি এর যথাযথ কাগজপত্র না থাকলে প্রতি জনের ক্ষেত্রে অনিয়মিতভাবে গৃহিত/অতিরিক্ত গ্রহণের পরিমান

১। কোর্স ফিঃ মাঃ ডঃ ১৫৫৫.২০× ৭৭.৮০× ১.৫ গুণ = টাকা ১,৮১,৪৯১.৮৪
২। দৈনিক ভাতাঃ মাঃ ডঃ ১৫৯× ৭৭.৮০× ১.৫ গুণ = টাকা ১৮,৫৫৫.৩০
৩। এমসিওঃ = টাকা ১৪,০৪০
= টাকা ২,১৪,০৮৭

৫ জনের ক্ষেত্রে টাকা (২১৪০৮৭×৫জন) **১০,৭০,৪৩৫ আদায়যোগ্য।**

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩(৫৫)

এপি নং-১৪৫৪০ (আপত্তি-২৩৬)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

বানানো (Manufactured) ভাউচার দিয়ে তুরস্ক সফর উপলক্ষ্যেবিধি বহির্ভূত প্রাপ্যের অতিরিক্ত হোটেল বিল গ্রহণ টাকা ১১,৮৯,৬৩৮

এএফডি এর ১৬/০৮/২০১৫ তারিখের ০৬.০০.০০০০.০২১.৪৩. ০৪০.১৫/আর্মি/জিও/৬৮ পত্রের মাধ্যমে নিম্নোক্ত সেনাকর্মকর্তাগণকে বিভিন্ন ধরণের সিমুলেটর ক্রয়ের উপযুক্ততা যাচাইয়ের জন্য ৩১/০৮/২০১৫ হতে ০৪/০৯/২০১৫ পর্যন্ত তুরস্কে গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমোদন দেয়া হয়। সেনাসদর এর ২০/০৮/২০১৫ তারিখের আর্থিক প্রাপ্যতা আদেশে ৩০/০৮/২০১৫ ও ০৫/০৯/২০১৫ তারিখ আনকারা, তুরস্ক এবং ০৬/০৯/২০১৫ তারিখে দোহাতে বাধ্যতামূলক অবস্থান দেখিয়ে দৈনিক ভাতার অনুমোদন দেয়া হয়ঃ

১. বিএ-২৭০০ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ ইউসুফ, এসজিপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি
২. বিএ-৪৬৩৬ লেঃ কর্ণেল মোহাম্মদ রুবায়েত আহমেদ, পিএসসি, পদাতিক
৩. বিএ-৪৮৯৫ লেঃ কর্ণেল মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান, পিএসসি, এএসসি
৪. বিএ-৫০৩৩ লেঃ কর্ণেল মোঃ শওকত ওসমান, পিএসসি, পদাতিক
৫. বিএ-৫৭৩১ মেজর আহমেদ ইউসুফ জামিল, পিএসসি, সাঁজোয়া
৬. বিএ-৬২১৫ মেজর সৈয়দ ফারহান ইবনে হাফিজ, জি আর্টিলারি

৫ নং ক্রমিকে বর্ণিত কর্মকর্তার ভ্রমণ ভাতার বিল যাচাইকালে দেখা যায় যে, ত্রুটিপূর্ণ হোটেল বিল দাখিল করা হয়েছে। যেমনঃ Latanya Hotel Ankara নামক হোটেলের এবং The Green Park Hotel Ankara এর বিলের প্রকৃতি, লিখন, রং ইত্যাদি প্রতিদিনের জন্য মাঃ ডঃ ৩৩৭ গ্রহণকারী কোন মানসম্পন্ন হোটেল বিলের মত নয়। এছাড়া Movenpick Hotel West Bay Doha নামক হোটেলের বিলে সময় ০৬/০৯/২০১৫ হতে ০৬/০৯/২০১৫ উল্ল্যেখ রয়েছে। কিন্তু দোহাতে ০৫/০৯/২০১৫ তারিখ পৌছে রাত্রিযাপন শেষে ০৬/০৯/২০১৫ তারিখ প্রস্থান করা হয়। এছাড়া এয়ারলাইন (কাতার এয়ারওয়েজ) দোহাতে নাইট স্টপ ওভার এর জন্য থাকা ও খাওয়ার সংস্থান করে বিধায় ঐ রাত্রিতে নিজ উদ্যোগে কোন হোটেলে থাকার প্রশ্নই আসে না। এতসব অসংগতির কারনে হোটেল বিল প্রকৃত বিল নয় বলে প্রমাণিত। উপরন্তু ৩০/০৮/২০১৫ হতে ০৬/০৯/২০১৫ পর্যন্ত ৭ রাত্রি হয় যার মধ্যে ১ রাত্রি (০৫/০৯/১৫) এর ব্যয় এয়ারলাইন্স বহন করেছে। কিন্তু দৈনিক ভাতা গ্রহণ করা হয়েছে ৮ দিনের। একদিকে যথাযথ হোটেল বিল না হওয়ায় হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রাপ্য নয়, সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য, অন্যদিকে ৬ দিনের স্থলে ৮ দিনের দৈনিক ভাতা গ্রহণ করায় ২ দিনের অতিরিক্ত গ্রহণের ফলে নিম্নোক্ত বর্নিত হিসাব অনুযায়ী মাঃ ডঃ ৯৯৭৬.০০ বা টাকা ১১৮৯৬৩৮.০০ আদায়যোগ্য।

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
১	বিএ ২৭০০ ব্রিঃ জেনারেল মোহাম্মদ ইউসুফ	৩০/০৮/২০১৫ হতে ০৬/০৯/২০১৫ পর্যন্ত ৮ দিনের × মাঃ ডঃ ৩৮১ = মাঃ ডঃ ৩০৪৮	৩০/০৮/১৫ হতে ০৬/০৯/২০১৫, ৭ রাত্রি বিধায় ৭ দিনের প্রাপ্য তার মধ্যে ০৫/০৯/১৫ তারিখ দিবাগত রাতের জন্য দোহাতে এয়ারলাইন হোটেল ও খাবারের ব্যবস্থা করায় ৬ দিনের সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য ৬ দিন × মাঃ ডঃ ২০২ = মাঃ ডঃ ১২১২	অতিরিক্ত মাঃ ডঃ ১৮৩৬
২	বিএ ৪৬৩৬ লেঃ কর্ণেল মোহাম্মদ রুবায়েত আহমেদ	৩০/০৮/২০১৫ হতে ০৬/০৯/২০১৫ পর্যন্ত ৮ দিনের × মাঃ ডঃ ৩৩৭ = মাঃ ডঃ ২৬৯৬	৩০/০৮/১৫ হতে ০৬/০৯/২০১৫, ৭ রাত্রি বিধায় ৭ দিনের প্রাপ্য তার মেধ্য ০৫/০৯/১৫ তারিখ দিবাগত রাতের জন্য দোহাতে এয়ারলাইন হোটেল ও খাবারের ব্যবস্থা করায় ৬ দিনের সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য ৬ দিন × মাঃ ডঃ ১৭৮= মাঃ ডঃ ১০৬৮	মাঃ ডঃ ১৬২৮

৩	বিএ-৪৮৯৫ লেঃ কর্ণেল মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান, পিএসসি, এএসসি	৩০/০৮/২০১৫ হতে ০৬/০৯/২০১৫ পর্যন্ত ৮ দিনের × মাঃ ডঃ ৩৩৭ = মাঃ ডঃ ২৬৯৬	৩০/০৮/১৫ হতে ০৬/০৯/২০১৫, ৭ রাত্রি বিধায় ৭ দিনের প্রাপ্য তার মেধ্য ০৫/০৯/১৫ তারিখ দিবাগত রাতের জন্য দোহাতে এয়ারলাইন হোটেল ও খাবারের ব্যবস্থা করায় ৬ দিনের সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য ৬ দিন × মাঃ ডঃ ১৭৮= মাঃ ডঃ ১০৬৮	মাঃ ডঃ ১৬২৮
৪	বিএ-৫০৩৩ লেঃ কর্ণেল মোঃ শওকত ওসমান, পিএসসি, পদাতিক	৩০/০৮/২০১৫ হতে ০৬/০৯/২০১৫ পর্যন্ত ৮ দিনের × মাঃ ডঃ ৩৩৭ = মাঃ ডঃ ২৬৯৬	৩০/০৮/১৫ হতে ০৬/০৯/২০১৫, ৭ রাত্রি বিধায় ৭ দিনের প্রাপ্য তার মেধ্য ০৫/০৯/১৫ তারিখ দিবাগত রাতের জন্য দোহাতে এয়ারলাইন হোটেল ও খাবারের ব্যবস্থা করায় ৬ দিনের সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য ৬ দিন×মাঃ ডঃ ১৭৮=মাঃ ডঃ ১০৬৮	মাঃ ডঃ ১৬২৮
৫	বিএ-৫৭৩১ মেজর আহমেদ ইউসুফ জামিল, পিএসসি, সাঁজোয়া	৩০/০৮/২০১৫ হতে ০৬/০৯/২০১৫ পর্যন্ত ৮ দিনের × মাঃ ডঃ ৩৩৭ = মাঃ ডঃ ২৬৯৬	৩০/০৮/১৫ হতে ০৬/০৯/২০১৫, ৭ রাত্রি বিধায় ৭ দিনের প্রাপ্য তার মেধ্য ০৫/০৯/১৫ তারিখ দিবাগত রাতের জন্য দোহাতে এয়ারলাইন হোটেল ও খাবারের ব্যবস্থা করায় ৬ দিনের সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য ৬ দিন × মাঃ ডঃ ১৭৮= মাঃ ডঃ ১০৬৮	মাঃ ডঃ ১৬২৮
৬	বিএ-৬২১৫ মেজর সৈয়দ ফারহান ইবনে হাফিজ, জি আর্টিলারি	৩০/০৮/২০১৫ হতে ০৬/০৯/২০১৫ পর্যন্ত ৮ দিনের × মাঃ ডঃ ৩৩৭ = মাঃ ডঃ ২৬৯৬	৩০/০৮/১৫ হতে ০৬/০৯/২০১৫, ৭ রাত্রি বিধায় ৭ দিনের প্রাপ্য তার মেধ্য ০৫/০৯/১৫ তারিখ দিবাগত রাতের জন্য দোহাতে এয়ারলাইন হোটেল ও খাবারের ব্যবস্থা করায় ৬ দিনের সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য ৬ দিন × মাঃ ডঃ ১৭৮= মাঃ ডঃ ১০৬৮	মাঃ ডঃ ১৬২৮
সর্বমোট মাঃ ডঃ (১৮৩৬×১ জন ব্রিঃজেঃ)১৮৩৬+মাঃ ডঃ (১৬২৮× ৫ জন লেঃ কর্ণেল/ মেজর) ৮১৪০ = মাঃ ডঃ ৯৯৭৬ বা টাকা (৯৯৭৬×৭৯.৫× ১.৫ গুণ) ১১,৮৯,৬৩৮ আদায়যোগ্য।				

অনুচ্ছেদ নং-০৩
পরিশিষ্ট-৩(৫৬)
এপি নং-১৪৫৪৪ (আপত্তি-২১৭)
ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

ভারতের 'Spine Surgery' at Fortis Hospital, কোলকাতায় প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সাপোর্টিং ডকুমেন্ট ব্যতীত ব্যয় টাকা ৩,৬১,৯৮১।

এএফডি এর ০৩/০৮/২০১৪ তারিখের ০৬.০০.০০০০. ০০৯.২০.০০১.১৪.ভারত.২১৮৪ সংখ্যক আদেশের প্রেক্ষিতে ১/২/২০১৫ হতে ৩০/৪/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ভারতের কোলকাতায় Fortis Hospital G Spine Surgery তে প্রশিক্ষণ গ্রহণ সম্পর্কিত বিএ ১০০৭৬৮ লেঃ কর্ণেল সেলিম উর রহমান এর ভ্রমণ ভাতার বিল যাচাইকালে দেখা যায় যে, মোট টাকা ৩,৬১,৯৮১ খরচের মধ্যে বিমান ভাড়া ১৫৫০০ টাকা, টার্মিনাল ২৩৪৮.০৫ টাকা, ট্রানজিট ৫,৮৭০ টাকা, কোর্স ফি, থাকা ও খাওয়া বাবদ মাসিক ১৫০০ মার্কিন ডলার হিসাবে ৩ মাসে ৪৫০০ মার্কিন ডলার×৭৭.৬৭ =টাকা ৩,৪৯,৫১৫ স্টেশনারী ব্যয় মাঃ ডঃ ৫০ = ৩,৮৮৭.৫০ টাকা অন্তর্ভূক্ত। তিনি ১/২/২০১৫ হতে ৩০/৪/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত রুম ভাড়া ও খাবার খরচ সম্বলিত হোটেল বিলের কপি প্রদান করেছেন কিন্তু কোর্স ফি এর কোন ভাউচার প্রদান করেন নাই। এছাড়া প্রতি মাসে ১৫০০ মার্কিন ডলার কোর্স ফি, লিভিং ও ফুডিং খরচ নির্ধারণের সমর্থনে আয়োজক প্রতিষ্ঠানের কোন অফার লেটার/সমঝোতাপত্র এর কোন কপি প্রদান না করায় আলোচ্য খরচের যথার্থতা পরিষ্কার নয়। আলোচ্য প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ভারত সরকারের অফার লেটার/সমঝোতা পত্র ছাড়া আলোচ্য খরচ অনিয়ম হিসাবে পরিগণিত। সে কারণে উক্ত ৩,৬১,৯৮১ টাকা আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ নং-০৩
পরিশিষ্ট-৩(৫৭)

এপি নং-১৪৫৫৪ (আপত্তি-২০)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

বিএ-৪৭৭৩ লেঃ কর্ণেল রাকিবুল করিম চৌধুরী কর্তৃক বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলে বিমান এমসিও না থাকায় এবং স্বাক্ষর ও তারিখবিহীন ভাউচার দ্বারা সরকারী অর্থ গ্রহণ করায় আর্থিক ক্ষতি ২৯,৯৭০ টাকা।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস পত্র নং-০৬.০০.০০০০.০০৯.২০. ০০১.১৫/যুক্তরাষ্ট্র/ ৯৩৬, তারিখ ১৬.০৩.২০১৫ এর মাধ্যমে বিএ-৪৭৭৩ লেঃ কর্ণেল রাকিবুল করিম চৌধুরী, পিএসসি, ১ সিগন্যাল ব্যাটালিয়ন-কে, ০৪.০৫.২০১৫ হতে ০৮.০৫.২০১৫ পর্যন্ত সময়ে (যাতায়াত সময় ব্যতীত) Monterey, California, যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত Cybersecurity Policy and Practice Course (MASL#P170370)-এ অংশগ্রহণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র গমণাগমণ ও অবস্থানের বিষয়ে অনুমতি প্রদান করা হয়। মঞ্জুরী মোতাবেক কোর্সে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তার আন্তর্জাতিক যাতায়াত বিমানভাড়া, থাকা, খাওয়া, প্রশিক্ষণ ফি এবং পকেটভাতাসহ প্রচলিত বিধি মোতাবেক প্রাপ্য অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সংশ্লিষ্ট বাজেট খাত হতে সংকুলান করা হয়। যাচাইয়ে পরিলক্ষিত অনিয়মঃ

(১) বিমান এমসিও পাওয়া যায় নাই তাই এ বাবদ গৃহিত টাকা **৭,৮০০.০০** যথাযথ নয়।

(২) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে দৈনিক বাসস্থান বাবদ মাঃ ডঃ ৬৮.০০ এবং খাবার বাবদ মাঃ ডঃ ৭৭.০০ ও পকেটভাতা (২৫%) মাঃ ডঃ ৪৪.৫০ মোট (৬৮+৭৭+৪৪.৫০) মাঃ ডঃ ১৮৯.৫০ মঞ্জুর করা হয়। কোন বিধিবলে এই সুবিধা দেয়া হলো তা স্পষ্ট নয়। তবে বিদেশে প্রশিক্ষণকালীন প্রাপ্য আর্থিক সুবিধা সম্বলিত ০৫.০৯.১৯৯৪ তারিখের আদেশ অনুযায়ী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণ সময় ৬ (ছয়) মাসের নিম্নে বিধায় কেবলমাত্র সর্বসাকুল্য ভাতার ৮৫% অর্থাৎ (১৭৮.০০×৮৫%) মাঃ ডঃ ১৫১.৩০ প্রাপ্য। এই হিসাবে তিনি (১৫১.৩০×৫দিন)=মাঃ ডঃ ৭৫৬.৫০ প্রাপ্য। কিন্তু তাকে প্রদান করা হয়েছে (পকেট ভাতা মাঃ ডঃ ২২২.৫০+বাসস্থান ভাড়া ও খাবার খরচ মাঃ ডঃ ৭১৮.৭৫)=মাঃ ডঃ ৯৪১.২৫। অর্থাৎ অতিরিক্ত গ্রহণ (৯৪১.২৫-৭৫৬.৫০) টাকা ১৮৪.৭৫। উক্ত অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় ফেরতযোগ্য অন্যথায় দেশীয় মুদ্রায় (১৮৪.৭৫×৮০টাকা×১.৫ গুণ) টাকা **২২,১৭০.০০** ফেরতযোগ্য।

সুতরাং উক্ত অফিসারের নিকট হতে নিম্নরূপ টাকা আদায়যোগ্যঃ

(১) বিমান এমসিও না থাকায় এবাবদ গৃহিত টাকা **৭,৮০০.০০**।

(২) পকেটভাতা,বাসস্থান ও খাবার খরচ বাবদ টাকা **২২,১৭০.০০**।

সর্বমোট টাকা **২৯,৯৭০.০০**

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩(৫৮)

এপি নং-১৪৫৫৭ (আপত্তি-২৫)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

যুক্তরাজ্য সফর উপলক্ষ্যে বিএ-৫১৫৮ মেজর (বর্তমানে কর্ণেল) মোহাম্মদ মোহতাশিম হায়দার চৌধুরী,পিএসসি বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলে তৈরীকৃত (Manufactured) বিমান এমসিও দ্বারা সরকারী অর্থ গ্রহণ করায় আর্থিক ক্ষতি ৭৩,১৮২.০০ টাকা।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়,সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর,ঢাকা সেনানিবাসের পত্র নম্বর ৬০২০/টি/আর্মি/ইউকে/ ১২১০, তারিখ ২৩.০৫.২০১২ এবং সেনাসদর জিএস ব্রাঞ্চ,সামরিক প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস পত্র নং-২৩.০১.৯০১.০২৬.০৩.০৫৬.০৪.২৪.০৬.১২ তারিখ ২৪.০৬.২০১২ সংখ্যক সরকারি আদেশ অনুযায়ী বিএ-৫১৫৮ মেজর (বর্তমানে কর্ণেল) মোহাম্মদ মোহতাশিম হায়দার চৌধুরী,পিএসসি এবং তার স্ত্রী ও পুত্রসহ ০৬.০৮.২০১২ হতে ১৮.০৭.২০১৩ তারিখ পর্যন্ত (যাতায়াত সময় ব্যতিত) যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিতব্য Advanced Command and Staff Course-এ যুক্তরাজ্যে গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করেছেন। যুক্তরাজ্য সরকার উক্ত প্রশিক্ষনার্থী,স্ত্রী এবং সন্তানের আন্তর্জাতিক যাতায়াত বিমান ভাড়া,কোর্স ফি,থাকা ও খাওয়ার খরচ বহন করবে। বাংলাদেশ সরকার পকেট ভাতাসহ বিধি মোতাবেক প্রাপ্য সুবিধাদি প্রদান করবে।

উক্ত কর্মকর্তার বিমান আইটিনারী ও ক্রয়কৃত বিমান এমসিও যাচাই করে দেখা যায় যে, তিনি ঢাকা থেকে গালফ এয়ার যোগে বাহরাইন হয়ে লন্ডন পৌছেন, কিন্তু তার বিমান এমসিও ক্রয় দেখানো হয়েছে ০১.০৮.২০১২ তারিখে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের। সুতরাং তার ১৮কেজি বিমান এমসিও তৈরীকৃত (Manufactured) বলে প্রতীয়মান হয়। তিনি ২৯.০৭.২০১৩ তারিখে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে লন্ডন থেকে জেদ্দা গমণ করেন এবং ০৫.০৮.২০১৩ তারিখে জেদ্দা হতে এমিরেটস বিমানে করে দুবাই আসেন। তার ২৮ কেজি বিমান এমসিও ক্রয় দেখানো হয় ২৯.০৭.২০১৩ তারিখে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে। আবার ১৮ কেজি এবং ২৮ কেজি বিমান এমসিওতে বিমান কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর একই। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের বাংলাদেশ প্রতিনিধি (যদিও তিনি গালফ এয়ারে গমন করেছেন) এবং লন্ডন প্রতিনিধির স্বাক্ষর এক হতে পারেনা। অতএব,, ১৮ কেজি মালামাল বহনের জন্য গৃহীত ১৪৯৯.০০× ১৮কেজি=২৬,৯৮২.০০ টাকা এবং ২৮ কেজি মালামাল বহনের জন্য গৃহীত ১৬৫০×২৮=৪৬,২০০.০০ টাকা,সর্বমোট (৪৬,২০০.০০+২৬,৯৮২.০০)= ৭৩,১৮২.০০ টাকা বিএ-৫১৫৮ মেজর (বর্তমানে কর্ণেল) মোহাম্মদ মোহতাশিম হায়দার চৌধুরী, পিএসসি এর নিকট হতে আদায়যোগ্য। অর্থ বিভাগ,ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, শাখা-২ এর নং-অম/অবি/ব্যঃনিঃ-২/২(১৯)/ ২০০০-৪/অংশ-১/২২১(১০০০), তারিখ ০৯.১০.২০১২ সংখ্যক পত্রের প্যারা-২০ অনুযায়ী সকল ধরণের ব্যয় অবশ্যই উপযুক্ত রশিদ পত্রের মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে তা অনুসরণ না করায় (Manufactured) বিমান এমসিও দ্বারা সরকারী অর্থ গ্রহণ করায় **টাকা ৭৩,১৮২.০০** ফেরত প্রদান আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩(৫৯)

এপি নং-১৪৫৫৯ (আপত্তি-৪০)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

বিএ-৭৮৩০ ক্যাপ্টেন শেখ আরমান ইবনে ইদ্রিস,এসি কর্তৃক প্রাক জাহাজী পরিদর্শন উপলক্ষে চীন ভ্রমণে অতিরিক্ত বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা গ্রহণ করায় দেশীয় মুদ্রায় জমা দিলে ৭৫,৭৮০ টাকা জমাযোগ্য।

সেনাসদরের জিএস শাখা,এসডি পরিদপ্তরের ২৯.১২.২০১৩ তারিখের ১৩ সংখ্যক আদেশের প্রেক্ষিতে বিএ-৭৮৩০ ক্যাপ্টেন শেখ আরমান ইবনে ইদ্রিস,এসি-কে ০৬.০১.২০১৪ হতে ০৮.০১.২০১৪ পর্যন্ত সময়ে মোট ০৩ দিন অথবা যাত্রার তারিখ হতে মোট ০৩দিন (যাতায়াত সময় ব্যতিত) প্রাক জাহাজী পরিদর্শন উপলক্ষে চীনে গমানাগমন এবং অবস্থানের ক্ষেত্রে আর্থিক প্রাপ্যতা প্রদান করা হয়। তাঁর বৈদেশিক ভ্রমণ-ভাতার বিলে অসংগতিগুলো হলোঃ

(১) **অতিরিক্ত অর্ধ দিনের (০৯.০১.২০১৪ তারিখের) ডিএ গ্রহণঃ** উক্ত কর্মকর্তার বাংলাদেশে ফিরে আসার কথা ০৯.০১.২০১৪ তারিখে, কিন্তু তিনি বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি গ্রহণ করে (সেনাসদর এজি শাখার পত্র নং-১৩/৭, তারিখ ৩০.১২.২০১৩) ১১.০১.২০১৪ তারিখ পর্যন্ত কুনমিংয়ে অবস্থান করেন এবং ১২.০১.২০১৪ তারিখ ১২: ৩৫ ঘটিকায় তিনি কুনমিং হতে রওয়ানা দিয়ে বাংলাদেশে আসেন। অর্থাৎ ০৯.০১.২০১৪ তারিখে বাধ্যতামূলক অবস্থানের কোন ঘটনা ঘটেনি। ০৯.০১.২০১৪ তারিখে তিনি অর্ধদিনের ডিএ প্রাপ্য নন।

(২) **অসংগতিপূর্ণ হোটেল বিলঃ** যেমন ০৫.০১.২০১৫ তারিখ বিমানযোগে কুনমিং পৌছান। কিন্তু ঐ দিনের বিল এবং প্রস্থানের দিনের (০৯.০১.২০১৫) হোটেল বিল দেয়া হয়েছে চেঙগড়ু এর। অন্যদিকে ০৬.০১.২০১৫ হতে ০৮.০১.২০১৫ সময়ে হোটেল বিল দেয়া হয়েছে Wahan নামক জায়গার। এমন যদি হয় যে, কুনমিং থেকে ০৫.০১.২০১৫ তারিখে চেংগড়ুতে যাওয়া হয়েছে এবং রাত্রি যাপনের পর Wahan এ ০৬.০১.২০১৫ তারিখে যেয়ে ০৮.০১.২০১৫ তারিখ দিবাগত রাত অতিবাহিত করে ০৯.০১.২০১৫ তারিখে চেংগড়ুতে গমন করেছেন তাহলে Wahan এ ০৬.০১.২০১৫ হতে ০৮.০১.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত দেখানো হোটেল বিল গ্রহণযোগ্য। কিন্তু ০৯.০১.২০১৫ তারিখ হাফ দিন দেখানোতে চেংগড়ুর হোটেল বিলের প্রদর্শিত তথ্য সংগতিপূর্ণ নয়। কারণ কুনমিং হতে ১৩:০৫ ঘটিকায় ফ্লাই করতে হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বিলগুলোতে ফুটার এ 1:\bill-voucher.doc লিখা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণের লক্ষ্যে বিলগুলো বানিয়ে (Manufacture) দাখিল করা হয়েছে। অতএব, হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ভাতা প্রাপ্য নয়। তিনি ০৫.০১.২০১৫ হতে ০৮.০১.২০১৫ পর্যন্ত সময়ের জন্য সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য। সুতরাং হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ভাতা ও নগদ ভাতা গ্রহণ করা আদায়যোগ্য অর্থের বিবরণ নিম্নরূপঃ

গৃহিত	সর্বসাকুল্য ভাতা হিসাবে প্রাপ্য	অতিরিক্ত
মাঃ ডঃ ২৮৭×৪.৫দিন=মাঃ ডঃ ১২৯১.৫০	মাঃ ডঃ ১৬৫×৪দিন=মাঃ ডঃ ৬৬০.০০	মাঃ ডঃ ৬৩১.৫০

তিনি দৈনিক ভাতা অগ্রিম গ্রহণ করেন বিধায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদ ২৫ অনুযায়ী অতিরিক্ত গৃহিত দৈনিক ভাতা মার্কিন ডলারেই ফেরতযোগ্য। নতুবা বর্তমান বিনিময় হারে দেড়গুণ দেশীয় মুদ্রায় জমাযোগ্য টাকা (মাঃ ডঃ ৬৩১.৫০×৮০×১.৫ গুণ) **টাকা ৭৫,৭৮০**

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩(৬০)

এপি নং-**১৪৫৬১** (আপত্তি-৬৬)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-**১** ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-**২০১৪** হতে ২০১৫-২০১৬

বিএ-৬১৩৪ মেজর মোহাম্মদ ফারুক আহমেদ ভূঁইয়া,পিএসসি,পদাতিক কর্তৃক ব্যক্তিগত মালামাল পরিবহণ বাবদ অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ টাকা ৫২,২৬০ ।

অর্থ নিয়ন্ত্রক (আর্মি) পে-১ কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব ২৮.০৮.২০১৬ হতে ১৫.১১.২০১৬ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, সেনাসদর সামরিক প্রশিক্ষণ পরিদপ্তরের ১৭.১২.২০১৪ তারিখের আর্থিক প্রাপ্যতার আদেশের প্রেক্ষিতে ১২.০৯.২০১৪ হতে ১৯.০২.২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিষয়োক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক English Education at the Turkish Jiont Command and Staff College Course-তুরস্কতে অংশগ্রহণ সংশ্লিষ্ট টিএ/ডিএ বিল যাচাই করে দেখা যায় যে, ফেরার পথে তাকে ১০৭ কেজি মালামাল বিমানপথে পরিবহনের জন্য (১০৭ কেজি×মাঃ ডঃ ১০.০০) মাঃ ডঃ ১০৭০ সমপরিমাণ (১০৭০×৭৮) ৮৩,৪৬০.০০ টাকা ভাড়া পরিশোধ করা হয়। নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, সমুদ্রপথে ২০০ কেজি মালামাল পরিবহনের জন্য সর্বনিম্ন দরদাতা ESEN নামক প্রতিষ্ঠানের সর্বমোট উদ্বৃত মাঃ ডঃ ২০০০ এর মধ্যে সী ফ্রেইট ৪০০ মাঃ ডলার। অন্যান্য চার্জ প্রাপ্য নয় বিধায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সমুদ্র পথেই হোক কিংবা বিমান পথেই হোক মাঃ ডঃ ৪০০.০০ প্রাপ্য। অতএব, তাকে (১০৭০-৪০০)=মাঃ ডঃ ৬৭০.০০ সমপরিমাণ (৬৭০.০০×৭৮.০০) **টাকা ৫২,২৬০.০০** অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩(৬১)

এপি নং-১৪৫৬৩ (আপত্তি-৭১)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

বিএ-৪৯০০ মেজর এম এম মোয়াজ্জেম হোসেন,পিএসসি কর্তৃক কৃত্রিম (fake) হোটেল বিল দাখিল করে ০৪ দিনের হোটেল ভাড়াভিত্তিক ভাতা গ্রহণ টাকা ১,৪০,৪০০ ।

সেনাসদরের ২৯.০৭.২০১৩ তারিখের স্বারকে বিষয়োক্ত কর্মকর্তার ১৫.০৮.২০১৩ তারিখ হতে ১৭.০৯.২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে Comprehensive Crisis Management Course (CCM-13-1) এ অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে আর্থিক প্রাপ্যতার জারীকৃত আর্থিক প্রাপ্যতা আদেশ অনুযায়ী আলোচ্য প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র সরকার আন্তর্জাতিক যাতায়াতের জন্য বিমানভাড়া,থাকার এবং খাবার বাবদ দৈনিক ভাতা প্রদান করে। তা সত্বেও ১৪.০৮.২০১৩ তারিখ ০১ দিন, ১৮-২০.০৯.২০১৩ পর্যন্ত ৩ দিন মোট ০৪ দিন বাধ্যতামূলক অবস্থান দেখিয়ে হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ভাতা বাবদ (মাঃ ডঃ ৩৩৭ (২৪৬+৯১)×৪)=মাঃ ডঃ ১৩৪৮ গ্রহণ করা হয় যা প্রাপ্য নয়। কারণ প্রথমতঃ শর্ত মোতাবেক যুক্তরাষ্ট্র সরকারের খরচে তাদের ব্যবস্থাপনায় সংগৃহিত বিমান টিকেটের ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে পৌছানো থেকে অবস্থানের সম্পূর্ণ সময়ের জন্য আবাসন ও খাবার বাবদ ব্যয় যুক্তরাষ্ট্র সরকার কর্তৃকই বহনযোগ্য। ১৪.০৮.২০১৩, ১৮.০৯.২০১৩, ১৯.০৯.২০১৩ এবং ২০.০৯.২০১৩ এই ০৪ দিনের আবাসন ও খাবার খরচ যুক্তরাষ্ট্র সরকার কর্তৃক বহন না করা সম্পর্কিত কোন প্রত্যয়ন নাই।

দ্বিতীয়তঃ দাখিলকৃত হোটেল বিল কৃত্রিম (false)। কারণ-হোটেল হনুলুলু নামক হোটেলের ০২ দিনের বিল দাখিল করা হয়েছে যা গাঢ় গোলাপী রং এর। এছাড়া ১৮.০৮.২০১৩ তারিখের ০১ দিনের হোটেল বিল দেয়া হয়েছে যে দিন বাধ্যতামূলক অবস্থানের কোন ঘটনা ঘটে নাই। অন্যদিকে H.R. Hotel এর ১৯.০৯.২০১৩ এবং ২০.০৯.২০১৩ তারিখ সম্বলিত ০২টি বিল সবুজ কাগজে দাখিল করা হয়েছে। মজার ব্যাপার হলো ১৯.০৯.২০১৩ এবং ২০.০৯.২০১৩ তারিখের হোটেল বিলে প্রযোজ্য তারিখ দেখানো হয়েছে ১৯.০৯.২০১৩। এছাড়া হোটেল বিলে রুম টাইপ Triple Occupancy উল্লেখ করা হয়েছে। অধিকন্তু উভয় হোটেল বিলের লিখন একই রকম। আসল (Genuine) হোটেল বিলের প্রকৃতি কখনোই এরকম বড় ধরণের অসংগতিপূর্ণ হয় না। অর্থাৎ জাল (fake) হোটেল বিল দাখিল করে ০৪ দিনের হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ভাতা গ্রহণ করা হয়েছে। যা যথার্থ নয়। এক্ষেত্রে বড় জোর ৪ দিনের পকেটভাতা পেতে পারে। ৪ দিনের পকেট ভাতা (মাঃ ডঃ ১৭৮×২৫%×৪দিন=মাঃ ডঃ ১৭৮ প্রাপ্য। সুতরাং অতিরিক্ত গ্রহণ (মাঃ ডঃ ১৩৪৮-মাঃ ডঃ ১৭৮) মাঃ ডঃ ১১৭০ পকেটভাতা বৈদেশিক মুদ্রায় গ্রহণ বিধায় বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা সম্পর্কিত অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদ-২৫ অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রায় ফেরতযোগ্য। নতুবা দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হার অনুযায়ী দেড় গুণ (মাঃ ডঃ ১১৭০×টাকা ৮০×১.৫ গুণ)=**টাকা ১,৪০,৪০০** তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ নং-০৩
পরিশিষ্ট-৩(৬২)
এপি নং-১৪৫৭০ (আপত্তি-১১৪)
ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

বিএ-৫৩৮৪ মেজর মোঃ গোলাম রব্বানী, পিএসসি বিদেশ সফর উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত লাগেজ বিমানে বহনের ব্যয় অনিয়মিতভাবে গ্রহণ টাকা ৭৫,৪৫৬ ।

এএফডি এর ১৮.০৭.২০১৩ তারিখের ১৪৭৬ সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রে ১৪.০৮.২০১৩ হতে ০৬.০৯.২০১৩ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত Legal Aspects of Combating Terrorism Course-এ অংশগ্রহণকারীর ভ্রমণ ভাতার যাচাই করে দেখা যায় যে,তিনি এ্যামিরেটস এয়ারওয়েজে ফ্লাইট নং-৫৮৭ যোগে ওয়াশিংটনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু তিনি China Eastern Airlines এর অতিরিক্ত লাগেজ বহনের ব্যয়ের রশিদ দাখিল করেন। আবার ১৫.০৯.২০১৩ তারিখ United Airlines Inc (USA) এর ফ্লাইট নং-৯৭৬ যোগে ওয়াশিংটন ত্যাগ করলেও একইভাবে ০৬.০৯.২০১৩ তারিখের China Eastern Airlines এর ভাউচার দাখিল করেন। উভয় ভাউচারে ফ্লাইট নম্বর, যাত্রার তারিখ ইত্যাদি কোন কিছুই উল্লেখ নেই।

অতএব, এমসিও গুলি আসল (genuine) না হওয়ায় অতিরিক্ত গৃহিত টাকা (১৪,৯৭৬+৬০,৪৮০) টাকা **৭৫,৪৫৬.০০** আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩(৬৩)

এপি নং-১৪৫৭১ (আপত্তি-১১৫)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

বিএ-৫১৯৯ লেঃ কর্ণেলে আহমেদ শাররিফ কর্তৃক নেদারল্যান্ডে সফল উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত পকেটভাতা এবং যথাযথ ভাউচার ব্যতীত অতিরিক্ত লাগেজ এর বিমান ভাড়া গ্রহণ টাকা ৫৫,১০৫ ।

বিষয়োক্ত কর্মকর্তা ১৪.০৯.২০১৫ হতে ১৮.০৯.২০১৫ পর্যন্ত সময়ে নেদারল্যান্ড ভ্রমণ করেন। তাঁর এতদসংক্রান্ত ভ্রমণ ভাতার বিল যাচাই করে দেখা যায় যে, তিনি প্রযোজ্য হার অপেক্ষা বেশী হারে পকেটভাতা গ্রহণ এবং যথাযথ ভাউচার ছাড়াই যাওয়া ও আসার পথে বিমানে অতিরিক্ত লাগেজ বাবদ চার্জ গ্রহণ করেন। বিস্তারিত নিম্নরূপঃ

ক. পকেট ভাতাঃ সামরিক বাহিনীর সদস্যদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণে আর্থিক সুবিধা প্রাপ্যতা সম্পর্কিত সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের ০৫.০৯.১৯৯৪ তারিখের ২২০৮/টি সংখ্যক স্মারকের ১(খ)(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণ সর্বসাকুল্য ভাতা ২৫% পকেটভাতা প্রাপ্য। কিন্তু আলোচ্য সেনা কর্মকর্তা ৩০% পকেটভাতা উত্তোলন করেন। সমর্থনে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের ০৪.০৯.২০১৫ তারিখের ৩৬৪৪ সংখ্যক পত্রের কপি দাখিল করেন। ঐ পত্রে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে পকেট ভাতা সর্বসাকুল্য ভাতার ২৫% স্থলে ৩০% করা হয়। কার্যক্রমের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগকে কপি দেয়ার কালে বৈদেশিক ভ্রমণভাতা সম্পর্কিত অর্থ বিভাগের ০৯.১০.২০১২ তারিখের পত্রের বরাত দেয়া হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের উক্ত পত্রের সূত্র উল্লেখ করার অর্থ এই নয় যে,অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া গেছে। পরবর্তীতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়ার কোন কপিও পাওয়া যায় নাই। সশস্ত্র বাহিনীর সামরিক সদস্যদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাপ্যতা বিষয়ে পৃথক স্মারক জারি আছে এবং যেখানে ২৫% হারে পকেটভাতা প্রদানের বিধান করা আছে বিধায় ৩০% গৃহিত পকেট ভাতা বিধি সম্মত হয় নাই। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত গ্রহণের পরিমাণ (মাঃ ডঃ ২৩১×৩০%×৫দিন ×৭৮) টাকা ২৭,০২৭.০০-২২,৫২২.৫০ (মাঃ ডঃ ২৩১×২৫%×৫দিন×৭৮)= টাকা ৪,৫০৪.৫০।

খ. অতিরিক্ত লাগেজ এর বিমান ভাড়াঃ তিনি এ্যামিরেটস এয়ার এর ১৩.০৯.২০১৫ তারিখের ১০:১৫ ঘটিকার ফ্লাইটে (নং-৫৮৩) যাত্রা করেন এবং ১৯.০৯.২০১৫ তারিখের বিকাল ০৩:২০ ঘটিকার ফ্লাইটে (নং-১৪৮) ফিরতি যাত্রা করেন। যাওয়ার পথের এমসিও ফ্লাইট নম্বর ও সময় একই উল্লেখ থাকলে আসার পথে এমসিওতে সময় বিকাল ০৩:২০ ঘটিকার স্থলে ১১:৫৯ উল্লেখ রয়েছে। ১১:৫৯ ঘটিকা দুবাইতে পৌছানোর সময়। আসল (genuine) ভাউচারে এরূপ ত্রুটি হয় না। এছাড়া গোলাপী কাগজে প্রিন্ট করা হয়েছে। একই রং এর একই কাগজে স্টেশনারী ক্রয়ের বিলও দাখিল করা হয়েছে। এসব অসংগতির কারণে প্রতীয়মান হয় যে, বিমান ভাউচারগুলি কৃত্রিম। অতএব, এ বাবদ গৃহিত অর্থ ফেরত যোগ্য টাকা ৫০,৬০০.০০। অর্থাৎ তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্য অর্থের মোট পরিমাণ (পকেট ভাতা ৪,৫০৪.৫০+৫০,৬০০.০০) **৫৫,১০৪.৫০** টাকা।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩(৬৪)

এপি নং-১৪৫৭২ (আপত্তি-১১৯)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

ভারতে ভারত বাংলাদেশ ব্যবস্থাপনায় Armoued Corps Centre & School (ACC&S) পরিদর্শনের নিমিত্ত সফরে লাগেজ বহন ব্যয় প্রাপ্য না হওয়া সত্বেও গ্রহণ করায় ক্ষতি টাকা ৫৮,২১২ ।

এএফডি এর ২২.০৭.২০১৪ তারিখের .ভারত.২১০৯ সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত সেনা কর্মকর্তাগণ ০৪.০৮.২০১৪ হতে ১৭.০৮.২০১৪ পর্যন্ত সময়ে ভারতের Armoued Corps Centre & School (ACC&S) পরিদর্শন করেনঃ

১। বিএ-৫৩৮৫ লেঃ কর্নেল মোঃ কামরুল হাসান
২। বিএ-৬১৬০ মেজর খন্দকার মুহম্মদ শরীফ উল আলম।

বিএ-৬১৬০ মেজর খন্দকার মুহম্মদ শরীফ উল আলম এর ভ্রমণ ভাতা বিল যাচাই করে দেখা যায় আলোচ্য সফর কোন প্রশিক্ষণ নয়, পরিদর্শন বিধায় এমসিও প্রাপ্য না হওয়া সত্বেও এমসিও বাবদ টাকা ২৯,১০৬ পরিশোধ করা হয়েছে। অপর কর্মকর্তার ক্ষেত্রেও একইরূপ ঘটনা ঘটেছে বলে প্রতীয়মান হয়। অতএব, ২ জনের নিকট হতে টাকা (২৯,১০৬×২) **৫৮,২১২** আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩(৬৫)

এপি নং-১৪৫৭৪ (আপত্তি-২৩৯)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

ভারতে ASC Senior Officers Course-54 এ অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যেবেঠিক ভাউচারের মাধ্যমে স্টেশনারী ও অতিরিক্ত লাগেজ বহন ব্যয় গ্রহণ টাকা ৭৯,৪৬০ ।

নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণ ভারতে ২৮/০৭/২০১৪ হতে ৩০/০৮/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত শিরোনামে উল্লিখিত কোর্সে অংশগ্রহণ করেন।

১। বিএ-৪৭৯৪ লেঃ কর্ণেল মোঃ মাহফুজুর রহমান
২। বিএ-৪৮০৫ লেঃ কর্ণেল মোঃ শাহবুদ্দিন আহম্মেদ

১ নং ক্রমিকে বর্ণিত সেনাকর্মকর্তা তাঁর ভ্রমণ ভাতার বিলের সাথে East-West International Hotel Ltd এর স্টেশনারীর ভাউচার দাখিল করে স্টেশনারীর জন্য মাঃ ডঃ ৫০.০০ বা ৩৮৫০ টাকা এবং ইন্ডিয়ান ইস্টার্ণ নামক ঢাকা-কুনমিং, কুনমিং-ঢাকার এমসিও (যা ভূয়া বলে গণ্য) দাখিল করে বিমানে অতিরিক্ত লাগেজ বহন বাবদ ব্যয় টাকা ৩৫৮৮০.০০ গ্রহণ করেন। যথাযথ ভাউচার নয় বিধায় তার নিকট হতে টাকা ৩৯৭৩০.০০ (স্টেশনারী ৩৮৫০+এমসিও ৩৫৮৮০) আদায়যোগ্য। অপর কর্মকর্তার ক্ষেত্রেও একইরূপ অবস্থা লক্ষ্য করা গেলে তাঁর নিকট হতেও একই পরিমাণ অর্থ আদায়যোগ্য। সে ক্ষেত্রেও ২ জনের থেকে টাকা **৭৯,৪৬০** (৩৯৭৩০×২) আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ নং-০৩
পরিশিষ্ট-৩(৬৬)
এপি নং-১৪৫৭৭ (আপত্তি-১৩৮)
ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

বিএ-৫৪২১ মেজর এস এম জাহিদুর রহমান কর্তৃক ভারতে প্রশিক্ষণ কোর্সে ব্যক্তিগত মালামাল পরিবহণ বাবদ অতিরিক্ত ভাড়া গ্রহণ টাকা ৮৪,৩০৬ ।

সেনাসদরের ২৬.০৯.২০১৩ তারিখের নং-২৩.০১.৯০১.০২৬.০৩.০৫৬.০৪.২৬. ০৯.১৩ সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে ১১.১১.২০১৩ হতে ২৫.০১.২০১৪ সময়ে ভারতে অনুষ্ঠিত Senior Command Course (SC-128)-নামক কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে বিষয়োক্ত কর্মকর্তা ২০০ কেজি ব্যক্তিগত মালামাল পরিবহণ ব্যয় বাবদ (২০০ কেজি×মাঃ ডলার ১৩×টাকা ৮০.১০) টাকা ২,০৮,২৬০ গ্রহণ করেছেন। নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, অপর সেনা কর্মকর্তা বিএ-৬১৮০ মেজর ১৯.০৫.২০১৪ হতে ১৮.০৪.২০১৫ পর্যন্ত সময়ে Defence Service Staff College, Wellington, ভারতে ৭০ তম স্টাফ কোর্সে অংশগ্রহণ শেষে ৩০০ কেজি ব্যক্তিগত মালামাল পরিবহণ বাবদ টাকা ১,১২,৫০০.০০ গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ শিরোনামভুক্ত কর্মকর্তা এ বাবদ কমপেক্ষ (২,০৮,২৬০.০০-১,১২,৫০০.০০) টাকা ৯৫,৭৬০.০০ অতিরিক্ত দাবী করেছিলেন। সুতরাং তাঁর নিকট হতে মূসক টাকা ১১,৪৫৪.৩০ বাদে (৯৫,৭৬০.০০-১১,৪৫৪.৩০) টাকা **৮৪,৩০৫.৭০** আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ নং-০৩
পরিশিষ্ট-৩(৬৭)
এপি নং-১৪৫৭৮ (আপত্তি-১৫৯)
ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

বিএ-৬৮৪৬ মেজর এস এম শফিকুর রহমান, ইঞ্জিনিয়ার্স কর্তৃক অসংগতিপূর্ণ ভাউচার দিয়ে বিমানপথে অতিরিক্ত লাগেজ বহনের ব্যয় গ্রহণ টাকা ৬৫,০০০ ।

এএফডি এর ১৭.০২.২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ৫৭২ সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে ১৩-২৯ এপ্রিল ২০১৫ সময়ে মালয়েশিয়াতে অনুষ্ঠিত GPOI United Nations Staff Officers Curse (UNSOC)-এ অংশগ্রহণকারী সেনা কর্মকর্তা বিএ-৬৮৪৬মেজর এস এম শফিকুর রহমান, ইঞ্জিনিয়ার্স যাওয়া এবং আসার জন্য মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্সে যাতায়াত করেন। কিন্তু তিনি ১৮ এবং ২৮ কেজি অতিরিক্ত এর তথাকথিত অতিরিক্ত লাগেজ বিমানে বহনের যে রশিদ দাখিল করেন তাতে বিমান সংস্থার নাম উল্লেখ নাই এমনকি সীলমোহরসহ দায়িত্বশীল ব্যক্তির স্বাক্ষরও নাই। আসল এমসিও'র আদল, লিখার ধরন এরকম হয় না। আসল এমসিওতে এয়ারলাইন্সের নামসহ ঐ বিমান সংস্থার সীলমোহর এবং দায়িত্বশীল প্রতিনিধির স্বাক্ষর থাকে। এগুলো না থাকায় উহা আসল (original) এমসিও বলে প্রতীয়মান হয় না। সুতরাং কৃত্রিম (fake) এমসিও দ্বারা গৃহিত (২৫,২০০+৩৯,৮০০) টাকা **৬৫,০০০** যা আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ নং-০৩
পরিশিষ্ট-৩(৬৮)
এপি নং-১৪৫৭৯ (আপত্তি-১৬০)
ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

বিএ-৬৬৩০ মেজর মোঃ মাকসুদুল নাঈম সরকার কর্তৃক অসংগতিপূর্ণ ভাউচার দিয়ে বিমান পথে অতিরিক্ত লাগেজ বহনের ব্যয়, প্রাপ্য না হওয়া সত্বেও স্টাডি ট্যুর এন্ড ট্রেনিং এবং ১ দিনের বাধ্যতামূলক অবস্থান বাবদ গ্রহণ টাকা ৮৩,৬৬৮।

সেনাসদর, জেনারেল স্টাফ শাখা, সামরিক প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর ১৩.০৮.২০১৪ খ্রিঃ তারিখের ২৩.০১.৯০১.০২৬.০৩.৫৬.১০.১৩.০৮.১৪.ভারত সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে ০৮.০৯.২০১৪ হতে ১১.১০.২০১৪ পর্যন্ত সময়ে ভারতে Combat Team Commanders Course (CT-46)-পরিদর্শনের জন্য বিএ-৬৬৩০ মেজর মোঃ মাকসুদুল নাঈম সরকার, পদাতিক-কে ভারত গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়। তার টিএ/ডিএ বিলে নিম্নবর্ণিত অসংগতি লক্ষ্য করা যায়ঃ

(ক) **এমসিও বাবদঃ** তাঁর বোডিং পাস ও বিমান আইটিনারী হতে দেখা যায় যে, তিনি জেট এয়ারওয়েজে ০৬.০৯.২০১৪ তারিখ ১৭:২০ ঘটিকায় পুনের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। তিনি ১৮ এবং ২৮ কেজি অতিরিক্ত এর অতিরিক্ত লাগেজ বিমানে বহনের যে রশিদ দাখিল করেন তাতে সীলমোহরসহ দায়িত্বশীল ব্যক্তির স্বাক্ষর নাই। আসল এমসিও'র আদল, লিখার ধরন এরকম হয় না। আসল এমসিওতে এয়ারলাইন্সের নামসহ ঐ বিমান সংস্থার সীলমোহর এবং দায়িত্বশীল প্রতিনিধির স্বাক্ষর থাকে। কাজেই স্বাক্ষর ও সীলমোহর না থাকায় উহা আসল (original) এমসিও বলে প্রতীয়মান হয় না। সুতরাং কৃত্রিম (fake) এমসিও দ্বারা গৃহিত (১৭,৭৬১+২৭,৬২৮) টাকা **৪৫,৩৮৯.০০** যা আদায়যোগ্য।

(খ) **বাধ্যতামূলক অবস্থানঃ** আলোচ্য সফরে ভারত সরকার বিমানভাড়াসহ সফরকালীন থাকা, খাওয়া ও অভ্যন্তরীন যাতায়াত ব্যয় বহন করে। বোর্ডিং পাস থেকে দেখা যায় যে, ঢাকা থেকে ০৬.০৯.২০১৪ তারিখ ১৬.২০ ঘটিকায় রওয়ানা হয়ে ঐ দিনই কোলকাতা পৌছে কোলকাতা হতে ০৭.০৯.২০১৪ তারিখ পুনের উদ্দেশ্যে ০৬:৩৫ ঘটিকায় রওয়ানা হন। তিনি ০৬.০৯.২০১৪ তারিখের জন্য ১ দিনের বাধ্যতামূলক হল্টেজ দেখিয়ে মাঃ ডঃ ১৫১×টাকা ৭৮.০০ = টাকা **১১,৭৭৮.০০** গ্রহণ করেন যা সঠিক হয়নি। কারণ আদেশ অনুযায়ী ভারতে অবস্থানকালীন সময় থাকা, খাওয়া ও অভ্যন্তরীন যাতায়াত ব্যয় ভারত সরকারই বহন করেছে। আর্থিক নিয়ম লংঘন করে ১ দিনের বাধ্যতামূলক অবস্থানে জন্য ব্যয়ের কারণে সরকারী ক্ষতির অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট হতেই আদায়যোগ্য।

(গ) **৩ দিনের স্টাডি ট্যুর এবং ট্রেনিং ভিজিটঃ** তিনি বিলে ০২.১০.২০১৪-০৩.১০.২০১৪=২ দিনে স্টাডি ট্যুর এবং ০৯.১০.২০১৪ ১ দিন Visit to MIRC দেখিয়ে মাঃ ডঃ ১১৩.২৫×৩দিন×টাকা ৭৮.০০=২৬,৫০১.০০ টাকা গ্রহণ করেন যা সঠিক হয় নাই। কারণ আর্থিক প্রাপ্যতা আদেশ অনুযায়ী ভারত সরকার সফরকালীন থাকা, খাওয়া ও অভ্যন্তরীন যাতায়াত ব্যয় বহন করে। কিন্তু ১০.১০.২০১৪ তারিখের Headquarters School of Armoured Warfare AC Ventre and School (India) এর নন-এটাজমেন্ট সনদ হতে দেখা যায় যে, ২৯.০৯.২০১৪-৩০.০৯.২০১৪, ০২.১০.২০১৪-০৩.১০.২০১৪, ০৬.১০.২০১৪-০৮.১০.২০১৪ এবং ০৯.১০.২০১৪ এই ৮ দিন স্টাডি ট্যুর এবং আউটডোর ভিজিট চলে এবং এই সময়ে কোন একোমোডেশন এবং মেসিং এ্যালাউন্স প্রদান করা হয়নি মর্মে উল্লেখ রয়েছে। উক্ত ৮ দিনের কোন বাসস্থান এবং খাবার যদি ভারত সরকার বহন না করেই থাকেন তাহলে ৮ দিনের আর্থিক সুবিধাই বিলে দাবী করার কথা কিন্তু দাবী করা হয় ৩ দিনের। তাছাড়া এই ৮ দিনের বাসস্থান এবং খাবারের ব্যবস্থা যদি হোস্ট কান্ট্রি ভারত না করে থাকে তাহলে প্রশিক্ষনার্থী অফিসারকে নগদ ভাতা প্রদান করা উচিত ছিল। ভারত সরকারের অফার লেটার বিলের সাথে না থাকায় বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া যায়নি। সুতরাং এ বাবদ গৃহিত **২৬,৫০১.০০** টাকা তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্য।

অতএব, উক্ত কর্মকর্তার নিকট হতে আদায়যোগ্য সর্বমোট (এমসিও বাবদ ৪৫,৩৮৯.০০+বাধ্যতামূলক অবস্থান ১১,৭৭৮.০০+স্টাডি ট্যুর এবং আউটডোর ট্রেনিং ২৬,৫০১.০০) **টাকা ৮৩,৬৬৮.০০।**

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩(৬৯)

এপি নং-১৪৫৮৪ (আপত্তি-১৮৪)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

বিএ-৪৬৩১ লেঃ কর্ণেল তৌহিদুল আহমেদ,পিএসসি, কর্তৃক তুরস্ক সফর উপলক্ষ্যে অসংগতিপূর্ণ ভাউচারের মাধ্যমে অতিরিক্ত লাগেজ বহন ব্যয় বাবদ গ্রহণ টাকা ৭১,৭৬০ ।

এএফডি এর ০২.০২.২০১৫ তারিখের .তুরস্ক.৩৪৩ সংখ্যক পত্র এবং সেনাসদরের ১১.০২.২০১৫ তারিখের ২৩.০১.৯০১.০২৬.০৩.০৫৬.১৯.১০.০২.১৫.তুরস্ক এর প্রেক্ষিতে নিম্নেবর্ণিত সামরিক কর্মকর্তাগণকে The Law of Armed Conflict Course-এ অংশগ্রহনের জন্য ০২.০৩.২০১৫ হতে ১৩.০৩.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত তুরস্ক গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়। তুরস্ক সরকার কোর্সে অংশগ্রহণকারী অফিসারের আন্তর্জাতিক যাতায়াত বিমান ভাড়া, প্রশিক্ষণ ফি, থাকা, খাওয়া এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত আভ্যন্তরীণ যাতায়াত খরচ বহন করবে।

ক. বিএ-৪৬৩১ কর্ণেল তৌহিদুল আহমেদ, পিএসসি, পদাতিক
খ. বিএ-৪৬৯৪ লেঃ কর্ণেল এস এম আসাদুল হক, পিএসসি, পদাতিক
গ. কমান্ডার এম এহসান উল্লাহ খান, (জি), পিএসসি, বিএন (পি নং-৯৯৩)।

বিএ-৪৬৩১ কর্ণেল তৌহিদুল আহমেদ এর ভ্রমণভাতা বিলে নিম্নোক্ত অসংগতি লক্ষ্য করা যায়ঃ

(১) **অতিরিক্ত লাগেজ বহন বাবদ ব্যয়ঃ** পিআর(পি) ৩৮২ মোতাবেক যাওয়ার পথে ১৮ কেজি, ফেরার পথে ২৮ কেজি প্রশিক্ষণ সামগ্রী বিমানে বহনের ব্যয় প্রাপ্য। আলোচ্য কর্মকর্তা যাওয়ার পথে ১৮ ও ২৮ কেজির যে এমসিও বিলের সাথে দাখিল করেন উহা সবুজ কাগজে কম্পিউটার প্রিন্টকৃত এবং একই ব্যক্তির স্বাক্ষর। টার্কিস এয়ার লাইন্সের ঢাকার প্রতিনিধির স্বাক্ষরের সাথে ইস্তাম্বুলের প্রতিনিধির স্বাক্ষর একই হতে পারেনা। অর্থাৎ কৃত্রিম (fake) ভাউচার দাখিল করে ৪৬ কেজি অতিরিক্ত লাগেজ বিমানে বহন বাবদ (টাকা ১৪,০৪০.০০+টাকা ২১,৮৪০.০০) টাকা ৩৫,৮৮০.০০ গ্রহন করেছেন যা তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্য।

একই কোর্সে অংশগ্রহণকারী বিএ-৪৬৯৪ লেঃ কর্ণেল এস এম আসাদুল হক, পিএসসি, পদাতিক এর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে বলে প্রতীয়মান। সুতরাং ২ জন কর্মকর্তার নিকট হতে এমসিও বাবদ আদায়যোগ্য টাকা (৩৫,৮৮০.০০×২জন) **৭১,৭৬০.০০**।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (৭০)

এপি নং-১৪৫৮৫ (আপত্তি-১৮৫)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

বিএ-৭২৪৭ মেজর মোঃ মাহবুবুর রহমান কর্তৃক পাকিস্তানে কোর্স উপলক্ষ্যে বিমান ভাড়া অতিরিক্ত গ্রহণ টাকা ৬০,৬৬৩।

এএফডি এর ১৮.০৯.২০১৪ তারিখের ২৯৪১ সংখ্যক পত্র এবং সেনাসদরের ২৯.০৯.২০১৪ খ্রিঃ তারিখের আর্থিক প্রাপ্যতার প্রেক্ষিতে Mid Career Course (Ordnance)-40-এ অংশগ্রহনের জন্য বিএ-৭২৪৭ মেজর মোঃ মাহবুবুর রহমান,অর্ডন্যান্স-কে ২০.১০.২০১৪ হতে ২০.১২.২০১৪ তারিখ পর্যন্ত (যাতায়াত সময় ব্যতীত) পাকিস্তান গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়।

পাকিস্তান সরকার প্রশিক্ষণার্থী অফিসারের প্রশিক্ষণ ফি, থাকা (একক), খাওয়া (একক), চিকিৎসা (মেজর অপারেশন ব্যতীত) এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ যাতায়াত যুক্তরাষ্ট্র বহন করে।

অতিরিক্ত বিমান ভাড়া গ্রহণঃ উক্ত অফিসার ঢাকা-দোহা-করাচি রুটে কাতার এয়ারওয়েজে বিমানভাড়া বাবদ ১,০৯,৫০০.০০ টাকা গ্রহণ করেছেন। অথচ ১৮.০২.২০১৩ হতে ০৫.০৭.২০১৩ পর্যন্ত সময়ে Junior Staff Course (Artillery)-43 Linked with Mid Career Course (Artillery)-51 কোর্সে অংশগ্রহণকারী বিএ-৬৪৯৬ মেজর এ এন এম সোহেল আরমান ঢাকা-করাচি-পেশোয়ার-করাচি-ঢাকা রুটে বিমান ভাড়া বাবদ ৪৮,৮৩৭.০০ টাকা ব্যয় করেন। সুতরাং বিমানভাড়া বাবদ মেজর মোঃ মাহবুবুর রহমান (১,০৯,৫০০.০০-৪৮,৮৩৭.০০) টাকা ৬০,৬৬৩.০০ টাকা অধিক গ্রহণ করেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, তিনি বিলের সাথে বিমানের মূল টিকেট কিংবা ফটোকপি সংযুক্ত করেন নাই।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (৭১)

এপি নং-১৪৮৭৭ (আপত্তি-১)

ইউনিটের নামঃ এস এফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সালঃ ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

চীনে কোর্স উপলক্ষ্যে ১৫ জন প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক বিধি বহির্ভূতভাবে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত ভাতাদি গ্রহণ টাঃ ২৬,৬২,৩৩০.৬৮।

চীনে ০১/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০/০১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত Submarine Basic Course এ নিম্নোক্ত ১৫ জন অংশগ্রহণ করেন ঃ

কর্মকর্তা ঃ

১। পি নং-২০৭৩ লেঃ রাজিব আহমেদ
২। পি নং-২৪১০ লেঃ ওবায়দুল হক
৩। পি নং-২৪১৫ লেঃ আহমেদ রিদোয়ান হোসেন
৪। পি নং-২৩৩১ সাব লেঃ এম ফজলে রাব্বি খান
৫। পি নং-২৩৯১ সাব লেঃ এম শহীদুর রহমান খান
৬। পি নং-২৩৯২ সাব লেঃ এম মেহেদী হাসান
৭। পি নং-২৪০৮ সাব লেঃ মোহাম্মদ সামী
৮। সঃ সংখ্যা ৯৬০৩২৩ ফখরুল আহম্মাদ
৯। সঃ সংখ্যা ৯৭০১৫৬ সৈয়দ নাদির আলম
১০। সঃ সংখ্যা ৯৮০০৭৫ আ ন ম আনোয়ার হোসেন
১১। সঃ সংখ্যা ২০০২০২২০ মোঃ রহিম মিয়া
১২। সঃ সংখ্যা ২০০৪০০৪৭ মোঃ মারুফুল ইসলাম
১৩। সঃ সংখ্যা ২০০৪০৪৫০ মোঃ আহসান হাবিব
১৪। সঃ সংখ্যা ২০০৫০৬১৬ মোঃ রিয়াজুল ইসলাম
১৫। সঃ সংখ্যা ২০০৫০৬৮২ হাফিজুর রহমান

এদের মধ্যে পি নং-২৪১৫ লেঃ আহমেদ রিদোয়ান হোসেন এবং সঃ সংখ্যা ৯৭০১১৫৬ সৈয়দ নাদির আলম এর ভ্রমণ ভাতার বিল যাচাই করে পরিলক্ষিত অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

১.অতিরিক্ত পকেট ভাতা ঃ ১৪/৯/২০১৪ খ্রিঃ ঢাকা থেকে যাত্রা করে প্রশিক্ষণ স্থলে ১৫/৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে পৌঁছানো হয় এবং সেখান থেকে ২৪/০১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ ফেরত যাত্রা করা হয়। অর্থাৎ ১৫/৯/২০১৪ হতে ২৩/০১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ১৩১ দিনের পকেট ভাতা প্রাপ্য। কিন্তু ১৩৪ দিনের পকেট ভাতা গ্রহণ করায় ৩ দিনের পকেট ভাতা হিসাবে মাঃ ডঃ ৪৪.৫০ × ৩ দিন = ১৩৩.৫০× টাঃ ৭৭.৪০ = টাঃ ১০,৩৩২.৯০ অতিরিক্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

২.এমসিও ঃ এমসিও বাবদ যথাযথ কোন ভাউচার নাই। বস্তুতঃ যথাযথ ভাউচার না থাকায় ২৮+১৮=৪৬ কেজি মালামাল বহন বাবদ গৃহিত টাকা ২০,৭০০.০০ (২৮ + ১৮ = ৪৬ কেজি × ৪৫০ টাকা) ফেরতযোগ্য।

৩.শীপ ফ্রেইট ঃ ২০০ কেজি মালামালের শীপ ফ্রেইট বাবদ (২০০×৬×৭৭.৪০) = ৯২,৮৮০.০০ টাকা গ্রহণ করা হয়।

অসংগতিসমূহ ঃ

(১) এর সমর্থনে দাখিলকৃত ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নেই, তুলনামূলক বিবরণীতে তারিখ নেই, তুলনামূলক বিবরণীতে স্বাক্ষরকারী ব্যক্তির স্বাক্ষর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম, কোটেশনসমূহে কোন বিবরণ নেই, টাকায় রেট রয়েছে, Bill of lading এ কন্টেইনার নং-০০৬৮, Homebound Packers and Shippers ক্লিয়ারিং এজেন্সির এন্ট্রি ফরমে কন্টেইনার নং-০০৭৮, Global Logistics এর ইনভয়েস তারিখ ০২.০২.২০১৫ কিন্তু Homebound Packers and Shippers ক্লিয়ারিং এজেন্সির এন্ট্রি ফরমে ইনভয়েস তারিখ ০৫.০২.২০১৫, Homebound Packers and Shippers ক্লিয়ারিং এজেন্সির এন্ট্রি ফরমে Rot No. PG1/235, কিন্তু চিটাগাং পোর্ট অথরিটির Shend bill Rot No. PG1/236, Jetty Chalan Rot No. PG1/236, শাহজালাল বিমান বন্দর কাস্টমস কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত ঘোষণাপত্রে মালামালের বিবরণ নেই, আলী আকবর সুপারিনটেনডেন্টের এ স্বাক্ষর রয়েছে তারিখ নেই।

(২) ৩টি কোটেশন, তুলনামূলক বিবরণ ইত্যাদিতে চায়নাতে বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা এটাসে ব্রিঃ জেনাঃ ফিরোজ হাসানের ভুয়া স্বাক্ষর ও সীল প্রদান করে জাল দালিলাদি তৈরী করা হয়েছে। নমুনা ঃ স্বাক্ষর R শাজি, সীল "Firoz Hasan, Brigedier General, Defence Attach, Bejing, China"। এখানে স্বাক্ষর ভূয়া, ব্রিগেডিয়ার, এ্যাটাসে, বেইজিং ইত্যাদি বানান ভূল।

(৩) তুলনামূলক বিবরণীতে উপরিভাগে High Commission of Bangladesh, House No. 1, Street No. 5, F-6/3, Washington, China লেখা হয়েছে। চায়নাতে বাংলাদেশ দূতাবাস এর নাম Bangladesh Embassy, High Commission নয়। ওয়াশিংটন চায়নাতে নয়, যুক্তরাষ্ট্রে।

(৪) উক্ত ২ জনের সমুদ্রপথে মালামাল পরিবহনের ক্ষেত্রে মালামালের বিবরণ যাচাই করে দেখা যায় যে, বিবরণ ও পরিমাণ একই। এ থেকে প্রতীয়মান হয় অন্য ১৩ জনের ক্ষেত্রেও মালামালের পরিমাণ ও বিবরণ একই। যেমনঃ পয়েন্ট লাইট ৪ পিস, সিরামিক বাটি ৪ পিস, ব্লাংকেট ১ পিস, কিচেন ইউটেনসিল ১০ পিস, ব্যবহৃত কাপড়-৬৫ কেজি

(৫) অন্যদিকে মালামালের উক্ত বিবরণের সাথে শীপার Global Logistics তৈরীকৃত মালামালের ইনভেন্টরীতে উল্লিখিত মালামালের বিবরণ ও পরিমাণের মিল নাই। যেমন- Global এর তালিকায় রয়েছে ঃ সিরামিক বাটি ১ পিস (৪), পয়েন্ট লাইট ৬ পিস (৪), ব্লাংকেট ১০ পিস (১), কিচেন ইউটেনসিল ৩ পিস (১০), স্যু ০৬ (৬), ব্যবহৃত কাপড় ৬ (৬৫ কেজি) বই ৬ (১০) পিস

(৬) পাকিস্তানে ২৬/৮/২০১৩ হতে ০৪/০৪/২০১৪ পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত Principle Warfare Officer Course অংশগ্রহণকারী আপত্তি-৫৬ তে বর্ণিত নৌ কর্মকর্তা পি নং-১৮৩৭ লেঃ মির্জ রাশেদুল ইসলামের ভ্রমণ ভাতার সাথে শীপ ফ্রেইটের জন্য দাখিলকৃত ৩টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২টি প্রতিষ্ঠান JPL Mars Path finder ও Atlas Cargo. এই কর্মকর্তার শীপ ফ্রেইটের জন্য দাখিলকৃত ৩টি দরপত্রদাতার অন্য ২টি উক্ত ২টি প্রতিষ্ঠানই শুধুমাত্র নয় দেশের নাম ছাড়া ঠিকানা ও ফোন নাম্বারও একই। ফোনের বেলায় কান্ট্রি কোড ০০৯২ উল্লেখ করা হয়েছে যা পাকিস্তানের, চীনের নয়।

৪. **মাসিক/বিবিধ ভাতা অসমন্বয় ঃ** আলোচ্য পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণকালীন চীন সরকার মাসিক ১০০০ আর এমবি মাসিক/বিবিধ ভাতা প্রদান করে থাকে যা গৃহিত পকেট ভাতার সাথে সমন্বয়যোগ্য। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে সমন্বয় না করায় ৫ মাসের জন্য ৫০০০ আরএমবি (৫×১০০০) = মাঃ ডঃ ৮৩৩.৩৩ (৫০০০÷৬) বা টাকা ৬৪৪৯৯.৭৪ (৮৩৩.৩৩× টাঃ ৭৭.৪০) আদায়যোগ্য।

অতএব, ১-৩ ক্রমিকে বর্ণিত ৩ জনের প্রত্যেকের নিকট হতে আদায়যোগ্য ঃ

১.	পকেট ভাতা	ঃ টাঃ ১০,৩৩২.৯০
২.	এমসিও বাবদ	ঃ টাঃ ২০৭০০.০০
৩.	শীপ ফ্রেইট	ঃ টাঃ ৯২৮৮০.০০
৪.	চীন কর্তৃক প্রদত্ত বিবিধ ভাতা	ঃ টাঃ ৬৪৪৯৯.৭৪
		টাঃ ১,৮৮,৪১২.৬৪

৩ জনের নিকট হতে টাঃ ৫,৬৫,২৩৭.৯২ (১,৮৮,৪১২.৬৪× ৩ জন) আদায়যোগ্য।

(৮) অন্যান্য ১২ জনের বিল ভাউচার উপস্থাপনের জন্য বারবার বলা সত্বেও এসএফসি কার্যালয় হতে উপস্থাপন করা হয় নাই। তবে প্রতীয়মান হয় তাঁদের ক্ষেত্রেও একইরুপ ঘটনা ঘটেছে। অতএব অন্যান্য ১২ জনের নিকট হতে আদায়যোগ্য ঃ

১.	পকেট ভাতা ঃ মাঃ ডঃ ৪১.২৫ × ৩ দিন = মাঃ ডঃ ১২৩.৭৫ × ৭৭.৪০	= টাঃ ৯,৫৭৮.২৫
২.	এমসিও ঃ	= টাঃ ২০৭০০.০০
৩.	শীপ ফ্রেইট	= টাঃ ৯২৮৮০.০০
৪.	বিবিধ ভাতা ঃ আরএমবি ৮০০× ৫ = ৪০০০÷৬ = মাঃ ডঃ ৬৬৬.৬৬ × ৭৭.৪০	= টাঃ ৫১৫৯৯.৪৮
		মোট টাঃ ১,৭৪,৭৫৭.৭৩

১২ জনের হতে আদায়যোগ্য ২০,৯৭,০৯২.৭৬ (১,৭৪,৭৫৭.৭৩×১২)

অতএব, ১৫ জনের নিকট হতে আদায়যোগ্য (২০,৯৭,০৯২.৭৬ + ৫,৬৫,২৩৭.৯২) = **টাঃ ২৬,৬২,৩৩০.৬৮।**

প্রসংগত ঃ উল্লেখ্য যে, ৮ থেকে ১৫ পর্যন্ত বর্ণিত পর্যায়ের নাবিকগণ ২০০ কেজির শীপ ফ্রেইট প্রাপ্য নয়। প্রাপ্য ৭৫ কেজির শীপ ফ্রেইট এবং এফসি (আঃ) পে-২ কার্যালয় হতে ৭৫ কেজির শীপ ফ্রেইট পরিশোধ করা হচ্ছে।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (৭২)

এপি নং-১৪৮৭৮ (আপত্তি-২)

ইউনিটের নাম: এস এফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

চীনে কোর্স উপলক্ষ্যে নৌ বাহিনীর কর্মকর্তাগণ কর্তৃক বিবিধ ভাতা, বিমান এমসিও, শীপ ফ্রেইট বাবদ অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ টাকা **২৪,২৭,৪৫৪** ।

নৌবাহিনীর ১৪ জন কর্মকর্তা ও নাবিক তাঁদের নামের বিবরণীতে চীনে উল্লিখিত কোর্সে ও সময়ে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে বিবিধ ভাতা, বিমান এমসিও, শীপ ফ্রেইট বাবদ অতিরিক্ত অর্থ টাকা ২৪,২৭,৪৪৮.৩৮ গ্রহণ করেছেন। বর্ণিত কর্মকর্তাগণের মধ্যে কেবলমাত্র নিম্নোক্তদের ভ্রমণ ভাতার বিল পাওয়া গেছেঃ

১। পি নং-১৩৯৯ লেঃ কমান্ডার এম নাজমুল হক
২। পি নং-২০৬৮ লেঃ এম আব্দুল্লাহ আল মোমিন
৩। পি নং-২১৭৭ লেঃ আরিফ আহমেদ
৪। পি নং-২১৯২ লেঃ এম এস সিদ্দিকী স্বাধীন

তাঁদের বিল যাচাইয়ে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের ঘটনা নিম্নরূপ ঃ

ক. বিবিধ ভাতা অসমন্বয় ঃ চীনের অফার লেটার এর কপি সংযুক্ত না থাকায় আয়োজক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত নগদ ভাতার পরিমাণ জানা যায় নাই। তবে এফসি (আঃ) পে-১ কার্যালয়ের সেনাকর্মকর্তাদের বিল ভাউচার থেকে জানা যায় যে, চীনে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আলোচ্য পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে মাসিক আরএমবি ১০০০ এবং নাবিকগণকে আরএমবি ৮০০ বিবিধ ভাতা প্রদান করা হয় যা সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত এএফডি এর ০৫/০৯/১৯৯৪ তারিখের ২২০৭/টি সংখ্যক অফিস স্মারকের ১খ(১) অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী প্রাপ্য পকেট ভাতার সাথে সমন্বয়যোগ্য। কিন্তু আলোচ্যদের বিলে পকেট ভাতার সাথে সমন্বয় করা হয় নাই। ফলে কর্মকর্তাগণের প্রত্যেকের নিকট হতে মাঃ ডঃ ৮৩৩.৩৩ (৫ মাস × ১০০০ আরএমবি = ৫০০০ আরএমবি ÷ মাঃ ডঃ ৬) এবং নাবিকদের নিকট হতে মাঃ ডঃ ৬৬৬.৬৬ (৫মাস × আরএমবি ৮০০ = আরএমবি ৪০০০÷ মাঃ ডঃ ৬) আদায়যোগ্য।

খ. বিমান এমসিও ঃ বিধান মোতাবেক প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে এয়ারলাইন্স এর সুযোগের অতিরিক্ত ১৮ কেজি ব্যক্তিগত লাগেজ যাওয়ার পথে এবং ফেরার পথে ২৮ (১৮+১০) কেজি বিমানে বহনের ব্যয় প্রাপ্য। আলোচ্য ৪ জনের বিলের সাথে দাখিলকৃত বিমান এমসিওতে ফ্লাইট নম্বর, তারিখ, যাত্রীর টিকেট নম্বর ইত্যাদি উল্লেখ নাই এবং ঢাকা-চায়না বা চায়না-ঢাকা লেখা হয়েছে কিন্তু গন্তব্যস্থলের ক্ষেত্রে ঢাকা-কুনমিং, ঢাকা-বেইজিং বা ঢাকা-পিকিং ইত্যাদি লেখা হয়। অতএব, বিমান এমসিওগুলো যথাযথ না হওয়ায় এ বাবদ গৃহিত অর্থ ফেরতযোগ্য।

গ. শীপ ফ্রেইট ঃ ফেরার পথে ২০০ কেজির শীপ ফ্রেইটের সমর্থনে সংযুক্ত কাগজপত্রে নিম্নোক্ত অসংগতির কারণে সেগুলি জাল ভাউচার বলে প্রমাণিত ঃ

(১) সংযুক্ত গ্লোবাল লজিষ্টিকস, আটলাস কার্গো ও জেপিএল মারস প্যাথফাইন্ডার নামক ৩টি প্রতিষ্ঠানের দরপত্রে ও তুলনামূলক বিবরণীতে চীনে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রিঃ জেনাঃ ফিরোজ হাসানের দেখানো স্বাক্ষর জাল।

(২) পদবীর BRIGEDIER, ATTACH, BEJING ইত্যাদি বানান ভুল।

(৩) তুলনামূলক বিবরণীতে High Commission of Bangladesh, House No. 1, Street No. 5, F-6/3, Washington, China লেখা হয়েছে। ওয়াশিংটন চায়নাতে কখন থেকে হ'ল বোধগম্য নয়।

(৪) ৩টি প্রতিষ্ঠানেরই ঠিকানা 301/A, Young Peng Zoo Street, China লেখা হয়েছে।

(৫) গ্লোবাল লজিস্টিকস ও আটলাস কার্গো এর টেলিফোন নম্বর, ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল নম্বর একই ঃ ০০৯২-২১-৫৬৮৮৩৮৩, ০০৯২-২১-৫৬৮৫৩৩৮ এবং atlascargo@yahoo.com দেখানো হয়েছে।

(৬) দরপত্র দাতাদের চীনের ঠিকানায় পাকিস্তানের কান্ট্রি কোড ও টেলিফোন নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে।

(৭) দরপত্রসমূহে আটলাস কার্গো এর ঠিকানা ভিন্নরকম হলেও তুলনামূলক বিবরণীতে ঠিকানা ৩৫, ইকবাল রোড, ফোনিক্স টাওয়ার, ৭ম তলা, চায়না এবং জেপিএল মারস প্যাথফাইন্ডার এর ঠিকানা ৭০, মোঃ আলী জিন্নাহ, এ্যাভিনিউ, ফেজ-৩ রোলেক্স বিল্ডিং, সেকেন্ড ফ্লোর, চায়না উল্লেখ রয়েছে যা বাস্তবতা বিবর্জিত।

(৮) উক্ত চার জনেরই কন্টেইনার নম্বর একই ০০৭৮।

(৯) উক্ত চারজনেরই মালামালের বিবরণ ও পরিমাণ একই (সিরামিক বাটি-১পিস, ০৪ পয়েন্ট লাইট ০৬ পিস, ব্লাংকেট ১০ পিস, কিচেন ইউটেনসিল ০৩ পিস, শো পিস (মিনি) ০৬, ব্যবহৃত কাপড় ও ইউনিফরম ০৬ পিস, ট্রেনিং স্যুজ ০৬ পিস, বই ০৬ পিস।

(১০) ঢাকা শাহজালাল বিমানবন্দরে দাখিল দেখানো ব্যাগেজ ঘোষণাপত্রে সংগে আনা হয় নাই এমন ব্যাগ/সুটকেস/ট্রাংক/কার্টুনের কোন বিবরণ ও ওজন উল্লেখ নাই। অথচ আনএ্যাকোম্পাইড লাগেজ সমুদ্রপথে পরিবহনের ক্ষেত্রে মালামালের বিবরণ ও ওজন বা কন্টেইনার উল্লেখপূর্বক লাগেজ ঘোষণাপত্র দাখিল করতে হয় আলোচ্য ক্ষেত্রে যা করা হয় নাই।

(১১) উপরোক্ত অসংগতিসমূহ থেকে প্রমাণিত যে, শীপ ফ্রেইট বাবদ অর্থ প্রাপ্তির জন্য জাল কাগজপত্র প্রস্তুত করে দাখিল করা হয়েছে। সুতরাং সমুদ্রপথে কোন ব্যক্তিগত মালামাল আণয়ন করা হয় নাই বলে প্রতীয়মান। তবে এফসি (আঃ) পে-১ কার্যালয়ে সেনা কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ভ্রমণভাতার বিল হতে দেখা গেছে বিশেষ করে চীন হতে কয়েকজন কর্মকর্তা কর্তৃক একই কন্টেইনারে (২০ ফুট কন্টেইনারে ২৫০০ কেজি বা ৪০ ফুট কন্টেইনারে ৫০০০ বা ততোধিক কেজি) ব্যক্তিগত মালামাল একসংগে আণয়ন করা হয়েছে। চীন হতে বাংলাদেশে ৪০ ফুট কন্টেইনারের ভাড়া ৫০০০ ডলারের ওপরে নয় বিধায় প্রতি কেজির শীপ ফ্রেইট কোনভাবেই ১ ডলারের বেশী নয়। অন্যদিকে নাবিক পর্যায়ভূক্তরা কোর্স/প্রশিক্ষণ শেষে পিআর(পি), বিধি ৩৮২ স্কেল বি অনুযায়ী ৭৫ কেজি মালামাল সমুদ্রপথে আনয়নের প্রাধিকৃত এবং এফসি (আঃ) পে-২ কার্যালয় হতে ৭৫ কেজির শীপ ফ্রেইটই পরিশোধ করা হচ্ছে। তবে ভূয়া কাগজপত্র হওয়াতে আলোচ্যরা কোন শীপ ফ্রেইটই প্রাপ্য নয়।

অতএব, নিম্নোক্তরা বিধি বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করেছেন ঃ

ক্রমিক	নাম ও পদবী	বিবিধ ভাতা		বিমান এমসিও (টাকা)	শীপ ফ্রেইট (টাকা)	মোট (টাকা)
		মাঃ ডঃ	টাকা			
১	পি নং-১৩৯৯ লেঃ কঃ এমনাজমুল হক	৮৩৩.৩৩	৬৫৪১৬.৪১	২০৭০০	৯২৮৮০	১,৭৮,৯৯৬.৪১
২	পি নং-১৬৬৪ লেঃ কঃ এম কামরুল হাসান	৮৩৩.৩৩	৬৫৪১৬.৪১	২০৭০০	৯২৮৮০	১,৭৮,৯৯৬.৪১
৩	পি নং-২০৬৮ লেঃ এম আব্দুল্লাহ আল মোমিন	৮৩৩.৩৩	৬৫৪১৬.৪১	২০৭০০	৯২৮৮০	১,৭৮,৯৯৬.৪১
৪	পি নং-২১৭৭ লেঃ আরিফ আহমেদ	৮৩৩.৩৩	৬৫৪১৬.৪১	২০৭০০	৯২৮৮০	১,৭৮,৯৯৬.৪১
৫	পি নং-২২০১ লেঃ এমএম তারেক হোসেন	৮৩৩.৩৩	৬৫৪১৬.৪১	২০৭০০	৯২৮৮০	১,৭৮,৯৯৬.৪১
৬	পি নং-২০৪৮ লেঃ এম রশিদুল ইসলাম সাজু	৮৩৩.৩৩	৬৫৪১৬.৪১	২০৭০০	৯২৮৮০	১,৭৮,৯৯৬.৪১
৭	পি নং-২১৪২ লেঃ শেখ মাহমুদ হাসান	৮৩৩.৩৩	৬৫৪১৬.৪১	২০৭০০	৯২৮৮০	১,৭৮,৯৯৬.৪১
৮	পি নং-২১৯২ লেঃ এম এস সিদ্দিক স্বাধীন	৮৩৩.৩৩	৬৫৪১৬.৪১	২০৭০০	৯২৮৮০	১,৭৮,৯৯৬.৪১
৯	সঃসঃ ৯০০০৭৯ মোঃ আশ্রাফুল আলম	৬৬৬.৬৬	৫২৩৩২.৮১	২০৭০০	৯২৮৮০	১,৬৫,৯১৩.৮১
১০	সঃ সঃ ৯৬০৩১৪ মোঃ মাহবুব আলম	৬৬৬.৬৬	৫২৩৩২.৮১	২০৭০০	৯২৮৮০	১,৬৫,৯১৩.৮১
১১	সঃ সঃ ৯১০৬৪০ সারোয়ার হোসেন	৬৬৬.৬৬	৫২৩৩২.৮১	২০৭০০	৯২৮৮০	১,৬৫,৯১৩.৮১
১২	সঃ সঃ ৯৬০৩০৩ মোঃ মনিরুজ্জামান	৬৬৬.৬৬	৫২৩৩২.৮১	২০৭০০	৯২৮৮০	১,৬৫,৯১৩.৮১
১৩	সঃ সঃ ৯৩০৪৬১ মোঃ জিন্নাত আলী	৬৬৬.৬৬	৫২৩৩২.৮১	২০৭০০	৯২৮৮০	১,৬৫,৯১৩.৮১
১৪	সঃ সঃ ৯০০০৫১ মোঃ নুর ইসলাম	৬৬৬.৬৬	৫২৩৩২.৮১	২০৭০০	৯২৮৮০	১,৬৫,৯১৩.৮১
					মোট =	২৪,২৭,৪৫৪

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (৭৩)

এপি নং-১৪৮৭৯ (আপত্তি-৩)

ইউনিটের নাম: এস এফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

চীনে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে পি নং-১৬৫৪ লেঃ কমান্ডার এম মোজাক্কির হোসেন খান কর্তৃক প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে পকেট ভাতা, এমসিও, সমুদ্রপথের শীপ ফ্রেইট, বিবিধ ভাতা গ্রহণ টাকা ২,৯৫,৫৯৮।

বিষয়োক্ত কর্মকর্তা চীনে ১১/০৯/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৭/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে Helicopter Pilots Course এ অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে এমসিও ও শীপ ফ্রেইট এবং প্রাপ্ত বিবিধ ভাতা পকেট ভাতার সাথে সমন্বয় না করায় অতিরক্ত গ্রহণ করেছেন যার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

ক. বিবিধ ভাতা/মাসিক সমন্বয় না করা ঃ চীনে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আয়োজক সংস্থা কর্তৃক আলোচ্য পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে মাসিক ১০০০ ইউয়ান বিবিধ ভাতা/মাসিক ভাতা প্রদান করা হয়ে থাকে। যা প্রাপ্য পকেট ভাতার সাথে সমন্বয়যোগ্য। আলোচ্য ক্ষেত্রে ১১ মাসের জন্য ১১০০০ ইউয়ান প্রাপ্ত হওয়ার কথা। এই ভাতা পকেট ভাতার সাথে সমন্বয়যোগ্য কিন্তু সমন্বয় করা হয় নাই। ফলে মাঃ ডঃ ১৮৩৩.৩৩ (১১০০০÷৬) × ৮২.৪৫ = টাঃ ১৫১১৫৮.০৫ আদায়যোগ্য।

খ. বিমান এমসিও ঃ পিআর (পি) ৩৮২ স্কেল (বি) এবং এএফডি এর ০৫/০৯/১৯৯৪ তারিখের ২২০৭/টি সংখ্যক অনুযায়ী প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে যাওয়ার পথে ১৮ কেজি এবং ফেরার পথে ২৮ (১৮+১০) কেজি অতিরিক্ত মালামাল (প্রশিক্ষণ সামগ্রী) বিমান পথে বহনের ব্যয় প্রাপ্য। যাওয়ার পথে ১৮ কেজি অতিরিক্ত মালামাল পরিবহন করা না হলে শুধুমাত্র ফেরার পথে ১০ কেজি অতিরিক্ত মালামালের বহনের ব্যয় প্রাপ্য। সুতরাং আলোচ্য ক্ষেত্রে যাওয়ার পথে কোন এমসিও দাবী না করায় কেবল ফেরার পথে ১০ কেজির ব্যয় প্রাপ্য। অর্থাৎ বাস্তবে ফেরার পথে অতিরিক্ত মালামাল বিমানে পরিবহন করা হলেও অতিরিক্ত গ্রহণ টাকা ২৯,২৫০/- (১৬২৫.০০ × ১৮)। তবে এমসিও না থাকায় ১০ কেজির ব্যয়ও প্রাপ্য নয়। অতএব এক্ষেত্রেও সমুদয় টাঃ ৪৫৫০০.০০ আদায়যোগ্য।

গ. শীপ ফ্রেইট ঃ এ বাবদ গৃহিত ব্যয় টাকা ৯৬৬০০ (২০০ কেজি × মাঃ ডঃ ৬ × টাঃ ৮০.৫০) এর সমর্থনে দাখিলকৃত শিপিং কাগজপত্র যথাযথ নয়। আপত্তি-০৭ এর কর্মকর্তা পি নং-১৭৭৪ লেঃ রাইন ইবনে ওয়াহিদ কর্তৃক যুক্তরাজ্যে প্রশিক্ষণ শেষে সমদ্রপথে মালামাল পরিবহনের প্রদত্ত শিপিং ডকুমেন্ট এর সাথে অনেক ক্ষেত্রেই আলোচ্য কর্মকর্তার প্রদত্ত শিপিং ডকুমেন্টের মিল রয়েছে বা একই যা নিম্নরূপ ঃ

চীন	যুক্তরাষ্ট্র
পি নং- লেঃ কমাঃ এম মোজাক্কের হোসেন	১৭৭৪- লেঃ রাজিন ইবনে ওয়াহিদ
১। মালামাল ঃ হুবহু এক	১। পয়েন্ট লাইট - ৪ পিস ২। সিরামিক বাটি - ৪ পিস ৩। ব্লাংকেট - ১ পিস ৪। কিচেন ইউটিনসিল - ১০ পিস ৫। ব্যবহৃত কাগড় ও ইউনিফরম - ৬৫ কেজি ৬। ট্রেনিং স্যু - ৬ জোড়া ৭। বই -১০ কেজি
মূল্য টাঃ ১৩৪৯.০০	টাঃ ১৩৪৯.০০
সিডি, এসডি, Vat, IT টাঃ ১০২১.০০	টাঃ ১০২১.০০
২। শীপার ঃ কুইন শীপার	ঐ
৩। কন্টেইনার নং ঃ কে ০০৭৮	ঐ
৪। লাইন নং ঃ জেপিজে-২৭	ঐ
৫। ইনডক্সে নং ঃ উ-৪৩৭	ঐ
৬। বি/ই নং ঃ ১৭৭৪১১৭৭৪	ঐ
৭। বিল নং ঃ T 1774	ঐ

গুরুতর অসংগতি হ'ল ঃ আপত্তি ১১ তে বর্ণিত পাকিস্তানে ২৬/০৮/২০১৩ হতে ০৪/০৪/২০১৪ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত Principle Warfare Officer Course এ অংশগ্রহণকারী নৌ কর্মকর্তা পি নং-১৮৩৭ লেঃ মির্জা রাশেদুল ইসলামের ভ্রমণ ভাতার বিলের সাথে দাখিলকৃত শীপ ফ্রেইটের যে ৩টি প্রতিষ্ঠান (১) See Queen Shippers (২) Atlas Cargo এবং JPL Mars Path Finder এর দরপত্র দাখিল করা হয়েছে একই ৩টি প্রতিষ্ঠানের দরপত্র এই কর্মকর্তার বিলের সাথে শীপ ফ্রেইটের দাবীর সমর্থনে দাখিল করা হয়েছে। আলোচ্য এই বিলের সাথে সংযুক্ত দরপত্রে উক্ত ৩টি প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা পরিবর্তন করে দেখানো হলেও ঠিকানায় প্রকৃতি দেখেই মনে হয় আসল ঠিকানা নয়। ইচ্ছামত ঠিকানা লিখে দরপত্র তৈরী করা হলেও দাখিলকৃত Descriptive Inventory তে See Queen Shipper এর ঠিকানা পাকিস্তানের মালামালের বিবরণ ও পরিমাণ একই, বিএল নং ০৮৩৬৯ ও কন্টেইনার নং-০০৭৮ ও একই। অন্যদিকে ঢাকা বিমানবন্দরে দাখিলকৃত লাগেজ ঘোষণার সংগে না আনা মালামালের কোন বিবরণ ও তথ্য নাই।

সুতরাং শিপিং ডকুমেন্ট যথাযথ না হওয়ায় এ বাবদ গৃহিত সমুদয় ব্যয় ফেরতযোগ্য।

যাহোক বর্ণিত কর্মকর্তার নিকট হতে অতিরিক্ত গৃহিত এবং আদায়যোগ্য অর্থের হিসাব নিম্নরুপ ঃ

ক্রমিক	**বিবরণ**	**অতিরিক্ত গ্রহণ**	
		মাঃ ডঃ	**(১ মাঃ ডঃ = ৮২.৪৫ টাকা হারে)**
১	চীন কর্তৃক প্রদত্ত মাসিক ভাতা/বিবিধ ভাতা	মাঃ ডঃ ১৮৩৩.৩৩	টাঃ ১,৫১,১৫৮.০৫
২	বিমান এমসিও (২৮ কেজি)	--	টাঃ ৪৫,৫০০.০০
৩	শীপ ফ্রেইট	মাঃ ডঃ ১২০০	টাঃ ৯৮,৯৪০.০০
			মোট টাকা = ২,৯৫,৫৯৮

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (৭৪)

এপি নং-১৪৮৮০ (আপত্তি-৪)

ইউনিটের নাম: এস এফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

ভারতে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট নাবিকগণ কর্তৃক তৈরিকৃত ভাউচার দ্বারা এয়ার এমসিও এবং শীপ ফ্রেইট বাবদ অর্থ গ্রহণ করায় সরকারের ক্ষতি ২,৬৬,৩৪০ টাকা।

এএফডি এর ২৪.০৯.২০১৩ তারিখের পত্র নং- ১৪৭০ এবং নৌ বাহিনী সদর দপ্তর এর ১৩.১১.২০১৩ তারিখের পত্র নং-৪০১৬ মোতাবেক Basic 'Q' Aircraft Handler (AH) Course এ অংশগ্রহণের জন্য নিম্নোক্ত ০৩ জন নাবিককে ২৫ নভেম্বর ২০১৩ হতে ২২ মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত (যাতায়াত সময় ব্যতীত) ভারত গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমোদন প্রদান করা হয়।

১। সঃ সংখ্যা ২০০৬০১৪৯ মোহাম্মদ সাইমুন তপদার
২। সঃ সংখ্যা ২০০৫০১৮৭ শেখ শাহ আলম সিদ্দিক
৩। সঃ সংখ্যা ২০০৬০১৯৬ শেখ আল মামুন

সঃ সংখ্যা ২০০৫০১৮৭ শেখ শাহ আলম সিদ্দিক এর ভ্রমণ বিল পর্যালোচনায় নিম্নোক্ত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয় ঃ

বিমান এমসিও ঃ এএফডি এর ০৫/০৯/১৯৯৪ খ্রিঃ তারিখে স্মারকলিপি নং-২২০৭/টি এর ১.ঠ অনুযায়ী বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে যাওয়ার পথে বিমান কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত ফ্রি লাগেজ বহনের সুযোগের অতিরিক্ত অনুর্ধ ১৮ কেজি মালামাল বহনের জন্য এবং ফেরার পথে আরো অনুর্ধ ১০(দশ) কেজি ওজনের প্রশিক্ষণ সামগ্রী বহনের ব্যয় প্রাপ্য। অর্থাৎ যাওয়ার পথে ১৮ কেজি বহন করলেই কেবল আসার পথে ২৮ (১৮+১০) কেজি মালামাল বহনের ব্যয় নতুবা যাওয়ার পথে মালামাল বহন করা না হলে আসার পথে যথাযথ ভাউচার থাকা সাপেক্ষে ১০ কেজি ওজনে মালামাল বহনের ব্যয় প্রাপ্য। আলোচ্য কর্মচারী যাওয়ার পথে অতিরিক্ত কোন মালামাল বহন করেন নাই বিধায় ফেরার পথে তিনি মাত্র ১০ কেজির ব্যয় প্রাপ্য। কিন্তু ফেরার পথে ২৮ কেজির ব্যয় গ্রহণ করায় ১৮ কেজির ব্যয় টাকা ৪১৪০.০০ (১৮ কেজি × মাঃ ডঃ ৩০ × টাঃ ৮০.৫০) প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে গ্রহণ করেছেন বলে গণ্য হতে পারতো। কিন্তু এমসিওতে তারিখ, ফ্লাইট নং, সময় ইত্যাদি না থাকায় তা যথাযথ বলে প্রতীয়মান না হওয়ায় এ বাবদ গৃহিত সম্পূর্ণ অর্থ টাঃ ৮৬৮০.০০ আদায়যোগ্য।

শীপ ফ্রেইট ঃ এ বাবদ গৃহিত ব্যয় টাকা ৮০১০০ (২০০ কেজি × মাঃ ডঃ ৫ × টাঃ ৮০.১০) এর সমর্থনে দাখিলকৃত শিপিং কাগজপত্র যথাযথ নয়। এর ১টি প্রমাণ আপত্তি ০৭ এ বর্ণিত কর্মকর্তার মালামালের বিবরণ ও টাকার অংকের সাথে হুবহু মিল রয়েছে। এছাড়া কাস্টমস এ্যাসেসমেন্ট এ উল্লিখিত পণ্যের বিবরণ ও household goods descriptive inventory তে উল্লিখিত পণ্যের বিবরণে পার্থক্য রয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, যথাযথ কাগজপত্র যদি থাকতোও তবুও ২০০ কেজির শীপ ফ্রেইট প্রাপ্য নয়। কারণ পিআর (পি) অনুযায়ী আলোচ্য পর্যায়ের সৈনিকগণ ৭৫ কেজির শীপ ফ্রেইট প্রাপ্য এবং এফসি (আর্মি) পে-২ হতে ৮৭৫ কেজির ভাড়া পরিশোধ হয়ে থাকে। আরো উল্লেখ্য যে, এফসি (আঃ) পে-১ কার্যালয়ের বিল ভাউচার নিরীক্ষায় প্রতীয়মান হয় যে, চীন থেকে সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রতি কেজির শীপ ফ্রেইট ১ ডলারের বেশী নয়। সুতরাং ভারত থেকে ব্যক্তিগত মালামালের বহনের শীপ ফ্রেইট প্রতি কেজি ৫ ডলার গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং শিপিং ডকুমেন্ট যথাযথ না হওয়ায় এ বাবদ গৃহিত সমুদয় ব্যয় ফেরতযোগ্য।

অতএব, তাঁর নিকট আদায়যোগ্য টাঃ ৮৮৭৮০.০০ (এমসিও টাঃ ৮৬৮০ + শীপ ফ্রেইট টাঃ ৮০১০০)।

একই অবস্থা অন্যান্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধায় বর্ণিত ৩ জনের নিকট হতে আদায়যোগ্য অর্থের হিসাব নিম্নরূপ ঃ

সঃ সংখ্যা	নাম ও পদবী	অতিরিক্ত গ্রহণ (টাকা)		
		বিমান এমসিও	শীপ ফ্রেইট	মোট
সঃ ২০০৬০১৪৯	মোহাম্মদ সাইমুন তপদার	৮৬৮০	৮০১০০	৮৮৭৮০
সঃ ২০০৫০১৮৭	শেখ শাহ আলম সিদ্দিক	৮৬৮০	৮০১০০	৮৮৭৮০
সঃ ২০০৬০১৯৬	শেখ আল মামুন	৮৬৮০	৮০১০০	৮৮৭৮০
মোট অতিঃ গ্রহণ/আদায়যোগ্য টাঃ ২,৬৬,৩৪০.০০				

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (৭৫)

এপি নং-১৪৮৮১ (আপত্তি-৫)

ইউনিটের নামঃ এস এফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সালঃ ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

যুক্তরাজ্যে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে তৈরিকৃত ভাউচার দ্বারা এয়ার এমসিও এবং শীপ এমসিও বাবদ অর্থ গ্রহণ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ২,১৮,০৫২ টাকা।

এএফডি এর ১০.০২.২০১৪ তারিখের পত্র নং- ২২৯ এবং নৌ বাহিনী সদর দপ্তর এর ৩০.০৪.২০১৪ তারিখের পত্র নং- ১৭৩৩ মোতাবেক Initial Naval Training (Officers)Formaly RNYOC Coures এ অংশগ্রহণের জন্য বিএনএ নং ১৩০৫৩ অফিসার ক্যাডেট মোঃ নাসিরুল ইসলাম অনিক এবং বিএনএ নং-১৩০২০ অফিসার ক্যাডেট মোঃ নাহিদুল ইসলামকে ০৫ মে হতে ১৮ ডিসেম্বর ২০১৪ (যাতায়াত সময় ব্যতীত) যুক্তরাজ্য গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমোদন প্রদান করা হয়। সংশ্লিষ্ট ০২জন কর্মকর্তার ভ্রমণ বিল পর্যালোচনায় নিম্নোক্ত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়ঃ

১। এয়ার এমসিও বাবদ গ্রহণঃ ১৯.১২.২০১৪ তারিখ যুক্তরাজ্য হতে আসার পথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ২৮ কেজি মালামালের এমসিও বাবদ (২৭০৯×২৮)= ৭৫৮৫২.০০ টাকা গ্রহণ করেন। এর সমর্থনে এক্সেস ব্যাগেজ পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রতি কেজি মালামালের মূল্য এবং মোট মূল্য দেশিয় মুদ্রায় লেখা রয়েছে যা ডলারে থাকা আবশ্যক, যুক্তরাজ্য হতে ঢাকা লেখা রয়েছে, আলোচ্য ক্ষেত্রে টিকেট আইটিনারী মোতাবেক তিনি দুবাই হয়ে আসায় দুবাই লেখা থাকা আবশ্যক, যা নেই এবং এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষের সীল নেই। ইহাতে এমসিও ভাউচারটি তৈরিকৃত প্রতীয়মান হয়। এছাড়াও পি আর পি রুল ৩৮২ এর বি মোতাবেক যাওয়ার সময় ১৮ কেজি মালামাল পরিবহন করলে ফেরার পথে আরো ১০ কেজি মালামাল পরিবহন করতে পারবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকতা যাওয়ার সময় কোন মালামাল পরিবহন না করেও ২৮ কেজি মালামালের পরিবহন ভাড়া গ্রহণ করেন বিধায় মালামালের পরিবহন ভাড়া বাবদ গ্রহণকৃত অর্থ আদায়যোগ্য।

২। **শীপ এমসিও বাবদ গ্রহণঃ** সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ২০০ কেজি মালামালের শীপ এমসিও বাবদ (২০০×৬×৭৯.০০)= ৯৪৮০০.০০ টাকা গ্রহণ করেন। এর সমর্থনে এমসিও ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নেই, কোটেশন তিনটিতে লেখার মিল থেকে প্রতীয়মান হয় যে, একই জায়গা হতে টাইপ ও প্রিন্ট হয়েছে। তুলনামুলক বিবরণীতে তারিখ নেই ও স্বাক্ষর নেই, Bill of lading, ইনভয়েচ, তুলনামুলক বিবরণী এবং পরিশোধ রশিদে Hundred বানানটি Hundared লেখা রয়েছে। একই বানান সব কাগজে একই ভুল থাকায় ভাউচারসমুহ তৈরিকৃত প্রতীয়মান হয়। এছাড়া শাহজালাল বিমান বন্দর কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদত্ত ঘোষণা পত্রে মালামালের বিবরণ নেই, সুপারিনটেনডেন্ট এ স্বাক্ষর রয়েছে তারিখ নেই। সর্বোপরি ঐ ঘোষণাপত্রটি এয়ারওয়ে বিলের। উল্লেখ্য, দরপত্রে ওশেন ফ্রেইট মাঃ ডঃ ৫০০ উল্লেখ রয়েছে। ওশেন ফ্রেইট ছাড়া অন্যান্য চার্জ প্রাপ্য না। সুতরাং মালামাল আণয়নের যথাযথ কাগজপত্রটি যদি থাকতোও তবুও মাঃ ডঃ ৫০০ এর বেশী প্রাপ্য হতো না। যাহোক বর্ণিত অনিয়মের প্রেক্ষিতে মালামাল আনার বিষয়টি প্রমাণিত না হওয়ায় গ্রহণকৃত অর্থ আদায়যোগ্য। দেশিয় মুদ্রায় ফেরতের ক্ষেত্রে দেড় গুণ হিসাবে (৯৪,৮০০×১.৫)=১,৪২,২০০.০০ টাকা ফেরতযোগ্য। অতএব, আদায়যোগ্য টাঃ **২,১৮,০৫২.০০** (৭৫,৮৫২+১,৪২,২০০)।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (৭৬)

এপি নং-১৪৮৮২ (আপত্তি-৬)

ইউনিটের নামঃ এস এফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সালঃ ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

জার্মানী হতে MPA-Dornier ২২৮ এর ২য় ফেরী ফ্লাইট উপলক্ষ্যে নৌ বাহিনীর ১ জন কর্মকর্তা কর্তৃক অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা গ্রহণ টাঃ ১,১০,১২৪ ।

এএফডি এর পত্র নং ২ তাং-১৮/০৭/২০১৩ এর মাধ্যমে পি নং-১৫০১ লেঃ কমান্ডার (জি) এম এজাজ মাসুদ নৌ বাহিনীর কর্মকর্তাকে বিষয়োক্ত ফেরী ফ্লাইট এর জন্য ২০/০৬/২০১৩ হতে ০৩/০৭/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত জার্মানী ও পথিমধ্যে অন্যান্য দেশে গমনাগমন ও অবস্থানের জন্য ঘটনাত্তোর অনুমোদন প্রদান করা হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে নিম্নোক্তভাবে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈনিক ভাতা ঃ শর্ত মোতাবেক Ferry Flight Enroute Halltage কালীন সরবরাহকারী থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে। এর বাইরে ১৯/০৩/২০১৩ হতে ২৪/০৬/২০১৩ পর্যন্ত ৪ দিন প্রস্তুতির জন্য জার্মানীতে অবস্থানের জন্য বাংলাদেশ সরকার ব্যয় বহন করে। কিন্তু হোটেল বিলে অসংগতি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিলটি যথাযথ নয়। যেমনঃ ইস্যুর তারিখ ১৪/০৩/২০১৩ অথচ জার্মানীতে আগমন ১৯/০৩/২০১৩। এছাড়া বিলের শীর্ষভাগ ডানপার্শ্বে Hotel betriebsge scllschft লেখা এবং নীচে Hotel betriebsge scllsPaft লেখা হয়েছে। একই শব্দের দুরকম বানান। বস্তুতঃ বর্ণিত কাগজটি হোটেল বিল নয়। প্রকৃত হোটেল বিল ছাড়া হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রাপ্য নয়। তবে সর্বসাকুল্যভাতা প্রাপ্য। অতএব, এক্ষেত্রে অতিরিক্ত গ্রহণের পরিমাণ ঃ

প্রাপ্য	গ্রহণ	অতিরিক্ত
সর্বসাকুল্য ভাতা ঃ ৪ দিন ×মাঃ ডঃ ১৭৮ = মাঃ ডঃ ৭১২	হোটেল ভিত্তিক ঃ ৪ দিন ×মাঃ ডঃ ৩৩৭ = মাঃ ডঃ ১৩৪৮	মাঃ ডঃ ৬৩৬.০০

পকেট ভাতা ঃ ১৯/০৩/২০১৩ হতে ০৩/০৭/২০১৩ পর্যন্ত ১২ রাত্রি হয়। এর মধ্যে ৪ রাত্রির ব্যয় বাংলাদেশ সরকার এর বরাদ্দ থেকে নির্বাহ করায় ৮ রাত্রির জন্য অর্থাৎ ৮ দিনের পকেট ভাতা প্রাপ্য। কিন্তু গ্রহণ করা হয়েছে ১০ দিনের। অর্থাৎ ২ দিনের পকেট ভাতা মাঃ ডঃ ১০৬.৮০ ফেরতযোগ্য।

ট্রানজিট ঃ জার্মানী থেকে গ্রীসের জন্য ১টি সার্ম ই শেখ হতে বাহরাইনের জন্য ১টি, বাহরাইন থেকে মাসকাট এর জন্য ১টি, মালে থেকে শ্রীলংকার জন্য ১টি ট্রানজিট ভাতা নেয়া হয়েছে। কিন্তু উক্ত পথে ভ্রমণ সময় কমপক্ষে ৩ ঘন্টা নয় বিধায় ট্রানজিট প্রাপ্য নয়। অতএব, মাঃ ডঃ ১৭৮.০০ (৪৪.৫০×৪) ফেরতযোগ্য। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ বিধায় বৈদেশিক মুদ্রায় ফেরতেযোগ্য (মাঃডঃ ৬৩৬+১০৬.৮০+১৭৮) = মাঃডঃ ৯২০ অন্যথায় দেশীয় মুদ্রায় বিনিময় হারের দেড়গুণ হারে (মাঃডঃ ৯২০×টাঃ ৭৯.৮০×১.৫)= **১,১০,১২৪ টাকা** আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (৭৭)

এপি নং-১৪৮৮৩ (আপত্তি-৭)

ইউনিটের নাম: এস এফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

পি নং-১৭৭৪ লেঃ রাযীন ইবনে ওয়াহিদ কর্তৃক যুক্তরাজ্যে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে তৈরিকৃত ভাউচার দ্বারা এয়ার এমসিও এবং শীপ এমসিও বাবদ অর্থ গ্রহণ করায় ১,৬৪,২২০ টাকা।

এএফডি এর ১৪.০২.২০১৩ তারিখের পত্র নং- ২৯৮ এবং নৌ বাহিনী সদর দপ্তর এর ০৮.০৪.২০১৩ তারিখের পত্র নং-১৪৬৮ মোতাবেক Principal warfare 'A' Training এ অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর পি নং ১৭৭৪ লেঃ রাযীন ইবনে ওয়াহিদকে ১৫ এপ্রিল ২০১৩ হতে ২০ নভেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত (যাতায়াত সময় ব্যতীত) যুক্তরাজ্য গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমোদন প্রদান করা হয়। পি নং-১৭৭৪ লেঃ রাযীন ইবনে ওয়াহিদ এর ভ্রমণ বিল পর্যালোচনায় নিম্নোক্ত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়ঃ
এমসিও ঃ এএফডি এর ০৫/০৯/১৯৯৪ খ্রিঃ তারিখে স্মারকলিপি নং-২২০৭/টি এর ১.ঠ অনুযায়ী বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে যাওয়ার পথে বিমান কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত ফ্রি লাগেজ বহনের সুযোগের অতিরিক্ত অনুর্ধ ১৮ কেজি মালামাল বহনের জন্য এবং ফেরার পথে আরো অনুর্ধ ১০(দশ) কেজি ওজনের প্রশিক্ষণ সামগ্রী বহনের ব্যয় প্রাপ্য। অর্থাৎ যাওয়ার পথে ১৮ কেজি বহন করলেই কেবল আসার পথে ২৮ (১৮+১০) কেজি মালামাল বহনের ব্যয় নতুবা যাওয়ার পথে মালামাল বহন করা না হলে আসার পথে যথাযথ ভাউচার থাকা সাপেক্ষে ১০ কেজি ওজনে মালামাল বহনের ব্যয় প্রাপ্য। আলোচ্য কর্মকর্তা যাওয়ার পথে অতিরিক্ত কোন মালামাল বহন করেন নাই বিধায় ফেরার পথে তিনি মাত্র ১০ কেজির ব্যয় প্রাপ্য। কিন্তু ফেরার পথে ২৮ কেজির ব্যয় গ্রহণ করায় ১৮ কেজির ব্যয় টাকা ৪৩৪৭০.০০ (১৮ কেজি × মাঃ ডঃ ৩০ × টাঃ ৮০.৫০) প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে গ্রহণ করেছেন বলে গণ্য। কিন্তু এমসিওতে তারিখ, ফ্লাইট নং, সময় ইত্যাদি না থাকায় তা যথাযথ বলে প্রতীয়মান না হওয়ায় এ বাবদ গৃহিত সম্পূর্ণ অর্থ টাঃ ৬৭,৬২০.০০ (২৮ কেজী × মাঃ ডঃ ৩০ × টাঃ ৮০.৫০) আদায়যোগ্য।

শীপ ফ্রেইট ঃ এ বাবদ গৃহিত ব্যয় টাকা ৯৬,৬০০ (২০০ কেজি × মাঃ ডঃ ৬ × টাঃ ৮০.৫০) এর সমর্থনে দাখিলকৃত শিপিং কাগজপত্র যথাযথ নয়। আপত্তি-৩ এর কর্মকর্তা পি নং-১৬৫৪ লেঃ কমান্ডার এম মোজাক্কির হোসেন কর্তৃক চীনে প্রশিক্ষণ শেষে সমুদ্রপথে মালামাল পরিবহনের প্রদত্ত শিপিং ডকুমেন্ট এর সাথে অনেক ক্ষেত্রেই আলোচ্য কর্মকর্তার প্রদত্ত শিপিং ডকুমেন্টের মিল রয়েছে বা একই যা নিম্নরূপ ঃ

চীন	যুক্তরাষ্ট্র
পি নং- লেঃ কমাঃ এম মোজাক্কের হোসেন	১৭৭৪- লেঃ রাযীন ইবনে ওয়াহিদ
১। মালামাল ঃ হুবহু এক	১। পয়েন্ট লাইট - ৪ পিস ২। সিরামিক বাটি - ৪ পিস ৩। ব্লাংকেট - ১ পিস ৪। কিচেন ইউটিনসিল - ১০ পিস ৫। ব্যবহৃত কাগড় ও ইউনিফরম - ৬৫ কেজি ৬। ট্রেনিং স্যু - ৬ জোড়া ৭। বই -১০ কেজি
মূল্য টাঃ ১৩৪৯.০০	টাঃ ১৩৪৯.০০
সিডি, এসডি, Vat, IT টাঃ ১০২১.০০	টাঃ ১০২১.০০
২। শীপার ঃ কুইন শীপার	ঐ
৩। কন্টেইনার নং ঃ কে ০০৭৮	ঐ
৪। লাইন নং ঃ জেপিজে-২৭	ঐ
৫। ইনডক্স নং ঃ D-437	ঐ
৬। বি/ই নং ঃ 177411774	ঐ
৭। বিল নং ঃ T 1774	ঐ

পাকিস্তানে ২৬/৮/২০১৩ হতে ০৪/০৪/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত Principle Warfare Officers Course এ নৌ কর্মকর্তা পি নং-১৮৩৭ লেঃ মির্জা রাশেদুল ইসলাম এর (আপত্তি-১১) ভ্রমণ ভাতার বিলে শীপ ফ্রেইট এর সমর্থনে দাখিলকৃত দরপত্র ও তুলনামূলক বিবরণীতে উল্লিখিত শীপার প্রতিষ্ঠানের নামের ও ঠিকানার সাথে এই বিলের সাথে সংযুক্তদের নাম ও ঠিকানা দেশের নাম ব্যতীত সব কিছুই একই। যাহোক, তাঁর অতিরিক্ত গ্রহণের পরিমাণ (এমসিও টাঃ ৬৭,৬২০.০০ + শীপ ফ্রেইট টাঃ ৯৬,৬০০) **টাঃ ১,৬৪,২২০.০০** ।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (৭৮)

এপি নং-১৪৮৮৪ (আপত্তি-৮)

ইউনিটের নামঃ এস এফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সালঃ ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

ভারতে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে বিধিবহির্ভূতভাবে শীপ এমসিও ও এয়ার এমসিও গ্রহণ টাকা ১,১৩,৩৯৬ আদায়যোগ্য।

এএফডি এর ২১/১০/২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-২৩৪৪ এবং সংশোধনী এফজিও নং-২১৮৬ এর তারিখ ৬/৬/২০১৩ মোতবেক 53rd National Defence College (Ndc) Course অংশগ্রহণের জন্য ২৫/১০/২০১২ তারিখের পত্র নং-২৪২২ মোতাবেক ০৭ জানুয়ারী ২০১৩ হতে ২৯ নভেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত (যাতায়াত সময় ব্যতীত) পি নং-৩৪৪ কমডোর মোঃ খালিদ ইকবাল ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রিদওয়ান আল মাহমুদকে স্ত্রীসহ ভারত গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়।
কমডোর মোঃ খালিদ ইকবাল এর ভ্রমণ বিল পর্যালোচনায় নিম্নোক্ত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয় ঃ

১। এয়ার এমসিও বাবদ গ্রহণ ঃ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ২৮ কেজি মালামালের এমসিও বাবদ (৫২৭×২৮) = ১৪,৭৫৬.০০ টাকা গ্রহণ করেন। এর সমর্থনে এমসিও ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা ২৮ কেজি মালামলের পরিবহন ভাতা ৫২ মাঃ ডলার (৪,২৭৪.৪০ টাকা)। তাঁর টিকেট নং রয়েছে ০৯৮২২৮২৬৭১৫১৩ কিন্তু বিলের সহিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কোন টিকেট আইটিনারী না থাকায় টিকেট নং এর সঠিকতা যাচাই সম্ভব হয়নি। আবার পি আর পি রুল ৩৮২ এর 'বি' মোতাবেক যাওয়ার সময় ১৮ কেজি ওজনের মালামাল পরিবহন করলে আসার সময় আরো ১০ কেজি মালামাল পরিবহন করতে পারবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কোন মালামাল পরিবহন না করায় আসার ক্ষেত্রে কোন এমসিও প্রাপ্য নয় বিধায় সমুদয় অর্থ ১৪,৭৫৬.০০ আদায়যোগ্য।

২। শীপ এমসিও বাবদ গ্রহণ ঃ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ৩০০ কেজি মালামালের শীপ এমসিও বাবদ (১২০০×৮২.২০) = ৯৮,৬৪০/- টাকা গ্রহণ করেন। আলোচ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্ত্রী পূর্বেই চলে আসা এবং ০৬ মাস ভারতে অবস্থান করায় ১০০ কেজি মালামালের এমসিও প্রাপ্য নয়। এছাড়া এমসিও ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নেই, তুলনামূলক বিবরণী তৈরি ০৩/১২/২০১৩ অর্থাৎ কোর্স শেষে (৩০/১১/২০১৩) ভারত হতে ফেরার পর। চিটাগাং পোর্ট অথরটির চালান ফরম এবং শাহজালাল বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলযোগ্য লাগেজ ঘোষণা পত্রের কপিও বিলের সহিত পাওয়া যায়নি। Bill of Lading এর তারিখ ০২/১২/২০১৩। Invoice এর কপি বিলের সাথে পাওয়া যায়নি। উপরোক্ত অনিয়মের প্রেক্ষিতে মালামাল আদৌ আনা হয়েছে যে বিষয়টি স্পষ্ট না হওয়ায় শীপ এমসিও বাবদ গ্রহণকৃত সমুদয় টাকা ৯৮,৬৪০/- আদায়যোগ্য। ফলে উভয় মিলে (১৪৭৫৬+৯৮৬৪০) **১,১৩,৩৯৬.০০** টাকা আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (৭৯)

এপি নং-১৪৮৮৫ (আপত্তি-৯)

ইউনিটের নামঃ এস এফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সালঃ ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

ভারতে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে পি নং ১৬৪০ লেঃ মোহাম্মদ কামরুজ্জামান কর্তৃক অতিরিক্ত ট্রানজিট, তৈরিকৃত ভাউচার দ্বারা এয়ার এমসিও এবং শীপ এমসিও বাবদ অর্থ গ্রহণ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১,২২,৭৪০ টাকা।

এএফডি এর ১১.০৪.২০১২ তারিখের পত্র নং- ৬৬৩ এবং নৌ বাহিনী সদর দপ্তর এর ০৫.০৬.২০১৩ তারিখের পত্র নং-২৬৭০ মোতাবেক Long Asw Course এ অংশগ্রহণের জন্য পি নং ১৬৪০ লেঃ মোহাম্মদ কামরুজ্জানকে ৩০ এপ্রিল হতে ০১ ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত ভারত গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমোদন প্রদান করা হয়।
লেঃ মোহাম্মদ কামরুজ্জান এর ভ্রমণ বিল পর্যালোচনায় নিম্নোক্ত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয় ঃ

১। **এয়ার এমসিও বাবদ গ্রহণঃ** সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ভারত যাওয়ার সময় কোন মালামাল পরিবহন না করেও ২৮ কেজি মালামালের এয়ার এমসিও বাবদ (৮৫০×২৮)=২৩,৮০০.০০ টাকা দেশিয় মুদ্রায় গ্রহণ করেন। এর সমর্থনে এমসিও ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় টিকেট নং নেই, তারিখ নেই এবং এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর নেই। ইহাতে এমসিও ভাউচারটি তৈরিকৃত প্রতীয়মান হয়। এছাড়াও পি আর পি রুল ৩৮২ এর (বি) মোতাবেক যাওয়ার সময় ১৮ কেজি মালামাল পরিবহন করলে ফেরার পথে আরো অতিরিক্ত ১০ কেজি মালামাল পরিবহন করতে পারবে যা ডলারে প্রাপ্য। আলোচ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যাওয়া সময় কোন মালামাল পরিবহন না করেও ২৮ কেজি মালামালের পরিবহন ভাতা গ্রহণ করেন। এমতাবস্থায়, উপরোক্ত অনিয়মের প্রেক্ষিতে মালামালের পরিবহন ভাতা বাবদ গ্রহণকৃত অর্থ আদায়যোগ্য।

২। **শীপ এমসিও বাবদ গ্রহণঃ** সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ২০০ কেজি মালামালের শীপ এমসিও বাবদ (২০০ × ৪ × ৮২.৪ ৫) = ৬৫,৯৬০.০০টাকা গ্রহণ করেন এর সমর্থনে এমসিও ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নেই, তুলনামুলক বিবরণীতে তারিখ নেই, তুলনামুলক বিবরণীতে তারিখ নেই, কোটেশন সমুহে কোন বিবরণ নেই, টাকার রেট রয়েছে, Descriptive Inventory প্রতিটি আপত্তির ক্ষেত্রে একই, Sharma & Sons Logitic এর ইনভয়েস তারিখ ২৯.১১.২০১২ কিন্তু Homebound Packers and Shippers ক্লিয়ারিং এজেন্সির এন্ট্রি ফরমে ইনভয়েস তারিখ ২৮.১১.২০১২, Homebound Packers and Shippers ক্লিয়ারিং এজেন্সির এন্ট্রি ফরমে শাহজালাল বিমান বন্দর কাস্টমস কতৃক্ষের প্রদত্ত ঘোষণা পত্রটি এয়ারওয়ে বিলের, আলী আকবর সুপারিনটেনডেন্ট এ স্বাক্ষর রয়েছে তারিখ নেই। আলোচ্য অনিয়মের প্রেক্ষিতে মালামাল আনার বিষয়টি প্রমাণিত না হওয়ায় গ্রহণকৃত আদায়যোগ্য। দেশিয় মুদ্রায় ফেরতের ক্ষেত্রে দেড়গুণ হিসাবে ৯৮,৯৪০.০০ টাকা ফেরতযোগ্য।

অতএব, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা নিকট হতে মোট (২৩,৮০০+৯৮,৯৪০) = টাকা **১,২২,৭৪০.০০** আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (৮০)

এপি নং-১৪৮৮৬ (আপত্তি-১০)

ইউনিটের নামঃ এস এফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সালঃ ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

সঃ সংখ্যা ৯১০২৬১ মোঃ আসাদুজ্জামান নুর কর্তৃক ভারতে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে তৈরিকৃত ভাউচার দ্বারা এয়ার এমসিও এবং শীপ এমসিও বাবদ অর্থ গ্রহণ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৮৬,৯০০ টাকা।

এএফডি এর ২৬.০১.২০১৫ তারিখের পত্র নং- ১৬৮ এবং নৌ বাহিনী সদর দপ্তর এর ২২.০২.২০১৫ তারিখের পত্র নং-৮৫৫ মোতাবেক Nuclear Biological and Chemical Damage Control (NBCD)Shipwright Artificer (SWA) Course এ অংশগ্রহণের জন্য সঃসংখ্যা ৯১০২৬১ মোঃ আসাদুজ্জামান নুরকে ০২ মার্চ হতে ০২ মে ২০১৫ পর্যন্ত (যাতায়াত সময় ব্যতীত) ভারত গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমোদন প্রদান করা হয়।

সঃ সংখ্যা ৯১০২৬১ মোঃ আসাদুজ্জামান নুর এর ভ্রমণ বিল পর্যালোচনায় নিম্নোক্ত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়ঃ

১। ০৩.০৫.২০১৫ তারিখ ভারত হতে আসার পথে সংশ্লিষ্ট নাবিক ২৮ কেজি মালামালের এমসিও বাবদ (৩০০×২৮)= **৮৪০০.০০** টাকা গ্রহণ করেন । এর সমর্থনে এক্সেস ব্যাগেজ পর্যালোচনায় দেখা যায় তারিখ নেই এবং এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষের সীল নেই, ভারত হতে ঢাকা লেখা রয়েছে, আলোচ্য ক্ষেত্রে জায়গার নাম থাকার কথা। ইহাতে এমসিও ভাউচারটি তৈরিকৃত প্রতীয়মান হয়। এছাড়াও পি আর পি রুল ৩৮২ এর বি মোতাবেক যাওয়ার সময় ১৮ কেজি মালামাল পরিবহন করলে ফেরার পথে আরো ১০ কেজি মালামাল পরিবহন করতে পারবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যাওয়ার সময় কোন মালামাল পরিবহন না করেও ২৮ কেজি মালামালের পরিবহন ভাতা গ্রহণ করেন বিধায় মালামালের পরিবহন ভাতা বাবদ গ্রহণকৃত অর্থ আদায়যোগ্য।

২। **শীপ এমসিও বাবদ গ্রহণঃ** সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ২০০ কেজি মালামালের শীপ এমসিও বাবদ (২০০×৫×৭৮.৫০)= ৭৮,৫০০.০০ টাকা গ্রহণ করেন। পিআর(পি) ৩৮২, স্কেল বি অনুযায়ী আলোচ্য পর্যায়ের সৈনিক ৭৫ কেজির শীপ ফ্রেইট প্রাপ্য। প্যাকারস এন্ড শীপারস এর এন্টি ফরম ছাড়া মালামাল আনার সমর্থনে দরপত্র আহবান, দরপত্রসমূহ, তুলনামূলক বিবরণ, বিল অব ল্যাডিং, ঢাকা শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দাখিলযোগ্য লাগেজ ডিক্লারেশনের কপি সংযুক্ত নাই। এন্ট্রি ফরমেও অসামঞ্জস্যতা রয়েছে। যেমনঃ চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউসে ও সোনালী ব্যাংকে টাকা গ্রহণের তারিখ দেখানো হয়েছে ২০/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ। কিন্তু বিল অব ল্যাডিং এর তারিখ ২৫/০৫/২০১৫। এসব কারণে প্রতীয়মান হয় যে, শীপ ফ্রেইট বাবদ অর্থ প্রাপ্তির জন্য বানানো কাগজপত্র দাখিল করা হয়েছে। এমন অসংগতির জন্য অফার লেটার পর্যালোচনা দরকার বিধায় তার কপি আবশ্যক।

যাহোক তাঁর কর্তৃক প্রাপ্যতা বহির্ভূত অর্থ গ্রহণের পরিমাণ টাঃ **৮৬,৯০০.০০** (৭৮,৫০০+**৮৪০০.০০**) ।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (৮১)

এপি নং-১৪৮৮৭(আপত্তি-১১)

ইউনিটের নামঃ এস এফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সালঃ ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

পাকিস্তানে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে পি নং-১৮৩৭ লেঃ মির্জা রাশেদুল ইসলাম কর্তৃক তৈরিকৃত ভাউচার দ্বারা এয়ার এমসিও এবং শীপ ফ্রেইট বাবদ অর্থ গ্রহণ টাঃ ১,০০,১৭২ যা ফেরতযোগ্য।

এএফডি এর ২২.০৮.২০১৩ তারিখের পত্র নং- ১২৬০ এবং নৌ বাহিনী সদর দপ্তর এর ২২.০৮.২০১৩ তারিখের পত্র নং-২৯৬৭ এর মাধ্যমে Principle Warfare Officer Course এ অংশগ্রহণের জন্য পি নং ১৮৩৭ লেঃ মির্জা রাশেদুল ইসলামকে ২৬ আগষ্ট ২০১৩ হতে ৪ এপ্রিল ২০১৪ পর্যন্ত পাকিস্তান গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমোদন প্রদান করা হয়।

পি নং ১৮৩৭ লেঃ মির্জা রাশেদুল ইসলাম ভ্রমণ বিল পর্যালোচনায় নিম্নোক্ত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়ঃ

১) এয়ার এমসিও বাবদ গ্রহণঃ ০৫/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পাকিস্তান হতে আসার পথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ২৮ কেজি মালামালের এমসিও বাবদ (৭৭৪×২৮)= ২১,৬৭২.০০ টাকা গ্রহণ করেন। দেখা যায় এমসিওতে টিকেট নং নেই, তারিখ নেই এবং এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষের সীল নেই। ইহাতে এমসিও ভাউচারটি তৈরিকৃত প্রতীয়মান হয়। এছাড়াও পি আর পি রুল ৩৮২ এর বি মোতাবেক যাওয়ার সময় ১৮কেজি মালামাল পরিবহন করলেই কেবল ফেরার পথে আরো ১০ কেজি মালামাল পরিবহন বাবদ ব্যয় প্রাপ্য। আলোচ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকতা যাওয়ার সময় কোন মালামাল পরিবহন না করেও ফেরার পথে ২৮ কেজি মালামালের পরিবহন ভাতা গ্রহণ করেন। যাহোক যথাযথ ভাউচারে নয় বিধায় মালামালের পরিবহন ভাতা বাবদ গ্রহণকৃত অর্থ আদায়যোগ্য।

২) কৃত্রিম (Fake) ডকুমেন্টস দাখিল করে শীপ ফ্রেইট গ্রহণ ঃ

ক. দরপত্র ও তুলনামূলক বিবরণীতে তথ্যের গরমিল। See Queen Shippers কর্তৃক মালামাল আণয়ন দেখানো হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের ১টি ইনবয়েস ও ১টি কোটেশন দাখিল করা হয়েছে। একই তারিখ (১.৪.২০১৪) প্রদত্ত ইনভয়েসে প্রতি কেজি ৪ ডলার হিসাবে ৮০০ ডলার এবং কোটেশনে ৫ ডলার হিসবে ১০০০ ডলার উল্লেখ রয়েছে।

খ. Atlas Cargo ৪.৫০ ডলার হিসাবে ৯০০ ডলার এবং Mars Pathfinedur ৪.৭৫ ডলার হিসাবে ৯৫০ ডলার উদ্বৃত করে।

গ. ইনভয়েছে See Queen Shippers ৪ ডলার হিসাবে ৮০০ ডলার উল্লেখ করলেও তুলনামূলক বিবরণীতে ১০০০ ডলার দেখানো হয়েছে। আবার তুলনামূলক বিবরণীতে প্রতি কেজির শীপ ফ্রেইট See Queen ৫ ডলার, Atlas Cargo ৪.৫০ ডলার এবং JPL Mars Pathfinedur ৪.৭৫ উদ্বৃত করেছে মর্মে দেখানো হলেও See Queen সর্বনিম্ন দর উল্লেখ করেছে মর্মে মন্তব্য করতঃ তার দর গ্রহণ করা হয়েছে।

ঘ. কাস্টমস ডিউটি এ্যাসেসমেন্ট এবং সিএন্ডএফ এর ইনভেন্টরীতে পণ্যের পরিমাণে গরমিল রয়েছে।

ঙ. বিদেশ থেকে মালামাল আনয়নের ক্ষেত্রে ঢাকাতে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে লাগেজ ঘোষণাপত্র দিতে হয়। আলোচ্য কর্মকর্তাও প্রদত্ত লাগেজ ঘোষণার কপি বিলের সাথে দাখিল করেছেন। কিন্তু তাতে সংগে করে না আনা (Unaccompanied) লাগেজের তথ্য নেই। ক্রমিক ১২(খ) দ্রষ্টব্য। আবার তারিখ দেখানো হয়েছে ১/৪/২০১৪ খ্রিঃ। অথচ টিকেট আইটানারী ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত অনুযায়ী পাকিস্তান থেকে প্রত্যাবর্তনের তারিখ ০৫/০৪/২০১৪। ০৫/০৪/২০১৪ তারিখে বিমান পথে ফেরত এসে ০১/০৪/২০১৪ তারিখে বিমান বন্দরে লাগেজ ঘোষণাপত্র জমা দেয়া অবাস্তব।

উপরোক্ত অসংগতি থেকে প্রমাণিত ২০০ কেজি মালামালের শীপ ফ্রেইট বাবদ অর্থ প্রাপ্তির লক্ষ্যে এতদসংশ্লিষ্ট বিল ভাউচার তৈরী (manufacture) করা হয়েছে। বিমান বন্দরে লাগেজ ঘোষণায় আন এ্যাকোম্পানিড মালামালের বিবরণ না থাকায় সমুদ্রপথে কোন মালামাল আনয়ন করা হয় নাই মর্মে প্রতীয়মান। উল্লেখ্য, বাস্তবে মালামাল আনয়ন করা যদি হতোও তবুও প্রতি কেজী ৫ ডলার বা ৪ ডলার প্রাপ্য ছিল না। কারণ অর্থ নিয়ন্ত্রক (আর্মি) পে-১ কার্যালয়ের সেনাকর্মকর্তাগণের বিল ভাউচার পর্যালোচনা করে দেখা গেছে চীন থেকে সমুদ্র পথে মালামাল আনয়নের ক্ষেত্রে প্রতি কেজির শীপ ফ্রেইট ১ ডলারেরও কম। সুতরাং পাকিস্তান হতে সমুদ্রপথে মালামাল পরিবহনের ব্যয়ও প্রতি কেজি ১ ডলারের বেশী হতে পারে না।

যাহোক কাগজপত্র যথাযথ না হওয়ায় শীপ ফ্রেইট বাবদ গৃহীত অর্থ ফেরতযোগ্য।

জিওতে প্রশিক্ষণকালে ট্যুর এর ইঙ্গিত রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাকিস্তানে দীর্ঘকালীন প্রশিক্ষণে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক শিক্ষা সফর সংশ্লিষ্ট থাকে। কিন্তু বিলের সাথে আয়োজক সংস্থার অফার লেটার না থাকায় অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক স্টাডি ট্যুর ছিল কিনা, থাকলে কোন ট্যুর কোথায় কতদিন ছিল এবং ট্যুরকালীন থাকা, খাওয়া, যাতায়াত ব্যয় কে নির্বাহ করেছে ইত্যাদি বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। স্টাডি ট্যুরের ব্যয় বাংলাদেশ সরকার বহন করে থাকলে কোন খাতে কত ব্যয় করা হয়েছে তা জানা আবশ্যক এবং বাংলাদেশ সরকার হতে থাকা খাওয়া ও যাতায়াত ব্যয় বহন করা হয়ে থাকলে ঐ সময়ের জন্য গৃহিত পকেট ভাতা ফেরতযোগ্য।

যাহোক, নিরীক্ষাকালীন কাগজপত্রের প্রেক্ষিতে অতিরিক্ত গ্রহণের পরিমাণ ঃ

ক্রমিক	বিবরণ	অতিরিক্ত গ্রহণ	
		ডলার	টাকা
১	এয়ার এমসিও	-	২১,৬৭২
২	শীপ ফ্রেইট	১০০০	৭৮,৫০০
			সর্বমোট অতিরিক্ত গৃহিত টাকা = **১,০০,১৭২**

অনুচ্ছেদ নং-০৩
পরিশিষ্ট-৩ (৮২)
এপি নং-১৪৮৮৮(আপত্তি-১২)
ইউনিটের নামঃ এস এফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সালঃ ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

চীনে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে পি নং ১৫০৩ লেঃ কমান্ডার মির্জা রোকাইয়া নূর কর্তৃক অতিরিক্ত পকেট ভাতা, ভাউচার ব্যতীত এয়ার এমসিও, যথাযথ কাগজ ব্যতীত শীপ ফ্রেইট এবং ভাউচার ব্যতীত ব্যাংক কমিশন বাবদ অর্থ গ্রহণ ১,৮০,৪৮৬ টাকা।

এএফডি এর ৩০.০১.২০১৩ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-১৯০ এবং নৌ বাহিনী সদর দপ্তর এর ২৪.০২.২০১৩ তারিখের পত্র নং-৭৯৭ মোতাবেক Warship Maintenance Branch Chief Course এ অংশগ্রহণের জন্য পি নং-১৫০৩ লেঃ কমান্ডার মির্জা রোকাইয়া নুরকে ০১ মার্চ হতে ৩০ জুলাই ২০১৩ পর্যন্ত (যাতায়াত সময় ব্যতীত) চীন গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমোদন প্রদান করা হয়। তাঁর ভ্রমণ বিল পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের বিবরণ নিম্নরুপ ঃ

ক. পকেট ভাতাঃ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ০১.০৩.২০১৩ হতে ৩০.০৭.২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মোট ১৫২ দিন চীনে অবস্থানের পকেট ভাতা গ্রহণ করেন। বোর্ডিং পাশ পর্যালোচনায় দেখা যায় তিনি ০২.০৩.২০১৩ তারিখ ২০.১০ ঘটিকায় ঢাকা হতে যাত্রা করেন এবং ২৮.০৬.২০১৩ তারিখ ৭.৪০ ঘটিকায় সেখান হতে ফেরৎ যাত্রা করেন। অতএব,, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা মোট ১৪৮ দিন (০২.০৩.২০১৩ হতে ২৭.০৬.২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সময়) এর পকেট ভাতা প্রাপ্য। অর্থাৎ অতিরিক্ত ০৪ দিনের পকেট ভাতা বাবদ গ্রহণকৃত (৪৪.৫০×৪×৮১.৬০) ১৪,৫২৪.৮০ টাকা আদায়যোগ্য।

খ. এয়ার এমসিও বাবদ গ্রহণ ঃ ২৮.০৭.২০১৩ তারিখ চীন হতে আসার পথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ২৮ কেজি মালামালের এমসিও বাবদ (১৩৫০×২৮) = ৩৭,৮০০.০০ টাকা গ্রহণ করেন। এর সমর্থনে বিলের সহিত কোন ভাউচার পাওয়া যায়নি। এছাড়াও পিআরপি রুল ৩৮২ এর বি এবং সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ বিষয়ক এএফডি এর ০৫/০১/১৯৯৪ খ্রিঃ তারিখের ২২০৭/টি সংখ্যক স্মারকের বিধান মোতাবেক যাওয়ার সময় ১৮ কেজি মালামাল পরিবহন করলেই কেবল ফেরার পথে আরো ১০ কেজি মালামাল পরিবহন ব্যয় প্রাপ্য। আলোচ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যাওয়ার সময় কোন মালামাল পরিবহন না করেও যথাযথ ভাউচার ব্যতীত ফেরার পথে ২৮ কেজি মালামালের পরিবহন ভাতা গ্রহণ করেন বিধায় এ বাবদ গ্রহণকৃত সমুদয় অর্থ আদায়যোগ্য।

গ. মাসিক ভাতা/বিবিধ ভাতা ঃ আলোচ্য ক্ষেত্রে চীন সরকার মাসিক ১০০০ আরএসবি/বিবিধ ভাতা প্রদান করে থাকে যা পকেট ভাতার সাথে সমন্বয়যোগ্য কিন্তু এক্ষেত্রে সমন্বয় করা হয় নাই। সুতরাং ৫ মাসে ৫০০০ আর এমবি সমপরিমাণ মাঃ ডঃ ৮৩৩.৩৩ (৫০০০÷৬) সমপরিমাণ টাঃ ৬৮,০০০ (মাঃ ডঃ ৮৩৩.৩৩×টাঃ ৮১.৬০) আদায়যোগ্য।

অতএব, বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করা হয়েছে বিধায় **তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্য ঃ**

১.অতিরিক্ত গৃহিত পকেট ভাতা : মাঃ ডঃ১৭৮ অথবা দেশীয় মুদ্রা টাকা=(১৭৮×৮১.৬০×১.৫) = ২১,৭৮৭.২০
২.এমসিও বাবদ গৃহিত : মাঃ ডঃ৪৬৩.২৩ অথবা দেশীয় মুদ্রা টাকা=(৪৬৩.২৩×৮১.৬০×১.৫) = ৫৬,৬৯৯.৩৫
৩.অসমন্বিত মাসিক ভাতা : মাঃ ডঃ৮৩৩.৩৩ অথবা দেশীয় মুদ্রা টাকা=(৮৩৩.৩৩×৮১.৬০×১.৫) = ১,০১,৯৯৯.৫৯
সর্বমোট = মাঃ ডঃ১,৪৭৪.৫৬ অথবা দেশীয় মূদ্রায় ফেরৎযোগ্য টাকা = **১,৮০,৪৮৬.১৪**

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (৮৩)

এপি নং-১৪৮৮৯(আপত্তি-১৩)

ইউনিটের নাম: এস এফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

পি নং ২৩৮৮ ইঃ লেঃ এম আশিক উর রহমান প্রাপ্যতার অতিরিক্ত অগ্রিম এবং বিমান এমসিও, শীপ ফ্রেইট ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রাপ্যতা বহির্ভূত অর্থ গ্রহণ টাঃ ১,৭৭,৮২০।

পি নং ২৩৮৮ ইঃ লেঃ এম আশিক-উর-রহমান, নৌ কর্মকর্তা তার বৈদেশিক টিএ-ডিএ অগ্রিম গ্রহণের পর সমন্বয় বিল দাখিল করেন। এসএফসি (নৌ) কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার গৃহীত অগ্রিম অপেক্ষা চূড়ান্ত বিলের টাকার পরিমাণ কম হয়। কর্মকর্তার নিকট মোট ১,৩৬,৯২০.০০ টাকা সরকারি পাওনা হয়; যা এ পর্যন্ত আদায়ের কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। বিস্তারিত নিম্নে দেখানো হলো:

বিডি নং পদবী ও নাম	দেশের নাম	সময়কাল	অগ্রিম গ্রহণ	পাশকৃত/ সমন্বয়কৃত টাকা	অতিরিক্ত টাকা
পিনং ২৩৮৮ ইঃ লেঃ আশিক উর রহমান	পাকিস্তান	২৩/৯/১৩-৭/৩/১৪	৬,৫১,৩৮০/-	৫,৬০,১০০/-	৯১,২৮০/-

এসএফসি (নৌ) কার্যালয়ের নিরীক্ষায় নির্ধারিত চূড়ান্ত অর্থের পরিমাণও সঠিক নয়। যেমন ঃ

ক) শীপ ফ্রেইট ঃ পাকিস্তান থেকে ফেরত পথে ২০০ কেজি মালামাল সমুদ্র পথে পরিবহনের সমর্থনে প্রয়োজনীয় সকল কাগজ যথা বাংলাদেশে ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রদেয় লাগেজ ডিক্লারেশন, চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কাগজপত্র ইত্যাদির কপি নাই। তবে দরপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্রে পাকিস্তানে বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রতিরক্ষা এ্যাটাসের স্বাক্ষর আসল নয়। উল্লেখ্য, বিমানে অতিরিক্ত লাগেজ প্রতি কেজি ২.৮৪ ডলার এর স্থলে সমুদ্রপথে ৫.০০ ডলার অবাস্তব ও অগ্রহণযোগ্য। আরো উল্লেখ্য, দাবীকৃত অর্থে শীপ ফ্রেইটে জাহাজ ভাড়া ছাড়াও অন্যান্য চার্জ অন্তর্ভূক্ত যা প্রাপ্য নয়। এতে প্রতীয়মান হয় এতদসংক্রান্ত কাগজপত্র বানানো (Manufacture)। আসল কাগজপত্র ব্যতীত শীপ ফ্রেইট প্রাপ্য নয় বিধায় এ বাবদ গৃহিত অর্থ আদায়যোগ্য।

খ) অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক শিক্ষা সফরকালীন ব্যয় ও পকেট ভাতা ঃ সরকারি আদেশ অনুযায়ী ট্যুরের সময় ব্যতীত পাকিস্তান সরকার থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। সুতরাং কতদিন ট্যুর ছিল, ঐ ট্যুরের ব্যয় কে কিভাবে ব্যয় করেছে, বাংলাদেশ সরকার বহন করে থাকলে ব্যয়ের বিবরণ ইত্যাদির কোন তথ্য নেই। উল্লেখ্য যে, ট্যুরকালীন থাকা খাওয়া, যাতায়াত ব্যয় ভিন্নভাবে নির্বাহ হয়ে থাকলে ঐ সময়ের জন্য পকেট ভাতা প্রাপ্য নয়।

গ) বিমান এমসিও ঃ ফেরার পথে ২৮ কেজির বিমান এমসিও বাবদ টাকা ৬৪৪০.০০ (২৮ কেজি×২৩০ টাকা) গ্রহণ করা হয়েছে। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের ০৫/০৯/১৯৯৪ তারিখের স্মারক নং ২২০৭/টি অনুযায়ী যাওয়ার পথে ১৮ কেজি পরিবহন করা হলেও কেবল ফেরার পথে ২৮ কেজির বিমানে পরিবহন ব্যয় প্রাপ্য। অতএব, যাওয়ার পথে ১৮ কেজি বহন করা হয় নাই বিধায় তিনি ১০ কেজি প্রাপ্য। তবে যথাযথ ভাউচার না থাকায় তিনি কোন বিমান এমসিও প্রাপ্য নয়।

অতএব, পরিশিষ্টের হিসাব মোতাবেক তিনি অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করেছেন। অতএব এসএফসি (নেভী) কর্তৃক নির্ণীত অতিরিক্ত গৃহিত টাঃ ৯১,২৮০/- এর সাথে পরিশিষ্টে বর্ণিত মোট আদায়যোগ্য (৯১,২৮০+৮৬,৫৪০)টাকা **১,৭৭,৮২০.০০।**

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (৮৪)

এপি নং-১৪৮৯৩ (আপত্তি-১৭)

ইউনিটের নামঃ এস এফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সালঃ ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

সৌদি আরবে পি নং ২০৬২ লেঃ এম আল আমিন কবির কর্তৃক ল্যাংগুয়েজ কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা গ্রহণ টাঃ ২,০১,৬৪১।

সিনিয়র ফাইন্যান্স কন্ট্রোলার (নেভী), মিরপুর লালাসরাই, ঢাকা এর ২০১৩-২০১৬ আর্থিক সালের হিসাবের উপর নিরীক্ষা কার্যক্রম ০৩/০২/২০১৭ হতে ০৯/০৪/২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত পরিচালিত হয়। নিরীক্ষাকালে বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিল পাশ/ রেজিস্টার হতে দেখা যায় যে, পি নং ২০৬২ লেঃ এম আল আমিন কবির, নৌ কর্মকর্তা তার বৈদেশিক টিএ-ডিএ অগ্রিম গ্রহণের পর সমন্বয় বিল দাখিল করেন। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার গৃহীত অগ্রিম অপেক্ষা চূড়ান্ত বিলের টাকার পরিমাণ কম হয়। কর্মকর্তার নিকট মোট ২,১৩,১৭৩/- টাকা সরকারী পাওনা হয়; যা এ পর্যন্ত আদায়ের কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। এসএফসি (নৌ) কর্তৃক হিসাবকৃত অতিরিক্ত গ্রহণের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

বিডিনং পদবী ও নাম	দেশের নাম	সময় কাল	অগ্রিম গ্রহন	পাশকৃতটাকা	অতিরিক্ত টাকা
পি নং-২০৬২ লেঃ এম আল আমিন কবির	সৌদি আরব	২/২/১৪-৯/৮/১৪	৯,৪৫,৪৩৩/-	৮,০৩,৩১৮	১,৪২,১১৫

তবে সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত অতিরিক্ত গ্রহণের পরিমাণ নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক	বিবরণ	গ্রহণ (টাকা)	প্রাপ্য (টাকা)	অতিরিক্ত (টাকা)
১	বিমান ভাড়া	৭৮৪৪৫.০০	৬৪৫১৭.০০	১৩৯২৮.০০
২	বিমান এমসিও	৮৬৬৮৮.০০	কোন ভাউচার নাই	৮৬৬৮৮.০০
৩	শীপ ফ্রেইট	৯৬০০০.০০ (মাঃ ডঃ ১২০০ × টাঃ ৮০)	প্রমাণক নাই	৯৬০০০.০০
৪	ভিসা ফি	৫০২৫.০০	ভাউচার নাই	৫০২৫.০০
				অতিরিক্ত গ্রহণ = ২,০১,৬৪১.০০

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (৮৫)

এপি নং-১৪৮৯৫ (আপত্তি-১৯)

ইউনিটের নামঃ এস এফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সালঃ ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

বাধ্যতামুলক অবস্থানের ঘটনা না ঘটা সত্ত্বেও হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা বাবদ অর্থ গ্রহণ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১,৭১,৮৫২ টাকা।

এএফডি এর ২৬.১০.২০১৪ তারিখের পত্র নং- ২৫১৭ এবং নৌ বাহিনী সদর দপ্তর এর ১১.১২.২০১৪ তারিখের পত্র নং-৩১৬৫ মোতাবেক Implementation Plan-2014 এর আওতায় Meeting at Turkish Naval Headquaters between Bangladesh Navy অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর নিম্নোক্ত ০৪ জন নৌ কর্মকর্তাকে ২২/১২/২০১৪ হতে ২৬/১২/২০১৪ পর্যন্ত ১০ হতে ১৪ নভেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত (যাতায়াত সময় ব্যতীত) মোট ০৫ দিন অথবা যাত্রার তারিখ হতে পরবর্তী ০৫ দিনের জন্য তুরস্ক গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমোদন প্রদান করা হয়।

১। পি নং-৩০৭ কমোডর এম শাহীন ইকবাল

২। পি নং ৮১৮ ক্যাপ্টেন একে এম জাকির হোসেন

৩। পি নং ৭৫৪ কমান্ডার সৈয়দ মোস্তফা মোহাম্মদ আলী

৪। পিনং ৯৬১ কমান্ডার এম রাশেদ সাত্তার

পি নং-৩০৭ কমোডর এম শাহীন ইকবাল এর ভ্রমণ বিল পর্যালোচনায় নিম্নোক্ত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়ঃ

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ২১.১২.২০১৪ ও ২৭.১২.২০১৪ তারিখ বিমান সিডিউলের জন্য তুরস্কে অবস্থানের জন্য হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ করেন। এর সমর্থনে হোটেল ভাউচার মোতাবেক ২১.১২.২০১৪ তারিখ তিনি হোটেলে পৌছেন এবং ২২.২.২০১৪ তারিখ অবস্থানের জন্য বিল প্রদান করা হয়েছে। আবার ২৬.১২.২০১৪ তারিখ তিনি হোটেলে পৌছেন এবং ২৭.১২.২০১৪ তারিখ অবস্থানের জন্য বিল প্রদান করা হয়েছে। সরকারি আদেশ মোতাবেক ২২/১২/২০১৪ হতে ২৬/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত উক্ত মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং ২২/১২/২০১৪ তারিখে শুরু হওয়া মিটিং এ অংশগ্রহণের জন্য পূর্বদিন ২১/১২/২০১৪ তারিখে গন্তব্য স্থলে পৌছা এবং ২৬/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ মিটিং সমাপনীর পর ২৭/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে ফেরত যাত্রা সংগতিপূর্ণ ঘটনা। এতে অতিরিক্ত দিন অবস্থানের কোন ঘটনা ঘটে নাই। শর্ত ও আন্তর্জাতিক রীতি মোতাবেক মিটিং এ অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে গন্তব্যস্থলে পৌছার পর হতে ফেরত যাত্রা পর্যন্ত তুরস্ক কর্তৃপক্ষ থাকা, খাওয়া ও অভ্যন্তরীণ যাতায়াতের সংস্থান করেছেন। ২১/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে পৌছার পর ২২/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মিটিং শুরুর পূর্ব পর্যন্ত এবং ২৬/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মিটিং সমাপনীর পর হতে ২৭/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত তুরস্ক কর্তৃপক্ষ থাকা ও খাওয়ার সংস্থান না করা সংক্রান্ত কোন প্রত্যয়নও নাই। আবার তুরস্ক সরকার কর্তৃক প্রণীত কর্মসূচী (Programme Schedule) এর কোন কপিও সংযুক্ত নাই। সুতরাং ২১/১২/২০১৪ ও ২৭/১২/২০১৪ তারিখের ২ দিনের জন্য গৃহিত দৈনিক ভাতা প্রাপ্যতা বহির্ভূত হয়েছে। তবে ২১/১২/২০১৪ হতে ২৭/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৬ রাত্রি বিধায় ৬ দিনের পকেট ভাতা প্রাপ্য। কিন্তু গ্রহণ করা হয়েছে ৫ দিনের। অতএব আরো ১ দিনের পকেট ভাতা প্রাপ্য।

একই অবস্থা দলের অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বিধায় প্রত্যেকের বিপরীতে অতিরিক্ত গ্রহণ মর্মে প্রদর্শিত অর্থ আদায়যোগ্য ঃ

পি নং	নাম ও পদবী	গ্রহণ	প্রাপ্য	কম/বেশী
৩০৭	কমডোর এম শাহীন ইকবাল	পকেট ভাতাঃ ৫ দিনের × (মাঃ ডঃ ২০২× ৩০%) মাঃ ডঃ ৬০.৬০× টাঃ ৭৮.৫০ = টাঃ ২৩৭৮৫.৫০	৬ দিন × মাঃ ডঃ ৬০.৬০× টাঃ ৭৮.৫০ = টাঃ ২৮৫৪২. ৬০	কম টাঃ ৪৭৫৭.১০
		দৈনিক ভাতা ঃ টাঃ ৫১৮৮৮.৫০	-	বেশী টাঃ ৫১৮৮৮.৫০
			মোট অতিরিক্ত	**টাঃ ৪৭,১৩১.৪০**

৮১৮	ক্যাপ্টেন এ কে এম জাকির হোসেন	পকেট ভাতা ৫ দিন × (মাঃ ডঃ ১৭৮× ৩০%) ৫৩.৪০ × ৭৮.৫০ = টাঃ ২০৯৫৯.৫০	৬ দিন × (মাঃ ডঃ ১৭৮× ৩০%) ৫৩.৪০ × ৭৮.৫০ = টাঃ ২৫১৫১.৪০	(-) কম টাঃ ৪১৯১.৯০
		দৈনিক ভাতাঃ টাঃ ৪৫৭৬৫.৫০	-	বেশী টাঃ ৪৫৭৬৫.৫০
			মোট অতিরিক্ত =	টাঃ ৪১,৫৭৩.৬০
৭৫৪	কমান্ডার সৈয়দ মোস্তফা মোহাম্মদ আলী	পকেট ভাতা ৫ দিন × (মাঃ ডঃ ১৭৮× ৩০%) ৫৩.৪০ × ৭৮.৫০ = টাঃ ২০৯৫৯.৫০	৬ দিন × (মাঃ ডঃ ১৭৮× ৩০%) ৫৩.৪০ × ৭৮.৫০ = টাঃ ২৫১৫১.৪০	(-) কম টাঃ ৪১৯১.৯০
		দৈনিক ভাতাঃ টাঃ ৪৫৭৬৫.৫০	-	বেশী টাঃ ৪৫৭৬৫.৫০
			মোট অতিরিক্ত =	টাঃ ৪১,৫৭৩.৬০
৯৬১	কমান্ডার এম রাশেদ সাত্তার	পকেট ভাতা ৫ দিন × (মাঃ ডঃ ১৭৮× ৩০%) ৫৩.৪০ × ৭৮.৫০ = টাঃ ২০৯৫৯.৫০	৬ দিন × (মাঃ ডঃ ১৭৮× ৩০%) ৫৩.৪০ × ৭৮.৫০ = টাঃ ২৫১৫১.৪০	(-) কম টাঃ ৪১৯১.৯০
		দৈনিক ভাতাঃ টাঃ ৪৫৭৬৫.৫০	-	বেশী টাঃ ৪৫৭৬৫.৫০
			মোট অতিরিক্ত =	টাঃ ৪১,৫৭৩.৬০

সুতরাং ৪ জনের নিকট হতে সর্বমোট আদায়যোগ্য {(টাঃ ৪১,৫৭৩.৬০× ৩)+টাঃ ৪৭,১৩১.৪০} **টাঃ ১,৭১,৮৫২.২০** ।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (৮৬)

এপি নং-১৪৯০৭ (আপত্তি-৩৫)

ইউনিটের নামঃ এস এফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সালঃ ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

_চীনে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে পি নং-১৫১৬ লেঃ কর্ণেল হাছিনা আক্তার কর্তৃক অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করায়া বৈদেশিক মুদ্রায় কিংবা দেশীয় মুদ্রায় দেড় গুণ হারে টাকা ১,০৫,০১০ ফেরতযোগ্য।

এএফডি এর ২৭/০৮/২০১৪ তারিখের পত্র নং-১৫৫৭ এবং নৌ বাহিনী সদর দপ্তর এর ০৮/০৯/২০১৪ তারিখের পত্র নং-৪০১১ মোতাবেক চীনে বিভিন্ন কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য নিম্নোক্ত ০৮ জন নৌ কর্মকর্তা ও ০৬ জন নাবিককে চীনে গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমোদন প্রদান করা হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে চীন সরকার কর্তৃক প্রশিক্ষণার্থীগণের আন্তর্জাতিক যাতায়াত বিমান ভাড়া, প্রশিক্ষণ ফি, থাকা(একক), মাসিক ভাতা (খাওয়া), চিকিৎসা এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ যাতায়াত বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ সরকার পকেট ভাতাসহ প্রচলিত বিধি মোতাবেক প্রাপ্য অন্যান্য সুবিধা বাবদ ব্যয় বহন করে।

ক্রমিক নং	কোর্সের নাম	ব্যক্তির নাম ও পদবী	সময়সীমা
১	Advanced Course for Communication Officers	পি নং-১৩৯৯ লেঃ কমান্ডার এম নাজমুল হক	০১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ হতে ৩০ জানুয়ারী ২০১৫
২	Missile Fire Control Engineers Course	পি নং-১৫১৬ লেঃ কমান্ডার হাছিনা আক্তার	ঐ
৩	Missile General Engineers Course	পি নং-১৬৬৪ লেঃ কমান্ডার এম কামরুল হাসান	ঐ
৪	Advanced Course for Missile	পি নং-২০৬৮ লেঃ এম আব্দুল্লাহ আল মোমিন ও পি নং-২১৭৭ লেঃ আরিফ হোসেন	ঐ

৫	Advanced Course for Escape and Rescue Officers	পি নং-২২০১ লেঃ এন এম তারেক হোসেন	ঐ
৬	Chinese Language Elementary Course	পি নং-২০৪৮ লেঃ এম রশিদুল ইসলাম সাজু	০১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ হতে ৩০ জুলাই ২০১৫
৭	Costal Derfence Missile Officers Foundation Course	পি নং-২১৪২ লেঃ শেখ মাহমুদ হাসান	ঐ
৮	Diving Basic Course	পি নং-২১৯২ লেঃ এম এস সিদ্দিক স্বাধীন	০১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ হতে ৩০ নভেম্বর ২০১৪
৯	Navigation Engineers Course	সঃ সঃ ৯০০০৭৯ মোঃ আশরাফুল আলম	০১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ হতে ৩০ জুলাই ২০১৫
১০	Gunnery Engineers Course	সঃ সংখ্যা ৯৬০৩১৪ মোঃ মাহবুব আলম	০১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ হতে ৩০ জুলাই ২০১৫
১১	Underwater Weapon Engineers Course	সঃ সংখ্যা ৯১০৬৪০ সারোয়ার আলম	০১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ হতে ৩০ জুলাই ২০১৫
১২	Communication Engineers Course	সঃ সংখ্যা ৯৬০৩০৩ মোঃ মনিরুজ্জামান	০১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ হতে ৩০ জুলাই ২০১৫
১৩	Electromechanically Engineers Course	সঃ সংখ্যা ৯৩০৪৬১ মোঃ জিন্নাত আলী	০১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ হতে ৩০ জুলাই ২০১৫
১৪	Radar and Sonar Engineers Course	সঃ সংখ্যা ৯০০০৫১ মোঃ নুর ইসলাম	০১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ হতে ৩০ জুলাই ২০১৫

পি নং-১৫১৬ লেঃ কমান্ডার হাছিনা আক্তার এর টিএ/ডিএ বিলটি যাচাইয়ে পরিলক্ষিত অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

- **অতিরিক্ত পকেট ভাতা ঃ** ১১/৯/২০১৪ হতে ২৭/১/২০১৫ পর্যন্ত ১৩৭ রাত্রি বিধায় ১৩৭ দিনের পকেট ভাতা প্রাপ্য। কিন্তু গ্রহণ করা হয়েছে ১৩৮ দিনের। অতএব ১ দিনের পকেট ভাতা মাঃ ডঃ ৪৪.৫০× টাঃ ৭৯.৭৫ = টাঃ ৩৫৪৮.৮৮ অতিরিক্ত গ্রহণ করা হয়েছে।
- **বিবিধ ভাতা অসমন্বয় ঃ** চীনে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আলোচ্য পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে থাকা ও খাওয়ার খরচ ছাড়াও বিবিধ ভাতা বাবদ মাসিক ১০০০ আরএমবি প্রদান করা হয় যা প্রাপ্য পকেট ভাতার সাথে সমন্বয়যোগ্য। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে সমন্বয় করা হয় নাই। অফার লেটার ও আয়োজক সংস্থার প্রদত্ত সুবিধাবলী সংক্রান্ত সনদের কপি বিলের সাথে সংযুক্ত না থাকায় বিবিধ ভাতা প্রদান না করার বিষয়টি নিশ্চিত হয়। অতএব তিনি অতিরিক্ত গ্রহণ করেছেন মাঃ ডঃ ৮৭৭.৮৩ (পকেট ভাতা ৪৪.৫০+বিবিধ ভাতা মাঃ ডঃ ৮৩৩.৩৩)। বৈদেশিক মুদ্রায় গ্রহণ বিধায় বৈদেশিক মুদ্রাতেই ফেরতযোগ্য অথবা দেশীয় মুদ্রায় বিনিময় হারের দেড়গুণ হিসাবে টাকা (মাঃ ডঃ ৮৭৭.৮৩×টাকা৭৯.৭৫×১.৫) **১,০৫,০১০.৪১** ফেরতযোগ্য।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (৮৭)

এপি নং-১৪৯০৮ (আপত্তি-৩৬)

ইউনিটের নাম: এস এফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

৩৭ জন নাবিকের সরকারী দেনা রেখে বিল সমন্বয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১২,৫১,৫০২ টাকা।

এএফডি এর ০৩.০৮.২০১৫ তারিখের পত্র নং- ১৬৮৪ এবং নৌ বাহিনী সদর দপ্তর এর ১৪.০৯.২০১৫ তারিখের পত্র নং-৩৯৮৮ মোতাবেক High Endurance Cutter Rush (WHEC723) বিষয়োক্ত কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য ০৭ জন নৌ কর্মকর্তা ও ৫৬ জন নাবিককে এএফডি এর ০৯.০৯.২০১৫ তারিখের পত্র নং ২০২৪ মোতাবেক ১০ সেপ্টেম্বর হতে ১১অক্টোবর ২০১৫ পর্যন্ত (যাতায়াত সময় ব্যতীত) যুক্তরাষ্ট্র গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমোদন প্রদান করা হয়।
৩৭ জন নাবিকের এর ভ্রমণ বিল পর্যালোচনায় নিম্নোক্ত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয় ঃ
১। সরকারের কাছে দেনাঃ ভ্রমণ ভাতা বিল হতে দেখা যায় যে, উক্ত ১২ জন নাবিক প্রত্যেকে ২৪০৯২১.০০ টাকা অগ্রিম গ্রহণ করেছেন কিন্তু চূড়ান্ত বিলে গৃহিত অগ্রিমের টাকা বাদ দিয়ে ২১৯৫৫.০০ টাকা সরকারী পাওনা দেখিয়ে বিলটি দাবী নিষ্পত্তি করা হয়েছে। সুতরাং ১২জন নাবিক প্রত্যেকেই সরকারের কাছে দেনা; অর্থাৎ সরকার উক্ত ১২ জন নাবিকে নিকট মোট সরকারী পাওনার পরিমান টাকা (২১৯৫৫×১২) = টাকা ২,৬৩,৪৬০। যা বিনিময় হারের দেড়গুণ হিসেবে ৩,৯৫,১৯০.০০টাকা ফেরতযোগ্য। আবার **উক্ত** ২৫ জন নাবিকের প্রত্যেকে ২৪৬০৮১.০০ টাকা অগ্রিম গ্রহণ করেছেন কিন্তু চূড়ান্ত বিলে গৃহিত অগ্রিমের টাকা বাদ দিয়ে ২২৮৩৫.০০ টাকা সরকারী পাওনা দেখিয়ে বিলটি দাবী নিষ্পত্তি করা হয়েছে। সুতরাং ২৫জন নাবিক প্রত্যেকেই সরকারের কাছে দেনা; অর্থাৎ সরকার উক্ত ২৫ জন নাবিকে নিকট মোট সরকারী পাওনার পরিমান টাকা (২২,৮৩৫×২৫)=টাকা ৫৭০৮৭৫.০০। যা বিনিময় হারের দেড়গুণ হিসেবে ৮,৫৬,৩১২.০০ টাকা ফেরতযোগ্য।
অতএব, উক্ত ৩৭ জন নাবিকের নিকট হতে সর্বমোট আদায়যোগ্য **১২,৫১,৫০২** (৩,৯৫,১৯০ +৮,৫৬,৩১২) টাকা

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (৮৮)

এপি নং-১৪৯০৯ (আপত্তি-৩৭)

ইউনিটের নামঃ এস এফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সালঃ ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

নৌ বাহিনী কর্মকর্তাদের নিকট বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলে সরকারী পাওনা বাবদ অর্থ আদায়/ পরিশোধ না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৩৫,৬১,২১৭ টাকা।

নৌ বাহিনী কর্মকর্তাদের সংযুক্ত পরিশিষ্ট ''৩(৮৮)'' তে বর্ণিত ৮৮ জন নৌ কর্মকর্তা তাদের বৈদেশিক টিএ-ডিএ অগ্রিম গ্রহনের পর সমন্বয় বিল বিভিন্ন সময়ে দাখিল করেন। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের গৃহীত অগ্রিম অপেক্ষা চূড়ান্ত বিলের টাকার পরিমাণ কম হয়। ফলে পরিশিষ্টে বর্ণিত কর্মকর্তাগণের নিকট **মোট ৩৫,৬১,২১৭** টাকা সরকারী পাওনা হয়; যা এ পর্যন্ত আদায়ের কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি।

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ,শাখা-২ পত্র নং-অম/অবি/ব্যঃনিঃ-২/২(১৯)/২০০০-০৪/অংশ-১/২২১(১০০০), তারিখ ০৯.১০.২০১২ খ্রিঃ পত্রের ১৭ ও ২৫(ক) অনুযায়ী বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলের সরকারী পাওনা স্থানীয় মুদ্রায় ফেরত দিলে তা বিনিময় হারের দেড় গুণ হিসেবে ফেরত দিতে হবে।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (৮৯)

এপি নং-১৪৯১০ (আপত্তি-৩৮)

ইউনিটের নামঃ এস এফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সালঃ ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

শান্তিরক্ষা মিশন মিনুসকা (মালী) তে মিশন এলাকা সফর উপলক্ষ্যে নৌ বাহিনীর ৩ জন কর্মকর্তা কর্তৃক অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করায় দেশীয় মুদ্রায় ফেরত দেয়া হলে ফেরতযোগ্য অর্থের পরিমাণ টাঃ ৬,৫১,৮৯৭।

পি নং ৪৫৬ ক্যাঃ সৈয়দ হাসিবুর রহমান তাঁর বৈদেশিক টিএ-ডিএ অগ্রিম গ্রহণের পর সমন্বয় বিল দাখিল করেন। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার গৃহীত অগ্রিম অপেক্ষা চূড়ান্ত নিরীক্ষা প্রাপ্য টাকার পরিমাণ কম হয় ।কর্মকর্তার নিকট মোট ২,১৭,২৯৯/- টাকা সরকারী পাওনা হয়; যা এ পর্যন্ত আদায়ের কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। নিম্নে বিবরন দেওয়া হলো।

বিডিনং পদবী ও নাম	দেশের নাম	সময় কাল	অগ্রিম গ্রহণ	পাশকৃত টাকা	অতিরিক্ত টাকা
পি নং ৪৫৬ ক্যাঃ সৈয়দ হাসিবুর রহমান কে	মালি	২২/৬/১৩-২৯/৬/১৩	৩,৫৯,৩৯০/-	২,১৪,৫২৪/-	১,৪৪,৮৬৬/-

দেড় গুণ হিসেবে ফেরত দিতে হবে=১,৪৪,৮৬৬/-×১.৫= ২,১৭,২৯৯/- টাকা

২। আলোচ্য প্রতিনিধিদলে নৌ বাহিনীর আরো ২ জন কর্মকর্তা পি নং-৮৬৩ কমান্ডার এম তারিকুল ইসলাম ও পি নং- লেঃ কঃ এম ডি কে মাহমুদ এর ক্ষেত্রেও একইরুপ ঘটনা ঘটেছে বলে প্রতীয়মান হয়। অতএব, তাঁদের প্রত্যেকের নিকট হতে একই হারে আদায়যোগ্য। অতএব, ৩ জনের নিকট হতে সর্বমোট আদায়যোগ্য ২১৭২৯৯×৩ = টাকা ৬,৫১,৮৯৭.০০।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (৯০)

এপি নং-১৪৯১১ (আপত্তি-৩৯)

ইউনিটের নামঃ এস এফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সালঃ ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

পি নং ৮৬২ কমান্ডার, এম এস আজিজ, নৌ বাহিনী কর্মকর্তার নিকট বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলে সরকারী পাওনা বাবদ অর্থ আদায়/ পরিশোধ না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১,২২,৫৬২ টাকা।

পি নং ৮৬২ কমান্ডার, এম এস আজিজ, নৌ কর্মকর্তা তার বৈদেশিক টিএ-ডিএ অগ্রিম গ্রহনের পর সমন্বয় বিল দাখিল করেন। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার গৃহীত অগ্রিম অপেক্ষা চূড়ান্ত বিলের টাকার পরিমাণ কম হয়। কর্মকর্তার নিকট সরকারী পাওনা ৮১,৭০৮/-টাকা যাহা দেড়গুন হিসেবে ১,২২,৫৬২/- টাকা । যা এ পর্যন্ত আদায়ের কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। নিম্নে বিবরন দেওয়া হলো।

বিডি নং পদবী ও নাম	দেশের নাম	সময় কাল	অগ্রিম গ্রহণ	পাশকৃত টাকা	অতিরিক্ত টাকা
পি নং ৮৬২ কমান্ডার, এম এস আজিজকে	যুক্তরাষ্ট্র	৫/৩/১৩-২২/১১/১৩	৯,৩৫,২৪২/-	৮,৫৩,৫৩৪/-	৮১,৭০৮/-

দেশীয় মুদ্রায় দেড় গুণ হিসেবে = ৮১,৭০৮/-×১.৫= **১,২২,৫৬২/- টাকা।**

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (৯১)

এপি নং-১৪৯১২ (আপত্তি-৪০)

ইউনিটের নামঃ এস এফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সালঃ ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

পি নং ১১৬০ লেঃ কমান্ডার, এম মোস্তাফিজুর রহমান, নৌ বাহিনী কর্মকর্তার নিকট বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলে সরকারী পাওনা বাবদ অর্থ আদায়/ পরিশোধ না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১,২২,৫৬২ টাকা।

পি নং ১১৬০ লেঃ কমান্ডার, এম মোস্তাফিজুর রহমানকে, নৌ কর্মকর্তা তার বৈদেশিক টিএ-ডিএ অগ্রিম গ্রহনের পর সমন্বয় বিল দাখিল করেন। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার গৃহীত অগ্রিম অপেক্ষা চূড়ান্ত বিলের টাকার পরিমাণ কম হয়। কর্মকর্তার নিকট সরকারী পাওনা ৮১,৭০৮ টাকা যাহা দেড়গুন হিসেবে **১,২২,৫৬২** টাকা। এ পর্যন্ত আদায়ের কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। নিম্নে বিবরণ দেওয়া হলো।

বিডি নং পদবী ও নাম	দেশের নাম	সময় কাল	অগ্রিম গ্রহণ	পাশকৃত টাকা	অতিরিক্ত টাকা
পি নং ১১৬০ লেঃ কমান্ডার, এম মোস্তাফিজুর রহমানকে	যুক্তরাষ্ট্র	৫/৩/১৩-২২/১১/১৩	৯,৩৫,২৪২/-	৮,৫৩,৫৩৪/-	৮১,৭০৮/-

দেশীয় মুদ্রায় দেড় গুণ হিসেবে = ৮১,৭০৮-×১.৫ = **১,২২,৫৬২ টাকা।**

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (৯২)

এপি নং-১৪৯১৩ (আপত্তি-৪১)

ইউনিটের নামঃ এস এফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সালঃ ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

পি নং ১০৬৫ কমান্ডার, এম মনিরুল ইসলাম, নৌ বাহিনী কর্মকর্তার নিকট বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলে সরকারী পাওনা বাবদ অর্থ আদায়/ পরিশোধ না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১,২২,৫৬২ টাকা।

পি নং ১১৬০ লেঃ কমান্ডার, এম মোস্তাফিজুর রহমানকে, নৌ কর্মকর্তা তার বৈদেশিক টিএ-ডিএ অগ্রিম গ্রহনের পর সমন্বয় বিল দাখিল করেন। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার গৃহীত অগ্রিম অপেক্ষা চূড়ান্ত বিলের টাকার পরিমাণ কম হয়। কর্মকর্তার নিকট সরকারী পাওনা ৮১,৭০৮ টাকা যাহা দেড়গুন হিসেবে ১,২২,৫৬২ টাকা। এ পর্যন্ত আদায়ের কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। নিম্নে বিবরণ দেওয়া হলো।

বিডিনং পদবী ও নাম	দেশের নাম	সময় কাল	অগ্রিম গ্রহণ	পাশকৃত টাকা	অতিরিক্ত টাকা
পি নং ১০৬৫ কমান্ডার, এম মনিরুল ইসলামকে	যুক্তরাষ্ট্র	১২/৩/১৩-১১/১০/১৩	৯,৩৫,২৪২/-	৮,৫৩,৫৩৪/-	৮১,৭০৮/-
দেশীয় মুদ্রায় দেড় গুণ হিসেবে =৮১,৭০৮×১.৫= **১,২২,৫৬২** টাকা।					

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (৯৩)

এপি নং-১৪৯১৪ (আপত্তি-৪৫)

ইউনিটের নাম: এস এফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

যুক্তরাজ্যে সফর উপলক্ষ্যে প্রাক্তন নৌ বাহিনী প্রধান কর্তৃক অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা গ্রহণ টাকা ১,৭৬,৩৫৮ যা বৈদেশিক মুদ্রায় ফেরতযোগ্য নতুবা দেশীয় মুদ্রায় দেড়গুণ হিসাবে টাঃ ২,৬৪,৫৩৭ আদায়যোগ্য।

পি নং-১৬৯ প্রাক্তন নৌ বাহিনী প্রধান ০৯/০৯/২০১৩ হতে ১৩/০৯/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সস্ত্রীক যুক্তরাজ্যে ভ্রমণ উপলক্ষ্যে উভয়েই হোটেলের একই কক্ষে অবস্থান করা সত্বেও ২ জনের জন্য হোটেল ভাড়া গ্রহণ করেছেন। ফলে অতিরিক্ত গ্রহণ টাঃ ১,৭৬,৩৫৮/-। বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম বিধায় বৈদেশিক মুদ্রায় ফেরতযোগ্য নতুবা দেশীয় মুদ্রায় দেড়গুণ হারে ফেরতযোগ্য টাকা **২,৬৪,৫৩৭.০০**। ভ্রমণ বৃত্তান্তে দেখা যায় যে, তিনি ০৮/০৯/২০১৩ তারিখ হিত্রো বিমান বন্দরে (লন্ডন) পৌছেন এবং ১৩/০৯/২০১৩ পর্যন্ত অবস্থান করেন। ১৩/০৯/২০১৩ তারিখ ট্রেনে প্যাডিংটন ত্যাগ করে টোটেন এ পৌছেন। ১৪/০৯/২০১৩ তারিখ টোটেন হতে পুনরায় প্যাডিং টন পৌছেন। অর্থাৎ সম্পূর্ণ সময় এক জায়গায় অবস্থান করেন নাই। কিন্তু সম্পূর্ণ সময় একই স্থানে অবস্থান করার জন্য হোটেল বিল দাখিল করা হয় যা অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও অগ্রহণযোগ্য। কারণ হোটেল কক্ষের ভাড়া নৌ বাহিনী প্রধানকে প্রদেয়।

২) হোটেল বিলে দেখা যায় তিনি সস্ত্রীক হোটেলের একই রুমে অবস্থান করেছেন। সুতরাং নিজের জন্য হোটেল ভাড়া ও নগদ ভাতা প্রাপ্য। কিন্তু উভয়ের জন্য হোটেল ভাড়া ও নগদ পরিশোধ করা হয়েছে যা বিধি বহির্ভূত। অতিরিক্ত গ্রহণের পরিমাণ ঃ

ক্রমিক	সময়	গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
	৮/৯/২০১৪-১৪/৯/১৪	নিজ ঃ হোটেল ভাড়া মাঃ ডঃ ৩১২×৭ দিন = মাঃ ডঃ ২১৮৪	মাঃ ডঃ ২১৮৪	-
		নগদ ভাতা ঃ ৭ দিন ×মাঃ ডঃ ১০১ = মাঃ ডঃ ৭০৭	মাঃ ডঃ ৭০৭	-
		স্ত্রী ঃ হোটেল ভাড়া ৭ দিন ঃমাঃ ডঃ ৩১২ = মাঃ ডঃ ২১৮৪	প্রাপ্য নয়।	মাঃ ডঃ ২১৮৪
		নগদ ভাতা ঃ মাঃ ডঃ ১০১ × ৭ দিন = মাঃ ডঃ ৭০৭	মাঃ ডঃ ৭০৭	-
বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ বিধায় বৈদেশিক মুদ্রাতে ফেরতযোগ্য নতুবা দেশীয় মুদ্রায় দেড়গুণ হারে (মাঃ ডঃ ২১৮৪ টাকা ×৮০.৭৫= ১,৭৬,৩৫৮.০০× ১.৫) টাঃ ২,৬৪,৫৩৭.০০ আদায়যোগ্য।				

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (৯৪)

এপি নং-১৪৯৪৬ (আপত্তি-৮৩)

ইউনিটের নাম: এস এফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

প্রাক্তন নৌ বাহিনী প্রধানের সফর সংগী হিসাবে বিদেশ ভ্রমণ উপলক্ষ্যে ২ জন নৌ বাহিনী কর্মকর্তা কর্তৃক অতিরিক্ত গ্রহণ টাকা ৩,০৩,০৫২।

এএফডি এর ২১.০৭.২০১৩ তারিখের পত্র নং- ২৫১৭ এবং নৌ বাহিনী সদর দপ্তর এর ২৭.০৮.২০১৩ তারিখের পত্র নং-১৪৭৯ মোতাবেক যুক্তরাজ্যের রাজকীয় নৌ বাহিনীর কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ০৯ হতে ১৩ সেপ্টেম্বর তারিখ পর্যন্ত মোট ০৫ দিন অথবা যাত্রার তারিখ হতে পরবর্তী ০৫ দিনের জন্য বাংলাদেশ নৌ বাহিনী প্রধান সস্ত্রীক ও সফরসঙ্গীসহ মোট ০৪ জনকে অষ্ট্রেলিয়া গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমোদন প্রদান করা হয়।

১। পি নং-১৬৯ ভাইস এডমিরাল মুহাম্মদ ফরিদ হাবিব
২। হাফিজা আক্তার হাবিব নৌ বাহিনী প্রধানের স্ত্রী
৩। পি নং-৬৭৭ ক্যাপ্টেন এম নঈম গোলাম মুক্তাদির
৪। পি নং-১০০০ লেঃ কমান্ডার এম রেজাউর করিম জাকারিয়া

<u>পি নং-১০০০ লেঃ কমান্ডার এম রেজাউর করিম জাকারিয়া এর ভ্রমণ বিল পর্যালোচনায় নিম্নোক্ত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়ঃ</u>

১। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের সিঙ্গাপুর জন্য ০৩টি ট্রানজিট ভাতা গ্রহণ করেন। এর সমর্থনে টিকেট আইটানারী পর্যালোচনায় দেখা যায় ০৮.০৯.২০১৩ তারিখ ৬.২০ ঘটিকায় যাত্রা করে ১১.৫০ ঘটিকায় ইস্তাবুল এবং ইস্তাবুল হতে ১.১০ ঘটিকায় যাত্রা করে ৩.১৫ ঘটিকায় হেথ্রো লন্ডন পৌছাতে ০৯ ঘন্টা সময় ব্যয় হয়। ফেরার পথে ১৫.০৯.২০১৩ তারিখ সকাল ১১.২৫ ঘটিকায় যাত্রা করে ৫.১৫ ঘটিকায় ইস্তাবুল এবং ১৫.০৯.২০১৩ তারিখ ইস্তাবুল হতে ৬.২০ ঘটিকায় যাত্রা করে ১৬.০৯.২০১৩ তারিখ ৫.০০ ঘটিকায় ঢাকা পৌছেন মোট ১৬.৩০ ঘণ্টা সময় ব্যয় হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে টিকেট আইটানারী অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার আসাও যাওয়ার পথে সর্বমোট ২৫.৩০ ঘণ্টা সময় ব্যয় হয়। অর্থমন্ত্রণালয়ের পত্র নং-অম/অবি/ব্যঃনিঃ-২/২(১৯)/২০০০-০৪/অংশ-১/২২১(১০০০) তারিখঃ ০৯.১০.২০১২ মোতাবেক সরকারি কাজ সম্পাদনের জন্য আকাশ, রেল ও স্থলপথে ভ্রমণকালে এক পথে তিন ঘন্টা কম সময় অতিবাহিত হলে কোন ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য হবেন না। এক পথে তিন ঘণ্টার বেশি সময় অতিবাহিত হলে ০১ দিনের ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য হবেন। তবে যাওয়া ও আসা বাবদ ২৪ ঘণ্টার অধিক সময় অতিবাহিত না হলে ০১ দিনের ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য হবেন বিধায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যাওয়া ওআসার জন্য ০২টি ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য হবেন। এমতাবস্থায় ০১ দিনের অতিরিক্ত ট্রানজিট ভাতা বাবদ গ্রহণকৃত (৪৪.৫০×৮০.৭৫)=৩৫৯৩.৩৮ টাকা আদায়যোগ্য। যা দেশিয় মুদ্রায় ফেরতের ক্ষেত্রে দেড়গুণ হিসাবে ৫৩৯০.০৬ টাকা ফেরতযোগ্য।

২। **ট্রেন ভাড়াঃ** ০৮.০৯.২০১৩ হতে ১৪.০৯.২০১৩ তারিখ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালীন অভ্যন্তরীণ ভ্রমণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ট্রেন ভাড়া বাবদ (৩৬৩×৮০.৭৫)=২৯৩১২.০০ টাকা গ্রহণ করেন। কিন্তু এর সমর্থনে বিলের সহিত কোন ভাউচার পাওয়া যায়নি বিধায় ট্রেন ভাড়া বাবদ গ্রহণকৃত আদায়যোগ্য। দেশিয় মুদ্রায় ফেরতের ক্ষেত্রে দেড়গুণ হিসাবে **৪৩,৯৬৮.৩৮** টাকা ফেরতযোগ্য।

৩। **বাধ্যতামূলক অবস্থান ঃ** যুক্তরাজ্যের লন্ডনে অনুষ্ঠিত বর্ণিত অনুষ্ঠানে ০৯/০৯/২০১৩ হতে ১৩/০৯/২০১৩ পর্যন্ত সময়কালে অংশগ্রহণের জন্য সরকারি অনুমোদন প্রদান করা হয়। ভ্রমণ বৃত্তান্তে দেখা যায় ১৩/০৯/২০১৩ তারিখে পেডিংটন হতে টটনেসে এবং ১৪/০৯/২০১৩ তারিখে টটনেস হতে পেডিংটনে পৌছানো হয়। অর্থাৎ অনুষ্ঠানস্থলে অবস্থান না করে অন্যত্র গমন করা হয় এবং অন্যত্র গমন ও অবস্থান আয়োজক সংস্থার অফার লেটার ও সরকারি আদেশের অন্তর্ভূক্ত বলে প্রতীয়মান হয় না। সুতরাং বিমান যোগাযোগের কারণে বাধ্যতামূলক অবস্থান হয়েছে বলে গণ্য নয়। সুতরাং এ বাবদ ২ দিনের হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈনিক ভাতা আদায়যোগ্য।

৪। হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রাপ্য নয়। ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে দেখা যায় যে, ১৩/০৯/২০১৩ তারিখ ০৭৩০ ঘটিকা থেকে ১৪/০৯/২০১৩ তারিখ ১১৪০ ঘটিকা পর্যন্ত লন্ডনে অবস্থান করেন নাই। কিন্তু হোটেল বিলে ০৮/০৯/২০১৩ হতে ১৪/০৯/২০১৩ পর্যন্ত সম্পূর্ণ সময় উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে হোটেল বিলে রুম নং ৭১৫ এ উল্লেখ করা হয়েছে। এতে মনে হয় অপর কর্মকর্তা পি নং-৬৭৭ ক্যাপ্টেন এম নঈম গোলাম মোক্তাদির ও তিনি একই হোটেল কক্ষে অবস্থান করেছেন।

অর্থাৎ হোটেল বিল যথাযথ না হওয়ায় হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রাপ্য নয়। সর্বসাকুল্য ভাতা প্রাপ্য। **অতিরিক্ত** গ্রহণকৃত টাকার বিবরণ দেখানো হলো:

তাঁর কর্তৃক অতিরিক্ত গ্রহণ ঃ

ক্রমিক	বিবরণ	গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
১	ট্রানজিট	৩টি ৪৪.৫০× ৩ = মাঃ ডঃ ১৩৩.৫০× টাঃ ৮০.৭৫ = টাঃ ১০৭৮০	২টি ৪৪.৫০× ২ = মাঃ ডঃ ৮৯× টাঃ ৮০.৭৫ = টাঃ ৭১৮৬.৭৫	টাঃ ৩,৫৯৩.২৫
২	বাধ্যতামূলক অবস্থানের দৈনিক ভাতা	২× মাঃ ডঃ ৩৩৭ = মাঃ ডঃ ৬৭৪× টাঃ ৮০.৭৫ = টাঃ ৫৪৪২৫.০০	-	৫৪,৪২৫.০০
৩	দৈনিক ভাতা ০৮/০৯/২০১৩ হতে ১৩/০৯/২০১৩ পর্যন্ত ৫ রাত্রির জন্য ৫ দিনের	হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা ৫ দিন × মাঃ ডঃ ৩৩৭ = মাঃ ডঃ ১৬৮৫× টাঃ ৮০.৭৫ = টাঃ ১,৩৬,০৬৩.০০	সর্বসাকুল্য ভাতা ৫ দিন × মাঃ ডঃ ১৭৮ = মাঃ ডঃ ৮৯০× টাঃ ৮০.৭৫ = টাঃ ৭১৮৬৭.৫০	টাঃ ৬৪,১৯৫.৫০
৪	ট্রেনের ভাড়া	মাঃ ডঃ ৩৬৩× ৮০.৭৫ = টাঃ ২৯৩১২.০০	-	টাঃ ২৯,৩১২.০০
			মোট অতিরিক্ত গ্রহণ টাঃ =	**১,৫১,৫২৫.৭৫**

বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ বিধায় বৈদেশিক মুদ্রাতেই ফেরতযোগ্য অন্যথায় দেশীয় মুদ্রায় দেড়গুণ হারে আদায়যোগ্য। অপর কর্মকর্তা পি নং-৬৭৭ ক্যাপ্টেন এম নঈম গোলাম মোক্তাদির এর নিকট হতেও একই পরিমাণ অর্থ আদায়যোগ্য। সুতরাং ২ জনের নিকট হতে আদায়যোগ্য (১,৫১,৫২৫.৭৫×২) টাঃ ৩,০৩,০৫১.৫০।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (৯৫)

এপি নং-১৪৯৪৯ (আপত্তি-৮৬)

ইউনিটের নামঃ এস এফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সালঃ ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

পি নং ১৫৯৪ ক্যাপ্টেন ডব্লিউ এইচ কুতুবুদ্দিনকে,নৌ বাহিনী কর্মকর্তার নিকট বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলে সরকারী পাওনা বাবদ অর্থ আদায়/ পরিশোধ না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১,২২,৫৬২ টাকা।

পি নং ১৫৯৪ ক্যাপ্টেন ডব্লিউ এইচ কুতুবুদ্দিন, নৌ কর্মকর্তা তার বৈদেশিক টিএ-ডিএ অগ্রিম গ্রহনের পর সমন্বয় বিল দাখিল করেন। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার গৃহীত অগ্রিম অপেক্ষা চূড়ান্ত বিলের টাকার পরিমাণ কম হয়। কর্মকর্তার নিকট মোট ১,২২,৫৬২/- টাকা সরকারী পাওনা হয়; যা এ পর্যন্ত আদায়ের কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। নিম্নে বিবরণ দেওয়া হলো।

বিডিনং পদবী ও নাম	দেশের নাম	সময় কাল	অগ্রিম গ্রহন	পাশকৃতটাকা	অতিরিক্ত টাকা
পি নং ১৫৯৪ ক্যাপ্টেন ডব্লিউ এইচ কুতুবুদ্দিন	যুক্তরাষ্ট্র	১২/৩/১৩-১১/১০/১৩	৯,৩৫,২৪২/-	৮,৫৩,৫৩৪/-	৮১,৭০৭/-

দেড় গুণ হিসেবে ফেরত দিতে হবে=৮১,৭০৮× ১.৫= **১,২২,৫৬২ টাকা**

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (৯৬)

এপি নং-১৪৯৫৫ (আপত্তি-৯৪)

ইউনিটের নামঃ এস এফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সালঃ ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

ভারতে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে বিল ভাউচার ব্যতীত বিমান এমসিও ও শীপ ফ্রেইট গ্রহণ টাকা ৯৯,০০০।

এএফডি এর ১৪/০২/২০১২ তারিখের ২৭০ সংখ্যক আদেশে বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর কর্মকর্তা পি নং ৮৪১ লেঃ কমান্ডার এম সহিদ হোসেন চৌধুরীকে ১৬/০৪/২০১২ হতে ০৪/০৮/২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ভারতে অনুষ্ঠিত NBCD Specialisation কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়। উক্ত কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য ভারত সরকার প্রশিক্ষণ ফি, আন্তর্জাতিক যাতায়াত বিমান ভাড়া, থাকা, খাওয়া, লিভিং এ্যালাউন্স ইত্যাদি ব্যয় বহন করে। এফজিও অনুযায়ী বিমান এমসিও বাবদ টাঃ ৮৪০০ এবং ফেরত পথে সমুদ্রপথে ব্যক্তিগত মালামাল পরিবহনের জন্য শীপ ফ্রেইট হিসাবে টাকা ৬৬০০০ (২০০ কেজী×মাঃ ডঃ ৪× টাঃ ৮২.৫০) পরিশোধ করা হয়। কিন্তু এমসিও ও শীপ ফ্রেইটের সমর্থনে কোন বিল ভাউচার দাখিল করা ছিল না। এছাড়া সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আর্থিক সুবিধাবলী প্রাপ্যতা সম্পর্কিত ০৫/০৯/১৯৯৪ খ্রিঃ তারিখের ২২০৭/টি সংখ্যক স্মারক মোতাবেক সরকারি খরচে কোর্সে অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে শীপ ফ্রেইট। আলোচ্য কোর্সের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ, বিমান ভাড়া, থাকা খাওয়া ইত্যাদি যাবতীয় ব্যয় ভারত সরকার বহন করেছে বিধায় শীপ ফ্রেইট প্রাপ্য না। অতএব, তিনি প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে শীপ ফ্রেইট বাবদ ব্যয় বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করেছেন বিধায় বৈদেশিক মুদ্রায় কিংবা দেশিয় মুদ্রায় বিনিময় হারের দেড়গুণ হিসাবে (৬৬০০০×১.৫) টাঃ ৯৯,০০০.০০ আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (৯৭)

এপি নং-১৪৯৫৯ (আপত্তি-৯৮)

ইউনিটের নাম: এস এফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

শ্রীলংকাতে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে পি নং-১০৩৬ কমান্ডার এ এম সাজ্জাদ হোসেন কর্তৃক অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা গ্রহণ টাকা ২,৭২,২৩৫।

শ্রীলংকাতে Defence Service Command and Staff College Course-এ শিরোনামভুক্ত কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। তাঁর স্ত্রীকে সরকারী খরচে এবং সন্তানকে নিজ খরচে প্রশিক্ষণস্থলে গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়। তাঁর ভ্রমণভাতার বিল যাচাই করে দেখা যায় তিনি নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করেছেনঃ

(১) স্ট্যাডি ট্যুরঃ ১৩.০৮.২০১৪ তারিখ হতে ২৩.০৮.২০১৪ তারিখ পর্যন্ত ওভারসিজ স্ট্যাডি ট্যুর এর ক্ষেত্রে দৈনিক ভাতা, পকেটভাতা ও অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যয় অতিরিক্ত নেয়া হয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রাপ্য সুবিধাবলী সংক্রান্ত এএফডি এর ০৫.০৯.১৯৯৪ তারিখে ২২০৭/টি সংখ্যক স্মারকের ১খ(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী স্বাগতিক দেশ বাসস্থান, খাওয়া ও অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যয় বহন না করলে স্বাগতিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারণ ও সনদপত্র সাপেক্ষে তা বাংলাদেশ সরকার বহন করবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে শ্রীলংকা সরকার যে প্রাক্কলন দিয়েছিল তারচেয়ে বেশী গ্রহণ করা হয়েছে। যেমনঃ

আইটেম	শ্রীলংকা সরকারের প্রাক্কলন	প্রদান	অতিরিক্ত
আবাসন (১০ দিন)	মাঃ ডঃ ৩০০০.০০	মাঃ ডঃ ৩৩০৬.৩১	মাঃ ডঃ ৩০৬.৩১
বিমানভাড়া	মাঃ ডঃ ১০০০.০০	মাঃ ডঃ ৬৫৫.৮১	মাঃ ডঃ (-) ৩৪৪.১৯ কম
অন্যান্য ব্যয়	মাঃ ডঃ ৫০০.০০	-	মাঃ ডঃ ৫০০.০০ কম
অভ্যন্তরীণ যাতায়াত	-	মাঃ ডঃ ১১৭৮.০০	মাঃ ডঃ ১১৭৮.০০
মোট	মাঃ ডঃ ৪৫০০.০০	মাঃ ডঃ ৫,১৪০.২০	মাঃ ডঃ ৬৪০.২০

উল্লেখ্য স্বাগতিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক টাকা খরচের কোন প্রত্যয়ন দেয়া হয় নেই। শ্রীলংকাতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রতিরক্ষা এটাসে কর্তৃক খরচের বিবরণ দেয়া হয়েছে যা প্রাসঙ্গিকও নয়, গ্রহণযোগ্যও নয়।

তবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের বৈদেশিক ভ্রমণভাতা সম্বলিত ০৯.১০.২০১২ তারিখের স্মারকের আলোকে হিসাব করলে অতিরিক্ত গ্রহণের পরিমাণ দাড়ায়ঃ

বিবরণ	গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
বিমানভাড়া	মাঃ ডঃ ১০০০.০০	মাঃ ডঃ ৬৫৫.৮১	মাঃ ডঃ ৩৪৪.১৯
হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈনিক ভাতা (১০দিন)	মাঃ ডঃ ৩০০০.০০	মাঃ ডঃ ৩৩৭×১০=৩৩৭০	মাঃ ডঃ ৩৭০.০০ কম
অন্যান্য ব্যয়	মাঃ ডঃ ৫০০.০০	সর্বসাকুল্য ভাতার ২০%= মাঃ ডঃ ১৭৮×২০%= মাঃ ডঃ ৩৫.৬০×১০ দিন= মাঃ ডঃ ৩৫৬.০০	মাঃ ডঃ ১৪৪.০০
পকেটভাতা	১৭৮×২৫%=মাঃ ডঃ ৪৪.৫০×১০দিন=মাঃ ডঃ ৪৪৫.০০	হোটেলভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রদান করায় পকেট ভাতা প্রাপ্য নয়।	মাঃ ডঃ ৪৪৫.০০
মোট	মাঃ ডঃ ৪৯৪৫.০০	মাঃ ডঃ ৪৩৮১.৮১	মাঃ ডঃ ৫৬৩.১৯

অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদ ২৫ অনুযায়ী অতিরিক্ত বৈদেশিক মুদ্রা মার্কিন ডলারে ফেরতযোগ্য। নতুবা বর্তমান হার অনুযায়ী ১.৫ গুণ (মাঃ ডঃ ৫৬৩.১৯×৮০×১.৫ গুণ) টাকা ৬৭,৫৮২.৮০ ফেরতযোগ্য।

(২) ট্যাক্সি ভাড়া ঃ আবুধাবী ও দুবাইতে ওভারশীজ স্টাডি ট্যুরের ক্ষেত্রে দাখিলকৃত হোটেল বিল থেকে দেখা যায় আবুধাবীতে ১৩/০৮/২০১৪ হতে ১৭/০৮/২০১৪ পর্যন্ত ৫ দিন এবং ১৮/০৮/২০১৪ হতে ২৩/০৮/২০১৪ পর্যন্ত দুবাইতে ৬ দিন ট্যুর সম্পাদিত হয়। কিন্তু অভ্যন্তরীণ যাতায়াতের জন্য ১টি ট্যাক্সি ভাড়ার বিল দাখিল করা হয়। যা আবুধাবীর প্রতীয়মান হয় (ফোন নম্বর থেকে)। অর্থাৎ বিলটি যথাযথ নয় তাই এ ববাদ গৃহিত অর্থ প্রাপ্যতা বহির্ভূত হয়েছে।

(৩) স্টাডি ট্যুর সময়ের পকেট ভাতা সমন্বয় না করা ঃ ১৩/০৮/২০১৪ হতে ২৩/০৮/২০১৪ পর্যন্ত ওভারশীজ স্টাডি ট্যুর উপলক্ষ্যে পূর্ণ হারে হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ করায় ঐ ১১ দিনের পকেট ভাতা গ্রহণ প্রাপ্যতা বহির্ভূত বিধায় টাকা ৩০,১৪০/- (৩৪.২৫×১১ দিন = ৩৭৬.৭৫×৮০.০০) অতিরিক্ত গ্রহণ যা বৈদেশিক মুদ্রায় ৩৭৬.৭৫ মার্কিন ডলার ফেরতযোগ্য নতুবা দেশীয় মুদ্রায় দেড়গুন হারে টাঃ ৪৫,২১০.০০ আদায়যোগ্য।

(৪) বিমান ভাড়াঃ আলোচ্য কোর্সে সেনাবাহিনী থেকে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা বিএ-৬১০১ মেজর শেখ রমিজউদ্দিন মোঃ ওয়াসিম কর্তৃক একই পথে বিমান ভাড়া টাঃ ৪৯৫৫১.০০ গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে অতিরিক্ত গ্রহণ টাঃ ১৮০৭৩.০০ (৬৭৬২৪.০০-৪৯৫৫১.০০)।

(৫) এএফডি এর ১৮/০৩/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের শ্রীলংকা ৬৯০ সংখ্যক আদেশে আলোচ্য কর্মকর্তার স্ত্রীকে সরকারি খরচে এবং সন্তানদেরকে নিজ খরচে শ্রীলংকা গমনাগমনের অনুমতি প্রদান করা হয়। কিন্তু তাঁদের গমনাগমন সংক্রান্ত কোন তথ্য ভ্রমণ ভাতার বিলের সাথে সংযুক্ত কাগজপত্রে দেখা যায় না। এ বিষয়ে নৌ সদরের স্পষ্টিকরণ আবশ্যক।

যাহোক, নিজের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত গ্রহণ ঃ

ক্রমিক	বিবরণ	গৃহিত অর্থের পরিমাণ	মন্তব্য
১	স্টাডি ট্যুর	মাঃ ডঃ ৫৬৩.১৯	বৈদেশিক মুদ্রায় ফেরত নতুবা দেশীয় মুদ্রায় দেড়গুণ টাঃ
২	ট্যাক্সি ভাড়া স্টাডি ট্যুর	মাঃ ডঃ ১,১৭৮.০৮	(মাঃডঃ ২,১১৮.০২× টাঃ ৮০×১.৫)=২,৫৪,১৬২.৪০ টাকা
৩	পকেট ভাতা ঃ ওভারশীজ স্টাড ট্যুর সময়	মাঃ ডঃ ৩৭৬.৭৫	
	মোট =	মাঃ ডঃ = ২১১৮.০২	
৪	বিমান ভাড়া	টাঃ ১৮,০৭৩.০০	টাঃ ১৮,০৭৩.০০
	সর্বমোট আদায়যোগ্য টাকা		**২,৭২,২৩৫**

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (৯৮)

এপি নং-১৪৯৬০ (আপত্তি-৯৯)

ইউনিটের নামঃ এস এফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সালঃ ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

চীনে কোর্স উপলক্ষ্যে পি নং-১৫০৭ লেঃ কমাঃ এ এইচ মঞ্জুর কর্তৃক প্রাপ্ত বিবিধ ভাতা অসমন্বয়, স্ত্রীর বিমান ভাড়া, শীপ ফ্রেইট ইত্যাদি বাবদ অতিরিক্ত গ্রহণ টাঃ ৪,৭৯,৮৫২।

চীনে Missible Airframe and Eingine Engineer নামক কোর্সে ০১.০৯.২০১২ হতে ২০.০৭.২০১৩ পর্যন্ত সময়ে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে বিল ভাউচার নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, চীন থেকে প্রাপ্ত মাসিক ভাতা (বিবিধ ভাতা) পকেট ভাতার সাথে সমন্বয় না করা কৃত্রিম বিল ভাউচার দ্বারা ৩০০ কেজি ব্যক্তিগত মালামালের জন্য শীপ ফ্রেইট, স্ত্রী সহযাত্রী না হওয়া সত্বেও তাঁর জন্য বিমান ভাড়া ও শীপ ফ্রেইট গ্রহণ ইত্যাদি বাবদ টাঃ **৩,৫৪,৮০৩.০৬** অতিরিক্ত গ্রহণ করেছেন ঃ অতিরিক্ত গ্রহণের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

(১) মাসিক ভাতা (বিবিধ ভাতা) সমন্বয় না করা ঃ চীনে কোর্স উপলক্ষ্যে আয়োজক সংস্থা আলোচ্য পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মাসিক আরএমবি ১০০০ প্রদান করে থাকে যা প্রাপ্য পকেট ভাতার সাথে সমন্বয়যোগ্য। এএএফডি এর অনুমোদন পত্রেও চীন সরকার মাসিক ভাতা প্রদান করবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। অফার লেটারের কপি তথা চীন সরকার থেকে প্রাপ্ত মাসিক ভাতার কোন তথ্য ভ্রমণ ভাতার বিলের সাথে দেয়া হয়। বিষয়টি গোপন রেখে পকেট ভাতার সাথে সমন্বয় না করে সম্পূর্ণ পকেট ভাতা গ্রহণ করা হয়েছে। অতএব, এক্ষেত্রে অতিরিক্ত গ্রহণের পরিমাণ মাঃ ডঃ ১৮৩৩.৩০ (আরএমবি ১০০০×১১ মাস - ১১০০০ ÷ মাঃ ডঃ)।

(২) স্ত্রীর বিমান ভাড়া গ্রহণ ঃ স্ত্রী সহযাত্রী না হওয়ার কারণে পিআর (পি) বিধি মোতাবেক স্ত্রীর জন্য বিমান ভাড়া প্রাপ্য নয়। বিমান ভাড়া যদি প্রাপ্যও হতো তবুও টাঃ ১,০৪,৭০৫.০০ অত্যাধিক বলে গণ্য হতো। কারণ চীনে যাওয়ার আসার বিমান ভাড়া টাঃ ৭০,০০০/- এর বেশী নয়।

(৩) শীপ ফ্রেইটঃ (ক) যেখানে ৩টি দরপত্র (১) চায়না শিপিং কন্টেইনার লাইনস কোঃ লিঃ (২) চায়না মিনমেটালস শিপিং এজেন্সি কোঃ লিঃ (৩) চায়না মেরিন শিপিং এজেন্সি কোঃ লিঃ এর কপিতে প্রতিষ্ঠানসমূহে ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর ও ফ্যাক্স নম্বর নাই, দরপত্রসমূহে দরদাতার ও গ্রহিতার স্বাক্ষর নাই, তুলনামূলক বিবরণীতে প্রদত্ত দূতাবাস এর প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর আসল নয়।

(খ) ঢাকা বিমান বন্দরে দাখিলকৃত লাগেজ ঘোষণাপত্রে সংগে না আনা মালামালের বিবরণ নাই, এতে প্রতীয়মান হয় শীপ ফ্রেইট বাবদ অর্থ প্রাপ্তির লক্ষ্যে বিল ভাউচার তৈরী করে দাখিল করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, সর্বনিম্ন দরদাতার কোটেশন শীপ ফ্রেইট বাবদ ৩০০ কেজির জন্য ৬০০ ডলার উদ্বৃত করা হয়েছে। সুতরাং যদি সবকিছু যথাযথ হতো তবুও ৪০০ ডলারের বেশী গ্রহণযোগ্য হতো না কারণ স্ত্রী সহযাত্রী না হওয়ার কারণে বিমান ভাড়ার ন্যায় শীপ ফ্রেইটও প্রাপ্য নয়।

অতএব, তাঁর কর্তৃক গৃহিত অতিরিক্ত অর্থ ঃ

ক্রমিক	বিবরণ	মাঃ ডঃ	টাকা	দেশীয় মুদ্রায় ১.৫ হারে ফেরৎযোগ্য
১।	বিবিধ ভাতা ঃ	১৮৩৩.৩৩	১,৫১,১৫৮.০৬	২,২৬,৭৩৭.০২
২।	স্ত্রীর বিমান ভাড়াঃ	-	১,০৪,৭০৫.০৬	১,০৪,৭০৫.০০
৩।	শীপ ফ্রেইট ঃ	১২০০.০০	৯৮,৯৪০.০৬	১,৪৮,৪১০.০০
			মোট টাকা =	**৪,৭৯,৮৫২.০২**

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (৯৯)

এপি নং-১৪৯৬২ (আপত্তি-১০১)

ইউনিটের নামঃ এস এফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সালঃ ২০১৩-১২০৪ হতে ২০১৫-২০১৬

চীনে অন জব ট্রেনিং ও রিফারবিসমেন্টকালীন সময়ে অবস্থান সংশ্লিষ্ট ভ্রমণ ভাতা বিলে স্ত্রীর বিমান টিকেট ও শীপ ফ্রেইট বাবদ অতিরিক্ত পরিশোধ টাকা ৪,১৫,৭৬৫।

জি-২-জি এর আওতায় Off The Shelf Refurbished Frigates Type 053h2 ক্রয় সংশ্লিষ্ট ডকইয়ার্ডে Refurbishment চলাকালীন সময়ে on job training এবং Refurbishment কাজের তদারকীর জন্য নিম্নোক্ত ৭ জন নৌ বাহিনী কর্মকর্তাকে ০৩/০৪/২০১৩ তারিখ হতে ৭ দিন চীন সফরের সরকারি অনুমোদন করা হয়। তাঁদের মধ্যে পি নং-২২১ কমডোর খন্দকার তৌফিকুজ্জামান এর ভ্রমণ ভাতার বিল হতে পরিলক্ষিত হয় যে, স্ত্রীর বিমান ভাড়া এবং শীপ ফ্রেইট বাবদ প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে যার বিবরণ নিম্নরুপ ঃ

(১) বিমান ভাড়া ঃ সাত জন কর্মকর্তাকেই সরকারি খরচ স্ত্রীকে এবং নিজ খরচে সন্তানদেরকে প্রশিক্ষণ স্থলে গমনাগমনের অনুমোদন প্রদান করা হয়। স্ত্রীর জন্য ঢাকা-কুনমিং-চিংডাও-ঢাকা বিমান ভাড়া ৯৭১৯৫.০০ টাকা করে পরিশোধ করা হয়। কিন্তু এই বিমান ভাড়া ৭০০০০ টাকার অধিক নয়। অতএব, প্রত্যেকের স্ত্রীকে বিমান ভাড়া বাবদ টাঃ ২৭১৯৫ টাকা বেশী পরিশোধ করা হয়েছে।

(২) শীপ ফ্রেইট ঃ স্ত্রীর জন্য ১০০ কেজি ব্যক্তিগত মালামাল পরিবহন ব্যয় মঞ্জুর ও পরিশোধ করা হয়। আলোচ্য কর্মকর্তার বিলের সাথে দাখিলকৃত দলিলাদিতে সাংঘাতিক রকম অসংগতি থাকায় প্রমাণিত যে, শীপ ফ্রেইট বাবদ ব্যয় প্রাপ্তির লক্ষ্যে বানানো/তৈরীকৃত (manufactured) বিল ভাউচার দাখিল করা হয়েছে। প্রধানতম অসংগতি হলো ঃ

(১) দরপত্র ও তুলনামূলক বিবরণীতে চীনে বাংলাদেশ দূতাবাসের বাংলাদেশের ডিফেন্স এ্যাটাশে ব্রিঃ জেনারেল ফিরোজ হাসানের জাল স্বাক্ষর প্রদান।
(২) জেপিএল মার্স পাথফাইন্ডার, গ্লোবাল লজিস্টিকস, আটলাস কার্গো নামক প্রতিষ্ঠানের দেখানো দরপত্রে একই ঠিকানা ৩০১/এ, ইয়াং পেং য়্যু স্ট্রীট, চায়না লেখা, টেলিফোন নম্বর ভিন্ন হলে কান্ট্রি কোড নং পাকিস্তানের (০০৯২)।
(৩) দরপত্রে একই ঠিকানা হলেও তুলনামূলক বিবরণীতে ভিন্ন ভিন্ন ঠিকানা তবে আটলাস ও জেপিএলের প্রদর্শিত ঠিকানা পাকিস্তানের।
(৪) আবার আটলাস কার্গো ও জেপিএল নামক প্রতিষ্ঠানের কথিত প্যাডে ই-মেইল নম্বরে করাচী লিখা হয়েছে।
(৫) ফেরার পথে ঢাকা বিমান বন্দরে দাখিলকৃত লাগেজ ঘোষণা ফরমে সংগে আনা হয় নাই মালামালের কোন বিবরণ/তথ্য দেয়া না থাকায় মালামাল আণয়নের বিষয়টি প্রমাণিত নয়।

বস্তুতঃ কাগজপত্র যথাযথ না হওয়ায় দাবী গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব, প্রত্যেক কর্তৃক অতিরিক্ত গ্রহণ ঃ

ক্রমিক	নম্বর ও নাম এবং পদবী	বিবরণ	টাকা
১	পি নং-২২১ খন্দকার তৌফিকুজ্জামান	১. স্ত্রীর বিমান ভাড়া	২৭১৯৫
		২. শীপ ফ্রেইট	৩২২০০
২	পি নং-৫৩৬ ক্যাপ্টেন এম মাহবুব-উল-আলম	১. স্ত্রীর বিমান ভাড়া	২৭১৯৫
		২. শীপ ফ্রেইট	৩২২০০
৩	পি নং-৫৩৫ কমান্ডার এম শাহনেওয়াজ	১. স্ত্রীর বিমান ভাড়া	২৭১৯৫
		২. শীপ ফ্রেইট	৩২২০০
৪	পি নং-৬৯৫ এস এম রিয়াজুর রশীদ	১. স্ত্রীর বিমান ভাড়া	২৭১৯৫
		২. শীপ ফ্রেইট	৩২২০০
৫	পি নং-৮৫১ কমান্ডার এম মাকসুদ আলম	১. স্ত্রীর বিমান ভাড়া	২৭১৯৫
		২. শীপ ফ্রেইট	৩২২০০
৬	পি নং-১০৪০ লেঃ কমান্ডার এম শোয়েব খান	১. স্ত্রীর বিমান ভাড়া	২৭১৯৫
		২. শীপ ফ্রেইট	৩২২০০
৭	পি নং-১০৭৪ লেঃ কমান্ডার এম ফরহাদ হোসেন	১. স্ত্রীর বিমান ভাড়া	২৭১৯৫
		২. শীপ ফ্রেইট	৩২২০০
		মোট টাকা =	**৪,১৫,৭৬৫**

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (১০০)

এপি নং-১৪৯৬৩ (আপত্তি-১০২)

ইউনিটের নামঃ এস এফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সালঃ ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

চীনে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে বিবিধ ভাতা ও কৃত্রিম বিল ভাউচার দাখিল করে শীপ ফ্রেইট গ্রহণ যা বৈদেশিক মুদ্রায় ফেরত নতুবা দেশীয় মুদ্রায় দেড়গুণ হারে টাকা ২,৪৩,২৩৭.০০ আদায়যোগ্য।

পি নং-২২০১ লেঃ এন এম তারেক হোসেন কর্তৃক ০১/০৯/২০১৪ হতে ২৬/০১/২০১৫ পর্যন্ত সময়ে চীনে Advanced Course for Escape and Rescue Officers নামক অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে বিধি বহির্ভূত আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করেছেন। বিবরণ নিম্নরুপ ঃ

- **বিবিধ ভাতা অসমন্বয় ঃ** আলোচ্য পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে চীনে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে থাকা খাওয়া ছাড়াও বিবিধ ভাতা হিসাবে মাসিক ১০০০ আরএমবি প্রদান করা হয়ে থাকে যা পকেট ভাতার সাথে সমন্বয়যোগ্য কিন্তু সমন্বয় করা হয় নাই বিধায় ৫ মাসে প্রাপ্ত **৫০০০ আরএমবি** (১০০০×৫মাস) =মাঃ ডঃ ৮৩৩.৩৩ আদায়যোগ্য।
- **শীপ ফ্রেইট ঃ** নিজের জন্য ২০০ কেজি ও স্ত্রীর জন্য ১০০ কেজি মোট ৩০০ কেজি ব্যক্তিগত মালামাল পরিবহন ব্যয় মঞ্জুর ও পরিশোধ করা হয়। আলোচ্য কর্মকর্তার বিলের সাথে দাখিলকৃত দলিলাদীতে সাংঘাতিকরকম অসংগতি থাকায় প্রমাণিত যে, শীপ ফ্রেইট বাবদ ব্যয় প্রাপ্তির লক্ষ্যে বানানো/তৈরীকৃত (manufactured) বিল ভাউচার দাখিল করা হয়েছে। প্রধানতম অসংগতি হলোঃ

(১) দরপত্র ও তুলনামূলক বিবরণীতে চীনে বাংলাদেশ দূতাবাসের বাংলাদেশের ডিফেন্স এ্যাটাশে ব্রিঃ জেনারেল ফিরোজ হাসানের জাল স্বাক্ষর প্রদান।

(২) জেপিএল মার্স পাথফাইন্ডার, গ্লোবাল লজিস্টিকস, আটলাস কার্গো নামক প্রতিষ্ঠানের দেখানো দরপত্রে একই ঠিকানা ৩০১/এ, ইয়াং পেং য়্যু স্ট্রীট, চায়না লেখা, টেলিফোন নম্বর ভিন্ন হলে কান্ট্রি কোড নং পাকিস্তানের (০০৯২)।

(৩) দরপত্রে একই ঠিকানা হলেও তুলনামূলক বিবরণীতে ভিন্ন ভিন্ন ঠিকানা তবে আটলাস ও জেপিএলের প্রদর্শিত ঠিকানা পাকিস্তানের।

(৪) আবার আটলাস কার্গো ও জেপিএল নামক প্রতিষ্ঠানের কথিত প্যাডে ই-মেইল নম্বরে করাচী লিখা হয়েছে।

(৫) ফেরার পথে ঢাকা বিমান বন্দরে দাখিলকৃত লাগেজ ঘোষণা ফরমে সংগে আনা হয় নাই মালামালের কোন বিবরণ/তথ্য দেয়া না থাকায় মালামাল আণয়নের বিষয়টি প্রমাণিত নয়।

বস্তুতঃ কাগজপত্র যথাযথ না হওয়ায় দাবী গ্রহণযোগ্য নয়।

অতএব, তাঁর কর্তৃক অতিরিক্ত গ্রহণ (বিবিধ ভাতা মাঃ ডঃ ৮৩৩.৩৩+শীপ ফ্রেইট ১২০০)= মাঃ ডঃ ২০৩৩.৩৩ বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম বিধায় বৈদেশিক মুদ্রায় ফেরতযোগ্য অন্যথায় দেশীয় মুদ্রায় দেড়গুণ (২০৩৩.৩৩×টাঃ ৭৯.৭৫×১.৫ গুণ) টাকা ২,৪৩,২৩৭/- আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (১০১)

এপি নং-১৪৯৬৪ (আপত্তি-১০৩)

ইউনিটের নামঃ এস এফসি (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সালঃ ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

চীনে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে পি নং-৩৪৭ ক্যাপ্টেন এস এম কামরুল হক কর্তৃক টিএ/ডিএ বিলে বিধি বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করায় আদায়যোগ্য টাকা ৪,৫৮,৬৪৮.০০।

চীনে Defence and Strategic Study Course এ অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে শিরোনামভুক্ত কর্মকর্তার বিধি বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করেছেন। যেমনঃ

(১) বিবিধ ভাতা অসমন্বয় ঃ ০৯/০৯/২০১২ তারিখের এফজিও থেকে দেখা যায় চীন সরকার থাকা-খাওয়া ছাড়াও মাসিক ভাতা নগদে পরিশোধ করেছে। কিন্তু অফার লেটার না থাকায় কিংবা এতদসংক্রান্ত ডকুমেন্ট দাখিল না করায় মাসিক কত ভাতা প্রদান করা হয়েছে তা জানা যায় না। তবে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আলোচ্য পর্যায়ে কর্মকর্তাগণকে মাসিক ১০০০ আরএমবি প্রদান করা হয়ে থাকে যা প্রাপ্য পকেট ভাতার সাথে সমন্বয়যোগ্য। আলোচ্য ক্ষেত্রে তা করা হয় নাই বিধায় ১১ মাসে ১১০০০ আরএমবি সমপরিমাণ মাঃ ডঃ ১৮৮৩.৩৩ আদায়যোগ্য।

(২) শীপ ফ্রেইট ঃ এতদসংক্রান্ত দরপত্র, তুলনামূলক ইত্যাদি যথাযথ নয় বিধায় শীপ ফ্রেইট প্রাপ্য নয়। সকল কাগজপত্র যধি যথাযথ হতো তবুও চীন থেকে বাংলাদেশে সমুদ্র পথে মালামাল পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রতি কেজি ০১.০০ মার্কিন ডলারের বেশী প্রাপ্য ছিল না। ফলে শীপ ফ্রেইট বাবদ ১২০০ মাঃডঃ প্রাপ্য নহেন। বিস্তারিত পূর্বের কোন কোন আপত্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

(৩) স্ত্রীর বিমান ভাড়া ঃ অত্যাধিক। চীনে যাওয়া আসার ক্ষেত্রে ফিরতি বিমান ভাড়া ৭০০০০ টাকার অধিক নয়। সুতরাং ২৫,৭৮৬/- (৯৫,৭৮৬.০০-৭০০০০) টাকা বেশী। এছাড়া স্ত্রী সহযাত্রী না হওয়ার কারণে পিআরপি ২৮৫ (ii) অনুযায়ী স্ত্রীর বিমান ভাড়া প্রাপ্য নয়।

পি নং-৩৪৭ ক্যাপ্টেন এস এম কামরুল হক কর্তৃক অতিরিক্ত গ্রহণ ঃ

ক্রমিক	বিবরণ	মাঃডঃ আদায়যোগ্য	অথবা দেশীয় মুদ্রায় দেড়গুন হারে আদায়যোগ্য টাকা
১	মাসিক/বিবিধ ভাতা	মাঃ ডঃ ১৮৩৩.৩৩	@৭৯.৭৫×১.৫ গুণ = টাঃ ২,১৯,৩১২
২	শীপ ফ্রেইট	মাঃ ডঃ ১২০০	@৭৯.৭৫×১.৫ গুণ = টাঃ ১,৪৩,৫৫০
৩	স্ত্রীর বিমান ভাড়া	--	টাঃ ৯৫,৭৮৬
	মোট =	মাঃ ডঃ ৩০৩৩.৩৩	টাকা **৪,৫৮,৬৪৮**

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (১০২)

এপি নং-২৫০৩৭ (আপত্তি-১৮)

ইউনিটের নাম: এস এফসি (বিমান) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

চীনে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে উইং কমান্ডার আবদুল্লাহ আল মাসুদ কর্তৃক তৈরিকৃত ভাউচার দ্বারা বাড়ী ভাড়া গ্রহণ এবং শীপ ফ্রেইট গ্রহণ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ২২,৬৩,১৭১ টাকা।

এএফডি এর ৩১.০৭.২০১৩ তারিখের পত্র নং-১১৭৭ এবং বিমান সদর এর ২১.০৯.২০১৪ তারিখের সংশোধনী এফ জি ও নং- ৪৫ক মোতাবেক বিডি/৮৬৩৬ উইং কমান্ডার আবদুল্লাহ আল মাসুদ কে ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩ হতে ৩০ জুলাই ২০১৪পর্যন্ত মোট ৩২১দিন (যাতায়াত সময় ব্যতীত) AIR force command and staff course এ অংশগ্রহনের জন্য চীনে গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমোদন প্রদান করা হয়। বিডি/৮৬৩৬ উইং কমাণ্ডার আবদুল্লাহ আল মাসুদ এর ভ্রমণভাতার বিল নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

বাড়িভাড়া বাবদ অর্থ গ্রহণঃ (ক) ১৩.০৯.২০১৩ হতে ৩০.০৭.২০১৪ পর্যন্ত বিডি/৮৬৩৬ উইং কমাণ্ডার আবদুল্লাহ আল মাসুদ স্ত্রীসহ চীনে অবস্থানের জন্য (৪৪.৫০×৩২১×৮১.৪০) = ১৪২৮৪.৫০×৮১.৪০ = টাকা ১১,৬২,৭৫৮.৩০ বাড়ীভাড়া গ্রহণ করেন। এর সমর্থনে বাড়ীভাড়া ভাউচারসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় AIR force command and staff course হতে প্রদেয় Certificate for house rent অনুযায়ী সেপ্টেম্বর ২০১২ হতে জুলাই ২০১৩ পর্যন্ত সময়ের বাড়ীভাড়ার সিডিউল রয়েছে যে সময়ে তিনি চীনে অবস্থান করেননি। এছাড়া বাড়িভাড়ার রিসিটসমূহ হতে দেখা যায় জুলাই ২০১৪ মাসের বাড়ীভাড়া তিনি ৩০.০৭.২০১৩ তারিখে পরিশোধ করেন। একজন বহিরাগত কর্মকর্তাকে এ জাতীয় অসঙ্গতিপূর্ণ certificate প্রদান বাস্তবতা বিবর্জিত। বছরের ভুল,মাসের ভুল এবং স্বাক্ষরে তারিখের ভুল এটাই প্রমাণ করে যে,এ সকল certificate কেবলমাত্র বাড়িভাড়া উত্তোলনের উদ্দ্যেশে প্রস্তুত করা হয়েছে।

(খ) প্রসংগত উল্লেখ্য যে, ১/৯/২০১৩ হতে ৩০/৭/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত সময়কালে Tank (Armored Vehicle) Fine Control and Armament System Engineers Course এ অংশগ্রহণকারী সেনাবাহিনী কর্মকর্তা বিএ ৪৯৩১ মেজর কাজী আব্দুল্লাহ আল মামুন, ইএমই কে সেনাসদর বাড়ী ভাড়া বাবদ প্রতিদিন মাঃ ডঃ ১১.৬৬ মঞ্জুর করা হয় (অনু-১৫, আপত্তি-০৩, পে-১)। সুতরাং সমসাময়িক সময়ে একই দেশে বাড়ী ভাড়া প্রতিদিনের জন্য ১১.৬ মাঃ ডঃ এর স্থলে ৪৪.৫০ মাঃ ডঃ প্রদান গ্রহণযোগ্য নয়। এমনকি সর্বসাকুল্যভাতার ১৫% = ২৬.৭০ মাঃ ডলারও গ্রহণযোগ্য নয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে বিমান বাহিনী কর্তৃপক্ষ বা সংশ্লিষ্ট বিমান বাহিনী অফিসার কর্তৃক ফাইনান্সিয়াল রেগুলেশন, পার্ট-১, বিধি- তে বর্ণিত Financial Proprietory নীতির পরিপন্থী কাজ করা হয়েছে।

(গ) বিমানের মূল ইলেক্ট্রনিক টিকেট, পাসপোর্টের ফটোকপি, বোর্ডিং পাস, ইত্যাদির কপি সংযুক্ত না থাকায় কর্মকর্তার স্ত্রীর চীনে গমনাগমন ও অবস্থান নিশ্চিত হওয়া যায় নাই। প্রশিক্ষণকালীন সময়ে স্ত্রী কোন সময়ে চীনে অবস্থান করে না থাকলে অনুপস্থিত সময়ের জন্য বাড়ী ভাড়া প্রাপ্য নয়।

(ঘ) আরো উল্লেখ্য যে, বিমান সদরের ১৯/৮/২০১৩ তারিখে এফজিওতে প্রতিদিনের বাড়ী ভাড়া বাবদ সর্বসাকুল্যভাতার ১৫% (১৭৮×১৫%) মাঃ ডঃ ২৬.৭০ মঞ্জুর করা হয়। সর্বসাকুল্যভাতার ২৫% = মাঃ ডঃ ৪৪.৫০ মঞ্জুর করার সমর্থনে জিও নাই। জিও যদি থাকতোও এবং বিমান কর্মকর্তার স্ত্রী সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণকালীন চীনে অবস্থান করতোও তবুও প্রতিদিন বাড়ী ভাড়া ৪৪.৫০ মাঃ ডঃ গ্রহণযোগ্য নয়। উপরে উল্লিখিত সেনাকর্মকর্তার জন্য মঞ্জুরীকৃত মাঃ ডলারই ঐ সময়ের প্রতিদিনের বাড়ী ভাড়া মর্মে অন্যান্য সেনা কর্মকর্তার বিল থেকে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় আলোচ্য কর্মকর্তা ১১.৬৬ হারে মাঃ ডঃ ৩২১×১১.৬৬ = মাঃ ডঃ ৩৭৪২.৮৬ প্রাপ্য ছিল। কিন্তু জাল ভাউচারের কারণে এই পরিমাণ বাড়ী ভাড়াও প্রাপ্য নয়।

বিবিধ ভাতা পকেট ভাতার সাথে সমন্বয় না করা ঃ চীনে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আলোচ্য পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে আয়োজক সংস্থা কর্তৃক মাসিক ১০০০ আরএমবি বিবিধ ভাতা প্রদান করে থাকে। বিমান বাহিনী সদর দপ্তরের ২২/০৮/২০১৩ তারিখে সংশোধিত এফজিওতেও বিবিধ ভাতা প্রদানের বিষয় উল্লেখ রয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের বিদেশে প্রশিক্ষণকালীন আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধাবলী সম্পর্কিত এএফডি এর ০৫/০৯/১৯৯৪ তারিখের ২২০২/টি সংখ্যক স্মারকলিপির ১.খ(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আলোচ্য বিবিধ ভাতা প্রাপ্ত পকেট ভাতার সাথে সমন্বয়যোগ্য। কিন্তু আলোচ্য কর্মকর্তার পকেট ভাতার

সাথে প্রাপ্তি বিবিধ ভাতা সমন্বয় করা হয় নাই। অতএব ১১ মাসের জন্য বিবিধভাতা হিসাবে প্রাপ্ত (১০০০×১১) ১১০০০ আরএমবি সমান মাঃ ডঃ ১৮৩৩.৩৩ (১১০০০÷৬) আদায়যোগ্য।

<u>**অতিরিক্ত বিমান ভাড়া ঃ**</u> চীনে ০১/০৯/২০১৪ হতে ৩০/০৭/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য Mortar Officer's Foundation Course এ অংশগ্রহণকারীর স্ত্রীর জন্য ঢাকা-পিকিং-ঢাকা বিমান ভাড়া পরিশোধ করা হয়েছে ৫৩,৯৪২.০০। অথচ আলোচ্য বিমান বাহিনী কর্মকর্তার স্ত্রীর জন্য বিমান ভাড়া গ্রহণ করা হয়েছে টাকাঃ ৯২৭১৬.০০ যা অতিরঞ্জিত। অতএব, এক্ষেত্রে আদায়যোগ্য (টাঃ ৯২৭১৬.০০-৫৩৯৪২.০০) টাঃ ৩৮৭৭৪.০০।

<u>**শীপ ফ্রেইট ঃ**</u> অসংগতিপূর্ণ দলিলাদী উপস্থাপন করে এবং অবশ্য প্রয়োজনীয় দলিলাদী দাখিল ব্যতিরেকে প্রশিক্ষণ শেষে ফেরার পথে ৩০০ কেজি (নিজের জন্য ২০০ কেজি + স্ত্রীর জন্য ১০০ কেজি) ব্যক্তিগত মালামাল সমদ্রপথে পরিবহন বাবদ ব্যয় টাঃ ১৭০৯৪০.০০ (২১০০ মাঃ ডঃ ×টাঃ ৮১.৪০) গ্রহণ করা হয়েছে। অসংগিতসমূহ ঃ

ক) কোটেশনসমূহ যথাযথ নয় ঃ (১) ২টি তুলনামূলক বিবরণী দাখিল করা হয়েছে। এর একটিতে ওশেন ফ্রেইট হিসাবে Beijing Yansha Billion International মাঃ ডঃ ২৪০০, Beyond International Logistics Ltd. মাঃ ডঃ ২১০০, Hiboo International Logistics Co. Ltd. মাঃ ডঃ ২১০০ উদ্ধৃত করেছে মর্মে দেখানো হয়েছে। এই তুলনামূলক বিবরণীর তারিখ দেখানো হয়েছে ১৬/১২/২০১৩ অথচ তিনি ৩০/০৭/২০১৪ পর্যন্ত প্রশিক্ষণরত থাকার কথা। অন্যটিতে Eastern Seatrans International Logistics Co. Ltd. মাঃ ডঃ ২১০০, World Wide Move মাঃ ডঃ ২৬৫০ এবং Belle pack Beijing Transport Co. Ltd. মাঃ ডঃ ২৫০০ উদ্ধৃত করেছে মর্মে দেখানো হয়েছে। সুতরাং একই যাত্রায় ২টি তুলনামূলক বিবরণী তৈরী করার মত ঘটনা কেবলমাত্র manufacture করা হলেই সম্ভব।

(২) World Wide Move এর উদ্ধৃত মাঃ ডঃ ২৬৫০ এর মধ্যে ওশেন ফ্রেইট মাঃ ডঃ ৯৫০, Belle pack Beijing Transport Co. Ltd. মাঃ ডঃ ১৩০১ উদ্ধৃত করেছে যার মধ্যে অন্যান্য বহু চার্জ অন্তর্ভূক্ত, যার মাধ্যমে মালামাল আণয়ন করা হয়েছে সেই Eastern Seatrans ওশেন ফ্রেইট হিসাবে মাঃ ডঃ ১২০০ উদ্ধৃত করেছে। কেবলমাত্র ওশেন ফ্রেইট প্রাপ্য। অন্যান্য চার্জ প্রাপ্য নয়। সুতরাং World Wide Move ওশেন ফ্রেইট হিসাবে সর্বনিম্ব দর উল্লেখ করলেও তার মাধ্যমে মালামাল না আনা দেখানোর কারণ বানানো ভাউচার দাখিল করাতে এরুপ অসংগতি সংঘটিত হয়েছে।

(৩) বিল অব ল্যাডিং এ মোট ৩৮টি বক্স/কার্টুন/প্যাকেট দেখানো হয়েছে। ব্যাগেজ শুল্কায়নে প্রদর্শিত পণ্যের প্রেক্ষিতে ওয়াশিং মেশিন এর জন্য ১টি, ১টি এয়ার কন্ডিশনের জন্য ১টি, ১টি টেলিভিশনের জন্য ১টি, ১টি রিফ্রিজারেটরের জন্য ১টি, ১টি টেলিভিশনের টেবিলের জন্য ১টি, ৫ সীটের সোফার জন্য ৫টি এবং ১টি খাটের জন্য ৫টি মোট ১৫ টি কার্টুন/বক্স/প্যাকেট হবার কথা। সুতরাং কার্টুন/বক্স/প্যাকেট ইত্যাদির ক্ষেত্রেও অসংগতি রয়েছে।

(৪) বিল অব ল্যাডিং এ দেখা যায় ৪০″ (৪০ ফিট) কন্টেইনারে মালামাল আনা হয়েছে। সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা বিএ ৬৬৯১ মেজর মোঃ মশিউল আলম চীনে ০১/০৯/২০১৩ হতে ৩১/০১/২০১৪ পর্যন্ত সময়ে Advance Course for Tank Commander এ অংশগ্রহণ শেষে অন্যান্য ৭ জনের সাথে ৪০ ফিট কন্টেইনারে ৫৩৩০ কেজী মালামাল আনয়ন করেন যা পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় চীন থেকে সমুদ্র পথে মালামাল পরিবহনের ব্যয় প্রতি কেজী ০.৯৪ মাঃ ডলারের বেশী নয়। সুতরাং আলোচ্য কর্মকর্তার স্ত্রী যদি প্রশিক্ষণ শেষ পর্যন্ত চীনে অবস্থান করে থাকেন এবং তিনি যদি প্রকৃতই ৩০০ কেজি পণ্য পরিবহন করে থাকেন তাহলেও মাঃ ডঃ ২৮২.০০ (০.৯৪×৩০০) প্রাপ্য। তবে অসংগতিপূর্ণ দলিলাদি দাখিল করায় শীপ ফ্রেইট বাবদ গৃহিত সমুদয় অর্থ মাঃ ডঃ ২১০০ আদায়যোগ্য।

অতএব, তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্য ঃ

ক্রমিক	**বিবরণ**	**অর্থের পরিমান**	
	মাঃ ডঃ	মাঃ ডঃ	টাকা
১	বাড়ী ভাড়া	১৪২৮৪.৫০×৮১.৪০	১১৬২৭৫৮.০০
২	বিবিধ ভাতা	১৮৩৩.৩৩×৮১.৪০	১৪৯২৩৩.০৬
৩	বিমান ভাড়া		৩৮৭৭৪.০০
৪	শীপ ফ্রেইট	২১০০.০০×৮১.৪০	১,৭০,৯৪০.০০
	মোট =	১৬৭৭৭.৩৩	১৫,২১,৭০৫.০৬

উল্লেখ্য বাড়ী ভাড়া, বিবিধ ভাতা, শীপ ফ্রেইট বৈদেশিক মুদ্রায় গ্রহণ করা হয়েছে বিধায় বৈদেশিক মুদ্রায় ফেরতযোগ্য অন্যথায় দেশিয় মুদ্রায় বিনিময় হারের ১ $\frac{১}{২}$ গুণ হারে টাঃ ২২২৪৩৯৭.০৪ (মাঃ ডঃ ১৮২১৭.৮৩×টাঃ ৮১.৪০×১.৫ গুণ) আদায়যোগ্য। সেক্ষেত্রে মোট আদায়যোগ্য হবে টাঃ (২২২৪৩৯৭.০৪ +বিমান ভাড়া ৩৮৭৭৪.০০) **২২,৬৩,১৭১.০৪**।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (১০৩)

এপি নং-২৫০৩৮ (আপত্তি-২২)

ইউনিটের নাম: এস এফসি (বিমান) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

সৌদি আরবে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে ২ জন কর্মকর্তা কর্তৃক শীপ এমসি বাবদ অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ যা বৈদেশিক মুদ্রায় কিংবা দেশীয় মুদ্রায় দেড়গুণ হারে টাকা ৪,৮৫,৮৫২ আদায়যোগ্য।

এএফডি এর ২৮.১১.২০১৬ তারিখের পত্র নং-১৮৭৩ এবং বিমান সদরের ০৫.১২.২০১৩ তারিখের পত্র নং-৯৬ক মোতাবেক নিম্নোক্ত কর্মকর্তাদ্বয় Officer Basic Electronic Warfare Course" এ অংশগ্রহণের জন্য ১৫ ডিসেম্বর ২০১৩ হতে ৫ জুন ২০১৪ পর্যন্ত (যাতায়াত সময় ব্যতীত) সৌদি আরব গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয় ঃ

১। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মোঃ মেহেদী হাসান বিডি/৯৩৫৩

২। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মোঃ সরোয়ার মুয়ীদ বিডি/৯৪০১

তাঁদের ভ্রমণ ভাতার বিল যাচাই করে দেখা যায় যে, (১) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদ্বয় ৪০০ কেজি মালামালের এমসিও বাবদ (৪৭২৪ × ৭৯.৭০) = ৩,৭৬,৫০২.৮০ গ্রহণ করেন। এমসিও ভাউচারে পর্যালোচনায় দেখা যায় কোন দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নেই। তিনটি প্রতিষ্ঠানের কোটেশনে কোন তারিখ নেই, তুলনামূলক বিবরণীতে কোন তারিখ নেই এবং সবই রঙ্গীন কাগজে। এছাড়া ক্লিয়ারিং এজেন্সীর Document এ এর পাসপোর্ট নং ভুল। এক স্থানে OC 3062368 লেখা থাকলে ও অন্যস্থানে OC 3062386 লেখা। Document এ জাতীয় ভুল হওয়া সম্ভবপর নয়।

(২) মালামাল আনার সমর্থনে সৌদি আরবের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কাগজপত্র, ঢাকা শাহজালাল বিমান বন্দরে দাখিলযোগ্য লাগেজ ডিক্লারেশনের কপি, চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কোন কপি নাই।

(৩) কোটেশনে দেখা যায় যে, ২০০ কেজির জন্য উদ্ধৃত মূল্যের মধ্যে ওশেন ফ্রেইট মাঃ ডঃ ১৪০০। বাদ বাকী অন্যান্য চার্জ প্রাপ্য নয়।

(৪) সিএন্ডএফ এজেন্ট কে আলম সিএন্ডএফ লিঃ এন্ট্রিফরমে গ্রস ওয়েট ৪২০ কেজি উল্লেখ রয়েছে। জাহাজের ভাড়া মোট ওজনের নেয়া হয়ে থাকে। সুতরাং আলোচ্য পরিমাণ অর্থ প্রকৃতই ব্যয় হয়ে থাকলে তা ৪২০+৪২০ = ৮৪০ কেজির জন্য ব্যয় হয়েছে বলে প্রতীয়মান।

বস্তুত ঃ যথাযথ কাগজপত্র না থাকায় সমুদ্রপথে মালামাল আণয়নের বিষয়টি নিশ্চিত নয় এবং আণয়ন করা হলেও দাবীকৃত ভাড়া গ্রহণযোগ্য নয়। দাবীকৃত মূল্য জাহাজ ভাড়া বাবদ শীপারকে পরিশোধিত হয়ে থাকলেও বলা যায় যে, ৮৪০ কেজির জন্য পরিশোধ করা হয়েছে। সুতরাং ওশেন ফ্রেইট বাবদ মাঃ ডঃ ২৮০০ (১৪০০+১৪০০) বিধায় ২০০ কেজির জন্য মাঃ ডঃ ৩৩০.০০ (২৮০০÷৮৪০ কেজি = মাঃ ডঃ ১.৬৭×২০০ কেজি) প্রাপ্য। অর্থাৎ প্রতিজনে (৪৭২৪÷২ = মাঃ ডঃ ২৩৬২-মাঃ ডঃ ৩৩০.০০) বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ বিধায় অতিরিক্ত গৃহিত অর্থ বৈদেশিক মুদ্রাতে মাঃ ডঃ ২০৩২ অথবা দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হারে দেড়গুণ হিসাবে (মাঃ ডঃ ২০৩২ ×৭৯.৭০×১.৫= ২,৪২,৯২৫.৬০ টাকা হারে ২ জনে (২,৪২,৯২৬×২)= টাকা ৪,৮৫,৮৫২ আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (১০৪)

এপি নং-২৫০৪০ (আপত্তি-২৫)

ইউনিটের নাম: এস এফসি (বিমান) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

যুক্তরাষ্ট্রে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে বিডি/৯০৬৭ স্কোয়াড্রন লীডার এ এস এম শরফুদ্দিন কর্তৃক দৈনিক ভাতা এবং তৈরিকৃত ভাউচার দ্বারা শীপ এমসিও গ্রহণ করায় আদায়যোগ্য টাকা ৬,১২,১১৪।

এ এফ ডি এর ১৭.১২.২০১৩ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং ১৮৭০ এবং বিমান সদরের ০৯.০১.২০১৪ তারিখের এফজিও নং-৫২ক মোতাবেক বিডি নং ৯০৬৭ স্কোয়াড্রন লীডার এ এস এম শরফুদ্দিনকে Souadron Officer School (SOS) কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র সরকার উক্ত প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ ফি আন্তর্জাতিক যাতায়াত বিমান ভাড়া, ট্যাক্স, থাকা, খাওয়া, চিকিৎসা এবং কোর্স কারিকুলাম অনুযায়ী প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ যাতায়াত বহন করবেন।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বৈদেশিক টিএ/ডিএ বিল পর্যালোচনায় অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের বিবরণ নিম্নরুপ ঃ

১। বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য দৈনিক ভাতা ঃ ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী তিনি ২৭.০১.২০১৪ তারিখ ০৯.৫৫ ঘটিকায় ঢাকা থেকে যাত্রা করে ১৩.২০ ঘটিকায় দুবাই এবং ২৮.০১.২০১৪ তারিখ সকাল ১.০৫ ঘটিকায় রওয়ানা হয়ে ৬.৫৫ ঘটিকায় ওয়াসিংটন (ডিসি) পৌছান। এফজিও আদেশে বলা হয়েছে যাওয়ার পথে ০২ দিন আটলান্টায় বাধ্যতামুলক অবস্থান করবে বিধায় ০২ দিনের দৈনিক ভাতা বাবদ ৩৫৬ মাঃ ডঃ প্রাপ্য যা এয়ারলাইন্স কর্তৃক উক্ত ব্যয়ভার বহন করা হয়নি মর্মে এয়ারলাইন্স কর্তৃক প্রদত্ত সনদ দাখিলের মাধ্যমে সমন্বয় করতে হবে। কিন্তু বিলের সাথে এরুপ কোন প্রমাণক নাই বা তিনি কোথাও রাত্রিযাপন করলে হোটেলের ভাউচার বা কোন প্রমাণক সংযুক্ত করেন নাই। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র সরকার উক্ত প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ ফি, আন্তর্জাতিক যাতায়াত বিমান ভাড়া, ট্যাক্স ,থাকা, খাওয়া, চিকিৎসা এবং কোর্স কারিকুলাম অনুযায়ী প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ যাতায়াত বহন করবে বিধায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর খাত হতে দৈনিক ভাতা প্রদানের সুযোগ নাই। এমতাবস্থায় দৈনিক ভাতা বাবদ গ্রহণকৃত (৩৫৬X ৭৯.০০) = ২৮,১২৪.০০ টাকা আদায়যোগ্য। যা দেশিয় মুদ্রায় দেড়গুণ হিসাবে ৪২,১৮৬.০০ টাকা ফেরতযোগ্য।

২। **শীপ ফ্রেইট বাবদ গ্রহণ ঃ** সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ২০০ কেজি মালামালের শীপ ফ্রেইট বাবদ (৪৮০৯.৫২× ৭৯.০০) =৩,৭৯,৯৫২.০৮ টাকা গ্রহণ করেন। এর সমর্থনে ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ১৭.০৫.২০১৪ তারিখে কোর্স সম্পন্ন করেন। বিলের সাথে সংযুক্ত কোটেশন/ইনভয়েসসমূহে দেখা যায় যে, সর্বনিম্ন দরদাতা Green Peace Shipping Lines. Inc ০৭/০৩/২০১৪ তারিখে কোটেশন প্রদান করে। পক্ষান্তরে International Shipping Express প্রদান করে ১৫/০৫/২০১৫ তারিখে এবং Falcon Shipping Line প্রদান করে ১৭/০৫/২০১৫ তারিখে। প্রশিক্ষণ সমাপ্তি ১৭/০৫/২০১৭ তারিখে, ঐ তারিখেই দরপত্র গ্রহণ, আবার ২ দিন পূর্বে Shipped on board. অর্থাৎ দাখিলকৃত কাগজপত্র অসংগতিতে পূর্ণ। অন্যদিকে তুলনামূলক বিবরণীতে তৈরীর তারিখ ও কারো স্বাক্ষর নেই। তবে বিমান বাহিনীর ৩৫ স্কোয়াড্রন এর এ্যাডজ্যুটেন্ড ফ্লাঃ লেঃ আতিক আহমেদ কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষর থেকে প্রতীয়মান হয় বিলের সাপোর্টিং কাগজ হিসাবে দাখিল করার জন্য বাংলাদেশে তুলনামূলক বিবরণ তৈরী করা হয়েছে। বস্তুতঃ শীপ ফ্রেইট গ্রহণের জন্য অকৃত্রিম (fake) কাগজপত্র দাখিল করা হয়েছে। যথাযথ কাগজপত্র ব্যতীত শীপ ফ্রেইট প্রাপ্য নয়।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, কোটেশনে ওশেন ফ্রেইট হিসাবে মাঃ ডঃ ১৮১০ উল্লেখ রয়েছে। ওশেন ফ্রেইট ব্যতীত অন্য সকল চার্জ প্রাপ্য নয়। তবে যথাযথ কাগজ না হওয়ায় ১৮১০ মার্কিন ডলারও প্রাপ্য নয়।

আরো উল্লেখ্য যে, নৌ বাহিনীর কর্মকর্তাগণ ইউএসএ থেকে শীপ ফ্রেইট বাবদ প্রতি কেজি মাঃ ডঃ ৬ শীপ ফ্রেইট গ্রহণ করে থাকেন। কৃত্রিম কাগজপত্র হওয়ায় ঐ ৬ ডলারও প্রাপ্য নয়। অতএব, শীপ ফ্রেইট বাবদ গৃহিত সমুদয় অর্থ টাঃ ৩,৭৯,৯৫২.০৮ (মাঃ ডঃ ৪৮০৯.৫২×৭৯.০০) আদায়যোগ্য।

অতএব, তাঁর নিকট হতে মোট আদায়যোগ্য।

১. অতিঃ দৈনিক ভাতা বাবদ গৃহিত $ ৩৫৬.০০

২. প্রস্তুতকৃত এমসিও দ্বারা গ্রহণ $ ৪৮০৯.৫২

মাঃ ডঃ=৫১৬৫.৫২ অন্যথায় দেশীয় মূদ্রায় দেড় গুন হারে (৫১৬৫.৫২×৭৯×১.৫) = **৬,১২,১১৪.১২** টাকা আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (১০৫)

এপি নং-২৫০৪৪ (আপত্তি-৩৭)

ইউনিটের নাম: এস এফসি (বিমান) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

বিধি বহির্ভূত কম্প্রিহেনসিভ ডিএ, তৈরিকৃত ভাউচার দ্বারা স্টেশনারী এবং এমসিও বাবদ অর্থ গ্রহণ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১৫,১১,৮৫১ টাকা।

এএফডি এর ১১.০৫.২০১৪ তারিখের পত্র নং-৪১০ মোতাবেক নতুন ক্রয়কৃত ০৯টি ক-৮ প্রশিক্ষণবিমানের উপর কারিগরী প্রশিক্ষণের নিমিত্তে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর নিম্নোক্ত ০৩ জন কর্মকর্তা ও ১৫ জন বিমান সেনাকে ১৪জুন ২০১৪ হতে অথবা যাত্রার তারিখ হতে ১২৪দিন চীনে গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমোদন প্রদান করা হয়।

১. বিডি/৮৬৬৬ উইং কমান্ডার মোহাম্মদ সুলতান মাহমুদ মালিক
২. বিডি/৯৩৪৩ ফ্লাইং লেফটেন্যান্ট নাশিদ ইমতিয়াজ হিয়া
৩. বিডি/৯৩৭৯ ফ্লাইং লেফটেন্যান্ট এম এজাহিদ হোসেন
৪. বিডি/৪৬৪৩১০ সার্জেন্ট মোঃমিজানুর রহমান
৫. বিডি/৪৬৪৩৫০ সার্জেন্ট মোঃ আবুল কাশেম
৬. বিডি/৪৬৪৯৩৮ সার্জেন্ট মোঃআব্দু ল মোতালেব
৭. বিডি/৪৬১৭০১ ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ মাসুদুউজ্জামান
৮. বিডি/৪৬১৯৯৯ ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ শফিকুল ইসলাম
৯. বিডি/৪৬০৫৬০ ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ আমির হোসেন
১০. বিডি/৪৬১৩৭৩ ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ আব্দুল মতিন
১১. বিডি/৪৬৬২৭০ কর্পোরাল বিমল চক্রবর্তী
১২. বিডি/৪৬৭১১০ কর্পোরাল মামুন মজুমদার
১৩. বিডি/৪৬৪৭৩১ সার্জেন্ট মোহাম্মদ শামছউদ্দিন
১৪. বিডি/৪৬৩৩৩৭ সার্জেন্ট মোঃ আনোয়ার হোসেন
১৫ বিডি/৪৬৩২৪৩ সার্জেন্ট মোঃ তাহেরুল ইসলাম
১৬. বিডি/৪৬৫৬৭৯ সার্জেন্ট মোঃ রুহুল আমিন
১৭. বিডি/৪৬৫০১৮ সার্জেন্ট আলী মনসুর
১৮. বিডি/৪৬৪৭৩১ সার্জেন্ট মোঃ সালাহ উদ্দিন।
সংশ্লিষ্ট ০৩ জন কর্মকর্তার ও ১৫ জন বিমান সেনার ভ্রমণভাতার বিল নিরীক্ষায় নিম্নোক্ত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়।

১. বাধ্যতামুলক অবস্থানের জন্য কম্প্রিহেনসিভ ডিএ গ্রহণঃ সংশ্লিষ্ট ০৩ জন কর্মকতা ও ১৫ জন বিমানসেনা ১২.০৬.২০১৪ এবং ১৬.১০.২০১৪ তারিখ চীনে যাওয়া ও আসার পথে বিমান সংযুক্তির জন্য কুনমিং এ বাধ্যতামুলক অবস্থানের জন্য ০২দিন কম্প্রিহেনসিভ ডিএ বাবদ (১৭৮×৩+১৬৫×১৫) ৭৯.৫০×২=টাকা ৪৭৮৪৩১.০০ গ্রহণ করেন। জিও ও এফজিও অনুযায়ী যাত্রার তারিখ হতে ১২৪ দিন গমনাগমন ও অবস্থান। ১২/৬/২০১৪ তারিখে যাত্রা করা হলে ১৩/১০/২০১৪ পর্যন্ত ১২৪ দিন হয়। অতএব, ১৬/১০/২০১৪ ফেরত যাত্রা বোধগম্য নয়। বিমান যোগাযোগের এই উন্নতর যুগে চীনে কুনমিং হতে সংহাই বা কুনমিং/সাংহাই হতে দিনে দিনে যাওয়া ও আসার ঘটনা না ঘটার বিষয় গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব যাওয়া ও আসার পথে পথিমধ্যে অবস্থান দেখিয়ে দৈনিক ভাতা প্রদান ও গ্রহণ বিদ্যমান বিমান যোগাযোগ ও ফাইনান্সিয়াল প্রোপ্রাইটরি নীতির পরিপন্থি বিধায় সংগত না হওয়ায় গৃহিত অর্থ আদায়যোগ্য।
যা দেশিয় মুদ্রায় ফেরতের ক্ষেত্রে দেড়গুণ হিসাবে ৭১৭৬৪৬.৫০ টাকা ফেরতযোগ্য।

২. এমসিও বাবদ গ্রহণঃ সংশ্লিষ্ট ০৩ জন কর্মকতা ও ১৫ জন বিমান সেনার মালামাল চীনে নেয়ার জন্য এমসিও বাবদ (৮১০+৪০৫০)= ৪৮৬০ মার্কিন ডলার গ্রহণ করেন। আলোচ্য ক্ষেত্রে এক্সসেস ব্যাগেজ টিকেট পর্যালোচনায় দেখা যায় ১৩.০৬.২০১৪ তারিখ ও ১৬.১০.২০১৪ দেয়া হয়েছে। কিন্তু টিকেট আইটানারী অনুযায়ী ১৩.০৬.২০১৪ খ্রি. তারা কুনমিং এ ছিলেন। এছাড়া বিমান এমসিওতে যাওয়ার পথে ঢাকা-পিকিং এবং আসার পথে পিকিং-ঢাকা লেখা আছে। কিন্তু ভ্রমণ হয়েছে ঢাকা কুনমিং সাংহাই এবং সাংহাই কুনমিং ঢাকা পথে। পিকিং এ যাওয়া হয় নাই। অন্যদিকে সীল দেয়া হয়েছে বেইজিং বিমান বন্দরের। বেইজিং এর বানান ভূল। এতে প্রতীয়মান হয় এমসিও বাবদ অর্থ প্রাপ্তির লক্ষ্যে বানানো ভাউচার দাখিল করা হয়েছে। অতএব, এ বাবদ গৃহিত অর্থ টাকা ৩৮৬৩৭০.০০ (৪৮৬০×টাঃ ৭৯.৫০) যা দেশীয় মুদ্রায় ফেরতের ক্ষেত্রে দেড়গুণ টাঃ ৫,৭৯,৫৫৫.০০।

৩. সংশ্লিষ্ট ০৩ জন কর্মকতা ও ১৫ জন বিমানসেনার স্টেশনারী ক্রয় বাবাদ ১৮০০ মার্কিন ডলার গ্রহণ করেন। কিন্তু পর্যালোচনায় দেখা যায়, ভাউচারসমূহ রঙ্গিন কাগজের এবং লাল ও কাল কালির প্রিন্ট। যা বিদেশ হতে ক্রয়কৃত মালামালের ভাউচার বলে প্রতীয়মান হয় না। তাছাড়া এটি প্রতিষ্ঠানের প্যাডে সরবরাহ করা হয়নি এবং তারিখ হাতে লেখা। এতসব অসংগতির কারনে যথাযথ ভাউচার বলে প্রতীয়মান নয় বিধায় সমুদয় অর্থ আদায়যোগ্য। যা দেশিয় মুদ্রায় ফেরতের ক্ষেত্রে দেড়গুণ হিসাবে (১৮০০×৭৯.৫০ ×১.৫) = ২১৪,৬৫০.০০ টাকা ফেরতযোগ্য।
অতএব, মোট আদায়যোগ্য ঃ

১) কম্প্রিহেনসিভ দৈনিক ভাতা	ঃ	টাঃ ৭১৭৬৪৬.০০
২) বিমান এমসিও	ঃ	টাঃ ৫৭৯৫৫৫.০০
৩) স্টেশনারী	ঃ	টাঃ ২১৪৬৫০.০০
	সর্বমোট	**টাঃ ১৫,১১,৮৫১.০০**

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (১০৬)

এপি নং-২৫০৪৬ (আপত্তি-৪১)

ইউনিটের নামঃ এস এফসি (বিমান) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সালঃ ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

ভারতে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোঃ শফিকুল আলম কর্তৃক বিমান এমসিও, শীপ ফ্রেইট, পকেট ভাতা ইত্যাদি বাবদ অতিরিক্ত গ্রহণ টাঃ ১,৯৫,০৩৩।

এএফডি কার্যালয়ের ০৩/১২/২০১৩ তারিখের নং ২৮৫১ এবং বিমান বাহিনীর বিমান সদর পরিচালন ও প্রশিক্ষণ শাখার ১৭/১২/২০১৩ তারিখের নং ৫৫ক এর মাধ্যমে বিডি নং ৭৯৫৪ গ্রুপ ক্যাপটেন মোঃ শফিকুল আলমকে ভারতে অনুষ্ঠিত 54th National Defence College Course (NDC) অংশগ্রহণের জন্য ০২/০১/২০১৪ হতে ২৮/১১/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত মোট ৩৩১ দিনের প্রশিক্ষণের জন্য মনোনয়ন দেয়া হয়। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ভ্রমন বিল পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের বিবরণ নিম্নরুপ:

১। বিমান এমসিও ঃ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ভারতে যাওয়ার ক্ষেত্রে Excess Baggage হিসাবে ১৫ কেজি মালামাল বহন করেন। কিন্তু আসার পথে ২৮ কেজি মালামালের জন্য বৈদেশিক মুদ্রায় ২৯২.৫৫ মাঃ ডলার দাবী করেন। বিধি মোতাবেক তিনি আসার পথে অতিরিক্ত ১০ কেজি অর্থাৎ (১৫+১০) = ২৫ কেজি মালমালের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্য। এয়ারওয়ে বিল থেকে দেখা যায়, ৫০ কেজির জন্য প্রতি কেজি ৯৫ রুপী হিসাবে ৪৭৫০ রুপী। সুতরাং ফেরার পথে ২৫ কেজির জন্য প্রাপ্য ৩৯.৫৫ (৯৫ĺ২৫ = ২৩৭৫÷৬০.০৫)। সুতরাং অতিরিক্ত গ্রহণ করেছেন মাঃ ডঃ ২৫৩.০০ (২৯২.৫৫-৩৯.৫৫)।

২। শীপ ফ্রেইট ঃ বিদেশে প্রশিক্ষণ শেষে ফেরার পথে পিআরপি-৩৮২ স্কেল বি অনুযায়ী নিজের জন্য ২০০ কেজি এবং স্ত্রীর জন্য ১০০ কেজি মোট ৩০০ কেজি ব্যক্তিগত মালামাল সমুদ্রপথে পরিবহনের জন্য শীপ ফ্রেইট প্রাপ্য। এএফডি এর ০৫/০৯/১৯৯৪ তারিখের ২২০৭/টি সংখ্যক স্মারকের বিধান মোতাবেক সমুদ্র পথের শীট ফ্রেইট বাবদ প্রাপ্য অর্থের মধ্যে স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী মালামাল বিমানযোগেও বহন করা যেতে পারে। আলোচ্য কর্মকর্তার শীপ ফ্রেইট সংক্রান্ত দরপত্রে ৩০০ কেজির জন্য উদ্ধৃত মূল্য রুপী ৯০০০০ এর মধ্যে শীপ ফ্রেইট রুপী ২২০০০। অর্থাৎ প্রতি কেজি রুপী ৭৩.৩৩ মোট। উল্লেখ্য, ওশেন ফ্রেইট ব্যতীত অন্যান্য চার্জ প্রাপ্য নয়। তিনি ৫০ কেজি ব্যক্তিগত মালামাল আণয়ন করেন। এই হিসাবে বিমান পথে আনলেও প্রাপ্য রুপী ৩৬৬৬.৫০ (৭৩.৩৩×৫০)। আরো উল্লেখ্য, বিমান পথে ৫০ কেজির ভাড়া বাবদ মাঃ ডঃ ১৪৯৯.০০ সামঞ্জস্যপূর্ণ না। কারণ এয়ারওয়ে বিলে ৫০ কেজির ফ্রেইট ভারতীয় রুপী ৪৭৫০ (৫০ ×৯৫) উল্লেখ রয়েছে। অতএব, অতিরিক্ত গ্রহণ মাঃ ডঃ ১৪৯৯-মাঃ ডঃ ৭৯.১০ (৪৭৫০÷৬০.০৫) = মাঃ ডঃ ১৪১৯.৯০।

৩। পকেট ভাতা ঃ সরকারি আদেশ অনুযায়ী প্রশিক্ষণকালীন অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক শিক্ষা সফর এর যাবতীয় ব্যয় ভারত সরকার বহন করেছে। বাংলাদেশে আগত এনডিসি কোর্সে ভারতীয় সামরিক কর্মকর্তাগণের অভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশ শিক্ষা সফরের ব্যয় যেমন টিএ/ডিএ, অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ইত্যাদি ভ্রমণ ভাতার বিলের মাধ্যমে নগদে পরিশোধ করা হয়। একই অবস্থায় ভারতে এনডিসি কোর্সে অংশগ্রহণকারী আলোচ্য কর্মকর্তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বলে প্রতীয়মান। ভ্রমণভাতা বিলের মাধ্যমে নগদ পরিশোধ করা হয়ে থাকলে ঐ সময়ের জন্য পকেট ভাতা প্রাপ্য নয়। কিন্তু ভ্রমণ ভাতার বিলের সাথে অভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশ শিক্ষা সফরের সময়কাল সম্পর্কে যথাযথ তথ্য (authenticated) উপস্থাপন (disclose) করা হয় নাই। ভ্রমণ ভাতার বিলে উল্লিখিত আইটানারী অনুযায়ী ০৯/০৫/২০১৪ হতে ২৫/০৫/২০১৪ পর্যন্ত বহির্দেশ শিক্ষা সফরের সময়কাল ১৫ দিন এবং এর জন্য কোন অর্থ দাবী না করায় বাংলাদেশের এনডিসি এর বিধান প্রযোজ্য ধরে নিয়ে বলা যায় এই ১৫ দিনের পকেট ভাতা মাঃ ডঃ ৫২.৮৫×১৫ দিন = মাঃ ডঃ ৭৯২.৭৫ প্রাপ্য নয়।

৪। স্ত্রীর পকেট ভাতা ঃ প্রশিক্ষণকালীন সময়ের মধ্যে কোন সময়কাল স্ত্রী ভারত থেকে বাংলাদেশে বা অন্যত্র অবস্থান করে থাকলে ঐ সময়কালের জন্য পকেট ভাতা প্রাপ্য নয়। কিন্তু স্ত্রীর মূল বিমান টিকেট, পাসপোর্ট ও বোডিং পাস এর কপি সংযুক্ত না করায় এতদ্বিষয়ে পরিস্থিতি পরিস্কার নয়। মূল টিকেট, পাসপোর্টের ফটোকপি, বোডিং পাস ইত্যাদির কপি আবশ্যক। একই অবস্থা কর্মকর্তার নিজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

৫। অতএব অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ ঃ

ক্রমিক	**বিবরণ**	**অতিরিক্ত গ্রহণ**
১	বিমান এমসিও	মাঃ ডঃ ২৫৩.০০
২	শীপ ফ্রেইট	মাঃ ডঃ ১৪১৯.৯০
৩	পকেট ভাতা ঃ বহির্দেশীয় শিক্ষা সফর	মাঃ ডঃ ৭৯২.৭৫
৪	পকেট ভাতাঃ স্ত্রীর অনুপস্থিতকালীন সময়ের জন্য	অথেনটিকেটেড তথ্য ও পাসপোর্টের ফটোকপি আবশ্যক।
৫	পকেট ভাতাঃ নিজ অনুপস্থিতকালীন সময়ের জন্য	অথেনটিকেটেড তথ্য ও পাসপোর্টের ফটোকপি আবশ্যক।
	মোট =	**মাঃ ডঃ ২৪৬৫.৬৫ বা টাকা ১,৯৫,০৩২.৯১**

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (১০৭)

এপি নং-২৫০৫২ (আপত্তি-৫৩)

ইউনিটের নামঃ এস এফসি (বিমান) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সালঃ ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

চীনে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে বিডি/৮৯০৭ স্কোয়াড্রন লীডার সৈয়দ এনামুল হক কর্তৃক গৃহীত পকেট ভাতা, ট্রানজিট ও টার্মিনাল এবং এমসিও বাবদ অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করায় সরকারি ক্ষতি ১৩,৪৩,৭৬১।

এএফডি পত্র নং ১২৯৯ তারিখ ১৫/৬/২০১৬ এবং এফজিও নং ৩৫ক তাং-১৯/৪/২০১৬ এর মাধ্যমে বিডি/৮৯০৭ স্কোয়ারড্রন লীডার সৈয়দ এনামুল হক কে ১ জানুয়ারী ২০১৫ হতে ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত ৩৬৪ দিন Fighter Flying Instructor Training Course অংশগ্রহণের জন্য চীনে গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়। ফ্লাইট আইটিনারীতে দেখা যায় তিনি চীনে পৌছান ২৯/১২/২০১৪ তারিখ এবং বাংলাদেশে ফেরত আসেন ২৫/১২/২০১৫ তারিখ। উক্ত অফিসারের বৈদেশিক টিএ/ডিএ বিলের অসংগতি নিম্নরূপঃ

১. বাড়ী ভাড়া ঃ ক) অত্যাধিক। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ্য, ১/৯/২০১৩ হতে ৩০/৭/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত সময়কালে Tank (Armored Vehicle) Fine Control and Armament System Engineers Course এ অংশগ্রহণকারী সেনাবাহিনী কর্মকর্তা বিএ ৪৯৩১ মেজর কাজী আব্দুল্লাহ আল মামুন, ইএমই কে সেনাসদর বাড়ী ভাড়া বাবদ প্রতিদিন মাঃ ডঃ ১১.৬৬ মঞ্জুর করা হয় (অনু-১৫, আপত্তি-০৩, পে-১)। সুতরাং সমসাময়িক সময়ে একই দেশে বাড়ী ভাড়া প্রতিদিনের জন্য ১১.৬ মাঃ ডঃ এর স্থলে ৪৪.৫০ মাঃ ডঃ প্রদান গ্রহণযোগ্য নয়। এমনকি সর্বসাকুল্যভাতার ১৫% = ২৬.৭০ মাঃ ডলারও গ্রহণযোগ্য নয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে বিমান বাহিনী কর্তৃপক্ষ বা সংশ্লিষ্ট বিমান বাহিনী অফিসার কর্তৃক ফাইনান্সিয়াল রেগুলেশন, পার্ট-১, বিধি-তে বর্ণিত Financial Proprietory নীতির পরিপন্থী কাজ করা হয়েছে। বিমানের মূল ইলেক্ট্রনিক টিকেট, পাসপোর্টের ফটোকপি, বোডিং পাস, ইত্যাদির কপি সংযুক্ত না থাকায় কর্মকর্তার স্ত্রীর চীনে গমনাগমন ও অবস্থান নিশ্চিত হওয়া যায় নাই। প্রশিক্ষণকালীন সময়ে স্ত্রী কোন সময়ে চীনে অবস্থান করে না থাকলে অনুপস্থিত সময়ের জন্য বাড়ী ভাড়া প্রাপ্য নয়। বিমান কর্মকর্তার স্ত্রী সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণকালীন চীনে অবস্থান করতোও তবুও প্রতিদিন বাড়ী ভাড়া ৪৪.৫০ মাঃ ডঃ গ্রহণযোগ্য নয়। উপরে উল্লিখিত সেনাকর্মকর্তার জন্য মঞ্জুরীকৃত মাঃ ডলারই ঐ সময়ের প্রতিদিনের বাড়ী ভাড়া মর্মে অন্যান্য সেনা কর্মকর্তার বিল থেকে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় আলোচ্য কর্মকর্তা ১১.৬৬ হারে মাঃ ডঃ ৩৬০×১১.৬৬ = মাঃ ডঃ ৪১৯৭.৬০ প্রাপ্য ছিল।

২. শীপ ফ্রেইট ঃ অত্যাধিক। এএফডি এর একই সরকারি আদেশে উল্লিখিত বিডি/৯৬২৫ ফ্লাইং অফিসার মুহম্মদ আসিম জাওয়াদ একই সময়ে Fighter Pilots Foundation Training Course এ অংশগ্রহণ শেষে ফেরার পথে ২০ ফুট কন্টেইনারে ৪৩০০ কেজি ব্যক্তিগত মালামাল পরিবহন করেন। তাঁর দাখিলকৃত ৩টি দরদাতার সর্বনিম্ন দরদাতা ২০০ কেজী মালামালের ওশেন ফ্রেইট বাবদ ১০০০ মাঃ ডঃ উল্লেখ করেছিল বলে দেখানো হলেও প্রাপ্য দালিলাদি পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় ২০ ফুট কন্টেইনারে ৪৩০০ কেজী মালামাল মাঃ ডঃ ১০০০ দিয়ে পরিবহন করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতি কেজি মাঃ ডঃ ০.২৩ (৪৩০০÷১০০) হিসাবে ৩০০ কেজির জন্য মাঃ ডঃ ৬৯.০০। অর্থাৎ আলোচ্য কর্মকর্তা শীপ ফ্রেইট বাবদ মাঃ ডঃ ২০৩১ (২১০০-৬৯) বেশী গ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য, ওশেন ফ্রেইট ব্যতীত অন্য কোন চার্জ প্রাপ্য নয়।

৩. বিবিধ ভাতা ঃ অফার লেটারের কোন কপি বিলের সাথে সংযুক্ত নাই। তবে এফসি (আঃ) পে-১ কার্যালয়ের হিসাব নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়েছে আলোচ্য পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে চীন সরকার থাকা খাওয়ার সংস্থান করা ছাড়াও মাসিক বিবিধ ভাতা হিসাবে আরএমবি ১০০০ করে নগদ প্রদান করে থাকে। ১৩/০৯/২০১৩ হতে ৩০/০৭/২০১৪ পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত Air Force Command and Staff Course এর অংশগ্রহণকারী বিমান বাহিনী কর্মকর্তা বিডি/৮৬৩৬ উইং কমান্ডার আব্দুল্লাহ আল মাসুদ এর সংশোধিত এফজিওতেও (আপত্তি-১৮) বিবিধ ভাতা প্রদানের উল্লেখ রয়েছে। এই বিবিধ ভাতা এএফডি এর ০৫/০৯/১৯৯৪ তারিখের ২২০৭/টি সংখ্যক স্মারকলিপির ১.খ(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রাপ্য পকেট ভাতার সাথে সমন্বয়যোগ্য। আলোচ্য ক্ষেত্রে তা না করায় মাঃ ডঃ ২০০০ (১০০০× ১২ মাস = ১২০০০ আরএমবি ÷ ৬ মাঃ ডঃ) আদায়যোগ্য।

৪. স্ত্রীর পকেট ভাতা ঃ মূল টিকেট, পাসপোর্ট, বোডিং পাস ইতাদির কপি সংযুক্ত না থাকায় তাঁর প্রকৃত ভ্রমণ বৃত্তান্ত পরিস্কার নয়। প্রশিক্ষণকালীন সময়ে কোন সময়কালে বাংলাদেশে বা অন্যত্র গমনাগমন ও অবস্থান করা হলে ঐ সময়ের জন্য পকেট ভাতা ও বাড়ী ভাড়া প্রাপ্য নয়।

৫. কৃত্রিম ভাউচার দ্বারা বিমান এমসিও গ্রহণ ঃ ফ্লাইট আইটিনারী অনুসারে চীন গমনের তারিখ ২৯/১২/২০১৪, টিকেট নং ৭৮১৯৬৮৪২৯৮২০ এবং Excess Weight 20 kg কিন্তু ইষ্টার্ন এয়ার লাইন এক্সেস Passenger Ticket No. ৮৭৭-৫৩৮৭৭৬০৯১২ এবং Excess Weight 23kg আবার ফ্লাইট আইটিনারী অনুসারে চীন হতে ফেরতের তারিখ ২৫/১২/২০১৫ টিকেট নং ৭৮১-৯৬৮৪২৭৮৭২০ Excess Weight 20k কিন্তু চায়না ইষ্টার্ন এয়ার লাইন এক্সেস Passenger Ticket No. ৯৭৭-৪৩৮৭৭৫০৩০৭ এবং Excess Weight 34kg এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে এমসিও আসল নয়। এমতাবস্থায় এমসিও বাবদ গ্রহণকৃত টাকা ২০,১৬০+৬৪৪ মাঃ ডঃ@ ৭৯ ×১.৫) = টাকা ৯৬,৪৭৪ টাকা আদায়যোগ্য।

৬. বিমান ভাড়া ঃ এএফডি এর একই আদেশে একই সময় ও মেয়াদে Primary Trainer Flying Instractors Taining Course এর অংশগ্রহণকারী বিডি/৮৮১৫ স্কোঃ লীঃ একেএম নাজমুস সাদাত এর (আপত্তি-৫৪) স্ত্রীর বিমান ভাড়া পরিশোধ টাঃ ৬৪২৯৭.০০। অথচ এই কর্মকর্তার স্ত্রীর বিমান ভাড়া টাঃ ৮৪৬০৩.০০ অর্থাৎ টাঃ ২০৩০৬.০০ বেশী যা যথার্থ নয় বিধায় ফেরতযোগ্য।

অতএব তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্য ঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	অর্থের পরিমাণ	
		মাঃ ডঃ	টাকা
১	বাড়ী ভাড়া	মাঃ ডঃ ১১৮২২.৪০ {১৬০২০.০০-(৩৬০ দিন ×১১.৬৬) মাঃ ডঃ = মাঃ ডঃ ৪১৯৭.৬০)} ×৭৯.০০	৯৩৩৯৬৯.৬০
২	শীপ ফ্রেইট	মাঃ ডঃ ২০৩১×৭৯.০০	১৬০৪৪৯.০০
৩	বিবিধ ভাতা	২০০০×৭৯.০০	১৫৮০০০.০০
৪	বিমান এমসিও	মাঃ ডঃ ৬৪৪+টাঃ ২০১৬০	৭১০৩৬.০০
৫	বিমান ভাড়া		২০৩০৬.০০
		মোট =	**টাঃ ১৩,৪৩,৭৬০.৬০**

বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ বিধায় বৈদেশিক মুদ্রাতে ফেরতযোগ্য। অন্যথায় দেশীয় মুদ্রায় দেড়গুণ হারে আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (১০৮)

এপি নং-২৫০৫৩ (আপত্তি-৫৪)

ইউনিটের নাম: এস এফসি (বিমান) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

চীনে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে বিডি/৮৮১৫ স্কোঃ লীঃ একেএম নাজমুস সাদাত কর্তৃক বিমান এমসিও, শীপ ফ্রেইট, পকেট ভাতা, বাড়ী ভাড়া ইত্যাদি বাবদ অতিরিক্ত গ্রহণ টাঃ ১৩,৫০,৫৫৩।

এএফডি পত্র নং ১২৯৯ তারিখ ঃ ১৫/৬/২০১৬ এবং এএফজিও নং ৮ক তাং ২৩/১২/২০১৪ মোতাবেক বিডি/৮৮১৫ স্কোয়াড্রন লীডার একেএম নাজমুস সাদাতকে জানুয়ারী হতে ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত (যাতায়াত সময় ব্যতীত) Primary Trainer Flying Instructors Training Course এ অংশগ্রহণের জন্য চীনে গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়। উক্ত কর্মকর্তার বিলে পরিলক্ষিত অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের বিবরণ নিম্নরুপ ঃ

১. বিমান এমসিও ঃ ফ্লাইট আইটিনারীতে টিকেট নম্বর ৭৮১৪৭২১৯৬৮৯৫২ এবং এমসিওতে ৯৭৭৪৩৮৭৭৫৪৯০৮। সুতরাং অসংগতির কারনে যথার্থতা প্রমাণিত নয়। অতএব গৃহিত এমসিও বাবদ অর্থ টাঃ ৭১০৩৬.০০ (যাওয়া টাঃ ২০১৬০ + আসা ৫০৮৭৬(৬৪৪ মাঃ ডঃ × টাঃ ৭৯) অসংগতভাবে গৃহিত মর্মে পরিগণিত।

২. স্টেশনারী ব্যয় ঃ ভাউচারে তারিখ ১২/০৯/২০১৫ যা প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার ৩ মাস পূর্বের। চীনের স্বনামধন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকে এ ধরণের ভাউচার প্রদান স্বাভাবিকের পর্যায়ে পড়ে না। এছাড়া ভাউচারটি রঙ্গিন কাগজের। অতএব যথাযথ ভাউচার বলে প্রতীয়মান না হওয়া এ বাবদ অর্থ পরিশোধ যথাযথ নয় টাঃ ১৫৮০০ (২০০ মাঃ ডঃ × টাঃ ৭৯)।

৩. বিবিধ ভাতা ঃ অফার লেটারের কোন কপি বিলের সাথে সংযুক্ত নাই। তবে এফসি (আঃ) পে-১ কার্যালয়ের হিসাব নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়েছে আলোচ্য পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে চীন সরকার থাকা খাওয়ার সংস্থান করা ছাড়াও মাসিক বিবিধ ভাতা হিসাবে আরএমবি ১০০০ করে নগদ প্রদান করে থাকে। ১৩/০৯/২০১৩ হতে ৩০/০৭/২০১৪ পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত Air Force Command and Staff Course এর অংশগ্রহণকারী বিমান বাহিনী কর্মকর্তা বিডি/৮৬৩৬ উইং কমান্ডার আব্দুল্লাহ আল মাসুদ এর সংশোধিত এফজিওতেও (আপত্তি-১৮) বিবিধ ভাতা প্রদানের উল্লেখ রয়েছে। এই বিবিধ ভাতা এএফডি এর ০৫/০৯/১৯৯৪ তারিখের ২২০৭/টি সংখ্যক স্মারকলিপির ১.খ(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রাপ্য পকেট ভাতার সাথে সমন্বয়যোগ্য। আলোচ্য ক্ষেত্রে তা না করায় মাঃ ডঃ ২০০০ (১০০০× ১২ মাস = ১২০০০ আরএমবি ÷ ৬ মাঃ ডঃ) আদায়যোগ্য।

৪. বাড়ী ভাড়া ঃ ক) অত্যাধিক। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ্য, ১/৯/২০১৩ হতে ৩০/৭/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত সময়কালে Tank (Armored Vehicle) Fine Control and Armament System Engineers Course এ অংশগ্রহণকারী সেনাবাহিনী কর্মকর্তা বিএ ৪৯৩১ মেজর কাজী আব্দুল্লাহ আল মামুন, ইএমই কে সেনাসদর বাড়ী ভাড়া বাবদ প্রতিদিন মাঃ ডঃ ১১.৬৬ মঞ্জুর করা হয় (অনু-১৫, আপত্তি-০৩, পে-১)। সুতরাং সমসাময়িক সময়ে একই দেশে বাড়ী ভাড়া প্রতিদিনের জন্য ১১.৬ মাঃ ডঃ এর স্থলে ৪৪.৫০ মাঃ ডঃ প্রদান গ্রহণযোগ্য নয়। এমনকি সর্বসাকুল্যভাতার ১৫% = ২৬.৭০ মাঃ ডলারও গ্রহণযোগ্য নয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে বিমান বাহিনী কর্তৃপক্ষ বা সংশ্লিষ্ট বিমান বাহিনী অফিসার কর্তৃক ফাইনান্সিয়াল রেগুলেশন, পার্ট-১, বিধি- তে বর্ণিত Financial Proprietory নীতির পরিপন্থী কাজ করা হয়েছে। বিমানের মূল ইলেক্ট্রনিক টিকেট, পাসপোর্টের ফটোকপি, বোডিং পাস, ইত্যাদির কপি সংযুক্ত না থাকায় কর্মকর্তার স্ত্রীর চীনে গমনাগমন ও অবস্থান নিশ্চিত হওয়া যায় নাই। প্রশিক্ষণকালীন সময়ে স্ত্রী কোন সময়ে চীনে অবস্থান করে না থাকলে অনুপস্থিত সময়ের জন্য বাড়ী ভাড়া প্রাপ্য নয়। যদি বিমান কর্মকর্তার স্ত্রী সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণকালীন চীনে অবস্থান করতোও তবুও প্রতিদিন বাড়ী ভাড়া ৪৪.৫০ মাঃ ডঃ গ্রহণযোগ্য নয়। উপরে উল্লিখিত সেনাকর্মকর্তার জন্য মঞ্জুরীকৃত মাঃ ডলারই ঐ সময়ের প্রতিদিনের বাড়ী ভাড়া মর্মে অন্যান্য সেনা কর্মকর্তার বিল থেকে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় আলোচ্য কর্মকর্তা ১১.৬৬ হারে ৩৬৩×১১.৬৬ = মাঃ ডঃ ৪২৩২.৫৮ প্রাপ্য ছিল।

৫. শীপ ফ্রেইট ঃ অত্যাধিক। এএফডি এর একই সরকারি আদেশে উল্লিখিত বিডি/৯৬২৫ ফ্লাইং অফিসার মুহম্মদ আসিম জাওয়াদ একই সময়ে Fighter Pilots Foundation Course এ অংশগ্রহণ শেষে ফেরার পথে ২০ ফুট কন্টেইনারে ৪৩০০ কেজি ব্যক্তিগত মালামাল পরিবহন। তাঁর দাখিলকৃত ৩টি দরজা সর্বনিম্ন দরদাতা ২০০ কেজি মালামালের ওশেন ফ্রেইট বাবদ ১০০০ মাঃ ডঃ উল্লেখ করেছিল বলে দেখানো হলেও প্রাপ্য দালিলাদি পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় ২০ ফুট কন্টেইনারে ৪৩০০ কেজি মালামাল মাঃ ডঃ ১০০০ দিয়ে পরিবহন করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতি কেজি মাঃ ডঃ ০.২৩

(৪৩০০÷১০০) হিসাবে ৩০০ কেজির জন্য মাঃ ডঃ ৬৯.০০। অর্থাৎ আলোচ্য কর্মকর্তা শীপ ফ্রেইট বাবদ মাঃ ডঃ ২০৩১ (২১০০-৬৯) বেশী গ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য, ওশেন ফ্রেইট ব্যতীত অন্য কোন চার্জ প্রাপ্য নয়।

অতএব তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্য ঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্থের পরিমাণ	
		মাঃ ডঃ প্রতি মাঃ ডঃ ৭৯.০০ টাকা	টাকা
১	বিমান এমসিও	মাঃ ডঃ ৬৪৪+টাঃ ২০১৬০	৭১০৩৬.০০
২	স্টেশনারী	২০০	১৫৮০০.০০
৩	বিবিধ ভাতা	২০০০	১৫৮০০০.০০
৪	বাড়ী ভাড়া	মাঃ ডঃ ১১৯৬৫.৪২ (মাঃ ডঃ ১৬১৯৮-৪২৩২.৫৮)	৯৪৫২৬৮.১৮
৫	শীপ ফ্রেইট	মাঃ ডঃ ২০৩১	১৬০৪৪৯.০০
		মোট =	টাঃ ১৩৫০৫৫৩.১৮

বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ বিধায় বৈদেশিক মুদ্রাতে ফেরতযোগ্য। অন্যথায় দেশীয় মুদ্রায় দেড়গুন হারে আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (১০৯)

এপি নং-২৫০৫৪ (আপত্তি-৫৫)

ইউনিটের নাম: এস এফসি (বিমান) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

বিডি/৪৬৫৮৮৯ কর্পোরাল মোঃ আল মাসুম কর্তৃক গৃহীত অতিঃ দৈনিক ভাতা ও এয়ার এমসিও বাবদ অনিয়মিতভাবে অর্থ গ্রহণ করায় ক্ষতি ৪,২৩,৩৩০ টাকা।

এএফডি এর ০১/১০/২০১২ তারিখ এর পত্র নং-৬০২২/টি/ বিএএফ/পাসিস্তান/১৮০৬ এবং এফজিও এর ২২/১০/২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং ৭০ক মোতাবেক no. ১২০২ avionics (grd) aero tech course এ অংশগ্রহণের জন্য ০৫ নভেম্বর ২০১২ হতে ৬ জুন ২০১৪ পর্যন্ত ৫৭৯ দিন (যাতায়াত সময় ব্যতীত) পাকিস্তানে গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়। বিডি/৪৬৫৮৮৯ কর্পোরাল মোঃ আল মাসুম এর ভ্রমণ ভাতা বিল পর্যালোচনায় নিম্নোক্ত অনিয়মসমূহ পরিলক্ষিত হয়।

১। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের বিদেশে প্রশিক্ষণ এর ক্ষেত্রে সুবিধাবলী সংক্রান্ত এএফডি এর ০৫/০৯/১৯৯৪ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং ২২০৭/টি এর অনুঃ ১ক (১) (গ) অনুযায়ী প্রশিক্ষণ সময় ১ বৎসরের অধিক বিধায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন আবশ্যক হলেও বিলের সাথে ঐরুপ অনুমোদনের কোন কপি নাই।

২। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের উক্ত স্মারকের ১.খ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ফিল্ড ট্রীপের ক্ষেত্রে পিআর(পি) ১৩৪ অনুযায়ী প্রথম ১০ দিনের জন্য পূর্ণ হারে ১১-২০তম দিনের জন্য $\frac{৩}{৪}$ হারে এবং ৩১ তম দিন হতে $\frac{১}{২}$ হারে দৈনিক ভাতা প্রাপ্য হলেও সম্পূর্ণ সময়ের জন্য পূর্ণ হারে গ্রহণ করা হয়েছে। ফিল্ড ট্রিপের সূচী সংযুক্ত না থাকায় ৭৫ দিনের সব দিনের জন্য পূর্ণ হারে গ্রহণের যথার্থতা প্রমাণিত নয়। সুতরাং প্রাপ্যতা ও

গ্রহণের হিসাব নিম্নরুপ ঃ

ক্রমিক নং	গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিঃ গ্রহণ
১	১ম ১০তম দিন ঃ মাঃ ডঃ ১৩৭ ×১০ দিন = মাঃ ডঃ ১৩৭০	মাঃ ডঃ ১৩৭০	-
২	মাঃ ডঃ ১৩৭০	১ম ২০তম দিন ঃ মাঃ ডঃ ১৩৭ ×৩/৪ দিন = ১০২.৭৫×১০ দিন = মাঃ ডঃ ১০২৭.৫০	মাঃ ডঃ ৩৪২.৫০
৩	৩১তম-৭৫তম দিন = ৫৫ দিন× মাঃ ডঃ ১৩৭ = মাঃ ডঃ ৭৫৩৫.০০	মাঃ ডঃ ১৩৭ ×১/২ দিন = মাঃ ডঃ ৬৮.৫০×৫৫ দিন = মাঃ ডঃ ৩৭৬৭.৫০	মাঃ ডঃ ৩৭৬৭.৫০
		অতিঃ গ্রহণ মাঃ ডঃ	৪১১০.০০

তবে ০৫/০৯/১৯৯৪ তারিখের স্মারকলিপির বিধান অনুযায়ী ৭৫ দিনের ফিল্ড ট্রিপের জন্য সর্বসাকুল্যভাতার ৭৫% হারে মাঃ ডঃ ৭৭০৬.২৫ (১৩৭×৭৫% = মাঃ ডঃ ১০২ × ৭৫ দিন প্রাপ্য হতে পারে। সুতরাং অতিরিক্ত গ্রহণ মাঃ ডঃ ২৫৬৮.৭৫।

৩। ফিল্ড ট্রীপকালীন পকেট ভাতাঃ ৭৫ দিনের দৈনিক ভাতা গ্রহণ করায় ঐ সময়ের জন্য পকেট ভাতা প্রাপ্য নয়। তবে গ্রহণ করায় ফেরতযোগ্য মাঃ ডঃ ২৫৬৮.৭৫ (১৩৭×২৫% = মাঃ ডঃ ৩৪.২৫×৭৫ দিন)।

অতএব তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্য

ক্রমিক	বিবরণ	আদায়যোগ্য	
		মাঃ ডঃ	টাকা ১ মাঃ ডঃ = ৮২.৪০ টাকা
১	দৈনিক ভাতা ঃ ৭৫ দিনের ফিল্ড ট্রীপকালীন	মাঃ ডঃ ২৫৬৮.৭৫	২১১৬৬৫.০০
২	পকেট ভাতা ঃ ৭৫ দিনের ফিল্ড ট্রীপকালীন	মাঃ ডঃ ২৫৬৮.৭৫	২১১৬৬৫.০০
	মোট =	**মাঃ ডঃ ৫১৩৭.৫০**	**৪,২৩,৩৩০.০০**

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (১১০)

এপি নং-২৫০৫৭ (আপত্তি-৬২)

ইউনিটের নাম: এস এফসি (বিমান) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

রাশিয়া ক্রয়কৃত ১৬টি YAK-130 Combat Trainer Aircraft এর ২য় ধাপ Stage Inspection এর জন্য রাশিয়াতে সফর উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত বিমান ভাড়া গ্রহণ টাকা ৫,৮২,৬৩৬।

এএফডি এর ১৭.০৮.২০১৫ তারিখের পত্র নং-২৫ এবং বিমান সদর এর ২২.১১.২০১৫ তারিখের এফজিও নং-৫১ক মোতাবেক নতুন ক্রয়কৃত ১৬টি YAK-130 COMBAT এর ২য় ধাপের ০৮ টি বিমানের Stage Inspection এর জন্য ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫ হতে ১০ অক্টোবর ২০১৫ পর্যন্ত নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণের রাশিয়া গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমোদন প্রদান করা হয় ঃ

১। বিডি/৭৩১৯ এয়ার ভাইস মার্শাল মোঃ নাইম হাসান
২। বিডি/৭৯৭২ এয়ার কমোডোর মোঃ নজরুল ইসলাম
৩। বিডি/৭৯৭৯ এয়ার কমোডোর এম কামরুল এহসান
৪। বিডি/৮৪০৭ গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ এফএম শামীমুল ইসলাম
৫। বিডি/৮৪৩২ উইং কমান্ডার মোঃ আশরাফুল ইসলাম
৬। বিডি/৮৪৪৬ উইং কমান্ডার মোঃ আক্তারুজ্জামান।

সংশ্লিষ্ট ০৬ জন বিমান কর্মকর্তার ভ্রমণভাতার বিল যাচাই করে দেখা যায় যে, বর্ণিত ক্রয়ের ১ম ধাপ Stage Inspection উপলক্ষ্যে ভ্রমণকারী ৬ জন বিমান বাহিনী কর্মকর্তার বিমান ভাড়ার চেয়ে এই ২য় ধাপের কর্মকর্তাগণের বিমান ভাড়া অনেক বেশী যার ২৪৬% তুলনামূলক অবস্থান নিম্নরুপ ঃ

ক্রমিক	শ্রেণী	১ম ধাপ পরিদর্শন	২য় ধাপ পরিদর্শন	২য় ধাপে অতিরিক্ত
১	বিজনেস	টাঃ ১,৭৬,৯৭৪	টাঃ ৪,৩৬,৪৮০	টাঃ ২৫৯৯০৬
২	ইকনোমি	টাঃ ৮০,০০০	টাঃ ১,৪৪,৫৪৬	টাঃ ৬৪৫৪৬
				টাঃ ৩,২২,৭৩০

বিদ্যমান আর্থিক বিধি-বিধান অনুযায়ী সবচেয়ে কম দুরত্বপথে (**Shortest**) এবং সাশ্রয়ী (Cheapest) পথে ভ্রমণ সম্পন্নযোগ্য যা করা হয় নাই। এছাড়া Financial Canon (Financial Propriety) নীতি অনুযায়ী নিজ অর্থ খরচের মত সরকারি অর্থ খরচেরও ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা ও যথার্থতার নীতি অবলম্বন ও ভ্রমণকারীর লাভবান হওয়ার মাধ্যমে কিংবা অন্যভাবে সরকারি অর্থের ক্ষতি হয় এমনভাবে কোন আর্থিক মঞ্জুরী না দেয়ার নীতি লংঘন করা হয়েছে।

অতএব, সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে অতিরিক্ত বিমান ভাড়া আদায়যোগ্যের পরিমান ঃ

ক্রমিক	নাম ও পদবী	টাকা
১	বিডি/৭৩১৯ এয়ার ভাইস মার্শাল মোঃ নাইম হাসান	টাঃ ২৫৯৯০৬
২	বিডি/৭৯৭২ এয়ার কমোডোর মোঃ নজরুল ইসলাম	টাঃ ৬৪৫৪৬
৩	বিডি/৭৯৭৯ এয়ার কমোডোর এম কামরুল এহসান	টাঃ ৬৪৫৪৬
৪	বিডি/৮৪০৭ গ্রুপ ক্যাপ্টেন এএফএম শামীমুল ইসলাম	টাঃ ৬৪৫৪৬
৫	বিডি/৮৪৩২ উইং কমান্ডার মোঃ আশরাফুল ইসলাম	টাঃ ৬৪৫৪৬
৬	বিডি/৮৪৪৬ উইং কমান্ডার মোঃ আক্তারুজ্জামান	টাঃ ৬৪৫৪৬
	মোট =	**৫,৮২,৬৩৬.০০**

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (১১১)

এপি নং-২৫০৬১ (আপত্তি-৬৮)

ইউনিটের নামঃ এস এফসি (বিমান) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সালঃ ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

বিমান বাহিনী কর্মকর্তাদের নিকট বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলে সরকারি পাওনা বাবদ অর্থ আদায়/পরিশোধ না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৪,৬০,৭৭১ টাকা।

নিম্ন বর্নিত ১০ জন বিমান কর্মকর্তা তাদের বৈদেশিক টিএ-ডিএ অগ্রিম গ্রহণের পর সমন্বয় বিল বিভিন্ন সময়ে দাখিল করেন। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের গ্রহীত অগ্রিম অপেক্ষা চুড়ান্ত বিলের টাকার পরিমান কম। ফলে সরকার পরিশিষ্টে বর্ণিত কর্মকর্তাগণের নিকট মোট ৪,৬০,৭৭১/-টাকা পাওনা হয়; যা এ পর্যন্ত আদায়ের কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। নিম্নে কর্মকর্তাদের বিবরণ দেয়া হলোঃ

ক্রঃনং	বিডিনং	পদবী	নাম	সরকারী পাওনা
১	৪৬৬৭৮১	কর্পোঃ	খালেদ হাসান	৪৪,৭৩৩/-
২	৪৬৭৯৭২	,,	রাজিব হোসেন	৪৪,৭৩৩/-
৩	৪৬৮২৯৪	,,	রবিউল ইসলাম	৪৪,৭৩৩/-
৪	৪৬৮৪৫৫	,,	বদরুল ইসলাম	৪৪,৭৩৩/-
৫	৪৬৮৪৮২	,,	মাহফুজুর রহমান	৪৪,৭৩৩/-
৬	৪৬৮৬৮৮	,,	দিদারুল আলম	৪৪,৭৩৪/-
৭	৯৬৩১	এফ /এল	শাহরিয়ার চৌধুরী	৪৮,০৯৩/-
৮	৯৬৯১	এফ /এল	ইফতেখারুজ্জামান	৪৮,০৯৩/-
৯	৯৭১১	এফ /এল	কাশফি কাদের অনিম	৪৮,০৯৩/-
১০	৯৭১২	এফ /এল	ইসতিয়াক হোসেন	৪৮,০৯৩/-
				৪,৬০,৭৭১/-

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (১১২)

এপি নং-২৫০৬৫ (আপত্তি-৭৩)

ইউনিটের নামঃ এস এফসি (বিমান) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সালঃ ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

চীনে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে বিডি/৮৬৭৩ উইং কমান্ডার শেখ আশরাফুল হোসেন কর্তৃক গৃহীত বৈদেশিক টিএ ডিএ বিলে স্ত্রীর অতিরিক্ত বিমান ভাড়া, যথাযথ কাগজ ব্যতিত এয়ার এমসি এবং শীপ এমসিও গ্রহণ করায় টাঃ ১৭,৬৪,১৪৭।

এএফডি এর ২৮/১১/২০১৩ তারিখের পত্র নং-১৭৮৫ এবং বিমান সদর ১৮/১২/২০১৩ তারিখের এফজিও নং-৪৪ক মোতাবেক উইং কমান্ডার শেখ আশরাফুল হোসেন বিডি/৮৬৭৩ কে Fighter Flying Instructors` Training Course এ অংশগ্রহণের জন্য ১ জানুয়ারী ২০১৪ হতে ৩০ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত (যাতায়াত সময় ব্যতীত) চীনে গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ভ্রমণ বিল পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের বিবরণ নিম্নরুপঃ

১। বিমান ভাড়া ঃ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তার স্ত্রীর বিমান ভাড়া বাবদ ৯২,২৬৭ টাকা গ্রহণ করেছেন। অথচ প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে তার স্ত্রী চায়নাতে ছিলেন এ মর্মে প্রমাণক হিসেবে পাসপোর্টের কপি এবং মূল টিকেট বিলের সাথে সংযুক্ত করা হয়নি। এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র জনাব শেখ আশরাফুল হোসেন এর টিকেট আইটেনারী বিলের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। স্ত্রীর চীন গমনের প্রমাণক হিসেবে টিকেটের যে ইনভয়েস দেয়া হয়েছে তা নিরীক্ষায় গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং বিলের সাথে পাসপোর্ট, টিকেট ও বোর্ডিং পাস না থাকায় ভাড়া বাবদ গ্রহীত সমুদয় অর্থ আদায়যোগ্য।

২। স্ত্রীর ট্রানজিট ও টার্মিনাল চার্জ ঃ স্ত্রী সহযাত্রী না হয়ে থাকলে কিংবা আদৌ যেয়ে না থাকলে এ বাবদ গৃহীত ১২৪.৬ ডলার (৮৯+৩৫.৬) আদায়যোগ্য যা দেশীয় মুদ্রায় পরিশোধের ক্ষেত্রে দেড়গুণ হিসেবে ১৪,৭৬৫ টাকা (১২৪.৬×৭৯×১.৫) আদায়যোগ্য।

৩। এয়ার এমসিও বাবদ গ্রহণঃ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যাওয়ার সময় ১৮ কেজি এবং আসার পথে ২৮ কেজি মালামালের বাবদ (১২,২৪০+৬১৬.০০×৭৯) = ৬০,৯০৪.০০ টাকা গ্রহণ করেন। টিকেট আইটিনারীতে উল্লেখিত টিকেট নং-৭৮১-৪৩৮৭৭৫০৩০৬ কিন্তু Excess baggage ticket no-৭৮১৪৩৮৭৭৫০৩০৩ Excess weight 20 kg। অর্থাৎ ভাউচার যথাযথ না হওয়া এমসিও বাবদ গ্রহণকৃত অর্থ দেশীয় মুদ্রায় ফেরতের ক্ষেত্রে দেড়গুণ হিসেবে (১২,২৪০+৬১৬ ×৭৯×১.৫) = ৮৫,২৩৬.০০ টাকা আদায়যোগ্য।

৪। শীপ ফ্রেইট ঃ ৩০০ কেজি শীপ ফ্রেইট বাবদ মাঃ ডঃ ২১০০ পরিশোধ করা হয় যা অত্যাধিক। কারণ, এএফডি এর একই সরকারি আদেশে উল্লিখিত বিডি/৯৬২৫ ফ্লাইং অফিসার মুহম্মদ আসিম জাওয়াদ একই সময়ে Fighter Pilots Foundation Course এ অংশগ্রহণ শেষে ফেরার পথে ২০ ফুট কন্টেইনারে ৪৩০০ কেজী ব্যক্তিগত মালামাল পরিবহন করেন। তাঁর দাখিলকৃত ৩টি দরজা সর্বনিম্ন দরদাতা ২০০ কেজি মালামালের ওশেন ফ্রেইট বাবদ ১০০০ মাঃ ডঃ উল্লেখ করেছিল বলে দেখানো হলেও প্রাপ্য দালিলাদি পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় ২০ ফুট কন্টেইনারে ৪৩০০ কেজি মালামাল মাঃ ডঃ ১০০০ দিয়ে পরিবহন করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতি কেজি মাঃ ডঃ ০.২৩ (১০০০÷৪৩০০)। এই হিসাবে ৩০০ কেজির শীপ ফ্রেইট মাঃ ডঃ ৬৯। অর্থাৎ আলোচ্য কর্মকর্তা শীপ ফ্রেইট বাবদ মাঃ ডঃ ২০৩১ (২১০০-৬৯) বেশী গ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য, ওশেন ফ্রেইট ব্যতীত অন্য কোন চার্জ প্রাপ্য নয়।

৫। বাড়ী ভাড়া ঃ অত্যাধিক। সেনাবাহিনীর আলোচ্য পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে চীনে বাড়ী ভাড়া প্রতিদিন ১১.৬৬ মাঃ ডঃ প্রদান করা হয়। তবে বাড়ী ভাড়ার সমর্থনে বিল ভাউচার না থাকায় ১১.৬৬ ডলারও প্রাপ্য নয়। অতএব, এ বাবদ গৃহিত সমুদয় অর্থ আদায়যোগ্য।

৬। **বিবিধ ভাতা ঃ** অফার লেটার না থাকলেও বিশেষ করে সেনা কর্মকর্তাগণের ক্ষেত্র থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে চীন কর্তৃক মাসিক আরএমবি ১০০০ বিবিধ ভাতা প্রদান করা হয়ে থাকে যা পকেট ভাতার ক্ষেত্রে সমন্বয়যোগ্য। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা করা হয়নি, বিস্তারিত নিম্নে দেখানো হলো:

ক্রমিক	আইটেম	অতিরিক্ত গ্রহণ	
		১ মাঃ ডঃ = ৭৯.০০ টাকা হারে	টাকা
১	স্ত্রীর বিমান ভাড়া		৯২,২৬৭
২	স্ত্রীর ট্রানজিট	মাঃ ডঃ ৮৯.০০	৭,০৩১
৩	স্ত্রীর টার্মিনাল	মাঃ ডঃ ৩৫.৬০	২,৮১২.৪০
৪	বিমান এমসিও		৮৫,২৩৬.০০
৫	শীপ ফ্রেইট	মাঃ ডঃ ১৮০৬.০০ (২১০০-২৯৪.০০) প্রতি কেজি .৯৮ ডলার হিসাবে ৩০০ কেজির শীপ ফ্রেইট মাঃ ডঃ ২৯৪.০০	১,৪২,৬৭৪.০০
৬	বাড়ী ভাড়া	১৬১৫৩.৫০	১২,৭৬,১২৬.৫০
৭	বিবিধ ভাতা	মাঃ ডঃ ২০০০ (আরএমবি ১০০০× ১২ মাস = ১২০০০÷ মাঃ ডঃ ৬)	১,৫৮,০০০.০০
		মোট টাকা	১৭,৬৪,১৪৬.৯০

অনুচ্ছেদ নং-০৩
পরিশিষ্ট-৩ (১১৩)
এপি নং-২৫০৬৬ (আপত্তি-৭৪)
ইউনিটের নাম: এস এফসি (বিমান) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

রাশিয়া প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ০৯ জন বিমান কর্মকর্তা এমসিও ও স্টেশনারী বাবদ প্রাপ্যতা হওয়া সত্ত্বেও অর্থ গ্রহণ টাকা ৪,১৬,০৬০।

এএফডি এর ০৭/০৯/২০১৫ তারিখের পত্র নং ৬৮ এবং বিমান সদর ৫ অক্টোবর ২০১৫ তারিখের সংশোধিত এফজিও নং ৬২ক মোতাবেক নতুন ক্রয়কৃত ১৬টি YAK-30 Combat প্রশিক্ষণ বিমানের উপর পাইলট কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণের নিমিত্তে বিমান বাহিনীর নিম্নোক্ত ০৯ জন কর্মকর্তাকে ১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখ হতে২৭ শে ফেব্রুয়ারী ২০১৫ পর্যন্ত ৮৯ দিন (যাতায়াত সময় ব্যতীত) এবং ১১ মে ২০১৫ তারিখ ১৫ জুলাই ২০১৫ পর্যন্ত ৬৬ দিন সর্বমোট ১৫৫ দিনের জন্য (যাতায়াত সময় ব্যতীত) রাশিয়া গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করেন।

১। বিডি/৮৫৪৫ গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোঃ মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিক
২। বিডি/৮৫৭৮ উইং কমান্ডার হাসান আশরাফুজ্জামান
৩। বিডি/৮৮১১ উইং কমান্ডার মোস্তফা নাজমুল আলম
৪। বিডি/স্কোঃ লীঃ ৮৭৪৩ মোঃ মেজবাউল ইসলাম
৫। বিডি/৮৮৪৯ স্কোঃ লীঃ মোল্লা মোঃ তহিদুল হাসান
৬। বিডি/৮৮৭৮ স্কোঃ লীঃ হোসাইন মোঃ রাজীব
৭। বিডি/৮৯১৩ স্কোঃ লীঃ রাকিব আহমেদ মজুমদার
৮। বিডি/৮৯০৫ স্কোঃ লীঃ মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম গাজী
৯। বিডি/৮৯৫৭ স্কোঃ লীঃ মোঃ সোহান হাসান খাঁন

সংশ্লিষ্ট ০৯ জন কর্মকর্তার এমন বিলগুলো পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের বিবরণ নিম্নরুপ:

১। **ষ্টেশনারী ভাউচার ব্যতীত অর্থ গ্রহণ ঃ** সংশ্লিষ্ট ০৯ জন কর্মকর্তা ২৯/১১/১৪ হতে ১৬/৭/২০১৫ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য ৯০০.০০ মাঃ ডঃ স্টেশনারী বাবদ গ্রহণ করেন। কোন কর্মকর্তার স্টেশনারী ভাউচার বিলের সহিত পাওয়া যায়নি বিধায় স্টেশনারী বাবদ গ্রহণকৃত (৯০০×৭৮.৫০) = ৭০,৬৫০/- টাকা আদায়যোগ্য। যা দেশিয় মুদ্রায় ফেরতের ক্ষেত্রে দেড়গুণ হিসাবে = ১,০৫,৯৭৫/- টাকা আদায়যোগ্য।

২। **এক্সট্রা লাগেজ বাবদ গৃহীত অর্থ ঃ** কর্মকর্তাগণ এক্সট্রা লাগেজ বাবদ মোট ২৬৩৩ ডলার গ্রহণ করেছেন অথচ অতিরিক্ত লাগেজ পরিবহনের জন্য বিমান কর্তৃপক্ষ হতে প্রদত্ত কোন প্রমাণক বিলের সাথে সংযুক্ত করা হয়নি। অথচ বিমান সংস্থার প্রদত্ত ভাউচার দাখিলের মাধ্যমে বিলের সমন্বয় সাধনের নির্দেশনা থাকলেও এ ক্ষেত্রে তা প্রতিপালন করা হয়নি।

এমতাবস্থায় এমসিও বাবদ গ্রহণকৃত (২৬৩৩.৭৯×৭৮.৫০) = ২,০৬,৭২৩ টাকা আদায়যোগ্য। যা দেশীয় মুদ্রা ফেরতের ক্ষেত্রে দেড়গুণ হারে ৩,১০,০৮৫.২০ টাকা আদায়যোগ্য। অতএব সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের নিকট হতে স্টেশনারী ভাউচার ও এমসিও বাবদ সর্বমোট = (১,০৫,৯৭৫+ ৩,১০,০৮৫.২০) = **৪,১৬,০৬০.২০** আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (১১৪)

এপি নং-২৫০৬৭ (আপত্তি-৭৫)

ইউনিটের নাম: এস এফসি (বিমান) ঢাকা সেনানিবাস, নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

পাকিস্তানে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে বিডি/৭৭৩৭ এয়ার কমডোর শেখ আব্দুল হান্নান কর্তৃক পকেট ভাতা, বিমান এমসিও/ টিএ/ডিএ শীপ ফ্রেইট বাবদ অতিরিক্ত টাকা ৭,৫৭,৮৭৭।

এ এফ ডি এর ০৭.০৪.২০১৩ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-৯২০ মোতাবেক ১৯ আগষ্ট ২০১৩ হতে ২৭ জুন ২০১৪ পর্যন্ত (যাতায়াত সময় ব্যতীত) ও সংশোধনী FGO তাং ৩০.০৭.২০১৩ খ্রিঃ পত্র নং ১৮৬৯ মোতাবেক ১৪ আগষ্ট ২০১৩ হতে ২৭ জুন ২০১৪ পর্যন্ত (যাতায়াত সময় ব্যতীত) বিডি/৭৭৩৭ এয়ার কমডোর শেখ আব্দুল হান্নানকে National Security and War Course 2013-2014 অংশগ্রহণের জন্য পাকিস্তানে গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়। পাকিস্তান সরকার কোর্সে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ ফি থাকা (ভিজিট/ট্যুর ব্যতীত), খাওয়া (একক) (ভিজিট/ট্যুর ব্যতীত), চিকিৎসা খরচ, (অপারেশন/হাসপাতালে ভর্তি ব্যতীত) কোর্স সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ যাতায়াত খরচ, কোর্স কারিকুলামের অন্তর্ভূক্ত বৈদেশিক শিক্ষা সফরে যাতায়াতের জন্য সর্বোচ্চ ৫০,০০০ পাকিস্তানি রুপি এবং মাসিক ২০০০ পাকিস্তানি রুপি বৃত্তি প্রদান করে।

বিডি/৭৭৩৭ এয়ার কমডোর শেখ আব্দুল হান্নান এর ভ্রমণ বিল পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের বিবরণ নিম্নরুপ:

১। এমসিও বাবদ গ্রহনকৃত অর্থঃ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যাওয়ার পথে ১০ কেজি মালামালের এমসিও বাবদ ২৮০০.০০ টাকা গ্রহণ করেন। এমসিও ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় টিকেট আইটিনারীতে উল্লেখিত টিকেট নং ২১৪৩৮৬৬৬৯১২৫ কিন্তু এক্সেস ব্যাগেজ টিকেট নং ২১৪২১১৭৮৩১৯৮২। আবার ফেরার পথে তিনি ২০ কেজির পরিবর্তে ২৮ কেজি মালামালের এমসিও গ্রহণ করেন। পিআরপি রুল ৩৮২ এর বি মোতাবেক যাওয়ার সময় ১৮ কেজি মালামাল পরিবহন করলে ফেরার পথে আরো ১০ কেজি মালামাল পরিবহন করতে পারবে। এছাড়া এক্সেস ব্যাগেজ টিকেট নং ২১৪৩১৮৬৬৬৯২৫ তারিখ ৩০/৬ যা সঠিক নয় এবং এক্সেস ব্যাগেজ টিকেট উল্লেখিত টাকার অংক দেশীয় মুদ্রায় রয়েছে (BDT ২৪০০) যাহা বাস্তবসম্মত নয়। এমতাবস্থায় প্রস্তুতকৃত ডকুমেন্ট এর মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলনের বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ায় এমসিও বাবদ গ্রহণকৃত {(টাকা ২৮০০+(মাঃ ডঃ ৬৮.০২× টাকা ৭৯.৯০ = ৫,৪৩৪.৮০×১.৫) টাকা ৮,১৫২} = ১০,৯৫২ টাকা আদায়যোগ্য। উল্লেখ্য দেশীয় মুদ্রায় পরিশোধের ক্ষেত্রে দেড়গুণ হারে ফেরতযোগ্য।

২। আন্তর্জাতিক স্টাডি ট্যুর ঃ পাকিস্তানের ন্যাশনাল ইউনিভারসিটির প্রত্যয়ন অনুযায়ী আন্তর্জাতিক স্টাডি ট্যুর এর সূচী নিম্নরুপ ঃ

শ্রীলংকা	কলম্বো, জামিন ও ক্যান্ডি	২০-২৪ এপ্রিল ১৪	৫ দিন
ইউএসএ	১. ওয়াশিংটন	২৬/৪/১৪-৩০/৪/১৪	৫ দিন
	২. নিউইয়র্ক	০১/০৫/১৪-০২/০৫/১৪	২ দিন

টিকেট আইটানারী ও ভ্রমণ ভাতা বিলের তথ্য অনুযায়ী ভ্রমণ বৃত্তান্ত ঃ

বিমান আইটিনারী		**ভ্রমণ ভাতার তথ্য**	
স্থান	তারিখ	স্থান	তারিখ
ইসলামাবাদ-দুবাই	১৯/৪/১৪	ইসলামাবাদ-দুবাই	১৯/৪/১৪
দুবাই-কলম্বো	২০/৪/১৪	দুবাই-কলম্বো	২০/৪/১৪
কলম্বো-দুবাই	২৫/৪/১৪	কলম্বো-দুবাই	২৫/৪/১৪

দুবাই-ওয়াশিংটন	২৬/৪/১৪	দুবাই-ওয়াশিংটন	২৬/৪/১৪
ওয়াশিংটন-জেএফকে (JFK)	১৫/৫/১৪	ওয়াশিংটন-ফ্লোরিডা	১/৫/১৪
দুবাই-ইসলামাবাদ	১৬/৫/১৪	ফ্লোরিড-নিউইয়র্ক	১/৫/১৪
		নিউইয়র্ক-দুবাই	১৫/৫/১৪
		দুবাই-ইসলামাবাদ	১৫/৫/১৪

উপরোক্ত বিবরণ থেকে আসল ভ্রমণ বৃত্তান্ত সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। তবে নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণ হ'ল ঃ

ক) পকেট ভাতা ঃ বিমান আইটানারী হতে প্রতীয়মান হয় যে, ওয়াশিংটন তিনি ১৫/৫/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত অবস্থান করেছেন। সুতরাং ১৫ দিনের পকেট ভাতা প্রাপ্য নয়। অতএব, এ বাবদ গৃহিত অতিরিক্ত অর্থের পরিমাণ টাঃ ৬৯২১৩.৭৫ (১৬৫×৩৫% = ৫৭.৭৫×১৫ দিন = মাঃ ডঃ ৮৬৬.২৫×৭৯.৯০)।

খ) নিউইয়র্কের জন্য দৈনিক ভাতা ঃ প্রাপ্য নয়। কারণ ফ্লাইট আইটানারী অনুযায়ী নিউইয়র্কে যাওয়া ও অবস্থান হয় নাই। অতএব, এক্ষেত্রে টাকা ৬০৮৮৩.৮০ (মাঃ ডঃ ৩৮১×২ = মাঃ ডঃ ৭৬২× টাঃ ৭৯.৯০) প্রাপ্যতাবিহীনভাবে গৃহিত।

গ) হোটেল বিল ঃ অসংগতির কারণে হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈনিক ভাতা অর্থাৎ দৈনিক ভাতা বেশী করে নেয়ার জন্য কৃত্রিম হোটেল বিল দাখিল করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান। অসংগতিসমূহ ঃ

(১) শ্রীলংকাতে হোটেল গ্লাডারী, ইউএসএ তে ভার্জিনিয়ান সুইটস এর দেখানো হোটেল বিল প্রকৃত হোটেল যে প্রকৃতির হয় সে প্রকৃতির নয়।

(২) ভারজিনিয়ান সুইটস এর ঠিকানায় United States লেখা হয়েছে। হোটেলের ঠিকানায় শুধুমাত্র দেশের নাম থাকে না। হোল্ডিং নম্বর, রোড নম্বর, এলাকা ইত্যাদি অবশ্যম্ভাবীভাবে থাকার কথা। এর সাথে ফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স, ই-মেইল, ওয়েবসাইট ইত্যাদিও। আলোচ্য হোটেল বিলগুলিতে তার কোন কিছুই নাই।

(৩) ফ্লাইট আইটানারী অনুযায়ী নিউইউর্কে যাওয়া হয় নাই বিধায় নিউইয়র্কের জন্য ১/৫/২০১৪ এবং ২/৫/২০১৪ তারিখের হোটেল বিল থাকার কথা নয়। এসব অসংগতি কোন আসল বিলে থাকে না। সুতরাং বিল যথাযথ না হওয়ায় হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রাপ্য নয়। সর্বসাকুল্যভাতা প্রাপ্য।

অতএব হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈনিক ভাতা অতিরিক্ত গ্রহণ ঃ

ক্রমিক	দেশ	গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত/ আদায়যোগ্য (প্রতি মাঃডঃ=৭৯.৯০)
১	শ্রীলংকা	২০/৪/১৪ হতে ২৪/৪/২০১৪, ৫ দিন × মাঃ ডঃ ২৮৩ = মাঃ ডঃ ১৪১৫	সর্বসাকুল্য ভাতা ৫ দিন × মাঃ ডঃ ১৫১ = মাঃ ডঃ ৭৫৫	মাঃ ডঃ ৬৬০
২	ইউএসএ	৫ দিন × মাঃ ডঃ ৩৮১ = মাঃ ডঃ ১৯০৫ দিন ধরা হয়েছে কারণ নিউইয়র্কের জন্য ২ দিন পূর্বেই নিরীক্ষার হিসাব থেকে বাদ দেয়া হয়েছে	৫ দিন × মাঃ ডঃ ২০২= মাঃ ডঃ ১০১০	মাঃ ডঃ ৮৯৫
			মোট	মাঃ ডঃ ১৫৫৫

৩. অভ্যন্তরীণ স্টাডি ট্যুর ঃ হোটেল বিলগুলিতে অসংগতি থাকায় বিলগুলি যথাযথ নয়। করাচীর Movenpick এবং Sheraton হোটেলের বিলের লিখন প্রকৃতি একইরকম। এমনকি ফোন নং +92-21-3563-3333 একই। হোটেল বিল যথাযথ না হওয়ায় সর্বসাকুল্যভাতা প্রাপ্য। অতএব, অতিরিক্ত গ্রহণ ঃ

গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
১৪ দিন × মাঃ ডঃ ৩১৭ = মাঃ ডঃ ৪৪৩৮	২০ দিন × সর্বসাকুল্যভাতা মাঃ ডঃ ১৬৫ = মাঃ ডঃ ৩৩০০	মাঃ ডঃ ২১২৮ (-)পকেট ভাতা (১৬৫× ২৫% = ৪১.২৫× ২০ দিন) = মাঃ ডঃ ৮২৫
৬ দিন × মাঃ ডঃ ১৬৫ = মাঃ ডঃ ৯৯০		
মোট = মাঃ ডঃ ৫৪২৮		
	মোট =	মাঃ ডঃ ১,৩০৩

৪। আয়োজক কর্তৃপক্ষ থেকে বৈদেশিক শিক্ষা সফরের জন্য প্রাপ্ত পাকিস্তানি রুপী ৫০,০০০ সমপরিমান মাঃ ডঃ ৪৯১.০০ ভ্রমণ ভাতা বিলে সমন্বয় না করায় তা আদায়যোগ্য।

৫। আয়োজক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মাসিক ২০০০ রুপী হিসাবে আনুমানিক ২০৮ মাঃ ডলারও সমন্বয় করা হয় নাই।

৬। শীপ ফ্রেইট ঃ ৩০০ কেজির শীপ ফ্রেইট বাবদ মাঃ ডঃ ৪৪০০ পরিশোধ করার সমর্থনে সংযুক্ত কাগজপত্রসমূহের লেখার ধরণ, প্রকৃতি ইত্যাদি থেকে প্রতীয়মান হয় সেগুলো প্রকৃত বিল ভাউচার নয়। দরপত্রে মোট চার্জ মাঃ ডঃ ৪৪০০ দেখানো হলেও ওশেন ফ্রেইট মাত্র ১৭০০। ওশেন ফ্রেইট ছাড়া অন্য কোন চার্জ প্রাপ্য নয়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বিল অব ল্যাডিং এ মোট ২১৬০ কেজি উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং বাস্তবে প্রকৃতই যদি ৪৪০০ মাঃ ডঃ ব্যয় হয়ে থাকে তা ২১৬০ কেজি'র জন্য। অর্থাৎ প্রতি কেজী মাঃ ডঃ ২.০৪। যার মধ্যে শীপ ফ্রেইট প্রতি কেজী ০.৭৯ মাঃ ডঃ (১৭০০÷২১৬০ কেজি)। বস্তুতঃ পাকিস্তান থেকে প্রতি কেজির শীপ ফ্রেইট ০.৮০ ডলারের বেশী নয়।

অতএব, প্রকৃত পক্ষেই যদি মালামাল আণয়ন করা হয়ে থাকে তাহলেই প্রতি কেজি মাঃ ডঃ ০.৭৯ (মাঃ ডঃ ১৭০০÷২১৬০) হিসাবে প্রাপ্য মাঃ ডঃ ২৩৭ (০.৭৯ মাঃ ডঃ × ৩০০ কেজি)। অতিরিক্ত গ্রহণ মাঃ ডঃ ৪১৬৩ (৪৪০০-২৩৭)।

সর্বমোট অতিরিক্ত গ্রহণ ঃ

ক্রমিক	আইটেম	অতিরিক্ত গ্রহণ	
		মাঃ ডঃ	টাকা (প্রতি মাঃডঃ=৭৯.৯০)
১	বিমান এমসিও বাবদ গ্রহনকৃত অতিরিক্ত অর্থঃ	--	১০,৯৫২ টাকা
২	পকেট ভাতা ১.৫.১৪ হতে ১৫.৫.১৪	৮৬৬.২৫	
৩	দৈনিক ভাতা নিউইয়র্ক ১/৫/১৪ ও ২/৫/১৪	৭৬২.০০	
৪	দৈনিক ভাতা ঃ আন্তর্জাতিক স্টাডি ট্যুর	১৫৫৫.০০	
৫	দৈনিক ভাতা ঃ অভ্যন্তরীণ স্টাডি ট্যুর (মাঃ ডঃ ২১২৮ - পঃ ভাঃ ৮২৫)	১৩০৩	
৬	পাকিস্তান থেকে বৈদেশিক শিক্ষা সফর উপলক্ষে প্রদত্ত	৪৯১.০০	
৭	পাকিস্তান থেকে প্রাপ্ত মাসিক বৃত্তি (২০০০ রুপি)	২০৮.০০	
৮	শীপ ফ্রেইট	৪১৬৩.০০	
	মোট=	৯,৩৪৮.২৫	৭,৪৬,৯২৫.০০
			সর্বমোট =৭,৫৭,৮৭৭.০০

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (১১৫)

এপি নং-১৪৫৯৩ (আপত্তি-০৭)

ইউনিটের নামঃএফ সি (আর্মি) পে-২ এর ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব

ভারতে প্রশিক্ষণে গমনকারী প্রশিক্ষণার্থীকে প্রাপ্যের অতিরিক্ত হোটেল ভাতা, ত্রুটিপূর্ণভাউচার / ডকুমেন্টস এর ভিত্তিতে বিমান MCO'র মূল্য ও শীপ ফ্রেইট এর অর্থ এবং অপ্রাপ্য Visit and studytour এর অর্থ প্রদান করায় ক্ষতি ২,০১,৯২৬ টাকা।

সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং ০৬.০০.০০০০.০০৯.২০.০০১.১৩.ভারত/ ৫১৩ তারিখ ২৫-০২-২০১৩ খ্রিঃ এর প্রেক্ষিতে ১৯-০৪-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১১-০৭-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে ভারতে অনুষ্ঠিত "Advance Information Technology(All Arms)JCOs/ORs{Adv IT(AA)-09} Course" এ অংশগ্রহনের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১১৬১২৭৫৮ কর্পোরাল মোঃ আল আমিন, সিগন্যালসকে ভারত গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ভারত সরকার আন্তর্জাতিক যাতায়াত বিমান ভাড়া, থাকা, চিকিৎসা, কোর্স সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ, নির্দিষ্ট পরিমানে লিভিং এলাউন্স বহন করে এবং বাংলাদেশ সরকারের বাজেট হতে পকেট ভাতাসহ অন্যান্য সুবিধা Provide করা হয়। সংশ্লিষ্ট সৈনিককে পরিশোধিত টিএ/ডিএ বিলে অনিয়মগুলো নিম্নরূপঃ

১) অপ্রাপ্য নগদ ভাতাঃ ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী তিনি ১৭-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ২১.২০ ঘটিকায় ঢাকা ত্যাগ করেন এবং ২১.৪৫ ঘটিকায় কোলকাতা পৌছান। তিনি ১৮-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ০৯.৫০ ঘটিকায় কোলকাতা ত্যাগ করেন এবং ১২.১০ ঘটিকায় দিল্লী পৌছান।একইদিন তিনি ১৮.০০ ঘটিকায় দিল্লী ত্যাগ করেন এবং ১৯.৩০ ঘটিকায় ইন্দোর পৌছান । অর্থাৎ যাওয়ার পথে ১৭-০৪-২০১৩খ্রিঃ তারিখে তিনি শুধুমাত্র কোলকাতায় অবস্থান/রাত্রী যাপন করেন। ফেরার পথে তিনি ১২-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ০৭.৫০ ঘটিকায় ইন্দোর ত্যাগ করেন এবং ০৯.২০ ঘটিকায় দিল্লী পৌছান।একইদিন তিনি ১০.২৫ ঘটিকায় দিল্লী ত্যাগ করেন এবং ১৩.৩০ ঘটিকায় কোলকাতা পৌছান। ঐদিনই তিনি ১৯.০০ ঘটিকায় কোলকাতা ত্যাগ করেন এবং ২০.২০ ঘটিকায় ঢাকা পৌছান। অর্থাৎ ফেরার পথে তিনি কোথা ও অবস্থান/রাত্রীযাপন করেননি।কিন্তু বিলের সাথে সংযুক্ত ০৩ টি হোটেল ভাউচার হতে দেখা যায় যে, তিনি ১৮-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে কোলকাতার "ক্যাপিটাল গেষ্ট প্রাঃ লিমিটেডএ ;১৭-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে দিল্লীর "৬৫২ নিউদিল্লী হোটেলস" এ এবং ১২-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে কোলকাতার "ক্যাপিটাল গেষ্ট প্রাঃ লিমিটেড এ অবস্থান করেছেন । কিন্তু ফ্লাইট আইটিনারীর ভ্রমণ সিডিউল অনুযায়ী তিনি ১৮-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ০৯.৫০ ঘটিকায় কোলকাতা ত্যাগ করেন এবং ১২.১০ ঘটিকায় দিল্লী পৌছান। তাহলে তাঁর ১৮-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে কোলকাতায় এবং ১৭-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে দিল্লীতে হোটেলে অবস্থান করার বিষয়টি বাস্তব সম্মত নয়। তাছাড়া তাঁর ১২-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে কোলকাতায় অবস্থানের বিষয়টিও সঠিক নয়। কারণ ঐদিন তিনি কোলকাতায় ৫.৫ ঘন্টার যাত্রা বিরতি করেছিলেন মাত্র। অধিকন্তু কোলকাতা ও দিল্লীর দুটি হোটেল থেকে প্রদত্ত ভাউচারগুলো একই রকম, শুধু হোটেলের নামটি ভিন্ন। সার্বিক বিবেচনায় হোটেল ভাউচারগুলো আসল (Genuine) বলে প্রতীয়মান হয় না। ভ্রমণ সিডিউল অনুযায়ী তাঁর দিল্লী ও কোলকাতায় ০৩ দিন অবস্থানের সুযোগ না থাকায় এবং দাখিলকৃত হোটেল ভাউচার সঠিক না হওয়ায় তিনি কোন হোটেলভাতা প্রাপ্য হবেন না এবং ১৭-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে কোলকাতায় অবস্থানের জন্য ০১ দিনের সাকূল্যভাতা প্রাপ্য হবেন না। কারণ প্রথমতঃ ভারত সরকারের প্রদত্ত বিমান/ ভাড়ায় যাতায়াতের সময় বাধ্যতামূলক অবস্থানজনিত রাত্রি যাপনের জন্য ভারত সরকার ই থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করার কথা। দ্বিতীয়তঃ এয়ারলাইনস্ ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে থাকে। না করে থাকলে কেন করেনি তার যৌক্তিক ব্যাখ্যাসহ প্রত্যয়ন আবশ্যক।এ ধরনের প্রত্যয়ন না থাকায় বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য কোন সুবিধা প্রাপ্য নয়। কিন্তু ০৩ দিনের নগদসহ হোটেলভাতা হিসেবে তাঁকে প্রদান করা হয়েছে ৩৬,২২৫ টাকা (বিল আনুযায়ী)। সুতরাং উক্ত অর্থ তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্য।

২) অতিরিক্ত পকেট ভাতাঃ ফ্লাইট আইটিনারীর ভ্রমণ সিডিউল অনুযায়ী তিনি ১৮-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ১১-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৮৫ দিনের পকেট ভাতা বাবদ (১১৫×২৫%×৮৫দিন×৮০.৫০টাকা) বা ১,৯৬,৭২২ টাকা প্রাপ্য। কিন্তু তাঁকে পকেটভাতা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে ২,৩১,৫৯৯ টাকা (বিল অনুযায়ী : ১৩৭ মাঃ ডঃ হিসেবে)। সুতরাং অতিরিক্ত পকেট ভাতা বাবদ আদায়যোগ্য (২৩১৫৯৯-১৯৬৭২২) বা ৩৪,৮৭৭ টাকা।

৩) অপ্রাপ্য বিমান এমসিওঃ বিমান MCO ভাউচারগুলো নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, সাদা পাতলা কাগজে তৈরী করা DAC-INDIA; INDIA- DAC এবং INDORE-DELHI লেখা ০৩ টি ভাউচার তিনি দাখিল করেছেন। তার মধ্যে DAC-INDIA ও INDIA- DAC লেখা ভাউচার দুটি গ্রহণপূর্বক তাঁকে MCO ক্রয় বাবদ ২০,৭০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে।ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী যাওয়ার পথের ফ্লাইট নম্বর A1229 এবং ফেরার পথের ফ্লাইট নম্বর A1230। কিন্তু

ভাউচারগুলোতে ফ্লাইট নম্বর হ'ল MU-5708(আসা যাওয়াএকই)। ভাউচারে যাত্রীর নাম ও টিকেট নম্বর উল্লেখ নেই। ভাউচারে ইস্যুকৃত স্থানের উল্লেখ নেই। ভাউচারগুলোতে ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের সীল/স্বাক্ষর নেই এবং ভাড়ার মোট পরিমান টাকায় উল্লেখ করা হয়েছে। সাথে USD 2 লিখে কি বোঝানো হয়েছে তা বোধগম্য নয়। এ সকল কারনে প্রমাণিত হয় ভাউচার গুলো আসল (Genuine) নয়, 'FAKE'। তাই এধরনের ভাউচারের ভিত্তিতে প্রদানকৃত ২০,৭০০ টাকা আদায়যোগ্য।

৪) অপ্রাপ্য শীপ ফ্রেইটঃ শীপ ফ্রেইট এর জন্য দাখিলকৃত কোটেশন ০৩টি তিনটি চায়না সংস্থার, যে গুলোতে কোন যোগাযোগের ঠিকানা নেই। এরূপ ঠিকানাবিহীন চীনের সংস্থা ভারতে মালামাল পরিবহনের কাজ কিভাবে করেছে তা নিরীক্ষার বোধগম্য নয়। আসলে সংশ্লিস্ট সৈনিকের কোটেশন ০৩ টি এবং CST টি চীনে প্রশিক্ষণে গমনকারী নং-৪৫০৭০৭২ সৈনিক বিপ্লব সরকার এর কোটেশন ও CST এর আদলে তৈরী করা হয়েছে। দুটি বিলের কোটেশন ও CST মিলিয়ে দেখলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। তৈরী করা ০৩টি Quotation এর মধ্যে দুটিতে (১মও ২য় সর্বনিম্ন) From India to Chittagong উল্লেখ করা হলে ও ৩য় টিতে From খালি রেখে to Chittagong উল্লেখ করা হয়েছে। CST তে ও From খালি রেখে to Chittagong উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে মালামাল ভারতের কোন স্থান/বন্দর থেকে পরিবহন করা হয়েছে উল্লেখ করা হয়নি। CST তে কোন কমিটি বা দায়িত্বশীল কর্মকর্তা স্বাক্ষর না করে প্রশিক্ষণার্থী নিজেই স্বাক্ষর করেছেন। কোটেশনগুলোতে প্রতি কেজির পরিবহন ভাড়া ১৫.৫, ১৭ ও ১৮ মাঃ ডঃ এর মধ্যে Sea/Ocean Freight যথাক্রমে ৫.৫, ৭.৫ও ৭.৫ মাঃ ডঃ। অবশিষ্ট মাঃ ডঃ বিভিন্ন চার্জ। তাই অন্যান্য সকল ডকুমেন্টস সঠিক থাকলে ও তিনি প্রতি কেজির Sea/Ocean Freight ৫.৫ মাঃ ডঃ হারে প্রাপ্য হতেন, যেখানে তাঁকে প্রদান করা হয়েছে ১৫.৫ মাঃ ডঃ হারে। মালামাল প্রকৃত পক্ষে পরিবহনের প্রমাণ স্বরূপ Bill of Lading দাখিল করা হয়নি। জেটি চালান, শেড বিল এবং এন্ট্রি ফরমের ফটোকপি দাখিল করা হয়েছে। Bill of Lading দাখিল না করায় এগুলোর সঠিকতা যাচাই করা যায়নি। ফলে মালামাল প্রকৃতপক্ষে পরিবহনের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় শীপ ফ্রেইট বাবদ প্রদানকৃত ৯৩,৫৮১ টাকা প্রাপ্য নয়।

৫) অপ্রাপ্য সর্বসাকূল্য ভাতাঃ Visit and study tour বাবদ ০৮ (ছিচল্লিশ) দিনের সর্বসাকুল্যভাতার ৭৫% হিসেবে তাঁকে ১৬,৫৪৩ টাকা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস কর্তৃক জারিকৃত স্মারক নং ২২০৭/টি তারিখ ০৫-০৯-১৯৯৪ খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ খ(২) অনুযায়ী থাকা, খাওয়া ও অভ্যন্তরীণ যাতায়াত খরচ এর মধ্যে যেটি/যেগুলো স্বাগতিক দেশ বহন করবে না স্বাগতিক দেশ কর্তৃক নির্ধারণ ও সনদপত্র স্বাপেক্ষে তাহা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বহন করা যাবে। এক্ষেত্রে স্বাগতিক দেশ কর্তৃক Visit and study tour এর সময়ের প্রাপ্য তা নির্ধারন বা সনদপত্র প্রদানের কোন প্রমাণক বিলের সাথে পাওয়া যায়নি। তাছাড়া Visit and study tour এর যে সনদ দাখিল করা হয়েছে তা সঠিক নয়। প্রথমতঃ প্রতিষ্ঠানের প্যাডের ফটোকপিতে সনদটি প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয়ঃ সনদটি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতি স্বাক্ষর করা হয়নি (যা নং-১৬১৬৩২৬ সৈনিক মোঃ হানিফ সোহাগকে প্রদত্ত সনদে করা হয়েছে)। তৃতীয়তঃ হানিফ সোহাগের সনদে Suresh Nath (সনদ স্বাক্ষরকারী) এর স্বাক্ষর আর এই সনদে স্বাক্ষরের মিল নেই। ফলে সনদের সঠিকতা সন্দেহাতিতভাবে প্রমাণিত হয় না। তাই এই সনদের ভিত্তিতে প্রদানকৃত ১৬,৫৪৩ টাকা আদায়যোগ্য।

মোট অতিরিক্ত প্রদানকৃত তথা আদায়যোগ্য অর্থের পরিমান (৩৪৮৭৭+২০৭০০+৯৩৫৮১+১৬৫৪৩) = ২,০১,৯২৬ টাকা।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (১১৬)

এপি নং-১৪৫৯৫ (আপত্তি-০৯)

ইউনিটের নামঃএফ সি (আর্মি) পে-২ এর ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব

যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে গমনকারী সৈনিককে অতিরিক্ত পকেট ভাতা, ষ্টাডিট্যুর এন্ড ভিজিট এর জন্য প্রাপ্যের অতিরিক্ত সাকূল্য ভাতা, রশিদ ব্যতিত ট্রাভেল ট্যাক্স ও এম্বারকেশন ফি এবং ক্রটিপূর্ণ ভাউচারের ভিত্তিতে MCO ও শীপফ্রেইট এর অর্থ প্রদান করায় ক্ষতি ২,৯৯,০২৯ টাকা।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং ০৬.০০.০০০০.০০৯.২০.০০১.১৩. যুক্তরাজ্য/৫৫৬ তারিখ ২৭-০২-২০১৩খ্রিঃ এর প্রেক্ষিতে ১৬-০৩-২০১৩খ্রিঃ হতে ২৮-০৬-২০১৩খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত "International Basic Tactics Instructors Course(Ibtc)" এ অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৪০২৮৩৩০ কর্পোরাল মোহাম্মদ সোহেল রানাকে মনোনয়ন দেয়া হয়। সংশ্লিষ্ট সৈনিককে পরিশোধিত টিএ/ডিএ বিলে অনিয়মগুলো নিম্নরূপঃ

১) অতিরিক্ত পকেট ভাতাঃ ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সৈনিক ১৭-০৩-২০১৩খ্রিঃ তারিখে ০৭.১৫ ঘটিকায় লন্ডন পৌছান এবং ২৯-০৬-২০১৩খ্রিঃ ১০.৫০ ঘটিকায় লন্ডন ত্যাগ করেন। তাই তিনি ১৭-০৩-২০১৩খ্রিঃ হতে ২৮-০৬-২০১৩খ্রিঃ পর্যন্ত মোট ১০৪ দিনের পকেট ভাতা প্রাপ্য। কিন্তু বিলে তাঁকে ১০৫ দিনের পকেট ভাতা প্রদান করা হয়েছে। ফলে ০১ দিনের পকেট ভাতা বাবদ (১৩৭×২৫%×৮২ টাকা) বা ২,৮০৯ টাকা আদায়যোগ্য।

২) অতিরিক্ত সর্বসাকূল্য ভাতাঃ প্রশিক্ষণকালীন সময়ে বিভিন্ন ষ্ট্যাডিট্যুর এন্ড ভিজিট এ অংশ গ্রহণের জন্য ১০ দিনের সর্বসাকূল্য ভাতার ৭৫% হারে প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু ষ্ট্যাডিট্যুরের ১০দিন প্রশিক্ষণ সময়ের অন্তর্ভূক্ত থাকায় এবং প্রশিক্ষণার্থী উক্ত সময়ে ২৫% পকেট ভাতা গ্রহণ করায় প্রদত্ত পকেট ভাতা দৈনিক ভাতা হতে বাদ যাবে। অর্থাৎ তিনি এক্ষেত্রে (৭৫%-২৫%)বা ৫০% হারে দৈনিক ভাতা প্রাপ্য। কিন্তু ষ্ট্যাডি ট্যুর এন্ড ভিজিট এর ১০ দিনে ৭৫% হারে দৈনিক ভাতা প্রদান করা হয়েছে। ফলে তাঁকে সর্বসাকূল্য ভাতার(৭৫%-৫০%) বা ২৫% হারে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে। এভাবে ১০ দিনে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে (১৩৭×২৫%×১০দিন) বা ৩৪২.৫০ মাঃ ডঃ, দেশীয় মুদ্রায় (৩৪২.৫×৮২)বা ২৮,০৮৫ টাকা, যা আদায়যোগ্য।

৩) অপ্রাপ্য বিমান এমসিওঃ বিমান MCO ভাউচারগুলো নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, 'A-4' সাইজের সাদা কাগজে ভাউচার দুটি তৈরী করা হয়েছে। ভাউচার দুটিতে একই ফ্লাইট নম্বর (QR-343/QR-7) উল্লেখ করা হয়েছে, যার ওয়ার ফ্লাইট নম্বর। ফেরার ফ্লাইট নম্বর হ'ল QR-6/QR-344। ভাউচারে ইস্যুর স্থানের উল্লেখ নেই, শুধু যাওয়া আসার রুট উল্লেখ রয়েছে। ভাউচার গুলোতে ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের সীল/স্বাক্ষর নেই। অন্য কোন টিএ/ডিএ বিলের সাথে এধরনের এমসি ও ভাউচার পরিলক্ষিত হয়নি। এ সকল ক্রটির কারণে ভাউচার গুলো কোন বিমান সংস্থা কর্তৃক ইস্যুকৃত মর্মে প্রতীয়মান হয় না। তাই ভাউচারগুলো গ্রহনযোগ্য নয় এবং এই ভাউচারগুলোর প্রদানকৃত ৬২,৮২৮ টাকা আদায়যোগ্য।

৪) অপ্রাপ্য শীপ ফ্রেইটঃ ফ্রেইট এর ডকুমেন্টগুলো নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, দাখিলকৃত Quotation গুলোতে পাসপোর্ট নম্বর নেই। কোটেশন গুলোতে Ocean Freight আলাদাভাবে উল্লেখ না করে সকল প্রকার চার্জসহ একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। Bill of Lading এ Port of Loading এবং Place of Delivery উল্লেখ করা হয়নি। বিলের সাথে জেটি চালান পাওয়া যায়নি। চট্টগ্রাম বন্দরের শেড বিলে Bill of Lading এর নম্বর উল্লেখ করা হয়নি। মালামালের পরিমান শেডবিলে ০৪ প্যাকেজ এবং Bill of Lading এ ০৩ বক্স উল্লেখ রয়েছে। Bill of Lading এ প্রথমে উপরে ১০০ কেজি আবার নীচে ২০০ কেজি উল্লেখ রয়েছে। মালামাল আণয়নের স্বপক্ষে যুক্তরাজ্যের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ও কাষ্টমস্ এর কাগজপত্র, বাংলাদেশের ঢাকা বিমান বন্দরের দাখিল যোগ্য ডিক্লারেশন এর কপি ইত্যাদি মৌলিক দলিলাদি বিলের সাথে দাখিল করা হয়নি। উল্লিখিত কারণে সমুদ্র পথে মালামাল আনয়নের বিষয়টি সন্দেহাতিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় শীপফ্রেইট বাবদ প্রদান কৃত ২,০২,৫০৭ টাকা প্রাপ্য নয়। এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে, বিমান এমসিও'র প্রতি কেজি লাগেজ বহন বাবদ ১৭.০০ মাঃ ডঃ দাবী করা হয়েছে। অথচ সমুদ্র পথে প্রতি কেজি বহন বাবদ দাবী করা হয়েছে ৩৩.০০ মাঃ ডঃ। সমুদ্র পথে পণ্য পরিবহন ব্যয় বিমান পথে পরিবহন ব্যয়ের অধিক নয়।

৫) অপ্রাপ্য ট্রাভেল ট্যাক্স ও এম্বারকেশন ফিঃ সংশ্লিষ্ট সৈনিককে ঢাকা বিমান বন্দরের জন্য ট্রাভেল ট্যাক্স ও এম্বারকেশন ফি বাবদ যথা ক্রমে ২,৫০০ টাকা ও ৩০০ টাকা মোট ২,৮০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু অর্থ প্রদানের স্বপক্ষে কোন রশিদ পাওয়া যায়নি বিধায় প্রদত্ত ২,৮০০ টাকা আদায়যোগ্য। উপর্যুক্ত বর্ণনা অনুযায়ী অতিরিক্ত প্রদানকৃত তথা আদায় যোগ্য অর্থের পরিমান (২৮০৯+২৮০৮৫+৬২৮২৮+২০২৫০৭+ ২৮০০) বা ২,৯৯,০২৯ টাকা।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (১১৭)

এপি নং-১৪৫৯৬ (আপত্তি-১১)

ইউনিটের নামঃএফ সি (আর্মি) পে-২ এর ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব

কাতারে অনুষ্ঠিত সামরিক প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহনকারী সৈনিকগণকে প্রাপ্যতার চেয়ে অতিরিক্ত হারে পকেট ভাতা, ট্রানজিট ভাতা ও টার্মিনাল চার্জ এবং যথাযথ ভাউচার ছাড়া এমসিও ক্রয় বাবদ অর্থ প্রদান করায় ক্ষতি ৪১,৬৮,৮৩২ টাকা।

প্রশিক্ষণার্থী সৈনিকগণকে প্রাপ্যতার চেয়ে অতিরিক্ত হারে পকেট ভাতা, ট্রানজিট ভাতা ও টার্মিনাল চার্জ এবং যথাযথ ভাউচার ছাড়া এমসিও ক্রয় বাবদ অর্থ প্রদান করায় ৪১,৬৮,৮৩২ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "পরিশিষ্ট-৩ (১১৭)(।)" এ দেয় হলো)। বিস্তারি নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং ০৬.০০.০০০০.০০৯.২০.০০১.১৩. কাতার. ১৭২৬ তারিখ ০৪-০৫-২০১৫ খ্রিঃ এবং নং ০৬.০০.০০০০.০০৯.২০.০০১.১৩. কাতার.২১০১ তারিখ ২৭-০৫-২০১৫খ্রিঃ এর প্রেক্ষিতে ০৯-০৫-২০১৫খ্রিঃ তারিখ হতে ২৭-০৫-২০১৫খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ১৯ (উনিশ) দিনের জন্য কাতারে অনুষ্ঠিত "সামরিক প্রশিক্ষণ-Exercise Ferocious Falcon(4)-2015" এ অংশগ্রহণের জন্য অফিসারদের সাথে পরিশিষ্টে উল্লিখিত সৈনিকগণকে কাতার গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে কাতার সরকার তাদের "সি-১৭" সামরিক বিমানে প্রশিক্ষণার্থীদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করে। এছাড়া থাকা-খাওয়া ও অভ্যন্তরীণ যাতায়াতের ব্যবস্থা করে। বাংলাদেশ সরকারের বাজেট হতে পকেট ভাতাসহ অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা হয়। সংশ্লিষ্ট সৈনিকগণের টিএ/ডিএ বিল নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত ত্রুটিসমূহ নিম্নরূপঃ

১) অতিরিক্ত পকেট ভাতাঃ পরিশিষ্টের ক্রমিক নং ০১ হতে ক্রমিক নং ০৬ এ উল্লিখিত সৈনিকগণ পদমর্যাদা অনুযায়ী ১৩৭ মার্কিন ডলার সর্বসাকূল্য ভাতার ভিত্তিতে পকেট ভাতা, ট্রানজিট ভাতা ও টার্মিনাল চার্জ প্রাপ্য হলেও তাদেরকে ১৬৫ মাঃ ডঃ এর ভিত্তিতে উক্ত সুবিধাসমূহ প্রদান করাহ য়েছে। ফলে পকেট ভাতা বাবদ (১৬৫-১৩৭) বা ২৮ মাঃ ডঃ এর ২৫% হারে (২৮×২৫%×১৯ দিন) বা ১৩৩ মাঃ ডঃ এবং ট্রানজিট ভাতা ও টার্মিনাল চার্জ বাবদ {২৮×(২৫%+১০%)×২} বা ১৯.৬০ মাঃ ডঃ মোট (১৩৩+১৯.৬০) বা ১৫২.৬০ মাঃ ডঃ দেশীয় মুদ্রায় ১১,৮৭২ টাকা (১ মাঃ ডঃ=৭৭.৮০ টাকা) করে প্রত্যেককে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে। ফলে ০৬ জন কে অতিরিক্ত পরিশোধের পরিমান (১১৮৭২×৬) বা ৭১,২৩২ টাকা।

২) অপ্রাপ্য বিমান এমসিওঃ তাছাড়া পরিশিষ্টের ০৫ নং কলামে সৈনিকগণের প্রত্যেককে নামের পার্শে উল্লিখিত অর্থ এমসিও ক্রয় বাবদ অর্থ প্রদান করা হয়েছে। সেনাসদর, জিএস শাখা, সামরিক প্রশিক্ষণ পরিদপ্তরের ০৪-০৫-২০১৫ তারিখের আর্থিক প্রাপ্যতা আদেশের অনুচ্ছেদ-২ অনুযায়ী কাতার সরকার কর্তৃক বিষয়োক্ত সামরিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সদস্য ও প্রশিক্ষণ সরঞ্জামাদি কাতার (C-17) বিমানের মাধ্যমে কাতারে প্রেরণ ও প্রশিক্ষণ শেষে বাংলাদেশে ফেরত আনা হয়। উক্ত আর্থিক প্রাপ্যতা আদেশের অনুচ্ছেদ-৩(ঙ)এ প্রশিক্ষণ সামগ্রী বহনের জন্য বিমান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত লাগেজ বহনের সুযোগের অতিরিক্ত ১৮ কেজি, ফেরত পথে ২৮ কেজি লাগেজ বিমানে বহনের প্রাপ্যতা দেয়া হয়। যা সঠিক হয়নি। কারন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণকে এবং প্রশিক্ষণ সামগ্রী কাতারের C-17 নেয়া ও আনা হয়। সুতরাং সৈনিকগণকে লাগেজ বহন বাবদ পরিশিষ্টের কলাম ০৫ এ প্রত্যেক নামের পার্শে বর্নিত অর্থ পরিশোধ সঠিক হয়নি। অধিকন্তু দাখিলকৃত সাদা বা রঙিন কাগজের MCO ভাউচার ভাউচারগুলোতে ফ্লাইট নম্বর বা টিকেট নম্বর নেই। কোন কোন ভাউচারে ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের সীল/স্বাক্ষর নেই। ফলে ভাউচারগুলোর প্রকৃতি ও লিখন এবং অবয়ব দেখে প্রতীয়মান হয় যে, এগুলো কোন বিমান সংস্থা কর্তৃক ইস্যুকৃত আসল (Genuine) ভাউচার নয়। এভাবে পরিশিষ্টের বর্ণনা অনুযায়ী অতিরিক্ত প্রদানকৃত তথা আদায়যোগ্য অর্থের পরিমান **৪১,৬৮,৮৩২ টাকা।** উল্লেখ্য যে, নিরীক্ষাকালে ৫৩ (তিপ্পান্ন)জনের বিল পাওয়া গিয়েছে। কোর্সে গমনকারী অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থীগণের ক্ষেত্রে ও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে মর্মে নিরীক্ষার প্রতীয়মান হচ্ছে।

পরিশিষ্ট-৩ (১১৭)(।)

এপি নং-১৪৫৯৬ (আপত্তি-১১)

ইউনিটের নাম: এফ সি (আর্মি) পে-২ এর ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব

ফাইন্যান্স কন্ট্রোলার (আর্মি) পে-২ পরিশিষ্টঃ "ঘ" ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা অনুচ্ছেদঃ ১১ অর্থ বছরঃ ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ প্রাপ্যতার চেয়ে অতিরিক্ত হারে পকেট ভাতা, ট্রানজিট ভাতা ও টার্মিনাল চার্জ এবং যথাযথ ভাউচার ছাড়া এমসিও ক্রয় বাবদ অর্থ প্রদান করা জনিত ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রঃনং	সৈনিকের নাম, নম্বর ও পদবী	ইউনিটের নাম	পকেট ভাতা; ট্রানজিট ভাতা ও টার্মিনাল চার্জ বাবদ অতিরিক্ত প্রদান	MCO'র মূল্য বাবদ প্রদান	মোট আদায় যোগ্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
০১	৪০০৮৯৮৫ সার্জেন্ট মোঃ রানাউল হক	১ প্যারা কঃব্যাঃ	১১,৮৭২/-	৫০,৬০০/-	৬২,৪৭২/-
০২	২০০৭৮৫৫, আরজান আলী	এএসইউ, যশোর	১১,৮৭২/-	৫০,৬০০/-	৬২,৪৭২/-
০৩	১৪৩৭৫৯৬ ,, ,, খোরশেদ আলম	২ ইঞ্জিঃ ব্যাটালিয়ান	১১,৮৭২/-	৫০,৬০০/-	৬২,৪৭২/-
০৪	১৪৩৭৭৯৯ ,, নুরই আলম রিপন	৩, ইঞ্জিঃ ব্যাঃ,সাভার	১১,৮৭২/-	৫০,৬০০/-	৬২,৪৭২/-
০৫	২২০৩২৯১,, মোঃ জাহিদু লইসলাম	সিওডি, ঢাকা	১১,৮৭২/-	৫০,৬০০/-	৬২,৪৭২/-
০৬	২০০৬০৫৮,, এসএম আব্দুল কাদির	সিএমএইচ,সাভার	১১,৮৭২/-	৫০,৬০০/-	৬২,৪৭২/-
০৭	১৪৪২৮৯৩ ল্যাঃ কর্পোঃ মোঃ প্যারিস হাসান		নেই	৫৫,২০০/-	৫৫,২০০/-
০৮	১৪৩৮১৯১ ল্যাঃ কর্পোঃ মোঃ সাইফুল ইসলাম		নেই	৫৫,২০০/-	৫৫,২০০/-
০৯	১২২৬০৮৮ ল্যাঃ কর্পোঃ মোঃ মুরাদ হোসেন		নেই	৫৫,২০০/-	৫৫,২০০/-
১০	১৪৪০০১৫ কর্পোঃ মোঃ নাজির হোসেন	৬ইঞ্জিঃ ব্যাটালিয়ান	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
১১	১৪৪০১৪৭ কর্পোঃ মোঃ আলআমিন হোসেন	-ঐ-	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
১২	১৪৪২১৭১ল্যাঃ কর্পোঃ মোঃ মঈনুল ইসলাম	-ঐ-	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
১৩	১৪৪৬৪৯০ সৈনিক মোঃ শাহিন আলম	-ঐ-	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
১৪	২০০৮৮১৪ ল্যাঃ কর্পোঃ মোঃ মতিউর রহমান	বাঃ সঃ বাঃ বোর্ড	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
১৫	২০০৮৬৪০ ল্যাঃ কর্পোঃ মোঃ জয়নুল আবেদিন	সঃ দঃ এএস ইউ,ঢাকা	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
১৬	২০১১৯২৯ সৈনিক মোঃ নয়ন হোসেন	৭ ফিল্ড এম্বুল্যান্স	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
১৭	১৪৪১৪১৩ ল্যাঃ কর্পোঃ মোঃ আমিরুল ইসলাম	-ঐ-	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
১৮	১৪৪৫৪৭২ সৈনিক মোঃ সাইফুল্লাহ্	-ঐ-	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
১৯	২০০৮৮০৯ ল্যাঃ কর্পোঃ মোঃ আজহার উদ্দিন	৫ ফিল্ড এ্যম্বুল্যান্স	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
২০	২০০৮০৭৮ কর্পোঃ মোঃ মিশউর রহমান	২১ ফিল্ড এ্যাম্বুল্যান্স	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
২১	২০০৯০২৮ ল্যাঃ কর্পোঃ মোঃ সোহেল রানা	৫৯৪ এফ আইইউ	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
২২	বিজেও-২২৪৪০অ/ক্যাঃ ,, আব্দুলবাতেন		নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
২৩	,,-৪৩৫৪৭ সিওঅ মজিবুর রহমান		নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
২৪	১২২২২১৮ ,, মোঃ সৈয়দ আহমেদ	১২ ফিঃ রেঃ আর্টিঃ	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
২৫	১৪৪১৭৪৩ ,, ,, আহসান হাবিব	১১ আর ই ব্যাটাকা	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
২৬	২০০৮৭০০ ,, ,, ,, মামুনুর রশিদ	সিএমএইচ, সাভার	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-

২৭	৪৫০৪১৪২ ল্যাঃ কর্পোঃ মোঃ রমজান আলী	এসআইএন্ডটি	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
২৮	৪০৩৮২২৯ ,, ,, ,, বাবুল হোসাইন	৫৭ ইবি	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
২৯	৪০৪৬৮২৪ ,, এএনএম মশিউর রহমান	৩৮ ইবি	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৩০	১৪৪৬৮৭০ ,, ,, শিহাব উদ্দিন	১ ইঞ্জিঃ ব্যাটাকা	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৩১	১৪৪৫২৬৯ ,, ,, রাজ মাহমুদ	১২ ইঞ্জিঃব্যাটাকা	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৩২	২০১০৪০৪ ,, ,, খাইরুল ইসলাম	সিএএইচ, ঢাকা	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৩৩	১৪৪৭৫১৩ ,, ,, ফয়সাল জাহিদ	৫ আর ই ব্যাটাকা	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৩৪	৪০৩৮১৮২ ,, ,, মাহবুবুর রহমান	৫৭ ইবি	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৩৫	৪০৪২৮২৭ ,, ,, আল আমিন	এস আই এন্ড টি	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৩৬	৪০৪১৬১৫ ,, ,, হুমাউন কবির	-ঐ-	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৩৭	৪০৪২৪৩৭ ,, ,, আনোয়ার হোসেন	এস আ ইএন্ড টি	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৩৮	১৪৪২৯২৭ ল্যাঃ কর্পোঃ মোঃ সৈকত সালেহ্	৩, ইঞ্জি ব্যাঃ,সাভার	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৩৯	১৪৪৩৫৫৬ ,, ,, মোঃ শাহিন মাহমুদ	৫ আ রই,পোস্তগোলা	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৪০	বিজেও-২০৯২১ ওঃ অঃ কাইউম গাজী	সি এম এইচ, ঢাকা	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৪১	,,-৬৬০৫৯ ,, মোঃ মোরশেদ আলম	১ প্যারাকঃব্যাঃ	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৪২	১৬১২৪১৬ ,, ,, শরিফ উদ্দিন	৩ সিগঃ ব্যাটালিয়ান	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৪৩	৪০২৭৬৬৫ ,, মোঃ আসাদুল আলম	১ প্যারা কঃ ব্যাঃ	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৪৪	২০০৭৭৯৩ ,, ,, ,, এনামুলহক	৪১ ফিঃ এম্বুল্যান্স	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৪৫	বিজেও-৫৫০০১ওঃ অঃ মোঃ দেলোয়ার হোসেন	-ঐ-	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৪৬	২৬০১৯৯০ কর্পোঃ সেলিম রেজা	বিএমএ, ভাটিয়ারী	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৪৭	১৪৪০৯৬০ ,, মোঃ ইদ্রিস আলী	১৮ ইঞ্জিঃ ব্যাটাঃ	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৪৮	৪০৪৭৬৭৩ ,, ,, শফিকুল ইসলাম	৯ ইবি	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৪৯	৪০৩২৯৩১ ,, আব্দুল হান্নান	১ প্যারা কঃ ব্যাঃ	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৫০	৪০৪৪৩২৬ ,, মোঃ জিয়াউর রহমান	-ঐ-	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৫১	৪০৩৯১৭৫ ,, ,, আশিকুর রহমান	-ঐ-	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৫২	৪০৪৩৩০২ ,, ,, মনির হোসেন	-ঐ-	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৫৩	৪০৪৩৬৫২ ,, ,, রুবেল হোসেন	-ঐ-	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৫৪	৪০৫০৩৭০ ,, ,, আবু সালেহ	-ঐ-	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৫৫	৪৫০২৯০৯ ,, ,, রোকনুজ্জামান	-ঐ-	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৫৬	৪০৪৯৫৭৮ ,, আবদুল্লাহ মামুন	-ঐ-	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৫৭	বিজেও-১৫৩১৬সিওঅ মোঃ ওয়াহেদ আলী	২০ ইসিবি	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৫৮	১৪৪৬০২০ সৈনিক সর্দার মুসাহিদ আহমেদ	-ঐ-	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৫৯	১৪৪৭৭৯৯ ,, হাফিজ আহম্মদ	-ঐ-	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৬০	১৪৪০০৩৮ কর্পোঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম	-ঐ-	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৬১	,,-৬১০৬৮ ,, মাহমুদুল হাসান		নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৬২	২২০৪৬৬২ কর্পোঃ মোঃ শামিম সিকদার		নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৬৩	২০০৮১৪২ ,, ,, দিদারুল আলম	৮ ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্স	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৬৪	২২০৫৩৩০ ,, ,, রুকন উদ্দিন		নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৬৫	২২০৪৯৮৬ ,, ,, এ বি সিদ্দিক		নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৬৬	১৪৩৮৪৬৭ ,, তোফায়েল আহম্মদ	এম টি ডাইঃ	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৬৭	৪০৪৪২৯২ ,, ,, ফরিদুজ্জামান	এম টি ডইঃ, ঢাকা	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৬৮	১৪৪৫৬৫৯ ,, ,, আব্দুস সালাম		নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৬৯	৪০৪৬৭০৬ ,, ফখরুল আলম		নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৭০	৪৫১০৭১৩ ,, মোঃ হুমায়ুন কবির		নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৭১	২২০৪৭৯২ ,, মোঃ আতাউর রহমান	সিওডি, ঢাকা	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-

৭২	১৪৪৪১০১ ,, ,, কামরুজ্জামান		নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৭৩	৪০৪৮৪৫৫ ,, মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক	১২ বেঙ্গল	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৭৪	১৪৪৫৮৩৬ ,, ,, ওবায়েদুর রহমান		নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৭৫	২০০৭৯৭২ ,, ,, ,, মামুনুর রশিদ	৭১ ফিল্ড এ্যাম্বু,	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৭৬	১৪৪৬৪৪৫ ,, মামুনর রশিদ	৩, ইঞ্জিঃ ব্যাঃ, সাভার	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৭৭	১৪৪৫২১৭ ,, মোঃ নাহিদ হাসান	৩, ইঞ্জিঃ ব্যাঃ, সাভার	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৭৮	৪০৪৮৬৯৫ ,, ,, মুস্তাফিজুর রহমান		নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৮৯	৪৫১০৮৯০ ,, তরিকুল ইসলাম		নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
৮০	২৪১৫২৪২সৈনিক ,, মশিউর রহমান	১১৫ ফিঃ ওঃ কোং	নেই	৩৫,৮০০/-	৩৫,৮০০/-
৮১	১৪৪৬৪১২ ,, ,, আদনান হানিফ	৩, ইঞ্জিঃ ব্যাঃ, সাভার	নেই	৫০,৬০০/-	৫০,৬০০/-
		মোট =	৭১,২৩২/-	৪০,৯৭,৬০০/-	**৪১,৬৮,৮৩২/-**

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (১১৮)

এপি নং-১৪৫৯৭ (আপত্তি-১২)

ইউনিটের নাম: এফ সি (আর্মি) পে-২ এর ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব

সার্বিয়ায় প্রশিক্ষণে গমনকারী সৈনিকগণকে বিধি বহির্ভূত ভাবে টার্মিনাল চার্জ/ট্রাভেল ট্যাক্স ও এ্যাম্বার কেশন ফি এবং ষ্টেশনারী ও প্রশিক্ষণ পুস্তিকা ক্রয় বাবদ অর্থ পরিশোধ করায় ক্ষতি ১,১৬,৯৬০ টাকা।

প্রশিক্ষণার্থীগণকে বিধি বহির্ভূতভাবে টার্মিনাল চার্জ/ট্রাভেল ট্যাক্স ও এ্যাম্বারকেশন ফি এবং ষ্টেশনারী ও প্রশিক্ষণ পুস্তিকা ক্রয় বাবদ অর্থ পরিশোধ করায় ১,১৬,৯৬০ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "পরিশিষ্ট-৩ (১১৮)(।)" এ দেয়া হ'ল)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায়যে, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, শাখা-২ এর স্মারক নং অম/অবি/ব্যঃনিঃ-২/২(১৯)/২০০০-০৪/অংশ-১/২২১(১০০০) তারিখ ০৯-১০-২০১২খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ ১২ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ক্রমে জারিকৃত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং-২২০৭/টি তারিখ: ০৫-০৯-১৯৯৪খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ জ(১)অনুযায়ী বাংলাদেশের কোন বিমান বন্দরের জন্য টার্মিনাল চার্জ এর পরিবর্তে প্রকৃত ব্যয়ের ভিত্তিতে বিমান বন্দর শুল্ক (Airport Tax) প্রাপ্য। অর্থাৎ বাংলাদেশর কোন বিমান বন্দরের জন্য টার্মিনাল চার্জ প্রদেয় নয় এবং অর্থ প্রদানের যথাযথ প্রমাণক উপস্থান স্বাপেক্ষে বিমান বন্দর শুল্ক (Airport Tax) প্রাপ্য।

(ক) অপ্রাপ্য ট্রাভেল ট্যাক্স ও এম্বারকেশন ফিঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং-০৬.০০.০০০০.০২১.৪৩.০৪০.১২/আর্মি/জিও/৩৩৭ তারিখ ১৮-১২-২০১২ খ্রিঃ এর প্রেক্ষিতে সার্বিয়ায় ২১-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ০১-০৪-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত"Self Propelled Gun System এর ওপর আপারেশন ও মেইন্টেন্যান্স প্রশিক্ষণ এ গমনকারী ১৭ (সতের) জন জেসিও/ওআর পরিশিষ্টের ৩ নম্বর কলাম এ উল্লিখিত অর্থ ঢাকা বিমান বন্দরের জন্য টার্মিনাল চার্জ/ট্রাভেল ট্যাক্স ও এ্যাম্বারকেশন ফি বাবদ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের উপর্যুক্ত স্মারকের নির্দেশনা মোতাবেক ট্যাক্স ও ফি প্রদানের স্বপক্ষে কোন প্রমাণক বিলের সাথে পাওয়া যায়নি। ট্যাক্স প্রদানের প্রমাণক ছাড়া বিমান বন্দর শুল্ক প্রদান করায় ৪৭,৬০০ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

(খ) অপ্রাপ্য ষ্টেশনারী ও প্রশিক্ষণ পুস্তিকা ক্রয় ভাতাঃ এতদ্ব্যতিত সংশিষ্ট সৈনিকগণকে ষ্টেশনারী ও প্রশিক্ষণ পুস্তিকা ক্রয় ভাতা বাবদ ৪,০৮০ টাকা করে পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু যে ভাউচার এর সমর্থনে উক্ত ভাতা পরিশোধ করা হয়েছে তা যথাযথ নয়। কারণ ভাউচারগুলো দেশীয় প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। দেশে খরচযোগ্য অর্থ দেশীয় মুদ্রায় এবং পশিক্ষণ স্থলে খরচযোগ্য অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় মঞ্জুরী দেয়া হয়। ষ্টেশনারী ও প্রশিক্ষণ পুস্তিকা ক্রয় বাবদ অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় মঞ্জুরী দেয় হয় বিধায় তা দেশে খরচ করার সুযোগ নেই। তা ছাড়া ১৭ জন প্রশিক্ষণার্থীই "আল আরাফাত স্টেশনারী স্টোর, ৩১ নং শেখ শরিফ উদ্দিন সুপার মার্কেট (২য় তলা), নবাব বাড়ী রোড়, বগুড়া" থেকে ষ্টেশনারী ক্রয় করেছেন। সবগুলো ভাউচারই ১৪-০১-২০১৪খ্রিঃ তারিখের। ভাউচারগুলোতে কোন ক্রমিক/সিরিয়াল নম্বর নেই। ভাউচারে উল্লিখিত ষ্টেশনারীর বেশির ভাগই অফিস ষ্টেশনারী। যেগুলো প্রশিক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী খরচ না করায় প্রদত্ত অগ্রিম অর্থ আদায়যোগ্য। উক্ত অর্থ আদায় না করায় সরকারের ৬৯,৩৬০ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে। এক্ষেত্রে মোট ক্ষতি (৪৭৬০০+৬৯৩৬০) বা ১,১৬,৯৬০ টাকা।

প্রশিক্ষণে গমনকারী সৈনিকগণকে বিধি বহির্ভূতভাবে টার্মিনাল চার্জ/ট্রাভেল ট্যাক্স ও এ্যাম্বারকেশন ফি এবং ষ্টেশনারী ও প্রশিক্ষণ পুস্তিকা ক্রয় বাবদ অর্থ পরিশোধ জনিত ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	নম্বর, নাম, পদবী ও ইউনিট	ট্রাভেল ট্যাক্স ও এ্যাম্বাঃ ফি বাবদ প্রদান	ষ্টেশনারী বাবদ প্রদান	মোট আদায় যোগ্য অর্থের পরিমান
০১	বিজেও-১৩৬৬৩ সি ও অ মোঃ মোতালেব আকন, ১১ এস পি রেজিঃ আর্টিঃ	২,৮০০/-	৪,০৮০/-	৬,৮৮০/-
০২	১২১৮৫২৪ সার্জেন্ট মোঃআব্দুল মজিদ	২,৮০০/-	৪,০৮০/-	৬,৮৮০/-
০৩	১২১৮০১৮,, ,,তবিবুল ইসলাম	২,৮০০/-	৪,০৮০/-	৬,৮৮০/-
০৪	১২১৮৩৬৯,, ,,সাইফুল ইসলাম	২,৮০০/-	৪,০৮০/-	৬,৮৮০/-
০৫	১২২০৪০৮,, ,, সহিদুল ইসলাম	২,৮০০/-	৪,০৮০/-	৬,৮৮০/-
০৬	১২১৭৯৭৭,,সৈয়দ মোস্তাফিজুর রহমান	২,৮০০/-	৪,০৮০/-	৬,৮৮০/-
০৭	১২১৯২৬৮,,মোঃ আমির হোসেন	২,৮০০/-	৪,০৮০/-	৬,৮৮০/-
০৮	১২১৬১৭৮ ,, ,,আব্দুল হান্নান	২,৮০০/-	৪,০৮০/-	৬,৮৮০/-

০৯	১২১৯২৪৭ ,, ,, ,,মমিন	২,৮০০/-	৪,০৮০/-	৬,৮৮০/-
১০	নয়া-ওঃ অঃ সাইফুল ইসলাম	২,৮০০/-	৪,০৮০/-	৬,৮৮০/-
১১	১২১৬২৪৭ ,, মোঃ বশির উদ্দিন	২,৮০০/-	৪,০৮০/-	৬,৮৮০/-
১২	১২২০৩৩৪ ,, সালেহ আহম্মেদ	২,৮০০/-	৪,০৮০/-	৬,৮৮০/-
১৩	১২১৯৭৬৫,, ,,শামছুদ্দিন	২,৮০০/-	৪,০৮০/-	৬,৮৮০/-
১৪	১২১৯০৯৮,, ,, রফিকুল ইসলাম	২,৮০০/-	৪,০৮০/-	৬,৮৮০/-
১৫	১২১৭২৮৪ সাঃ মোঃ লাভলু শেখ	২,৮০০/-	৪,০৮০/-	৬,৮৮০/-
১৬	১২১৭৬৭০,, মোঃ সরোয়ার হোসেন	২,৮০০/-	৪,০৮০/-	৬,৮৮০/-
১৭	১২১৯৭৮২ ,, ,, নয়ন মিয়া	২,৮০০/-	৪,০৮০/-	৬,৮৮০/-
মোট =		৪৭,৬০০/-	৬৯,৩৬০/-	১,১৬,৯৬০/-

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (১১৯)

এপি নং-১৪৫৭৮ (আপত্তি-১৪)

ইউনিটের নাম: এফ সি (আর্মি) পে-২ এর ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব

তুরস্কে ও যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সৈনিকগণকে যথাযথ ভাউচার ব্যতিত এবং ভাউউচারের ফটোকপির ভিত্তিতে এমসিও ভউচার ক্রয় বাবদ অর্থ পরিশোধ করায় ক্ষতি ৫,৩৪,২৬৫ টাকা।

প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক তৈরী করা ভাউচারের ফটো কপি দাখিল করা সত্ত্বেও এমসিও ভউচার ক্রয় বাবদ অর্থ পরিশোধ করায় ৫,৩৪,২৬৫ ক্ষতি সাধিত হয়েছে (বিস্তারিত "পরিশিষ্ট-৩ (১১৯)(।)" এ দেয়া হ'ল)।
অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে জারিকৃত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং-২২০৭/টি তারিখ ০৫-০৯-১৯৯৪ খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ ঠ(১) অনুযায়ী ফ্রিলাগেজ বহনের সুযোগের অতিরিক্ত মালামাল পরিবহনের নিমিত্ত এমসি ও ক্রয় বাবদ গৃহিত অগ্রিম অর্থ যথাযথ ভাউচার/ডকুমেন্টস মারফত সমন্বয় করার বিধান রয়েছে।

১) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং ০৬.০০.০০০০.০২১. ৪৩.০৪০.১৩/আর্মি/জিও/১৩১ তারিখ ১০-০৯-২০১৩ খ্রিঃ এর প্রেক্ষিতে ১৬-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৯-০৯-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে তুরস্কে অনুষ্ঠিত RECCE VEH(LT ARMR VEH) এর ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহনের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ০২ (দুই) অফিসার এবং ০৪ (চার) জন সৈনিককে মনোনয়ন দেয়া হয়। উক্ত সৈনিকগণের মধ্যে নং- ৪০৩২১০৭ ল্যাঃ কর্পোঃ মোঃ মাসুদ রানার টিএ/ডিএ বিল নিরীক্ষায় দেখা যায়, তাকে এমসিও ভাউচার ক্রয় বাবদ ১,০৬,৮৫৩ টাকা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু তার এমসিও ভাউচারটি যাচাইয়ে দেখা যায় তাসাদাবা রঙিন কাগজে তৈরী করা ভাউচারের (কাজের এ পৃষ্ঠায় করা) দুটি ফটোকপি। কোন ভাউচারের ফটোকপির সমর্থনে অর্থ পরিশোধ বিধি সম্মত নয়। তাছাড়া ভাউচারগুলোতে যাত্রীর টিকেট নম্বর, ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের সীল/স্বাক্ষর কিছুই নেই। ১৫ সেপ্টেম্বর ও ৩০ সেপ্টেম্বর লেখা দুটি ভাউচারেই ইস্তাম্বুল লেখা। এধরনের ত্রুটি সমৃদ্ধ ভাউচারের ভিত্তিতে পরিশোধিত অর্থ আদায় যোগ্য। এক কোর্সে গমনকারী পরিশিষ্টের ক্রমিক ০২ হতে ০৪ এ উল্লিখিত সৈনিকগণের বিল নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি। তাদের ক্ষেত্র ও একই ধরনের বিচ্যুতি রয়েছে মর্মে নিরীক্ষার প্রতীয়মান হচ্ছে।

২) একই দপ্তরের স্মারক নং-০৬.০০.০০০০.০০৯.২০.০০১.১৩. যুক্তরাষ্ট্র/১৪৮৫ তারিখ ২০-০৬-২০১৩খ্রিঃ এর প্রেক্ষিতে ১৫-০৯-২০১৩খ্রিঃ তারিখ হতে ২১-০৯-২০১৩খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত "Bangladesh Army To Observe Field Training Exercise By Us Marine Corps In California And Soldier Exchange Smee'' এ গমনকারী ৪০২০২৫৭ সার্জেন্ট মোঃ আব্দুল আহাদকে এমসিও ভাউচার ক্রয় বাবদ ১,০৬,৮৫৩ টাকা পরিশোধ করা হয় । কিন্তু যে ভাউচার এর সমর্থনে উক্ত অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে তা কোন বিমান সংস্থা কর্তৃক ইস্যুকৃত মূল ভাউচার নয়। নিজেদের তৈরী করা ভাউচারের ফটোকপির সমর্থনে উক্ত অর্থ পরিশোধ করায় তা বিধিসম্মত হয়নি। ফলে সরকারের **৫,৩৪,২৬৫ টাকা** ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

পরিশিষ্ট-৩ (১১৯)

এপি নং-১৪৫৭৮; আপত্তি নং-১৪।

ফাইন্যান্সকন্ট্রোলার (আর্মি) পে-২ পরিশিষ্টঃ "চ" ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা অনুচ্ছেদঃ-১৪ অর্থ বছরঃ ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ ভাউচারের ফটো কপির ভিত্তিতে এমসিও ভউচার ক্রয় বাবদ অর্থ পরিশোধ জনিত ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রঃনং	নম্বর, পদবী ও নাম	আদায়যোগ্য অর্থ
০১	৪০২৮৬৬২ কর্পোঃ মোঃ হাবিবুর রহমান	১,০৬,৮৫৩/-
০২	৪০৩০৭৫২ ,, ,, লাল মিয়া	১,০৬,৮৫৩/-
০৩	৪০৩২৩৮৯ ল্যাঃ কর্পোঃ দেলোয়ার হোসেন	১,০৬,৮৫৩/-
০৪	৪০৩২১০৭,, ,, মোঃ মাসুদ রানা	১,০৬,৮৫৩/-
০৫	৪০২০২৫৭ সার্জেন্ট মোঃ আব্দুল আহাদকে	১,০৬,৮৫৩/-
	মোট =	**৫,৩৪,২৬৫/-**

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (১২০)

এপি নং-১৪৫৯৯ (আপত্তি-১৫)

ইউনিটের নাম: এফ সি (আর্মি) পে-২ এর ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব

নেপালে বৈদেশিক প্রশিক্ষনে প্রাপ্য দৈনিক ভাতার পরিবর্তে নগদসহ হোটেল ভাতা, যথাযথ ভাউচার ছাড়া MCO মূল্য, অপ্রাপ্য ট্রানজিট ভাতা এবং অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ ফি প্রদান করায় ক্ষতি ২০,৬০,২৪৬ টাকা।

নেপালে প্রশিক্ষণে গমনকারী সৈনিক(জেসিও/ওআর)গণকে প্রাপ্য দৈনিক ভাতার পরিবর্তে নগদসহ হোটেল ভাতা, যথাযথ ভাউচার ছাড়া MCO মূল্য এবং অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ ফি প্রদান করায় ২০,৬০,২৪৬ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে (বিস্তারিত ''পরিশিষ্ট-৩ (১২০)(।)"

এ দেয়া হ'ল)। বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং ০৬.০০.০০০০.০০৯.২০.০০১.১৫. নেপাল. ১৪৩৪ তারিখ ১৬-০৪-২০১৫খ্রিঃ এবং সেনাসদর জেনারেল ষ্টাফ শাখা, সামরিক প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং-২৩.০১.৯০১.০২৬.০৩.০৫৬.০৩. ২০.০৪.১৫. নেপাল তারিখ ২০-০৪-২০১৫খ্রিঃ এর প্রেক্ষিতে নেপালে ২২ এপ্রিল ২০১৫খ্রিঃ হতে ৩০ এপ্রিল ২০১৫খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত Adventure Training এ অংশগ্রহণের জন্য পরিশিষ্টে বর্ণিত ১৯(উনিশ) জন সৈনিককে মনোনয়ন দেয়া হয়। তাদেরকে পরিশোধিত টিএ/ডিএ বিলে ত্রুটিগুলো নিম্নরূপঃ

১) অতিরিক্ত সর্ব সাকূল্য ভাতাঃ সংশ্লিষ্ট সৈনিকগনের প্রত্যেককে ০৭ (সাত) দিনের নগদসহ হোটেল ভাতা বাবদ ৯৮,০২৮ টাকা এবং ০২ (দুই) দিনের সর্বসাকূল্য ভাতা বাবদ ১৫,৭১৫ টাকা মোট (৯৮০২৮+১৫৭১৫) বা ১,১৩,৭৪৩ করে প্রদান করা হয়েছে (বিল অনুযায়ী)। কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে জারিকৃত প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং-২২০৭/টি তারিখ ০৫-০৯-১৯৯৪খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ ক(১)(ক) অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মেয়াদ অনূর্ধ ৬ মাস হলে প্রশিক্ষণের সম্পূর্ণ সময়ের জন্য সর্বসাকূল্য ভাতার ৮৫% হারে দৈনিক ভাতা প্রদেয় হবে। ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী তারা ২৩-০৪-২০১৫ তারিখ ১৪.১০ ঘটিকায় নেপাল পৌছান এবং ৩০-০৪-২০১৫ তারিখ ১৫.১০ ঘটিকায় নেপাল ত্যাগ করেন। তাই তারা ২৩-০৪-২০১৫ হতে ২৯-০৪-২০১৫ পর্যন্ত (প্রস্থান বা আগমনের যে কোন ০১ দিন বাদে) ০৭(সাত) দিনের সর্বসাকূল্য ভাতার ৮৫% হারে (প্রশিক্ষণ কাল ৬ মাসের কম হওয়ায়) দৈনিক ভাতা হিসেবে প্রত্যেকে (১০১×৮৫%×০৭দিন×৭৭.৮০ টাকা) বা ৪৬,৭৫৪ টাকা করে প্রাপ্য ছিলেন। ফলে হোটেল ভাতা বাবদ প্রত্যেককে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে (১১৩৭৪৩-৪৬৭৫৪) বা ৬৬,৯৮৯ টাকা, যা আদায়যোগ্য।

২) অপ্রাপ্য বিমান এমসিওঃ তাছাড়া MCO'র মূল্য বাবদ প্রত্যেককে ৩৫,৮০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। পরিশিষ্টের ক্রমিক নং-০১ হতে ০৬ এ উল্লিখিত সৈনিকগণের এমসিও ভাউচারগুলো সাদা কাগজে তৈরী। ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী তারা বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইনস এর ফ্লাইট নং-৭০১ ও ৭৯২ এ ভ্রমণ করলে ও এমসিও ভাউচার ফ্লাইট নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে BN0713 ও BN0712। ক্রমিক নম্বর ০৭ হতে ১২এ উল্লিখিত সৈনিকগনের এমসিও ভাউচারগুলো রঙিন (লাল/সবুজ) কাগজে তৈরী। ক্রমিক নম্বর ১৩ এ উল্লিখিত সৈনিকের এমসিও ভাউচারটির ফটোকপি দাখিল করা হয়েছে। একই দেশে, একই প্রশিক্ষণে, একই ফ্লাইটে গমনাগমনকারী সৈনিকগণের এই বিভিন্ন রং ও ধরনের এমসিও ভাউচারে বিষয়টি নিরীক্ষার বোধগম্য নয়। তাছাড়া ভাউচারগুলোতে কোন টিকেট নম্বর নেই, ইস্যুর স্থান ও ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের সীল/স্বাক্ষর নেই। এয়ার লাইনস এর একই ফ্লাইটে গমনাগমনকারী সৈনিকগণের এমসিও ভাউচারের একই ধরনের ভিন্নতার কারণে ভাউচারগুলো আসল (Genuine) নয় মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় এধরনের ভাউচারের ভিত্তিতে MCO ক্রয় বাবদ অর্থ প্রদানের সুযোগ নেই বিধায় প্রদত্ত ৩৫,৮০০ টাকা আদায়যোগ্য।

৩) অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ ফিঃ অধিকন্তু দাখিলকৃত ডকুমেন্টস অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে পরিশোধিত প্রশিক্ষণ ফি ৩২০মাঃ ডঃ। কিন্তু বিলে প্রশিক্ষণ ফি বাবদ প্রত্যেককে ৩৪২ মাঃ ডঃ করে প্রদান করা হয়েছে। ফলে এক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে {(৩৪২-৩২০)×৭৮ টাকা} বা ১,৭১৬ টাকা।

৪) অপ্রাপ্য ট্রানজিট ভাতাঃ বৈদেশিক প্রশিক্ষণের প্রাপ্যতা সংক্রান্ত এএফডি'র স্মারক নং-২২০৭/টি তারিখ ০৫-০৯-১৯৯৪খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ জ(১) এ উল্লেখ আছে" প্রচলিত সাধারণ বিদেশ ভ্রমণ ভাতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধি অনুযায়ী ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য হইবে।" প্রচলিত সাধারন বিদেশ ভ্রমণ ভাতা সংক্রান্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-২২১(১০০০) তারিখঃ ০৯-১০-২০১২খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ-১৩(খ) অনুযায়ী আকাশ, রেল, ও স্থল পথে ভ্রমণকালে এক পথে (One way) তিন ঘন্টার কম সময় অতিবাহিত হলে কোন ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য হবে না। ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী ঢাকা-নেপাল ও নেপাল-ঢাকা এর ভ্রমণ সময় তিন ঘন্টার কম হওয়ায় তারা ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য নয়। তাই ট্রানজিট ভাতা বাবদ তাঁদের প্রত্যেককে প্রদত্ত ৩,৯২৯ টাকা আদায়যোগ্য। উল্লেখ্য যে, ক্রমিক নং-১৪ হতে ১৯ পর্যন্ত বিলগুলো নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি। ঐ বিলগুলোতে ও একই ধরনের ত্রুটি রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হচ্ছে। সব মিলিয়ে পরিশিষ্টের বর্ণনা অনুযায়ী সরকারের **২০,৬০,২৪৬ টাকা** ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

পরিশিষ্ট-৩ (১২০)(।)
এপি নং-১৪৫৯৯ (আপত্তি-১৫)

ফাইন্যান্স কন্ট্রোলার (আর্মি) পে-২ পরিশিষ্টঃ "ছ" ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা অনুচ্ছেদঃ-১৫ অর্থবছরঃ ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রাপ্য দৈনিক ভাতার পরিবর্তে নগদসহ হোটেল ভাতা, যথাযথ ভাউচার ছাড়া MCO মূল্য এবং অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ ফি প্রদানজনিত ক্ষতি বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণার্থীর নম্বর, পদবী, নাম ও ইউনিট	নগদসহ হোটেল ভাতা ও সাকূল্য ভাতার ভিত্তিতে প্রদত্ত অর্থের পরিমান	নগদ ভাতা হিসাবে প্রাপ্য অর্থের পরিমান	অতিরিক্ত প্রদত্ত অর্থের পরিমান (৩-৪)	অপ্রাপ্য ট্রানজিট ভাতা	প্রশিক্ষণ ফি বাবদ অতিরিক্ত প্রদান	MCO বাবদ প্রদানের পরিমান	মোট আদায় যোগ্য অর্থের পরিমান (৫+৬+৭+৮)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
০১	১২৩৫০৭৬ সৈঃ মোঃ মনিরুজ্জামান,২৬ফিঃ রেঃ আর্টিঃ	১,১৩,৭৪৩	৪৬,৭৫৪	৬৬,৯৮৯	৩,৯২৯	১,৭১৬	৩৫,৮০০	১,০৮,৪৩৪
০২	৪০৫০৩৯৬ সৈঃ মোঃ রাসেল, ৬ ইবি	১,১৩,৭৪৩	৪৬,৭৫৪	৬৬,৯৮৯	৩,৯২৯	১,৭১৬	৩৫,৮০০	১,০৮,৪৩৪
০৩	৪০৫২৬০২ সৈঃ মোঃ আব্দুল মমিন, ২১ ইবি	১,১৩,৭৪৩	৪৬,৭৫৪	৬৬,৯৮৯	৩,৯২৯	১,৭১৬	৩৫,৮০০	১,০৮,৪৩৪
০৪	৪৫১৩৬৫০ সৈঃ রিয়াজুল ইসলাম ১৭ বীর	১,১৩,৭৪৩	৪৬,৭৫৪	৬৬,৯৮৯	৩,৯২৯	১,৭১৬	৩৫,৮০০	১,০৮,৪৩৪
০৫	৪৫১৪১১৩ সৈঃ আবদুল্লাহ্ আল নোমান, ২৭, বীর	১,১৩,৭৪৩	৪৬,৭৫৪	৬৬,৯৮৯	৩,৯২৯	১,৭১৬	৩৫,৮০০	১,০৮,৪৩৪
০৬	৪৫১২৯৫৯ সৈঃ মুজাহিদুল ইসলাম, ৩১, বীর	১,১৩,৭৪৩	৪৬,৭৫৪	৬৬,৯৮৯	৩,৯২৯	১,৭১৬	৩৫,৮০০	১,০৮,৪৩৪
০৭	৪৫১১৬৬৯ সৈঃ সাইফুল ইসলাম, ৮বীর	১,১৩,৭৪৩	৪৬,৭৫৪	৬৬,৯৮৯	৩,৯২৯	১,৭১৬	৩৫,৮০০	১,০৮,৪৩৪
০৮	১২৩৪০২১ সৈঃ মোঃ এমদাদ হোসেন,৭ফিঃ রেঃ আর্টিঃ	১,১৩,৭৪৩	৪৬,৭৫৪	৬৬,৯৮৯	৩,৯২৯	১,৭১৬	৩৫,৮০০	১,০৮,৪৩৪
০৯	১৬১৭৫৫৯ সৈঃ মোঃ ইউনুস আলী খান, ১ সিগঃব্যাটাকা	১,১৩,৭৪৩	৪৬,৭৫৪	৬৬,৯৮৯	৩,৯২৯	১,৭১৬	৩৫,৮০০	১,০৮,৪৩৪
১০	৪০৫২৬৭৬ সৈঃ ইসমাইল আজিজ	১,১৩,৭৪৩	৪৬,৭৫৪	৬৬,৯৮৯	৩,৯২৯	১,৭১৬	৩৫,৮০০	১,০৮,৪৩৪
১১	১২৩৩৫৮৬ সৈঃ মোঃ রাসেল আহমেদ, ৩৩ ডিভব্যঃআঃ	১,১৩,৭৪৩	৪৬,৭৫৪	৬৬,৯৮৯	৩,৯২৯	১,৭১৬	৩৫,৮০০	১,০৮,৪৩৪
১২	৪৫১১৬৫২ সৈঃ মোঃ তোফায়েল হোসেন	১,১৩,৭৪৩	৪৬,৭৫৪	৬৬,৯৮৯	৩,৯২৯	১,৭১৬	৩৫,৮০০	১,০৮,৪৩৪
১৩	২২০৫৯৮১ সৈঃ হাবিবুল্লাহ খান, সিএমটিডি	১,১৩,৭৪৩	৪৬,৭৫৪	৬৬,৯৮৯	৩,৯২৯	১,৭১৬	৩৫,৮০০	১,০৮,৪৩৪
১৪	৪৫১২২০২ সৈঃ রিপন বিশ্বাস, ১ বীর, সাভার	১,১৩,৭৪৩	৪৬,৭৫৪	৬৬,৯৮৯	৩,৯২৯	১,৭১৬	৩৫,৮০০	১,০৮,৪৩৪
১৫	৪৫১১৮৮৩ সৈঃ মোঃ রাজিব আজহার	১,১৩,৭৪৩	৪৬,৭৫৪	৬৬,৯৮৯	৩,৯২৯	১,৭১৬	৩৫,৮০০	১,০৮,৪৩৪
১৬	১৪৪৯২৪৬ সৈঃ বাকি বিল্লাহ্, ১০ আর ই ব্যাটাকা	১,১৩,৭৪৩	৪৬,৭৫৪	৬৬,৯৮৯	৩,৯২৯	১,৭১৬	৩৫,৮০০	১,০৮,৪৩৪
১৭	৪৫১২৯১৫ সৈঃ আরিফুল ইসলাম	১,১৩,৭৪৩	৪৬,৭৫৪	৬৬,৯৮৯	৩,৯২৯	১,৭১৬	৩৫,৮০০	১,০৮,৪৩৪
১৮	৪০৫৩৬২৬ সৈঃ মনির হুসেন	১,১৩,৭৪৩	৪৬,৭৫৪	৬৬,৯৮৯	৩,৯২৯	১,৭১৬	৩৫,৮০০	১,০৮,৪৩৪
১৯	৪৫১২৮০৬ সৈঃ দিলীপ রায়	১,১৩,৭৪৩	৪৬,৭৫৪	৬৬,৯৮৯	৩,৯২৯	১,৭১৬	৩৫,৮০০	১,০৮,৪৩৪
							মোট	**২০,৬০,২৪৬**

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (১২১)

এপি নং-১৪৬০০ (আপত্তি-১৭)

ইউনিটের নাম: এফ সি (আর্মি) পে-২ এর ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব

চীনে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সৈনিককে অপ্রাপ্য পকেট ভাতা এবং ত্রুটিপূর্ণ ভাউচার/ডকুমেন্টস এর ভিত্তিতে এমসিও ও শীপ ফ্রেইট এর মূল্য প্রদান করায় ক্ষতি ৪,৯০,৭২৪ টাকা।

প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক বৈদেশিক প্রশিক্ষণে গৃহিত অগ্রিম সমন্বয় না করায় ৪,৯০,৭২৪ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে। বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে জারিকৃত প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং২২০৭/টি তারিখ ০৫-০৯-১৯৯৪খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ খ(১) অনুযায়ী স্বাগতিক দেশ পকেট ভাতার জন্য নগদ অর্থ প্রদান করলে তা প্রাপ্য পকেট ভাতার সাথে সমন্বয়যোগ্য। অর্থাৎ প্রদত্ত নগদ অর্থ প্রাপ্য পকেট ভাতার চেয়ে কম হলে নগদ অর্থ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট পকেট ভাতা প্রশিক্ষণার্থীকে প্রদেয় হবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং-০৬.০০.০০০০.০০৯.২০.০০১.১৩ চীন/২০০৭ তারিখ ১৮-০৮-২০১৩খ্রিঃ এবং সেনাসদর, জেনারেল ষ্টাফ শাখা, সামরিক প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং-২৩.০১.৯০১.০২৬.০৩.০৫৬.১১. ২০.০২.১৩ তারিখ ২০-০২-২০১৩খ্রিঃ এর প্রেক্ষিতে চীনে ০১-০৯-২০১৩ খ্রিঃ হতে ৩০-১১-২০১৩খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত Snipers' Course এ গমনকারী ৪৫০৭০৭২ সৈনিক মোঃ বিপ্লব সরকারকে মনোনয়ন দেয়া হয়। উক্ত প্রশিক্ষনণে চীন সরকার থাকা-খাওয়া, প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ, আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ যাতায়াত খরচ এবং **বিবিধ ভাতা** (পদবী অনুযায়ী) প্রদান করেছে। সংশ্লিষ্ট সৈনিককে পরিশোধিত টিএ/ডিএ বিলে অনিয়ম সমূহ নিম্নরূপঃ

১) অপ্রাপ্য পকেট ভাতাঃ সংশ্লিষ্ট সৈনিককে সমগ্র প্রশিক্ষণ সময়ের জন্য পকেট ভাতা বাবদ ২,৪৯,৬৫১ টাকা করে প্রদান করা হয়েছে। চীন সরকার পদবী অনুযায়ী **বিবিধ ভাতা** প্রদান করায় এক্ষেত্রে উক্ত বিবিধ ভাতা নগদ অর্থ হিসেবে বিবেচিত এবং পকেট ভাতার সাথে সমন্বয়যোগ্য। কিন্তু জিও/এফজিও এর মধ্যে বিবিধ ভাতার পরিমান/হার উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু এএফডি'র ১১-০৯-২০১৪খ্রিঃ তারিখের ২৮১২ সংখ্যক স্মারক এবং সেনাসদরের ৩০-০৯-২০১৪খ্রিঃ তারিখের ১৪. চীন সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে চীনে অনুষ্ঠিত Counter Terrorism Course এ অংশগ্রহণকারী সৈনিকগণকে বিবিধ ভাতা RMB 500 Yuan প্রদানের বিষয়টি এফজিওতে স্পষ্ট করা হয়েছে। তাই পরিশিষ্টে উল্লিখিত সৈনিকগণকে পকেট ভাতা প্রদানের পূর্বে বিবিধ ভাতার পরিমান/হার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া প্রদত্ত বিবিধ ভাতার পরিমান/হার পকেট ভাতার সমান বা বেশী হলে পকেট ভাতা প্রাপ্য হবে না। তাই বিবিধ ভাতার বিষয়টি নিশ্চিত না হয়ে প্রদত্ত পকেট ভাতা ২,৪৯,৬৫১ টাকা তার নিকট হতে আদায়যোগ্য।

২) বিমান এমসিওঃ সংশ্লিষ্ট সৈনিককে বিমান এমসিও ক্রয় বাবদ ৯৩,৮৮৬ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। এমসিও ভাউচার যাচাইয়ে দেখাযায়, দু' টুকরো রঙিন পাতলা কাগজে এমসিও তৈরী করা হয়েছে। যাতে যাত্রীর টিকেট নম্বর, ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের সীল-স্বাক্ষর, ইস্যুর স্থান, শুরু ও গন্তব্য স্থান ইত্যাদি কিছুই উল্লেখ নেই। যে ধরনের এমসিও দাখিল করা হয়েছে আসল এমসিও'র ধরন ও প্রকৃতি এ রকম হয় না। সার্বিক বিবেচনায় ভাউচারটি কৃত্রিম (Fake) মর্মে প্রতীয়মান হচ্ছে। এধরনের ভাউচারের সমর্থনে পরিশোধিত অর্থ আদায়যোগ্য।

৩) শীপ ফ্রেইটঃ সংশ্লিষ্ট সৈনিককে ৭৫ কেজি মালামালের শীপ ফ্রেইট বাবদ ১,৪৭,১৮৭ টাকা প্রদান করা হয়েছে। শীপ ফ্রেইট দাবীর স্বপক্ষে দালিলকৃত ০৩টি কোটেশনে প্রতি কেজির পরিবহন ভাড়া যথাক্রমে ২৫, ২৮ও২৮.৫০ মাঃ ডঃ হলে ও তার মধ্যে Ocean Freight যথাক্রমে ০৮, ১০ও১০মাঃ ডঃ। কোটেশনে উদ্ধৃত অবশিষ্ট মাঃ ডঃ অন্যান্য চার্জ। অর্থাৎ শীপফ্রেইট এর অন্যান্য সমূদয় ডকুমেন্টস সঠিক থাকলেও তিনি শীপ ফ্রেইট ভাড়া বাবদ ৮ মাঃ ডঃ/কেজি প্রাপ্য হতেন। কিন্তু তাকে শীপ ফ্রেইট বাবদ ২৫ মাঃ ডঃ/কেজি হারে ভাড়া প্রদান করা হয়েছে। দাখিলকৃত ০৩টি কোটেশন দাখিলের তারিখ ১৫-১১-২০১৩; ১৬-১১-২০১৩ এবং ২০-১১-২০১৩খ্রিঃ। গৃহিত (Accepted) কোটেশনটি দাখিলের তারিখ ২০-১১-২০১৩খ্রিঃ। কিন্তু Bill Of Lading এ Shipped On Board এর তারিখ উল্লেখ আছে ১৬-১১-২০১৩খ্রিঃ। কোটেশন দাখিলের পূর্বে মালামাল জাহাজে Shipped On Board হওয়র বিষয়টি নিরীক্ষার বোধগম্য নহে। Bill Of Lading এ No Of Containers or Pkgs এর পরিমান ০৯ প্যাকেট, জেটি চালানে ০১ কার্টিজ এবং শেড বিলে ০১ প্যাকেট উল্লেখ রয়েছে। শেড বিলে Vsl Name: Kota Rukun এবং Etry Form এ Mv Hasna Caledonia উল্লেখ রয়েছে। শেডবিলে Rot No: 1484/13 এবং Line No: Ecu-Pe-04 কিন্তু Etry Form এRot No: 0303/13 এবং Line No: O-133 উল্লেখ রয়েছে । শেড বিলের শুল্ক জমা করার প্রমানক নেই। Etry Form টি মূল কপি নয়, ফটোকপি। তাছাড়া চীন এর বাণিজ্য/কাস্টমস কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে রফতানির অনুমোদনের কপির মত মৌলিক ডকুমেন্টস বিলের সাথে পাওয়া যায়নি । এসকল ত্রুটির কারণে মালামাল প্রকৃত পক্ষে পরিবহনের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় শীপ ফ্রেইট বাবদ প্রদানকৃত ১,৪৭,১৮৭ টাকা তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্য। সুতরাং সংশ্লিষ্ট সৈনিকের নিকট হতে মোট আদায়যোগ্য অর্থের পরিমান (২৪৯৬৫১+৯৩৮৮৬+১৪৭১৮৭) বা ৪,৯০,৭২৪ টাকা ।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (১২২)

এপি নং-১৪৬০২ (আপত্তি-১৯)

ইউনিটের নাম: এফ সি (আর্মি) পে-২ এর ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব

পাকিস্তানে Tank Mbt-2000 Of Driving And Maintenance Course এ গমনকারী সৈনিকগনকে অতিরিক্ত বিমান ভাড়া ও পকেট ভাতা এবং ত্রুটি পূর্ণ ভাউচার/ডকুমেন্টস এর ভিত্তিতে MCO ক্রয়ের মূল্য ও Ocean freight এর মূল্য প্রদান করায় ক্ষতি ৫৪,৪২,৪৪৪ টাকা ।

যথাযথ ভাউচার/ডকুমেন্টস ব্যতিত এমসিও ভাউচার ক্রয়ের মূল্য এবং সমুদ্র পথে বহনের সুবিধার আওতায় মালামাল পরিবহন ব্যয় প্রদান করায় ৫৪,৪২,৪৪৪ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "পরিশিষ্ট-৩ (১২২)(।)" এ দেয়া হ'ল)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং ০৬.০০.০০০০.০০৯.২০.০০১.১৪. পাকিস্তান. ২৩৩২ তারিখ ১২-০৮-২০১৪খ্রিঃ এর মাধ্যমে ০৫-০৯-২০১৪খ্রিঃ হতে ০৫-১২-২০১৪খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত Tank Mbt-2000 Of Driving And Maintenance Course এ অংশগ্রহণের জন্য অফিসারদের সাথে পরিশিষ্টে বর্ণিত সৈনিকগণকে পাকিস্তানে গমনাগমন ও অবস্থানের আনুমতি প্রদান করা হয়। উক্ত সৈনিকগণকে পরিশোধিত টিএ/ডিএ বিলে ত্রুটি গুলো নিম্নরূপঃ

১) অতিরিক্ত বিমান ভাড়াঃ সংশ্লিষ্ট সৈনিকগণ বিমান ভাড়া বাবদ প্রত্যেকে ৬২,৫০৫ টাকা হারে গ্রহন করেছেন। অথচ একই কোর্সে গমনকারী বিএ-৮৩১২ ক্যাপ্টেন সরকার আসিফ হাসান, এসি বিমান ভাড়া বাবদ ৫২,৫০৫ টাকা গ্রহন করেছেন। ফলে বিমান ভাড়া বাবদ অতিরিক্ত গ্রহণ (৬২৫০৫-৫২৫০৫) বা ১০,০০০ টাকা।

২) অতিরিক্ত পকেট ভাতাঃ প্রশিক্ষণার্থীগণ ১২-০৯-২০১৪খ্রিঃ তারিখে ঢাকা ত্যাগ করায় এবং ০৯-১২-২১০৪খ্রিঃ তারিখে পাকিস্তান ত্যাগ করায় আসা-যাওয়ার যে কোন একদিন পকেট ভাতার প্রাপ্যতা থেকে বাদ যাবে। তাই এক দিনের পকেট ভাতা বাবদ অতিরিক্ত গৃহিত (১১৫×২৫%×৭৮) বা ২,২৪৩ টাকা আদায়যোগ্য।

৩) বিমান এমসিওঃ সংশ্লিস্ট সৈনিকদেরকে যাওয়া-আসার পথে (১৮+২৮) বা ৪৬ কেজি MCO'র মূল্য বাবদ প্রত্যেককে ৩৫,৮৮০ টাকা করে প্রদান করা হয়েছে। অর্থ প্রদানের স্বপক্ষে দাখিলকৃত সাদাকাগজে তৈরী এমসিও ভাউচারগুলো যাচাইয়ে দেখা যায় যে, ভাউচারগুলোতে ফ্লাইট নং PK0712 ও PK0713 এবং ইস্যুর তারিখ যথাক্রমে ১১ সেপ্টেম্বর ও ১০ ডিসেম্বর ২০১৫খ্রিঃ। কিন্তু ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী তারা ফ্লাইট নং PK267-PK350 ও PK351-PK266 এ যাওয়া এবং আসার ভ্রমণ করেছেন। ভাউচারগুলোতে ইস্যুর স্থান উল্লেখ নেই, টিকেট নম্বর নেই এবং ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের কোন সীল স্বাক্ষর নেই। PIA'র ভাউচারগুলোতে বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইনস্ এর লোগো রয়েছে। বর্ণিত ত্রুটির কারণে MCO ভাউচারগুলো আসল (Genuine) মর্মে প্রতীয়মান হয়। তাই এ সকল ভাউচারের সমর্থনে MCO বাবদ অর্থ প্রদানের সুযোগ নেই বিধায় প্রদানকৃত ৩৫,৮৮০ টাকা করে প্রত্যেকের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

৪) শীপ ফ্রেইটঃ সংশ্লিষ্ট সৈনিকগণের প্রত্যেককে ৭৫ কেজি মালামাল পরিবহনে শীপ ফ্রেইটের মূল্য বাবদ ১,৪৬,২৫০ টাকা করে প্রদান করা হয়েছে। তারা শীপ ফ্রেইট ডকুমেন্টস এর ফটোকপি দাখিল করেছেন। দাখিলকৃত কোটেশন ও CST হতে দেখা যায় সমুদ্র পথে পরিবহন ভাড়া ২২ মাঃ ডঃ/কেজি এবং বিমান পথে পরিবহন ভাড়া ২৫ মাঃ ডঃ/কেজি। তাদেরকে ২৫ মাঃ ডঃ হিসেবে ভাড়া প্রদান করা হয়েছে, যা সঠিক হয়নি। কারণ বিমান পথে মালামাল পরিবহন করলে ও ভাড়া ২২ মাঃ ডঃ হিসেবেই প্রাপ্য হবে। তাছাড়া বিমান MCO'র প্রতি কেজির ভাড়া যেখানে ১০ মাঃ ডঃ সেখানে শীপ ফ্রেইট এর প্রতি কেজির ভাড়া ২২ বা ২৫ মাঃ ডঃ হওয়ার বিষয়টি নিরীক্ষার বোধগম্য নয়। শীপ ফ্রেইট ডকুমেন্টস হিসেবে একটি Cst, ০৩টি কোটেশন, Homepack Freight Int'l এর Origin Bill, Bill Of Lading, মানি রিসিট ইত্যাদির ফটোকপি দাখিল করা হয়েছে। Bill Of Lading এ Excution Date উল্লেখ কার হয়েছে ২০-১১-২০১৪খ্রিঃ। কিন্তু Cst এর তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে ২৮-১১-২০১৪খ্রিঃ। অর্থাৎ সর্বনিম্ন দরদাতার দর গ্রহণের পূর্বেই মালামাল Shipped On Board দেখানো হয়েছে। তাছাড়া পাকিস্তান থেকে একটি গিফট ভ্যান রপ্তানির জন্য পাকিস্তানের বাণিজ্য/কাস্টম কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের কপি, ঢাকা বিমান বন্দরের কাস্টম ক্লিয়ারেন্সের কপি, ঢাকা বিমান বন্দরে অবস্থিত কাষ্টমস্ অফিসে দাখিলযোগ্য লাগেজ ঘোষনাপত্র ইত্যাদি মৌলিক ডকুমেন্ট সীলের সাথে পাওয়া যায়নি। ফলে মালামাল প্রকৃত পক্ষে পরিবহনের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় শীপ ফ্রেইট বাবদ প্রদানকৃত ১,৪৬,২৫০ টাকা করে তাদের নিকট হতে আদায়যোগ্য। এভাবে প্রতি জনের নিকট হতে আদায়যোগ্য অর্থের পরিমান (১০০০০+২২৪৩+৩৫,৮৮০+১৪৬২৫০) বা ১,৯৪,৩৭৩ টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "পরিশিষ্ট-৩ (১২২)(।)" এ দেয়া হ'ল)।

“পরিশিষ্ট-৩ (১২২)(।)”

এপি নং-১৪৬০২ (আপত্তি-১৯)

ফাইন্যান্স কন্ট্রোলার (আর্মি) পে-২ পরিশিষ্টঃ “ঝ” ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা অনুচ্ছেদঃ ১৯ অর্থবছরঃ ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ অংশগ্রহণকারী সৈনিকগণকে ত্রুটি পূর্ণ ভাউচার/ডকুমেন্টস এর ভিত্তিতে MCO ক্রয়ের মূল্য এবং সমুদ্র পথে Ocean Freight এর মূল্য প্রদানজনিত ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণার্থীর নম্বর, পদবী, নাম ও ইউনিট	অতিরিক্ত বিমান ভাড়া	অতিরিক্ত পকেট ভাতা	এমসিও’র অর্থের পরিমান	শিপফ্রেইট এর অর্থের পরিমান	মোট অর্থের পরিমান
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭(৩+৪+৫+৬)
০১	বিজেও-১০৬২৯ সি অ ও মোঃ কামাল হোসেন, বেঙ্গল ক্যভ্যালারি	১০,০০০	২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৯৪,৩৭৩
০২	,, -৫০০১৯ ও অ মোঃ গোলাম মোস্তফা	১০,০০০	২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৯৪,৩৭৩
০৩	১০০৩৪২১ সাঃ মোঃ নূর আলম, এসিসি এন্ড এস, বগুড়া	১০,০০০	২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৯৪,৩৭৩
০৪	১০০৩৪৭৩ ,, ,, সাইফুল ইসলাম, -ঐ-	১০,০০০	২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৯৪,৩৭৩
০৫	১০০৩৬৩৭ ,, ,, জালাল উদ্দিন, -ঐ-	১০,০০০	২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৯৪,৩৭৩
০৬	১০০৪০৪৩ ,, ,, রুহুল আমিন	১০,০০০	২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৯৪,৩৭৩
০৭	১০০৬১৮৫ সৈঃ ,, রফিকুল ইসলাম	১০,০০০	২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৯৪,৩৭৩
০৮	১০০৪২০৮ কর্পোঃ ,, মশগুল হোসেন, বেঙ্গল ক্যভ্যালারি	১০,০০০	২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৯৪,৩৭৩
০৯	১০০৫৫৫১ সৈঃ ,, তরিকুল ইসলাম	১০,০০০	২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৯৪,৩৭৩
১০	১০০৪৮১৭ ল্যাঃ কর্পোঃ মোঃ ইউসুফ ভূইয়া	১০,০০০	২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৯৪,৩৭৩
১১	১০০৬০৭০ সৈঃ মোঃ টিটু চৌধূরী, বেঙ্গল ক্যাভেঃ, বগুড়া	১০,০০০	২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৯৪,৩৭৩
১২	১০০৬২৩২ ,, সুমন শেখ	১০,০০০	২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৯৪,৩৭৩
১৩	১০০৫১৬৩ ,, ,, মনিরুল ইসলাম	১০,০০০	২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৯৪,৩৭৩
১৪	১০০৪০৪৯ কপোঃ ,, মোখলেছুর রহমান, বেঙ্গল ক্যভ্যালারি	১০,০০০	২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৯৪,৩৭৩
১৫	১০০৫৫০২ সৈঃ ,, ফুয়াদ হোসেন	১০,০০০	২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৯৪,৩৭৩
১৬	১০০৫১৩৯ ,, ,, আলমগীর হোসেন, বেঙ্গল ক্যাভেঃ, বগুড়া	১০,০০০	২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৯৪,৩৭৩
১৭	১০০৬২৯১ ,, ,, রবিউল ইসলাম	১০,০০০	২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৯৪,৩৭৩
১৮	১০০৬৪৪৭ ,, আব্দুল আলিম	১০,০০০	২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৯৪,৩৭৩
১৯	১০০৫১২০ ,, ,, হাসিবুল ইসলাম	১০,০০০	২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৯৪,৩৭৩
২০	১০০৫২৬৯ ,, ,, আলাল উদ্দিন	১০,০০০	২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৯৪,৩৭৩
২১	১০০৪৪০৯কর্পোঃ ,, আমরাফু লইসলাম	১০,০০০	২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৯৪,৩৭৩
২২	১০০৪৮৭৩ ল্যাঃ কর্পোঃ মোঃ এনামুল হক	১০,০০০	২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৯৪,৩৭৩
২৩	১০০৪৭৭৭ ,, ,, ,, রেজাউল করিম	১০,০০০	২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৯৪,৩৭৩
২৪	১০০৪৭৯৪ ,, ,, সোহেল রানা	১০,০০০	২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৯৪,৩৭৩
২৫	১০০৫৪৪৯ সৈঃ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	১০,০০০	২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৯৪,৩৭৩
২৬	১০০৫১১৫ ,, ,, ইউনুস মিয়া	১০,০০০	২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৯৪,৩৭৩
২৭	১০০৫৭৭৫ ,, ,, মনজেল আলী	১০,০০০	২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৯৪,৩৭৩
২৮	বিজেও-১০৬১৬ সি ও অ সাইফুল ইসলাম খান, ৪র্থ হর্স	১০,০০০	২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৯৪,৩৭৩
					মোট =	**৫৪,৪২,৪৪৪/-**

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (১২৩)

এপি নং-১৪৬০৩ (আপত্তি-২০)

ইউনিটের নাম: এফ সি (আর্মি) পে-২ এর ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব

পাকিস্তানে Tank Mbt-2000 Of Gunnery Course এ অংশ গ্রহনকারী সৈনিকগণকে অতিরিক্ত পকেট ভাতা, ত্রুটিপূর্ণ ভাউচার/ডকুমেন্টস এর ভিত্তিতে MCO ক্রয়ের মূল্য এবং সমুদ্র পথে Ocean Freight এর মূল্য প্রদান করায় ক্ষতি ৫১,৬২,৪৪৪ টাকা।

যথাযথ ভাউচার/ডকুমেন্টস ব্যতিত এমসিও ভাউচার ক্রয়ের মূল্য এবং সমুদ্র পথে পরিবহনের সুবিধার আওতায় মালামাল পরিবহন ব্যয় প্রদান করায় ৫১,৬২,৪৪৪ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে "(বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৩ (১২৩)(।)"এ দেয়া হ'ল)। বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং-০৬.০০.০০০০.০০৯.২০.০০১.১৪. পাকিস্তান.২৩৩০ তারিখ ১২-০৮-২০১৪খ্রিঃ এর মাধ্যমে ১৫-০৯-২০১৪খ্রিঃ হতে ০৫-১২-২০১৪খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত Tank Mbt2000 Of Gunnery Course এ অংশগ্রহণের জন্য অফিসারদের সাথে পরিশিষ্টে বর্ণিত সৈনিকগণকে পাকিস্তানে গমনাগমন ও অবস্থানের আনুমতি প্রদান করা হয়। উক্ত সৈনিকগণকে পরিশোধিত টিএ/ডিএ বিলে ত্রুটি গুলো নিম্নরূপঃ

১) অতিরিক্ত পকেট ভাতাঃ প্রশিক্ষণার্থীগণ ১২-০৯-২০১৪খ্রিঃ তারিখে ঢাকা ত্যাগ করায় এবং ০৯-১২-২১০৪খ্রিঃ তারিখে পাকিস্তান ত্যাগ করায় আসা-যাওয়ার যে কোন একদিন পকেট ভাতার প্রাপ্যতা থেকে বাদ যাবে। তাই এক দিনের পকেট ভাতা বাবদ অতিরিক্ত গৃহিত (১১৫×২৫%×৭৮) বা ২,২৪৩ টাকা আদায়যোগ্য।

২) অপ্রাপ্য বিমান এমসিওঃ সংশ্লিষ্ট সৈনিকদেরকে যাওয়া-আসার পথে (১৮+২৮)বা ৪৬ কেজি MCO'র মূল্য বাবদ প্রত্যেককে ৫০,৮৮০ টাকা করে প্রদান করা হয়েছে। অর্থ প্রদানের স্বপক্ষে দাখিলকৃত সাদা কাগজে তৈরী এমসিও ভাউচারগুলো যাচাইয়ে দেখা যায় যে, ভাউচারগুলোতে ফ্লাইট নং PK0712 ও PK0713 এবং ইস্যুর তারিখ যথাক্রমে **১১** সেপ্টেম্বর ও ১০ ডিসেম্বর ২০১৪খ্রিঃ। কিন্তু ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী তারা ফ্লাইট নং PK267-PK350 ও PK351-PK266 এ যাওয়া এবং আসার ভ্রমণ করেছেন। ভাউচারগুলোতে ইস্যুর স্থান উল্লেখ নেই, টিকেট নম্বর নেই এবং ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের কোন সীল স্বাক্ষর নেই। PIA'র ভাউচারগুলোতে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস্ এর লোগো রয়েছে। বর্ণিত ত্রুটির কারণে MCO ভাউচারগুলো আসল(Genuine) মর্মে প্রতীয়মান হয়। তাই এ সকল ভাউচারের সমর্থনে MCO বাবদ অর্থ প্রদানের সুযোগ নেই বিধায় প্রদানকৃত ৫০,৮৮০ টাকা করে প্রত্যেকের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

৩) অপ্রাপ্য শীপ ফ্রেইটঃ সংশ্লিষ্ট সৈনিকগণের প্রত্যেককে ৭ ৫কেজি মালামাল পরিবহনের শীপ ফ্রেইটের মূল্য বাবদ ১,৪৬,২৫০ টাকা করে প্রদান করা হয়েছে। তারা শীপ ফ্রেইট ডকুমেন্টস এর ফটোকপি দাখিল করেছেন। দাখিলকৃত কোটেশন ও CST হতে দেখা যায় সমুদ্র পথে পরিবহন ভাড়া ২২ মাঃ ডঃ/কেজি এবং বিমান পথে পরিবহন ভাড়া ২৫ মাঃ ডঃ /কেজি। তাদেরকে ২৫ মাঃ ডঃ হিসেবে ভাড়া প্রদান করা হয়েছে, যা সঠিক হয় নি। কারণ বিমান পথে মালামাল পরিবহন করলেও ভাড়া ২২ মাঃ ডঃ (সমুদ্র পথের ভাড়া) হিসেবেই প্রাপ্য হবে। তাছাড়া বিমান Mco'র প্রতি কেজির ভাড়া যেখানে ১০ মাঃ ডঃ সেখানে শীপ ফ্রেইট এর প্রতি কেজির ভাড়া ২২ বা ২৫ মাঃ ডঃ হওয়ার বিষয়টি নিরীক্ষার বোধগম্য নয়। শীপ ফ্রেইট ডকুমেন্টস হিসেবে একটি Cst, ০৩টি কোটেশন, Homepack Freight Int'l এর Origin Bill, Bill Of Lading, মানি রিসিট ইত্যাদির ফটোকপি দাখিল করা হয়েছে। Bill Of Lading এ Execution Date উল্লেখ করা হয়েছে ২০-১১-২০১৪খ্রিঃ। কিন্তু Cst এর তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে ২৮-১১-২০১৪খ্রিঃ। অর্থাৎ সর্বনিম্ন দরদাতার দর গ্রহণের পূর্বেই মালামাল Shipped On Board দেখানো হয়েছে। তাছাড়া পাকিস্তান থেকে একটি গিফট ভ্যান রপ্তানির জন্য পাকিস্তানের বাণিজ্য/কাস্টম কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের কপি, ঢাকা বিমান বন্দরের কাস্টম ক্লিয়ারেন্সের কপি, ঢাকা বিমান বন্দরে অবস্থিত কাষ্টমস্ অফিসে দাখিলযোগ্য লাগেজ ঘোষনাপত্র ইত্যাদি মৌলিক ডকুমেন্ট বিলের সাথে পাওয়া যায় নি। ফলে মালামাল প্রকৃত পক্ষে পরিবহনের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় শীপ ফ্রেইট বাবদ প্রদানকৃত **১,৪৬,২৫০** টাকা করে তাদের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

পরিশিষ্ট-৩ (১২৩)(।)

এপি নং-১৪৬০৩ ;আপত্তি নং-২০।

ফাইন্যান্স কন্ট্রোলার (আর্মি) পে-২, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা অনুচ্ছেদঃ ২০ অর্থ বছরঃ ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ দৈনিক ভাতার পরিবর্তে হোটেল ভাতা ও নগদ ভাতা প্রদানজনিত ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণার্থীর নম্বর, পদবী ও নাম	ইউনিট	অতিরিক্ত পকেট ভাতা	এমসিও ভাউচার ক্রয় বাবদ পরিশোধিত অর্থের পরিমান	শিপফ্রেইট ক্রয় বাবদ পরিশোধিত অর্থের পরিমান	মোট অর্থের পরিমান
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭
০১	বিজেও-১০৫৬৪ সিওঅ মোঃ রমজান উকিল	বেঙ্গল ক্যভ্যালারি	২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৮৪,৩৭৩
০২	,,১০৬১০,, মোঃ রেজাউল করিম	এসিসি এন্ড এস,বগুড়া	২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৮৪,৩৭৩
০৩	,,১০৬২৭ ও অ মোঃ নুরুল হুসাইন	-ঐ-	২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৮৪,৩৭৩
০৪	,, ৫০০১০,, নুর মোহাম্মদ আজাদ	বেঙ্গল ক্যভ্যালারি	২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৮৪,৩৭৩
০৫	১০০৩৬২৪সাঃ মোঃ সাজ্জাদ হোসেন	এসিসি এন্ডএস,বগুড়া	২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৮৪,৩৭৩
০৬	১০০৪০৫৭ ,, ,, নাসি রউদ্দিন	এসিসি এন্ডএস,বগুড়া	২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৮৪,৩৭৩
০৭	১০০৪০৬২ কর্পোঃ মোঃ নজরুল ইসলাম	বেঙ্গল ক্যভ্যালারি	২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৮৪,৩৭৩
০৮	১০০৩৬৫১ ,, মোঃ বাবুল মীর	৪র্থ হর্স	২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৮৪,৩৭৩
০৯	১০০৩৯২৪ ,, ,, আলাউদ্দিন	এসিসি এন্ডএস,বগুড়া	২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৮৪,৩৭৩
১০	১০০৪৩০৫ ,, ,, রাজ্জাকুল হাসান	বেঙ্গল ক্যভ্যালারি	২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৮৪,৩৭৩
১১	১০০৪৪৪৪ ,, ,, রফিকুজ্জামান		২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৮৪,৩৭৩
১২	১০০৪৩৬৯ ,, ,, শরিফুজ্জামান		২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৮৪,৩৭৩
১৩	১০০৩৮৪৭ ,, ,,বেলায়েত হোসেন	বেঙ্গল ক্যভ্যালারি	২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৮৪,৩৭৩
১৪	১০০৪২৩২ ,, ,, হাবিবুর রহমান	-ঐ-	২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৮৪,৩৭৩
১৫	১০০৪২৭১ ,, ,, আব্দুল হাকিম	-ঐ-	২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৮৪,৩৭৩
১৬	১০০৪৩৭৩ ,, ,, মাহবুল আলম		২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৮৪,৩৭৩
১৭	১০০৫৪৪২সৈঃ ,, মাহবুবের রহমান		২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৮৪,৩৭৩
১৮	১০০৫২০৯ ,, মোঃ ইয়াসিন		২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৮৪,৩৭৩
১৯	১০০৫২২১ ,, ,, আব্দুল ওয়াহেদ		২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৮৪,৩৭৩
২০	১০০৫৮৪৭ ,, ,, মজিবুর রহমান		২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৮৪,৩৭৩
২১	১০০৬২৩৮ ,, ,, মুছা সালাম		২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৮৪,৩৭৩
২২	১০০৫৩৯৩ ,, ,, মামুন চৌধূরী		২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৮৪,৩৭৩
২৩	১০০৫২৩২ ,, এস এম আবু সাইম		২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৮৪,৩৭৩
২৪	১০০৬০৬৭ ,, মোশারফ হোসেন		২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৮৪,৩৭৩
২৫	১০০৫১৮১ ,, মোঃ রাজু আহমেদ		২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৮৪,৩৭৩
২৬	১০০৫২৬৬,,এসএম আকাশ মাহমুদ		২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৮৪,৩৭৩
২৭	১০০৫৪৭৮,, মোঃ ইলুয়াছ হোসেন		২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৮৪,৩৭৩
২৮	১০০৪৯৫২ ,, ,, এনামুল হক		২,২৪৩	৩৫,৮৮০	১,৪৬,২৫০	১,৮৪,৩৭৩
					মোট টাকা-	৫১,৬২,৪৪৪

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (১২৪)

এপি নং-১৪৬০৪ (আপত্তি-২১)

ইউনিটের নাম: এফ সি (আর্মি) পে-২ এর ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব

শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীকে অতিরিক্ত পকেট ভাতা, প্রশিক্ষণের বর্ধিত সময়ের ও বিভিন্ন ধরনের ফিল্ড ট্রিপ/পরিদর্শনের সুবিধা এবং অতিরিক্ত Ocean Freight প্রদান করায় ক্ষতি ২,১০,৯৬৩ টাকা ।

প্রশিক্ষণার্থীকে বিধি বহির্ভূতভাবে প্রশিক্ষণের বর্ধিত সময়ের এবং বিভিন্ন ধরনের ফিল্ড ট্রিপ/পরিদর্শনের সুবিধা প্রদান করায় ২,১০,৯৬৩ টাকা ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং-০৬.০০.০০০০.০০৯.২০.০০১.১৩. শ্রীলংকা/৯২৯ তারিখ:০৮-০৪-২০১৩খ্রিঃ এর প্রেক্ষিতে ১৮-০৪-২০১৩খ্রিঃ তারিখ হতে ১৯-১২-২০১৩খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত Long Sniper Course এ অংশগ্রহণের জন্য ৪৫০৮৫৫৩ সৈনিক মোঃ তুহিন ইসলামকে শ্রীলংকা গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়। শ্রীলংকা সরকার প্রশিক্ষণার্থীর থাকা-খাওয়া, প্রশিক্ষণ ফি, চিকিৎসা ও অভ্যন্তরীণ যাতায়াত খরচ প্রদান করে বিধায় দেশীয় বাজেট থেকে ২৫% পকেট ভাতা প্রাপ্য। কিন্তু পরিশোধিত টিএ/ডিএ বিলে অতিরিক্ত গৃহিত অর্থের পরিমান নিম্নরূপঃ

১) অতিরিক্ত পকেট ভাতাঃ ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী ১৯-০৪-২০১৩খ্রিঃ তারিখে শ্রীলংকা পৌছার কারণে ১৮-০৪-২০১৩খ্রিঃ তারিখের পকেট ভাতা প্রাপ্য নয়। ফলে ২,০২০ টাকা আদায়যোগ্য।

২) অপ্রাপ্য পকেট ভাতাঃ প্রশিক্ষণ শেষে উক্ত সৈনিককে (Extra Training Period) হিসেবে প্রশিক্ষণ সময়ের অতিরিক্ত ০৬(ছয়) দিনের পকেট ভাতা বাবদ ১২,১২০ টাকা প্রদান করা হয়। কিন্তু এই অতিরিক্ত সময়ের কোন মঞ্জুরীপত্র (জিও/এফজিও) বিলের সাথে পাওয়া যায়নি। তাছাড়া আলোচ্য প্রশিক্ষণে শ্রীলংকা সরকার থাকা খাওয়ার ব্যয় বহন করে। তাই এই ০৬ দিনের জন্য ও ব্যয় বহন করার কথা। শ্রীলংকা সরকার ব্যয় বহন না করে থাকলে তার প্রত্যয়ন প্রয়োজন। কিন্তু বিলের সাথে কোন প্রত্যয়ন পাওয়া যায় নি। ফলে প্রদানকৃত ১২,১২০ টাকা আদায়যোগ্য।

৩) অপ্রাপ্য সর্বসাকূল্য ভাতাঃ সংশ্লিষ্ট সৈনিককে বিভিন্ন ধরণের ফিল্ড ট্রিপ/পরিদর্শন বাবদ ১৪(চৌদ্দ) দিনের সর্বসাকূল্য ভাতার ৭৫% হিসেবে ৮৪,৮৪০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু এএফডি'র স্মারক নং ২২০৭/টি তারিখ ০৫-০৯-১৯৯৪খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ খ(২) অনুযায়ী থাকা, খাওয়াও অভ্যন্তরীণ যাতায়াত খরচ এর মধ্যে যেটি/যেগুলো স্বাগতিক দেশ বহন করবে না স্বাগতিক দেশ কর্তৃক নির্ধারণ ও সনদ পত্র স্বাপেক্ষে তাহা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বহন করা যাবে এবং অনুচ্ছেদ ঘ(১) আনুযায়ী স্বাগতিক কর্তৃপক্ষ কোন কিছু বহন না করলে প্রশিক্ষণার্থী ফিল্ড এক্সারসাইজের সময় প্রশিক্ষণের মেয়াদ অনুযায়ী নির্ধারিত দিনের দৈনিক ভাতা প্রাপ্য হবে। এক্ষেত্রে স্বাগতিক দেশকর্তৃক ফিল্ড ট্রিপ/ পরিদর্শনের সময় কোন কিছু প্রদান না করার এবং প্রাপ্যতা নির্ধারণ বা সনদপত্র প্রদানের কোন প্রমানক বিলের সাথে পাওয়া যায়নি। ফলে উক্ত সময়ের জন্য প্রদানকৃত ৮৪,৮৪০ টাকা আদায়যোগ্য।

৪) অপ্রাপ্য বিমান এমসিওঃ প্রশিণার্থীকে বিমান এমসিও ক্রয়ের জন্য ৬৬,৯৮৩ টাকা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু তিনি উক্ত অর্থ গ্রহণের সমর্থনে যে এমসিও ভাউচার দাখিল করেছেন তা যথাযথ নয়। ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী তিনি ১৯-০৪-২০১৩খ্রিঃ তারিখে ঢাকা হতে শ্রীলংকা এবং ২০-১২-২০১৩খ্রিঃ তারিখে শ্রীলংকা হতে ঢাকা শ্রীলংকা এয়ারলাইনস্‌এ ভ্রমণ করেছেন। কিন্তু দাখিলকৃত ট্রাভেল পোর্ট এর ভাউচার উল্লেখ রয়েছে ১৯-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে শ্রীলংকা হতে ঢাকা এবং ২৬-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ঢাকা হতে শ্রীলংকা ভ্রমণ করেছেন। অর্থাৎ ফ্লাইট আইটিনারীর বিমান সংস্থাও ভ্রমনের সাথে এমসিও ভাউচারের বিমান সংস্থাও ভ্রমনের মিল নেই। এছাড়া ভাউচারে ফ্লাইট নং, টিকেট নং, ভাউচার ইস্যুর স্থান ইত্যাদি কিছুই উল্লেখ নেই। ভাউচারগুলোর, আকার, আকৃতি ও ধরন আসল (Genuine) ভাউচারের মত নয়। ভাউচারগুলো কৃত্রিম (Fake) মর্মে প্রতীয়মান হচ্ছে। এধরনের ভাউচারের ভিত্তিতে এমসিও মূল্য প্রদান করার সুযোগ নেই বিধায় প্রদান কৃত ৬৬,৯৮৩ টাকা আদায়যোগ্য।

৫) অতিরিক্ত শীপ ফ্রেইটঃ বিমান পথে পরিবাহিত অতিরিক্ত লাগেজ এর ভাড়া প্রতি কেজি ১৮.৫৫ মাঃ ডঃ। সুতরাং সমুদ্র পথে প্রতি কেজি ৩০ মাঃ ডঃ হারে পরিবহন অত্যধিক ব্যয় বহুল। এতদ্ব্যতিত সমুদ্র পথের বিলে দাবীকৃত প্রতি কেজির ভাড়া ৩০ মাঃ ডঃ মধ্যে Ocean Freight ২২.৫০ মাঃ ডঃ। অবশিষ্ট ৭.৫০ মাঃ ডঃ স্থানান্তর, প্রাকিং ও লোডিং, পরিদর্শন ফি, কাস্টম এন্ট্রি, বীমা, ডক ইত্যাদি খরচ, যা প্রাপ্য নয়। তাই সমুদ্র পথের বিল হতে (৭৫×৭.৫×৮০টাকা) বা ৪৫,০০০ টাকা আদায়যোগ্য। সংশ্লিষ্ট সৈনিকের বিল হতে মোট আদায়যোগ্য (২০২০+১২১২০+৮৪৮৪০+৬৬৯৮৩+৪৫০০০) বা **২,১০,৯৬৩** টাকা।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (১২৫)

এপি নং-১৪৬০৫ (আপত্তি-২২)

ইউনিটের নাম: এফ সি (আর্মি) পে-২ এর ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব

বৈদেশিক প্রশিক্ষণে গমনকারী সৈনিকগণকে ত্রুটিপূর্ণ ভাউচারের ভিত্তিতে এমসিও ক্রয়ের মূল্য প্রদান করায় ক্ষতি ১৫,২০,১৫৩ টাকা।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে জারিকৃত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং ২২০৭/টি তারিখ ০৫-০৯-১৯৯৪খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ ঠ(১) অনুযায়ী ফ্রি লাগেজ বহনের সুযোগের অতিরিক্ত মালামাল পরিবহনের মূল্য বাবদ গৃহিত অগ্রিম অর্থ যথাযথ ভাউচার/ডকুমেন্টস মারফত সমন্বয় করার বিধান রয়েছ। কিন্তু পরিশিষ্টের**(ক) ক্রমিক নম্বর ০১ হতে ০৫** এ উল্লিখিত সৈনিকগণের বিলগুলো নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, যথাযথ ভাউচার/ডকুমেন্টস ব্যতিত প্রশিক্ষণার্থী সৈনিকগণকে এমসিও ভাউচার ক্রয়ের মূল্য প্রদান করায় ১৫,২০,১৫৩ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৩ (১২৫)(।) এ দেয়া হ'ল)।

১) ফ্লাইট আর্টিনারী অনুযায়ী সৈনিকগণ এ্যামিরেটস এর বিমানে ঢাকা থেকে দুবাই এবং টার্কিশ বিমানে দুবাই থেকে ইস্তাম্বুল ভ্রমণ করেছেন। ফিরার পথে একইভাবে টার্কিশ বিমানে ইস্তাম্বুল থেকে দুবাই এবং এ্যামিরেটস এর বিমানে দুবাই থেকে ঢাকা ভ্রমণ করেছেন। তারা বিলের সাথে টার্কিশ এয়ার লাইনস এর নামে সাদা কাগজে দুটি এবং রঙিন কাগজে দুটি মোট চারটি এমসিও ভাউচার দাখিল করেছেন। সাদা কাগজের ভাউচারে ঢাকা-ইস্তাম্বুল-আংকারা এবং ইস্তাম্বুল-দুবাই-ঢাকা উল্লেখ রয়েছে। ফিরার পথের রুটের মিল থাকলেও ফ্লাইট আর্টিনারীর সাথে যাওয়ার পথের রুটের মিল নেই।
২) ফ্লাইট আর্টিনারী টিকেট নম্বরের সাথে সাদা ভাউচারের টিকেট নম্বরের মিল নেই।
৩) ফিরতি ভাউচারে ভাড়ার হার ইউএস ডলার এবং দিনারে উল্লেখ করলেও দিনার ও ডলারের বিনিময় হার উল্লেখ করা হয়নি।
৪) এছাড়া সাদা কাগজের ভাউচারে যাত্রীর নাম, ফ্লাইট নম্বর, ভাউচার ইস্যুর স্থান ও তারিখ, ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের সীলস্বাক্ষর ইত্যাদি কিছুই উল্লেখ নেই।
৫) রঙিন কাগজে তৈরী ভাউচার দুটিতে এ্যামিরেটস একই ফ্লাইট নম্বর এবং টার্কিশ এয়ারলাইনস এর দুটি ফ্লাইট নম্বর উল্লেখ রয়েছে।
৬) ১৩ জুলাই এবং ২৯ জুলাই তারিখে ইস্যুকৃত দুটি রঙিন ভাউচারেই ইস্যুর স্থান ইস্তাম্বুল উল্লেখ রয়েছে।
৭) সাদা ভাউচারে ভাড়ার হার ১৮.৮০ মাঃ ডঃ এবং রঙিন ভাউচারে ভাড়ার হার ১৮.৯০ উল্লেখ রয়েছে।
৮) একই মালামাল পরিবহনে দুই ধরনের, দুই ভাড়ার ভিন্ন ভিন্ন ভাউচার দাখিল করা হয়েছে।
(খ) ক্রমিক নম্বর ০৬ হতে ১৬ এ উল্লিখিত সৈনিকগণের বিলগুলো নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে,
১) রঙিন কাগজে তৈরী ভাউচারগুলোতে টিকেট নম্বর উল্লেখ নেই।
২) ভাউচারে শুরু এবং গন্তব্য স্থানের কোন উল্লেখ নেই। (১টি ছাড়া)
৩) উভয় ভাউচারেই ইস্যুর স্থান ইস্তাম্বুল উল্লেখ আছে। (১টি ছাড়া)
৪) ভাউচারগুলোতে ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের সীল স্বাক্ষর নেই।
৫) ১টি ছাড়া অন্য ভাউচারগুলোতে বিমান সংস্থার লোগো নেই।
৬) উভয় ভাউচারেই কেজি প্রতি ভাড়ার হার উল্লেখ না করে মোট ভাড়া উল্লেখ করা হয়েছে (১টি ছাড়া) এবং ভাড়ার পরিমান ইউএস ডলারে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ঢাকা থেকে ইস্যু করা ভাউচারে ভাড়ার হার/পরিমান টাকায় উল্লেখ থাকে।

উপরে বর্ণিত দুটি ভ্রমণের টিএ/ডিএ বিলের সাথে দাখিলকৃত এমসিও ভাউচারগুলোত উল্লিখিত ত্রুটি/বিচ্যুতি থাকায় এগুলো কোন বিমান সংস্থা কর্তৃক ইস্যুকৃত নয় মর্মে নিরীক্ষায় প্রতীয়মান হয়েছে। এরূপ ত্রুটিপূর্ণ ভাউচারের ভিত্তিতে অর্থ পরিশোধ করা মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী বিধিসম্মত হয়নি। এভাবে বিধিবহির্ভূতভাবে অর্থ পরিশোধের ফলে ১৫,২০,১৫৩ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (১২৫)(।)

এপি নং-১৪৬০৫; আপত্তি নং-২২

ইউনিটের নামঃ <u>এফ সি (আর্মি) পে-২ এর ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব</u>

ত্রুটিপূর্ণ ভাউচারের ভিত্তিতে এমসিও ক্রয় বাবদ অর্থ প্রদান করা জনিত ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রঃনং	সৈনিকের নাম, নম্বর, পদবী ও ইউনিটের নাম	আদায়যোগ্য অর্থের পরিমান	মন্তব্য/প্রাধিকার, দেশ ও কোর্সের বিবরণ
০১	০২	০৩	০৪
০১	১০০৪৯৬৭ সৈনিক মোঃ জিল্লুর রহমান ফোর্সরিজার্ভকোং/১, ইউনামিডফর্মেশন	৬৮,৯৫৪/-	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারকনং০৬.০০.০০০০.০২১.৪৩.০৪০.১৩/আর্মি/জিও/২২ তারিখ:১০-০৭-২০১৩খ্রিঃ এর প্রেক্ষিতে ১৫-০৭-২০১৩খ্রিঃ তারিখ হতে ২৮-০৭-২০১৩খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে তুরস্কে RECCE VEH(LT ARMR VEH) কোর্স।
০২	৪০৩৮১৮৫ সৈনিক রিপন কুমার মন্ডল, ফোর্সরিজার্ভকোং/১, ইউনামিডফর্মেশন	৬৮,৯৫৪/-	
০৩	৪০৩৮৫৫১ ,, মোঃ ইয়াকুব আলী, ফোর্স রিজার্ভকোং/১, ইউনামিড ফর্মেশন	৬৮,৯৫৪/-	
০৪	৪০৩৭২৪৮ ,, ,, জাহাঙ্গীর হোসেন, ফোর্স রিজার্ভ কোং/১, ইউনামিড ফর্মেশন	৬৮,৯৫৪/-	
০৫	২৪০৯৯৬৮ সার্জেন্ট সুনীতি কুমার বিশ্বাস, ফোর্স রিজার্ভকোং/১, ইউনামিড ফর্মেশন	৬৮,৯৫৪/-	
০৬	বিজেও-১৭০৪৯ সি ওঃ অঃ মোঃ কামরুল ইসলাম,	১,০৬,৮৫৩/-	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং-০৬.০০.০০০০.০২১.৪৩.০৪০.১৩/আর্মি/জিও/১৫৮ তারিখ:১৮-০৯-২০১৩খ্রিঃ এর প্রেক্ষিতে ২৯-০৯-২০১৩খ্রিঃ তারিখ হতে ১২-১০-২০১৩খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে তুরস্কে RR EQPT, GRC-5218, ASELSAN, TURKEY এর ফ্যাক্টরী লেভেল মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ প্রশিক্ষণ।
০৭	বিজেও-১৭১০২ ওঃ অঃ মোঃ আনোয়ার হোসেন,	১,০৬,৮৫৩/-	
০৮	বিজেও-১৭১১৪ ওঃ অঃ মোঃ আব্দুল কাদের,	১,০৬,৮৫৩/-	
০৯	বিজেও-১৭২১১ ওঃ অঃ মোঃ হেমায়েত উদ্দিন,	১,০৬,৮৫৩/-	
১০	১৬০৮৪৬৩ সার্জেন্ট মোহাম্মদ আলম, ১, সিগঃ ব্যাটাকা	১,০৬,৮৫৩/-	
১১	২৪০৯৭৭৮ সার্জেন্ট তোফায়েল আহমেদ	১,০৬,৮৫৩/-	
১২	১৬০৯৫৩৭ কর্পোঃ মোঃ শহিদুল ইসলাম,	১,০৬,৮৫৩/-	
১৩	১৬০৯৫২৫ কর্পোঃ মোঃ গোলাম কিবরিয়া,	১,০৬,৮৫৩/-	
১৪	১৬১০১০৮ কর্পোঃ মোঃ রহিম হাওলাদার, ৫, সিগঃ ব্যাটাকা	১,০৬,৮৫৩/-	
১৫	১৬১০২৮২ কর্পোঃ নুরে আলম মাহবুবী, ৫, সিগঃ ব্যাটাকা	১,০৬,৮৫৩/-	
১৬	২৪০৯৭৭৯ কর্পোঃ দিদারুল আলম,	১,০৬,৮৫৩/-	
	মোট=	১৫,২০,১৫৩/-	

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (১২৬)

এপি নং-১৪৬১০; আপত্তি নং-২৮

ইউনিটের নামঃ এফ সি (আর্মি) পে-২ এর ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব

সুইডেন ও ভারতে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীগণকে প্রকৃত ভাউচার ছাড়া হোটেল ভাতা ও এমসিও'র মূল্য প্রদান করায় ক্ষতি ৩,২২,৬০৮ টাকা।

ত্রুটিপুর্ণ ভাউচারে হোটেল ভাড়া ও এমসিও ক্রয় দেখিয়ে বিল পাশ করায় সরকারের ৩,২২,৬০৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-''৩ (১২৬)(।)''এ দেয়া হ'ল)।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে জারিকৃত প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং-০৬.০০.০০০০.০২১.৪৩.০৪০.১৪/২৬২ তারিখঃ ১৭-১১-২০১৪ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সুইডেন ও ভারতে অনুষ্ঠিত Micro Calorimetric System এ অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ০৪ (চার) জন সদস্য কে মনোনয়ন প্রদান করা হয়। তাদেরকে পরিশোধিত বিলে অনিয়মগুলো নিম্নরূপঃ

১) বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য দেয়া হোটেল ভাউচারে তারিখের গড়মিল অর্থাৎ ডিপারচার ৮-১২-২০১৪ তারিখে হলেও হোটেলের ডিপারচার সিলে ২৯-১১-২০১৪ তারিখ এবং অন্য ভাউচারে ডিপারচার ২৯-১১-২০১৪ হলেও ডিপারচার সিলে ০৮-১২-২০১৪ তারিখ রয়েছে।

২) সরবরাহকৃত এমসি ও ভাউচারে একই কাগজ একই হাতের প্রিন্ট। দুইটির একটিতে এয়ারর্পোটের সিল আছে অন্যটিতে নাই। এছাড়াও কেজি প্রতি মূল্য দেয়া নাই। একই যাত্রায় লতিফুর রহমানের এমসিও ভাউচার দেয়া হইয়াছে দুবাই এয়ারর্পোট ও ব্যাংগালুর এয়ারর্পোট হতে অন্যদিকে রুহুল আমিন মীর ও লুৎফর রহমান এর ভাউচার দেয়া হয়েছে আর্লিন্ডা, সুইডেন ও ব্যাংগালুর, ভারত এয়ারর্পোট হতে এবং একই দিনে একই এয়ারর্পোটের ও হোটেলের ক্যাশিয়ার ও এ্যাকাউন্টের স্বাক্ষরে গরমিল পরিলক্ষিত হয়। একই এয়ারর্পোট ও একই হোটেলের ভাউচারের কাগজ ও ভিন্ন রকম। আবার একই যাত্রায় একই হোটেলের অবস্থান পরিকল্পিতভাবে আগে পরে দেখানো হয়েছে। ভাউচারসমূহের কোনটিতে সিল দেয়া হয়েছে আবার কোনটিতে সিল ছাড়াই স্বাক্ষর করা হয়েছে। একই দিনে ভিন্ন ভিন্ন স্বাক্ষর করা হয়েছে। ইহাতে ত্রুটিপুর্ণ ভাউচারে হোটেল ভাড়া ও এমসিও ক্রয় দেখিয়ে বিল পাশ করায় সরকারের ৩,২২,৬০৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। যা আদায়যোগ্য।

পরিশিষ্ট-''৩ (১২৬)(।)''

এপি নং-১৪৬১০; আপত্তি নং-২৮

এফ সি (আর্মি) পে-২ এর ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা অর্থ বছরঃ ২০১৩-২০১৬

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীগণকে প্রকৃত ভাউচার ছাড়া হোটেল ভাতাও এমসিও'র মূল্য প্রদানজনিত ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	নং, নাম ও পদবী	হোটেল ভাড়া	এমসিও ক্রয়	আদায়যোগ্য টাকা
০১	বিজেও-২২৭৪৭, সিঃ ওঃ অঃ মোঃ লতিফুর রহমান	৪৪,৭৭২/-	৩৫,৮৮০/-	৮০,৬৫২/-
০২	,, ২২৮৩৪, ,, চিত্রাসেন বড়ুয়া	৪৪,৭৭২/-	৩৫,৮৮০/-	৮০,৬৫২/-
০৩	২২০৩৯৮০, সার্জেন্ট রুহুল আমিন মীর	৪৪,৭৭২/-	৩৫,৮৮০/-	৮০,৬৫২/-
০৪	২২০৩৯৮৭, সার্জেন্ট মোঃ লুৎফর রহমান	৪৪,৭৭২/-	৩৫,৮৮০/-	৮০,৬৫২/-
			মোট-	**৩,২২,৬০৮/-**

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (১২৭)

এপি নং-১৪৬১২; আপত্তি নং-৩০

ইউনিটের নাম: <u>এফ সি (আর্মি) পে-২ এর ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব</u>

চীনে প্রশিক্ষণে গমনকারী সৈনিকদ্বয়কে অপ্রাপ্য পকেট ভাতা, প্রমাণক ছাড়া ট্রাভেল ট্যাক্স ও এম্বারকেশন ফি এবং ত্রুটিপূর্ণ ভাউচার/ডকুমেন্টস এর ভিত্তিতে এমসিও ও শীপ ফ্রেইট ক্রয় বাবদ অর্থ প্রদান করায় ক্ষতি ১১,৬০,৮৩৬ টাকা।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে জারিকৃত প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকাসেনানিবাস এর স্মারক নং-২২০৭/টি তারিখ:০৫-০৯-১৯৯৪খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ খ(১) অনুযায়ী স্বাগতিক দেশ পকেট ভাতার জন্য নগদ অর্থ প্রদান করলে তা প্রাপ্য পকেট ভাতার সাথে সমন্বয়যোগ্য। অর্থাৎ প্রদত্ত নগদ অর্থ প্রাপ্য পকেট ভাতার চেয়ে কম হলে নগদ অর্থ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট পকেট ভাতা প্রশিক্ষণার্থীকে প্রদেয় হবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং ০৬.০০.০০০০.০০৯.২০.০০১.১৩ চীন/৪৪৯ তারিখ ১৪-০২-২০১৩খ্রিঃ এবং সেনাসদর, জেনারেল ষ্টাফ শাখা, সামরিক প্রশাক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং ২৩.০১.৯০১.০২৬. ০৩.০৫৬.১১.২০.০২.১৩ তারিখ ২০-০২-২০১৩ খ্রিঃ এর প্রেক্ষিতে চীনে ০১-০৩-২০১৩খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০-০৭-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত "Weather man and Path Finder Course" এ গমনের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৪৫০৮০৬৪ সৈনিক শাকিব হোসেন ও সৈনিক মোঃ রবিউল আউয়ালকে মনোনয়ন দেয়া হয়। জিও এবং এফজিও অনুযায়ী উক্ত প্রশিক্ষণে চীন সরকার থাকা-খাওয়া, প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ, আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ যাতায়াত খরচ এবং **বিবিধ ভাতা** (পদবী অনুযায়ী) প্রদান করেছে। সংশ্লিষ্ট সৈনিকদ্বয়কে পরিশোধিত টিএ/ডিএ বিল অনিয়মগুলো নিম্নরূপঃ

১) ট্রাভেল ট্যাক্স ও এম্বারকেশন ফি প্রদানঃ সংশ্লিষ্ট সৈনিকদ্বয়কে ঢাকা বিমান বন্দরের জন্য ট্রাভেল ট্যাক্স ও এম্বারকেশন ফি বাবদ যথাক্রমে ৮০০ টাকা ও ৬০০ টাকা মোট ১,৪০০ টাকা করে প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত টাকা পরিশোধের স্বপক্ষে কোন ভাউচার নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি।

২) অপ্রাপ্য পকেট ভাতাঃ সংশ্লিষ্ট সৈনিকদ্বয়কে সমগ্র প্রশিক্ষণ সময়ের জন্য পকেট ভাতা বাবদ ৩,৭৬,৩৬৬ টাকা করে প্রদান করা হয়েছে। চীন সরকার পদবী অনুযায়ী বিবিধ ভাতা প্রদান করায় এক্ষেত্রে উক্ত বিবিধ ভাতা নগদ অর্থ হিসেবে বিবেচিত এবং পকেট ভাতার সাথে সমন্বয়যোগ্য। কিন্তু জিও/এফজিও এর মধ্যে বিবিধ ভাতার পরিমান/হার উল্লেখ করা হয়নি। অথচ এএফডি'র ১১-০৯-২০১৪খ্রিঃ তারিখের ২৮ ১২ সংখ্যক স্মারক এবং সেনাসদরের ৩০-০৯-২০১৪খ্রিঃ তারিখের ১৪ চীন সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে চীনে অনুষ্ঠিত Counter Terrorism Course এ অংশগ্রহনকারী সৈনিকগনকে বিবিধ ভাতা RMB 500 Yuan প্রদানের বিষয়টি এফজিওতে স্পষ্ট করা হয়েছে। বিবিধ ভাতা বাবদ প্রদত্ত অর্থ পকেট ভাতার সাথে সমন্বয়যোগ্য বিধায় পকেট ভাতা প্রদানের পূর্বে বিবিধ ভাতার পরিমান/হার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া প্রদত্ত বিবিধ ভাতার পরিমান/হার পকেট ভাতার সমান বা বেশী হলে পকেট ভাতা প্রাপ্য হবেনা। তাই বিবিধ ভাতার বিষয়টি নিশ্চিত না হয়ে প্রদত্ত পকেট ভাতা তাদের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

৩) অপ্রাপ্য এমসিওঃ সংশ্লিষ্ট সৈনিকদ্বয়কে বিমান এমসিও বাবদ ৫১,১৫২ টাকা করে প্রদান করা হয়েছে। এমসিও ভাউচার যাচাইয়ে দেখা যায়, দুজনেই ০৪টি করে এমসিও ভাউচার দাখিল করেছেন। তার মধ্যে দুটি ফটোকপি এবং দুটি ভিন্ন আকার ও ভিন্ন ডিজাইনের টুকরো রঙিন কাগজে তৈরী করা হয়েছে, যাতে যাত্রীর টিকেট নম্বর, ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের সীল-স্বাক্ষর, ইস্যুর স্থান, শুরু ও গন্তব্য স্থান ইত্যাদি কিছুই উল্লেখ নেই। ফটোকপি ভাউচারে শুরু ও গন্তব্য থাকলেও উভয় ভাউচারে একই ফ্লাইট নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত ভাউচারেও যাত্রীর টিকেট নম্বর, ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের সীল-স্বাক্ষর, ইস্যুর স্থান, শুরু ও গন্তব্য স্থান ইত্যাদি কিছুই উল্লেখ নেই। একই যাত্রীর ভিন্ন ভিন্ন আকার ও ডিজাইনের দু'ধরনের এমসিও ভাউচার দাখিল করায় সার্বিক বিবেচনায় ভাউচারগুলো কৃত্রিম (Fake) মর্মে প্রতীয়মান হচ্ছে। এধরনের ভাউচারের সমর্থনে পরিশোধিত অর্থ আদায়যোগ্য।

৪) অপ্রাপ্য শীপ ফ্রেইটঃ সংশ্লিষ্ট সৈনিকদ্বয়কে ৭৫ কেজি মালামালের শীপ ফ্রেইট বাবদ ১,৫১,৫০০ টাকা করে প্রদান করা হয়েছে। শীপ ফ্রেইট দাবীর স্বপক্ষে তারা ০৩টি কোটেশন, একটি CST এবং ০১ টি Bill of Lading (০১ জনের বিলে ফটোকপি) দাখিল করেছেন। দালিলকৃত কোটেশনে প্রতি কেজি পরিবহন ভাড়া যথাক্রমে ২৫, ২৮ও ২৮.৫০ মাঃ ডঃ হলেও তার মধ্যে Ocean Freight যথাক্রমে ১৫.৩০, ১৫.৪০ ও ১২.৫০ মাঃ ডঃ। অর্থাৎ শীপ ফ্রেইট অন্যান্য সমূদয় ডকুমেন্টস সঠিক থাকলেও তারা শীপ ফ্রেইট ভাড়া বাবদ ১২.৫০ মাঃ ডঃ/কেজি প্রাপ্য হতেন। কিন্তু তারা শীপ ফ্রেইট বাবদ ২৫ মাঃ ডঃ/কেজি হারে ভাড়া গ্রহন করেছেন। কোটেশন ০৩টি তে দাখিলকারীর কোন সীলস্বাক্ষর নেই। CST তে কোন কমিটি বা কোন কর্মকর্তার স্বাক্ষর নেই। Bill of Lading এ Port of Loading Nanjing ও Port of Discharge Singapore এবং Final Destination Chittagong উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া মালামাল পরিবহনের স্বপক্ষে আর কোন ডকুমেন্টস যেমন- চট্টগ্রাম বন্দরের জেটি চালান, শেড বিল, চট্টগ্রাম বন্দরে অবস্থিত কাষ্টমস কর্তৃপক্ষের কাগজপত্র, শিপিং এজেন্টের কাগজপত্র ইত্যাদি মৌলিক কাগজপত্র নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি। ফলে মালামাল প্রকৃতপক্ষে পরিবহনের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় শীপ ফ্রেইট বাবদ প্রদানকৃত ১,৫১,৫০০ টাকা করে তাদের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

সুতরাং তাদের প্রত্যেকের নিকট হতে আদায়যোগ্য টাকার পরিমান (১৪০০+৩৭৬৩৬৬+৫১১৫২+১৫১৫০০) বা ৫,৮০,৪১৮ টাকা এবং ০২ জনের নিকট হতে মোট আদায়যোগ্য (৫৮০৪১৮×২) বা **১১,৬০,৮৩৬/-** টাকা।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (১২৮)

এপি নং-১৪৬১৩; আপত্তি নং-৩১

ইউনিটের নাম: এফ সি (আর্মি) পে-২ এর ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব

চীন সফরে সর্বসাকুল্য ভাতার পরিবর্তে ত্রুটিপূর্ণ হোটেল ভাউচারে হোটেল ভাতা এবং অপ্রাপ্য বাধ্যতামূলক অবস্থানজনিত হোটেল ভাতা গ্রহণ করায় ক্ষতি ১,১৯,৮০৬ টাকা।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণে গমনকারী বিজেও-২৫৬২৯, ওঃ অঃ মোঃ খোরশেদ আলমকে সর্বসাকুল্য ভাতার পরিবর্তে ত্রুটিপূর্ণ হোটেল ভাউচারে হোটেল ভাতা এবং অপ্রাপ্য বাধ্যতামূলক অবস্থানজনিত হোটেল ভাতা গ্রহণ করায় ১,১৯,৮০৬ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং ০৬.০০.০০০০. ০২১.৪৩. ০৪০.১৪/৬১৮ তারিখ ০৮-০৫-২০১৪খ্রিঃ এবং সেনাসদর, জিএস শাখা, এসডি পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং- ২৩.০১.৯০১.০২৩.০৪.১৯৮.০১.০৮.০৫.১৪ তারিখ ০৮-০৫-২০১৪খ্রিঃ এর প্রেক্ষিতে ১৫-০৫-২০১৫ খ্রিঃ হতে ২৪-০৫-২০১৪খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্তর পরিদর্শন উপলক্ষ্যে ১০(দশ) দিনের চীন সফরের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অফিসারদের সাথে বিজেও-২৫৬২৯ ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ খোরশেদ আলমকে মনোনয়ন দেয়া হয়। সংশ্লিষ্ট সৈনিককে পরিশোধিত টিএ/ডিএ বিল পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

১) অতিরিক্ত হোটেল ভাতাঃ সংশ্লিষ্ট সৈনিক কর্তৃক দখিলকৃত হোটেল ভাউচারে হোটেল কর্তৃপক্ষের কোন স্বাক্ষর নাই। একটি ভাউচারে হোটেলের নাম নাই। ২৪-০৫-২০১৪ তারিখে দুইবার ভাড়া দাবী করা হয়েছে। একই তারিখে ৭.০০ এএমডি পারচার অন্য হোটেলে ৬.০০ এএমএরাই ভাল দেখানো হয়েছে। এইরুপ ত্রুটিপূর্ণ ভাউচারে তিনি হোটেল ভাড়া প্রাপ্য না হয়ে সর্বসাকুল্যে ভাতা প্রাপ্য হবেন। নগদসহ হোটেল ভাড়া হিসেবে তিনি ২,২৮,১৬৫ টাকা (বিল অনুযায়ী) গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সর্বসাকুল্য ভাতা হিসেবে প্রাপ্য (১৬৫×১০দিন×৭৯.৫০) বা ১,৩১,১৭৫ টাকা। ফলে (২,২৮,১৬৫-১,৩১,১৭৫) বা ৯৬,৯৯০ টাকা অতিরিক্ত গ্রহণ করেছেন, যা আদায়যোগ্য।

২) অপ্রাপ্য বাধ্যতামূলক অবস্থানজনিত হোটেল ভাতাঃ তাছাড়া সংশ্লিষ্ট জেসিওকে ১৪-০৫-২০১৪ তারিখে কুনমিং এ বাধ্যতামূলক অবস্থানজনিত ০১ দিনের নগদসহ হোটেল ভাতা বাবদ ২২,৮১৬ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু যে হোটেল ভাউচারের ভিত্তিতে তাকে নগদসহ হোটেল ভাতা পরিশোধ করা সেই হোটেল ভাউচার ও ফ্লাইট আইটিনারীর মধ্যে গরমিল পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী তিনি ১৪-০৫-২০১৪ তারিখে ১৮.২০ ঘটিকায় অর্থাৎ সন্ধ্যা ০৬.২০ ঘটিকায় কুনমিং পৌছান। কিন্তু ১৪-০৫-২০১৪ তারিখের কুনমিং এর হোটেল ভাউচারে দেখা যায় তিনি সকাল ০৬.০০ ঘটিকায় উক্ত হোটেলে পৌছেছেন এবং ঐদিনই দুপুর ১২.০০ ঘটিকায় উক্ত হোটেল ত্যাগ করেছেন। ফ্লাইট আইটিনারী মোতাবেক সন্ধ্যা ০৬.২০ ঘটিকায় কুনমিং পৌছানোর কারনে তাঁর পক্ষে সকাল ০৬.০০ ঘটিকা হতে দুপুর ১২.০০ ঘটিকা পর্যন্ত হোটেলে অবস্থান করা অসম্ভব। অধিকন্তু ১৫-০৫-২০১৪ তারিখে বেইজিং এ স্তর (Stagw) পরিদর্শন হওয়ায় তাঁর পক্ষে ১৪-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে কুনমিং এ অবস্থান করার সুযোগ নেই। ফ্লাইট আইটিনারীতে কুনমিং-বেইজিং ভ্রমনের কোন তথ্য নেই। সুতরাং ১৪-০৫-২০১৪ তারিখে কুনমিং এ অবস্থানের বিষয়টি সন্দেহাতিতভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় উক্ত দিনের জন্য প্রদানকৃত নগদসহ হোটেল ভাতা ২২,৮১৬ টাকা আদায়যোগ্য।

অতএব,, সংশ্লিষ্ট সৈনিকের নিকট হতে মোট আদায়যোগ্য অর্থের পরিমান (৯৬৯৯০+২২৮১৬) বা **১,১৯,৮০৬** টাকা।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (১২৯)

এপি নং-১৪৬১৪; আপত্তি নং-৩২

ইউনিটের নাম: এফ সি (আর্মি) পে-২ এর ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব

সেনাসদর কর্তৃক নির্ধারিত হারের চেয়ে অতিরিক্ত হারে ট্রাক/কাভার্ড ভ্যান ভাড়া করায় ক্ষতি ১৯,৯২,৪৫০ টাকা।

সেনাসদর কর্তৃক নির্ধারিত হারের চেয়ে অতিরিক্ত হারে ট্রাক/কাভার্ডভ্যান ভাড়া করায় সরকারের **১৯,৯২,৪৫০** টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৩(১২৯)(।) এ দেয়া হ'ল:

সেনাসদর, কিউএমজি শাখার পত্র নং-২৩.০১.০০০.০৪৪.০১.১৬০.০৮.২৯.০৩.১৬/০১ তারিখঃ ৩০-০৩-২০১৬ খ্রিঃ এর মাধ্যমে বিআরটিসি ও ট্রাষ্ট ট্রান্সর্পোট সার্ভিসেস এর ভাড়ার হার নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন রুটসমূহে বেসামরিক ব্যক্তি মালিকানাধীন বাস/ট্রাকের ভাড়া বিআরটিসি ও ট্রাষ্ট ট্রান্সর্পোট সার্ভিসেস এর জন্য নির্ধারিত ভাড়ার চেয়ে বেশী হারে বিল দাবী/প্রদান করা যাবেনা মর্মে উক্ত স্মারকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছ। কিন্তু বিভিন্ন ইউনিট এর স্থায়ী বদলীর সময় ইউনিটের স্থানান্তরযোগ্য মালামাল পরিবহনের জন্য বিভিন্ন ঠিকাদারের এর নিকট হতে ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যান সেনাসদর কর্তৃক বিআরটিসি ও ট্রাষ্ট ট্রান্সর্পোট সার্ভিসেস এর ভাড়ার নির্ধারিত হারের চেয়ে অতিরিক্ত হারে ভাড়া করে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। ফলে সরকারের **১৯,৯২,৪৫০** টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

পরিশিষ্ট-৩ (১২৯)(।)

এপি নং-১৪৬১৪; আপত্তি নং-৩২

সেনাসদর কর্তৃক নির্ধারিত হারের চেয়ে অতিরিক্ত হারে ট্রাক/কাভার্ড ভ্যান ভাড়া করা জনিত ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	ডিভি নং ও তারিখ	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান	গমনাগমন রুট	বাস/ট্রাক ভাড়ার হার ও গাড়ীর সংখ্যা	পরিশোধিত টাকা	সেনাসদর প্রদত্ত ভাড়ার হার আনুযায়ী পরিশোধেয় টাকা	অতিরিক্ত ভাড়া
০১	০১,৬/২০১৬	মনির এন্টারপ্রাইজ ঢাকা	আলী কদম হতে রংপুর	৬৬,২৫০×৪০টি	২৬,৫০,০০০	১৯৮০০+১৭৩০০ ×৪০ ১৪,৮৪,০০০/-	১১,৬৬,০০০
০২	,,	,,	আলী কদম হতে রংপুর	৬৬,২২৫×২টি	১,৩২,৪৫০	১৯৮০০+১৭৩০০ ×২ ৭৪,২০০/-	৫৮,২৫০
০৩	০৩,৬/২০১৬	তানহা তিশা ট্রান্সর্পোট এজেন্সী, কুমিল্লা	কাপ্তাই হতে কুমিল্লা	৩৯,১০০×৪২টি	১৬,৪২,২০০	২৩,৫০০×৪২ ৯,৮৭,০০০/-	৬,৫৫,২০০
০৪	১২,৬/২০১৬	মারুফা ট্রেড এন্ড ট্রান্সর্পোট, চট্টগ্রাম	কাপ্তাই হতে শহীদ সালাউদ্দিন সেনানিবাস	৪৫,০০০×২টি	৯০,০০০	২৩,৫০০×২ ৪৭,০০০/-	৪৩,০০০
০৫	০৮,৬/২০১৬	আব্দুল্লাহ আল জাবের ফিলিং স্টেশন	বঙ্গবন্ধু সেনানিবাস হতে পোস্তগোলা	১৮,০০০×৩৫টি	৬,৩০,০০০	১৬,০০০×৩৫ ৫,৬০,০০০/-	৭০,০০০
						মোট=	১৯,৯২,৪৫০

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (১৩০)

এপি নং-১৪৬১৭; আপত্তি নং-৩৫

ইউনিটের নাম: এফ সি (আর্মি) পে-২ এর ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব

ভারতে অনুষ্ঠিত কোর্সে অংশগ্রহণকারী সৈনিকগণকে ষ্ট্যাডিট্যুর এর জন্য প্রাপ্যের অতিরিক্ত সাকূল্য ভাতা এবং যথাযথ ভাউচার ছাড়া MCO ও শীপ ফ্রেইট এর অর্থ প্রদান করায় ক্ষতি ৫,৬১,১২২ টাকা।

ষ্ট্যাডি ট্যুর এর জন্য প্রাপ্যের অতিরিক্ত সাকূল্য ভাতা এবং যথাযথ ভাউচার ছাড়া MCO ও শীপ ফ্রেইট এর মূল্য প্রদান করায় টাকা ৫,৬১,১২২ ক্ষতি হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং ০৬.০০.০০০০.০০৯.২০.০০১.১৪. ভারত/১৮১ তারিখ ২৬-০১-২০১৪খ্রিঃ এর প্রেক্ষিতে ০৩-০২-২০১৪খ্রিঃ হতে ২৫-০৪-২০১৫খ্রিঃ পর্যন্ত (যাতায়াত সময় ব্যতিত) সময়ে ভারতে অনুষ্ঠিত "Junior Network Engineer Course" এ অংশগ্রহনের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নং-১৬১২০৭১ কর্পোরাল মুহাম্মদ জিয়াউল ইসলাম ও নং-১৬১১৯১৩ কর্পোঃ মোঃ শহিদুল ইসলাম চৌধুরীকে ভারত গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়। ভারত সরকার অংশগ্রহনকারীদের আন্তর্জাতিক বিমান ভাড়া, থাকা-খাওয়া, অভ্যন্তরীণ যাতায়াত, চিকিৎসা ইত্যাদি খরচ বহন করে এবং বাংলাদেশ সরকারের বাজেট হতে পকেট ভাতাসহ অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা হয়। এদের মধ্যে কর্পোরাল মুহাম্মদ জিয়াউল ইসলামকে পরিশোধিত টিএ/ডিএ বিলে অনিয়মগুলো নিম্নরূপঃ

১) কাগজ পত্রের ঘাটতিঃ বিলের সাথে পাসপোর্টের কপি, বিমান টিকেট/সিডিউল/ফ্লাইট আইটিনারী কিছুই সংযুক্ত সেই।
২) অতিরিক্ত দৈনিক ভাতাঃ প্রশিক্ষণকালীন সময়ে বিভিন্ন ষ্ট্যাডি ট্যুরে অংশগ্রহনের জন্য ৫২ দিনের সর্বসাকূল্য ভাতার ৭৫% হারে প্রদান করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে জারিকৃত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং ২২০৭/টি তারিখ ০৫-০৯-১৯৯৪খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদক (১) অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মেয়াদ ১ বছর পর্যন্ত হলে প্রশিক্ষণার্থী সর্বসাকূল্য ভাতার ৭৫% হারে দৈনিক ভাতা প্রাপ্য। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের মেয়াদ ১ বছরের বেশি হওয়ায় প্রশিক্ষণার্থী ৭৫% দৈনিক ভাতা হিসেবে প্রাপ্য। কিন্তু ষ্ট্যাডি ট্যুরের ৫২দিন প্রশিক্ষণ সময়ের অন্তর্ভূক্ত থাকায় এবং প্রশিক্ষণার্থী উক্ত সময়ে ২৫% পকেট ভাতা গ্রহণ করায় প্রদত্ত পকেট ভাতা দৈনিক ভাতা হতে বাদ যাবে। অর্থাৎ তিনি এক্ষেত্রে (৭৫%-২৫%) বা ৫০% হারে দৈনিক ভাতা প্রাপ্য। কিন্তু ষ্ট্যাডি ট্যুরের ৫২ দিনে ৭৫% হারে দৈনিক ভাতা প্রদান করায় তাঁকে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে (১১৫×২৫%×৫২) বা ১,৪৯৫ মাঃ ডঃ যা দেশীয় মুদ্রায় ১,১৬,৩১১ টাকা।
৩) অপ্রাপ্য বিমান এমসিওঃ বিমান MCO ভাউচারগুলো নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ০১-০২-২০১৫ খ্রিঃ এর দুটি ভাউচারে ঢাকা-দিল্লী-ইন্ডুর এর ১৮ কেজির ভাড়া একটি ভাউচারে ৭৮০ টাকা এবং অন্য ভাউচারে ভাড়া ৯২০ টাকা দেখানো হয়েছে। অন্যদিকে ইন্ডুর-দিল্লী-ঢাকা ২৮ কেজির ভাড়া একটি ভাউচারে ৭৮০ টাকা অন্য ভাউচারে ৭৮৭.৫ রুপি দেখানো হয়েছে। সাধারনতঃ টাকার তুলনায় রুপি কম হওয়ার কথা। কিন্তু রুপি বেশী দেখানো হয়েছে। এভাবে একই মালের ভাড়া একই কম/বেশী হওয়ার এবং টাকা ও রুপির অসামঞ্জস্যতার কারণ বোধগম্য নহে। তাছাড়া ভাউচারগুলোতে 'টাকার অংক×18 Per Kg' উল্লেখ করা হয়েছে, যা ভুল। একটি আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থা কর্তৃক এ ধরনের ভুল করার কথা নয় বিধায় ভাউচারগুলো বিমান সংস্থা কর্তৃক ইস্যুকৃত নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। তাই ভাউচারগুলো গ্রহনযোগ্য নয় এবং এই ভাউচারগুলোর প্রদানকৃত ৩৫,৮৮০ টাকা আদায়যোগ্য।
৪) অপ্রাপ্য শীপ ফ্রেইটঃ শীপ ফ্রেইট এর ডকুমেন্টগুলো নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, দাখিলকৃত Quotation গুলোতে পাসপোর্ট নম্বর নেই। কোটেশনগুলোতে কোন মেইলিং ঠিকানা, ফোন/ফ্যাক্স/ই-মেইল নম্বর উল্লেখ নেই। Quotation এবং CST এর মধ্যে মিল নেই। যেমন- কোটেশন এ Ocean Freight এর Rate আলাদা করে দেখানো হয়নি কিন্তু CST তে Ocean Freight এর Rate আলাদা করে(১৫, ১৬ ও ১৭ মাঃ ডঃ) দেখানো হয়েছে। ০৩টি কোটেশনেই Custom Charge 200 US$/Kg দেখানো হয়েছে, যা অসম্ভব। কারণ প্রতি কেজির Custom Charge 200 US$ হলে ২০০ কেজির কাষ্টম চার্জই হয় (২০০×২০০) বা ৪০,০০০ মাঃ ডঃ হয়। অথচ মোট মূল্য দেয়া হয়েছে ৪,৪০০ মাঃ ডঃ থেকে ৪,৮০০ মাঃ ডঃ। তাছাড়া Bill of Lading এ Port of Loading হিসেবে Mhow International Airport, India উল্লেখ রয়েছে। সমুদ্র পথে পরিবাহিত মালামাল বিমান বন্দর থেকে লোড হওয়া সম্ভব নয়। Bill of Lading এ Voyage No. 13201 এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের জেটি চালানে Voyage No. ২৬৩ উল্লেখ আছে। Bill of Lading এ তারিখ ২১-০৪-২০১৫ এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের জেটি চালানে তারিখ ৩০-০৪-২০১৫ উল্লেখ আছে। অধিকন্তু, ভারত সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কাগজপত্র, ঢাকা বিমান বন্দরে দাখিলযোগ্য লাগেজ ডিক্লারেশন এর কপি ইত্যাদি মৌলিক দলিলাদি বিলের সাথে পাওয়া যায়নি। এছাড়া বিমানে প্রতি কেজির বহন ব্যয় ৭৪৮ টাকা দাবী করা হয়েছে। অথচ সমুদ্র পথে বহন ব্যয় দাবী করা হয়েছে ২২ মাঃ ডঃ বা ১,৭৪৯ টাকা। উল্লিখিত কারণে শিপ ফ্রেইট এর কাগজপত্র গ্রহনযোগ্য নয় বিধায় শীপ ফ্রেইট বাবদ প্রদানকৃত ১,২৮,৩৭০ টাকা প্রাপ্য নয়।। এভাবে সংশ্লিষ্ট সৈনিককে অতিরিক্ত প্রদানকৃত অর্থের পরিমান (১১৬৩১১+৩৫৮৮০+১২৮৩৭০) বা ২,৮০,৫৬১ টাকা।

নিরীক্ষায় কর্পোঃ মোঃ শহিদুল ইসলাম চৌধুরী এর বিল পাওয়া যায়নি। একই সফরের সংগী হওয়ায় তাঁর ক্ষেত্রে অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে মর্মে প্রতীয়মান হচ্ছে। তাই এক্ষেত্রে ০২(দুই) জনকে অতিরিক্ত প্রদান (২৮০৫৬১×২) **৫,৬১,১২২** টাকা।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (১৩১)

এপি নং-১৪৬১৮; আপত্তি নং-৩৭

ইউনিটের নাম: <u>এফ সি (আর্মি) পে-২ এর ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব</u>

ভারতে অনুষ্ঠিত কোর্সে অংশগ্রহনকারী সৈনিককে ত্রুটিপূর্ণ ভাউচার/ডকুমেন্টস এর ভিত্তিতে MCO ও শীপ ফ্রেইট এর অর্থ প্রদান করায় ক্ষতি ১,৩৪,২৫৯ টাকা।

ত্রুটিপূর্ণ ভাউচার/ডকুমেন্টস এর ভিত্তিতে MCO ও শীপ ফ্রেইট এর অর্থ প্রদান করায় ১,৩৪,২৫৯ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং ০৬.০০.০০০০.০০৯. ২০. ০০১.১৪.ভারত/৩৮৮৭ তারিখ ১৮-১২-২০১৪খ্রিঃ এর প্রেক্ষিতে ০৯-০১-২০১৪খ্রিঃ হতে ০৯-০৪-২০১৫খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে ভারতে অনুষ্ঠিত "Information Technology (Special) Date Base Management Course Jco & Or(Sigs)-25" এ অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৬১৫২৪৭ কর্পোরাল মিজানুর রহমানকে মনোনয়ন দেয়া হয়। সংশ্লিষ্ট সৈনিককে পরিশোধিত টিএ/ডিএ বিলে অনিয়মগুলো নিম্নরূপঃ

১) অপ্রাপ্য বিমান এমসিওঃ বিমান MCO ভাউচারগুলো নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, দাখিলকৃত ভাউচারগুলোতে 'টাকার অংক×18 Per Kg' উল্লেখ করা হয়েছে, যা ভুল। একটি আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থা কর্তৃক এ ধরণের ভুল করার কথা নয় বিধায় ভাউচারগুলো বিমান সংস্থা কর্তৃক ইস্যুকৃত নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। তাই ভাউচারগুলো গ্রহণযোগ্য নয় এবং এই ভাউচারগুলোর ভিত্তিতে প্রদানকৃত ৪৬,৫০৯ টাকা আদায়যোগ্য।

২) অপ্রাপ্য শীপ ফ্রেইটঃ শীপ ফ্রেইট এর ডকুমেন্টগুলো নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, দাখিলকৃত Quotation গুলোতে কোন মেইলিং ঠিকানা, ফোন/ফ্যাক্স/ই-মেইল নম্বর উল্লেখ নেই। Quotation এবং CST এর মধ্যে মিল নেই। যেমন-কোটেশনএ Ocean Freight এর Rate আলাদা করে দেখানো হয়নি কিন্তু CST তে Ocean Freight এর Rate আলাদা করে (১৫, ১৬ও১৭ মাঃ ডঃ) দেখানো হয়েছে। ০৩টি কোটেশন নেই Custom Charge 200 US$/Kg দেখানো হয়েছে, যা অসম্ভব। কারণ প্রতি কেজির Custom Charge 200 US$ হলে ২০০ কেজির কাষ্টম চার্জই হয় (২০০×২০০) বা ৪০,০০০ মাঃ ডঃ হয়। অথচ মোট মূল্য দেয়া হয়েছে ৩,০০০ মাঃ ডঃ থেকে ৩,৪০০ মাঃ ডঃ। CST তে মূল্যায়ন কমিটির কোন সদস্যের নাম, স্বাক্ষর, সীল ও কোন তারিখ নেই। তাছাড়া Bill of Lading এ Port of Loading হিসেবে Mhow International Airport, India উল্লেখ রয়েছে। সমুদ্র পথে পরিবাহিত মালামাল বিমান বন্দর থেকে লোড হওয়া সম্ভব নয়। Bill of Lading এ Voyage No. 13222 এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের জেটি চালানে Voyage No. 263 উল্লেখ আছে। Bill of Lading এ B/L NO. 69235338 তারিখ উল্লেখ নেই কিন্তু চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের জেটি চালানে B/L NO. 69235338 তারিখ ২১-০৪-২০১৫ উল্লেখ আছে। Bill of Lading অনুযায়ী Shipped on Board Date. ০৫-০৪-২০১৫খ্রিঃ। ০৫-০৪-২০১৫খ্রিঃ তারিখে শীপমেন্ট হওয়া মালের B/L তারিখ ২১-০৪-২০১৫খ্রিঃ হওয়া বাস্তব সম্মত নয়। উল্লিখিত কারণে শিপ ফ্রেইট এর কাগজপত্র গ্রহনযোগ্য নয় বিধায় শীপ ফ্রেইট বাবদ প্রদানকৃত ৮৭,৭৫০ টাকা প্রাপ্য নয়।

মোট অতিরিক্ত প্রদানকৃত তথা আদায়যোগ্য অর্থের পরিমান (৪৬৫০৯+৮৭৭৫০) = **১,৩৪,২৫৯** টাকা।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (১৩২)

এপি নং-১৪৬১৯; আপত্তি নং-৩৮

ইউনিটের নাম: <u>এফ সি (আর্মি) পে-২ এর ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব</u>

প্রশিক্ষণার্থীকে প্রাপ্যের অতিরিক্ত সাকূল্য ভাতা এবং ক্রটিপূর্ণ ভাউচার/ডকুমেন্টস এর ভিত্তিতে MCO ও শীপ ফ্রেইট এর অর্থ প্রদান করায় ক্ষতি ২,০১,৬৪৬ টাকা।

প্রশিক্ষণার্থিকে প্রাপ্যের অতিরিক্ত সাকূল্য ভাতা এবং ক্রটিপূর্ণ ভাউচার/ডকুমেন্টস এর ভিত্তিতে MCO ও শীপ ফ্রেইট এর অর্থ প্রদান করায় ২,০১,৬৪৬ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং ০৬.০০.০০০০.০০৯.২০.০০১.১৪. ভারত/৬৭৯ তারিখ ১৮-০৩-২০১৪খ্রিঃ এর প্রেক্ষিতে ১৪-০৪-২০১৪খ্রিঃ হতে ২১-০৬-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে ভারতে অনুষ্ঠিত "ADP Assistant Programmer Course" এ অংশগ্রহনের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১২২৩৫৯৮ কর্পোরাল মোহাম্মদ ইদ্রিস, আর্টিলারিকে মনোনয়ন দেয়া হয়। সংশ্লিষ্ট সৈনিককে পরিশোধিত টিএ/ডিএ বিলে অনিয়মগুলো নিম্নরূপঃ

১) ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী তিনি ২৩-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় দিল্লী পৌছানোর কারণে ২৩-০৬-২০১৪ খ্রিঃ হতে ২৫-০৬-২০১৪খ্রিঃ পর্যন্ত ০৩ দিন ফিরার পথে দিল্লীতে অবস্থানজনিত সর্বসাকূল্য ভাতার ৭৫% প্রাপ্য। কিন্তু তাঁকে ফিরার পথে ২২-২৫ জুন' ১৪ এই ০৪ দিনের সর্বসাকূল্য ভাতার ৭৫% প্রদান করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি ২২-০৬-২০১৪খ্রিঃ তারিখের জন্য ২৫% পকেট ভাতা প্রাপ্য। ফলে এক্ষেত্রে তাঁকে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে{১১৫×(৭৫%-২৫%)×৭৯.৩৫ টাকা} বা ৪,৫৬৩ টাকা।

২) বিমান MCO ভাউচারগুলো নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, সাদা কাগজে তৈরী করা ভাউচার দুটি একই স্থান (দিল্লী) হতে ইস্যুকৃত। ভাউচারে ফ্লাইট নম্বর বা টিকেট নম্বর উল্লেখ নেই। ভাউচার দুটি একই স্থান হতে ইস্যু করা হলেও স্বাক্ষর ভিন্ন। ভাউচারগুলো কোন বিমান সংস্থা কর্তৃক ইস্যুকৃত মর্মে পর্যবেক্ষনে প্রতীয়মান হয় না। তাই ভাউচারগুলো গ্রহনযোগ্য নয় এবং এই ভাউচারগুলোর প্রদানকৃত ৩৫,৮৮০ টাকা আদায়যোগ্য।

৩) শীপ ফ্রেইট এর ডকুমেন্টস হিসেবে ০৩টি Quotation, ০১টি মানি রিসিট ও ০১টি প্যাকেজ লিষ্ট ছাড়া আর কিছুই নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি। কোটেশনগুলোতে Sea/Ocean Freight এর হার আলাদা উল্লেখ না করে Shipping Charges, Customs Duty, Wrapping/Packing Charges, Loading/Unloading Charges, Shipping Documents, Handling Charges ইত্যাদিসহ ভাড়ার পরিমান উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ সংশ্লিষ্ট সৈনিক এক্ষেত্রে শুধুমাত্র Sea/Ocean Freight প্রাপ্য। কোটেশন এর কোন CST তৈরী করা হয়নি। মালামাল প্রকৃতপক্ষে পরিবহনের প্রমানস্বরূপ Bill of Lading, জেটি চালান, পোর্টের কাগজপত্র, কাষ্টম ডিউটি পরিশোধের প্রমানক ইত্যাদি মৌলিক কাগজপত্র কিছুই নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি। ফলে মালামাল প্রকৃতপক্ষে পরিবহনের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় শীপ ফ্রেইট বাবদ প্রদানকৃত ১,৬০,৬৮৩ টাকা প্রাপ্য নয়।

৪) স্বাগতিক দেশ বুক এ্যালাউন্স বাবদ ৪০০(চারশত) রুপি প্রদান করায় উক্ত ৪০০ রুপীর সমপরিমান ৫২০ টাকা ষ্টেশনারী বাবদ প্রদত্ত ৩,৯৭৫ টাকার সাথে সমন্বয় না করায় ৫২০ টাকা আদায়যোগ্য।

মোট অতিরিক্ত প্রদানকৃত তথা আদায়যোগ্য অর্থের পরিমান (৪৫৬৩+৩৫৮৮০+১৬০৬৮৩+৫২০) **২,০১,৬৪৬** টাকা।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (১৩৩)

এপি নং-১৪৬২১; আপত্তি নং-৪০

ইউনিটের নাম: এফ সি (আর্মি) পে-২ এর ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব

সরকারী আদেশ (জিও) এ উল্লিখিত সময়ের অতিরিক্ত সময়ের জন্য ভ্রমণ ও অবস্থান এবং প্রস্তুতকারী/আয়োজক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যাতায়াত বিমানভাড়া, থাকা- খাওয়া, অভ্যন্তরীণ যাতায়াত খরচ ইত্যাদি বহনকরা সত্ত্বেও বাধ্যতামূলক অবস্থান, প্রাপ্যতা বহির্ভূত হোটেলভাতা এবং ক্রটিপূর্ণ ভাউচারের ভিত্তিতে MCO মূল্য প্রদান করায় ক্ষতি ১,২৬,৮৭৯ টাকা।

প্রশিক্ষণার্থীকে বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য প্রাপ্যতা বহির্ভূত দৈনিক ভাতা এবং ক্রটিপূর্ণ ভাউচারের ভিত্তিতে MCO মূল্য প্রদান করায় ১,২৬,৮৭৯ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং ০৬.০০.০০০০.০২১.৪৩. ০৪০.১৩/আর্মি/জিও/৪৯২ তারিখঃ ০২-০৩-২০১৫ খ্রিঃ এবং স্মারক নং ৫৬৫ তারিখ ১৫-০৪-২০১৪ খ্রিঃ (সংশোধন)এর প্রেক্ষিতে ০৩-০৩-২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৪-০৩-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ০১ (এক) জন অফিসারের সাথে, নং-১২১৮০১০ সার্জেন্ট মন্টু হালদারকে মনোনয়ন দেয়া হয়। সংশ্লিষ্ট এনসিওগণকে পরিশোধিত টিএ/ডিএ বিলে অনিয়মগুলো নিম্নরূপঃ

১) উপর্যুক্ত জিও এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সৈনিককে ২০-০৪-২০১৪ হতে ০৩-০৫-২০১৪ পর্যন্ত অথবা যাত্রার তারিখ হতে ১২ (বার) দিনের জন্য গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমোদন দেয়া হয়। ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী তিনি ১৯-০৪-২০১৪ হতে ১৩-০৫-২০১৪ পর্যন্ত সময়ের জন্য এবং পাসপোর্টের ফটোকপি অনুযায়ী ১৯-০৪-২০১৪ (পৃঃ১৭) তারিখে ঢাকা ত্যাগ করেন ও ১৪-০৫-২০১৪(পৃঃ১৮) তারিখে ঢাকা আগমন করেন। অর্থাৎ সরকারী আদেশে উল্লিখিত সময়ের অতিরিক্ত সময়ের জন্য ভ্রমণ ও অবস্থান করেছেন।

২) সংশ্লিষ্ট সৈনিককে ১৯-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে রজন্য Hotel Entitlement Inclusive Cash বাবদ ১৯,২৩৯ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু শর্ত অনুযায়ী স্বাগতিক কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত বিমান টিকেটের মাধ্যমে গমনাগমন, প্রশিক্ষণ স্থলে পৌছনোর সময় থেকে প্রস্থানের সময় পর্যন্ত থাকা-খাওয়া, অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ইত্যাদির ব্যয় স্বাগতিক কর্তৃপক্ষ বহন করেছে বিধায় তাদের (স্বাগতিক প্রতিষ্ঠান) প্রদত্ত টিকেটের ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী ভ্রমণ সম্পন্ন ও অবস্থানের সম্পূর্ণ সময়ের জন্য যাবতীয় ব্যয় তাদেরই (স্বাগতিক প্রতিষ্ঠান) বহন করার কথা। তাই তিনি বাধ্যতামূলক অবস্থানে রজন্য Hotel Entitlement Inclusive Cash প্রাপ্য নন। ফলে তাঁকে Hotel Entitlement Inclusive Cash বাবদ প্রদত্ত ১৯,২৩৯ টাকা আদায়যোগ্য।

৩) সংশ্লিষ্ট সৈনিককে যাওয়া আসার পথে (১৮+২৮) বা ৪৬ কেজি মালামাল পরিবহনের জন্য বিমান এমসিও ক্রয় বাবদ ১,০৭,৬৪০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু বিলের সাথে ফ্রান্স এয়ারলাইনস দুটি এবং টার্কিশ এয়ারলাইনস এর দুটি মোট ০৪ টি বানানো ভাউচার দাখিল করা হয়েছে। ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী তিনি টার্কিশ এয়ারলাইনস্ এর ফ্লাইট নং TK0713 এ গমন এবং ফ্লাইট নং TK0712 প্রত্যাবর্তন করেছেন। টার্কিশ এয়ারলাইনস্ এর বিমানে ভ্রমণ করে ফ্রান্স এয়ারলাইনস্ এর বিমানে মালামাল পরিবহন গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া ফ্রান্স এয়ারলাইনস্ এর ভাউচার দুটিতেই ফ্লাইট নং TK781 এবং শুধু ফ্রান্স লেখা রয়েছে। টার্কিশ এয়ারলাইনস্ এর ভাউচার দুটির একটিতে (যাওয়ার) ফ্লাইট নং BG701 এবং ফেরার টিতে ফ্লাইট নং TK712 লেখা রয়েছে। ফেরার ফ্লাইট নম্বর ঠিক থাকলে ও যাওয়ার ফ্লাইট নম্বর ঠিক নেই। ফেরার উভয় ভাউচারেই (ফ্রান্স ও টার্কিশ) তারিখ ০৩-০৫-২০১৪ লিখা রয়েছে। কিন্তু ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী তিনি ১৩-০৫-২০১৪ তারিখে ফ্রান্স থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। ভাউচারগুলোতে ভাউচার ইস্যুর স্থান, ইস্যুকারী কর্তপক্ষের সীল ও স্বাক্ষর কিছুই নেই। বর্ণিত কারণে ভাউচারগুলো সঠিক (Genuine) বলে প্রতীয়মান হয় না বিধায় এসকল ভাউচারের ভিত্তিতে MCO মূল্য প্রদান করার সুযোগ নেই। তাই সংশ্লিষ্ট সৈনিককে প্রদত্ত MCO মূল্য ১,০৭,৬৪০ টাকা আদায়যোগ্য।

এভাবে সংশ্লিষ্ট সৈনিকের নিকট হতে আদায়যোগ্য আর্থের পরিমান (১৯২৩৯+১০৭৬৪০) **১,২৬,৮৭৯** টাকা।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (১৩৪)

এপি নং-১৪৬২৩; আপত্তি নং-৪২

ইউনিটের নাম: এফ সি (আর্মি) পে-২ এর ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব

বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীদের কে বিধি বহির্ভূতভাবে 'অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ খরচ ফিল্ড ট্রিপ/পরিদর্শনের জন্য অপ্রাপ্য ডিএ এবং ত্রুটিপূর্ণ ভাউচারের ভিত্তিতে MCO মূল্য প্রদান করায় ক্ষতি ৫,০৯,৫১২ টাকা।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং ৬০২০/টি/আর্মি/ শ্রীলংকা/৭৫৮ তারিখ ২৭-০৩-২০১২ খ্রিঃ এবং সেনাসদর, জেনারেল ষ্টাফ শাখা, সামরিক প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং-২৩.০১.৯০১.০২৬.০৩.০৫৬.১০.২৮. ০৩.১২ তারিখ ২৮-০৩-২০১২ খ্রিঃ এর প্রেক্ষিতে ১৭-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৮-১২-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত Long Sniper Course এ অংশ গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৪০৪৫১১৭ সৈনিক মোঃ হযরত আলী এবং ৪০৪২৬৯৯ সৈনিক মোঃ মমিনুল ইসলামকে মনোনয়ন দেয়া হয়।শ্রীলংকা সরকার উক্ত প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থীদের থাকা-খাওয়া, প্রশিক্ষণ ফি, চিকিৎসা ও অভ্যন্তরীণ যাতায়াত খরচ প্রদান করে বিধায় দেশীয় বাজেট থেকে ২৫% পকেট ভাতা প্রাপ্য। কিন্তু সৈনিকদের পরিশোধিত টিএ/ডিএ বিলে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

১) উল্লিখিত সৈনিকদ্বয় কে অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ ব্যয় বাবদ প্রত্যেক কে ৫০০ মাঃ ডঃ বা দেশীয় মুদ্রায় ৪০,৭৫০ টাকা করে প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা সংক্রান্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস কর্তৃক জারিকৃত স্মারক নং- ২২০৭/টি তারিখ০৫-০৯-১৯৯৪ খ্রিঃ অনুযায়ী বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ ব্যয় (Addl. Trg expenditure) বাবদ কোন অর্থ প্রদানের অবকাশ নেই। তাই উক্ত অর্থ আদায়যোগ্য।

২) Outcountry visit and study tour বাবদ ৪৬ (ছেচল্লিশ) দিনের সর্বসাকূল্য ভাতার ৭৫% হিসেবে প্রত্যেককে ২,০৪,৮০৬ টাকা করে প্রদান করা হয়েছে।কিন্তু সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের উপর্যুক্তস্মারক এরঅনুচ্ছেদ খ(২) অনুযায়ী থাকা, খাওয়া ও অভ্যন্তরীণ যাতায়াত খরচ এর মধ্যে যেটি/যেগুলো স্বাগতিক দেশ বহন করবে না স্বাগতিক দেশ কর্তৃক নির্ধারন ও সনদপত্র স্বাপেক্ষে তাহা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বহন করা যাবে এবং অনুচ্ছেদ ঘ (১) আনুযায়ী স্বাগতিক কর্তৃপক্ষ কোন কিছু বহন না করলে প্রশিক্ষণার্থী ফিল্ড এক্সারসাইজের সময় প্রশিক্ষণের মেয়াদ অনুযায়ী নির্ধারিত দিনের দৈনিক ভাতা প্রাপ্য হবে। এক্ষেত্র স্বাগতিক দেশ কর্তৃক Outcountry visit and study tour এর সময় কোন কিছু প্রদান না করার এবং প্রাপ্য তা নির্ধারন বা সনদপত্র প্রদানের কোন প্রমানক বিলের সাথে পাওয়া যায়নি। ফলে উক্ত সময়ের জন্য প্রদানকৃত ২,০৪,৮০৬ টাকা আদায়যোগ্য।

৩) সংশ্লিষ্ট সৈনিকদ্বয় কে ভাউচারের অস্পষ্ট ফটোকপির ভিত্তিতে MCO মূল্য বাবদ ৮,১০০ টাকা করে প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ভাউচারের স্থান, তারিখ ও নামের জায়গায় ঘষামাজা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হচ্ছে। এরূপ ত্রুটিপূর্ণ ভাউচারের অস্পষ্ট ফটোকপি ভিত্তিতে MCO মূল্য প্রদেয় নয় বিধায় প্রদানকৃত ৮,১০০ টাকা আদায়যোগ্য।

৪) সংশ্লিষ্ট সৈনিকদ্বয়কে বিমান বন্দর শুল্ক বাবদ ৮০০ টাকা এ্যাম্বারকেশন ফি বাবদ ৩০০ টাকা মোট ১,১০০ টাকা করে প্রদান করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থবিভাগ, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, শাখা-২ এর স্মারক নং অম/অবি/ব্যঃনিঃ-২/২(১৯)/২০০০-০৪/অংশ-১/২২১(১০০০) তারিখ ০৯-১০-২০১২খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ ১২ এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের উপর্যুক্ত স্মারক এর অনুচ্ছেদ জ(১) অনুযায়ী অর্থ প্রদানের যথাযথ প্রমাণক উপস্থান স্বাপেক্ষে বিমান বন্দর শুল্ক (Airport Tax) এবং এ্যাম্বারকেশন ফি প্রাপ্য। কিন্তু উক্ত অর্থ পরিশোধের স্বপক্ষে কোন প্রমাণক বিলের সাথে পাওয়া যায়নি বিধায় প্রদানকৃত অর্থ আদায়যোগ্য।

উপরের বর্ননা অনুযায়ী তাদের প্রত্যেককে (৪০৭৫০+২০৪৮০৬+৮১০০+১১০০) বা ২,৫৪,৭৫৬ টাকা করে ০২ (দুই) জনকে (২৫৪৭৫৬×২) **৫,০৯,৫১২** টাকা অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে, যা আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (১৩৫)

এপি নং-১৪৬২৪; আপত্তি নং-৪৩

ইউনিটের নাম: এফ সি (আর্মি) পে-২ এর ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব

বৈদেশিক প্রশিক্ষণে বিধি বহির্ভূতভাবে 'অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ খরচ; ফিল্ড ট্রিপ/পরিদর্শনের জন্য অপ্রাপ্য ডিএ এবং ত্রুটিপূর্ণ ভাউচারের ভিত্তিতে MCO ও Ship Freight মূল্য প্রদান করায় ক্ষতি ৫,০১,২৪১ টাকা।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে বিধি বহির্ভূতভাবে 'অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ খরচ'; ফিল্ড ট্রিপ/পরিদর্শনের জন্য অপ্রাপ্য ডিএ এবং ত্রুটিপূর্ণ ভাউচারের ভিত্তিতে MCO ও Ship Freight মূল্য প্রদান করায় **৫,০১,২৪১** টাকা ক্ষতি হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং ৬০২০/টি/আর্মি/শ্রীলংকা/৭৫৮ তারিখ ২৭-০৩-২০১২খ্রিঃ এবং সেনাসদর, জেনারেল ষ্টাফ শাখা, সামরিক প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং- ২৩.০১.৯০১.০২৬.০৩.০৫৬.১০.২৮.০৩.১২ তারিখ ২৮-০৩-২০১২খ্রিঃ এর প্রেক্ষিতে ১৭-০৪-২০১২খ্রিঃ তারিখ হতে ১৮-১২-২০১২খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত Long Sniper Course এ অংশ গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সেনা নং- ৪৫০৪৪৭০ সৈনিক মোঃ এরশাদ আলীকে মনোনয়ন দেয়া হয়। শ্রীলংকা সরকার উক্ত প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থীদের থাকা-খাওয়া, প্রশিক্ষণ ফি, চিকিৎসা ও অভ্যন্তরীণ যাতায়াত খরচ প্রদান করে বিধায় দেশীয় বাজেট থেকে ২৫% পকেটভাতা প্রাপ্য। সৈনিকদেরকে পরিশোধিত টিএ/ডিএ বিলে অতিরিক্ত প্রদানকৃত অর্থের পরিমান নিম্নরূপঃ

১) উল্লিখিত সৈনিককে অতিরিক্ত পশিক্ষণ ব্যয় বাবদ ৫০০ মাঃ ডঃ বা দেশীয় মুদ্রায় ৪০,৭৫০ টাকা করে প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু বৈদেশিক পশিক্ষণে প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা সংক্রান্ত অর্থ মন্ত্রনালয়ের অনুমোদনক্রমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস কর্তৃক জারিকৃত স্মারক নং-২২০৭/টি তারিখ ০৫-০৯-১৯৯৪খ্রিঃ অনুযায়ী বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ ব্যয় (Addl Trg expenditure) বাবদ কোন অর্থ প্রদানের অবকাশ নেই। তাই উক্ত অর্থ আদায়যোগ্য।

২) Outcountry visit and study tour বাবদ ৪৬ (ছেচল্লিশ) দিনের সর্বসাকুল্য ভাতার ৭৫% হিসেবে প্রত্যেককে ২,৬৫,৭৭৮ টাকা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের উপর্যুক্ত স্মারক এর অনুচ্ছেদ খ(২) অনুযায়ী থাকা, খাওয়া ও অভ্যন্তরীণ যাতায়াত খরচ এর মধ্যে যেটি/যেগুলো স্বাগতিক দেশ বহন করবে না স্বাগতিক দেশ কর্তৃক নির্ধারণ ও সনদপত্র স্বাপেক্ষে তা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বহন করা যাবে এবং অনুচ্ছেদ ঘ(১) আনুযায়ী স্বাগতিক কর্তৃপক্ষ কোন কিছু বহন না করলে প্রশিক্ষণার্থী ফিল্ড এক্সারসাইজের সময় প্রশিক্ষণের মেয়াদ অনুযায়ী নির্ধারিত দিনের দৈনিক ভাতা প্রাপ্য হবেন। এক্ষেত্রে স্বাগতিক দেশ কর্তৃক Outcountry visit and study tour এর সময় কোন কিছু প্রদান না করার এবং প্রাপ্যতা নির্ধারণ বা সনদপত্র প্রদানের কোন প্রমাণক বিলের সাথে পাওয়া যায়নি। ফলে উক্ত সময়ের জন্য প্রদানকৃত ২,৬৫,৭৭৮ টাকা আদায়যোগ্য।

৩) সংশ্লিষ্ট সৈনিককে ভাউচারের অস্পষ্ট ফটোকপির ভিত্তিতে MCO মূল্য বাবদ ৮,১০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ভাউচারের স্থান, তারিখ ও নামের জায়গায় ঘষামাজা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হচ্ছে। এরূপ ত্রুটিপূর্ণ ভাউচারের অস্পষ্ট ফটোকপির ভিত্তিতে MCO মূল্য প্রদেয় নয় বিধায় প্রদানকৃত ৮,১০০ টাকা আদায়যোগ্য।

৪) সংশ্লিষ্ট সৈনিককে বিমান বন্দর শুল্ক বাবদ ৮০০ টাকা এ্যাম্বারকেশন ফি বাবদ ৩০০ টাকা মোট ১,১০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, শাখা-২ এর স্মারক নং অম/অবি/ব্যঃনিঃ-২/২(১৯)/২০০০-০৪/অংশ-১/২২১(১০০০)তারিখ০৯-১০-২০১২খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ ১২ এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের উপর্যুক্ত স্মারক এর অনুচ্ছেদ জ(১)অনুযায়ী অর্থ প্রদানের যথাযথ প্রমাণক উপস্থান স্বাপেক্ষে বিমান বন্দর শুল্ক (Airport Tax) এবং এ্যাম্বারকেশন ফি প্রাপ্য। কিন্তু উক্ত অর্থ পরিশোধের স্বপক্ষে কোন প্রমাণক বিলের সাথে পাওয়া যায়নি বিধায় প্রদানকৃত অর্থ আদায়যোগ্য।

৫) শীপ ফ্রেইট এর ডকুমেন্টস হিসেবে ০৩টি Quotation ও একটি CST ছাড়া আর কিছুই নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি। কোটেশন গুলোতে Sea/Ocean Freight এর পরিমান যথাক্রমে ৪,৫০০ মাঃ ডঃ; ৪,৫৫০ মাঃ ডঃ এবং ৪,৬০০ মাঃ ডঃ উল্রেখ করা হয়েছে, যা প্রতি কেজি ২২.৫০ মাঃ ডঃ; ২২.৭৫ মাঃ ডঃ এবং ২৩.০০ মাঃ ডঃ হয়। তাই অন্যান্য সকল নথিপত্র ঠিক থাকলেও তিনি প্রতি কেজির শীপ ফ্রেইট বাবদ ২২.৫০ মাঃ ডঃ প্রাপ্য। কিন্তু তাঁকে ৩০.০০ মাঃ ডঃ হিসাবে প্রদান করা হয়েছে। তবে মালামাল প্রকৃতপক্ষে পরিবহনের প্রমানস্বরূপ Bill of Lading, জেটিচালান, পোর্টের কাগজপত্র, কাষ্টম ডিউটি পরিশোধের প্রমাণক ইত্যাদি কিছুই নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি। ফলে মালামাল প্রকৃতপক্ষে পরিবহনের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় শীপফ্রেইট বাবদ প্রদানকৃত ১,৮৫,৫১৩ টাকা প্রাপ্য নয়।

উপরের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁকে অতিরিক্ত প্রদানকৃত অর্থের পরিমাণ(৪০৭৫০+২৬৫৭৭৮+৮১০০+১১০০+ ১৮৫৫১৩) = **৫,০১,২৪১** টাকা, যা আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (১৩৬)

এপি নং-১৪৬২৫; আপত্তি নং-৪৪

ইউনিটের নাম: এফ সি (আর্মি) পে-২ এর ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব

প্রশিক্ষণার্থীদেরকে ভাউচার ব্যতিত ট্রাভেল ট্যাক্স (বিমান বন্দর শুল্ক) ও এম্বারকেশন ফি; ত্রুটিপূর্ণ ভাউচারের ভিত্তিতে MCO মূল্য এবং অতিরিক্ত Ocean Freight প্রদানজনিত ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	নম্বর, পদবী, নাম ও ইউনিট	ট্রাভেল ট্যাক্স ও এ্যাম্বাঃ ফি বাবদ আদায়যোগ্য	MCO বাবদ আদায়যোগ্য	শীপ ফ্রেইট বাবদ প্রদত্ত	শীপ ফ্রেইট বাবদ প্রাপ্য	শীপ ফ্রেইট বাবদ আদায়যোগ্য	মোট আদায়যোগ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭(৫-৬)	৮(৩+৪+৭)
০১	বিজেও-২৫৬৩৯ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম,	২,৮০০/-	৪৬,৮৬৫/-	২,৭৩,১১৫/-	১,৮৩,৪৫১/-	৮৯,৬৬৪/-	১,৩৯,৩২৯/-
০২	বিজেও-মোঃ আব্দুস সালাম, ই এম ই সেন্টার এন্ড স্কুল	২,৮০০/-	৪৬,৮৬৫/-	২,৭৩,১১৫/-	১,৮৩,৪৫১/-	৮৯,৬৬৪/-	১,৩৯,৩২৯/-
০৩	২৪০৯৮০২ সাঃ মোঃ নূর-ই-আলম সিদ্দিকী, ইএমই সেন্টার এন্ড স্কুল	২,৮০০/-	৪৬,৮৬৫/-	১,৬৩,৮৬৯/-	১,১০,০৭১/-	৫৩,৭৯৮/-	১,০৩,৪৬৩/-
০৪	২৪০৯৮০৭ সাঃ মোঃ শহিদুল ইসলাম,	২,৮০০/-	৪৬,৮৬৫/-	১,৬৩,৮৬৯/-	১,১০,০৭১/-	৫৩,৭৯৮/-	১,০৩,৪৬৩/-
০৫	২৪০৯৫২১ অবৈঃ সাঃ মোঃ শফিকুল ইসলাম,	২,৮০০/-	৪৬,৮৬৫/-	১,৬৩,৮৬৯/-	১,১০,০৭১/-	৫৩,৭৯৮/-	১,০৩,৪৬৩/-
০৬	২৪০৯৬৪৫ সাঃ মোঃ আবুবকর সিদ্দিক,	২,৮০০/-	৪৬,৮৬৫/-	১,৬৩,৮৬৯/-	১,১০,০৭১/-	৫৩,৭৯৮/-	১,০৩,৪৬৩/-
০৭	২৪০৯৬৪৭ সাঃ এএইচএম তৌফিকুর রহমান,	২,৮০০/-	৪৬,৮৬৫/-	১,৬৩,৮৬৯/-	১,১০,০৭১/-	৫৩,৭৯৮/-	১,০৩,৪৬৩/-
০৮	২৪০৯১৬৬ সাঃ মোঃ কামরুল ইসলাম,	২,৮০০/-	৪৬,৮৬৫/-	১,৬৩,৮৬৯/-	১,১০,০৭১/-	৫৩,৭৯৮/-	১,০৩,৪৬৩/-
০৯	২৪১০০৯৬ কর্পোঃ মোঃ ইকবাল হোসেন,	২,৮০০/-	৪৬,৮৬৫/-	১,৬৩,৮৬৯/-	১,১০,০৭১/-	৫৩,৭৯৮/-	১,০৩,৪৬৩/-
১০	২৪০৯৯৮২ কর্পোঃ তোফাজ্জল হোসেন,	২,৮০০/-	৪৬,৮৬৫/-	১,৬৩,৮৬৯/-	১,১০,০৭১/-	৫৩,৭৯৮/-	১,০৩,৪৬৩/-
	মোট =	২৮,০০০/-	৪,৬৮,৬৫০/-	১৮,৫৭১৮২/-	১২,৪৭,৪৭০/-	৬,০৯,৭১২/-	**১১,০৬,৩৬২**

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (১৩৭)

এপি নং-১৪৬২৬; আপত্তি নং-৪৫

ইউনিটের নাম: এফ সি (আর্মি) পে-২ এর ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব

যথাযথ ভাউচার ছাড়া এমসিও ক্রয় বাবদ অর্থ প্রদান করাজনিত ক্ষতির বিবরনীঃ

ক্রঃ নং	সৈনিকের নাম, নম্বর, পদবী ও ইউনিটের নাম	আদায়যোগ্য অর্থের পরিমান	মন্তব্য/প্রাধিকার, দেশ ও কোর্সের বিবরণ
০১	২০০৫৮১৬ সার্জন্ট মোঃ আলী আজগর, সিএমএইচ, ঢাকা **ত্রুটিসমূহঃ** I) সাদা কাগজে তৈরী ভাউচার। Ii) টিকেট নম্বর নেই। Iii) ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সীল নেই।	৩৫,৮০০/-	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এর স্মারক নং-০৬.০০.০০০০.০২১.৪৩.০৪০.১৩/আর্মি/জিও/১৫৮ তারিখ ১৮-০৯-২০১৩ খ্রিঃ এর প্রেক্ষিতে ২৯-০৯-২০১৩খ্রিঃ হতে ১২-১০-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে তুরস্কে RR EQPT, GRC-5218, ASELSAN, TURKEY এর ফ্যাক্টরী লেভেল মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ প্রশিক্ষণ।
০২ ০৩	৪০২৪৯০১ ল্যাঃ কঃ মোঃ হুমায়ুন কবির, এসআইএন্ডটি ৪০৩২৫৭৪ সৈঃ মোঃ আনিসুর রহমান, এসআইএন্ডটি **ত্রুটিসমূহঃ** I) রঙিন কাগজে তৈরী ভাউচার। Ii) টিকেট নম্বর নেই। Iii) ভাউচার ইস্যুর স্থানের উল্লেখ নেই। Iv) ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সীল নেই।	৬৯,১৮৪/- ৬৯,১৮৪/-	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এর স্মারক নং-০৬.০০.০০০০.০০৯.২০.০০১.১৩/শ্রীলংকা/১১৮১ তারিখ ২২-০৭-২০১৩ খ্রিঃ এর প্রেক্ষিতে ১০-০৯-২০১৩খ্রিঃ হতে ২৫-০৯-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত JOINT EXERCISE CORMORANT STRIKE-2013 এ গমন।
০৪	৪০৪৬১৭৩ সৈনিক মোঃ রুহুল আমিন, ৩৮ ইবি **ত্রুটিসমূহঃ** I) রঙিন কাগজে তৈরী ভাউচার। Ii) টিকেট নম্বর নেই। Iii) ভাউচার ইস্যুর স্থানের উল্লেখ নেই। Iv) ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সীল নেই।	৭৪,২৭৪/-	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এর স্মারক নং-০৬.০০.০০০০.০০৯.২০.০০১.১৪.ভারত.২১০৭ তারিখ ২২-০৭-২০১৪ খ্রিঃ এর প্রেক্ষিতে ১১-০৮-২০১৪ খ্রিঃ হতে ২৭-০৯-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে ভারতে অনুষ্ঠিত SNIPER COURSE(N)-107 এগমন।
০৫	২৪০৯৯৭২ সাঃ মোঃ মাহাবুব আলম চৌধূরী, ইএমই সেন্টার এন্ড স্কুল **ত্রুটিসমূহঃ** I) রঙিন কাগজে তৈরী ভাউচার। Ii) টিকেট নম্বর নেই। Iii) ভাউচার ইস্যুর স্থানের উল্লেখ নেই। Iv) ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সীল নেই।	১,০২,৮০০/-	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এর স্মারক নং-০৬.০০.০০০০.০২১.৪৩.০৪০.১৩/আর্মি/জিও/৪৫৯ তারিখ ২০-০২-২০১৩ খ্রিঃ এর প্রেক্ষিতে ২৮-০২-২০১৩ খ্রিঃ হতে ২৭-০৩-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্পেনে অনুষ্ঠিত ফ্যাক্টরী লেভেল মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ট্রাবল স্যুটিং প্রশিক্ষণে গমন।
০৬	৪০১৬৭৯৮ কর্পোঃ মোঃ কামরুজ্জামান সরকার, এনসিওএ **ত্রুটিসমূহঃ** I) রঙিন কাগজে তৈরী ভাউচার। Ii) টিকেট নম্বর নেই। Iii) ভাউচার ইস্যুর স্থানের উল্লেখ নেই। Iv) ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সীল নেই। v) উল্লিখিত ত্রুটি সম্বলিত ভাউচারের ফটোকপি	৭৯,০৮১/-	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এর স্মারক নং-০৬.০০.০০০০.০০৯.২০.০০১.১৩.যুক্তরাষ্ট্র/১৪৮৫ তারিখ ২০-০৬-২০১৩ খ্রিঃ এর প্রেক্ষিতে ১৫-০৯-২০১৩ খ্রিঃ হতে ২১-০৯-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত Field Training Exercise(FTX) এগমন।
০৭ ০৮	৪০৮১০৪২ সৈনিক মোঃ ওমর ফারুক, এসআইএন্ডটি ১০০৬০৭১ সৈঃ মোঃ মিঠু মিয়া, এসআইএন্ডটি **ত্রুটিসমূহঃ** I) রঙিন কাগজে তৈরী ভাউচার। Ii) টিকেট নম্বর নেই। Iii) ভাউচার ইস্যুর স্থানের উল্লেখ নেই। Iv) ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সীল নেই।	৬৯,১৮৪/- ৬৯,১৮৪/-	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এর স্মারক নং-০৬.০০.০০০০.০০৯.২০.০০১.১৩.ভারত/২৩৪১ তারিখ ১৮-০৯-২০১৩ খ্রিঃ এর প্রেক্ষিতে ১২-১০-২০১৩খ্রিঃ হতে ১৫-১১-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে ভারতে অনুষ্ঠিত COMMANDO COURSE এ গমন।

০৯	১২২৫৬২৫ কর্পোঃ দিলদার হোসেন ভূইয়া ৩, ফিল্ড রেজিঃ আর্টিঃ **ত্রুটিসমূহঃ** Ì) রঙিন কাগজে তৈরী ভাউচার। Ìi) টিকেট নম্বর নেই। Ììi) ভাউচার ইস্যুর স্থানের উল্লেখ নেই। Ìv) ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সীল নেই। v) ভ্রমণ করেছেন জেট এয়ারওয়েজে কিন্তু ভাউচার দিয়েছেন এয়ার ইন্ডিয়ার। vi) বোর্ডিং পাস এ ফ্লাইট নম্বর ২৭৩/২৭৪ কিন্তু দুটি ভাউচারেই ফ্লাইট নম্বর ২২৯ উল্লেখ করা হয়েছে।	৩৫,৮৮০/-	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এর স্মারক নং-০৬.০০.০০০০.০০৯.২০.০০১.১৫.ভারত.২৬২০ তারিখঃ ০২-০৭-২০১৫ খ্রিঃ এর প্রেক্ষিতে ২৭-০৭-২০১৫খ্রিঃ হতে১ ৯-০৯-২০১৫খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে ভারতে অনুষ্ঠিত L0W INTENSITY CONFLICT OPERATION LICO(JN)-33 এ গমন।
	মোট =	**৬,০৪,৫৭১/-**	

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (১৩৮)

এপি নং-১৪৬২৭; আপত্তি নং-৪৬

ইউনিটের নামঃ এফ সি (আর্মি) পে-২ এর ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব

ভারতে অনুষ্ঠিত কোর্সে অংশগ্রহণকারী সৈনিককে ত্রুটিপূর্ণ ভাউচার / ডকুমেন্টস এর ভিত্তিতে বিমান MCO'র মূল্য ও শীপ ফ্রেইট এর অর্থ প্রদান করায় ক্ষতি ১,৩৪,৫৫০ টাকা।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারকনং ০৬.০০.০০০০. ০০৯.২০.০০১.১৪.ভারত/৫৪৭তারিখ ০৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ এর প্রেক্ষিতে ২৮-০৩-২০১৪ খ্রিঃ হতে ২৬-০৬-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত (যাতায়াত সময় ব্যতিত) ভারতে অনুষ্ঠিত "Advance Information Technology Course(All Arms) JCOs/OR"-এ অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৬১৬৩২৬ সৈনিক মোঃ হানিফ সোহাগ, সিগন্যালকে ভারতে গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়। সংশ্লিষ্ট সৈনিককে পরিশোধিত টিএ /ডিএ বিলে অনিয়মগুলো নিম্নরূপঃ

১) অপ্রাপ্য বিমান এমসিওঃ বিমান MCO ভাউচারগুলো নিরীক্ষায় দেখাযায় যে, ভাউচার দুটি সাদা কাগজে তৈরী করা। একটিতে ঢাকা এবং অন্যটিতে ইন্দোর সংক্ষেপে লেখা থাকলে ও দুটি ভাউচারেই জেট এয়ার ওয়েজের ইন্দোর এর সীল ও একই স্বাক্ষর দেয়া আছে। জেট এয়ারওয়েজের হালকা লোগো সম্বলিত ফটোকপিতে ভাউচারগুলো তৈরী করা হয়েছে। এ সকল কারণে ভাউচারগুলো কোন বিমান সংস্থা কর্তৃক ইস্যুকৃত মর্মে পর্যবেক্ষনে প্রতীয়মান হয় না। তাই ভাউচারগুলো গ্রহণযোগ্য নয় এবং এই ভাউচারগুলোর ভিত্তিতে প্রদানকৃত ৪৬,৮০০ টাকা আদায়যোগ্য।

২) অপ্রাপ্য শীপ ফ্রেইটঃ শীপ ফ্রেইট এর ডকুমেন্টস হিসেবে দাখিলকৃত Quotation ০৩ টিতে Sea/Ocean Freight এর হার আলাদা উল্লেখ না করে Shipping Charges, Customs Duty, Wrapping/Packing Charges, Loading/Unloading Charges, Shipping Documents, Handling Charges ইত্যাদিসহ ভাড়ার পরিমান উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ সংশ্লিষ্ট সৈনিক এক্ষেত্রে শুধুমাত্র Sea/Ocean Freight প্রাপ্য। ০৩ টি কোটেশনেই ভাড়া যোগ কাস্টম চার্জ ২০০ মাঃ ডঃ দেখালেও কাস্টম চার্জ যোগ না করে শুধু ভাড়া উল্লেখ করেই ০৩ টি কোটেশন দাখিল করা হয়েছে। ০৩ টি কোটেশনে অন্যান্য চার্জ এর পরিমান যোগ করলে দাড়ায় ১১ মাঃ ডঃ/কেজি। ফলে আন্যান্য চার্জ ১১ মাঃ ডঃ বাদ দিলে Sea/Ocean Freigh দাড়ায় ৪, ৫, ও ৬ মাঃ ডঃ /কেজি। কোটেশন এর CST তে কমিটির কোন সদস্যের সীল/স্বাক্ষর/নাম নেই। মুম্বাই হতে মালামাল চট্টগ্রাম পর্যন্ত পরিহনের জন্য কোটেশনগুলো দাখিল করা হয়েছিল। কিন্তু Bill of Lading এ Place of Loading এর স্থানে Dhelli, India উল্লেখ রয়েছে। Bill of Lading এ মালামালের পরিমান ১১ কার্টুনস, Shed Bill এ ৩০ প্যাকেজ, Entry Form এ নাম্বার অভ প্যাকেজ হিসেবে ৪৫ প্যাকেজ কিন্তু কোয়ানটিটি হিসেবে ১১ প্যাকেজ এবং জেটি চালান এ 1X2.25 CARTE উল্লেখ রয়েছে। Shed Bill এর অর্থ পরিশোধের কোন প্রমাণ নেই অর্থাৎ ব্যাংকের কোন সীল নেই। বর্ণিত ত্রুটি/অসংগতির কারণে মালামাল প্রকৃতপক্ষে পরিবহনের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় শীপ ফ্রেইট বাবদ প্রদানকৃত ৮৭,৭৫০ টাকা প্রাপ্য নয়।

মোট অতিরিক্ত প্রদানকৃত তথা আদায়যোগ্য অর্থের পরিমান (৪৬৮০০+৮৭৭৫০) ১,৩৪,৫৫০ টাকা।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (১৩৯)

এপি নং-১৪৬২৯; আপত্তি নং-৪৮

ইউনিটের নাম: <u>এফ সি (আর্মি) পে-২ এর ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব</u>

ভারতে কোর্সে গমনকারী সৈনিককে অপ্রাপ্য সাকূল্য ভাতা এবং অন্যের নামের ও স্বনামের ত্রুটিপূর্ণ ভাউচারের ভিত্তিত MCO এর অর্থ প্রদান করায় ক্ষতি ৮৫,৭০০ টাকা।

প্রশিক্ষণার্থীকে প্রাপ্যের চেয়ে অতিরিক্ত সাকূল্যভাতা এবং অন্যের নামের ও ত্রুটিপূর্ণ ভাউচারের ভিত্তিত MCO এর অর্থ প্রদানকরায় ৮৫,৭০০ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং ০৬.০০.০০০০.০০৯. ২০.০০১.১৫.ভারত.৩৪০৬ তারিখ২০-০৮-২০১৫খ্রিঃ এর প্রেক্ষিতে ৩১-০৮-২০১৫ খ্রিঃ হতে ২৪-১০-২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে **ভারতে** অনুষ্ঠিত "Basket ball Coaching (Bbc-5) Course" এ অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নং ১২২২৮৭৫ ল্যাঃ কর্পোরাল মোঃ আবদুল বাতেন কে ভারত গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়। ভারত সরকার অংশগ্রহণকারী সৈনিকের আন্তর্জাতিক যাতায়াত বিমান ভাড়া, থাকা-খাওয়া, অভ্যন্তরীণ যাতায়াতসহ অন্যান্য খরচ বহন করবে। পকেট ভাতাসহ অন্যান্য সুবিধা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বাজেট হতে সংকুলান করা হবে। সংশ্লিষ্ট সৈনিককে পরিশোধিত টিএ/ডিএ বিলে অনিয়মগুলো নিম্নরূপঃ

১) ফ্লাইট আরটিনারী অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সৈনিক ০২-০৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ঢাকা থেকে রওয়ানা করে ১৭.৪৫ ঘটিকায় কোলকাতা পৌছান এবং কোলকাতা থেকে ০৩-০৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ০৬.৩৫ ঘটিকায় রওয়ানা হয়ে ১০.৫৫ ঘটিকায় পুণে পৌছান। ফিরতি পথে ২৫-১০-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে পুণে থেকে রওয়ানা করে ২১.৩৫ ঘটিকায় কোলকাতা পৌছান এবং কোলকাতা থেকে ২৬-১০-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ০৭.৫০ ঘটিকায় রওয়ানা হয়ে ০৯.১০ ঘটিকায় ঢাকা পৌছান। তাই তিনি ০৩-০৯-২০১৫ খ্রিঃ হতে ২৪-১০-২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত ৫২ দিনের জন্য সর্বসাকূল্যভাতার ২৫% হারে পকেট ভাতা প্রাপ্য এবং ০২-০৯-২০১৫ খ্রিঃ ও ২৫-১০-২০১৫ খ্রিঃ যাওয়া ও আসার পথে কোলকাতায় অবস্থানের জন্য ০২ দিনের সর্বসাকূল্য ভাতা প্রাপ্য নন। কারন প্রথমতঃ ভারত সরকারের প্রদত্ত বিমান/ভাড়ায় যাতায়াতের সময় বাধ্যতামূলক অবস্থানজনিত রাত্রি যাপনের জন্য ভারত সরকারই থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করার কথা। দ্বিতীয়তঃ এয়ারলাইনস্ ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে থাকে। না করে থাকলে কেন করেনি তার যৌক্তিক ব্যাখ্যাসহ প্রত্যয়ন আবশ্যক। এ ধরনের প্রত্যয়ন না থাকায় বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য প্রদত্ত সুবিধা ৩৫,১০০ টাকা তার নিকট হতে আদায়যোগ্য।

২) বিমান MCO ভাউচারগুলো নিরীক্ষায় দেখাযায় যে, সংশ্লিষ্ট সৈনিক ভ্রমণ করেছেন জেট এয়ার ওয়েজের বিমানে। কিন্তু প্রতিটিতে ২৮ কেজি করে উল্লেখ করা রঙিন কাগজে তৈরী দুটি ভাউচারের মধ্যে একটি ভাউচার টার্কিশ এয়ারওয়েজের এবং মোঃ ইউনুস আলী মোল্লার নামে, যাতে SERBIA To DHAKA লেখা রয়েছে। অন্যের নামের এবং অন্য রুটের ভাউচারের ভিত্তিতে তাঁকে কিভাবে MCO 'র অর্থ প্রদান করা হ'ল তা নিরীক্ষার বোধগম্য নয়। অন্যটিতে ২৬-১০-২০১৫ তারিখ লেখা, ইস্যুর স্থান, ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের সীল স্বাক্ষর নেই। কিন্তু সংশ্লিষ্ট সৈনিক ২৫-১০-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে পুণে থেকের ওয়ানা হয়েছেন। দুটি ভাউচার দুটি এয়ারওয়েজের হলে ওভাউচার দুটি একই রং, একই সাইজ, একই কাগজ এবং একই লোগোর (বিমানের লোগো)। এ সকল কারণে দ্বিতীয় ভাউচারটি ও গ্রহণযোগ্য নয়। এভাবে ভিন্ন রুটের অন্যের নামের ভাউচারের এবং স্বনামের ত্রুটি পূর্ণ ভাউচারের ভিত্তিতে প্রদানকৃত ৫০,৬০০ টাকা আদায়যোগ্য।

মোট অতিরিক্ত প্রদানকৃত তথা আদায়যোগ্য অর্থের পরিমান (৩৫১০০+৫০৬০০) **৮৫,৭০০** টাকা।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (১৪০)

এপি নং-১৪৬৩০; আপত্তি নং-৫০

ইউনিটের নাম: <u>এফ সি (আর্মি) পে-২ এর ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব</u>

প্রস্তুতকারী/আয়োজক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যাতায়াত বিমান ভাড়া, থাকা- খাওয়া, অভ্যন্তরীণ যাতায়াত খরচ ইত্যাদি বহন করা সত্ত্বেও বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য প্রাপ্যতা বহির্ভূত দৈনিক ভাতা এবং ত্রুটি পূর্ণ ভাউচারের ভিত্তিতে MCO মূল্য প্রদান করায় ক্ষতি ২,১৪,৪৯৪ টাকা।

প্রশিক্ষণার্থীকে বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য প্রাপ্যতা বহির্ভূত দৈনিক ভাতা এবং ত্রুটিপূর্ণ ভাউচারের ভিত্তিতে MCO মূল্য প্রদান করায় ২,১৪,৪৯৪ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসএর স্মারক নং ০৬.০০.০০০০. ০২১.৪৩. ০৪০.১৫/ আর্মি/জিও/৫২২ তারিখঃ ০১-০৪-২০১৫ খ্রিঃ এর প্রেক্ষিতে ২০-০৪-২০১৫ খ্রিঃ হতে ২৪-০৪-২০১৫খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে চীনে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ০৩ জন অফিসারের সাথে বিজেও-১৩৩৮৯ সিঃওঃঅঃ কীর্তিজিত সিংহ, নং-১২১৮০১০ সার্জেন্ট মোঃ কামরুল হাসান এবং নং-১২১৮৪৯৭ সার্জন্ট মোঃ আনোয়ারুল হক বসুনিয়া কে মনোনয়ন দেয়া হয়। সংশ্লিষ্ট জেসিও এবং এনসিওগণকে পরিশোধিত টিএ/ডিএ বিলে অনিয়মগুলো নিম্নরূপঃ

১) সংশ্লিষ্ট সৈনিকগণকে ২০ হতে ২৪ এপ্রিল ২০১৫০৫(পাঁচ) দিনের পকেট ভাতা ১৬,০৪৬ টাকা এবং ১৯-০৪-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের জন্য দিনের Hotel Entitlemebt Inclusive of Cash বাবদ ৭,০৮০ টাকা করে পরিশোধ করা হয়েছে। স্বাগতিক দেশ/ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক থাকা-খাওয়ার বাইরে কোন নগদ অর্থ প্রদান না করায় প্রশিক্ষণকালীন সময়ে তারা ২৫% পকেট ভাতা প্রাপ্য। কিন্তু শর্ত অনুযায়ী স্বাগতিক কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত বিমান টিকেটের মাধ্যমে গমনাগমন, প্রশিক্ষণ স্থলে পৌছনোর সময় থেকে প্রস্থানের সময় পর্যন্ত থাকা-খাওয়া, অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ইত্যাদির ব্যয় স্বাগতিক কর্তৃপক্ষ বহন করেছে বিধায় তাদের প্রদত্ত টিকেটের ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী ভ্রমণ সম্পন্ন ও অবস্থানের সম্পূর্ণ সময়ের জন্য যাবতীয় ব্যয় তাদেরই (স্বাগতিক প্রতিষ্ঠান) বহন করার কথা। তাই তারা বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য দিনের Hotel Entitlemebt Inclusive of Cash প্রাপ্য নন। ফলে তাদেরকে প্রত্যেককে দিনের Hotel Entitlemebt Inclusive of Cash বাবদ প্রদত্ত ৭,০৮০ টাকা আদায়যোগ্য।

২) সংশ্লিষ্ট সৈনিকগণকে যাওয়া আসার পথে (১৮+২৮) বা ৪৬ কেজি মালামাল পরিবহনের জন্য বিমান এমসিও ক্রয় বাবদ ৬৪,৪১৮ টাকা করে প্রদান করা হয়। কিন্তু বিলের সাথে দাখিলকৃত ভাউচারগুলো পর্যালোচনায় দেখা যায় A-4 সাইজের সাদা কাগজে তৈরী ভাউচারগুলো একই ফ্লাইটে (ফ্লাইট নং-MU2036/MU2035) গমনাগমনকারী অন্য প্রশিক্ষণাথীগনের ভাউচারের চাইতে ভিন্ন সাইজও ভিন্ন ধরনের। এই ধরনের ভাউচার চায়না ইস্টার্ণ এয়ারলাইনস্ এ গমনাগমনকারী অন্য প্রশিক্ষাণার্থীর বিলে সাথে পাওয়া যায়নি। ভাউচারগুলোতে ভাউচার ইস্যুর স্থান, ইস্যুকারী পক্ষের সীল ও স্বাক্ষর নেই। তাছাড়া সার্জেন্ট কামরুল হাসান এর বিলের সাথে যাওয়ার পথের ১৮ কেজির ভাউচার থাকলে ওফেরার পথের ২৮ কেজির ভাউচার নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি। অথচ তাঁকে ৪৬ কেজি এমসিও ভাউচার ক্রয়ের অর্থ প্রদান করা হয়েছে, যা আর্থিক বিধির পরিপন্থী। সার্জেন্ট আনোয়ারুল হক এর বিলের সাথে একই মালামাল পরিবহনের জন্য একই বিমান সংস্থার দু'ধরনের ভাউচার (উপরে বর্ণিত ভাউচার সহ) দাখিল করেছেন। একটি ভাউচারে উল্লিখিত ভাড়ার পরিমান ৫০৪ ও ৩২৪ মাঃ ডঃ এবং অন্য ভাউচারে উল্লিখিত ভাড়ার পরিমান যথাক্রমে ৫১৭.৬২ ও ৩৩৮.২৩ মাঃ ডঃ। একই মালামাল পরিবহনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাড়ার দু' ধরনের ভাউচার দাখিলের এবং দাখিলকৃত ভাউচারের মধ্যে বেশী ভাড়ার ভাউচারের ভাড়া প্রদানের বিষয়টি নিরীক্ষার বোধগম্য নয়। সর্বোপরি একই বিমান সংস্থা একই ফ্লাইটে গমনাগমনকারী অন্য প্রশিক্ষণার্থীগণকে ভিন্ন ধরনের বিমান MCO ভাউচার ইস্যু করেছে। ফলে উক্ত বিমান সংস্থার সঠিক (Genuine) ভাউচার কোনটি তা নিরূপণ না করে এধরনের সন্দেহজনক ভাউচারের ভিত্তিতে MCO মূল্য প্রদান করার সুযোগ নেই। বর্ণিত কারণে তাদেরকে প্রদত্ত MCO মূল্য আদায়যোগ্য।

এভাবে সংশ্লিষ্ট সৈনিকগণের প্রত্যেকের নিকট হতে আদায়যোগ্য অর্থের পরিমান (৭০৮০+৬৪৪১৮) বা ৭১,৪৯৮ টাকা এবং ০৩ (তিন) জনের নিকট হতে আদায়যোগ্য (৭১৪৯৮×৩) বা ২,১৪,৪৯৪ টাকা।

এমসিও ক্রয়ের সমর্থনে দাখিলকৃত ভাউচারগুলো যথাযথ নয়। কারণ ভাউচারগুলো একই তারিখে একই স্থান হতে ইস্যুকৃত (ঢাকা, ৩০-০৪-২০১৪)। ভাউচারগুলোতে ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর/সীল নেই। ফ্লাইট আইটিনারীর ফ্লাইট নম্বর এবং MCO ভাউচারের ফ্লাইট নম্বরের মিল নেই। ভাউচারগুলো ধরন ও প্রকৃতি আসল (Genuine) এমসিওর মত নয়। তাই এমসিওগুলো কোন বিমান সংস্থা কর্তৃক ইস্যুকৃত নয় যা নিরীক্ষায় প্রতীয়মান হয়েছে। উক্ত ভাউচার/নথিপত্রের ভিত্তিতে অর্থ পরিশোধ করা মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুযায়ী বিধি সম্মত হয়নি। এভাবে বিধি বহির্ভূতভাবে অর্থ পরিশোধের ফলে **৭,৫৩,৪৮০** টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (১৪১)

এপি নং-১৪৬৩১; আপত্তি নং-৫১

ইউনিটের নাম: এফ সি (আর্মি) পে-২ এর ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সৈনিকগণকে ত্রুটিপূর্ণ ভাউচারের ভিত্তিতে এমসিও ক্রয়ের মূল্য প্রদানজনিত ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণার্থীর নম্বর, পদবী ও নাম	ইউনিট	আদায়যোগ্য অর্থের পরিমান	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫
০১	বিজেও-২৫৫৬৫, সিঃ ওঃ অঃ মোহাম্মদ কাউছার	ইএমই	১,০৭,৬৪০/-	
০২	৪০৩১৪৩৫, ল্যাঃ কর্পোঃ মোঃ জায়েদুল করিম	বীর	১,০৭,৬৪০/-	
০৩	৪০২৮০৪৮,কর্পোঃ মোঃ মোস্তাসির রহমান	ইবেঙ্গল	১,০৭,৬৪০/-	
০৪	৪০৪৩৬৪৮, সৈনিক মোঃ সজল ইসলাম	ইবেঙ্গল	১,০৭,৬৪০/-	
০৫	৪০৪০১০৩, সৈনিক ইকরামূল মোড়ল	বীর	১,০৭,৬৪০/-	
০৬	২৪০৯২১১, সার্জেন্ট কাজী মনিরুজ্জামান	ইএমই	১,০৭,৬৪০/-	
০৭	২৪০৯৪২৯, কর্পোঃ মোঃ জিয়াউল হক	ইএমই	১,০৭,৬৪০/-	
		মোট =	**৭,৫৩,৪৮০/-**	

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (১৪২)

এপি নং-১৪৬৩২; আপত্তি নং-৫২

ইউনিটের নাম: এফ সি (আর্মি) পে-২ এর ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব

ত্রুটিপূর্ণ ভাউচারের ভিত্তিতে এমসিও মূল্য প্রদানজনিত ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণার্থীর নম্বর, পদবী ও নাম	কোর্সের নাম	আদায়যোগ্য অর্থের পরিমান
০১	০২	০৩	০৪
০১	বিজেও-১৩২৭০, সিঃ ওঃ অঃ মোঃ সিদ্দিকুর রহমান	অপারেশনস্ এন্ড মেইন্টেন্যান্স প্রশিক্ষণ	১,০৭,৬৪০/-
০২	বিজেও-১৩৭০৫, ওঃ অঃ মোঃ ইলিয়াছ আলী	-ঐ-	১,০৭,৬৪০/-
০৩	বিজেও-১৩৯২৩, ওঃ অঃ মোহাম্মদ সামসুদ্দিন	-ঐ-	১,০৭,৬৪০/-
০৪	১২১৯৭০৫, সার্জেন্ট মোহাম্মদ লুৎফর রহমান	-ঐ-	১,০৭,৬৪০/-
০৫	১২১৯১৬৯, সার্জেন্ট জামাল হোসেন	-ঐ-	১,০৭,৬৪০/-
০৬	১২২০৮৬৫, কর্পোঃ মোঃ মশিউর রহমান	-ঐ-	১,০৭,৬৪০/-
০৭	১২২০৯২৪, কর্পোঃ আব্দুল ওয়াহাব	-ঐ-	১,০৭,৬৪০/-
০৮	১২২১৫১৬, কর্পোঃ মোঃ এনায়েত উল্লাহ	-ঐ-	১,০৭,৬৪০/-
০৯	১২২১৩৬৬, কর্পোঃ মোঃ রেজাউল করিম	-ঐ-	১,০৭,৬৪০/-
১০	১২২২৪০৯, কর্পোঃ আব্দুস সবুর	-ঐ-	১,০৭,৬৪০/-
১১	১২১৭৫৪৫, সার্জেন্ট মোঃ জামাল উদ্দিন ভূঁইয়া	-ঐ-	১,০৭,৬৪০/-
১২	১২১৮৯৪১, কর্পোঃ মোঃ কাবিল উদ্দিন	-ঐ-	১,০৭,৬৪০/-
১৩	১২২০৮৪৮, কর্পোঃ মোঃ রেজাউল	-ঐ-	১,০৭,৬৪০/-
১৪	১২২০৯০৯, কর্পোঃ মোঃ আমিনুল ইসলাম	-ঐ-	১,০৭,৬৪০/-
১৫	বিজেও-২৫৩৯৫ সিঃ ওঃ অঃ মোঃ মেজবা উল আলম	রিপেয়ার, ট্রাবলস্যুটিং এন্ড মেইন্টেন্যান্স প্রশিক্ষণ	১,০৭,৬৪০/-
১৬	বিজেও-২৫৩৬০ সিঃ ওঃ অঃ মোঃ শাহিনুর রহমান	-ঐ-	১,০৭,৬৪০/-
১৭	২৪০৮৬৯৬ সার্জেন্ট মোহাম্মদ জহির হোসেন	-ঐ-	১,০৭,৬৪০/-
১৮	২৪০৮৭১৮ সার্জেন্ট মোঃ হাবিবুর রহমান	-ঐ-	১,০৭,৬৪০/-
১৯	২৪০৮৯৯৯ সার্জেন্ট জহুরুল ইসলাম	-ঐ-	১,০৭,৬৪০/-
		মোট =	**২০,৪৫,১৬০/-**

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (১৪৩)

এপি নং-১৪৬৩৩; আপত্তি নং-৫৩

ইউনিটের নাম: এফ সি (আর্মি) পে-২ এর ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব

প্রশিক্ষণার্থী সৈনিক কর্তৃক অতিরিক্ত টার্মিনাল চার্জ ও ট্রানজিট ভাতা এবং প্রাপ্য শ্রেণীর চাইতে উচ্চতর শ্রেণীর বিমান ভাড়া গ্রহণ করায় ক্ষতি ৩৬,৮০৬ টাকা।

প্রশিক্ষণার্থী সৈনিক কর্তৃক অতিরিক্ত টার্মিনাল চার্জ ও ট্রানজিট ভাতা এবং প্রাপ্য শ্রেণীর চাইতে উচ্চতর শ্রেণীর বিমান ভাড়া গ্রহণ করায় ৩৬,৮০৬ ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং-২৬৬৩/অপস্/এফ/মিনুসমা তারিখ ০৩-০৪-২০১৫ খ্রিঃ এবং সেনাসদর, জেনারেল ষ্টাফ শাখা সামরিক প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং-৫০১৮/মিনুসমা এবং মিনুসকা/অপসা তারিখ ৩০-০৪-২০১৫ খ্রিঃ এর প্রেক্ষিতে ০৫-০৫-২০১ খ্রিঃ হতে ১৬-০৫-২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে মালি (মিনুসমা) এবং সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক (মিনুসকা) সফরের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নং ২২০৩৬৭৭ সার্জেন্ট মোঃ মনিরুল ইসলাম কে মনোনয়ন দেয়া হয়। উক্ত সৈনিকের টিএ/ডিএ বিল নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে,

১) সংশ্লিষ্ট সৈনিক ০৪টি টার্মিনাল চার্জ বাবদ ৪,২৬৩ টাকা গ্রহন করেছেন। অথচ তিনি ২টি টার্মিনাল চার্জ বাবদ প্রাপ্য (১৩৭×১০%×২টি×৭৭.৮০টাকা) বা ২,১৩২ টাকা । ফলে অতিরিক্ত গ্রহণ (৪২৬৩-২১৩২) বা ২,১৩১ টাকা ।

২) তিনি ০৩টি ট্রানজিট ভাতা বাবদ ৭,৯৯৪ টাকা গ্রহণ করেছেন। অথচ তিনি ০২টি ট্রানজিট ভাতা বাবদ প্রাপ্য (১৩৭×২৫%×২টি×৭৭.৮০টাকা) বা ৫,৩২৯ টাকা। সুতরাং অতিরিক্ত গ্রহণ (৭৯৯৪-৫৩২৯) বা ২,৬৬৫ টাকা।

৩) সংশ্লিষ্ট সৈনিক কর্তৃক বিজনেস শ্রেণীর বিমান ভাড়া ২,১৫,৪৭৫ টাকা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু তিনি ইকোনমি শ্রেণী প্রাপ্য। দাখিলকৃত বিমান টিকেট থেকে দেখা যায় ঢাকা-দোহা-ঢাকা রুটে ইকোনমিক শ্রেণীর বিমান ভাড়া ১,১৮,০৬৭ টাকা এবং ক্যাসাব্লাঙকা-বামাকো-ব্যাংগুই-ক্যাসাব্লাঙকা রুটের ইকোনমিক শ্রেণীর বিমান ভাড়া ৬৫,৩৯৮ টাকা। প্রাপ্যতা অনুযায়ী ইকোনমিক শ্রেণীর মোট বিমান ভাড়া টাকা ১,৮৩,৪৬৫ টাকা। কিন্তু প্রাপ্যতা বহির্ভুত বিজনেস শ্রেণীর বিমান ভাড়া গ্রহণ করায় অতিরিক্ত গ্রহণের পরিমান (২১৫৪৭৫-১৮৩৪৬৫) বা ৩২,০১০ টাকা।

সুতরাং সংশ্লিষ্ট সৈনিক কর্তৃক মোট অতিরিক্ত গ্রহণ (২১৩১+২৬৬৫+৩২০১০) **৩৬,৮০৬** টাকা।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (১৪৪)

এপি নং-১৪৬৩৪; আপত্তি নং-৫৪

ইউনিটের নাম: এফ সি (আর্মি) পে-২ এর ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব

ত্রুটিপুর্ণ ভাউচারের মাধ্যমে এমসিও ক্রয়ের মূল্য পরিশোধ করায় ক্ষতি ১৮,৪৭৫ টাকা।

Joniour Commission Leader (Jcl-10) Course ভারত এ গমনকারী ৪০২৫৫৪৭ কর্পোঃ মোঃ নবিউল আলমকে ত্রুটিপুর্ণ ভাউচারের মাধ্যমে এমসিও ক্রয়ের মূল্য পরিশোধ করায় ১৮,৪৭৫ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং-৬০২০/টি/আর্মি/ভারত/২২০৭ তারিখ ০১/১০/২০১২ খ্রিঃ অনুযায়ী বিমান কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত ফ্রি লাগেজ বহনের সুযোগের অতিরিক্ত ১৮/২৮ কিলোগ্রাম ওজনের প্রশিক্ষণ সামগ্রী বিমান পথে বহনের এমসিও ক্রয় বাবদ গৃহীত অগ্রিম যথাযথ ভাউচার মারফত সমন্বয় করার কথা। কিন্তু পাশকৃত বিলের সাথে সংযুক্ত এমসিও ভাউচারের অনিয়মসমূহঃ

১) পাশকৃত বিলের সাথে এমসিও ভাউচার হিসেবে একটি কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় করা দুটি ফটোকপি দাখিল করা হয়েছে, যাতে দুটি বিমান সংস্থার নাম উল্লেখ রয়েছে। বিলের সাথে প্রমানক হিসেবে কোন ভাউচারের ফটোকপি গ্রহনযোগ্য নয়।

২) ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী তিনি ইউনাইটেড এয়ার ওয়েজে ভ্রমণ করেছেন। কিন্তু এমসিও দাখিল করেছেন জেট এয়ার ওয়েজ ও এয়ার ইন্ডিয়ার।

৩) ফ্লাইট আইটিনারী ফ্লাইট নম্বর এবং এমসিও ভাউচারের ফ্লাইট নম্বরে মিল নেই।

৪) এমসিও ভাউচারে আছে ১২ কেজির ভাড়া ৩০০০ রুপি এবং ৮ কেজির ভাড়া ২০০০ রুপি। কিন্তু বিলে দাবী করা হয়েছে ১৮ কেজির ভাড়া ৮,১০০ টাকা এবং ২৫ কেজির ভাড়া ১০,৩৭৫ টাকা মোট-১৮,৪৭৫ টাকা।

উল্লিখিত ত্রুটিসমূহের কারনে প্রমাণিত হয় যে এমসিও ভাউচারগুলো যথাযথ (Genuine) নয়। ফলে এসকল ভাউচারের সমর্থনে প্রদানকৃত **১৮,৪৭৫** টাকা আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

পরিশিষ্ট-৩ (১৪৫)

এপি নং-১৪৬৩৫; আপত্তি নং-৫৫

ইউনিটের নাম: এফ সি (আর্মি) পে-২ এর ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব

নেপালে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রাপ্য দৈনিক ভাতার পরিবর্তে নগদসহ হোটেল ভাতা, যথাযথ ভাউচার ছাড়া MCO মূল্য, অপ্রাপ্য ট্রানজিট ভাতা এবং অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ ফি প্রদান করায় ক্ষতি ১,০৮,৪৩৪ টাকা।

নেপালে প্রশিক্ষণে গমনকারী সৈনিক(জেসিও/ওআর)গণকে প্রাপ্য দৈনিক ভাতার পরিবর্তে নগদসহ হোটেল ভাতা, যথাযথ ভাউচার ছাড়া MCO মূল্য এবং অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ ফি প্রদান করায় ১,০৮,৪৩৪ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং ০৬.০০.০০০০. ০০৯.২০. ০০১.১৫.নেপাল.১৪৩৪ তারিখ ১৬-০৪-২০১৫ খ্রিঃ এবং সেনাসদর জেনারেল ষ্টাফ শাখা, সামরিক প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং ২৩.০১.৯০১.০২৬. ০৩.০৫৬.০৩.২০.০৪.১৫.নেপাল তারিখ ২০-০৪-২০১৫ খ্রিঃ এর প্রেক্ষিতে নেপালে ২২ এপ্রিল ২০১৫ খ্রিঃ হতে ৩০ এপ্রিল ২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত Adventure Training এ অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নং ১৮১৩৭১২ সৈনিক আতিকুর রহমানকে মনোনয়ন দেয়া হয়। তাকে পরিশোধিত টিএ/ডিএ বিলে ত্রুটিগুলো নিম্নরূপঃ

১) অতিরিক্ত সর্বসাকুল্য ভাতাঃ সংশ্লিষ্ট সৈনিককে ০৭(সাত) দিনের নগদসহ হোটেল ভাতা বাবদ ৯৮,০২৮ টাকা এবং ০২ (দুই) দিনের সর্বসাকুল্য ভাতা বাবদ ১৫,৭১৫ টাকা মোট (৯৮০২৮+১৫৭১৫) বা ১,১৩,৭৪৩ প্রদান করা হয়েছে (বিল অনুযায়ী)। কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে জারিকৃত প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং-২২০৭/টি তারিখ ০৫-০৯-১৯৯৪ খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ (১)(ক) অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মেয়াদ অনূর্ধ ৬ মাস হলে প্রশিক্ষণের সম্পূর্ন সময়ের জন্য সর্বসাকুল্য ভাতার ৮৫% হারে দৈনিক ভাতা প্রদেয় হবে। ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী তিনি ২৩-০৪-২০১৫ তারিখ ১৪.১০ ঘটিকায় নেপাল পৌছান এবং ৩০-০৪-২০১৫ তারিখ ১৫.১০ ঘটিকায় নেপাল ত্যাগ করেন। তাই তিনি ২৩-০৪-২০১৫ হতে ২৯-০৪-২০১৫ পর্যন্ত (প্রস্থান বা আগমনের যে কোন ০১ দিন বাদে) ০৭ (সাত) দিনের সর্বসাকুল্য ভাতার ৮৫% হারে (প্রশিক্ষণকাল ৬ মাসের কম হওয়ায়) দৈনিক ভাতা হিসেবে (১০১×৮৫%×০৭ দিন×৭৮ টাকা) বা ৪৬,৭৫৪ টাকা প্রাপ্য ছিলেন। ফলে হোটেল ভাতা বাবদ তাঁকে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে (১১৩৭৪৩-৪৬৭৫৪) বা ৬৬,৯৮৯ টাকা, যা আদায়যোগ্য।

২) অপ্রাপ্য বিমান এমসিওঃ তাছাড়া MCO'র মূল্য বাবদ তাঁকে ৩৫,৮০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। যে ভাউচারের সমর্থনে এমসিও ক্রয় বাবদ অর্থ প্রদান করা হয়েছে তার ত্রুটিগুলো হ'লঃ **(i)** ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী তিনি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস্ এর ফ্লাইট নং-৭০১ ও ৭৯২ এ ভ্রমণ করেছেন। কিন্তু দাখিলকৃত MCO ভাউচারগুলো কাতার এয়ার ওয়েজের এবং ফ্লাইট নম্বর QT0712 ও QT0713। **(ii)** তিনি ০০-০০-০০০০ ও ০০-০০-০০০০ তারিখে ঢাকা-কাঠমুন্ডু এবং কাঠমুন্ডু-ঢাকা ভ্রমণ করেছেন অথচ ভাউচারগুলো ০৯-০৫-২০১৫ও২৭-০৫-২০১৫ তারিখের যা ঢাকা-কাতার ও কাতার-ঢাকা গমনা গমনের। (iii) ভাউচারগুলোতে টিকেট নম্বর, ইস্যুর স্থান, ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের সীল/স্বাক্ষর নেই। এধরনের ভিন্ন এয়ার লাইনস ও ভিন্ন গন্তব্যের ত্রুটিপূর্ণ ভাউচারের ভিত্তিতে MCO ক্রয় বাবদ অর্থ প্রদানের সুযোগ নেই বিধায় প্রদত্ত ৩৫,৮০০ টাকা আদায়যোগ্য।

৩) অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ ফিঃ অধিকন্তু দাখিলকৃত ডকুমেন্টস অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে পরিশোধিত প্রশিক্ষণ ফি ৩২০ মাঃ ডঃ। কিন্তু বিলে প্রশিক্ষণ ফি বাবদ প্রত্যেককে ৩৪২ মাঃ ডঃ করে প্রদান করা হযেছে। ফলে এক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে {(৩৪২-৩২০)×৭৮ টাকা} বা ১,৭১৬ টাকা।

৪) অপ্রাপ্য ট্রানজিট ভাতাঃ বৈদেশিক প্রশিক্ষণের প্রাপ্যতা সংক্রান্ত এএফডি'র স্মারক নং-২২০৭/টি তারিখ ০৫-০৯-১৯৯৪ খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ জ(১) এ উল্লেখ আছে "প্রচলিত সাধারন বিদেশ ভ্রমণ ভাতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধি অনুযায়ী ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য হইবে।" প্রচলিত সাধারন বিদেশ ভ্রমণ ভাতা সংক্রান্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-২২১(১০০০) তারিখ ০৯-১০-২০১২ খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ-১৩(খ) অনুযায়ী আকাশ, রেল, ও স্থল পথে ভ্রমণকালে একপথে (One way) তিন ঘন্টার কম সময় অতিবাহিত হলে কোন ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য হবেনা। ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী ঢাকা-নেপাল ও নেপাল-ঢাকা এর ভ্রমণ সময় তিন ঘন্টার কম হওয়ায় তারা ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য নয়। তাই ট্রানজিট ভাতা বাবদ তাঁদের প্রত্যেককে প্রদত্ত ৩,৯২৯ টাকা আদায়যোগ্য।

সব মিলিয়ে সংশ্লিষ্ট সৈনিকের নিকট হতে আদায়যোগ্য অর্থের পরিমান (৬৬৯৮৯+৩৫৮০০+১৭১৬+৩৯২৯) = **১,০৮,৪৩৪** টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ নং-৪

পরিশিষ্ট:৪

বিষয়: সামরিক বাহিনীর অফিসারগণ বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা গ্রহণকালে অতিরিক্ত পকেট ভাতা ও আনুষাঙ্গিক সুবিধা গ্রহণের বিবরণ:

(১) ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।					
ক্রমিক নং	প্রাঃ অনুচ্ছেদ নং প্রাঃ আপত্তি নং	এপি নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা	ক্রমিক নং
১	অনুচ্ছেদ নং-১২ (আপত্তি নং-০৯)	২০১৩-২০১৬	১৪৩৭১	বিএ-৩৯১৭ লেঃকঃ (বর্তমানে কর্ণেল) মোঃ মাইন উদ্দিন এর যুক্তরাষ্ট্রে বৈদেশিক (Uscentcom Florida) নিয়োগ উপলক্ষ্যে অনিয়মিত ব্যয়	৪০,৩২,৮৫৭
২	অনুচ্ছেদ নং-৪৬ (আপত্তি নং-৭৭)	২০১৩-২০১৬	১৪৪০৫	চীনে কোর্স উপলক্ষ্যে বিএ-৮১৮৭ লেঃ মোঃ আহসানুল হক সৌরভ কর্তৃক চীনে কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষে পকেটভাতা,এমসিও ও সী ফ্রেইট বাবদ প্রাপ্যের অতিরিক্ত	৭,০৩,৬৩২
৩	অনুচ্ছেদ নং-৫৪ (আপত্তি নং-৬৪)	২০১৩-২০১৬	১৪৪১৩	বিএ-৬৪১২ মেজর মোহাম্মদ আরিফুজ্জামান, ইঞ্জিনিয়ার্স কর্তৃক সী ফ্রেইট অতিরিক্ত গ্রহণ এবং পকেট ভাতা গ্রহণ	৯,৯৩,০৫৭
৪	অনুচ্ছেদ নং-৫৫ (আপত্তি নং-৬৫)	২০১৩-২০১৬	১৪৪১৪	চীন সফর উপলক্ষ্যে বিএ-৭২৫২ মেজর রায়হান সোবহান, অর্ডন্যান্স কর্তৃক অতিরিক্ত সী ফ্রেইট গ্রহণ	১১,০১,১০৪
৫	অনুচ্ছেদ নং-৫৯ (আপত্তি নং-২৭)	২০১৩-২০১৬	১৪৪১৮	বিএ-৪৫৬৪ মেজর গোলাম সাকলায়েন,ইএমই এবং বিএ-৬৫৭৭ মেজর মোঃ শাহেদুল ইসলাম ভূঞা, ইএমই কর্তৃক বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা বাবদ	২,৩৭,৭০৪
৬	অনুচ্ছেদ নং-৬৬ (আপত্তি নং-৫৪)	২০১৩-২০১৬	১৪৪২৫	বিএ-৭৫২৭ ক্যাপ্টেন মোঃ নাফিজ ইমতিয়াজ আহসান কর্তৃক অতিরিক্ত বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা ও অন্যান্য ব্যয় গ্রহণ	২,৩৫,৭৫২
৭	অনুচ্ছেদ নং-৭০ (আপত্তি নং-৬০)	২০১৩-২০১৬	১৪৪২৯	বিএ-৭৮৯৪ ক্যাপ্টেন কাজী মোঃ আহসান কবির কর্তৃক অতিরিক্ত বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা ও অন্যান্য ব্যয় গ্রহণ	২,২৫,৭৫২
৮	অনুচ্ছেদ নং-৭১ (আপত্তি নং-৮০)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৩০	বিএ-৫৪৯৯ মেজর মোহাম্মদ মেহেদী হাসান, পিএসসি, পদাতিক কর্তৃক শ্রীলঙ্কা স্টাফ কোর্সে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রাপ্যের অতিরিক্ত ডিএ/পকেট ভাতা গ্রহণ	১,৫০,০২৪
৯	অনুচ্ছেদ নং-৭৪ (আপত্তি নং-৯২)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৩৩	বিএ-৭৩৯৯ মেজর মোহাম্মদ নাহিদুল আমিন সেখ যুক্তরাজ্যে কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে পকেটভাতা ও মালামাল বহন বাবদ প্রাপ্যতা বহির্ভূত আর্থিক সুবিধা গ্রহণ।	১,৮২,৬৬১
১০	অনুচ্ছেদ নং-৮০ (আপত্তি নং-১০১)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৩৯	ভারতে কোর্স উপলক্ষ্যে বিএ-৭৬১৯ মেজর আবু ইউসুফ আল নূর ইমন কর্তৃক বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা গ্রহণ	৪,৫৫,১১২
১১	অনুচ্ছেদ নং-৮২ (আপত্তি নং-৯৪)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৪১	প্রশিক্ষণ শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকে এবং অতিরিক্ত হারে পকেট ভাতা গ্রহণ	১,০৬,২৬০

১২	অনুচ্ছেদ নং-৮৩ (আপত্তি নং-১০৫)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৪২	জাপান সফরে বিএ-৩৩৩৯ ব্রিঃ জেনারেল মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম কর্তৃক প্রাপ্যতা বহির্ভূত বৈদেশিক টিএ/ডিএ গ্রহণ	১,৭০,৬১৩
১৩	অনুচ্ছেদ নং-৮৭ (আপত্তি নং-২৪৪)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৪৬	শ্রীলংকাতে কোর্স এ অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে প্রাপ্যতা বহির্ভূত আর্থিক সুবিধা গ্রহণ	৬,৯৫,২৮০
১৪	অনুচ্ছেদ নং-৯১ (আপত্তি নং-২৪৮)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৫০	স্পেন সরকার খাবার বাবদ দৈনিক ভাতা প্রদান করা সত্বেও পকেট ভাতা গ্রহণ	১,৭২,৮০০
১৫	অনুচ্ছেদ নং-৯৫ (আপত্তি নং-১১১)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৫৪	পাকিস্তানে কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে বিএ-৭০০৪ মেজর মোঃ রেজওয়ানুল হক, এএসসি কর্তৃক অতিরিক্ত বৈদেশিক ভ্রমণভাতা গ্রহণ	২,২২,২৪৭
১৬	অনুচ্ছেদ নং-৯৭ (আপত্তি নং-১১২)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৫৬	বিএ-৭০৭৭ মেজর মোঃ সায়েম চৌধুরী তুরস্ক সফর উপলক্ষ্যে প্রাপ্য পকেট ভাতার পরিবর্তে বিধিবহির্ভূতভাবে সর্বসাকুল্য ভাতা গ্রহণের ফলে অতিরিক্ত গ্রহণ	১,৬৫,০৬০
১৭	অনুচ্ছেদ নং-১০৪ (আপত্তি নং-১২৫)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৬৩	বিএ-৬০৯৮ মেজর মোঃ কামরুল হাসান কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রে কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে প্রাপ্যের অতিরিক্ত বিমান ভাড়া, পকেটভাতা ও শীপ ফ্রেইট গ্রহণ	৮,৪৮,০৩২
১৮	অনুচ্ছেদ নং-১০৬ (আপত্তি নং-১২৮)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৬৫	বিএ-৪৬৮৯ লেঃ কর্ণেল মোহাম্মদ সলমন ইবনে রউফ পিএসসি এবং বিএ ৭৭৪৫ ক্যাপ্টেন আবু মোঃ শাহরিয়ার কর্তৃক প্রশিক্ষণ ফি, থাকা-খাওয়া, অন্যান্য ব্যয় বাবদ মাঃ ডঃ ৪০০০ গ্রহণ করার পরও পকেটভাতা বাবদ অতিরিক্ত গ্রহণ	২,৭০,২৭০
১৯	অনুচ্ছেদ নং-১১১ (আপত্তি নং-১৩৫)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৭০	চীনে বিএ-৫৬০৯ মেজর মোঃ আশরাফুদ্দৌলা, পিএসসি, এএসসি কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত গ্রহণ	৫,৫৭,৭৬১
২০	অনুচ্ছেদ নং-১১২ (আপত্তি নং-১৩৬)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৭১	চীনে বিএ-৬৬৯১ মেজর মোঃ মশিউল আলম কর্তৃক কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ	৪,৮৪,৩৮৪
২১	অনুচ্ছেদ নং-১১৩ (আপত্তি নং-১৩৭)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৭২	চীনে বিএ-৮১২৫ লেঃ এস এম আব্দুল্লাহ আল মামুন এএসসি কর্তৃক কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ	৫,২০,৫০৫
২২	অনুচ্ছেদ নং-১১৮ (আপত্তি নং-১৪৩)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৭৭	যুক্তরাষ্ট্রের DSCA এর একাউন্টে Case number of BG B-1BB এর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অর্থ হতে কোর্সের খরচ বহনের ক্ষেত্রে ব্যয়ের মোট পরিমাণ প্রকাশিত না হওয়া এবং এ কারণে কোর্স এ অংশগ্রহণকারীগণের গৃহিত পকেটভাতার যথার্থতা প্রমাণিত নয়	২৩,২৩,৩০৮

২৩	অনুচ্ছেদ নং-১১৯ (আপত্তি নং-১৪৪)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৭৮	শ্রীলংকাতে কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে বিএ-৮৩৫৫ ক্যাপ্টেন মোঃ জুলফিকার রহমান কর্তৃক দৈনিক ভাতা, পকেট ভাতা, বিমানে অতিরিক্ত লাগেজ বহন ও ২০০ কেজি মালামাল বহণের শীপ ফ্রেইট বাবদ অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ	৫,৪৮,১৬৫
২৪	অনুচ্ছেদ নং-১২১ (আপত্তি নং-১৪৬)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৮০	যুক্তরাজ্যে কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে বিএ-৮৩৩৪ লেঃ রিদওয়ান আবইয়াব কর্তৃক এমসিও ও শীপ ফ্রেইট বাবদ প্রাপ্যের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ	৪,৫৬,৪৯৩
২৫	অনুচ্ছেদ নং-১২২ (আপত্তি নং-১৪৭)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৮১	Graduate Diploma কোর্স প্রশিক্ষণের বলে গণ্য না হওয়া সত্বেও বাংলাদেশ সরকারের বরাদ্দ থেকে আর্থিক সুবিধা গ্রহণ	৯,৬৫,০৫৯
২৬	অনুচ্ছেদ নং-১২৪ (আপত্তি নং-১৪৯)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৮৩	বিএ-৭৮৫৯ ক্যাপ্টেন খালিদ হোসাইন, পদাতিক কর্তৃক প্রশিক্ষণ ফি, থাকা-খাওয়া, অন্যান্য ব্যয় বাবদ মাঃ ডঃ ৪০০০ গ্রহণ করার পরও পকেটভাতা হিসাবে অর্থ গ্রহণ	১,৫২,৪৯১
২৭	অনুচ্ছেদ নং-১৩১ (আপত্তি নং-১৫৮)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৮৯	ভারতে কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে সর্বসাকুল্য ভাতার ২৫% এর স্থলে ৩০% পকেটভাতা গ্রহণ এবং বাধ্যতামূলক অবস্থান না হওয়া সত্বেও এবং ভাউচার ব্যতীত এমসিও বাবদ প্রাপ্যের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ	১,৫৭,১২৪
২৮	অনুচ্ছেদ নং-১৩৪ (আপত্তি নং-১৬৩)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৯২	চীনে বিএ-৩২৪৮ ব্রিঃ জেনারেল এজাজুল বার চৌধুরী, পিএসসি কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে পকেটভাতা, বাড়ীভাড়া ও শীপ ফ্রেইট বাবদ প্রাপ্যের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ	৮,০৪,৯৭৫
২৯	অনুচ্ছেদ নং-১৩৫ (আপত্তি নং-১৬৪)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৯৩	ভারতে যৌথ ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত পকেটভাতা, দৈনিক ভাতা ও প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে স্টেশনারী ও অতিরিক্ত লাগেজ বহন ব্যয় বাবদ অর্থ গ্রহণ	২,১৫,৬০০
৩০	অনুচ্ছেদ নং-১৪০ (আপত্তি নং-১৭৫)	২০১৩-২০১৬	১৪৪৯৮	বিএ-২৫৭৫ মেজর জেনারেল হামিদুর রহমান চৌধুরী কর্তৃক যুক্তরাজ্য ভ্রমনে বৈদেশিক টিএ/ডিএ বিলে প্রাপ্যের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ	১৬,৬৩,০৩১
৩১	অনুচ্ছেদ নং-১৪২ (আপত্তি নং-১৭৭)	২০১৩-২০১৬	১৪৫০০	কানাডায় বিএ-৬৯১৫ মেজর আবু মোঃ শাহনুর শাওন কর্তৃক কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে প্রাপ্যের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ	৬,৮২,৬০২
৩২	অনুচ্ছেদ নং-১৪৩ (আপত্তি নং-১৭৮)	২০১৩-২০১৬	১৪৫০১	কানাডায় বিএ-৬৯১৪ মেজর মেহেদী হাসান রাসেল গেস্ট ইনস্ট্রাকটর হিসাবে কর্মকাল উপলক্ষ্যে প্রাপ্যতা বহির্ভূত আর্থিক সুবিধা গ্রহণ	১৩,১৮,৮৮২
৩৩	অনুচ্ছেদ নং-১৪৪ (আপত্তি নং-১৭৯)	২০১৩-২০১৬	১৪৫০২	চীনে কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে বিএ-৬৩০২ মেজর সৈয়দ মোঃ আব্দুল্লাহ জুনায়েদ কর্তৃক যথাযথ কাগজপত্র ছাড়াই শীপ ফ্রেইট গ্রহণ	৪,১২,৫০০

৩৪	অনুচ্ছেদ নং-১৪৮ (আপত্তি নং-১৮৬)	২০১৩-২০১৬	১৪৫০৬	বিএ-৬৯১৩ ক্যাপ্টেন গোলাম তৌহিদ আল কিবরিয়া কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্র সফর উপলক্ষ্যে প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে পকেটভাতা গ্রহণ	৯,৯৯,৭০২
৩৫	অনুচ্ছেদ নং-১৪৯ (আপত্তি নং-১৮৭)	২০১৩-২০১৬	১৪৫০৭	বিএ-৬০৯১ মেজর মোহাম্মদ ফয়সাল আহাম্মদ ভূঁইয়া কর্তৃক পাকিস্তানে কোর্স উপলক্ষ্যে অনিয়মিতভাবে দৈনিক খরচ ও পকেটভাতা গ্রহণ	২,০৪,১৪৫
৩৬	অনুচ্ছেদ নং-১৬৪ (আপত্তি নং-২০৩)	২০১৩-২০১৬	১৪৫২২	যুক্তরাজ্যে কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে প্রাপ্যের অতিরিক্ত শীপ ফ্রেইট এবং পকেটভাতা বাবদ অর্থ গ্রহণ	২৬,৯৬,১৬৩
৩৭	অনুচ্ছেদ নং-১৭১ (আপত্তি নং-২০৫)	২০১৩-২০১৬	১৪৫২৯	শ্রীলংকাতে Invitation For Exercise Cormorant Strike -2015 তে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত গ্রহণ	১,৫৪,৯০৮
৩৮	অনুচ্ছেদ নং-১৭৫ (আপত্তি নং-২১৬)	২০১৩-২০১৬	১৪৫৩৩	ক্লিনিক্যাল ফেলোশীপ কে প্রশিক্ষণ গণ্য করে পকেট ভাতা গ্রহণ	৯,৩৯,৩৫৫
৩৯	অনুচ্ছেদ নং-১৯৫ (আপত্তি নং-০৮)	২০১৩-২০১৬	১৪৫৫৩	চীনে বিএ-৫০৫৬ লেঃ কঃ মুহম্মদ জাহেদ কামাল কর্তৃক বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলে পকেট ভাতা প্রাপ্যতার অধিক গ্রহণ	৯৪,৭০৮
৪০	অনুচ্ছেদ নং-২১০ (আপত্তি নং-৬৯)	২০১৩-২০১৬	১৪৫৬২	Govt to Govt চুক্তির আওতায় এপিসি ও বিটিআর-৮০ ও এআরভি এন্ড এপিসি এ্যাম্বুলেন্স এর স্তর পরিদর্শন উপলক্ষ্যে কর্মকর্তাগণ ১ দিনের হোটেল ভাড়া এবং অতিরিক্ত পকেটভাতা গ্রহণ	১,৯২,৪৯৯
৪১	অনুচ্ছেদ নং-২১৭ (আপত্তি নং-১০৪)	২০১৩-২০১৬	১৪৫৬৭	আয়োজক দেশ থাকা-খাওয়া, Perdiem প্রদান করার পরও পকেট ভাতা গ্রহণ	৫৪,৪৮০
৪২	অনুচ্ছেদ নং-২২৫ (আপত্তি নং-২৪৩)	২০১৩-২০১৬	১৪৫৭৩	Perdiem প্রদান করায় পকেট ভাতা প্রাপ্য নয়	৮৬,৮৬৮
৪৩	অনুচ্ছেদ নং-২৪০ (আপত্তি নং-১৬৫)	২০১৩-২০১৬	১৪৫৮০	বিএ-৪১৬০ লেঃ কর্ণেল মুহাম্মদ মালেক হোসেন, পিএসসি কর্তৃক তুরস্ক সফর উপলক্ষ্যে অসংগতিপূর্ণ ভাউচারের মাধ্যমে অতিরিক্ত লাগেজ বহন ব্যয় ও প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে পকেটভাতা গ্রহণ	৭৭,৪২৫
৪৪	অনুচ্ছেদ নং-২৪৫ (আপত্তি নং-১৭৪)	২০১৩-২০১৬	১৪৫৮২	বিএ-২৪৬৭ ব্রিঃ জেনারেল কাজী এএসএম আরিফ কর্তৃক থাইল্যান্ডে প্রোগ্রামে অংশগ্রহন উপলক্ষ্যে পকেটভাতা ও দৈনিক ভাতা অতিরিক্ত গ্রহণ	৯৩,৮৪০
৪৫	অনুচ্ছেদ নং-২৪৬ (আপত্তি নং-১৮১)	২০১৩-২০১৬	১৪৫৮৩	ইটালীতে প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শনে ২ জন সামরিক অফিসার কর্তৃক বৈদেশিক ভ্রমণভাতা বিল অতিরিক্ত গ্রহণ	৮৬,৪৪৫
৪৬	অনুচ্ছেদ নং-২৫০ (আপত্তি নং-২০৬)	২০১৩-২০১৬	১৪৫৮৭	ভারতে কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে প্রাপ্যতাবিহীন বিমানভাড়া ও ৭৫% পকেটভাতা গ্রহণ	৭১,২১৪
(২) এসএফসি (নেভী),ঢাকা; নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।					
৪৭	আপত্তি নং-২০৬	২০১৩-২০১৬	১৪৮৯৪	যুক্তরাষ্টে ভ্রমণ উপলক্ষ্যে পি নং ২৬৯ কমোডর এম আনোয়ারুল ইসলাম এর বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলে অতিরিক্ত ট্রানজিট ভাতা, অতিরিক্ত টার্মিনাল চাজ, পকেট ভাতা এবং হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা, গ্রহণ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি	১,৭৬,৪৩২

৪৮	আপত্তি নং-৮৪	২০১৩-২০১৬	১৪৯৪৭	পি নং-১৬৬৭ লেঃ মারজিয়া ইসলাম কর্তৃক চীনে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে পকেট ভাতা অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ।	৩,১৪,৯৫০
(৩) এসএফসি (বিমান),ঢাকা; নিরীক্ষা সালঃ ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।					
৪৯	আপত্তি নং-২৬	২০১৩-২০১৬	২৫০৪১	ভারতে প্রশিক্ষণ উপলেক্ষে ০৫ জন বিমান কর্মকর্তা কর্তৃক অতিরিক্ত হারে পকেট ভাতা ও কম্প্রিহেনসিভ ডিএ গ্রহণ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	২,১৪,৩২৬
৫০	আপত্তি নং-৭২	২০১৩-২০১৬	২৫০৬৪	উপলক্ষ্যে Course রাশিয়ায় বিডি/৯৪৪৭ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রুবাইয়াত আল মিজান এবং বিডি/৪৬১৪০৩ ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ আজিজুর রহমান কর্তৃক অতিরিক্ত হারে পকেট ভাতা ও ভাউচার প্রদর্শন না করে বিমানে মালামাল পরিবহন বাবদ অর্থ গ্রহণ ।	২,৬২,৩৬৭
(৪) এফসি (আর্মি) পে-২, ঢাকা ক্যান্ট; নিরীক্ষা সালঃ ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-২০১৬।					
৫১	আপত্তি নং-৩৩	২০১৩-২০১৬	১৪৬১৫	ভারতে প্রশিক্ষণে গমনকারী প্রশিক্ষণার্থীকে প্রকৃত হোটেল ভাউচার ব্যতিত নগদসহ হোটেল ভাতা এবং প্রাপ্যের চেয়ে অতিরিক্ত হোটেল ভাতা ও পকেট ভাতা প্রদান করায় ক্ষতি।	২,২৫,৯২৮
৫২	আপত্তি নং-৩৪	২০১৩-২০১৬	১৪৬১৬	মিনুসমা (মালি) সফরকারী সৈনিকগণকে পদমর্যাদা অনুযায়ী প্রাপ্যতা অপেক্ষা অধিক হারে নগদসহ হোটেল ভাতা এবং বাধ্যতমূলক অবস্থানের জন্য প্রাপ্যের চেয়ে অতিরিক্ত হোটেল ভাতা (নগদসহ) প্রদান করায় ক্ষতি।	১,০৫,৭৬৮
				মোট=	২,৯২,৮২,৬২০

অনুচ্ছেদ-০৪

পরিশিষ্ট-০৪ (০১)

এপি নং-১৪৩৭১ (আপত্তি-০৯)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

বিএ-৩৯১৭ লেঃ কঃ (বর্তমানে কর্ণেল) মোঃ মাইন উদ্দিন এর যুক্তরাষ্ট্রে বৈদেশিক (USCENTCOM Florida) নিয়োগ উপলক্ষ্যে অনিয়মিত ব্যয় টাকা ৪০,৩২,৮৫৭।

এএফডি এর ২২.০৩.২০১২ তারিখের পত্রের মাধ্যমে বিষয়োক্ত কর্মকর্তাকে ২ (দুই) বছরের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কমান্ড (USCENTCOM),Florida তে Combined Planning Group (CPG)-এ স্টাফ অফিসার হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। তিনি সেখানে ২৫.১০.২০১২ হতে ২৪.১০.২০১৪ পর্যন্ত ২ বছর নিয়োজিত থাকেন। বিমান ভাড়া, অভ্যন্তরীণ যাতায়াতসহ, থাকা ও খাওয়া বাবদ ব্যয় USCENTCOM বহন করে এবং বাংলাদশে সেনাবাহিনীর বরাদ্দ থেকে স্ত্রী ও ২ সন্তানের বিমান ভাড়া, টার্মিনাল চার্জ ও ট্রানজিট ভাতা, মেডিকেল ইন্সুরেন্স, স্টেশনারী, বিমানে অতিরিক্ত লাগেজ বহন ও স্ত্রীর জন্য সর্বসাকুল্য ভাতার ১০% হারে পকেট ভাতা বাবদ ব্যয় বহন করা হয়। আলোচ্য ঘটনাটি প্রশিক্ষণ নয়, ইহা বৈদেশিক নিয়োগ। সুতরাং প্রশিক্ষণের জন্য প্রযোজ্য আর্থিক সুবিধা/ব্যয় বাবদ খরচ সেনাবাহিনীর বরাদ্দ থেকে সংকুলান নিয়মিত হয় নাই। উল্লেখ্য যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার কর্তৃক কি কি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে তার কোন বিস্তারিত তথ্য বিলের সাথে দাখিল করা হয় নাই। এমনকি অফার লেটারের কোন কপিও নাই। তবে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আয়োজক সংস্থা কর্তৃক অনুমোদন পাওয়ার পর পরিবারসহ বসবাস করার ক্ষেত্রে মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ কর্মস্থলে রেমিট করা হয় ও বাড়ী ভাড়াও প্রদান করা হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে তা করা হয় নাই। এতে প্রতীয়মান হয় যে USCENTCOM যাবতীয় ব্যয় বহন করেছে। প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে, বিদেশে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আর্থিক প্রাপ্যতা বিষয়ক এএফডি এর ০৫.০৯.২০১৪ তারিখের ২২০৭/টি সংখ্যক অফিস স্মারকের অনুচ্ছেদ ১ ক (১) (গ) অনুযায়ী ১ বছরের উর্দ্ধে হওয়ায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন আবশ্যক হলেও এক্ষেত্রে তা নেয়া হয় নাই। আরও উল্লেখ্য যে, নিজ, স্ত্রী ও সন্তানদের পাসপোর্টের সম্পূর্ণ অংশের ফটোকপি বিলে সংযুক্ত না থাকায় সকলের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পরিস্কার নয়। অতএব, আলোচ্য (assignment) নিয়োগের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের USCENTCOM কি কি আর্থিক সুবিধা দিয়েছে অফার লেটারের কপি ও বিস্তারিত তথ্যের সাথে সেনাবাহিনীর বরাদ্দ থেকে প্রদত্ত অর্থের প্রাপ্যতার যাচাই করে যথার্থতা প্রমাণিত না হলে বর্ণিত অর্থ আদায়যোগ্য। আলোচ্য ঘটনাটি নিয়োগ (assignment) হওয়া সত্বেও প্রশিক্ষণের জন্য আর্থিক সুবিধা প্রদান ও ১ বছরের উর্ধ্বে হওয়া সত্বেও অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ না করায় অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

এ আপত্তি দ্বারা সন্ধেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় না যে,সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ৪০,৩২,৮৫৭ টাকাই অতিরিক্ত গ্রহণ করেছেন, যা আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ-০৪

পরিশিষ্ট-০৪ (০২)

এপি নং-১৪৪০৫ (আপত্তি-৭৭)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

চীনে কোর্স উপলক্ষ্যে বিএ-৮১৮৭ লেঃ মোঃ আহসানুল হক সৌরভ কর্তৃক চীনে কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষে পকেট ভাতা, এমসিও ও শীপ ফ্রেইট বাবদ প্রাপ্যের অতিরিক্ত ৭,০৩,৬৩২ টাকা।

এএফডি'র ২০.০৮.২০১৩ তারিখের ২০০৭ সংখ্যক এবং সেনাসদর প্রশিক্ষণ পরিদপ্তরের একই তারিখের আর্থিক প্রাপ্যতা আদেশের প্রেক্ষিতে ৩১.০৯.২০১৩ হতে ৩০.০১.২০১৪ তারিখ পর্যন্ত চীনে অনুষ্ঠিত Prachuting Course-এ অংশগ্রহণকারী বিষয়োক্ত সেনা কর্মকর্তার টিএ/ডিএ যাচাই করে দেখা যায় যে, তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাপ্যের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করেছেন । যেমনঃ

(১) **পকেট ভাতাঃ** বিমানের বোর্ডিং পাস হতে দেখা যায় যে, তিনি ১০.০৯.২০১৩ তারিখ চীনে যান এবং ১১.০১.২০১৪ তারিখে বাংলাদেশে ফেরত আসেন। চীনে অবস্থান ১২৩ দিন হলেও তিনি ৩১.০৮.২০১৩ হতে ০১.০২.২০১ তারিখ পর্যন্ত ১৫৫ দিনের পকেটভাতা গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ ৩২ দিনের জন্য (মাঃ ডঃ ১৬৫×২৫%×৩২দিন)=মাঃ ডঃ ১৩২০.০০ অতিরিক্ত গ্রহণ করেছেন। বৈদেশিক মুদ্রায় ফেরত দেয়া না হলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদ ২৫ অনুযায়ী দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান হার অনুযায়ী দেড়গুণ হারে টাকা ১,৫৮,৪০০.০০ (১৩২০×৮০×১.৫) ফেরতযোগ্য।

(২) **পকেট ভাতার সাথে বিবিধ ভাতা সমন্বয় না করাঃ** আলোচ্য পর্যায়ের সেনা কর্মকর্তাদেরকে চীন সরকার মাসিক ৮০০ আরএমবি বিবিধ ভাতা প্রদান করে থাকে যা পকেট ভাতার সাথে সমন্বয় করার কথা থাকলেও আলোচ্য ক্ষেত্রে না করায় ৫ মাসে (৫×৮০০) ৪০০০ আরএমবি=মাঃ ডঃ ৬৫৫ (৪০০০÷৬.১০) আদায়যোগ্য। ডলারে ফেরত দেয়া না হলে দেশীয় মুদ্রায় (৬৫৫×৮০০×১.৫০) =৭৮,৬০০ টাকা আদায়যোগ্য।

(৩) **এমসিও বাবদঃ** যাওয়ার পথে ফ্লাইট নং-এমইউ ২৪৯৮ যোগে চীনে গেলেও MCO তে ফ্লাইট নং-EK-585, তারিখ ০৯.১.২০১৩ এবং আসার পথের ফ্লাইট নং-এমইউ ২০৩৫ হলেও এমসিওতে ফ্লাইট নং-৫৭৭৬ উল্লেখ থাকায় এমসিওগুলি যথাযথ না হওয়ায় এ বাবদ গৃহিত টাকা ৫১,১৫২.০০ আদায়যোগ্য।

(৪) **শীপ ফ্রেইটঃ** কোর্স শেষে ফেরার পথে পিআর(পি) এর বিধি-২৮২ স্কেল বি মোতাবেক নিজের জন্য ২০০ কেজি ব্যক্তিগত মালামাল সমুদ্র পথে পরিবহণের জন্য শীপ ফ্রেইট ক্রয় বাবদ অর্থ প্রাধিকৃত। কিন্তু তিনি বিলের সাথে এতদ্বিষয়ে যে দলিলাদি দাখিল করেছেন তাতে দেখা যায় যে, স্বাক্ষর ও তারিখ বিহীন ৩ টি প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে (১) Engiong Cargo Logistics (China) Ltd, (2) Xicheng Logistic, (3) Shanghai Asian Development International Transportation থেকে ৩টি কোটেশন প্রাপ্তি দেখিয়ে সর্বনিম্ন দরদাতা Shanghai কে গণ্য করে ঐ এজেন্সীর মাধ্যমে ২০০ কেজি মালামাল পরিবহন দেখানো হয়েছে। কিন্তু Shanghai এর দর যে প্যাডে ও আদলে দেয়া হয়েছে তা অন্যান্যদের বিলের সাথে প্রদত্ত প্যাডের ও আদলের সাথে মিল নেই। অন্যতম পার্থক্য একই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অন্যান্যদের ক্ষেত্রে সকল আইটেম প্রতি কেজি মূল্য উল্লেখ করা হয়েছে এবং

Ocean freight হিসাবে মাঃ ডঃ ০৮.০০/০৯.০০/১০.০০ উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ ২০০ কেজি পণ্যের সী ফ্রেইট ১৬০০ বা ১৮০০ বা ২০০০ মাঃ ডলার উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ এই কর্মকর্তার দাখিলকৃত যে বিভাজন দেয়া হয়েছে তাতে সর্বমোট মাঃ ডলার ২০০০ হয় (ওশেন ফ্রেইট ৪০০.০০+পোর্ট ফি ৪০০.০০+কাস্টমস এন্ট্রি ২০০.০০+ইন্সুরেন্স ১০০.০০+পোর্ট সিকিউরিটি ১০০+ডক্যুমেন্টার ১০০.০০+ট্রান্সফার ৫০০.০০+প্যাকেজ ২০০.০০) কিন্তু মোট দেখানো হয়েছে মাঃ ডঃ ৫২০০.০০। অন্যদিকে বিল অব ল্যাডিং Shipped on board এ দেখানো হয়েছে ২৫.০১.০১৪ তারিখ, আবার চট্টগ্রাম বন্দরের জেটি চালানও তৈরী করা হয়েছে ২৫.০১.২০১৪ তারিখে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, চীন থেকে জাহাজে মালামাল পাঠানোর ক্ষেত্রে চীনের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কোন প্রমাণক বিলের সাথে নেই এবং চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ/ কন্টেইনার/লিফট ভ্যান/বক্স ইত্যাদি পৌছার সমর্থনে বন্দরের ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কোন গ্রহণযোগ্য দলিলাদি বিলের সাথে দাখিল করা হয়নি। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের জেটি চালানের একটি ফরম বিলের সাথে দেয়া হলেও তা ছিল স্বাক্ষরবিহীন। সুতরাং যা কিছু কাগজপত্র দেয়া হয়েছে তা কৃত্রিম (fake) বলে প্রতীয়মান হওয়ায় এ বাবদ গৃহিত অর্থ টাকা ৪,১৫,৪৮০.০০ ফেরতযোগ্য।

উল্লেখ্য শুধুমাত্র শীপ ফ্রেইট প্রাপ্য এবং কোটেশনে শীপ ফ্রেইট উল্লেখ করা হয়েছে প্রতি কেজি মাঃ ডঃ ৮.০০। আরো উল্লেখ্য যে, ওশেন ফ্রেইট প্রতি কেজি মাঃ ডঃ ৮.০০ ও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আপত্তি-১৩৬ সংশ্লিষ্ট সেনা কর্মকর্তা বিএ-৬৬৯১ মেজর মোঃ মশিউল আলম চীনে কোর্স শেষে ব্যক্তিগত মালামাল পরিবহণের বিল অব ল্যাডিং থেকে দেখা যায় ৮ জন কর্মকর্তার ৫৩৩০ কেজি মালামাল ৪০ ফুট কন্টেইনারে আনয়ন করা হয়। চীন থেকে ৪০ ফুট কন্টেইনারে ভাড়া কোন ক্রমেই মাঃ ডঃ ৫০০০ এর উপরে হয় না। এই হিসাবে প্রতি কেজির শীপ ফ্রেইট হয় (৫৩৩০÷৫০০০) মাঃ ডঃ ০.৯৪ এর বেশী নয়। সে হিসাবে ২০০ কেজির শীপ ফ্রেইট হয় মাঃ ডঃ ১৮৮। অতএব, ২০০ কেজি মালামালের শীপ ফ্রেইট সংক্রান্ত দাখিলকৃত দলিলাদি আসল না হওয়ায় শীপ ফ্রেইট বাবদ ৪,১৫,৪৮০.০০ টাকা প্রাপ্য নয়।

অতএব, দলিলাদি যদি সঠিকও হতো তবুও তিনি ০.৯৪×২০০=মাঃ ডঃ ১৮০×৭৮ = টাকা ১৪,৬৬৪.০০ এর বেশী প্রাপ্য হতেন না। যাহোক যথাযথ কাগজ না হওয়ায় শীপ ফ্রেইট এর সমুদয় অর্থ গ্রহণ করা সঠিক হয়নি।

অতএব, তার নিকট হতে আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ (পকেটভাতা ১,৫৮,৪০০.০০+ পকেট ভাতার সাথে অসমন্বিত বিবিধ ভাতা ৭৮,৬০০+এমসিও ৫১,১৫২.০০+সী ফ্রেইট ৪,১৫,৪৮০.০০) টাকা **৭,০৩,৬৩২**।

অনুচ্ছেদ-০৪

পরিশিষ্ট-০৪ (০৩)

এপি নং-১৪৪১৩ (আপত্তি-৬৪)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

বিএ-৬৪১২ মেজর মোহাম্মদ আরিফুজ্জামান, ইঞ্জিনিয়ার্স কর্তৃক সী ফ্রেইট অতিরিক্ত গ্রহণ এবং পকেট ভাতা গ্রহণ ৯,৯৩,০৫৭

চীনে Mine and Blasting Equipment Maintenance Engineers Course-এ অংশগ্রহণ উপলক্ষে শিরোনামভুক্ত সেনাকর্মকর্তা ০১.০৯.২০১৪ হতে ৩০.০৯.২০১৫ পর্যন্ত সময়কালে অবস্থান করেন। তার টিএ/ডিএ বিল থেকে দেখা যায়ঃ

(ক) চীন সরকার বিমান ভাড়া, প্রশিক্ষণ ফি, থাকা, মাসিক ভাতা, চিকিৎসা ইত্যাদি প্রদান করা সত্বেও পকেটভাতা গ্রহণ করা হয়েছে। বিদেশ ভ্রমণকালে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রাপ্য ভ্রমণ ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কিত ০৯.১০.২০১২ তারিখের স্মারকের অনুচ্ছেদ-১১ মোতাবেক খাওয়ার জন্য মাসিক ভাতা (নগদে) প্রদান করায় পকেটভাতা প্রাপ্য নয়। অতএব, এ বাবদ গৃহিত টাকা ৫,২৪,১২১.০০ বিধি-বহির্ভূত হয়েছে।

(খ) শীপ ফ্রেইটঃ তিনি এ বাবদ প্রতি কেজি মাঃ ডঃ ৩১.০০ হিসাবে ২০০ কেজির জন্য মাঃ ডঃ (২০০×৩১) = ৬২০০.০০ টাকা (৬২০০×৭৮)= ৪,৮৩,৬০০.০০ টাকা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ইনভয়েসে দেখা যায় যে, প্রতি কেজি ৩১.০০ ডলারের মধ্যে সী ফ্রেইট (Ocean Freight) ১০.০০ ডলার এবং বাদ বাকী অন্যান্য চার্জ। অন্যান্য চার্জ প্রাপ্য নয়। কেবলমাত্র শীপ ফ্রেইট প্রাপ্য। অন্যকোন তথ্য না থাকলে তিনি প্রাপ্য (২০০×১০) মাঃ ডঃ ২০০০ প্রতি কেজি মাঃ ডঃ ১০ (দশ মার্কিন ডলা) ও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আপত্তি-১৩৬ সংশ্লিষ্ট সেনা কর্মকর্তা বিএ-৬৬৯১ মেজর মোঃ মশিউল আলম চীনে কোর্স শেষে ব্যক্তিগত মালামাল পরিবহণের বিল অব ল্যাডিং থেকে দেখা যায় ৮ জন কর্মকর্তার ৫৩৩০ কেজি মালামাল ৪০ ফুট কন্টেইনারে আনয়ন করা হয়। চীন থেকে ৪০ ফুট কন্টেইনারে ভাড়া কোন ক্রমেই মাঃ ডঃ ৫০০০ এর উপরে নয়। এই হিসাবে প্রতি কেজির শীপ ফ্রেইট হয় (৫৩৩০÷৫০০০) মাঃ ডঃ ০.৯৪ এর বেশী নয়। সে হিসাবে ২০০ কেজির শীপ ফ্রেইট হয় মাঃ ডঃ ১৮৮ বা (১৮৮×টাকা ৭৮)=১৪,৬৬৪.০০ টাকা। কিন্তু গ্রহণ করেছেন ৪,৮৩,৬০০.০০ টাকা। অর্থাৎ এক্ষেত্রে অতিরিক্ত গ্রহণ (৪,৮৩,৬০০.০০-১৪,৬৬৪.০০)=টাকা ৪,৬৮,৯৩৬.০০।

অতএব, অতিরিক্ত গৃহিত অর্থের পরিমাণ (পকেট ভাতা টাকা ৫,২৪,১২১.০০+শীপ ফ্রেইট টাকা ৪,৬৮,৯৩৬.০০) টাকা **৯,৯৩,০৫৭.০০**।

অনুচ্ছেদ-০৪

পরিশিষ্ট-০৪ (০৪)

এপি নং-১৪৪১৪ (আপত্তি-৬৫)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

চীন সফর উপলক্ষ্যে বিএ-৭২৫২ মেজর রায়হান সোবহান, অর্ডন্যান্স কর্তৃক অতিরিক্ত শীপ **ফ্রেইট গ্রহণ টাকা ১১,০১,১০৪**

সেনাসদর সামরিক প্রশিক্ষণ পরিদপ্তরের ১৭.১২.২০১৪ তারিখের আর্থিক প্রাপ্যতার আদেশের আলোকে চীনে ০১.০৩.২০১৪ হতে ৩০.০৭.২০১৪ পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত Ammunation Maintenace and Repair Engineers Course-এ শিরোনামভুক্ত কর্মকর্তার অংশগ্রহণ সম্পর্কিত টিএ/ডিএ বিল নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

(১) শীপ ফ্রেইটঃ তিনি সমুদ্রপথে ব্যক্তিগত মালামাল পরিবহন বাবদ অতিরিক্ত সী ফ্রেইট গ্রহণ করেছেন। সমুদ্র পথে মালামাল পরিবহনের জন্য সর্বনিম্ন দরদাতা Shanghai Asian Development Int'l Trans Pudong Co limited Nanjing Branch কর্তৃক উদ্বৃত সর্বমোট চার্জ ৫৫০০ মাঃ ডলারের মধ্যে সী ফ্রেইট বাবদ কেবলমাত্র প্রতি কেজি মাঃ ডঃ ৯.০০। অর্থাৎ ২০০ কেজির জন্য সী ফ্রেইট দাঁড়ায় (৯×২০০) মাঃ ডঃ ১৮০০.০০। কিন্তু তিনি গ্রহণ করেছেন ৫৫০০.০০ (৫৫০০×৭৯.৫০)=৪,৩৭,২৫০ মাঃ ডলার। অন্য কোন তথ্য না থাকলে তিনি (৫৫০০.০০-১৮০০.০০) মাঃ ডঃ ৩৭০০×৭৯.৫০=টাকা ২,৯৪,১৫০.০০ বেশী গ্রহণ করেছেন বলে গণ্য হতো। তবে উল্লেখ্য ব্যক্তিগত মালামাল বহনের ক্ষেত্রে চীন সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষের ক্লিয়ারেন্স বিলের সাথে নেই। উল্লেখ্য দলিলাদি আসল (genuine) হলেও প্রতি কেজি মাঃ ডঃ ২৭.৫০ হিসাবে সর্বমোট মাঃ ডঃ ৫৫০০.০০ পরিশোধযোগ্য হতোনা। কারণ আপত্তি-১৩৬ সংশ্লিষ্ট সেনা কর্মকর্তা বিএ-৬৬৯১ মেজর মোঃ মশিউল আলম চীনে কোর্স শেষে ব্যক্তিগত মালামাল পরিবহণের বিল অব ল্যাডিং থেকে দেখা যায় ৮ জন কর্মকর্তার ৫৩৩০ কেজি মালামাল ৪০ ফুট কন্টেইনারে আনয়ন করা হয়। চীন থেকে ৪০ ফুট কন্টেইনারে ভাড়া কোন ক্রমেই মাঃ ডঃ ৫০০০ এর উপরে নয়। এই হিসাবে প্রতি কেজির শীপ ফ্রেইট হয় (৫৩৩০÷৫০০০) মাঃ ডঃ ১.০৬৬ এর বেশী নয়। সে হিসাবে ২০০ কেজির শীপ ফ্রেইট হয় মাঃ ডঃ ১৮৮=(১৮৮×৭৯.৫০)=টাকা ১৪,৯৪৬.০০, সুতরাং তিনি শীপ ফ্রেইট বাবদ অধিক গ্রহণ করেছেন (৪,৩৭,২৫০.০০-১৪,৯৪৬.০০)=টাকা ৪,২২,৩০৪.০০ যা তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্য।

(২) পকেট ভাতাঃ চীন সরকার মাসিক ভাতা প্রদান করায় পকেট ভাতা প্রাপ্য নয়। অতএব,, গৃহিত পকেট ভাতা মার্কিন ডলারে কিংবা দেশীয় মুদ্রায় দেড় গুণ হিসাবে টাকা ৬,৭৮,৭৯৯.৫০ (৪,৫২,৫৩৩×১.৫) ফেরতযোগ্য।

অতএব, আদায়যোগ্য (শীপ ফ্রেইট টাকা ৪,২২,৩০৪ + পকেট ভাতা ৬,৭৮,৭৯৯.৫০)= টাকা **১১,০১,১০৩.৫০।**

অনুচ্ছেদ-০৪
পরিশিষ্ট-০৪ (০৫)
এপি নং-১৪৪১৮ (আপত্তি-২৭)
ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

বিএ-৪৫৬৪ মেজর গোলাম সাকলায়েন, ইএমই এবং বিএ-৬৫৭৭ মেজর মোঃ শাহেদুল ইসলাম ভূঞা, ইএমই কর্তৃক বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা বাবদ টাকা ২,৩৭,৭০৪ অতিরিক্ত গ্রহণ।

এএফডি'র ০৯.০৫.২০১৩ তারিখের ৬৮৮ সংখ্যক আদেশের মাধ্যমে (১) বিএ-৪৫৬৪ মেজর গোলাম সাকলায়েন,ইএমই, (২) বিএ-৬৫৭৭ মেজর মোঃ শাহেদুল ইসলাম ভূঞা, ইএমই (৩) নং-২৪০৯৮০২ সার্জেন্ট (এএ ভেহিঃ) মিঞা মোহাম্মদ নূর-ই-আলম সিদ্দিক,ইএমই কে ২৭.০৫.২০১৩ হতে ০৭.০৬.২০১৩ পর্যন্ত (যাতায়াত সময় ব্যতীত) ১২ (বার) দিন Power Pack of Tank MBT 2000 and ARV BW 654 এর ফ্যাক্টরী লেভেল মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে ইউক্রেন গমনাগমণ এর অনুমোদন ও অবস্থানের আর্থিক প্রাপ্যতা প্রদান করা হয়। (১) বিএ-৪৫৬৪ মেজর গোলাম সাকলায়েন,ইএমই, (২) বিএ-৬৫৭৭ মেজর মোঃ শাহেদুল ইসলাম ভূঞা, ইএমই এর বৈদেশিক টিএ/ডিএ বিল নিরীক্ষা করা হয় এবং তাতে নিম্নবর্ণিত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়ঃ

(১) আর্থিক প্রাপ্যতা আদেশ বহির্ভূত ভ্রমণঃ এএফডি'র ০৯.০৫.২০১৩ তারিখের ৬৮৮ সংখ্যক আদেশে অনুমোদিত ভ্রমণ সময় ছিল যাতায়াত সময় ব্যতীত ২৭.০৫.২০১৩ হতে ০৭.০৬.২০১৩ পর্যন্ত। কিন্তু বিএ-৪৫৬৪ মেজর গোলাম সাকলায়েন, ইএমই এর বিলের সাথে পাসপোর্টের বিভিন্ন পাতার সীলমোহর যুক্ত সত্যায়িত ফটোকপি এবং বিমানের মূল টিকেট পাওয়া যায়নি। তবে বোর্ডিং পাস এবং ই টিকেটের একটি ফটোকপি বিলের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। তাতে দেখা যায় যে, তিনি টার্কিস বিমানযোগে ১৬.০৬.২০১৩ তারিখ ০৬:২০ ঘটিকায় ঢাকা হতে রওয়ানা হয়ে ১১:৫০ ঘটিকায় ইস্তাম্বুল পৌছান এবং ১৮:২০ ঘটিকায় কিয়েভের উদ্দেশ্যে ইস্তাম্বুল ত্যাগ করেন। ২৬.০৬.২০১৩ তারিখ ইস্তাম্বুলের উদ্দেশ্যে ২১:২০ ঘটিকায় কিয়েভ ত্যাগ করেন, এর পর তিনি ইস্তাম্বুল হতে কখন ঢাকা পৌছান তা জানা যায় না। বিএ-৬৫৭৭ মেজর মোঃ শাহেদুল ইসলাম ভূঞা, ইএমই এর বিলের সাথে কোন বোর্ডিং পাস পাওয়া যায়নি। তার পাসপোর্টের পাতা-১৬ তে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের ১৬.০৬.২০১৩ তারিখের ডিপারচার্র এবং ইস্তাম্বুল বিমানবন্দরের ২৬.০৬.২০১৩ তারিখের ডিপার্চার সীল মোহর রয়েছে। কিন্তু ঢাকা বিমান বন্দরের কোন এ্যারাইভাল সীলমোহর পাওয়া যায় নাই। যাহোক (ক) বিএ-৪৫৬৪ মেজর গোলাম সাকলায়েন, ইএমই ১৬.০৬.২০১৩ হতে ২৮.০৬.২০১৩ পর্যন্ত ১৩ দিনের পকেটভাতা বাবদ ১৭৮.০০×২৫%= মাঃ ডঃ ৪৪.৫০×১৩×৭৯.৭০=টাকা ৪৬,১০৬.০০ গ্রহণ করেন। বোর্ডিং পাস অনুযায়ী ১৬.০৬.২০১৩ হতে ২৫.০৬.২০১৩ পর্যন্ত (যাওয়া বা আসার যে কোন দিন প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে বাদ যাবে) ১০ দিনে তিনি প্রাপ্য ৪৪.৫০×১০×৭৯.৭০=টাকা ৩৫,৪৬৬.৫০। অর্থাৎ তিনি পকেটভাতা বাবদ (৪৬,১০৬.০০-৩৫,৪৬৬.৫০)= ১০,৬৩৯.৫০ টাকা প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে গ্রহণ করেন।

(খ) অপর কর্মকর্তা বিএ-৬৫৭৭ মেজর মোঃ শাহেদুল ইসলাম ভূঞা, ইএমই একই কাজে একই দেশে গমণ করেছেন বিধায় একই ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রয়োজ্য তাই ১০.০৬.২০১৩ হতে ২৩.০৬.২০১৩ পর্যন্ত ভ্রমণ দেখানো গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং তাকে পকেটভাতা হিসাবে ৪২,৫৫৯.০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে কিন্তু তিনি প্রাপ্য ৩৫,৪৬৬.৫০ টাকা। অর্থাৎ অতিরিক্ত গ্রহণ করেছেন (৪২,৫৫৯.০০-৩৫,৪৬৬.৫০) টাকা ৭,০৯২.৫০।

(৩) উভয় অফিসারের ১৮+২৮ কেজি এমসিও যাচাই করে দেখা যায় যে, বিএ-৪৫৬৪ মেজর গোলাম সাকলায়েন, ইএমই এর ১৮ কেজি বিমান এমসিও তে ঢাকা-ইউক্রেন লেখা রয়েছে, কিন্তু বোর্ডিং পাস ও ই টিকেটের ফটোকপি অনুসারে তার গন্তব্য ঢাকা টু কিয়েভ লেখা রয়েছে। ২৮ কেজি এমসিও তে তারিখ ২৭.০৬.২০১৩ এবং ইউক্রেন টু ঢাকা উল্লেখ আছে। কিন্তু বোর্ডিং পাস অনুসারে কিয়েভ টু ঢাকা তারিখ ২৬.০৬.২০১৩ লেখা রয়েছে। অর্থাৎ তাঁর উপস্থাপিত ১৮+২৮ কেজি বিমান এমসিও সন্দেহাতীতভাবে সঠিক প্রমাণিত নয়। ফলে এ বাবদ গৃহিত (৪৩,০৩৮+৬৬,৯৪৮) টাকা ১,০৯,৯৮৬.০০ তিনি প্রাপ্য নন। বিএ-৬৫৭৭ মেজর মোঃ শাহেদুল ইসলাম ভূঞা, ইএমই এর ১৮+২৮ কেজি বিমান এমসিও তে একই ব্যক্তির স্বাক্ষর রয়েছে। ১৬.০৬.২০১৩ তারিখে টার্কিস এয়ার লাইন্সের যে প্রতিনিধি বাংলাদেশে বসে এমসিওতে স্বাক্ষর করেছেন সেই একই প্রতিনিধি কিভাবে ২৭.০৬.২০১৩ তারিখ ইউক্রেনের এমসিওতে স্বাক্ষর করেছেন তা বোধগম্য নয়। তাছাড়াও উভয় অফিসার একই সময়ে একই এয়ার লাইন্সে ভ্রমণ করলেও এমসিওগুলোর প্রিন্টিংয়ের আকৃতি প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। ফলে এর দ্বারা স্পষ্ট যে এমসিওগুলো আসল (genuine) নয়। ফলে উভয় কর্মকর্তার নিকট হতে এমসিও বাবদ (১,০৯,৯৮৬.০০+ ১,০৯,৯৮৬.০০) টাকা ২,১৯,৯৭২.০০ আদায়যোগ্য।

সুতরাং তাদের নিকট সর্বমোট আদায়যোগ্য (বিএ-৪৫৬৪ মেজর গোলাম সাকলায়েন, ইএমই এর পকেটভাতা+৪৬ কেজি এমসিও বাবদ (৪৬ কেজি বিমান এমসিও বাবদ ১,০৯,৯৮৬.০০+পকেটভাতা বাবদ ১০,৬৩৯.৫০)=১,২০,৬২৫.৫০ এবং বিএ-৬৫৭৭ মেজর মোঃ শাহেদুল ইসলাম ভূঞা, ইএমই এর নিকট হতে আদায়যোগ্য (৪৬ কেজি বিমান এমসিও বাবদ ১,০৯,৯৮৬.০০+পকেটভাতা বাবদ ৭,০৯২.৫০) টাকা ১,১৭,০৭৮.৫০ সর্বমোট (১,২০,৬২৫ + ১,১৭,০৭৮.৫০) **২,৩৭,৭০৪.০০ টাকা** আদায়যোগ্য ।

অনুচ্ছেদ-০৪

পরিশিষ্ট-০৪ (০৬)

এপি নং-১৪৪২৫ (আপত্তি-৫৪)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

বিএ-৭৫২৭ ক্যাপ্টেন মোঃ নাফিজ ইমতিয়াজ আহসান কর্তৃক অতিরিক্ত বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা ও অন্যান্য ব্যয় গ্রহণ টাকা ২,৩৫,৭৫২

এএফডি ১২.০৮.২০১৪ খ্রিঃ তারিখের পাকিস্তান.২৩৩২ সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে পাকিস্তানে ১৫.০৯.২০১৪ হতে ০৫.১২.২০১৪ (যাতায়াত সময় ব্যতীত) পর্যন্ত পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত Tank MBT-২০০০ of Driving and Maintenance Course-এ অংশগ্রহণের জন্য নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণকে পাকিস্তানে অবস্থান ও গমনাগমণের অনুমতি প্রদান করা হয়। কিন্তু তাঁরা বাধ্যতামূলক অবস্থানসহ ১২.০৯.২০১৪ হতে ০৯.১২.২০১৪ সময় পর্যন্ত ভ্রমণ করেন। (ক) বিএ-৭৫২৭ ক্যাপ্টেন মোঃ নাফিজ ইমতিয়াজ,এসি, (খ) বিএ-৮৩১২ ক্যাপ্টেন সরকার আসিফ হাসান,এসি। বিএ-৭৫২৭ ক্যাপ্টেন মোঃ নাফিজ ইমতিয়াজ,এসি এর ভ্রমণভাতার বিল যাচাইকালে নিম্নোক্ত অসংগতি লক্ষ্য করা যায়ঃ

(১) **অতিরিক্ত বিমান ভাড়াঃ** বিএ-৭৫২৭ ক্যাপ্টেন মোঃ নাফিজ ইমতিয়াজ,এসি বিমানভাড়া বাবদ টাকা ৬২,৫০৫.০০ গ্রহণ করেছেন। একই আদেশে বিএ-৮৩১২ ক্যাপ্টেন সরকার আসিফ হাসান, এসি বিমান ভাড়া বাবদ টাকা ৫২,৫০৫.০০ গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ বিমান ভাড়া বাবদ তিনি (৬২,৫০৫.০০-৫২,৫০৫.০০) টাকা ১০,০০০.০০ অধিক গ্রহণ করেন।

(২) **একদিনের অতিরিক্ত পকেট ভাতা গ্রহণঃ** ১২.০৯.২০১৪ হতে ০৯.১২.২০১৪ পর্যন্ত ৮৯ দিন হলেও দৈনিক ভাতা ইত্যাদি আগমনের দিন গণনায় নিলে প্রস্থানের দিন গণনায় বাদ যাবে। ফ্লাইট আইটিনারী না থাকায় ১২.০৯.২০১৪ তারিখে পাকিস্তানে পৌছার এবং ১২.০৯.২০১৪ তারিখে পাকিস্তান হতে প্রত্যাবর্তনের সময় জানতে না পারায় ১২.০৯.২০১৪ তারিখের পকেট ভাতা প্রাপ্য নয়। সুতরাং এবাবদ অতিরিক্ত গ্রহণের পরিমাণ মাঃ ডঃ ৩৪.২৫×৭৮.০০ = ২৬৭১.৫০।

(৩) বিমান পথে ২০০ কেজি মালামাল আনানো দেখানো হয়েছে। Home Pack Freight Int'l নামক প্রতিষ্ঠানের Invoice, Bill of Lading, Money Receipt ইত্যাদি দাখিল করা হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান থেকে ১টি লিফট ভ্যান পাকিস্তানের বাণিজ্য/কাষ্টম কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে রপ্তানীর অনুমোদনের কোন কপি এবং ঢাকা বিমানবন্দরে কাস্টমস ক্লিয়ারেন্সের কোন কপি দাখিল না করায় প্রকৃতই যে ২০০ কেজি মালামাল বিমানে আনয়ন করা হয়েছে তা নিশ্চিত নয়। এছাড়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো উক্ত মালামাল আনয়নের ক্ষেত্রে Shipped on board ২০.১১.২০১৪ তারিখ অথচ তুলনামূলক বিবরণী তৈরী করা হয়েছে ২৭.১১.২০১৪। অর্থাৎ সর্বনিম্ন দরদাতার দর গ্রহণের পূর্বেই Shipped on board দেখানো হয়েছে। সুতরাং এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত মালামাল আনয়নের প্রমাণকসমূহ আসল/মূল (original) নয়। সুতরাং এবাবদ গৃহিত (মাঃ ডঃ ২৪০০×৭৮.০০) = ১,৮৭,২০০.০০ টাকা তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্য।

(৪) প্রকৃতই ২০০ কেজি মালামাল আনয়ন করা যদি হতোও তবুও তিনি টাকা ১,৮৭,২০০ পেতেন না। কারণ উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে কোটেশনে বিমান পথে প্রতি কেজির জন্য মাঃ ডঃ ১২.০০ এবং সমুদ্র পথের জন্য মাঃ ডঃ ৯.৮০ উদ্বৃত করা হয়েছে। বিদ্যমান বিধি-বিধান ও মঞ্জুরীর প্রেক্ষিতে সী ফ্রেইট প্রাপ্য তবে সী ফ্রেইট হিসাবে প্রাপ্য খরচের মধ্যেই সীমিত রেখে বিমানযোগেও মালামাল পরিবহন করা যায়। আলোচ্য ক্ষেত্রে বিমানযোগে মালামাল আনয়ন করে বিমান পথেই ভাড়া গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে (মাঃ ডঃ ২৪০০×৭৮.০০=১,৮৭,২০০.০০)-(মাঃ ডঃ ৯.৮০×২০০×৭৮.০০ = ১,৫২,৮৮০.০০) টাকা ৩৪,৩২০ অতিরিক্ত গ্রহণ বলে প্রতীয়মান হতো। উল্লেখ্য, আলোচ্য প্রশিক্ষণে মোট ২ জন সেনা কর্মকর্তা ও ২৮ জন অন্যান্য সদস্য অংশগ্রহণ করেছিল। ৩০ জন অংশগ্রহণকারীই এভাবে পরিবহন ব্যয় গ্রহণ করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়।

(৫) বিমান এমসিওঃ যাওয়ার পথে ১৮ কেজি বিমান এমসিওতে বিমানের রুপ লেখা ঢাকা-পেশোয়ার এবং কোন বিমানে বহন করা হয়েছে তার নাম উল্লেখ নাই। অথচ বিমান আইটিনারী হিসাবে পাকিস্তান এয়ারওয়েজে ভ্রমণ করেছেন এবং যাওয়ার রুট ছিল ঢাকা-করাচি। অনুরূপভাবে ২৮ কেজি বিমান এমসিওতে বিমানের রুট দেখানো হয়েছে ইসলামাবাদ-ঢাকা এবং যথারীতি বিমানের নাম উল্লেখ নাই। বিমান আইটেনারী হিসাবে পিআই'র বিমানে ভ্রমণ করা হয়েছে এবং যাত্রার রুট ছিল পেশোয়ার-করাচি-ঢাকা। এছাড়া এমসিওতে পিআইএ বিমানের কোন সীলমোহর নাই। সুতরাং উক্ত বিমান এমসিও কৃত্রিম (fake) বলে প্রতীয়মান হওয়ায় তিনি এ বাবদ গৃহীত ৩৫,৮৮০ টাকা প্রাপ্য নন।

উক্ত অফিসারের নিকট হতে প্রকৃত আদায়যোগ্য (অতিরিক্ত বিমান ভাড়া ১০,০০০.০০+প্রাপ্যতা বহির্ভূত পকেট ভাতা ২৬৭১.৫০+শীপ ফ্রেইট ১,৮৭,২০০.০০+বিমান এমসিও ৩৫,৮৮০.০০) টাকা **২,৩৫,৭৫১.৫০।**

অনুচ্ছেদ-০৪

পরিশিষ্ট-০৪ (০৭)

এপি নং-১৪৪২৯ (আপত্তি-৬০)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

বিএ-৭৮৯৪ ক্যাপ্টেন কাজী মোঃ আহসান কবির কর্তৃক অতিরিক্ত বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা ও অন্যান্য ব্যয় গ্রহণ টাকা ২,২৫,৭৫২

১২.০৯.২০১৪ হতে ০৯.১২.২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে পাকিস্তানে TANK MBT-2000 0F GUNNERY AND DRIVING MAINTENANCE COURSE-এ অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে শিরোনামভুক্ত সেনা কর্মকর্তা বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা বাবদ টাকা অতিরিক্ত গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন আইটেমে অতিরিক্ত গ্রহণের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

(১) ১ দিনের অতিরিক্ত পকেট ভাতা গ্রহণঃ কারণ ১২.০৯.২০১৪ হতে ০৯.১২.২০১৪ পর্যন্ত ৮৯ দিন হলেও দৈনিক ভাতা ইত্যাদি আগমনের দিন গণনায় নিলে প্রস্থানের দিন গণনায় বাদ যাবে। ফ্লাইট আইটিনারী না থাকায় ১২.০৯.২০১৪ তারিখে পাকিস্তানে পৌছার এবং ১২.০৯.২০১৪ তারিখে পাকিস্তান হতে প্রত্যাবর্তনের সময় জানতে না পারায় ১২.০৯.২০১৪ তারিখের পকেট ভাতা প্রাপ্য নয়। সুতরাং এবাবদ অতিরিক্ত গ্রহণের পরিমাণ মাঃ ডঃ ৩৪.২৫×৭৮.০০ = ২৬৭১.৫০।

(২) বিমান পথে ২০০ কেজি মালামাল আনানো দেখানো হয়েছে। Home Pack Freight Int'l নামক প্রতিষ্ঠানের Invoice, Bill Lading Money Receipt ইত্যাদি দাখিল করা হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান থেকে ১টি লিফট ভ্যান আনয়নের জন্য পাকিস্তানের বাণিজ্য/কাষ্টম কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে রপ্তানীর অনুমোদনের কোন কপি ঢাকা বিমানবন্দরে কাস্টমস ক্লিয়ারেন্সের কোন কপি দাখিল না করায় প্রকৃতই যে ২০০ কেজি মালামাল বিমানে আনয়ন করা হয়েছে তা নিশ্চিত নয়। সুতরাং না এনে থাকলে এবাবদ গৃহিত (মাঃ ডঃ ২৪০০×৭৮.০০) = ১,৮৭,২০০.০০ টাকা প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে গৃহিত বলে গণ্য।

(৩) উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে কোটেশনে বিমান পথে প্রতি কেজির জন্য মাঃ ডঃ ১২.০০ এবং সমুদ্র পথের জন্য মাঃ ডঃ ৯.৮০ উদ্বৃত করা হয়েছে। বিদ্যমান বিধি-বিধান ও মঞ্জুরীর প্রেক্ষিতে সী ফ্রেইট প্রাপ্য তবে সে ফ্রেইট হিসাবে প্রাপ্য খরচের মধ্যেই সীমিত রেখে বিমানযোগেও মালামাল পরিবহন করা যায়। আলোচ্য ক্ষেত্রে বিমানযোগে মালামাল আনয়ন করে বিমান পথেই ভাড়া গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে (মাঃ ডঃ ২৪০০×৭৮.০০= ১,৮৭,২০০.০০)-(মাঃ ডঃ ১৯৬০.০০×৭৮.০০=১,৫২,৮৮০.০০) টাকা ৩৪,৩২০। উল্লেখ্য, আলোচ্য প্রশিক্ষণে মোট ৩০ জন সেনা কর্মকর্তা ও অন্যান্য সদস্য অংশগ্রহণ করেছিল। ৩০ জন অংশগ্রহণকারীই এভাবে পরিবহন ব্যয় গ্রহণ করে থাকলে অতিরিক্ত গ্রহণের পরিমাণ দাড়াবে (৩৪,৩২০×৩০) টাকা ১০,২৯,৬০০। অতএব,, তিনি মোট (২৬৭১.৫০+১,৮৭,২০০.০০) টাকা ১,৮৯,৮৭১.৫০ অতিরিক্ত গ্রহণ করেছেন।

এছাড়াও পাকিস্তানে যাওয়া ও পাকিস্তান থেকে ফেরার পথের জন্য এমসিও রশিদে টাকার অংক উল্লেখ না থাকায় এবং প্রকৃতি অনুযায়ী তা যথাযথ নয় (false) বলে প্রতীয়মান হওয়ায় টাকা (১৪০৪০.০০+২১৮৪০.০০) টাকা ৩৫,৮৮০.০০ প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে গ্রহণ।

(৪) ঢাকায়/চট্টগ্রামে কাস্টমস ও বন্দর ক্লিয়ারেন্স সম্পর্কিত ডকুমেন্ট না থাকায় প্রকৃত মালামাল পরিবহন করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান না হওয়ায় সমুদ্র পথে মালামাল পরিবহন বাবদ গৃহিত ১,৮৭,২০০.০০ টাকা প্রাপ্যতা বহির্ভূত হয়েছে।

সুতরাং তিনি সর্বমোট অতিরিক্ত গ্রহণ করেছেন (১,৮৯,৮৭১.৫০+৩৫,৮৮০.০০) **২,২৫,৭৫১.৫০** টাকা।

অনুচ্ছেদ-০৪

পরিশিষ্ট-০৪ (০৮)

এপি নং-১৪৪৩০ (আপত্তি-৮০)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

বিএ-৫৪৯৯ মেজর মোহাম্মদ মেহেদী হাসান,পিএসসি,পদাতিক কর্তৃক শ্রীলঙ্কা স্টাফ কোর্সে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রাপ্যের অতিরিক্ত ডিএ/পকেটভাতা গ্রহণ ১,৫০,০২৪।

এএফডি'র ১৭.১১.২০১১ তারিখের ২৬৬৭ সংখ্যক স্মারকের প্রেক্ষিতে ০৩.০১.২০১২ হতে ২৩.১২.২০১২ পর্যন্ত সময়ে শ্রীলঙ্কাতে অনুষ্ঠিত Defence Services Command and Staff College Course-এ অংশগ্রহণকারী বিষয়োক্ত কর্মকর্তা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা ও পকেটভাতা গ্রহণ করেছেন। যেমনঃ

(ক) সর্বসাকুল্য ভাতার ৪৫% খাবার খরচঃ আলোচ্য কোর্সটি ১৫.১২.২০১২ তারিখে শেষ হবার কথা ছিল। গ্রাজুয়েশন সিরিমনির জন্য ২২.১২.২০১২ তারিখ নির্ধারণ করা হলেও ঐ দেশের রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের নির্দেশনায় অনিবার্য কারণবশতঃ ঐ অনুষ্ঠান পিছিয়ে ২০.১২.২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। যার কারণে আলোচ্য সেনা কর্মকর্তাকে ২৩.১২.২০১২ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কাতেই অবস্থান করতে হয়। এ কারণে ১৬.১২.২০১২ হতে ২৩.১২.২০১২ পর্যন্ত ৮ দিনের জন্য খাবার খরচ হিসাবে সর্বসাকুল্য ভাতার ৪৫% হারে (মাঃ ডঃ ১৩৭×৪৫%×৮ দিন = মাঃ ডঃ ৪৯৩.২০ গ্রহণ বিধি সংগত হয় নাই। কারণ আলোচ্য কোর্সের জন্য শ্রীলঙ্কা সরকার কোর্সকালীন থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। সর্বসাকুল্য ভাতার ৪৫% খাওয়া বাবদ গ্রহণ করা থেকেই নিশ্চিত যে, এই অতিরিক্ত সময়ের জন্য শ্রীলঙ্কা সরকার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। তা না হলে হোটেল ভাড়াভিত্তিক দৈনিক ভাতা অথবা সর্বসাকুল্য ভাতা গ্রহণ করা হতো।

(খ) ওভারসিজ স্টাডি ট্যুরঃ ইন্দোনেশিয়াতে ওভারসীজ স্টাডি ট্যুর এর সংশ্লিষ্ট খরচাদি নিম্নরূপঃ

দৈনিক ভাতা	১২দিন×সর্বসাকুল্য ভাতা মাঃ ডঃ ১৫১.০০ = মাঃ ডঃ ১৮১২.০০
বিমান ভাড়া	মাঃ ডঃ ৪৫৬.০০
অভ্যন্তরীণ যাতায়াত	মাঃ ডঃ ৪৭৫.০০
মোট =	মাঃ ডঃ ২৭৪৩.০০

গ্রহণ মার্কিন ডলার ৩৫০০.০০। অতএব, অতিরিক্ত (৩৫০০.০০-২৭৪৩) মাঃ ডঃ ৭৫৭.০০ গ্রহণ করা হয়েছে।

অতএব, তার নিকট হতে আদায়যোগ্য মোট টাকা (মাঃ ডঃ ৪৯৩.২০+মাঃ ডঃ ৭৫৭.০০) = মাঃ ডঃ ১২৫০.২০। বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করা হয়েছে বিধায় অতিরিক্ত গৃহিত অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় ফেরতযোগ্য। অন্যথায় বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা সম্পর্কিত অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদ ২৫ অনুযায়ী দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান হার অনুযায়ী দেড়গুণ (মাঃ ডঃ ১২৫০.২০ ×৮০×১.৫ গুণ) টাকা **১,৫০,০২৪.০০** আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ-০৪

পরিশিষ্ট-০৪ (৯)

এপি নং-১৪৪৩৩ (আপত্তি-৯২)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

বিএ-৭৩৯৯ মেজর মোহাম্মদ নাহিদুল আমিন সেখ যুক্তরাজ্যে কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে পকেট ভাতা ও মালামাল বহন বাবদ প্রাপ্যতা বহির্ভূত আর্থিক সুবিধা গ্রহণ টাকা ১,৮২,৬৬১

সেনাসদর সামরিক প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর এর ১৯.১০.২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ২৩.০১.৯০১.০২৬.০৩.০৫৬.০১.১৯.১০.১৫.যুক্তরাজ্য সংখ্যক মঞ্জুরীপত্রের আলোকে ০১.১১.২০১৫ হতে ১৪.১১.২০১৫ পর্যন্ত মেয়াদে যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত Urban Operation Advisers Course (UOAC)-এ অংশগ্রহণকারী সেনা কর্মকর্তা বিএ-৭৩৯৯ মেজর মোহাম্মদ নাহিদুল আমিন সেখ, এসি এর ভ্রমণ ভাতার বিল যাচাইয়ে নিম্নোক্ত অসংগতি বিদ্যমানঃ

ক) **পকেট ভাতাঃ** ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী তিনি যুক্তরাজ্যে ৩১.১০.২০১৫ তারিখে যুক্তরাজ্যে পৌছেন এবং যুক্তরাজ্য থেকে ফিরতি পথে ১৩.১১.২০১৫ তারিখে যাত্রা করেন। সুতরাং ৩১.১০.২০১৫ হতে ১২.১১.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ১৩ দিনের পকেটভাতা প্রাপ্য। কিন্তু তিনি গ্রহণ করেছেন ১৪ দিনের। অন্যদিকে সর্বসাকুল্য ভাতার ২৫% এর স্থলে ৩০% পকেটভাতা গ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের বিদেশে প্রশিক্ষণ বাবদ প্রাপ্য ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাবলী সংক্রান্ত সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের ০৫.০৯.১৯৯৪ খ্রিঃ তারিখের নং-২২০৭/টি সংখ্যক আদেশটি জারী হয়েছে যেখানে পকেটভাতা সর্বসাকুল্য ভাতার ২৫% বিধেয় করা হয়েছে। তবে পকেটভাতা ৩০% এর বিধান করে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের জারিকৃত ০৪.০৯.২০১৫ তারিখের ০৬.০০.০০০০.০৯.১৮.০০১.১৫.রুলিং ৩৬৪৪ সংখ্যক আদেশে অর্থ মন্ত্রণালয়কে প্রদত্ত অনুলিপিতে সরকারি কাজে বিদেশ ভ্রমণকালে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রাপ্য ভ্রমণ ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সম্বলিত অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ খ্রিঃ তারিখের অফিস স্মারকের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে কিন্তু এ থেকে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে পকেট ভাতা সর্বসাকুল্য ভাতার ২৫% এর স্থলে ৩০% এ উন্নীত করার বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন বুঝায় না। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এর ক্ষেত্রে আর্থিক প্রাপ্যতা সম্পূর্ণ ভিন্নতর বিষয় এবং এর কোন সুবিধা পরিবর্তন/বর্ধিত করার ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন আবশ্যক কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে সেই অনুমোদন নিরীক্ষার গোচরে নাই। তাই পকেট ভাতা ৩০% প্রাপ্য নয়। অতএব, আলোচ্য ক্ষেত্রে অতিরিক্ত গ্রহণের হিসাব নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত গ্রহণ
১	মাঃ ডঃ ২৩১×৩০%×১৪দিন=৯৭০×৭৮.০০= ৭৫,৬৭৬.০০ টাকা	৩১.১০.২০১৫ হতে ১২.১১.২০১৫ পর্যন্ত প্রাপ্য ১৩ দিন বা মাঃ ডঃ ২৩১×২৫%× ১৩দিন =৭৫০.৭৫×৭৮.০০=৫৮,৫৮৫.৫০ টাকা	১৭,০৯০.৫০

খ) **এমসিও বাবদ ব্যয়ঃ** যাওয়ার পথে প্রতি কেজি ৭৮০.০০ টাকা কিন্তু আসার পথে প্রতি কেজি ২৯.০০ মার্কিন ডলার অস্বাভাবিক। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বিলের সাথে দাখিলকৃত অন্য একটি বিমান টিকেট থেকে দেখা যায় যে, তিনি লন্ডন থেকে দুবাইতে ফ্লাইট নং-EK 2 তে ১৭.১১.২০১৫ তারিখে গমণ করেন এবং দুবাই থেকে ঢাকাতে ১৮.১১.২০১৫ তারিখ ফ্লাইট নং-EK 586 তে আসেন। অথচ আসার পথের এমসিও তে ফ্লাইট নং- EK 6, তারিখ ১৩.১১.২০১৫ উল্লেখ রয়েছে। এসব অসংগতি এবং এমসিও এর আদল/প্রকৃতি হতে প্রতীয়মান হয় যে, ঐ গুলো আসল (genuine) নয়। অতএব, এ বাবদ গৃহিত টাকা ৭৪,২৪০.০০ প্রাপ্য না হওয়া সত্বেও গ্রহণ করা হয়েছে।

গ) একই কোর্সে বিএ-৭৪০৪ ক্যাপ্টেন মোঃ আলমগীর হোসেন, পদাতিক গমণ করেছিলেন বিধায় প্রতীয়মান হয় তিনিও অনুরূপভাবে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করেছেন।

ঘ) অতএব, প্রত্যেকের নিকট হতে (টাকা ১৭,০৯০.৫০+৭৪,২৪০.০০) টাকা ৯১,৩৩০.৫০ করে ২জনের মোট **১,৮২,৬৬১.০০** টাকা আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ-০৪

পরিশিষ্ট-০৪ (১০)

এপি নং-১৪৪৩৯ (আপত্তি-১০১)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

ভারতে কোর্স উপলক্ষ্যে বিএ-৭৬১৯ মেজর আবু ইউসুফ আল নূর ইমন কর্তৃক বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা গ্রহণ আর্থিক ক্ষতি টাকা ৪,৫৫,১১২

এএফডি এর ২৩.১০.২০১৩ তারিখের ২৫৬৫ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে ভারতে ০৪.১১.২০১৩ হতে ০৯.০৮.২০১৪ তারিখ পর্যন্ত সময়ে CMM Jabalpur ভারতে অনুষ্ঠিত Advance Material Management (AM-25) Course-এ অংশগ্রহণ সংক্রান্ত বিএ-৬৯১৯আবু ইউসুফ আল নূর ইমন, অর্ডন্যান্স-ভারত সফর করেন। ভারত সরকার কোর্সে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তার আন্তর্জাতিক যাতায়াত বিমানভাড়া, প্রশিক্ষণ ফি, থাকা, লিভিং এ্যালাউন্স (খাওয়া), চিকিৎসা, বুক এ্যালাউন্স বাবদ 400 (চারশত) রুপী এবং কোর্স সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ বহন করে। বাংলাদেশ সরকার পকেট ভাতাসহ প্রচলিত বিধি মোতাবেক প্রাপ্য অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সংশ্লিষ্ট খাত বাজেট খাত হতে বহন করে। তাঁর ভ্রমণভাতা বিল যাচাই করে নিম্নবর্ণিত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়ঃ

(১) শীপ ফ্রেইটঃ ভারত থেকে ৩০০ কেজি মালামাল আনয়নের জন্য ৩টি কোটেশন দাখিল করা হয়েছে। যথাঃ (1) Royal Packers And Movers, 16 Delight Merket Jabalpur, 482002 Madhya Pradesh, India, দাখিল 09.08.2014, (2) United Liner Agencies of India (Private) Ltd, CA bedding Shop Jabalpur,482002 Madhya Pradesh, India, দাখিল 08.08.2014 & (3) Blue Dart Ltd. 646 Marhatar, Opp Gubunanak (হবে Gurunanak) Girlas School, Jabalpur,482002 Madhya Pradesh, India, দাখিল 09.08.2014। Royal Packers And Movers এর ইনভয়েসের তারিখ 09.08.2014 এবং এর প্যাকেজেস লিস্টে ডাইনিং টেবিলসহ মোট ১৫টি আইটেমের ওজন ৩০০ কেজি উল্লেখ আছে। Royal Packers এর কোটেশন, ইনভয়েস এবং প্যাকেজেস লিষ্টে প্রদত্ত স্বাক্ষর ৩টিতে ৩ রকম। বিল অব ল্যাডিং এর তারিখ ০৯.০৮.২০১৪। তাঁর শীপ ফ্রেইটের দলিলাদির আর একটি ত্রুটিপূর্ণ দিক হলো উহাতে ওশেন ফ্রেইটসহ অন্যান্য চার্জ যেমন প্যাকিং, বাসা থেকে সংগ্রহ, অভ্যন্তরীণ পরিবহণ, কাস্টমস চার্জ, বন্ডেড ওয়্যারহাউজ হ্যান্ডলিং, কন্টেইনার লোডিং ইত্যাদি উল্লেখ নাই। এগুলো উল্লেখ থাকা আবশ্যক হলেও তা নাই। কারণ শীপ ফ্রেইটের জন্য অন্যান্য চার্জ প্রাপ্য নয় শুধুমাত্র ওশেন ফ্রেইট চার্জ প্রাপ্য। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, শীপ ফ্রেইট সম্পর্কিত দাখিলকৃত দলিলাদি কৃত্রিম (fake)। তাঁর শীপ ফ্রেইট সংক্রান্ত দলিলাদি যদি আসলও হতো তাহলেও তিনি এ বাবদ ৪,০৮,০০০.০০ টাকা পেতেন না। এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন বিলে যেমন আপত্তি নং-৮৩ তে প্রতি কেজি শীপ ফ্রেইট মাঃ ডঃ ৮.৬০, আপত্তি নং-১০১ তে শীপ ফ্রেইট প্রতি কেজি মাঃ ডঃ ৮.০০ উল্লেখ রয়েছে। যদি প্রতি কেজি শীপ ফ্রেইট ৮.৬০ মার্কিন ডলারও হয় তাহলে তিনি এ বাবদ (৩০০×৮.৬০)=২৫৮০.০০ বা (২৫৮০×৭৮)=টাকা ২,০১,২৪০.০০ প্রাপ্য হতেন। সেক্ষেত্রে তাঁর অতিরিক্ত গ্রহণ হতো (৪,০৮,০০০-২,০১,২৪০) = ২,০৬,৭৬০.০০ টাকা। কিন্তু কৃত্রিম শীপ ফ্রেইট দলিলাদির মাধ্যমে তিনি এ বাবদ কোন আর্থিক সুবিধা প্রাপ্য নন বিধায় তাঁর নিকট হতে তৎকর্তৃক গৃহিত সম্পূর্ণ টাকা ৪,০৮,০০০.০০ আদায়যোগ্য।

(২) স্ত্রীর পকেট ভাতাঃ স্ত্রীর পাসপোর্টের ১০ এবং ১৩ হতে দেখা যায় যে, তিনি ০৮.০৩.২০১৪ তারিখে বাংলাদেশে আসেন এবং ০২.০৪.২০১৪ তারিখে পুনরায় ভারতে গমণ করেন। ফলে ০৮.০৩.২০১৪ হতে ০২.০৪.২০১৪ পর্যন্ত ২৬ দিনের পকেট ভাতা তিনি প্রাপ্য নয়। সুতরাং পকেটভাতা বাবদ তাঁর নিকট হতে মাঃ ডঃ ১৫১×১০%×২৬দিন = মাঃ ডঃ ৩৯২.৬০ আদায়যোগ্য। বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করা হয়েছে বিধায় অতিরিক্ত গৃহিত অর্থ বৈদেশিক মুদ্রাতেই ফেরতযোগ্য। অন্যথায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদ ২৫ অনুযায়ী দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান হার অনুযায়ী দেড়গুণ হারে (৩৯২.৬০×৮০×১.৫ গুণ) = টাকা ৪৭,১১২.০০ আদায়যোগ্য।

অতএব, তার নিকট হতে আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ (শীপ ফ্রেইট টাকা ৪,০৮,০০০.০০+বাংলাদেশে ২৬ দিন অবস্থানের জন্য পকেটভাতা টাকা ৪৭,১১২.০০) টাকা **৪,৫৫,১১২.০০** আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ-০৪
পরিশিষ্ট-০৪ (১১)
এপি নং-১৪৪৪১ (আপত্তি-৯৪)
ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

প্রশিক্ষণ শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকে এবং অতিরিক্ত হারে পকেট ভাতা গ্রহণ টাকা ১,০৬,২৬০

সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের ৩০.০৮.২০১৫ এবং সেনাসদর, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তরের ৩১.০৮.২০১৫ তারিখের পত্রের মাধ্যমে বিএ-৬৩২৭ মেজর মোঃ আতিকুজ্জামান এএসসি ভারতে অনুষ্ঠিত ASC Company Commander Course-75 এ অংশগ্রহণের জন্য অনুমোদন পান। উক্ত অনুমোদন পত্রে প্রশিক্ষণ সময়কাল ১০.০৯.২০১৫ হতে ১৪.১০.২০১৫ খ্রিঃ তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ভারতের ASC School Centre & College, Bengalore এর ১৩.১০.২০১৫ তারিখের Movement Order থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য কোর্সটি ১৭.০৯.২০১৫ হতে ১৪.১০.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ২৮ দিন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু আলোচ্য কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ সময় ১০.০৯.২০১৫ হতে ১৪.১০.২০১৫ তারিখ মোট ৩৫ দিন দেখিয়ে পকেটভাতা গ্রহণ করায় মোট অতিরিক্ত ০৭ (সাত) দিনের পকেটভাতা গ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে সর্বসাকুল্য ভাতার ২৫% এর স্থলে ৩০% হারে পকেট ভাতা গ্রহণ করেছেন। বিদেশ ভ্রমণকালে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রাপ্যতা ভ্রমণ ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা এর জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের জারিকৃত ২২১(১০০০) সংখ্যক অফিস স্মারকের ১১ অনুচ্ছেদে প্রাধিকৃত ৩০% পকেট ভাতা ০১ মাসের কম সময়ের স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের জন্য প্রযোজ্য হবেনা মর্মে শর্ত ছিল। তবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১০.০৩.২০১৩ তারিখের পত্রের মাধ্যমে ঐ শর্ত শিথিল করা হয়। অর্থাৎ প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও ৩০% পকেট ভাতা প্রযোজ্য হবে মর্মে ধরে নিয়ে এএফডি কর্তৃক ০৪.০৯.২০১৫ তারিখের পত্রের মাধ্যমে ০৫.০৯.১৯৯৪ তারিখের ২২০৭/টি সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদ এর উপঅনুচ্ছেদে খ (১) সংশোধন করে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে পকেট ভাতা ২৫% এর স্থলে ৩০% এর বিধান করে। এএফডি এর ০৪.০৯.২০১৫ তারিখের সংশোধনীটি অনুসরণযোগ্য নয়। কারণ (১) বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা সম্পর্কিত অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের পত্রের অনুচ্ছেদ ২২ এ স্পষ্ট করা হয়েছে যে, বিদেশে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ঐ স্মারকের ভাতার হার প্রযোজ্য হবে না। সুতরাং আলোচ্য কর্মকর্তা ৩০% পকেটভাতা গ্রহণ করায় নিম্নে বর্ণিত পরিমাণ অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করেছেনঃ

গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত গ্রহণ
পকেট ভাতা ৩৫ দিন ×(২১৫×৩০%=৬৪.৫০) মাঃ ডঃ ২২৫৭.৫০	২৮ দিন×(১৯৬×২৫%) মাঃ ডঃ ৪৯.০০= মাঃ ডঃ ১৩৭২.০০	মাঃ ডঃ ৮৮৫.৫০

আলোচ্য পকেট ভাতা অগ্রিম গ্রহণ করা হয়েছে বিধায় অতিরিক্ত গৃহিত অর্থ বৈদেশিক মুদ্রাতেই ফেরযোগ্য। নতুবা অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদ ২৫ অনুযায়ী দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান হার অনুযায়ী দেড় গুণ (৮৮৫.৫০ মাঃ ডঃ×৮০×১.৫ গুণ) টাকা **১,০৬,২৬০.০০** ফেরতযোগ্য।

অনুচ্ছেদ-০৪
পরিশিষ্ট-০৪ (১২)
এপি নং-১৪৪৪২ (আপত্তি-১০৫)
ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

জাপান সফরে বিএ-৩৩৩৯ ব্রিঃ জেনারেল মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম কর্তৃক প্রাপ্যতা বহির্ভূত বৈদেশিক টিএ/ডিএ গ্রহণ টাকা ১,৭০,৬১৩

এএফডি এর ১৬.০৯.২০১৩ তারিখের ২৩১১ সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে ১১.১১.২০১৩ এবং ২২.১১.২০১৩ পর্যন্ত সময়ে জাপানে অনুষ্ঠিত Senior Mission Leaders (SML) Course-এ অংশগ্রহণকারী বৈদেশিক টিএ/ডিএ বিল যাচাই করে দেখা যায় যে, আলোচ্য ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র সরকার বিমানভাড়াসহ সকল প্রকার ব্যয়ভার বহন করে। প্রাপ্ত দলিলাদি থেকে দেখা যায় যে, প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে মোট ৫০৪৬.০০ মাঃ ডলার Perdiem প্রদান করা হয়। তথাপি তাঁকে কোর্সে অংশগ্রহণের সম্পূর্ণ সময়ের জন্য সর্বসাকুল্য ভাতার ২৫% হিসাবে (১১.১১.২০১৩ এবং ২২.১১.২০১৩) টাকা ৪৮,৫৪১.০০ পকেট ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য ৪ দিনের দৈনিক ভাতা (৩৮১×৪× ৮০.১০) = টাকা ১,২২,০৭২.৪০ বিধি বহির্ভূতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে। ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী ১০.১১.২০১৩ তারিখ ০৫:২৫ ঘটিকায় সিঙ্গাপুর বিমান বন্দরে অবতরণ করে তথা হতে ০৯:২০ ঘটিকায় ফ্লাই করে একই দিন বিকাল ০৫:২৫ ঘটিকায় জাপানে পৌছানো হয়। সুতরাং সিঙ্গাপুরের জন্য ১০.১১.২০১৩ তারিখের জন্য গৃহিত বাধ্যতামূলক অবস্থান দেখিয়ে হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ভাতা গ্রহণ প্রাপ্যতা বহির্ভূত হয়েছে। ফেরার পথে ২৩.১১.২০১৩ তারিখ জাপান থেকে ১১:১০ ঘটিকায় যাত্রা করে সিঙ্গাপুরে বিকাল ০৫:৪৫ ঘটিকায় আগমন হয়। এরপর সিঙ্গাপুর থেকে বাংলাদেশে ২৫.১১.২০১৩ তারিখের পূর্বে কোন ফ্লাইট লভ্য না থাকার বিষয়টি বাস্তবতা বিবর্জিত। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে যাত্রীর চাহিদামত সিডিউল অনুযায়ী ট্রাভেল এজেন্ট এয়ার লাইন্স টিকেট দিয়ে থাকে। কেহ পথিমধ্যে অবস্থান করতে চাইলে চাইতে পারে কিন্তু তার জন্য সরকারি বাজে হতে ব্যয় নির্বাহ করা বিদ্যমান আর্থিক বিধি-বিধানের পরিপন্থী। Financial Regulations Part-1, Rule-3 এ বর্ণিত Financial Cannon অনুযায়ী নিজের অর্থ খরচ করার জন্য যেরূপ সতর্কতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হয় সরকারি অর্থ খরচ করার ব্যাপারেও সেরূপ সতর্কতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হয় এবং সরকারের ক্ষতি হয় এমনভাবে আর্থিক মঞ্জুরী দেয়া যায় না। বিশেষ করে ভ্রমণ ভাতার দ্বারা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা লাভবান হওয়ার মত সম্ভাবনা দেখা দিলে ঐ ভাবে ভ্রমণ ভাতা মঞ্জুর করা যায় না। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তাই করা হয়েছে। অতএব, ফিরতি পথে ২৩-২৫.১১.২০১৩ তারিখ পর্যন্ত ৩ দিনের হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ভাতা গ্রহণ বিধিসম্মত হয় নাই। অতএব, এ বাবদ গৃহিত টাকা ১,২২,০৭২.৪০ টাকাও আদায়যোগ্য।

অর্থাৎ সর্বমোট আদায়যোগ্য (পকেট ভাতা ৪৮,৫৪১.০০+দৈনিক ভাতা ১,২২,০৭২.৪০) টাকা **১,৭০,৬১৩.৪০**

অনুচ্ছেদ-০৪

পরিশিষ্ট-০৪ (১৩)

এপি নং-১৪৪৪৬(আপত্তি-২৪৪)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

শ্রীলংকাতে কোর্স এ অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে (বিএ ৮৪৯৬ ক্যাপ্টেন মহিবুর রহমান ও বিএ ৮৫৫৯ লেঃ মোঃ নাজমুস সাকিব) প্রাপ্যতা বহির্ভূত আর্থিক সুবিধা গ্রহণ ৬,৯৫,২৮০ টাকা

শিরোনামভূক্ত **বিএ ৮৪৯৬ ক্যাপ্টেন মহিবুর রহমান ও বিএ ৮৫৫৯ লেঃ মোঃ নাজমুস সাকিব** সেনা কর্মকর্তাদ্বয় ২৩/০৯/২০১৫ হতে ০৩/১২/২০১৫ পর্যন্ত শ্রীলংকাতে Counter Insurgency and Jungle Warfare Course এ অংশগ্রহণ করেন। বিএ ৮৪৯৬ ক্যাপ্টেন মহিবুর রহমানের ভ্রমণ ভাতার বিল যাচাইয়ে পরিলক্ষিত হয় যে,
ক) অতিরিক্ত পকেট ভাতা গ্রহণঃ ৭২ দিনের জন্য ৩০% পকেট ভাতা প্রদান করা হয়েছে কিন্তু প্রাপ্য ২৫%। অর্থাৎ অতিরিক্ত গ্রহণ মাঃ ডঃ ৫৯৪.০০ (১৬৫×৩০%×৭২= মাঃ ডঃ ৩৫৬৪)-(১৬৫×২৫%×৭২= মাঃ ডঃ ২৯৭০)। বৈদেশিক মুদ্রায় গ্রহণ বিধায় বৈদেশিক মুদ্রাতেই ফেরতযোগ্য। নতুবা দেশীয় মুদ্রায় টাকা ৭১২৮০.০০ (৫৯৪×৮০×১.৫) আদায়যোগ্য। উভয়ের ক্ষেত্রে একই রকম ঘটনা ঘটেছে বলে প্রতীয়মান হওয়ায় ২ জনের নিকট হতে মোট আদায়যোগ্য টাকা ১৪২৬০.০০।
খ) শীপ ফ্রেইটঃ শ্রীলংকার বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও কাষ্টমস কর্তৃপক্ষের কাগজপত্র এবং ঢাকা বিমান বন্দরে দাখিলযোগ্য লাগেজ ডিক্লারেশনের কপি বিলের সাথে নাই। Homebound Packers & Shippers এর Entry Form এ বিল অব ল্যাডিং নং IN/CCN/2015 তাং-১৪/১২/২০১৫ উল্লেখ রয়েছে। অন্যদিকে শ্রীলংকার Maersk Sea Land এর ডকুমেন্টে বিল অব ল্যাডিং নম্বর ৮৯৯২৫।

এসব অসংগতি থেকে দেখা যায় যে, দাখিলকৃত দলিলাদি প্রকৃত (Genuine) দলিল নয়। প্রকৃত দলিল ব্যতীত শীপ ফ্রেইট প্রাপ্য নয়। উভয়ের ক্ষেত্রেই একই রুপ হয়েছে বলে প্রতীয়মান। অতএব, এক্ষেত্রে অনিয়মিত ব্যয় টাকা (৩,১২,০০০×২) ৬,২৪,০০০

সুতরাং উভয়ের নিকট হতে সর্বমোট আদায়যোগ্য পকেট ভাতা টাকা (৭১,২৮০ + শীপ ফ্রেইট ৬,২৪,০০০)= টাকা ৬,৯৫,২৮০ ।

অনুচ্ছেদ-০৪

পরিশিষ্ট-০৪ (১৪)

এপি নং-১৪৪৫০ (আপত্তি-২৪৮)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

স্পেন সরকার খাবার বাবদ দৈনিক ভাতা প্রদান করা সত্বেও পকেট ভাতা গ্রহণ ১,৭২,৮০০ টাকা।

বিএ-২৬০৩ ব্রিঃ জেনারেল মোঃ গাজী ফিরোজ রহমান স্পেনে 2nd High Defence Studies Course এ অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে যাতায়াত সময়সহ ২৯/০৯/২০১৩ হতে ২৬/১০/২০১৩ পর্যন্ত গমনাগমন ও অবস্থান করেন। জিও/এফজিও থেকে দেখা যায় যে, খাবার বাবদ স্পেন সরকার দৈনিক ভাতা প্রদান করে। অফার লেটার সংযুক্ত না থাকায় প্রদত্ত দৈনিক ভাতার পরিমান সম্পর্কে জানা গেল না। তবে দৈনিক ভাতা নগদে পরিশোধ করায় পকেট ভাতা প্রাপ্য নয়। কিন্তু তিনি পকেট ভাতা হিসাবে মাঃ ডঃ ১৪১৪ গ্রহণ করেন। বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করেছিলেন বিধায় তা বৈদেশিক মুদ্রাতে কিংবা দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হার অনুযায়ী দেড় গুণ হিসাবে টাকা **১,৭২,৮০০** (১৪৪০×৮০×১.৫) আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ-০৪

পরিশিষ্ট-০৪ (১৫)

এপি নং-১৪৪৫৪(আপত্তি-১১১)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

পাকিস্তানে কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে বিএ-৭০০৪ মেজর মোঃ রেজওয়ানুল হক, এএসসি কর্তৃক অতিরিক্ত বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা গ্রহণ টাকা ২,২২,২৪৭

শিরোনামে উল্লিখিত কর্মকর্তা কর্তৃক পাকিস্তানে ২০.০৪.২০১৫ হতে ০৩.০৭.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত পাকিস্তানে MID CAREER COURSE (ASC)-58 এ অংশগ্রহণের জন্য মোট টাকা ১,৮৮,৬৯৫.৯০ অতিরিক্ত গ্রহণ করেছেন। আইটেমওয়াইজ অতিরিক্ত গ্রহণের বিবরণ নিম্নরূপঃ

(১) **ওভার স্টেঃ** পাকিস্তান সরকার থাকা-খাওয়ার ব্যয় বহন করেছে। বিমান টিকিট অপ্রাপ্যতার জন্য ০৪.০৭.২০১৫ হতে ০৮.০৭.২০১৫ পর্যন্ত অতিরিক্ত অবস্থানের জন্য পাকিস্তান সরকার থাকা খাওয়ার ব্যয় বহন করেছে বলে প্রতীয়মান হয়। এছাড়া কথিত অতিরিক্ত সময়ে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের আবাসনের বাইরে অবস্থান করেছে এমন প্রমাণক নাই। অধিকন্তু বাইরে অবস্থানের জন্য কোন হোটেল বিলও নাই। উল্লেখ্য প্রশিক্ষণের জন্য যাত্রার পূর্বেই বিমান টিকেট ক্রয় করা হয়েছে তাই বিমান টিকিট অপ্রাপ্যতার ঘটনা হয় নাই। অতএব, অতিরিক্ত সময়ে অবস্থানের জন্য গৃহিত সর্বসাকুল্য ভাতা মাঃ ডঃ মাঃ ডঃ ১৫১×৪=মাঃ ডঃ ৬০৪ প্রাপ্য ছিল না। পকেট ভাতা বাবদ ১৫১×২৫%×৪দিন = মাঃ ডঃ ১৫১ প্রাপ্য হতে পারেন। সুতরাং এক্ষেত্রে অতিরিক্ত গ্রহণের পরিমাণ (৬০৪-১৫১)=মাঃ ডঃ ৪৫৩ উক্ত অর্থ মার্কিন ডলারেই ফেরত অথবা অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক পত্রের অনুচ্ছেদ-২৫ অনুসারে দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হারের দেড় গুণ (মাঃ ডঃ ৪৫৩×টাকা ৭৮.৮০×১.৫) টাকা ৫৩,৫৪৪.৬০ আদায়যোগ্য।

(২) **বাধ্যতামূলক অবস্থানঃ** এয়ার টিকেট অনুযায়ী ঢাকা থেকে ২০.০৪.২০১৫ তারিখ যাত্রা করে পারিস্তানের পেশোয়ারে ২১.০৪.২০১৫ তারিখ ১২:৩৫ ঘটিকায় পৌছানো হয়। সুতরাং ২০.০৪.২০১৫ তারিখ বাধ্যতামূলক অবস্থান ঘটে নাই। বিধায় ঐ দিনের সর্বসাকূল্য ভাতা প্রাপ্য নয়। অন্যদিকে ০৭.০৭.২০১৫ তারিখ ফ্লাই করার কারণে ঐ দিনের বাধ্যতামূলক অবস্থানের ঘটনা ঘটে নাই। অতএব, এই দুই দিনের জন্য গৃহিত সর্বসাকূল্য ভাতা মাঃ ডঃ ১৫১×২ = মাঃ ডঃ ৩০২ প্রাপ্য ছিল না। উক্ত অর্থ মার্কিন ডলারেই ফেরত অথবা অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক পত্রের অনুচ্ছেদ-২৫ অনুসারে দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হারের দেড়গুণ (মাঃ ডঃ ৩০২×টাকা ৭৮.৮০×১.৫) টাকা ৩৫,৬৯৬.৪০ আদায়যোগ্য।

(৩) **পকেট ভাতাঃ** ২১.০৪.২০১৫ তারিখে পেশোয়ারে আগমন বিধায় ২০.০৪.২০১৫ এবং ২১.০৪.২০১৫ ২ দিনের পকেট ভাতা প্রাপ্য নয়। সুতরাং এ বাবদ গৃহিত অতিরিক্ত অর্থের পরিমাণ মাঃ ডঃ ১৫১×২৫%×২দিন = মাঃ ডঃ ৭৫.৫০ উক্ত অর্থ মার্কিন ডলারে নতুবা দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হারের দেড় গুণ (মাঃ ডঃ ৭৫.৫×টাকা ৭৮.৮০×১.৫) টাকা ৮,৯২৪.১০ আদায়যোগ্য।

(৪) **শেড ভাড়াঃ** ২০০ কেজি মালামাল পরিবহণের ক্ষেত্রে শেড ভাড়া প্রাপ্য নয় বিধায় এ বাবদ অতিরিক্ত গ্রহণ টাকা ৪৯,২০২.০০।

(৫) সমুদ্র পথে মালামাল পরিবহণের শীফ ফ্রেইট বেশী পরিশোধিত হয়েছে। একই প্রতিষ্ঠান Home Pack Freight Int'l ট্রেনিং অন ট্যাংক ক্রু অন ট্যাংক এমবিটি-২০০০ এ অংশগ্রহণকারীর জন্য কথিত Invoice শীপ ফ্রেইট প্রতি কেজি ৯.৮০ ডলার এবং বিমান ভাড়া প্রতি কেজি ১২.০০ ডলার উল্লেখ করেছিল। সুতরাং একই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সমুদ্র পথে প্রতি কেজির শীপ ফ্রেইট ১২.৫০ মাঃ ডঃ দেখানো গ্রহণযোগ্য নয়। এছাড়া বিমান পথে বিমানে ১৮ কেজি ও ২৮ কেজি লাগেজের ক্ষেত্রে বিমান ভাড়া প্রতি কেজি ৭৮০.০০ টাকা বা (৭৮০÷৭৮) মাঃ ডঃ ১০ ডলার দেখানো হয়েছে। সুতরাং শীপ ফ্রেইট প্রতি কেজি ১২.৫০ ডলার পরিশোধ দেখিয়ে অর্থ গ্রহণ করায় এক্ষেত্রে ক্ষতি হয়েছে (১০×২০০×৭৮ = ১,৫৬,০০০.০০ মাঃ ডঃ) ১,৯৫,০০০.০০-১,৫৬,০০০.০০ = ৩৯,০০০.০০ টাকা।

(৬) এমসিও ভাউচারও আসল (genuine) নয়। কারণ কোন এয়ারলাইন্সের তা উল্লেখ নাই। কারো স্বাক্ষরও নাই। বিক্রির তারিখও নাই। ভ্রমণ করা হয়েছে পাকিস্তান এয়ার লাইন্সে। যার ফ্লাইট নম্বর চক ২৬৭ এবং আসার পথে চক ৩৫১। কিন্তু কথিত এমসিওতে উল্লেখ রয়েছে যথাক্রমে EK ০০৭ এবং ০৭৫০। এসব অসংগতিসম্পন্ন এমসিও কে প্রকৃত বলে গণ্য করার সুযোগ নাই। অতএব, এ বাবদ গৃহিত টাকা ৩৫,৮৮০.০০ প্রাপ্যতা বহির্ভূত হয়েছে।

অতএব, আলোচ্য কর্মকর্তা কর্তৃক প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে গৃহিত অর্থের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

১)	অতিরিক্ত সময় অবস্থানের জন্য সর্বসাকুল্য ভাতা	টাকা ৫৩,৫৪৪.৬০
২)	বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য সর্বসাকুল্য ভাতা	টাকা ৩৫,৬৯৬.৪০
৩)	পকেট ভাতা	টাকা ৮,৯২৪.১০
৪)	২০০ কেজি মালামালের জন্য শেড ভাড়া	টাকা ৪৯,২০২.০০
৫)	২০০ কেজি মালামালের জন্য অতিরিক্ত	টাকা ৩৯,০০০.০০
৬)	এমসিও বাবদ	টাকা ৩৫,৮৮০.০০
	সর্বমোট =	**টাকা ২,২২,২৪৭.১০**

অনুচ্ছেদ-০৪

পরিশিষ্ট-০৪ (১৬)

এপি নং-১৪৪৫৬(আপত্তি-১১২)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

বিএ-৭০৭৭ মেজর মোঃ সায়েম চৌধুরী তুরস্ক সফর উপলক্ষ্যে প্রাপ্য পকেট ভাতার পরিবর্তে বিধি বহির্ভূতভাবে সর্বসাকুল্য ভাতা গ্রহণের ফলে অতিরিক্ত গ্রহণ টাকা ১,৬৫,০৬০।

এএফডি এর ০২.০৮.২০১৫ খ্রিঃ তারিখের তুরস্ক.৩০৩২ সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে তুরস্কে ০৯.০৮.২০১৫ হতে ১৮.০৮.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত 8^{th} International Military Training Firing and Exercise Week-এ বিষয়োক্ত কর্মকর্তার ভ্রমণ ভাতার বিল যাচাইকালে দেখা যায় যে, আলোচ্য ক্ষেত্রে তুরস্ক সরকার অভ্যন্তরীণ যাতায়াত, থাকা ও খাওয়ার খরচ প্রদান করে। বিধি অনুযায়ী স্বাগতিক কর্তৃপক্ষ থাকা-খাওয়া ও অন্যান্য ব্যয় বহন করলে এবং হাত খরচের জন্য কোন নগদ অর্থ না দিলে প্রযোজ্য হারে পকেট ভাতা প্রাপ্য। সেনাসদরের মঞ্জুরীতে পকেট ভাতা প্রদানের বিষয় উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য সেনা কর্মকর্তাকে পকেট ভাতার পরিবর্তে সর্বসাকুল্য ভাতা প্রদান করা হয়েছে। অপরদিকে ০৯.০৮.২০১৫ তারিখ ১১:৪০ ঘটিকায় ইস্তাম্বুলে পৌছে ১৮.০৮.২০১৫ তারিখ তুরস্ক ত্যাগ করা হয়। প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে পৌছার দিন গণনা করা হলে ফেরার দিন গণনা থেকে বাদ যাবে। আবার ফেরার দিন গণনা করা হলে পৌছার দিন বাদ যাবে। অর্থাৎ আলোচ্য ক্ষেত্রে ৯ দিনের পকেট ভাতা প্রাপ্য। অতএব, এক্ষেত্রে তাঁর কর্তৃক অতিরিক্ত গৃহিতের পরিমাণঃ

গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত গ্রহণ
১০ দিন×সর্বসাকুল্য ভাতা মাঃ ডঃ ১৭৮.০০×১০ = মাঃ ডঃ ১৭৮০.০০	পকেট ভাতা সর্বসাকুল্য ভাতা ০৯ দিন× (১৭৮.০০×২৫%) = মাঃ ডঃ ৪৪.৫০×৯ দিন = মাঃ ডঃ ৪০০.৫০	মাঃ ডঃ ১৩৭৫.৫০

দৈনিক ভাতা বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের ২৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রায় ফেরতযোগ্য নতুবা দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হার এর দেড় গুণ হিসাবে (১৩৭৫.৫০×৮০.০০×১.৫ গুণ) টাকা **১,৬৫,০৬০** আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ-০৪

পরিশিষ্ট-০৪ (১৭)

এপি নং-১৪৪৬৩(আপত্তি-১২৫)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

বিএ-৬০৯৮ মেজর মোঃ কামরুল হাসান কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রে কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে প্রাপ্যের অতিরিক্ত বিমান ভাড়া, পকেট ভাতা ও শীপ ফ্রেইট গ্রহণ টাকা ৮,৪৮,০৩২

যুক্তরাষ্ট্রে ১৬.০৪.২০১৪ হতে ১২.০৬.২০১৫ পর্যন্ত Army Command and General Staff College Course-এ অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে তিনি প্রাপ্যের অতিরিক্ত বিমান ভাড়া, পকেট ভাতা ও শীপ ফ্রেইট বাবদ টাকা টাকা ৭,০২,৩৯৭.৩০ অতিরিক্ত গ্রহণ করেন। বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক. বিমান ভাড়াঃ স্ত্রী ও সন্তান সহযাত্রী না হয়ে প্রশিক্ষণ স্থলে ২৭.০৬.২০১৪ তারিখে পৌছেন। সুতরাং পিআর (পি) ২৮৫(প) বিধি অনুযায়ী যাওয়ার পথে বিমান ভাড়া (১,১০,২৭০.০০+৭২,৭৯৪.০০) টাকা ১,৮৩,০৬৪.০০ প্রাপ্য নয়।

খ.পকেট ভাতাঃ স্ত্রী ২৭.০৬.২০১৪ তারিখে প্রশিক্ষণ স্থলে পৌছেন। সুতরাং তার জন্য ৭৪ দিনের পকেট ভাতা প্রাপ্য নয়। তবে পাশকৃত বিল হতে দেখা যায় ১৯৫.৮০ ডলার কর্তণ করা হয়েছে। অতএব, ৬৩ দিনের পকেটভাতা (১৭৮×১০% = মাঃ ডঃ ১৭.৮০×৬৩দিন = মাঃ ডঃ ১১২১.৪০ ফেরতযোগ্য। বাংলাদেশী মুদ্রায় ফেরত দিলে (১১২১.৪০×৮০×১.৫) টাকা ১,৩৪,৫৬৮.০০ আদায়যোগ্য।

গ.শীপ ফ্রেইটঃ ৩৫০ কেজি (নিজের জন্য ২০০ কেজি, স্ত্রীর জন্য, সন্তানের জন্য ৫০ কেজি) ব্যক্তিগত মালামাল সমুদ্রপথে পরিবহণের জন্য মার্কিন ডলার ৬৮০০ সমপরিমাণ (৬৮০০×৭৮) ৫,৩০,৪০০.০০ টাকা গ্রহণ। কিন্তু ঐ মালামাল পরিবহণের সমর্থণে যুক্তরাষ্ট্রে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এবং কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কাগজাদী, বাংলাদেশের ঢাকা বিমান বন্দরে দাখিলযোগ্য লাগেজ ডিক্লারেশন ফরম, বিল অব ল্যাডিং, চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টমসের কোন যথাযথ কপি বিলের সাথে সংযুক্ত নাই। সংযুক্ত দলিলাদি আসল (genuine) বলে প্রতীয়মান হয় না। কারণ বিল অব ল্যাডিং এর যে কপি দেওয়া হয়েছে তার প্রকৃতি আসল বিল অব ল্যাডিং এর অনুরূপ নয়। ঐ বিল এ কারো কোন স্বাক্ষর নেই, ইস্যুর স্থানে স্থানের নাম উল্লেখ না করে তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে, কোন প্রতিষ্ঠানের বিএল তা উল্লেখ নাই। চট্টগ্রাম বন্দরের জেটি চালান, সেড বিলে বিল তৈরীর কোন তারিখ, টাকা পরিশোধের স্বাক্ষরের সাথেও তারিখ নাই। সংযুক্ত কাগজপত্র আসল (genuine) বলে প্রতীয়মান না হওয়ায় এ বাবদ গৃহিত অর্থ বিধিসম্মত হয় নাই।

শীপ ফ্রেইটের কাগজপত্র যদি আসলও হতো তবু তিনি ৬৮০০ ডলারের সম্পূর্ণটা প্রাপ্য হতেন না। কারণ কোটেশনে ওশেন ফ্রেইট মার্কিন ডলার ৪৮০০ ডলার, ট্রাকিং ও ওয়্যার হাউস ফি মাঃ ডঃ ১৭০০.০০ এবং ডক্যুমেন্টেশন ফি মাঃ ৬০০ মোট মাঃ ডঃ ৭০০০ উল্লেখ আছে। ওশেন ফ্রেইটের মধ্যে এজেন্সী চার্জ ও কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স বাবদ মূল্যও রয়েছে। প্রথমতঃ ওশেন ফ্রেইট বাদে অন্যান্য চার্জ প্রাপ্য না। দ্বিতীয়তঃ ওশেন ফ্রেইট এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত এজেন্সী চার্জ ও কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স চার্জ বাদ যাবে। যদিও এই দুটি চার্জ বাবদ কত তা উল্লেখ নাই। তবে অন্যান্যদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্র থেকে শীপ ফ্রেইট প্রতি কেজি ১২.০০ ডলার।

যাহোক গ্রহণযোগ্য দলিলাদির অভাবে তার নিকট হতে সমুদ্র পথে শীপ ফ্রেইট আদায়যোগ্য। অতএব, মোট আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ (বিমান টিকেট টাকা ১,৮৩,০৬৪.০০+পকেট ভাতা ১,৩৪,৫৬৮.০০+শীপ ফ্রেইট ৫,৩০,৪০০.০০) টাকা **৮,৪৮,০৩২.০০**।

অনুচ্ছেদ-০৪

পরিশিষ্ট-০৪ (১৮)

এপি নং-১৪৪৬৫(আপত্তি-১২৮)

ইউনিটের নাম: <u>এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬</u>

বিএ-৪৬৮৯ লেঃ কর্ণেল মোহাম্মদ সলমন ইবনে রউফ পিএসসি এবং বিএ ৭৭৪৫ ক্যাপ্টেন আবু মোঃ শাহরিয়ার কর্তৃক প্রশিক্ষণ ফি, থাকা-খাওয়া, অন্যান্য ব্যয় বাবদ মাঃ ডঃ ৪০০০ গ্রহণ করার পরও পকেট ভাতা হিসাবে অর্থ গ্রহণ করেছেন টাকা ২,৭০,২৭০।

এএফডি এর ০৬.১১.২০১৪ তারিখের ৩৪২৮ সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে হল্যান্ডে ১৫.১১.২০১৪ হতে ১২.১২.২০১৪ পর্যন্ত VIP Protection Course-এ অংশগ্রহণকারী বিষয়োক্ত কর্মকর্তাদ্বয় প্রশিক্ষণ ফি, খাওয়া, থাকা ও অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যয়সহ অন্যান্য ব্যয় বাবদ প্রত্যেকে মার্কিন ডলার ৪০০০ উত্তোলন করেন। বিএ-৭৭৪৫ ক্যাপ্টেন আবু মোঃ শাহরিয়ার এর বিল হতে দেখা যায় এর সমর্থনে প্রশিক্ষণ ফি, থাকা, খাওয়া অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ও অন্যান্য ব্যয়ের কোন ভাউচারাদি দাখিল করা হয় নাই। অন্যদিকে পকেটভাতা হিসাবে (১৬৫ মাঃ ডঃ×২৫%×২৮দিন=মাঃ ডঃ ১১৫৫ গ্রহণ করা হয়। থাকা-খাওয়া, অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ও অন্যান্য খরচ বাবদ অর্থ নগদে গ্রহণের কারণে তিনি পকেটভাতা বাবদ যে অর্থ গ্রহণ করেছেন তা প্রাপ্য নয়। অতএব, উভয়ের নিকট হতে (মাঃ ডঃ ১১৫৫×২=মাঃ ডঃ ২৩১০.০০ আদায়যোগ্য। বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ বিধায় অতিরিক্ত গৃহিত মর্মে গণ্য অর্থ বৈদেশিক মুদ্রাতে ফেরতযোগ্য বা দেশীয় মুদ্রায় ফেরত দিলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক পত্রের অনুচ্ছেদ-২৫ অনুসারে বর্তমান বিনিময় হারের দেড় গুণ হারে (মাঃ ডঃ ২৩১০×৭৮×১.৫) = **২,৭০,২৭০.০০** টাকা আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ-০৪
পরিশিষ্ট-০৪ (১৯)
এপি নং-১৪৪৭০(আপত্তি-১৩৫)
ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

চীনে বিএ-৫৬০৯ মেজর মোঃ আশরাফুদ্দৌলা, পিএসসি, এএসসি কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত গ্রহণ টাকা ৫,৫৭,৭৬১

এএফডি এর ২১.০৮.২০১১ খ্রিঃ তারিখের ২০১৯ সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে চীনে ০১.০৯.২০১১ হতে ৩০.০৭.২০১২ পর্যন্ত সময়ে Course of Petroleum Supply Technology and Administration Officer-এ অংশগ্রহণকারী শিরোনামভুক্ত কর্মকর্তার ভ্রমণভাতার বিল যাচাই করে দেখা যায় তিনি নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে প্রাপ্যতার অধিক অর্থ গ্রহণ করেছেনঃ

(১) শীপ ফ্রেইটঃ পিআর(পি) এর বিধি-২৮৫ মোতাবেক তাঁর স্ত্রীকে সরকারি খরচে প্রশিক্ষণকালীন সময়ের জন্য প্রশিক্ষণ স্থল চীনে নেয়ার অনুমোদন দেয়া হয়। এজন্য তাঁকে প্রশিক্ষণ শেষে ফেরার সময় নিজের জন্য ২০০ কেজি এবং স্ত্রীর জন্য ১০০ কেজি মোট ৩০০ কেজি ব্যক্তিগত মালামাল সমুদ্র পথে পরিবহণের জন্য শীপ ফ্রেইট ক্রয়ের মঞ্জুরী দেয়া হয়। এর প্রেক্ষিতে তিনি ৩০০ কেজি মালামাল পরিবহণ বাবদ প্রতিকেজি ১৫.৫০ ডলার হিসাবে মাঃ ডঃ ৪৬৫০=৩,৮১,৩০০.০০ টাকা গ্রহণ করেন। এর সমর্থনে দাখিলকৃত দলিলাদিতে নিম্নোক্ত বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়ঃ

ক. বিদেশ থেকে মালামাল আনয়নে ঢাকা কাস্টমস হাউজের ঢাকা বিমান বন্দরে অবস্থিত এ্যাসিস্ট্যান্স কমিশনার এর কার্যালয়ের নির্ধারিত ফরমে লাগেজ ডিক্লারেশন দিতে হয়। কিন্তু বিলের সাথে লাগেজ ডিক্লারেশন ফরম ও মালামালের তালিকা না থাকায় প্রকৃতই তিনি কি কি মালামাল ও কত ওজনের মালামাল এনেছেন তা পরিস্কার নয়।

খ. বিলের সাথে কোন দরপত্র বা ইনভয়েস সংযুক্ত নাই। তবে দাখিলকৃত তুলনামূলক বিবরণে ৩০০ কেজির জন্য ওশেন ফ্রেইট হিসাবে মাঃ ডঃ ৩৪৫০ উল্লেখ রয়েছে। চীনে বিভিন্ন কোর্সে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, প্রতি কেজি ওশেন ফ্রেইট মাঃ ডঃ ৮.০০ (বিএ-৬০২৭ মেজর মোঃ শফিউল আলম,পিএসসি চীনে ০১.০৯.২০১৩ হতে ৩০.০৭.২০১৪ পর্যন্ত Army command and Staff Course-এ অংশগ্রহণকারী, আপত্তি-১২৪)। সেই হিসাবে ৩০০ কেজির জন্য ওশেন ফ্রেইট মাঃ ডঃ (৩০০×৮.০০)=মাঃ ডঃ ২৪০০.০০ হওয়ার কথা। তাই মাঃডলার ৩৪৫০ এর যথার্থতা প্রমাণিত নয়।

গ. বিল অব ল্যাডিং এর নম্বর ও তারিখের (OOLU2524612690L তারিখ ২২.০৬.২০১২) সাথে আর্মি এম্বারকেশন ইউনিটের এন্ট্রি ফরমে লিখিত বিএল এর নম্বরে (ঙঙখট২৫৩১১৫৬৮৮৫ তারিখ ২৫.০৭.২০১২) অমিল রয়েছে। সুতরাং উভয় ডক্যুমেন্টের সত্যতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত নয়। বাংলাদেশ দূতাবাস, চীন এর প্রতিরক্ষা উইং হতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক ৩০০ কেজি মালামাল পরিবহণ সম্পর্কে প্রদত্ত প্রত্যয়নের দ্বারা ৩০০ কেজি মালামাল পরিবহণের সত্যতা ধরে নেয়া হলেও দাবী করা শীপ ফ্রেইট এর যথার্থতা প্রমাণিত নয়। অতএব, ঢাকা বিমান বন্দরে প্রদেয় লাগেজ ডিক্লারেশন, চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টমস এর কাগজপত্র ইত্যাদির কোন কপি না থাকায় তাঁর নিকট হতে সমুদয় অর্থ আদায়যোগ্য।

(২) অতিরিক্ত পকেটভাতা গ্রহণঃ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ১৫.০১.২০১২ হতে ০৯.০২.২০১২ পর্যন্ত বাংলাদেশে অবস্থান করেছেন। সুতরাং ২৬ দিনের পকেটভাতা টাকা ১,১৫,৯৩৪.০০ (২৪.৫০×২৬×১৮২) আদায়যোগ্য।

(৩) **অতিরিক্ত লাগেজ পরিবহণঃ** প্রকৃত ভাউচার প্রদান সাপেক্ষে যাওয়ার পথে ১৮ কেজি এবং ফেরার পথে ২৮ কেজি অতিরিক্ত লাগেজ বিমানে বহন বাবদ ব্যয় প্রাপ্য। কিন্তু বিলের সাথে ফেরার পথের জন্য কোন এমসিও দাখিল করা হয় নাই। তবে যাওয়ার পথের জন্য যে এমসিও দাখিল করা হয়েছে তাতে যাত্রীর নাম ও তারিখ উল্লেখ নাই। সুতরাং যথাযথ (genuine) না হওয়ার কারণে বিমানে অতিরিক্ত লাগেজ বহন ব্যয় বাবদ গৃহিত টাকা ২০,০১৬.০০ আদায়যোগ্য।

(৪) স্ত্রীর বিমান ভাড়াঃ স্ত্রী চায়না গমন করেন ০৯.০২.২০১২ খ্রিঃ তারিখে। অর্থাৎ স্ত্রী সহযাত্রী ছিলেন না। গমন পথে স্ত্রী সহযাত্রী না হওয়ায় পিআর(পি) রুল-২৮৫(ii) অনুযায়ী যাওয়ার বিমান ভাড়া প্রাপ্য নয় বিধায় তাঁর নিকট হতে এ বাবদ গৃহিত (৮১,০২২÷২) টাকা ৪০,৫১১.০০ প্রাপ্য নয়।

অতএব, তাঁর নিকট হতে সর্বমোট আদায়যোগ্য অর্থের পরিমণ (শীপ ফ্রেইট টাকা ৩,৮১,৩০০.০০ + পকেটভাতা ১,১৫,৯৩৪.০০ + বিমান এমসিও ২০,০১৬.০০ + স্ত্রীর বিমান ভাড়া ৪০,৫১১) টাকা **৫,৫৭,৭৬১.০০।**

অনুচ্ছেদ-০৪

পরিশিষ্ট-০৪ (২০)

এপি নং-১৪৪৭১(আপত্তি-১৩৬)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

চীনে বিএ-৬৬৯১ মেজর মোঃ মশিউল আলম কর্তৃক কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ টাকা ৪,৮৪,৩৮৪

এএফডি এর ২১.০৮.২০১৩ খ্রিঃ তারিখের ২০৫৬ সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে চীনে ০১.০৯.২০১৩ হতে ৩০.০১.২০১৪ সময়কালে অনুষ্ঠিত Advanced Course for Tank Commander-এ অংশগ্রহণকারী শিরোনামভুক্ত সেনা কর্মকর্তা কর্তৃক বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিধিবহির্ভূতভাবে অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমনঃ

১. শীপ ফ্রেইটঃ কোর্স শেষে ফেরার পথে পিআর(পি) এর বিধি-২৮২ স্কেল বি মোতাবেক নিজের জন্য ২০০ কেজি ব্যক্তিগত মালামাল সমুদ্র পথে পরিবহণের জন্য শীপ ফ্রেইট ক্রয় বাবদ অর্থ প্রাধিকৃত। কিন্তু তিনি বিলের সাথে এতদ্বিষয়ে যে দলিলাদি দাখিল করেছেন তাতে দেখা যায় যে, Pacific International Lines (PTE) Ltd. এর বিল অব ল্যাডিং নং-PWNCGP 1430001, তারিখ ১৬.০১.২০১৪ এবং ঢাকা বিমান বন্দরে দাখিলকৃত লাগেজ ডিক্লারেশন অনুযায়ী নিম্নোক্ত ০৮ (আট) জন সামরিক কর্মকর্তা সম্মিলিতভাবে ৪০ ফুট কন্টেইনারে ৫৩৩০ কেজি মালামাল আনয়ন করেনঃ

১. মেজর রাশেদুল আলম
২. মেজর মোঃ মশিউল আলম (বিএ-৬৬৯১)
৩. মেজর মোহাম্মদ তারিকুল আলম
৪. ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম
৫. মেজর নার্গিস পারভীন
৬. কমোডোর জাহাঙ্গীর আলম
৭. লেঃ এস এম আব্দুল্লাহ আল মামুন (বিএ-৮১২৫)
৮. মেজর মনসুর আহমেদ

আলোচ্য কর্মকর্তা উক্ত ০৮ জনের একজন এবং তিনি সিএন্ডএফ এজেন্টের এন্ট্রি ফরমেও একই নম্বর ও তারিখের বিএল উল্লেখ করেছেন। কিন্তু একই সাথে তিনি Orient Overseas Container Line নামক প্রতিষ্ঠানের একটি বিএল নম্বর OOLU2531156880 তারিখ ২৫.০১.২০১৩ দাখিল করেছেন। অর্থাৎ দাবীকৃত শীপ ফ্রেইট পাওয়ার জন্য তিনি ভুয়া বিল দাখিল করেছেন। অপর দিকে তিনি যে Invoice (কোটেশন) দাখিল করেছেন প্যাসিফিক ইন্টারন্যাশনাল লাইন্স (প্রাঃ) লিঃ এর উদ্বৃত বিভিন্ন চার্জসহ প্রতি কেজির মোট চার্জ মাঃ ডলার ২৫.০০। এর মধ্যে ওশেন ফ্রেইট প্রতি কেজি মার্কিন ডলার ৮.০০ উল্লেখ রয়েছে। শুধুমাত্র ওশেন ফ্রেইট প্রাপ্য, অন্যান্য চার্জ প্রাপ্য নয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে ওশেন ফ্রেইট প্রতি কেজি মাঃ ডলার ৮.০০ এর যথার্থতা নিশ্চিত নয়। কারণ তাতে করে ৫৩৩০ কেজি মালামাল চীন থেকে সমুদ্র পথে ৪০ ফুট কন্টেইনারে পরিবহণ ব্যয় হয় মাঃ ডলার ৪২৬৪০.০০ (৫৩৩০×৭৯.৯×৮)=৩৪,০৬,৯৩৬.০০ টাকা যা বাস্তবতা বিবর্জিত। আবার অন্যান্য চার্জসহ তাঁর দাবীকৃত প্রতি কেজি মাঃ ডঃ ২৫.০০ হারে, উক্ত কন্টেইনার এর ভাড়া হয় (৫৩৩০×২৫×৭৯.৯০) ১,০৬,৪৬,৬৭৫ টাকা যা একেবারেই কল্পনাতীত। তবে পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য ৪০ ফুট কন্টেইনারের ভাড়া মাঃ ডলার ৫০০০ এর উপরে নয়। এই হিসাবে প্রতি কেজির ফ্রেইট মাঃ ডলার ০.৯৪। এর বেশী তিনি প্রাপ্য নন। সুতরাং প্রাপ্য মাঃ ডলার ১৮৭.৬২ (০.৯৪×২০০)=টাকা ১৪,৯৯০.৬২ (১৮৭.৬২×৭৯.৯০)। অর্থাৎ শীপ ফ্রেইট বাবদ অতিরিক্ত গ্রহণ (টাকা ৩,৯৯,৫০০.০০-টাকা ১৪,৯৯০.৬২) টাকা ৩,৮৪,৫০৯.৩৮।

(২) **পকেট ভাতাঃ** চীনে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আয়োজক সংস্থা কর্তৃক মাসিক ১০০০ ইউয়ান বিবিধ ভাতা হিসাবে প্রদান করা হয়ে থাকে। আর্থিক প্রাপ্যতা সম্পর্কিত সেনা সদরের আদেশেও পদবী অনুযায়ী বিবিধ ভাতা প্রদানের কথা উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং ৫ মাসে ৫০০০ ইউয়ান প্রদান করা হয়ে থাকলে তার সমপরিমাণ অর্থ (ইউয়ান ৫০০০ ÷ ৬ = মাঃ ডলার ৮৩৩.৩৩ পকেট ভাতা হতে সমন্বয় করার কথা থাকলেও তা করা হয় নাই। পকেট ভাতা বৈদেশিক মুদ্রাতে অগ্রিম গ্রহণ করা হয়েছে বিধায় উহা বৈদেশিক মুদ্রাতেই ফেরতযোগ্য। নতুবা অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক পত্রের অনুচ্ছেদ-২৫ অনুযায়ী দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হার এর দেড়গুণ (৮৩৩.৩৩×৭৯.৯০×১.৫) টাকা ৯৯,৮৭৫.০০ আদায়যোগ্য।

অতএব, তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্য অর্থে পরিমাণ (শীপ ফ্রেইট ৩,৮৪,৫০৯.৩৮ + পকেটভাতা ৯৯,৮৭৫.০০) টাকা ৪,৮৪,৩৮৪.০০

অনুচ্ছেদ-০৪
পরিশিষ্ট-০৪ (২১)
এপি নং-১৪৪৭২(আপত্তি-১৩৭)
ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

চীনে বিএ-৮১২৫ লেঃ এস এম আব্দুল্লাহ আল মামুন এএসসি কর্তৃক কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ টাকা ৫,২০,৫০৫।

এএফডি এর ২১.০৮.২০১৩ খ্রিঃ তারিখের ২০৫৬ সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে চীনে ০১.০৯.২০১১ হতে ৩০.০১.২০১৪ সময়কালে অনুষ্ঠিত Riggers' Course-এ অংশগ্রহণকারী শিরোনামভুক্ত সেনা কর্মকর্তা কর্তৃক বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিধি বহির্ভূতভাবে অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমনঃ

১. শীপ ফ্রেইটঃ কোর্স শেষে ফেরার পথে পিআর(পি) এর বিধি-২৮২ স্কেল বি মোতাবেক নিজের জন্য ২০০ কেজি ব্যক্তিগত মালামাল সমুদ্র পথে পরিবহণের জন্য শীপ ফ্রেইট ক্রয় বাবদ অর্থ প্রাধিকৃত। কিন্তু তিনি বিলের সাথে এতদ্বিষয়ে যে দলিলাদি দাখিল করেছেন তাতে দেখা যায় যে, সাংহাই এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ইন্টারন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশন পুডং কোং লিঃ এর কোটেশনসহ অন্য দুটি প্রতিষ্ঠান থেকে তারিখবিহীন কোটেশন দাখিল করেন। সর্বনিম্ন দরদাতা হিসাবে সাংহাই এশিয়ানকে দেখিয়ে তার মাধ্যমে মালামাল পরিবহন দেখান যার বিল অব ল্যাডিং নং-OOLU2524612690D, তারিখ ২৫.০১.২০১৪। আবার চট্টগ্রাম পোর্টের জেটি চালানে বিএল নম্বর দেখানো হয় HFXCY75645458, তারিখ ২৫.০১.২০১৪। অন্যদিকে জেটি চালানটিও তৈরী করা ২৫.০১.২০১৪ তারিখে। ২৫.০১.২০১৪ তারিখের বিএল এর বিপরীতে জাহাজ ২৫.০১.২০১৪ তারিখে যাত্রা করে কোন তারিখে চট্টগ্রাম পৌছলে ২৫.০১.২০১৪ তারিখে তৈরী তারিখেই জেটি চালান প্রস্তুত করা হলো তা স্পষ্ট নয়। আবার সর্বনিম্ন দরদাতার কোটেশনে উদ্বৃত মূল্য মাঃ ডলার ৭২০০। অথচ বিলে দাবী করেছেন মাঃ ডলার ৫২০০। মাঃ ডলার ৫২০০ অবশ্য ওশেন ফ্রেইট উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু একই সময়ে চীনে Advanced Course for Tank Commander-এ অংশগ্রহণকারী এবং একই বিএলেও কন্টেইনারে ব্যক্তিগত মালামাল আনয়নকারী সেনা কর্মকর্তা বিএ-৬৬৯১ মেজর মোঃ মশিউল আলম এর বিলের সংযুক্ত সর্বনিম্ন দরদাতার কোটেশনে ওশেন ফ্রেইট উল্লেখ রয়েছে প্রতি কেজি মাঃ ডলার ৮.০০ এবং এই হিসাবে মোট ওশেন ফ্রেইট ১৬০০ মাঃ ডলার। অর্থাৎ একই বিএলে ও কন্টেইনারে মালামাল আনয়নকারী বিভিন্ন কর্মকর্তার ইনভয়েসে আইটেমওয়ারী ও মোট ফ্রেইটের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন। অর্থাৎ দাবীকৃত অর্থ প্রাপ্তির লক্ষ্যে কৃত্রিম (fake) ডকুমেন্ট দাখিল করা হয়েছে। প্রতি কেজি ওশেন ফ্রেইট ৮.০০ ডলার হলেও ৫৩৩০ কেজির চল্লিশ ফুট কন্টেইনারের ভাড়া হয় মাঃ ডলার ৪২৬৪০.০০ বা ৩৪,০৬,৯৩৬.০০ টাকা। আর তাঁর দাবীকৃত হারে ধরা হলে ভাড়া হয় (৫৩৩০ × ২৬) ১,৩৮,৫৮০ ডলার বা ১,১০ ৭২,২৪২ টাকা যা অবিশ্বাস্য। যা হোক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ৪০ ফুট কন্টেইনারের ভাড়া মাঃ ডলার ৫০০০ এর উপরে নয়। এই হিসাবে ২০০ কেজির জন্য প্রাপ্য হয় (৫০০০÷৫৩৩০ কেজি = ডলার ০.৯৪×২০০ কেজি) মাঃ ডলার ১৮৭.৬২ = টাকা ১৪,৯৯০.৬২ (১৮৭.৬২×৭৯.৯০ টাকা)। অতএব, তিনি অতিরিক্ত গ্রহণ করেছেন (টাকা ৪,১৫,৪৮০.০০ টাকা ১৪,৯৯০.৬২) টাকা ৪,০০,৪৮৯.৩৮।

(২) **পকেট ভাতাঃ** চীনে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আয়োজক সংস্থা কর্তৃক মাসিক ১০০০ ইউয়ান বিবিধ ভাতা হিসাবে প্রদান করা হয়ে থাকে। আর্থিক প্রাপ্যতা সম্পর্কিত সেনা সদরের আদেশেও পদবী অনুযায়ী বিবিধ ভাতা প্রদানের কথা উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং ৫ মাসে ৫০০০ ইউয়ান প্রদান করা হয়ে থাকলে তার সমপরিমাণ অর্থ (ইউয়ান ৫০০০ ÷ ৬ = মাঃ ডলার ৮৩৩.৩৩ পকেট ভাতার সাথে সমন্বয়যোগ্য হওয়া সত্বেও সমন্বয় করা হয় নাই। অতএব, পকেটভাতা বৈদেশিক মুদ্রায় গ্রহণ বিধায় অসন্বিত বিবিধ ভাতা বৈদেশিক মুদ্রায় ফেরতযোগ্য কিংবা দেশীয় মুদ্রায় দেড় গুণ হারে টাকা ৯৯,৯৯৯.৬০ (৮৩৩.৩৩×৮০×১.৫) আদায়যোগ্য।

(৩) বিমানে অতিরিক্ত লাগেজ বহনঃ যাওয়ার পথে ফ্লাইট আইটেনারী অনুযায়ী ফ্লাইট নম্বর MU 2036, ঢাকা-কুনমিং যাত্রার সময় ১৪:৪৫ তারিখ ১০.০৯.২০১৩। কিন্তু বিমানে অতিরিক্ত লাগেজের যে রিসিট দেয়া হয়েছে তা এ্যামিরেট এয়ার লাইন্সের ০৯.০১.২০১৩ তারিখের ফ্লাইট নং-EK 585, সময় ২১:৩০ ঘটিকা। সুতরাং এই পথে এমসিও অসংগতিপূর্ণ বিধায় প্রকৃতই বিমানে অতিরিক্ত লাগেজ পরিবহন করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান না হওয়ায় এ বাবদ গৃহিত টাকা ২০,০১৬.০০ ফেরতযোগ্য।

অতএব, তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্য অর্থে পরিমাণ (শীফ ফ্রেইট ৪,০০,৪৮৯.৩৮+বিবিধভাতা ৯৯,৯৯৯.৬০+ বিমান এমসিও ২০,০১৬.০০) টাকা **৫,২০,৫০৪.৯৮**

অনুচ্ছেদ-০৪

পরিশিষ্ট-০৪ (২২)

এপি নং-১৪৪৭৭(আপত্তি-১৪৩)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

যুক্তরাষ্ট্রের DSCA এর একাউন্টে Case number of BG B-1BB এর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অর্থ হতে কোর্সের খরচ বহনের ক্ষেত্রে ব্যয়ের মোট পরিমাণ প্রকাশিত না হওয়া এবং এ কারণে কোর্স এ অংশগ্রহণকারীগণের গৃহিত পকেট ভাতার যথার্থতা প্রমাণিত নয় টাকা ২৩,২৩,৩০৮

এএফডি এর ২৪.০৬.২০১৪ তারিখের যুক্তরাষ্ট্র-১৭১৭ সংখ্যক পত্রে যুক্তরাষ্ট্রে Defence Security Co-Operation Agency (DSCA) এর একাউন্টে Case number of BG B-1BB এর প্রেক্ষিতে রক্ষিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৩,০৬,৯৩৩.০০ মার্কিন ডলার হতে প্রশিক্ষণে আন্তর্জাতিক যাতায়াত, বিমানভাড়া, থাকা-খাওয়া এবং অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ভাড়া বাবদ ব্যয় এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিয়মিত বাজেট খাত হতে পকেট ভাতা, টার্মিনাল চার্জ, ট্রানজিট ও অন্যান্য ব্যয় বহণের শর্তে নিম্নোক্ত সেনা কর্মকর্তাগণকে যুক্তরাষ্ট্রে ৩০.০৬.২০১৪ হতে ০৩.১২.২০১৪ পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত Chapalin Captain Carreer Course-এ অংশগ্রহণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে গমণাগমণ ও অবস্থানের অনুমোদন প্রদান করা হয়ঃ

১. বিএ-৫৬০৩ মেজর মোঃ আসলাম উদ্দিন
২. বিএ-৬৬২৯ মেজর মোঃ মেরাজুল হক
৩. বিএ-৭৭২৯ মেজর মোঃ মাহমুদুল হক
৪. বিএ-৮০০২ ক্যাপ্টেন মোঃ হেদায়েতুন নাহার

এর মধ্যে ২নং ক্রমিকে বর্ণিত সেনা কর্মকর্তার বিল যাচাই করে দেখা যায় যে, ঢাকাস্থ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের ০২.০১.২০১৪ তারিখের পত্র ইউ-০০৯-১৪ তে স্পষ্ট করা হয় যে, আলোচ্য কোর্স IMET ফান্ডেড নহে এবং বিজি সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক সব ব্যয় বহন করতে হবে। এর প্রেক্ষিতে উপরোক্তভাবে আর্থিক সংস্থান সহ কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা হয়। এতদসংক্রান্ত কোন কাগজপত্র না থাকার কারণে DSCA Fund এর গঠন, ফান্ডের উৎস, ব্যবহার এর নীতিমালা ইত্যাদি নিরীক্ষার নিকট পরিস্কার নয়। ২ নং ক্রমিকে বর্ণিত কর্মকর্তার বিলের সাথে সংযুক্ত কাগজপত্র হতে দেখা যায় ৪ জন কর্মকর্তার বিমান টিকেট বাবদ এ্যামিরেটস এয়ার লাইন্সের ঢাকা-দুবাই-ঢাকা রুটের জন্য ৮১,৩০০.০০ টাকা করে (৮১,৩০০×৩) টাকা ২,৪৩,৯০০.০০ এবং দুবাই-ওয়াশিংটন-কলম্বিয়া-ওয়াশিংটন-দুবাই রুটের জন্য টাকা ২,৩০,৭৬০.০০ হারে (২,৩০,৭৬০.০০×৪) টাকা ৯,২৩,০৪০.০০ সর্বমোট (৯,২৩,০৪০.০০+২,৪৩,৯০০.০০) টাকা ১১,৬৬,৯৪০.০০ ব্যয় হয়। উল্লেখ্য এই বিমান ভাড়া সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা দাবী করলেও অর্থ নিয়ন্ত্রক কার্যালয় থেকে পরিশোধ করা হয় নাই। যা হোক বিমান ভাড়া সম্পর্কে জানা গেলেও থাকা-খাওয়া-অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ভাড়া বাবদ কত টাকা খরচ হয়েছে এ বাবদ ব্যয় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণকে নগদ প্রদানের মাধ্যমে নির্বাহ করা হয়েছে নাকি অন্য কোনভাবে পরিশোধ করা হয়েছে, জানা যায় নাই। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণকে থাকা-খাওয়া-অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যয় নগদে প্রদান করা হলে কি বাবদ কোন হারে পরিশোধ করা হয়েছে তার তথ্য আবশ্যক। এতদ্বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য না পাওয়া গেলে পকেট ভাতা হিসাবে গৃহিত অর্থের যথার্থতা নিশ্চিত নয় এবং এ কারণে তা অনিয়মিত ব্যয় বলে প্রতীয়মান হবে। উল্লেখ্য পকেটভাতা হিসাবে ৪ জন সেনা কর্মকর্তা (৫,৪৪,৯৪৭×৪) টাকা ২১,৭৯,৭৮৮.০০ গ্রহণ করেছেন।

এমসিওঃ ভ্রমণ করেছে এমিরেটস এয়ারলাইন্সে কিন্তু এমসিও দেয়া হয়েছে কাতার এয়ারলাইন্সের। সুতরাং এ দ্বারা অতিরিক্ত লাগেজ বহনের যথার্থতা বুঝায় না। অতএব, এ বাবদ গৃহিত প্রত্যেকের নিকট হতে ৩৫,৮৮০.০০ টাকা হারে (৩৫,৮৮০×৪) টাকা ১,৪৩,৫২০.০০ আদায়যোগ্য।

অতএব, সর্বমোট আদায়যোগ্য (পকেট ভাতা বাবদ ২১,৭৯,৭৮৮.০০+এমসিও বাবদ ১,৪৩,৫২০.০০) টাকা ২৩,২৩,৩০৮.০০।

অনুচ্ছেদ-০৪

পরিশিষ্ট-০৪ (২৩)

এপি নং-১৪৪৭৮(আপত্তি-১৪৪)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

শ্রীলংকাতে কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে বিএ-৮৩৫৫ ক্যাপ্টেন মোঃ জুলফিকার রহমান কর্তৃক দৈনিক ভাতা,পকেট ভাতা,বিমানে অতিরিক্ত লাগেজ বহন ও ২০০ কেজি মালামাল বহণের শীপ ফ্রেইট বাবদ অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ টাকা ৫,৪৮,১৬৫।

এএফডি এর ০৮.০৯.২০১৫ খ্রিঃ তারিখের শ্রীলংকা ৩৬৬৮ সংখ্যক পত্রের আলোকে শ্রীলংকাতে ১৭.০৯.২০১৫ হতে ২৪.১২.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত সময়ে Survival, Escape, Evasion and Combat Tracking Course-এ নিম্নোক্ত সেনা কর্মকর্তা ও সেনাসদস্য অংশগ্রহণ করেনঃ

১. বিএ-৮৩৫৫ ক্যাপ্টেন মোঃ জুলফিকার রহমান,পদাতিক

২. নং ৪০২৫৬৮৩ কর্পোরাল মোঃ বজলুর রহমান, বীর

বিএ ৮৩৫৫ ক্যাপ্টেন মোঃ জুলফিকার রহমান, পদাতিক এর ভ্রমণ ভাতা বিল যাচাই করে দেখা যায় যেঃ

(ক) **৩ দিনের দৈনিক ভাতা বেশী গ্রহণঃ** আলোচ্য কোর্সের ক্ষেত্রে শ্রীলংকা সরকার প্রশিক্ষণ ফি, থাকা-খাওয়া, চিকিৎসা ও অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যয় বহন করে। কোর্স ২৪.১২.২০১৫ তারিখে শেষ হলেও ফ্লাইট সিডিউল অনুযায়ী তিনি ২৭.১২.২০১৫ তারিখে প্রত্যাবর্তন করেন। এজন্য তাকে ২৫,২৬ এবং ২৭ ডিসেম্বর ২০১৫, ৩ দিনের বাধ্যতামূলক অবস্থান দেখিয়ে ৩ দিনের হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা প্রদান করা হয়। উক্ত দৈনিক ভাতা বিধি সম্মত হয় নাই। কারণঃ

প্রথমতঃ প্রত্যাবর্তনের পর ২৮.১২.২০১৫ তারিখে বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য আর্থিক প্রাপ্যতা আদেশ জারী করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ যে এয়ারলাইন্সে তিনি যাতায়াত করেছেন সেই এয়ারলাইন্স Mihin Lanka ব্যক্তিগত মালামাল পরিবহনের জন্য প্রদত্ত কোটেশনে স্পষ্ট করেছে প্রতিদিনই ঢাকাতে তাদের বিমান চলাচল করে। এমতাবস্থায় বাধ্যতামূলক অবস্থানের সুযোগ নাই। কি কারণে ২৫ বা ২৬ ডিসেম্বর ২০১৫ ফ্লাইট পাওয়া যায় নাই তার কোন ব্যাখ্যা নাই।

তৃতীয়তঃ ২৭.০৭.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত শ্রীলংকা সরকার কর্তৃক থাকা এবং খাওয়ার ব্যয় বহণ না করার কোন প্রত্যয়ন নেই। ফলে এ বাবদ প্রদত্ত টাকা ৫৩,১১৮.০০ বিধি বহির্ভূত হয়েছে।

(খ) **অতিরিক্ত হারে পকেট ভাতা গ্রহণঃ** আলোচ্য কর্মকর্তা সর্বসাকুল্য ভাতার ২৫% এর স্থলে ৩০% পকেটভাতা গ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের বিদেশে প্রশিক্ষণ বাবদ প্রাপ্য ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাবলী সংক্রান্ত সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের ০৫.০৯.১৯৯৪ খ্রিঃ তারিখের নং-২২০৭/টি সংখ্যক আদেশটি জারী হয়েছে যেখানে পকেটভাতা সর্বসাকুল্য ভাতার ২৫% বিধেয় করা হয়েছে। তবে পকেটভাতা ৩০% এর বিধান করে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের জারিকৃত ০৪.০৯.২০১৫ তারিখের ০৬.০০.০০০০.০৯.১৮.০০১.১৫.রুলিং ৩৬৪৪ সংখ্যক আদেশে অর্থ মন্ত্রণালয়কে প্রদত্ত অনুলিপিতে সরকারি কাজে বিদেশ ভ্রমণকালে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রাপ্য ভ্রমণভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সম্বলিত অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ খ্রিঃ তারিখের অফিস স্মারকের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে কিন্তু এ থেকে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে পকেটভাতা সর্বসাকুল্য ভাতার ২৫% এর স্থলে ৩০% এ উন্নীত করার বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন বুঝায় না। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এর ক্ষেত্রে আর্থিক প্রাপ্যতা সম্পূর্ণ ভিন্নতর বিষয় এবং এর কোন সুবিধা পরিবর্তন/বর্ধিত করার ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন আবশ্যক কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে সেই অনুমোদন নিরীক্ষার গোচরে নাই। তাই পকেটভাতা ৩০% প্রাপ্য নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে অতিরিক্ত গ্রহণের পরিমাণ গ্রহণ টাকা ৩,৯৩,৮২২.০০ (১৬৫×৩০%×১০২দিন=৫০৪৯×৭৮.০০)-প্রাপ্য টাকা (১৬৫×২৫%×১০২দিন=৪২০৭.৫০×৭৮.০০) টাকা ৩,২৮,১৮৫.০০= টাকা ৬৫,৬৩৭.০০।

(গ) **২০০ কেজি মালামাল পরিবহণঃ** পিআর(পি) ২৮২ স্কেল বি অনুযায়ী প্রশিক্ষণ শেষে ফেরার পথে ২০০ কেজি ব্যক্তিগত মালামাল পরিবহণ বাবদ শীপ ফ্রেইট প্রাপ্য। আলোচ্য ক্ষেত্রেও তা পরিশোধ করা হয়েছে। তবে এর সমর্থনে দাখিলকৃত দলিলাদির মধ্যে দেখা যায় কথিত Mihin Lanka, Air 9 Sea Cargo Maritime এবং Delta Cargo এর দরপত্রের

প্যাডে প্রতিষ্ঠানসমূহের ঠিকানা, ফোন, ফ্যাক্স, ই-মেইল ইত্যাদি কোন কিছু উল্লেখ নাই। মালামাল পরিবহণের জন্য শ্রীলঙ্কা কাস্টমস বিভাগের কোন কাগজপত্র নাই। বাংলাদেশের ঢাকা বিমান বন্দরের কাস্টমস অফিসের লাগেজ ডিক্লারেশন দিতে হয়। এক্ষেত্রে তারও কোন কপি নাই। বিল অব ল্যাডিং এ ক্যারিয়ারের পক্ষে ১৭.১২.২০১৫ তারিখে স্বাক্ষর দেখানো হয়েছে। অথচ শীপড অন বোর্ড লেখা হয়েছে ২৭.০১.২০১৫ অথচ ২৭.০১.২০১৫ তারিখে কোর্সই শুরু হয় নাই। শুধু তাই নয়, ঐ বিএলএ তে এক জায়গায় ৩০ প্যাকেট অন্য জায়গায় ১০ প্যাকেট লেখা হয়েছে। এতসব অসংগতি আসল/প্রকৃত (genuine/original) দলিলাদিতে থাকেনা। প্রমাণিত যে, দাবীকৃত টাকা প্রাপ্তির লক্ষ্যে কৃত্রিম (fake) কাগজপত্র দাখিল করা হয়েছে। আসল/প্রকৃত কাগজপত্র না থাকায় শীপ ফ্রেইড বাবদ পরিশোধিত টাকা ৩,৯৩,৮২২.০০ বিধি-বহির্ভূত হয়েছে।

(ঘ) বিমানে অতিরিক্ত লাগেজ পরিবহনঃ এয়ার টিকেট Mihin Lanka Private Ltd. এর। বোর্ডিং পাশ শ্রীলঙ্কা এয়ার লাইন্সের। বিমানে অতিরিক্ত লাগেজ বহণের যে রশীদ তাতে শ্রীলঙ্কা এয়ার লাইন্স লেখা আছে। তবে তার মনোগ্রাম শ্রীলঙ্কা এয়ার লাইন্স হতে ভিন্ন। সেগুলো আবার এমন ধরণের গোলাপী কাগজে যে, প্রকৃত এমসিও ঐরকম হয় না। অধিকন্তু যাওয়ার পথে ফ্লাইট নম্বর বোর্ডিং পাস অনুযায়ী MJ 502 হলেও MCO তে লেখা হয়েছে MJ 500। অর্থাৎ এক্ষেত্রও অতিরিক্ত লাগেজ বিমানে বহন করা হয়েছে মর্মে দেখানোর জন্য অসামঞ্জস্যপূর্ণ রশিদ দাখিল করা হয়েছে। ফলে এ বাবদ প্রদত্ত টাকা ৩৫,৫৮৮.০০ ও বিধিবহির্ভূত হয়েছে।

অতএব, তাঁর নিকট হতে সর্বমোট আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ (দৈনিক ভাতা ৫৩,১১৮.০০+পকেট ভাতা ৬৫,৬৩৭.০০+ শীপ ফ্রেইট ৩,৯৩,৮২২.০০+এমসিও ৩৫,৫৮৮.০০) টাকা **৫,৪৮,১৬৫.০০।**

অনুচ্ছেদ-০৪

পরিশিষ্ট-০৪ (২৪)

এপি নং-১৪৪৮০(আপত্তি-১৪৬)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

যুক্তরাজ্যে কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে বিএ-৮৩৩৪ লেঃ রিদওয়ান আবইয়াব কর্তৃক এমসিও ও শীপ ফ্রেইট ও পকেট ভাতা বাবদ প্রাপ্যের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করায় ৪,৫৬,৪৯৩ টাকা আদায়যোগ্য।

এএফডি এর ০৬.০৭.২০১৪ খ্রিঃ তারিখের যুক্তরাজ্য ১৬৯৮ সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে যুক্তরাজ্যে ২৫.০৮.২০১৪ হতে ১২.১২.২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত Platoon Commanders Battle Course-এ অংশগ্রহণকারী শিরোনামভুক্ত সেনা কর্মকর্তা ভ্রমণ ভাতার বিলের মাধ্যমে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করেনঃ

১) **পকেট ভাতাঃ** সংশ্লিষ্ট Infantry Battle School এর প্রত্যয়নে দেখা যায় যে, কেনিয়াতে ২১ দিন ওভারসিজ এক্সারসাইজ হয়। ওভারসিজ এক্সারসাইজ বা ট্যুরে সাধারণতঃ হয় আয়োজক সংস্থা টিএ এবং ডিএ প্রদানের মাধ্যমে ব্যয় নির্বাহ করে অথবা কোন ব্যয়ই বহন করেনা কিংবা বিমান ভাড়া, থাকার ব্যয় বহন করে কিন্তু খাবার ব্যয় বহন করে না। কোন ব্যয়ই বহন করা না হলে প্রেরণকারী দেশ আন্তর্জাতিক যাতায়াত ভাড়া, থাকা ও খাওয়ার ব্যয় বহন করে, আয়োজক আন্তর্জাতিক যাতায়াত ভাড়া ও থাকার ব্যয় বহন করলে প্রেরণকারী দেশ খাওয়ার ব্যয় বহন করে। যুক্তরাজ্যের অফার লেটারের কোন কপি বিলে সংযুক্ত না থাকায় এবং বিলে ঐ সময়ের জন্য পকেটভাতা দাবী করায় ও উক্ত ওভারসিজ প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কোন টিএ/ডিএ বা খাবার খরচ দাবী না করায় প্রতীয়মান হয় যাবতীয় ব্যয় যুক্তরাজ্য সরকার বহন করেছে। তবে যুক্তরাজ্য সরকার এসব ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক যাতায়াত ব্যয়, থাকা এবং খাওয়ার খরচ নগদে পরিশোধ করে থাকলে পকেট ভাতা প্রাপ্য নয়। অতএব, অফার লেটার বা যুক্তরাজ্য সরকার কিভাবে ব্যয় বহন করেছে তার বিবরণ আবশ্যক। নতুবা গৃহিত ২৫% পকেট ভাতা টাকা (মাঃ ডঃ ১৬৫×২৫%) = মাঃ ডঃ ৪১.২৫×২১দিন =মাঃ ডঃ ৮৬৬.২৫×টাকা ৭৮.০০ = টাকা ৬৭,৫৬৭.৫০ আদায়যোগ্য।

(২) **বিমানে অতিরিক্ত লাগেজ বহনঃ** পিআর(পি) ৩৮২ (বি) মোতাবেক বিদেশ প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে যাওয়ার পথে ১৮ কেজি এবং আসার ২৮ কেজি অতিরিক্ত লাগেজ বিমানে বহনের ব্যয় প্রাপ্য। আলোচ্য ক্ষেত্রে তা পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু দাখিলকৃত এমসিও আসল (genuine) বলে প্রতীয়মান হয় না। কারণ সাদা কাগজে প্রিন্ট করা এরিমেটস এয়ার লাইন্সে যাওয়ার ক্ষেত্রে ঢাকাস্থ ২৩.০৮২০১৪ তারিখের এবং আসার ক্ষেত্রে হিথ্রোর ১৭.১২.২০১৪ তারিখের রশিদে অথরাইজড সিগনেচারের জায়গায় একই স্বাক্ষর যা বাস্তবতা বিবর্জিত। সুতরাং কৃত্রিম ভাউচার হেতু বিমানে অতিরিক্ত লাগজে বহন নিশ্চিত নয়। বিধায় এ বাবদ পরিশোধিত টাকা ১৪,০৪০+২১,৮৪০ = ৩৫,০০০.০০ ফেরতযোগ্য। উল্লেখ্য আসল ভাউচারই যদি হতো তাহলে (মাঃ ডঃ (৬৩০+৯৮০)×৭৮ = ১,২৫,৫৮০.০০ টাকা দাবী করা হতো এবং তার কম পরিশোধ মেনে নেয়া হতো না।

(৩) শীপ ফ্রেইটঃ পিআর(পি) ৩৮২ স্কেল বি মোতাবেক কোর্স শেষে ফেরার পথে নিজের জন্য ২০০ কেজি ব্যক্তিগত মালামাল বহনের জন্য শীপ ফ্রেইট প্রাপ্য। কিন্তু দাখিলকৃত কাগজপত্রে দেখা যায় যে, যুক্তরাজ্যের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষের এবং ঢাকা বিমান বন্দরে কাস্টমস অফিসে দাখিলযোগ্য লাগেজ ডিক্লারেশন ইত্যাদি মৌলিক ডকুমেন্টের কোন কপি নাই। ৩টি কোটেশনে কোটেশন দাতার কোন স্বাক্ষর নাই। তবে প্রত্যেকটিতে সন্দেহযুক্ত সীলসহ বাংলাদেশ হাই কমিশনের প্রথম সচিব সায়েম আহমেদ এর স্বাক্ষর রয়েছে। বিল অব ল্যাডিং এ কাস্টমস হাউজ (আমদানী) এবং ঢাকা কাস্টমস হাউজ, আইসিডি,কমলাপুর এর সীল রয়েছে। চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজের সীল থাকলে চট্টগ্রামেই মাল খালাস হয়েছে বলে গণ্য সে অবস্থায় ঢাকা কাস্টমস হাউজ, আইসিডি, কমলাপুরের কোন কার্যক্রম না থাকায় কোন সীল দেয়ার ঘটনার সুযোগ নাই। ২০.১২.২০১৪ তারিখে জাহাজ বা কন্টেইনারের আগমন দেখানো হলেও আর্মি এম্বারকেশন চট্টগ্রাম এর এন্ট্রি ফরমে কাস্টমস হাউজের ও সোনালী ব্যাংকের সীল মোহর ২০.১০.২০১৪ তারিখের। এতোসব গুরুতর অসংগতি কোন আসল (genuine) ডকুমেন্টে থাকে না। প্রমাণিত যে শীপ ফ্রেইট বাবদ অর্থ প্রাপ্তির লক্ষ্যে কৃত্রিম কাগজপত্র দাখিল করা হয়েছে। কাগজপত্র যথাযথ না হওয়ায় সমুদয় অর্থ টাকা ৩,৫৩,৯২৫.০০ আদায়যোগ্য। উল্লেখ্য যে, যদি ব্যক্তিগত মালামাল আনয়নের ঘটনা সঠিক হতো এবং এ সম্পর্কিত কাগজপত্র যথাযথ হতো তবুও তিনি মাঃ ডলার ২৪২০ এর সম্পূর্ণটাই প্রাপ্য হতেন না। কারণ এর মধ্যে ওশেন ফ্রেইট মাঃ ডলার ১৫৫০ এবং বাদ বাকী অন্যান্য চার্জ। অন্যান্য চার্জ প্রাপ্য না।

অতএব, তাঁর নিকট হতে মোট আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ (পকেট ভাতাঃ টাকা ৬৭,৫৬৭.৫০+বিমান এমসিও টাকা ৩৫,০০০.০০+শীপ ফ্রেইট টাকা ৩,৫৩,৯২৫.০০) টাকা **৪,৫৬,৪৯২.৫০**।

অনুচ্ছেদ-০৪

পরিশিষ্ট-০৪ (২৫)

এপি নং-১৪৪৮১(আপত্তি-১৪৭)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

Graduate Diploma কোর্স প্রশিক্ষণের বলে গণ্য না হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকারের বরাদ্দ থেকে আর্থিক সুবিধা গ্রহণ টাকা ৯,৬৫,০৫৯

এএফডি এর ৩১.০৩.২০১৩ খ্রিঃ তারিখের পত্রের ০১.০৯.২০১৩ হতে ৩০.০৯.২০১৩ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ব্যাংকক স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনে অনুষ্ঠিত Graduate Diploma in Tropical Medicine of Hygine-এ বিএসএস-১০০৮৫৬ লেঃ কর্ণেল মোঃ মোতাহার হোসেন, এ এস সি কে মনোয়ন দেয়া হয়। এ বাবদ যাবতীয় ব্যয় ডিজিএমএস এর বরাদ্দ হতে সংকুলান হবে বলে উল্লেখ করা হয়। আর্থিক মঞ্জুরীতে বিমান ভাড়া, ট্রানজিট, টার্মিনাল, পকেট ভাতা, স্টেশনারী ও পুস্তিকা ক্রয়,কোর্স ফি, ইমিগ্রেশন ফি, হাসপাতালে দায়িত্ব পালনের জন্য বাসভাড়া, Maesot Provice Hospital-এ দায়িত্ব পালনের জন্য এক্সট্রা পকেটভাতা প্রদান করা হয়। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার গৃহিত আর্থিক সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত অসংগতি রয়েছেঃ

(১) Graduate Diploma একটি ডিগ্রি এবং ব্যক্তিগত। প্রশিক্ষণের পর্যায়ভুক্ত হওয়ার বিধি উল্লেখ না করেই প্রশিক্ষণ হিসাবে বিবেচনা করে সরকারি খরচে ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করা হয়েছে। ডিপ্লোমা ডিগ্রি কোন বিধি বলে প্রশিক্ষণ তা উল্লেখ না থাকায় প্রশিক্ষণ হিসাবে বিবেচনা করে ব্যয় সরকারি বরাদ্দ থেকে নির্বাহ করা বিধিসম্মত হয় নাই। অতএব, এ বাবদ পরিশোধিত সমুদয় অর্থ টাকা ৯,৬৫,০০০.০০ তার নিকট হতে আদায়যোগ্য।

(২) Graduate Diploma প্রশিক্ষণের আওতাভুক্ত হওয়ার বিষয় যদি বিধি দ্বারা সমর্থিত হয়ও তবুও তাঁকে পরিশোধিত আর্থিক সুবিধায় নিম্নোক্ত অনিয়ম রয়েছেঃ

(ক) আদেশে বলা হয়েছে যাবতীয় ব্যয় ডিজিএমএস এর বরাদ্দ থেকে সংকুলান করা হবে। ব্যাংককের Mahidal University এর ৩০.০৯.২০১৩ তারিখের প্রত্যয়নেও কোর্সকালীন আয়োজক প্রতিষ্ঠান থেকে থাকা, খাওয়া,যাতায়াত কোন খরচই বহণ করা নাই মর্মে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু আর্থিক মঞ্জুরীতে পকেটভাতা প্রদান করা হয়েছে। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী সরকারী বা আয়োজক সংস্থা থাকা-খাওয়া ব্যয় বহণ করলে এবং দৈনন্দিন খরচের জন্য কোন নগদ অর্থ প্রদান না করলেই কেবল পকেট ভাতা প্রদান করা হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে পকেটভাতা প্রদান করায় প্রতীয়মান হয় যে, থাকা ও খাওয়ার ব্যয় কেহ বহন করেছে। কিন্তু অফার লেটারের কোন কপি না থাকা এবং খাওয়ার জন্য কে কি হারে এবং কোনভাবে (নগদ নাকি অন্যভাবে) বহন করেছে তা পরিস্কার নয়। আর্থিক সুবিধা প্রদানকালে প্রকৃত বিষয় ও যথাযথ দলিলাদি দ্বারা নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। পরিস্কার না হওয়ার কারণে পকেট ভাতা হিসাবে প্রদত্ত টাকা ৫,৮৬,০৮৭.০০ তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্য।

(খ) পকেট ভাতার প্রাপ্যতা যথাযথ বিধি ও আদেশ নির্দেশ দ্বারা যদি প্রতিষ্ঠিতও হয় তবুও ৫,৮৬,০৮৭.০০ টাকা সম্পূর্ণটাই তিনি প্রাপ্য নন। কারণ ফ্লাইট আইটিনারী থেকে দেখা যায় তিনি ০৭.০৪.২০১৩ তারিখ ব্যাংকক গমন করেন। সুতরাং ০৮.০৪.২০১৩ হতে ৩০.০৯.২০১৩ পর্যন্ত ১৭৭ দিন হয়। কিন্তু তাকে পরিশোধ করা হয়েছে (১৮৫+৭) ১৯৩ দিনের পকেট ভাতা। অর্থাৎ অতিরিক্ত ১৬ দিনের পকেট ভাতা (মাঃ ডঃ ৩৭.৮৫×১৬×৮১.০০) টাকা ৪৯,০৫৩.০০ আদায়যোগ্য।

(গ) ১ম জিও এর ভিত্তিতে ২৭.০৮.২০১৪ তারিখে ভ্রমণ ভাতার চূড়ান্ত বিল পাস করার পরে ১৬.১১.২০১৪ তারিখে জারীকৃত আরও একটি আর্থিক প্রাপ্যতা আদেশের প্রেক্ষিতে কর্তন ১৮,৩৪৭.০০ ফেরতসহ ১৩,৭১৪.০০ টাকার অর্থাৎ ৩২,০৬১.০০ টাকার বিল ০২.০৬.২০১৫ তারিখে পাস করা কোন আর্থিক বিধির সাথে সংগতিপূর্ণ হয় নাই। বস্তুতঃ টিএ/ডিএ বিলের কোন বকেয়া পরিশোধযোগ্য নয়। পূর্বে বর্ণিত সকল পরিশোধ বিধি বিধান ও যথাযথ কাগজপত্র দ্বারা যদিও যথার্থ প্রমাণ করা যায়ও তবুও দ্বিতীয়বার বিল পাশের মাধ্যমে পরিশোধিত টাকা ৩২,০৬১.০০ আদায়যোগ্য।

যাহোক Graduate Diploma Course প্রশিক্ষণ নয় বিধায় এ বাবদ প্রদত্ত যাবতীয় ব্যয় ব্যক্তির নিজের বহন করার কথা। অতএব, সমুদয় অর্থ টাকা **৯,৬৫,০৫৯.০০** আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ-০৪

পরিশিষ্ট-০৪ (২৬)

এপি নং-১৪৪৮৩ (আপত্তি-১৪৯)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

বিএ-৭৮৫৯ ক্যাপ্টেন খালিদ হোসাইন, পদাতিক কর্তৃক প্রশিক্ষণ ফি, থাকা-খাওয়া, অন্যান্য ব্যয় বাবদ মাঃ ডঃ ৪০০০ গ্রহণ করার পরও পকেটভাতা হিসাবে অর্থ গ্রহণ করেছেন টাকা ১,৫২,৪৯১।

এএফডি এর ০৬.০৫.২০১৪ তারিখের ১১৪৯ সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে পোল্যান্ডে ১০.০৫.২০১৪ হতে ০৬.০৬.২০১৪ পর্যন্ত VIP Protection Course-এ অংশগ্রহণকারী বিষয়োক্ত কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ ফি, খাওয়া, থাকা ও অভ্যন্তরীণ যাতায়াতসহ অন্যান্য ব্যয় বাবদ মার্কিন ডলার ৪০০০ উত্তোলন করেন। তাঁর বিল হতে দেখা যায় এর সমর্থণে প্রশিক্ষণ ফি, থাকা, খাওয়া অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ও অন্যান্য ব্যয়ের কোন ভাউচারাদি দাখিল করা হয় নাই। অন্যদিকে পকেট ভাতা হিসাবে (১৬৫ মাঃ ডঃ× ২৫%×৩১ দিন) = মাঃ ডঃ ১২৭৮.৭৫ গ্রহণ করা হয়। থাকা-খাওয়া, অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ও অন্যান্য খরচ বাবদ অর্থ নগদে গ্রহণের কারণে তিনি পকেটভাতা বাবদ যে অর্থ গ্রহণ করেছেন তা প্রাপ্য নয়। বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করায় অতিরিক্ত গৃহিত মর্মে গণ্য অর্থ বৈদেশিক মুদ্রাতেই আদায়যোগ্য কিংবা দেশীয় মুদ্রায় বিনিময় হারের দেড় গুণ হিসাব (১২৭৮.৭৫×৭৯.৫০×১.৫) = টাকা **১,৫২,৪৯০.৯৩** টাকা

অনুচ্ছেদ-০৪

পরিশিষ্ট-০৪ (২৭)

এপি নং-১৪৪৮৯ (আপত্তি-১৫৮)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

ভারতে কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে সর্বসাকুল্য ভাতার ২৫% এর স্থলে ৩০% পকেট ভাতা গ্রহণ এবং বাধ্যতামূলক অবস্থান না হওয়া সত্ত্বেও এবং ভাউচার ব্যতীত এমসিও বাবদ গ্রহণ টাকা ১,৫৭,১২৪।

এএফডির ২৫.১১.২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ৮১৭৪ সংখ্যক পত্রের আলোকে ভারতে ২৮.১২.২০১৫ হতে ৩০.০১.২০১৬ পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত Combat Goup Commander Course (CG-24)-এ অংশগ্রহণকারী সেনা কর্মকর্তা বিএ-৫৭৯৯ লেঃ কর্ণেল হাসান মাহমুদ,পিএসসি,পদাতিক'কে ভারতে গমনাগমণ ও অবস্থানের জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়। তাঁর ভ্রমণভাতা বিলে নিম্নেবর্ণিত অসংগতি লক্ষ্য করা যায়ঃ

(ক) **প্রাপ্যতার অধিকহারে পকেট ভাতা গ্রহণঃ** সেনাসদর প্রশিক্ষণ পরিদপ্তরের ২৬.১২.২০১৫ তারিখের আর্থিক প্রাপ্যতা প্রদান আদেশে প্রশিক্ষণকালীন সময়ের জন্য সর্বসাকুল্য ভাতার ৩০% পকেট ভাতা মঞ্জুর করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে এফসি (আর্মি) পে-১ কার্যালয় কর্তৃকও ঐ হারে পরিশোধ করা হয়। বিদেশ ভ্রমণকালে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রাপ্যতা ভ্রমণভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা এর জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের জারিকৃত ২২১(১০০০) সংখ্যক অফিস স্মারকের ১১ অনুচ্ছেদে প্রাধিকৃত ৩০% পকেট ভাতা ০১ মাসের কম সময়ের স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের জন্য প্রযোজ্য হবেনা মর্মে শর্ত ছিল। তবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১০.০৩.২০১৩ তারিখের পত্রের মাধ্যমে ঐ শর্ত শিথিল করা হয়। অর্থাৎ প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও ৩০% পকেটভাতা প্রযোজ্য হবে মর্মে ধরে নিয়ে এএফডি কর্তৃক ০৪.০৯.২০১৫ তারিখের পত্রের মাধ্যমে ০৫.০৯.১৯৯৪ তারিখের ২২০৭/টি সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদের উপ অনুচ্ছেদে খ (১) সংশোধন করে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে পকেটভাতা ২৫% এর স্থলে ৩০% এর বিধান করে। এএফডি এর ০৪.০৯.২০১৫ তারিখের সংশোধনীটি অনুসরণযোগ্য নয়। কারণ (১) বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা সম্পর্কিত অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের পত্রের অনুচ্ছেদ ২২ এ স্পষ্ট করা হয়েছে যে, বিদেশে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ঐ স্মারকের ভাতার হার প্রযোজ্য হবে না।

(২) বস্তুতঃ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের বিদেশে প্রশিক্ষণকালীন প্রাপ্যতা বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ০৫.০৯.১৯৯৪ তারিখে এএফডি কর্তৃক ২২০৭/টি সংখ্যক জারিকৃত স্মারক প্রযোজ্য এবং এর অনুচ্ছেদ-১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (খ)(১) অনুযায়ী পকেটভাতা ২৫% প্রাপ্য।

(৩) এএফডি এর ০৪.০৯.২০১৫ তারিখের ৩৬৪৪ সংখ্যক স্মারকটি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে জারিকৃত হয়েছে এমন প্রমাণক পাওয়া যায় নাই।

অতএব, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহিত ৩০% পকেট ভাতা বিধিসম্মত হয় নাই বিধায় তিনি মাঃ ডঃ ১৬৬৬ প্রাপ্য। কিন্তু গ্রহণ (মাঃ ডঃ ১৯৬×৩০% = মাঃ ডঃ ৫৮.৮০×৩৪ দিন) = মাঃ ডঃ ১,৯৯৯.২০। অর্থাৎ মাঃ ডঃ ৩৩৩.২০ অতিরিক্ত গ্রহণ করেছেন। বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করেছেন বিধায় বৈদেশিক মুদ্রায় ফেরতযোগ্য। অন্যথায় দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হার ও দেড় গুণ হারে টাকা ৩৯,৯৮৪.০০ (৩৩৩.২০×৮০×১.৫) ফেরতযোগ্য।

(খ) **বাধ্যতামূলক অবস্থানঃ** আলোচ্য সফরে ভারত সরকার সফরকালীন বিমান ভাড়া, থাকা, খাওয়া ও অভ্যন্তরীন যাতায়াত ব্যয় বহন করে। বোর্ডিং পাস থেকে দেখা যায় যে, ঢাকা থেকে কোলকাতা ২৬.১২.২০১৫ তারিখ পৌছে কোলকাতা হতে ২৭.১২.২০১৫ তারিখ পুনে গমন করা হয়। আদেশ অনুযায়ী ভারত সরকারের প্রদত্ত বিমান টিকেট অনুযায়ী ভারতে গমনাগমনের ক্ষেত্রে ভারতে অবস্থানকালীন সময় থাকা, খাওয়া ও অভ্যন্তরীন যাতায়াত ব্যয় ভারত সরকারই বহন করেছে। সুতরাং বাধ্যতামূলক অবস্থান হিসাবে দেখানো ২.৫ দিনের (বিলে তারিখ উল্লেখ নাই তবে সেনাসদরের ২৩.০২.২০১৬ তারিখের পত্রে ২৬-২৭ ডিসেম্বর ২০১৫ এই ২ দিনের উল্লেখ আছে) হোটেল ভাড়া ভিত্তিক দৈনিক ভাতা (নগদভাতা সহ) বাবদ (মাঃ ডঃ ২৭৩×২.৫দিন) মাঃ ডঃ ৬৮২.৫০ তিনি প্রাপ্য নন। বরং ঐ দিনের পকেট ভাতা তিনি প্রাপ্য হতে পারেন। ভারত সরকার যদি উক্ত ২.৫ দিনের থাকা-খাওয়া ব্যয় বহন না করে থাকে তারও স্পষ্টীকরণ থাকা আবশ্যক কিন্তু নাই। ভারত সরকার ২৬.১২.২০১৫ হতে ২৭.১২.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ২ দিনের বেশী থাকা-খাওয়া এর ব্যবস্থা না করার তথ্য যদি আগে থেকেই থাকতো তবে বিমান টিকেটের ব্যবস্থাও সেইভাবে করতে হতো। ঢাকা হতে কোলকাতা,কোলকাতা টু পুনে প্রতিদিনই ফ্লাইট রয়েছে। সেক্ষেত্রে নির্ধারিত তারিখের ২ দিন পূর্বে ভারতে গমনের কোন আবশ্যকতা ছিলনা। নিজের অর্থ ব্যয় করার ক্ষেত্রে যেরূপ আন্তরিকতা ও বিচক্ষনতা প্রয়োগ করা হয় আর্থিক যথার্থতা নীতি অনুযায়ী সরকারী অর্থ খরচের ক্ষেত্রেও সেইভাবে আন্তরিকতা ও বিচক্ষনতা অবলম্বন করতে হয়। এক্ষেত্রে এই নীতির ব্যত্যয় ঘটানো হয়েছে। অতএব, দায়িত্ব সফরকারী কর্মকর্তারই এবং আর্থিক নিয়ম লংঘন করে ২.৫ দিনের বাধ্যতামূলক অবস্থানে জন্য ব্যয়ের কারণে সরকারী ক্ষতির অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট হতেই আদায়যোগ্য। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ২.৫ দিনের বাধ্যতামূলক অবস্থানের সপক্ষে তিনি যে বিল দাখিল করেন তাতে লিখা রয়েছে Malanganga Tours & Travels. Government Cotractor and General Suppliers, Owners & Arrangers of All type of Tourist Vehicles। অর্থাৎ তাঁর দাখিলকৃত বিলটি কোন হোটেল বিল নয়, সুতরাং তাঁর বাধ্যতামূলক অবস্থানের সপক্ষে প্রমাণক হিসাবে কোন হোটেল বিল নাই। এটি যদি হোটেল বিলও হতো তবুও গ্রহনযোগ্য হতো না কারন আহমেদাবাদে ২৭.১২.২০১৫ তারিখ পূর্বাহ্নে পৌছানো হয়েছে বিধায় ২৬.১২.২০১৫ গণ্য ও ২৭.১২.২০১৫ তারিখ ২ দিন বাধ্যতামূলক অবস্থান হয় না। বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করা হয়েছে বিধায় অতিরিক্ত গ্রহণ মর্মে অর্থ মার্কিন ডলারে কিংবা দেশীয় মুদ্রায় টাকা ৮১,৯০০.০০ (৬৮২.৫০×৮০×১.৫) আদায়যোগ্য।

(গ) এমসিওঃ বিদেশগমনের প্রাক্কালে প্রকৃত ভাউচার প্রদান সাপেক্ষে যাওয়ার পথে ১৮ কেজি এবং ফেরার পথে ২৮ কেজি অতিরিক্ত লাগেজ বিমানে বহন বাবদ ব্যয় প্রাপ্য। কিন্তু আলোচ্য কর্মকর্তার বিল নিরীক্ষা করে দেখা যায় যে, কোন ভাউচার ব্যতীত ৪৬ কেজি অতিরিক্ত লাগেজ বহনের জন্য ৩৫,২৪০.০০ টাকা গ্রহন করা হয়েছে বিধায় টাকা ৩৫,২৪০.০০ আদায়যোগ্য।

অতএব, উক্ত কর্মকর্তার নিকট হতে আদায়যোগ্য সর্বমোট (পকেটভাতা ৩৯,৯৮৪.০০+বাধ্যতামূলক অবস্থান ৮১,৯০০.০০+ এমসিও বাবদ টাকা ৩৫,২৪০.০০) টাকা **১,৫৭,১২৪.০০।**

অনুচ্ছেদ-০৪

পরিশিষ্ট-০৪ (২৮)

এপি নং-১৪৪৯২ (আপত্তি-১৬৩)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

চীনে বিএ-৩২৪৮ ব্রিঃ জেনারেল এজাজুল বার চৌধুরী, পিএসসি কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে পকেট ভাতা, বাড়ী ভাড়া ও শীপ ফ্রেইট বাবদ প্রাপ্যের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করেছেন টাকা ৮,০৪,৯৭৫।

চীনে ০১.০৯.২০১৩ হতে ৩০.০৭.২০১৪ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত Defence and Strategic Study Course (NDU) এ শিরোনামভূক্ত সেনা কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। চীন সরকার সেনা কর্মকর্তার জন্য বিমান ভাড়া, প্রশিক্ষণ ফি, থাকা, খাওয়া মাসিক ভাতা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ যাতায়াত খরচ বহন করে এবং বাংলাদেশ সরকার স্ত্রীর জন্য প্রশিক্ষণস্থলে গমন ও অবস্থানের জন্য বিমান ভাড়া, সর্বসাকুল্য ভাতার ১০% পকেট ভাতা ও বাড়ীভাড়া বাবদ ব্যয় বহন করে।

কিন্তু আলোচ্য কর্মকর্তা নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে প্রাপ্যের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করেন

(১) **পকেট ভাতাঃ** সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের ১৬.০২.২০১৫ তারিখের ০৬.০০.০০০০.০০২.৫১.০৩৬.১৫/বেঃটিএ/ডিএ সংখ্যকপত্র হতে জানা যায় যে, আলোচ্য কর্মকর্তার স্ত্রী চীন থেকে বাংলাদেশে ১৮.০৫.২০১৪ তারিখ বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সুতরাং ১৮.০৫.২০১৪ হতে ২৭.০৭.২০১৪ পর্যন্ত ৭১ দিনের স্ত্রীর জন্য দৈনিক সর্বসাকুল্য ভাতার ১০% হারে গৃহিত পকেট ভাতা (মাঃ ডঃ ২০২×১০% = মাঃ ডঃ ২০.২×৭১দিন = মাঃ ডঃ ১৪৩৪.২০ প্রাপ্যতা বহির্ভূত গ্রহন করেছেন।

(২) **বাড়ী ভাড়াঃ** চীন সরকার সেনাকর্মকর্তার জন্য থাকার ব্যবস্থা করেছেন। স্ত্রীকে সরকারি খরচে চীনে নেয়ার অনুমোদনের প্রেক্ষিতে তার জন্য বাড়ী ভাড়া দৈনিক ১৯.০০ ডলার অনুমোদন করা হয়। স্ত্রী না থাকলে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর থাকার ব্যবস্থা যেহেতু চীন সরকার করেছে সেহেতু বাড়ী ভাড়াও প্রাপ্য নয়। ১৮.০৫.২০১৪ তারিখ স্ত্রী চলে আসায় ১৮.০৫.২০১৪ হতে ২৭.০৭.২০১৪ পর্যন্ত ৭১ দিনের জন্য গৃহিত বাড়ী ভাড়া (৭১দিন×১৯ডলার)=মাঃ ডঃ ১৩৪৯.০০ প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে গ্রহণ করেছেন বিধায় আদায়যোগ্য।

(৩) **চীন কর্তৃক প্রদত্ত মাসিক ভাতা সমন্বয় না করাঃ** আদেশে বলা হয়েছে চীন সরকার মাসিক ভাতা প্রদান করবে। অফার লেটারের কোন কপি বিলের সাথে না থাকায় চীন সরকার মাসিক ভাতা বাবদ কত দিয়েছে তা পরিস্কার নয়। তবে চীনে বিভিন্ন কোর্সের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পর্যায়ের কর্মকর্তার জন্য মাসিক ১২০০ আরএমবি সমপরিমাণ (১২০০÷৬.০৯) মাঃ ডঃ ১৯৭.০৪ ডলার প্রদান করে থাকে। এই মাসিক ভাতা পকেট ভাতার সাথে সমন্বয়যোগ্য। কিন্তু সমন্বয় করা হয় নাই। সুতরাং সেপ্টেম্বর/২০১৩ হতে জুলাই/২০১৪ পর্যন্ত ১১ মাসের মাসিক ভাতা (১২০০÷৬.০৯=১৯৭.০৪×১১) মাঃ ডঃ ২১৬৭.৪৯ আদায়যোগ্য।

(৪) **শীপ ফ্রেইটঃ** তিনি ফেরার পথে ৩০০ কেজি মালামাল পরিবহন বাবদ টাকা ১,৬৮,২১০.০০ (৩০০ কেজি×মাঃ ডঃ ৭ প্রতি কেজি×৮.১০) গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ৩টি প্রতিষ্ঠানের তারিখবিহীন দরপত্র দাখিল করেছেন। ২৩.০৭.২০১৪ তারিখের তুলনামূলক বিবরণীতে তাঁর কোন স্বাক্ষর নাই। Commandant, College of Defence Studies, PLA এর স্বাক্ষর আছে তবে উবভবহপব এর জায়গায় Degense লেখায় ঐ তুলনামূক বিবরণীর সত্যতা সন্দেহযুক্ত। এছাড়া ব্যক্তিগত মালামাল পরিবহনের প্রমানক হিসাবে ঢাকা বিমান বন্দরে অবস্থিত কাস্টমস অফিসে লাগেজ ডিক্লারেশন, মালামালের তালিকা, কমলাপুর আইসিডি কাস্টমস হাউসের দলিলাদি ইত্যাদি মৌলিক কোন ডক্যুমেন্ট এর কপি বিলের সাথে সংযুক্ত করা হয় নাই। যথাযথ কাগজ ব্যতিরেকে শীপ ফ্রেইট প্রাপ্য নয়। অতএব, এ বাবদ গৃহিত অর্থ ফেরতযোগ্য। উল্লেখ, যথাযথ (genuine) ডকুমেন্ট যদি থাকতোও তবুও তিনি ৩০০ কেজি মালামালের শীপ ফ্রেইট প্রাপ্য হতেন না। কারণ স্ত্রী ৩ মাস পূর্বেই বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তণ করেছেন।

(৫) বিমান ভাড়াঃ ফেরার পথে স্ত্রী সহযাত্রী হন নাই। অর্থাৎ স্ত্রী পূর্বেই প্রত্যাবর্তন করেছেন। পিআর(পি) রুল-২৮৫ (ii) অনুযায়ী সহযাত্রী না হলে পরিবারের সদস্যদের জন্য যাতায়াত ব্যয় প্রাপ্য নয়। সুতরাং আসার পথের ভাড়া ফেরৎ যোগ্য টাকা ৪২৬৮৬.০০ (৮৫,৩৭২÷২)।

অতএব, তাঁর নিকট হতে মাঃ ডঃ ৪৯৫০.৬৯ (পকেটভাতা মাঃ ডঃ ১৪৩৪.২০+বাড়ী ভাড়া মাঃ ডঃ ১৩৪৯.০০+চীনের বিবিধ ভাতা মাঃ ডঃ ২১৬৭.৪৯) এবং শীপ ফ্রেইট ও বিমান টিকেট বাবদ টাকা (১,৬৮,২১০+৪২,৬৮২) ২,১০,৮৯২.০০ আদায়যোগ্য। বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম রেমিটেন্স গ্রহণ করায় মাঃ ডঃ ৪৯৫০.৬৯ মার্কিন ডলারেই ফেরৎযোগ্য। নতুবা অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের ২৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হারে দেড়গুণ যথা (৪৯৫০.৬৯×৮০×১.৫গুণ) টাকা ৫,৯৪,০৮২.৮০ এবং শীপ ফ্রেইট ও বিমান ভাড়া বাবদ মোট (৫,৯৪,০৮২.৮০+ ১,৬৮,২১০+৪২,৬৮২) **৮,০৪,৯৭৪.৮০** ফেরতযোগ্য।

অনুচ্ছেদ-০৪

পরিশিষ্ট-০৪ (২৯)

এপি নং-১৪৪৯৩ (আপত্তি-১৬৪)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

ভারতে যৌথ ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত পকেট ভাতা, দৈনিক ভাতা ও প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে স্টেশনারী ও অতিরিক্ত লাগেজ বহন ব্যয় গ্রহণ টাকা ২,১৫,৬০০।

সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের ২.০৭.২০১৪ তারিখের ভারত.২০৮৩ সংখ্যক পত্রের আলোকে নিম্নোক্ত ২ জন সেনা কর্মকর্তা যাতায়াত সময়সহ ০২.০৮.২০১৪ হতে ১৭.০৮.২০১৪ পর্যন্ত সময়ে ভারতের Military College of Telecommunication Engineering পরিদর্শন করেন। সরকারি আদেশ অনুযায়ী উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকালীন সময়ের থাকা, খাওয়া ও অভ্যন্তরীন যাতায়াত খরচ ভারত সরকার বহন করে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিমান ভাড়া, উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ যাতায়াত (বিমান/সড়ক পথে) ভাড়া, যাত্রা পথে থাকা ও খাওয়া (প্রযোজ্য হলে) এবং পকেটভাতা বহন করার কথা।

১. বিএ-৪১১৮ লেঃ কর্ণেল মোঃ নাসিম পারভেজ, এএফডব্লিউসি,পিএসসি,সিগন্যালস

২. বিএ-৭৫৬২ মেজর মুহাম্মদ মাসুদ উর রহমান, সিগন্যালস

বিএ-৭৫৬২ মেজর মুহাম্মদ মাসুদ উর রহমান, সিগন্যালস এর ভ্রমণ ভাতার বিল যাচাই করে দেখা যায় যে, নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে/প্রাপ্যের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

(১) **অতিরিক্ত লাগেজ বহনঃ** আলোচ্য সফরটি প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত নয়। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন। সুতরাং এ বাবদ গৃহিত কোন ব্যয় প্রাপ্য নয় বিধায় ৩৫,৮৮০.০০ টাকা আদায়যোগ্য।

(২) **দৈনিক ভাতাঃ** বিমান টিকেট অনুযায়ী ০২.০৮.২০১৪ তারিখে ঢাকা থেকে কোলকাতা, ০৩.০৮.২০১৪ তারিখ কোলকাতা থেকে দিল্লি হয়ে ইনডোরে গমন, ১৭.০৮.২০১৪ তারিখে ইনডোর হতে মুম্বাই হয়ে ঢাকা প্রত্যাবর্তন। সুতরাং যাওয়ার পথে কোলকাতায় (০২.০৮.২০১৪ তারিখ দিবাগত রাত) ১ রাত্রি যাপন হয়েছে। ঐ রাত্রির জন্য দৈনিক ভাতা প্রাপ্য। কিন্তু ০৩.০৮.২০১৪ ১৭.০৮.২০১৪ তারিখ পথিমধ্যে কোথাও রাত্রি যাপন হয় নাই বিধায় ২ দিনের জন্য গৃহিত দৈনিক ভাতা প্রতিজনে (৩০০×২) মাঃ ডঃ ৬০০.০০ প্রাপ্যতা বহির্ভূত। বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করায় মাঃ ডঃ ৪৯৫০.৬৯ মার্কিন ডলারেই ফেরৎযোগ্য। নতুবা অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের ২৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হারে দেড়গুণ হিসাবে (৬০০×৮০×১.৫ গুণ) টাকা ৭২,০০০.০০ আদায়যোগ্য। অর্থাৎ প্রতিজনের নিকট হতে দেশীয় মুদ্রায় (৭২০০০+৩৫,৮০০) টাকা ১,০৭,৮০০.০০ করে ২ জনে নিকট হতে টাকা **২,১৫,৬০০.০০** আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ-০৪

পরিশিষ্ট-০৪ (৩০)

এপি নং-১৪৪৯৮ (আপত্তি-১৭৫)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

বিএ-২৫৭৫ মেজর জেনারেল হামিদুর রহমান চৌধুরী কর্তৃক যুক্তরাজ্য ভ্রমণে বৈদেশিক টিএ/ডিএ বিলে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত গ্রহন টাকা ১৬,৬৩,০৩১।

এএফডি এর ২০.০৮.২০১৪ খ্রিঃ তারিখের ২৪২৯ সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রে ০৮.০৯.২০১৪ হতে ২৯.০৮.২০১৫ পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত Royal College of Defence Studies-এ অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে শিরোনামভুক্ত কর্মকর্তাকে যুক্তরাজ্যে গমানগমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়। সেনাসদরের ১৫.০৭.২০১৪ তারিখের আর্থিক প্রাপ্যতা আদেশে যুক্তরাজ্য সরকার কোর্সে অংশগ্রহনকারী অফিসারের আন্তর্জাতিক বিমানভাড়া, টিউশন ফি, থাকা-খাওয়া এবং প্রশিক্ষনার্থী কর্মকর্তার স্ত্রী ও সন্তানদ্বয়ের আন্তর্জাতিক যাতায়াত বিমান ভাড়া ও বাসস্থান বাবদ যাবতীয় খরচ বহন করবে মর্মে উল্লেখ করা হয় এবং এর প্রেক্ষিতে শিরোনামে বর্ণিত কর্মকর্তার ভ্রমণ ভাতার বিল যাচাই করে নিম্নোক্ত অসংগতি দেখা যায়ঃ

(১) **যুক্তরাজ্যের বাহিরে ভ্রমণ এবং পকেট ভাতাঃ** বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ০৩.০৭.২০১৪ তারিখে No. C & W/Cons/ LOI/July/14/S-98 সংখ্যক পত্রে দেখা যায় যে, তাঁর কোর্সকালীন ০১.০৯.২০১৪ হতে ২৪.০৮.২০১৫ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তিনি ট্যুরিস্ট হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমনে ইচ্ছুক এবং এ জন্য ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার জন্য অনুরোধ করা হয়। সংশ্লিষ্ট অফিসার ও তাঁর স্ত্রীর বিমান আইটিনারী এবং বোডিং পাস যাচাই করে দেখা যায় যে, ২২.১১.২০১৪ হতে ১৯.০৬.২০১৫ পর্যন্ত সময়ে তিনি স্ত্রী ও ১ সন্তানসহ যুক্তরাজ্যের বাহিরে ভ্রমণ করেন। যেমন পাসপোর্টের পাতা-১২ তে দেখা যায় যে, ২২.১১.২০১৪ তারিখে হিথ্রো বিমান বন্দরের ডিপারচার সীলমোহর রয়েছে। এর পর ০৫.১২.২০১৪ তারিখে Longers ত্যাগ, ১২.১২.২০১৪ তারিখে ব্রাসেলস ও ইউএই, ২৪.১২.২০১৪ হতে ০২.০১.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত KATOWICE,০১.০৪.২০১৫ তারিখে BCNJ DOUVERS, ০২.০১.২০১৫ হতে ০৩.০৪.২০১৫ LUTON, ০৩.০৪.২০১৫ তারিখে CALAIS, ১৯.০৬.২০১৫ তারিখে প্রাগ ত্যাগ এবং হিথ্রো বিমান বন্দরের এন্ট্রি সীলমোহর রয়েছে। অর্থাৎ তিনি স্বপরিবারে ২২.১১.২০১৪ হতে ১৯.০৬.২০১৫ পর্যন্ত ১৭৯ দিন যুক্তরাজ্যের বাইরে ভ্রমণ করেন। যুক্তরাজ্যের বাইরে ভ্রমণকালীন তিনি কোন আর্থিক সুবিধা প্রাপ্য নন। তাঁর কোর্স পিরিয়ড ১৫.০৯.২০১৪ হতে ২৯.০৮.২০১৫ পর্যন্ত সময়ে ৩১৮ দিন দিনের পকেট ভাতা গ্রহন করেন। অর্থাৎ তিনি ১৭৯ দিনের জন্য (মাঃ ডঃ ২০২×৩৫%) = মাঃ ডঃ ৭০.৭×১৭৯দিন = মাঃ ডঃ ১২,৬৫৫.৩০ অধিক গ্রহণ করেন। পকেট ভাতা মার্কিন ডলারে গ্রহণ করা হয়েছে এবং উহা মার্কিন ডলারেই ফেরত যোগ্য। নতুবা অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদ-২৫ অনুযায়ী দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হার এর ১.৫ গুণ হারে (মাঃ ডঃ ১২,৬৫৫.৩০×টাকা ৭৮.০০×১.৫ গুণ)=টাকা ১৪,৮০,৬৭০.১০ আদায়যোগ্য।

(২) **অতিরিক্ত লাগজে বহন বাবদ ব্যয়ঃ** পিআর(পি) ৩৮২ মোতাবেক যাওয়ার পথে ১৮ কেজি, ফেরার পথে ২৮ কেজি প্রশিক্ষণ সামগ্রী বিমানে বহনের ব্যয় প্রাপ্য। উক্ত অফিসারের ভ্রমণ ভাতা বিলের সাথে যুক্তরাজ্য গমনের প্রাক্কালে ১৮ কেজির কোন এমসিও পাওয়া যায়নি। ২৮ কেজির বিমান এমসিও পাওয়া গেলেও উহা নীল কাগজে কম্পিউটার প্রিন্ট। বিমান আইটিনারী এবং বোর্ডিং পাশ অনুসারে তিনি ৩১.০৭.২০১৫ তারিখ লন্ডন ত্যাগ করেন কিন্তু এমসিওতে ০১.০৮.২০১৫ তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া তিনি ভ্রমণ করেছেন বিজনেস ক্লাশে অথচ এমসিওতে ইকোনমি ক্লাশ উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ কৃত্রিম ভাউচার দাখিল করে অতিরিক্ত লাগেজ বিমানে বহন বাবদ ব্যয় টাকা ৩৫,৮৮০.০০ গ্রহণ করেছেন যা তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্য।

(৩) **শীপ ফ্রেইটঃ** পিআর(পি) ৩৮২ স্কেল বি মোতাবেক কোর্স শেষে ফেরার পথে নিজের জন্য ২০০ কেজি, স্ত্রীর জন্য ১০০ কেজি এবং প্রতি সন্তানের জন্য ৫০ কেজি ব্যক্তিগত মালামাল বহনের জন্য শীপ ফ্রেইট প্রাপ্য। কিন্তু দাখিলকৃত কাগজপত্রে দেখা যায় যে, যুক্তরাজ্যের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষের এবং ঢাকা বিমান বন্দরে কাস্টমস অফিসে দাখিলযোগ্য লাগেজ ডিক্লারেশন ইত্যাদি মৌলিক ডকুমেন্টের কোন কপি নাই। ৩টি কোটেশনে কোটেশন দাতার কোন স্বাক্ষর নাই। বিল অব এন্ট্রি এর একটি ফটোকপি রয়েছে তবে তাতে সীলমোহর অস্পষ্ট। বিল অব এন্ট্রি ফরমে দেখা যায় যে, আমদানীকৃত মালামালের গ্রস ওয়েট ৩৯৬ কেজি এবং নীট ওজন ৩৪৭ কেজির মোট ২০টি প্যাকেট, যার এস্টিমেটেড মূল্য উল্লেখ করা

হয়েছে ৭,৯৫২.০০ টাকা, যার আমদানী ব্যয় ১,৪৬,৪৮১.০০ টাকা। জেএমজি কারগো এন্ড ট্রাভেলস এর ৩১.০৭.২০১৫ তারিখের স্বাক্ষরবিহীন ২টি ইনভয়েস পাওয়া গেছে, এর একটিতে টোটাল নেট এ্যামাউন্ট মাঃ ডঃ ৮৬৭.৫০+কালেকশন চার্জ মাঃ ডঃ ৯০.০০+লোডিং, প্যাকেজিং এন্ড হ্যান্ডলিং চার্জ মাঃ ডঃ ১৮০.০০ = মাঃ ডঃ ১১৩৭.৫০ উল্লেখ আছে। অপর ইনভয়েসে গ্রান্ড টোটাল মাঃ ডঃ ১০০৬.৩০ উল্লেখ রয়েছ। আর্মি এম্বারকেশন ইউনিটের ০৩.০৯.২০১৫ তারিখের ১টি এন্ট্রি ফরম রয়েছে। আবার Sundarban Express Transportation System Ltd. এর ০২.০৮.২০১৫ তারিখের জেএমজি এয়ার কারগো, লোকমান আহমেদ, জিন্দাবাজার সিলেটের একটি মানি রিসিট পাওয়া যায় যাতে ২০ পিস কার্টুন ৩৪৭ কেজি এর পরিবহন ব্যয় ২৭৬৭.০০ উল্লেখ আছে; উক্ত মানি রিসিট স্বাক্ষরবিহীন। সুতরাং শীপ ফ্রেইট বাবদ দাখিলকৃত ডকুমেন্টসমূহ বিভিন্ন রকম এবং বিভিন্ন অসংগতিসম্পন্ন। এতোসব গুরুতর অসংগতি কোন আসল (genuine) ডক্যুমেন্টে থাকেনা। কাগজপত্র যথাযথ না হওয়ায় সমুদয় অর্থ টাকা ১,৪৬,৪৮১.০০ আদায়যোগ্য। উল্লেখ্য যে, যদি ব্যক্তিগত মালামাল আনয়নের ঘটনা যদি সঠিকও হতো এবং এ সম্পর্কিত কাগজপত্র যথাযথ হতো তবুও তিনি মাঃ ডলার ১১৩৭.৫০ এর সম্পূর্ণটা প্রাপ্য হতেন না। কারণ এর মধ্যে টোটাল নেট এ্যামাউন্ট ছিল মাঃ ডলার ৮৬৭.৫০ এবং বাদ বাকী অন্যান্য চার্জ। অন্যান্য চার্জ প্রাপ্য নয়। অতএব, উক্ত অফিসারের নিকট হতে সর্বমোট আদায়যোগ্য (পকেট ভাতা বাবদ টাকা ১৪,৮০,৬৭০.১০+এমসিও বাবদ টাকা ৩৫,৮৮০.০০+শীপ ফ্রেইট বাবদ ১,৪৬,৪৮১.০০)=টাকা **১৬,৬৩,০৩১.১০**।

অনুচ্ছেদ-০৪

পরিশিষ্ট-০৪ (৩১)

এপি নং-১৪৫০০ (আপত্তি-১৭৭)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

কানাডায় বিএ-৬৯১৫ মেজর আবু মোঃ শাহনুর শাওন কর্তৃক কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে প্রাপ্যের অধিক আর্থিক সুবিধা গ্রহণ টাকা ৬,৮২,৬০২।

এএফডি এর ১৬.০৬.২০১৩ খ্রিঃ তারিখের কানাডা/১৪৩৩ সংখ্যক পত্রের আলোকে শিরোনামভুক্ত কর্মকর্তা কানাডাতে ০৬.০৯.২০১৩ হতে ১৩.১২.২০১৩ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত Junior Command and Staff Course (JCSC)-এ অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্তভাবে অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করেনঃ

(১) **ট্রানজিট ও টার্মিনাল চার্জঃ** অফার লেটার অনুযায়ী ট্রাভেল এ্যালাউন্স বাবদ ৫০.০০ কানাডিয়ান ডলার প্রদান করায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের বৈদেশিক ভ্রমণভাতা সম্পর্কিত ২২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদ ১৩(ঘ)১ অনুযায়ী ট্রানজিট ও টার্মিনাল ভাতা প্রাপ্য না হওয়া সত্বেও মাঃ ডঃ ৩৫.৬০+মাঃ ডঃ ৮৯.০০=মাঃ ডঃ ১২৪.৬০ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশীয় টাকা ফেরত দেয়া হলে টাকা ১৪,৯৫২.০০(১২৪.৬০×৮০×১.৫ গুণ) ফেরতযোগ্য।

(২) **পকেট ভাতাঃ** অফার লেটার অনুযায়ী ইনসিটেন্ডাল চার্জ বাবদ প্রতিদিন ১২ ডলার করে প্রদান করা হয়। এএফডি এর ০৫.০৯.১৯৯৪ তারিখের ২২০৭/টি সংখ্যক পত্রের ১(খ)১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রাপ্য পকেটভাতার সাথে উক্ত ইনসিডেন্টাল চার্জ সমন্বয় করা আবশ্যক থাকা সত্বেও তথ্য গোপন করে পূর্ণ হারে পকেটভাতা গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং ১০০ দিনের জন্য ১২ ডলার হিসাবে (১০০×১২) ১২০০ মাঃ ডঃ আদায়যোগ্য। দেশীয় টাকা ফেরত দেয়া হলে টাকা ১,৪৪,০০০.০০ (১২০০×৮০×১.৫ গুণ) ফেরতযোগ্য।

(৩) **শীপ ফ্রেইটঃ** ২০০ কেজি ব্যক্তিগত পণ্য পরিবহনের জন্য কানাডার বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কোন দলিলাদি, ঢাকা বিমানবন্দরের লাগেজ ডিক্লারেশনের কপি ইত্যাদি মৌলিক কোন কাগজপত্র বিলের সাথে নাই। চট্টগ্রাম কাস্টমস এর সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা হিসাবে জনাব স্বপন চন্দ্র শীল এর যে স্বাক্ষর সেই স্বাক্ষরের সাথে অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রদত্ত স্বাক্ষরের সাথে মিল নাই। Globe নামক প্রতিষ্ঠানের কোটেশনে ওশেন ফ্রেইট ১৮০.০০ মার্কিন ডলার উল্লেখ রয়েছে। অন্যান্য চার্জসহ ঐ প্রতিষ্ঠান মাঃ ডঃ ৮,৬১৫.০০ উদ্বৃত করে। যাহোক ওশেন ফ্রেইট বাদে অন্য কোন চার্জ প্রাপ্য নয়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বিমান পথে তিনি প্রতি কেজির টাকা ভাড়া বাবদ টাকা ৭৮৬.০০ গ্রহণ করেছেন। অতএব, কানাডার বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও কাস্টমসের কাগজ এবং ঢাকা বিমান বন্দরে প্রদত্ত লাগেজ ডিক্লারেশন ও চট্টগ্রাম কাস্টমসের যথাযথ কাগজপত্র দাখিল যদি করাও হয় তবু তিনি ২০০ কেজির জন্য (২০০×৭৮৬) টাকা ১,৫৭,২০০.০০ প্রাপ্য। অতএব, এক্ষেত্রে তিনি (টাকা ৬,৮০,৮৫০-১,৫৭,২০০.০০) টাকা ৫,২৩,৬৫০.০০ টাকা অতিরিক্ত গ্রহণ করেছেন মর্মে বিবেচিত। যেহেতু বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করা হয়েছে, সুতরাং দেশীয় মুদ্রায়ই গৃহিত অগ্রিম ফেরত দিতে হবে, নতুবা অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১ (১০০০) সংখ্যক স্মারকের ২৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হারে দেড়গুণ হিসাবে ফেরতযোগ্য। অর্থাৎ তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্যঃ

১.	টার্মিনাল চার্জ ও ট্রানজিট	টাকা	১৪,৯৫২.০০
২.	পকেট ভাতা	টাকা	১,৪৪,০০০.০০
৩.	শীপ ফ্রেইট	টাকা	৫,২৩,৬৫০.০০
		মোট **টাকা**	**৬,৮২,৬০২.০০**

অনুচ্ছেদ-০৪

পরিশিষ্ট-০৪ (৩২)

এপি নং-১৪৫০১ (আপত্তি-১৭৮)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

কানাডায় বিএ-৬৯১৪ মেজর মেহেদী হাসান রাসেল গেস্ট ইনস্ট্রাকটর হিসাবে কর্মকাল উপলক্ষ্যে প্রাপ্যতা বহির্ভূত আর্থিক সুবিধা গ্রহণ টাকা ১৩,১৮,৮৮২।

এএফডি এর ১২.০৬.২০১৩ খ্রিঃ তারিখের কানাডা/১৪১৭ সংখ্যক পত্রে ২৫.০৮.২০১৩ হতে ১৭.১২.২০১৩ তারিখ পর্যন্ত কানাডার Aldershot, Nova Scotia-এ অনুষ্ঠিত Junior Command and Staff Course-এ Guest Instructor হিসাবে অংশগ্রহণের জন্য শিরোনামভুক্ত সেনা কর্মকর্তাকে অনুমোদন দেয়া হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে আয়োজক সংস্থা বিমান ভাড়া, থাকা, খাওয়া ও দৈনিক ভাতা প্রদান করে। এমতাবস্থায় নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

(১) **ট্রানজিট ও টার্মিনাল চার্জঃ** আয়োজক সংস্থা থেকে কি কি খাতে কত পরিমাণ অর্থ পাওয়া গেছে বিলের সাথে তার বিস্তারিত তথ্য না থাকলেও উক্ত কোর্সে অংশগ্রহণকারী বিএ-৬৯১৫ মেজর আবু মোঃ শাহনুর শাওনের বিলের সাথে (আপত্তি-177) সংযুক্ত কাগজপত্র হতে দেখা গেছে ট্রাভেল এ্যালাউন্স বাবদ ৫০ ডলার নগদে প্রদান করা হয়েছে। আলোচ্য ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে বলে প্রতীয়মান। অতএব, অর্থ মন্ত্রণালয়ের বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা বিষয়ক ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদ ১৩(ঘ)১ অনুযায়ী ট্রানজিট ও টার্মিনাল চার্জ প্রাপ্য না হওয়া সত্ত্বেও মাঃ ডঃ ৩৫.৬০+মাঃ ডঃ ৮৯.০০=মাঃ ডঃ ১২৪.৬০ গ্রহণ করা হয়েছে। যা দেশীয় মুদ্রায় ফেরত দেয়া হলে টাকা ১৪,৯৫২ (১২৪.৬০×৮০×১.৫ গুণ) আদায়যোগ্য।

(২) **পকেট ভাতাঃ** থাকা,খাওয়া ও ইনসিডেন্ডাল চার্জ মেটানোর জন্য দৈনিক ভাতা প্রদানের পরিমাণ জানা না গেলেও যেহেতু আয়োজক সংস্থা কর্তৃক দৈনিক ভাতা নগদে প্রদান করা হয়েছে সেহেতু অর্থ মন্ত্রণালয়ের পূর্বে বর্ণিত স্মারকের অনুচ্ছেদ-১১ মোতাবেক কোন পকেটভাতা প্রাপ্য না হওয়া সত্ত্বেও মাঃ ডঃ ৫২০৬.৫০ পকেট ভাতা গ্রহণ করা হয়েছে যা দেশীয় মুদ্রায় ফেরত দেয়া হলে টাকা ৬,২৪,৭৮০.০০ (৫২০৬.৫০×৮০×১.৫ গুণ)

(৩) **শীপ ফ্রেইটঃ** বর্ণিত কোর্সের জন্য জুনিয়র ইনস্ট্রাকটর হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল এবং এর জন্য যাবতীয় ব্যয় আয়োজক সংস্থা বহন করেছে। অতএব, এক্ষেত্রে ২০০ কেজি ব্যক্তিগত মালামাল সমুদ্র পথে আনয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার থেকে খরচ প্রাপ্য নয়। অর্থাৎ টাকা ৬,৭৯,১৫০.০০ প্রাপ্যতা বহির্ভূত হয়েছে। উল্লেখ্য বিলের সাথে কানাডার বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কাগজ, বাংলাদেশ ঢাকা বিমানবন্দরের দাখিলযোগ্য লাগেজ ডিক্লারেশনের কপি ইত্যাদি মৌলিক কোন দলিলাদি বিলের সাথে নাই। এছাড়া চট্টগ্রাম বন্দরের কথিত জেটি চালান ও শেড বিলে জনাব স্বপন চন্দ্র শীল নামক সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তার যে স্বাক্ষর তা অন্যান্য বিলের সাথে দাখিলকৃত কাগজ পত্রের স্বাক্ষরের সাথে মিল নাই। সুতরাং এই বিলের সাথে দাখিলকৃত কাগজ পত্রের সঠিকতা প্রমাণিত নয়। আরও উল্লেখ্য যে, বিমানে অতিরিক্ত লাগেজ পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রতি কেজি টাকা ৭৮৬.০০ পরিবহন ব্যয় নেয়া হয়েছে। এছাড়া Globe নামক প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত মূল্যে ওশেন ফ্রেইট মাঃ ডঃ ১৮০.০০ উল্লেখ রয়েছে। এর বাইরে অন্যান্য চার্জ প্রাপ্য নয়। সুতরাং মালামাল আণয়ন করা হয়ে থাকলে এবং সকাল কাগজপত্র যথাযথভাবে দাখিল করা যদি সম্ভবও হয় তবুও প্রতি কেজি টাকা ৭৮৬.০০ হিসাবে ২০০ কেজির জন্য (২০০×৭৮৬) টাকা ১,৫৭,২০০.০০ এর বেশী প্রাপ্য হতো না। যাহোক তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্য অর্থের পরিমানঃ

১.	টার্মিনাল চার্জ ও ট্রানজিট	টাকা	১৪,৯৫২.০০
২.	পকেট ভাতা	টাকা	৬,২৪,৭৮০.০০
৩.	শীপ ফ্রেইট	টাকা	৬,৭৯,১৫০.০০
		টাকা	**১৩,১৮,৮৮২.০০**

অনুচ্ছেদ-০৪

পরিশিষ্ট-০৪ (৩৩)

এপি নং-১৪৫০২ (আপত্তি-১৭৯)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

চীনে কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে বিএ-৬৩০২ মেজর সৈয়দ মোঃ আব্দুল্লাহ জুনায়েদ কর্তৃক যথাযথ কাগজপত্র ছাড়াই শীপ ফ্রেইট গ্রহণ টাকা ৪,১২,৫০০।

এএফডি এর ০১.০৮.২০১২ তারিখের ৬০২০/টি/আর্মি/চী/১৭১০ সংখ্যক অফিস আদেশের প্রেক্ষিতে চীনে ০১.০৯. ২০১২ হতে ৩০.০১.২০১৩ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত Motorized Infantry Company Commander Course এ অংশগ্রহণকারী শিরোনামভুক্ত সেনা কর্মকর্তা কর্তৃক ২০০ কেজি ব্যক্তিগত মালামাল সমুদ্র পথে পরিবহন বাবদ প্রতি কেজি মাঃ ডঃ ২৫.০০ হিসাবে মাঃ ডঃ ৫০০০ সমান টাকা ৪,১২,৫০০.০০ গ্রহণ করেন। কিন্তু শীপ ফ্রেইটের সমর্থনে যথাযথ কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। যেমনঃ

(১) যে 3টি কোটেশন দাখিল করেছেন তার মধ্যে Jiangsu ZH ong Cheng International Logistics Co. (China) Ltd. নামক প্রতিষ্ঠানের কোটেশন গারো সবুজ, Shanghi Asian Development International Transtport Pudong Co. Ltd. নামক প্রতিষ্ঠানের কোটেশন হলুদ রংয়ের এবং Nanjing Zin Gang Fubao Transpotation Co. Ltd. নামক প্রতিষ্ঠানের কোটেশন হাল্কা সবুজ কাগজে দাখিল করা। এই কোটেশন ৩টি বানানো (manufactured)। আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠানের কোটেশন এরকম হয় না।

(২) একই বিল অব ল্যাডিং নং-COLU ২৫৩১১৫৬৮৮০ এর মাধ্যমে চীনে ০১.০৯.২০১৩ হতে ৩০.০১.২০১৪ পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত Quarter Master Officers' Advanced Course-এ অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা বিএ-৭২২৮ ক্যাপ্টেন মোঃ আরিফুল ইসলামও ২০০ কেজি মালামাল আণয়ন করেন মর্মে দেখা যায়। একই বিল অব ল্যাডিং দ্বারা ২ জন কর্মকর্তা একজন জানুয়ারী/২০১৩ মাসে অন্যজন জানুয়ারী/২০১৪ মাসে সমুদ্র পথে মালামাল কিভাবে পরিবহন করতে পারেন তা বোধগম্য নয়। তবে ক্যাপ্টেন আরিফুলের বিলের সাথে সংযুক্ত বিল অব ল্যাডিং এ পণ্যের পরিমাণ ৩৬০ কেজি ও কার্টুনের (প্যাকেটের) পরিমাণ 138টি উল্লেখ রয়েছে। প্রতীয়মান একই বিল অব ল্যাডিং এর মাধ্যমে একাধিক কর্মকর্তা ব্যক্তিগত মালামাল আণয়ন করেন। তবে তাদের দাবীকৃত প্রতি কেজি মাঃ ডঃ ২৫.০০ করে ৩৬০০ কেজির একটি কন্টেনারের ভাড়া হয় মাঃ ডঃ ৯০,০০০ বা টাকা ৭২,০৯,০০০ যা অবিশ্বাস্য। সাধারনতঃ চীন থেকে ২০ ফুট কন্টেইনারের ভাড়া মাঃ ডঃ ৩০০০ হতে ৩৫০০। অতএব, প্রতি কেজির ভাড়া হয় প্রায় ১ ডলারের বেশী নয়। এই হিসাবে তাঁর প্রাপ্য হয় ২০০ কেজির জন্য ২০০ ডলার। অর্থাৎ অতিরিক্ত গ্রহণ মাঃ ডঃ ৪৮০০ (৫০০০-২০০) সমপরিমাণ টাকা ৩,৯৬,০০০.০০। কিন্তু তিনি আসল/প্রকৃত কাগজপত্র দাখিল না করায় বরং বানানো কাগজপত্র দাখিল করায় তাকে পরিশোধিত সমুদয় অর্থ **৪,১২,৫০০.০০** টাকা আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ-০৪

পরিশিষ্ট-০৪ (৩৪)

এপি নং-১৪৫০৬; (আপত্তি-১৮৬)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

বিএ-৬৯১৩ ক্যাপ্টেন গোলাম তৌহিদ আল কিবরিয়া কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্র সফর উপলক্ষ্যে প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে পকেট ভাতা গ্রহণ টাকা ৯,৯৯,৭০২।

এএফডি এর ০৪.১২.২০১২ তারিখের ২৬৬৫ সংখ্যক পত্র এবং সেনাসদরের ০৩.০১.২০১৩ খ্রিঃ তারিখের আর্থিক প্রাপ্যতার প্রেক্ষিতে Maneuver Captains Career Course-এ অংশগ্রহনের জন্য বিএ-৬৯১৩ ক্যাপ্টেন গোলাম তৌহিদ আল কিবরিয়া পদাতিক-কে ২১.০১.২০১৩ হতে ০৬.০৮.২০১৩ তারিখ পর্যন্ত (যাতায়াত সময় ব্যতীত) যুক্তরাষ্ট্রে গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়। তাঁর বিলে নিম্নোক্ত অসংগতি লক্ষ্য করা যায়ঃ

যুক্তরাষ্ট্র আলোচ্য কোর্সের জন্য বিমান ভাড়া, ট্যাক্স, প্রশিক্ষণ ফি, থাকা, চিকিৎসা এবং খাবার বাবদ দৈনিক ভাতা বাবদ মাঃ ডঃ ১৬৫×২৫%=মাঃ ডঃ ৪১.২৫×১৯৮দিন=মাঃ ডঃ ৮১৬৭.৫০ প্রদান করেন। এই সমস্ত ব্যয় বহন ও দৈনিক ভাতা প্রদান করার কারণে পকেট ভাতা প্রাপ্য নয়। পকেট ভাতা বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করা হয়েছে বিধায় উহা মার্কিন ডলারেই ফেরতযোগ্য। নতুবা অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক পত্রের অনুচ্ছেদ-২৫ অনুযায়ী দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হার এবং এর দেড় গুণ (মাঃ ডঃ ৮১৬৭.৫০×টাকা ৮১.৬০×১.৫) = টাকা **৯,৯৯,৭০২** আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ-০৪

পরিশিষ্ট-০৪ (৩৫)

এপি নং-১৪৫০৭; (আপত্তি-১৮৭)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

বিএ-৬০৯১ মেজর মোহাম্মদ ফয়সাল আহাম্মদ ভুঁইয়া কর্তৃক পাকিস্তানে কোর্স উপলক্ষ্যে অনিয়মিতভাবে দৈনিক খরচ ও পকেট ভাতা গ্রহণ টাকা ২,০৪,১৪৫।

এএফডি এর ০৮.০৩.২০১৫ তারিখের .পাকিস্তান.৮১৯ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে ১৬.০২.২০১৫ হতে ০৩.০৪.২০১৫ পর্যন্ত সময়ে Centre for International Peace and Stability, Islamabad-পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত UN Military Observer Course-এ অংশগ্রহণের জন্য অনুমোদন প্রদান করা হয়। সেনাসদরের আর্থিক প্রাপ্যতা আদেশে উল্লেখ করা হয় যে, পাকিস্তান সরকার শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ ফি খরচ বহন করবে এবং বাংলাদেশ সরকার বিমানভাড়া এবং উল্লিখিত সময়ের জন্য থাকা-খাওয়া, চিকিৎসা, অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ভাড়া, অফিসিয়াল ভিজিট এবং অন্যান্য ব্যয় বাবদ দৈনিক ১০০.০০ ইউএস ডলার এবং সর্বসাকুল্য ভাতার ২৫% পকেটভাতা, ট্রানজিট, টার্মিনাল ও অন্যান্য ব্যয় বহন করবে। ভ্রমণভাতার বিলে দেখা যায় যে, বর্ণিত সময়ের জন্য দৈনিক ১০০.০০ মার্কিন ডলার ও পকেটভাতা হিসাবে দৈনিক ৩৭.৭৫ (১৫১×২৫%) মোট ১৩৭.৭৫ মার্কিন ডলার গ্রহণ করা হয়। দৈনিক ১০০ ডলার ও পকেটভাতা হিসাবে সর্বসাকুল্য ভাতার ২৫% কোন বিধি বা আদেশের/নির্দেশের আলোকে প্রদান করা হলো তা নিরীক্ষায় স্পষ্ট নয়। এএফডি এর ০৫.০৯.১৯৯৪ তারিখের ২২০৭/টি সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদ ১-ক১ (ক) অনুযায়ী প্রশিক্ষণ সময় ৬ মাসের নিম্নে বিধায় দৈনিক সর্বসাকুল্য ভাতার ৮৫% অর্থাৎ (১৫১×৮৫%) মাঃ ডঃ ১২৮.৩৫ প্রাপ্য। তবে অফার লেটার না থাকায় সেনাসদরের আর্থিক প্রাপ্যতা প্রদান আদেশে বর্ণিত কিংবা সর্বসাকুল্য ভাতার ৮৫% আর্থিক সুবিধা প্রাপ্য কিনা তাও যাচাই করা সম্ভব হলো না। যথাযথ অফার লেটার না থাকায় আলোচ্য কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহিত আর্থিক সুবিধা বিশেষ করে দৈনিক ১০০ মাঃ ডঃ হিসাবে ১৯ দিনের জন্য ১,৪৮,২০০ (১০০×৭৮×১৯) টাকা ও পকেটভাতা হিসাবে ৫৫,৯৪৫ (১৫১×২৫%×৭৮×১৯) মোট টাকা **২,০৪,১৪৫.০০** অনিয়মিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ-০৪

পরিশিষ্ট-০৪ (৩৬)

এপি নং-১৪৫২২ (আপত্তি-২০৩)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

যুক্তরাজ্যে কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে প্রাপ্যের অতিরিক্ত শীপ ফ্রেইট এবং পকেট ভাতা বাবদ অর্থ গ্রহণ মাঃ ডঃ ২২,৫৫২.৬০ অথবা টাকা ২৬,৯৬,১৬৩ আদায়যোগ্য।

এএফডি এর ১৪.০৪.২০১৩ তারিখের স্মারক নম্বর যথাক্রমে যুক্তরাজ্য/ ৯০৬ এবং ১৩১৫ অনুযায়ী বিএ-৪১১৭ লেঃ কর্ণেল মোঃ মাসুদুর রহমান, পিএসসি, পদাতিক যুক্তরাজ্যে ০৫.০৮.২০১৩ হতে ১৭.০৭.২০১৪ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত Advanced Command Staff Course-এ অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে স্ত্রী ও ২ সন্তানসহ যুক্তরাজ্যে অবস্থান করেন। যুক্তরাজ্য সরকার নিজের, স্ত্রীর ও ২ সন্তানের জন্য বিমান ভাড়া, থাকা ও খাওয়ার খরচ বহন করে। তথাপি তিনি ভ্রমণ ভাতা বিলের মাধ্যমে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে প্রাপ্যের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করেনঃ

(১) **শীপ ফ্রেইটঃ** পিআর(পি) ৩৮২ এবং এএফডি কর্তৃক জারিকৃত ০৫.০৯.১৯৯৪ তারিখের ২২০৭/টি সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদ ঠ(২) অনুযায়ী কেবলমাত্র সরকারী খরচে বিদেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালামাল সমুদ্র পথে ফেরৎ পথে পরিবহন বাবদ ব্যয় প্রাপ্য। আলোচ্য কর্মকর্তার নিজের ও পরিবারের সদস্যদের বিমান ভাড়া, থাকা-খাওয়া যাবতীয় ব্যয় যুক্তরাজ্য সরকার বহন করায় এবং বাংলাদেশ সরকার ব্যয় বহন না করায় তার গৃহিত শীপ ফ্রেইট বিধি-বহির্ভূত হয়েছে। উল্লেখ, প্রাপ্যতা যদি বিধি-বিধান দ্বারা প্রতিষ্ঠিতও হতো তবুও তিনি আলোচ্য শীপ ফ্রেইট প্রাপ্য হতেন না। কারণ তাঁর দাখিলকৃত কাগজপত্র যথাযথ নয়। যেমন-কোটেশনসমূহ প্রকৃত কোটেশন নয়। কম্পিউটারে টাইপ করে সাদা কাগজে প্রিন্ট করে দাখিল করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরের জেটি চালান ও সেড বিলে সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা স্বপন চন্দ্র শীলের স্বাক্ষর অন্যান্যদের বিলের সাথে সংযুক্ত কাগজ পত্রের স্বাক্ষরের সাথে অমিল রয়েছে। এছাড়া যুক্তরাজ্য সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কাস্টমস কর্তৃক এবং ঢাকা বিমান বন্দরে দাখিলযোগ্য লাগেজ ডিক্লারেশন ইত্যাদি ডক্যুমেন্টের কোন কপি বিলের সাথে নেই। ফলে এ বাবদ গৃহিত মাঃ ডঃ ১১,৪৬৩.২০ আদায়যোগ্য।

(২) **পকেট ভাতাঃ** আলোচ্য সফরের জন্য যুক্তরাজ্য সরকারের অফার লেটারের কপি বিলের সাথে সংযুক্ত না থাকায় যুক্তরাজ্য সরকার হতে কী কী সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ চিত্র জানা না গেলেও প্রতীয়মান হয় যে, যাবতীয় ব্যয় বহন করেছে। সুতরাং পকেট ভাতা বাবদ মাঃ ডঃ১১,০৮৯.৪০ প্রদান যথাযথ হয়নি। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের জারিকৃত বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা সম্পর্কিত ২২১(১০০০) অফিস স্মারকের অনুচ্ছেদ ২৫ অনুযায়ী পকেট ভাতা হিসাবে প্রদত্ত মাঃ ডঃ ২২,৫৫২.৬০ (১১,৪৬৩.২০+ ১১,০৮৯.৪০) বৈদেশিক মুদ্রাতেই ফেরতযোগ্য। তা না হলে বাংলাদেশী মুদ্রায় দেড় গুণ হারে টাকা ২৬,৯৬,১৬৩.৩৩ (২২,৫৫২.৬০ ×৭৯.৭০×১.৫) ফেরতযোগ্য।

অনুচ্ছেদ-০৪

পরিশিষ্ট-০৪ (৩৭)

এপি নং-১৪৫২৯ (আপত্তি-২০৫)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

শ্রীলংকাতে Invitation For Exercise Cormorant Strike-2015 তে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ৫ দিনের বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য সুবিধা গ্রহণ করায় অতিরিক্ত পরিশোধ টাকা ১,৫৪,৯০৮।

এএফডি এর ১৯.০৮.২০১৫ তারিখের শ্রীলংকা.৩৬৬৫ সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত সেনাসদস্যগণ ০৩.০৯.২০১৫ হতে ২৩.০৯.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত শ্রীলংকাতে অনুষ্ঠিত শিরোনামভুক্ত প্রশিক্ষণে (Exercise) অংশগ্রহণ করেনঃ

১. বিএ-৫০৩৮ লেফটেন্যান্ট কর্ণেল মোঃ বশিরুল হক,পদাতিক।

২. বিএ-৬৩৬৪ মেজর মোস্তফা আরিফ-উর-রহমান খান, পদাতিক।

১ নং ক্রমিকের সেনা কর্মকর্তার ভ্রমণ ভাতার বিল যাচাই করে দেখা যায় যে, আলোচ্য ক্ষেত্রে শ্রীলংকা সরকার শ্রীলংকাতে অবস্থানকালীন সময়ের জন্য থাকা, খাওয়াসহ অন্যান্য খরচ বহন করে। ফ্লাইট সিডিউল অনুযায়ী শ্রীলংকাতে ০১.০৯.২০১৫ তারিখ অপরাহ্ন ৩:১০ ঘটিকায় পৌছে এবং ২৫.০৯.২০১৫ তারিখ শ্রীলংকা হতে সকাল ০৭:৩৫ ঘটিকায় ফেরত যাত্রা করে। ০২.০৯.২০১৫ ও ২৩.০৯.২০১৫, ২৪.০৯.২০১৫ ও ২৫.০৯.২০১৫ তারিখের জন্য শ্রীলংকা সরকার কর্তৃক থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা না করা সংক্রান্ত কোন প্রত্যয়নপত্র নাই। প্রতিদিনই ঢাকা-কলম্বো ও কলম্বো-ঢাকা বিমান যাওয়া আসা করা সত্বেও কেন ০২.০৯.২০১৫ তারিখ শ্রীলংকা যাওয়ার এবং ২৩.০৯.২০১৫ তারিখ শ্রীলংকা থেকে ফেরত আসার বিমান টিকিট ক্রয় করা হয় নাই তার কোন ব্যাখ্যাও নাই। শুধুমাত্র ফ্লাইট সিডিউল অনুযায়ী গন্তব্যস্থলে অতিরিক্ত দিন অবস্থান করলেই তাকে বাধ্যতামূলক/অনিবার্য কারণবশতঃ এবং সরকারি কার্যসম্পাদনের জন্য অবস্থান বলে গণ্য করার সুযোগ নাই। বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য আর্থিক প্রাপ্যতা আদেশ সেনাসদর থেকে প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে দেশে ফেরত আসার পর ২৯.০৯.২০১৫ তারিখ জারি করা হয়েছে। কিন্তু টিকিট ক্রয় করা হয়েছে যাত্রার অনেক পূর্বেই। অথচ ঐ ফ্লাইট সিডিউল বা বাধ্যতামূলক অবস্থানে বিষয়ে জিও জারির পূর্বে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয় নাই। অনিবার্য কারণবশতঃ কোন দিনের টিকিট না পাওয়া গেলে এয়ারলাইন্স থেকে তার ব্যাখ্যা/ স্পষ্টীকরণ থাকে। আলোচ্য ক্ষেত্রে তা নাই। সুতরাং প্রতীয়মান হয় যে, নিজ ইচ্ছামত ০১.০৯.২০১৫ তারিখ যাওয়া ও ২৫.০৯.২০১৫ তারিখ ফেরার জন্য বিমান টিকেট ক্রয় করা হয়েছিল। এহেন কারণে বাধ্যতামূলক অবস্থান গণ্য করে দৈনিক ভাতা প্রদান আর্থিক বিধি-বিধানের পরিপন্থী। উল্লেখ্য, যথাযথ ব্যাখ্যা থাকলেও ০১.০৯.২০১৫ ও ০২.০৯.২০১৫ তারিখ বাধ্যতামূলক অবস্থান গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ শ্রীলংকার Commander of the Sri Lanka Army এর ১০.০৪.২০১৫ তারিখের আমন্ত্রণপত্র হতে দেখা যায় যে, ১০.০৯.২০১৫ হতে ২৫.০৯.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত কোর্সের জন্য কলম্বোতে ০২ দিন পূর্বে ০৮.০৯.২০১৫ তারিখে গমণের পরামর্শ ছিল এবং ২ দিন পূর্বে পৌছার ক্ষেত্রেও শ্রীলংকা সরকার থাকা, খাওয়া ও অভ্যন্তরীণ যাতায়াত এর ব্যবস্থা করবে। আলোচ্য ক্ষেত্রেও কোর্স ১০.০৯.২০১৫ তারিখের পরিবর্তে ০৩.০৯.২০১৫ তারিখ শুরু হওয়ায় ২ দিন পূর্বে ০১.০৯.২০১৫ তারিখ কলম্বোতে পৌছালেও পৌছানোর পর হতে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা শ্রীলংকা সরকার করেছে বলে প্রতীয়মান। ফেরত যাত্রার ক্ষেত্রেও একইরূপ অবস্থা ধরে নেয়া যায়। তারপরেও কোর্স শুরু হওয়ার পূর্বদিন এবং শেষ হওয়ার পর দিন বাধ্যতামূলক অবস্থান কোনভাবেই গণ্য নয়। গণ্য যদিও হতোও তবে ০১.০৯.২০১৫ ও ২৪.০৯.২০১৫ তারিখ ২ দিন মাত্র গণ্য হতো। যাহোক সার্বিক পর্যালোচনায় আলোচ্য ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক অবস্থানের কোন ঘটনা গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় এ বাবদ গৃহিত সমুদয় অর্থ আদায়যোগ্য। তবে ০১.০৯.২০১৫ হতে ২৪.০৯.২০১৫ পর্যন্ত ২৪ দিনের জন্য পকেট ভাতা প্রাপ্য, ২০ দিনের প্রদান করা হয়েছে, আরো ৪ দিনের পকেট ভাতা প্রাপ্য। অতএব, এক্ষেত্রে অতিরিক্ত গ্রহণের পরিমাণঃ

গ্রহণ	প্রাপ্য	অতিরিক্ত
৫ দিনের বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য গ্রহণ মাঃ ডঃ ২৪২×৫দিন=মাঃ ডঃ১২১০	বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য দৈনিক ভাতা প্রাপ্য নয়। তবে আরো ৪ দিনের পকেট ভাতা প্রাপ্য। যেমনঃ মাঃ ডঃ ১৩৭×৪দিন = মাঃ ডঃ ৫৪৮ ।	মাঃ ডঃ ৬৬২

দৈনিক ভাতা মার্কিন ডলারে গ্রহণ বিধায় উহা মার্কিন ডলারেই ফেরতযোগ্য। নতুবা অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১ (১০০০) সংখ্যক পত্রের অনুচ্ছেদ নং-২৫ অনুসারে বর্তমান বিনিময় হার এবং এর দেড় গুণ (মাঃ ডঃ ৬৬২×টাকা ৭৮×১.৫ গুণ)=টাকা ৭৭,৪৫৪.০০ আদায়যোগ্য।

অন্য কর্মকর্তার ক্ষেত্রে ও একইরূপ অবস্থা হেতু ক্রমিক ১ ও ২ এর ক্ষেত্রে ২ জনের নিকট হতে মোট আদায়যোগ্য টাকা ৭৭,৪৫৪.০০×২=**টাকা ১,৫৪,৯০৮**।

অনুচ্ছেদ-০৪

পরিশিষ্ট-০৪ (৩৮)

এপি নং-১৪৫৩৩ (আপত্তি-২১৬)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

ক্লিনিক্যাল ফেলোশীপ কে প্রশিক্ষণ গণ্য করে পকেট ভাতা গ্রহণ করায় অনিয়মিত ব্যয় টাকা টাকা ৯,৩৯,৩৫৫।

এএফডি এর ২৯/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের সিংগাপুর ৩৯৭৯ সংখ্যক আদেশে সিংগাপুর জেনারেল হসপিটালে ২৬/২/১৫ হতে ২৫/৮/২০১৫ পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত "Clinical Fellowship Attachment in the Department of Plastic and Reconstructive Surgery" কে প্রশিক্ষণ গণ্য করে বিএসএম ১০১৫৬৭ মেজর সৈয়দা আসমিমা শশী কে পকেট ভাতা মঞ্জুর করা হলে তিনি ১৮১ দিনের জন্য মাঃ ডঃ ৮০৫৪.৫০ = টাকা ৬,২৬,২৩৭.০০ উত্তোলন করেন। ফেলোশীপ একটি ডিগ্রী, সুতরাং সাধারণভাবে তা প্রশিক্ষণের আওতায় পড়ে না। কোন্ বিধি বলে তা প্রশিক্ষণ তার কোন কাগজপত্র বিলের সাথে নাই। ২৫% পকেট ভাতা হতে প্রতীয়মান হয় আয়োজক প্রতিষ্ঠান থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু আয়োজক প্রতিষ্ঠান কোন্ কোন্ ব্যয় কীভাবে (নগদে কিনা) বহন করেছে অফার লেটারসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য কোন কাগজপত্রও বিলের সাথে না থাকায় ২৫% পকেট ভাতা প্রাপ্যতার যথার্থতা নিশ্চিত হওয়া গেল না। তাই এ বাবদ পরিশোধিত অর্থ অনিয়মিত।

উল্লেখ্য, বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করা হয়েছে বিধায় চূড়ান্তভাবে প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে গণ্য হলে অতিরিক্ত গৃহিত বৈদেশিক মুদ্রাতে মাঃ ডঃ ৮০৫৪.৫০ ফেরতযোগ্য। নতুবা দেশীয় মুদ্রায় টাকা ৬,২৬,২৩৭.০০ বিনিময় হারের ১.৫ গুণ হিসাবে (৬,২৬,২৩৭×১.৫গুণ) **টাকা ৯,৩৯,৩৫৫** ফেরতযোগ্য।

অনুচ্ছেদ-০৪

পরিশিষ্ট-০৪ (৩৯)

এপি নং-১৪৫৫৩ (আপত্তি-০৮)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

চীনে বিএ-৫০৫৬ লেঃ কঃ মুহম্মদ জাহেদ কামাল কর্তৃক বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলে পকেট ভাতা প্রাপ্যতার অধিক গ্রহণ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৯৪,৭০৮ টাকা।

এএফডি এর পত্র নং-০৬.০০. ০০০০.০০৯.২০.০০১.১৪.চীন.২৪৬৪ তারিখ ২১.০৮.২০১৪ সংখ্যক সরকারি আদেশ অনুযায়ী বিএ-৫০৫৬, লেঃ কঃ মুহম্মদ জাহেদ কামাল, পিএসসি, আর্টিলারী সহ ৭ জন, ০১.০৯.২০১৪ হতে ৩০.১১.২০১৪ পর্যন্ত চায়নাতে অনুষ্ঠিত Aritillary Battalion Commanders' Course, Nanjing Artillery Academy-তে ১২.০৯.২০১৪ খ্রিঃ যোগদান করায় ১২.০৯.২০১৪ তারিখ হতে ২৭.১২.২০১৪ তারিখ পর্যন্ত মোট ১০৭ দিন এবং এজন্য তিনি পকেট ভাতা বাবদ ১৭৮×২৫%= (মাঃ ডঃ ৪৪.৫০×১০৭ দিন) মাঃ ডঃ ৪,৭৬১.৫০ প্রাপ্য। কিন্তু তিনি গ্রহণ করেছেন (মাঃ ডঃ ৪৪.৫০×১১০ দিন) মাঃ ডঃ ৪,৮৯৫.০০। অর্থাৎ ৩ (তিন) দিনের অতিরিক্ত গ্রহণ ১৩৩.৫০ মাঃ ডঃ। এছাড়াও চীন সরকার এই পর্যায়ের কর্মকর্তার ক্ষেত্রে অন্যান্য ভাতা মাসিক ১০০০ আরএমবি দিয়ে থাকে যা পকেট ভাতা থেকে সমন্বয়যোগ্য। আলোচ্য ৪ মাসে ৪০০০ আরএমবি (৪০০০÷৬.১০) মাঃ ডঃ ৬৫৫.৭৪ পকেট ভাতার সাথে সমন্বয় করা হয় নাই। এই ক্ষেত্রে মোট অতিরিক্ত গ্রহণ (৩দিনের পকেট ভাতা মাঃ ডঃ ১৩৩.৫+চীন থেকে প্রাপ্ত বিবিধভাতা মাঃ ডঃ ৬৫৫.৭৪) মাঃ ডঃ ৭৮৯.২৪ যা বৈদেশিক মুদ্রাতেই কিংবা দেশীয় মুদ্রায় (৭৮৯.২৪×৮০.০০×১.৫) টাকা **৯৪,৭০৮.০০ ফেরতযোগ্য।** বিলের সাথে বিমান আইটিনারী পাওয়া যায়নি। তাছাড়া কোর্স শুরু হয়েছে ০১.০৯.২০১৪ তারিখে কিন্তু তিনি কোন বিমান টিকেট না পাওয়ায় ১১.০৯.২০১৪ তারিখ বাংলাদেশ হতে চীন রওয়ানা হন মর্মে সাদা কাগজে একটি প্রত্যয়ন প্রদান করেন। কোর্সে তার বিলম্বে যোগদানের বিষয়ে কোন অনুমোদন পাওয়া যায়নি।

অনুচ্ছেদ-০৪

পরিশিষ্ট-০৪ (৪০)

এপি নং-১৪৫৬২ (আপত্তি-৬৯)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

Govt to Govt চুক্তির আওতায় এপিসি ও বিটিআর-৮০ ও এআরভি এন্ড এপিসি এ্যাম্বুলেন্স এর স্তর পরিদর্শন উপলক্ষ্যে ৪ জন কর্মকর্তা কর্তৃক ১ দিনের হোটেল ভাড়া এবং অতিরিক্ত পকেট ভাতা গ্রহণ করায় টাকা ১,৯২,৪৯৯ আদায়যোগ্য।

এএফডি'র ১১.০২.২০১৩ তারিখের ৪২৮ সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণ বিষয়োক্ত পরিদর্শনে ০১.০৩.২০১৩ হতে ৩০.০৩.২০১৩ বা যাত্রার তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের জন্য ভ্রমণ করেন।

ক. বিএ-৪০৬৬ লেঃ কর্ণেল মোঃ জাহেদুর রহমান, বীর

খ. বিএ-৪১৭৬ লেঃ কর্ণেল স.ম. আখতারুজ্জামান,অর্ডন্যান্স

গ. বিএ-৩৯৭৫ মেজর মোঃ কবিরুল ইসলাম, ইএমই

ঘ. বিএ-৫৯০০ মেজর কাজী আইয়ুব আলী, ইএমই

বিএ-৫৯০০ মেজর কাজী আইয়ুব আলীর ভ্রমণ ভাতার বিল যাচাই করে দেখা যায় যে, ফ্লাইট আইটিনারী অনুযায়ী বিমানযোগে ০২.০৩.২০১৩ তারিখ দিবাগত রাত ২৩.০৫ ঘটিকায় মস্কো আগমন হয় এবং ০৪.০৪.২০১৩ তারিখ ০১:০০ ঘটিকায় (০৩.০৪.২০৩ তারিখ দিবাগত রাত ০১:০০ ঘটিকায়) মস্কো থেকে যাত্রা করা হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে অবস্থান সময়ের জন্য আবাসন ও আহার বাবদ ব্যয় রাশিয়া বহন করেছে। ০২.০৩.২০১৩ তারিখ, ০৩.০৩.২০১৩ এবং ০৪.০৪.২০১৩ তারিখ রাশিয়া আবাসন ও আহারের ব্যবস্থা করে নাই এমন কোন কর্তৃপক্ষীয় প্রত্যয়ন নাই। এছাড়া উক্ত তারিখসমূহে বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ভাতা প্রাপ্যতার কোন মঞ্জুরীপত্রও নাই। সুতরাং ০২.০৩.২০১৩ ও ০৩.০৩.২০১৩ তারিখের এবং ০৪.০৪.২০১৩ তারিখের জন্য ০৩ (তিন) দিনের হোটেল ভাড়া গ্রহণ বিধিসম্মত হয় নাই। উক্ত দিনসমূহের জন্য রাশিয়া সরকার আবাসন ও আহারের ব্যবস্থা না করা সম্পর্কিত প্রত্যয়ন এবং হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ভাতা প্রদানের জন্য সেনাসদরের মঞ্জুরী যদি থাকতো তবুও ০২.০৩.২০১৩ হতে ০৩.০৪.২০১৩ পর্যন্ত (০৪.০৪.২০১৩ বাদ যাবে কারণ ০৩.০৪.২০১৩ তারিখ দিবাগত রাত ০১:০০ ঘটিকায় প্রস্থান এবং ঐ দিনের রাতের জন্য পকেট ভাতা প্রদত্ত) মোট ৩৩ দিন হয় এবং ০৪.০৩.২০১৩ হতে ০৩.০৪.২০১৩ পর্যন্ত ৩১ দিনের পকেট ভাতা প্রদত্ত হওয়ায় ০২.০৩.২০১৩ এবং ০৩.০৩.২০১৩ তারিখে বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য হোটেল ভাড়া ভিত্তিক ভাতা প্রদান/গ্রহণ গ্রহণযোগ্য হতে পারতো। কিন্তু ০৩.০৪.২০১৩ তারিখের জন্য হোটেল ভাড়াভিত্তিক ভাতা কোনভাবেই প্রাপ্য নয়। সুতরাং প্রত্যেকে ০১ দিনের অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা বাবদ (১×মাঃ ডঃ ৩৩৭) মাঃ ডঃ ৩৩৭ গ্রহণ করেছেন।

অপরদিকে আলোচ্য সফরের উদ্দেশ্য পরিদর্শন, প্রশিক্ষণ নয়। সুতরাং বিদেশ ভ্রমণকালে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রাপ্য ভ্রমণভাতা ও অন্যান্য সুবিধা সম্বলিত অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের স্মারকের অনুচ্ছেদ ৭(খ) অনুযায়ী বিদেশে অবস্থানের ২০ দিনের পর ২১ তম দিন হতে সর্বসাকুল্য ভাতা ১০ ভাগ হারে কম প্রাপ্য। যেহেতু পকেট ভাতা সর্বসাকুল্য ভাতার ভিত্তিতে নির্ণেয় সেহেতু পকেটভাতাও ২১তম দিন হতে ১০ হারে কম প্রাপ্য। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে ঐ সময় শতভাগ হারে নেয়ায় অতিরিক্ত পরিশোধ হয়েছে ২৪.০২.২০১৩ হতে ০৪.০৪.২০১৩ পর্যন্ত ১২ দিনে প্রাপ্য (মাঃ ডঃ ১৭৮×৩০%×১২দিন=মাঃ ডঃ ৬৪০.৮০×৯০%) ৫৭৬.৭২ মাঃ ডলার। কিন্তু গ্রহণ করা হয়েছে মাঃ ডঃ ৬৪০.৮০। অর্থাৎ প্রতিজনে (৬৪০.৮০-৫৭৬.৭২) মাঃ ডঃ ৬৪.০৪ বেশী নিয়েছে।

উপরোক্ত হিসাব মতে প্রতিজনে (দৈনিক ভাতা মাঃ ডঃ ৩৩৭.০০+পকেট ভাতা ৬৪.০৪) মাঃ ডঃ ৪০১.০৪ অতিরিক্ত গ্রহণ করেছেন। উক্ত অর্থ বৈদেশিক মুদ্রাতেই ফেরতযোগ্য নতুবা দেশীয় মুদ্রায় দেড় গুণ হারে (৪০১.০৪×৮০.০০×১.৫) টাকা ৪৮,১২৪.৮×৪=টাকা **১,৯২,৪৯৯.**২০ আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ-০৪
পরিশিষ্ট-০৪ (৪১)
এপি নং-১৪৫৬৭ (আপত্তি-১০৪)
ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

আয়োজক দেশ থাকা-খাওয়া, Perdiem প্রদান করার পরও পকেট ভাতা গ্রহণঃ বিএ-২২৪০ মেজর জেনারেল সাব্বির আহমেদ, এনডিসি,পিএসসি টাকা ৫৪,৪৮০।

বিষয়োক্ত কর্মকর্তা এএফডি এর ২১.০৭.২০১৩ এবং ৩০.০৭.২০১৩ তারিখের পত্রের প্রেক্ষিতে জার্মানীতে ০৯.০৯.২০১৩ হতে ১৩.০৯.২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত Senior Executive Seminer (SES 13-10) এ অংশ গ্রহণ করেন। জার্মানী সরকার বিমান ভাড়া, থাকা-খাওয়া, Perdiem প্রদান করা সত্বেও তিনি পকেট ভাতা হিসাবে মাঃ ডঃ ৪৫৪.০০ গ্রহণ করেন যা বিধিসংগত হয় নাই। এছাড়া ০৯.০৯.২০১৩ হতে ১৩.০৯.২০১৩ পর্যন্ত ০৫ (পাঁচ) দিন হলেও তিনি ০৯ দিনের পকেট ভাতা গ্রহণ করেন। তিনি পকেট ভাতা বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করেছেন বিধায় বৈদেশিক মুদ্রাতেই ফেরতযোগ্য। নতুবা বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা সম্পর্কিত অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদ ২৫ অনুযায়ী দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান হার অনুযায়ী দেড় গুণ হারে (মাঃ ডঃ ৪৫৪.০০×৮০.০০×১.৫) **টাকা ৫৪,৪৮০.০০** আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ-০৪
পরিশিষ্ট-০৪ (৪২)
এপি নং-১৪৫৭৩ (আপত্তি-২৪৩)
ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

Perdiem প্রদান করায় পকেট ভাতা প্রাপ্য না হওয়া সত্বেও গ্রহণ করায় আদায়যোগ্য টাকা ৮৬,৮৬৮

বিএ-৪০২৬ লেঃ কঃ মোহাম্মদ মামুন জার্মানীতে ১৬/০৩/২০১০ হতে ০২/০৪/২০১০ পর্যন্ত সময়ে জার্মানীতে অনুষ্ঠিত Stability, Security, Transition and Reconstruction Course এ অংশগ্রহণ করে যার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকার বিমান ভাড়া, থাকা, খাওয়া এবং Perdiem প্রদান করে। কিছু অর্থ অগ্রিমও প্রদান করে। তাই পকেট ভাতা এবং ট্রানজিট ভাতা ও টার্মিনাল চার্জ প্রাপ্য নয়। কিন্তু গ্রহণ করা হয়েছে মাঃ ডঃ ৭২৩.৯০ (পকেট ভাতা ৬৩৫.০০+ট্রানজিট ভাতা মাঃ ডঃ ৬৩.৫০ এবং টার্মিনাল চার্জ মাঃ ডঃ ২৫.৪০)। অগ্রিম গ্রহণ করায় বৈদেশিক মুদ্রাতেই ফেরতযোগ্য। অন্যথায় বর্তমান বিনিময় হার ও দেড় গুণ হারে টাকা **৮৬,৮৬৮.০০** (মাঃ ডঃ ৭২৩.৯×৮০×১.৫) আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ-০৪

পরিশিষ্ট-০৪ (৪৩)

এপি নং-১৪৫৮০ (আপত্তি-১৬৫)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

বিএ-৪১৬০ লেঃ কর্ণেল মুহাম্মদ মালেক হোসেন, পিএসসি কর্তৃক তুরস্ক সফর উপলক্ষ্যে অসংগতিপূর্ণ ভাউচারের মাধ্যমে অতিরিক্ত লাগেজ বহন ব্যয় ও প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে পকেট ভাতা গ্রহণ টাকা ৭৭,৪২৫।

শিরোনামভুক্ত সেনা কর্মকর্তা ১১.০৫.২০১৫ হতে ২২.০৫.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত তুরস্কে অনুষ্ঠিত ACT-45 Staff Officers Logistics Orientation Course-এ অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অনিয়মিতভাবে নিম্নোক্ত আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করেছেন।

(১) **পকেট ভাতাঃ** তুরস্ক সরকার আলোচ্য প্রশিক্ষণের জন্য বিমান ভাড়া, থাকা, খাওয়াসহ সকল খরচ বহন করেছে। তুরস্কের অফার লেটার এর কপি বিলের সাথে থাকা আবশ্যক থাকলেও না থাকার কারনে তুরস্ক সরকার কি কি সুবিধা কিভাবে প্রদান করেছে তার বিস্তারিত জানা না গেলেও সেনাসদর জিএস শাখা, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তরের ৩০.০৪.২০১৫ তারিখের পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে তুরস্ক সরকার যাবতীয় ব্যয় বহন করবে। যাবতীয় ব্যয় তুরস্ক সরকার বহন করার কারণে পকেট ভাতা প্রাপ্য নয়। কিন্তু পকেট ভাতা বাবদ টাকা ৪১,৫৪৫.০০ গ্রহণ করা হয়েছে।

(২) **অতিরিক্ত লাগজে বহন বাবদ ব্যয়ঃ** পিআর(পি) ৩৮২ মোতাবেক যাওয়ার পথে ১৮ কেজি, ফেরার পথে ২৮ কেজি প্রশিক্ষণ সামগ্রী বিমানে বহনের ব্যয় প্রাপ্য। তিনি টার্কিস এয়ারলাইন্সে যাতায়াত করেছেন কিন্তু যে ভাউচার দাখিল করেছেন তাতে টার্কিস এয়ারলাইন্স লেখা থাকলেও মনোগ্রাম চায়না এয়ারলাইন্সের এবং ফ্লাইট নম্বরও অন্য এয়ারলাইনের। অর্থাৎ কৃত্রিম (fake) ভাউচার দাখিল করে অতিরিক্ত লাগেজ বিমানে বহন বাবদ ব্যয় টাকা ৩৫,৮৮০.০০ গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্য (পকেট ভাতা ৩৫৮৮০.০০+টাকা ৪১,৫৪৫.০০) টাকা **৭৭,৪২৫.০০**।

অনুচ্ছেদ-০৪

পরিশিষ্ট-০৪ (৪৪)

এপি নং-১৪৫৮২ (আপত্তি-১৭৪)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

বিএ-২৪৬৭ ব্রিঃ জেনারেল কাজী এএসএম আরিফ কর্তৃক থাইল্যান্ডে প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে পকেট ভাতা ও দৈনিক ভাতা অতিরিক্ত গ্রহণ টাকা ৯৩,৮৪০।

এএফডি এর ২৫.০৭.২০১৩ তারিখের ২৫১৫ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে থাইল্যান্ডে ২৮.৮.২০১৩ হতে ৩০.০৮.২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত Pacific Senior Commiunication Meeting-এ অংশগ্রহণের জন্য শিরোনামভুক্ত সেনা কর্মকর্তাকে মনোনয়ন দেয়া হয়ে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার বিমান ভাড়া, থাকা ও খাওয়া বাবদ দৈনিক ভাতা প্রদান করে। ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র দুতাবাসের প্রতিরক্ষা অফিসের ০১.০৮.২০১৩ তারিখের পত্রেও দেখা যায় যে, বিমান ভাড়া বাবদ মাঃ ডঃ ৫৫০.০০ এবং ভ্রমণ অগ্রিম বাবদ মাঃ ডঃ ৮৭৯.৫০ প্রদান করা হয়। সুতরাং থাকা ও খাওয়া বাবদ নগদ প্রদান করায় পকেট ভাতা প্রাপ্য নয় কিন্তু গ্রহণ করা হয়েছে। আবার যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অর্থায়নে বিমানে যাতায়াত এবং অবস্থানকালীন খাকা-খাওয়ার ব্যয় বহন করা হয়েছে বিধায় বাধ্যতামূলক অবস্থান দেখিয়ে দৈনিক ভাতা গ্রহণেরও সুযোগ নাই। এছাড়া ঢাকা থেকে ব্যাংককে প্রতিদিন ফ্লাইট থাকায় বাধ্যতামূলক অবস্থানও গ্রহণযোগ্য নয়। অন্যদিকে ভ্রমণ অগ্রিম বাবদ অর্থ নগদে পরিশোধ করার কারণে অর্থ মন্ত্রণালয়ের বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা সম্পর্কিত ০৯.১০.২০১২ তারিখের ২২১(১০০০) সংখ্যক স্মারকের অনুচ্ছেদ ১৩ (ঘ)১ অনুযায়ী টার্মিনাল ও ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য নয়। বৈদেশিক মুদ্রায় অগ্রিম গ্রহণ করায় বৈদেশিক মুদ্রাতেই **মাঃ ডঃ ৭৮২.৫০** (পকেট ভাতা ২৪৭.৫০+টার্মিনাল চার্জ মাঃ ডঃ ৩৩.০০+ট্রানজিট মাঃ ডঃ ৮২.৫০+দৈনিক ভাতা মাঃ ডঃ ৬৩৪.০০) ফেরতযোগ্য। নতুবা অর্থ মন্ত্রণালয়ের উক্ত স্মারকের অনুচ্ছেদ-২৫ অনুযায়ী দেশীয় মুদ্রায় বর্তমান বিনিময় হার এর ১.৫ গুণ হারে টাকা **৯৩,৮৪০.০০** (মাঃ ডঃ ৭৮২.০০×টাকা ৮০.০০×১.৫ গুণ) আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ-০৪

পরিশিষ্ট-০৪ (৪৫)

এপি নং-১৪৫৮৩ (আপত্তি-১৮১)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

ইটালীতে প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শনে ২ জন সামরিক অফিসার কর্তৃক বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা বিলে অতিরিক্ত গ্রহণ টাকা ৮৬,৪৪৫।

এএফডি এর ০২.১২.২০১২ তারিখের ৩১১ সংখ্যক পত্র (ডিজিডিপি চুক্তিপত্র নং-২১৪.৭৫৭.১১, তারিখ ১৭.০৬.২০১২) এবং সেনাসদরের ০২.১২.২০১২ খ্রিঃ তারিখের ২৩.০১.৯০১.০২৬.০৩.০৫৬.০৬.০২. ১২.১২ সংখ্যক আর্থিক প্রাপ্যতার প্রেক্ষিতে Dairy Plant (Project 15 Ton) Complete With Standard Tools And Accessories এর উপর ফ্যাক্টরী লেভেল মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ট্রাবলশ্যুটিং প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে সেনাবাহিনীর নিম্নবর্ণিত অফিসারগণ, ১ জন জেসিও এবং ১ জন বেসামরিক ব্যক্তি-কে ০৬.১২.২০১২ হতে ১৯.১২.২০১২ তারিখ পর্যন্ত মোট ১৪ (চৌদ্দ) দিন (যাতায়াত সময় ব্যতীত) ইতালী গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়ঃ

(১) বিএ-৩৭৮৬ লেঃ কর্ণেল মোঃ হাবিবুর রহমান, ইএমই

(২) বিএ-৫৯১০ মেজর মোঃ আনোয়ার হোসেন, আরভিএফসি

(৩) বিজেও নয়া ওয়ারেন্ট অফিসার (এএভেহিক্যাল) মুন্সি মোঃ রবিউল ইসলাম, ইএমই

(৪) সিএস নয়া সহকারী প্রকৌশলী মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সরকার।

উক্ত প্রতিনিধি দলের প্রত্যেক'কে ইতালী গমনাগমনে আন্তর্জাতিক যাতায়াত বিমান ভাড়া, থাকা, খাওয়া, অভ্যন্তরীণ যাতায়াত এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ভার **সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান** বহন করে।

বিএ-৩৭৮৬ লেঃ কর্ণেল মোঃ হাবিবুর রহমান, ইএমই এর ভ্রমণ ভাতার বিল যাচাই করে নিম্নবর্ণিত অসংগতি পাওয়া যায়ঃ

(১) **প্রাপ্যের অতিরিক্ত পকেট ভাতা গ্রহণঃ** ০৬.১২.২০১২ হতে ১৯.১২.২০১২ তারিখ পর্যন্ত মোট ১৪ (চৌদ্দ) দিন (যাতায়াত সময় ব্যতীত) ইতালী গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়। কিন্তু পকেট ভাতা গ্রহন করা হয় ০৫.১২.২০১২ হতে ২০.১২.২০১২ তারিখ পর্যন্ত ১৬ (ষোল) দিনের। বিমান আইটিনারী পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, তিনি ০৭.১২.২০১২ তারিখ ০৯:৫৫ ঘটিকায় ঢাকা ত্যাগ করে দুবাই হয়ে ঐ দিনই ১৯:২০ ঘটিকায় ইতালীর ভেনিসে পৌছেন এবং ২৪.১২.২০১২ তারিখ ১৫:২০ ঘটিকায় তিনি ভেনিস ত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁর এই পরিবর্তিত অতিরিক্ত ভ্রমণের জন্য কোন সংশোধিত সরকারী আদেশ পাওয়া যায়নি। তিনি পকেট ভাতা হিসাবে গ্রহন করেছেন (মাঃ ডঃ ১৭৮×২৫%=মাঃ ডঃ ৪৪.৫০×১৬দিন×৮২.৫০=টাকা ৫৮,৭৪০.০০। পকেট ভাতা হিসাবে তিনি প্রাপ্য (মাঃ ডঃ ১৭৮×২৫%= মাঃ ডঃ৪৪.৫০×১৪দিন×৮২.৫০=টাকা ৫১,৩৯৭.৫০। অতএব, তিনি প্রাপ্যের অতিরিক্ত ২ দিনের পকেট ভাতা বাবদ গ্রহণ করেছেন (৫৮,৭৪০.০০-৫১,৩৯৭.৫০) **টাকা ৭,৩৪২.৫০।**

(২) **অতিরিক্ত লাগজে বহন বাবদ ব্যয়ঃ** পিআর(পি) ৩৮২ মোতাবেক যাওয়ার পথে ১৮ কেজি, ফেরার পথে ২৮ কেজি প্রশিক্ষণ সামগ্রী বিমানে বহনের ব্যয় প্রাপ্য। উক্ত অফিসারের ভ্রমণ ভাতা বিলের সাথে ইতালী গমনের প্রাক্কালে ১৮ কেজির এবং ফেরত আসার প্রাক্কালে ২৮ কেজির বিমান এমসিও পাওয়া গেলেও উহা নীল এবং সবুজ কাগজে কম্পিউটার প্রিন্ট। এ্যামিরেটস এয়ারওজের আসল এমসিওর আদল, লেখার ধরণ এরকম রঙিন কাগজে প্রিন্টকৃত নয়। অর্থাৎ কৃত্রিম (fake) ভাউচার দাখিল করে অতিরিক্ত লাগেজ বিমানে বহন বাবদ ব্যয় **টাকা ৩৫,৮৮০.০০** গ্রহণ করেছেন যা তাঁর নিকট হতে আদায়যোগ্য।

অতএব, উক্ত অফিসারের নিকট হতে আদায়যোগ্য টাকা (অতিরিক্ত পকেট ভাতা টাকা ৭,৩৪২.৫০+এমসিও টাকা ৩৫,৮৮০.০০) টাকা ৪৩,২২২.৫০।

বিএ-৫৯১০ মেজর মোঃ আনোয়ার হোসেন, আরভিএফসি এর ক্ষেত্রেও অনুরূপ প্রতীয়মান হওয়ায় ২ জনের নিকট হতে মোট আদায়যোগ্য ৪৩,২২২.৫০×২=টাকা **৮৬,৪৪৫.০০।**

অনুচ্ছেদ-০৪

পরিশিষ্ট-০৪ (৪৬)

এপি নং-১৪৫৮৭ (আপত্তি-২০৬)

ইউনিটের নাম: এফসি পে-১ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

ভারতে কোর্সে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে প্রাপ্যতাবিহীন বিমান ভাড়া ও ৭৫% পকেট ভাতা বাবদ অর্থ গ্রহণ টাকা ৭১,২১৪।

এএফডি এর ৩০.১২.২০১৪ তারিখের ভারত.৩৯৯১ সংখ্যক পত্রের প্রেক্ষিতে বিএ-৭৬৬০ মেজর মোঃ রাজিবুল হাসান, আরভিএন্ডএফসি ভারতে ০৫.০১.২০১৫ হতে ২৮.০২.২০১৫ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত Canine Madicine and Surgery-14 তে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করেন

(১) **৭৫% পকেট ভাতাঃ** সেনাসদরের ৩০.০৩.২০১৫ তারিখের পত্রে ০১.০২.২০১৫ হতে ০৪.০২.২০১৫ পর্যন্ত ৪ দিন চেন্নাইতে শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করা হয় উল্লেখ করে সর্বসাকুল্য ভাতার ৭৫% হারে দৈনিক ভাতা প্রদান করা হয়। শিক্ষা সফর হওয়ার সপক্ষে কোন কাগজপত্র নাই। শিক্ষা সফর হয়ে থাকলেও ভারত সরকার কর্তৃক থাকা ও খাওয়ার সংস্থান না করা সম্পর্কে কোন প্রত্যয়ন নাই। বরং ভারতে আরভিসি সেন্টার ও কলেজের ২৭.০২.২০১৪ তারিখের গমনাগমন আদেশে ০৫.০১.২০১৫ হতে ২৮.০২.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত আলোচ্য কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করে বর্ণিত কর্মকর্তা ০১.০৩.২০১৫ তারিখ স্বদেশে অর্থাৎ বাংলাদেশে ফেরত আসবেন মর্মে উল্লেখ রয়েছে। অতএব, এই ৪ দিনের ৭৫% হারে দৈনিক ভাতা হিসাবে গৃহিত **টাকা ৩৫,৩৩৪.০০** প্রাপ্যতা বহির্ভূত হয়েছে।

(২) **বিমান এমসিওঃ** তিনি বিমান এমসিও বাবদ হিসাবের কম্পিউটার প্রিন্ট কপি দাখিল করেছেন। কিন্তু যে ভাউচার দাখিল করেছেন তাতে যাওয়া ও আসার উভয় ক্ষেত্রে রশিদে ০৬.০১.২০১৫ উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ তিনি ০৬.০১.২০১৫ তারিখ ভারতে গমন করলেও ফিরে আসেন ০৫.০৩.২০১৫ তারিখ। অর্থাৎ বিমানে অতিরিক্ত লাগেজ বহনের রশিদ যথাযথ নয়। যথাযথ ভাউচার ব্যতীত দাবী গ্রহণযোগ্য নয়। তাই এ বাবদ প্রদত্ত **৩৫,৮৮০.০০ টাকা** আদায়যোগ্য। সর্বমোট আদায়যোগ্য (৭৫% দৈনিক ভাতা টাকা ৩৫,৩৩৪.০০+এমসিও টাকা ৩৫,৮৮০.০০) টাকা ৭১,২১৪.০০।

অনুচ্ছেদ-০৪

পরিশিষ্ট-৪(৪৭)

এপি নং-১৪৮৯৪; আপত্তি নং-১৮

ইউনিটের নাম: এসএফ সি (নেভী) ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

যুক্তরাষ্টে ভ্রমণ উপলক্ষ্যে পি নং ২৬৯ কমোডর এম আনোয়ারুল ইসলাম এর বৈদেশিক টিএ-ডিএ বিলে অতিরিক্ত ট্রানজিট ভাতা, অতিরিক্ত টার্মিনাল চাজ, পকেট ভাতা এবং হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা, গ্রহণ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১,৭৬,৪৩২ টাকা।

এএফডি এর ০৬.০১.২০১৩ তারিখের পত্র নং- ১৮ এবং নৌ বাহিনী সদর দপ্তর এর ০৪.০২.২০১৩ তারিখের পত্র নং-৫৩৬ মোতাবেক Combined Force Maritime Component Commander Flag Course এ অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর পি নং ২৬৯ কমোডর এম আনোয়ারুল ইসলামকে ০৪.০২.২০১৩ তারিখের এএফডি নং ২১৯ মোতাবেক ০৭ ফেব্রুয়ারী হতে ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ পর্যন্ত (যাতায়াত সময় ব্যতীত) যুক্তরাষ্ট্র গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমোদন প্রদান করা হয়।

পি নং ২৬৯ কমোডর এম আনোয়ারুল ইসলাম এর ভ্রমণ বিল পর্যালোচনায় নিম্নোক্ত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়ঃ

১। অতিরিক্ত ট্রানজিন ভাতা গ্রহণঃ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের জন্য ০৪টি ট্রানজিট ভাতা গ্রহণ করেন। এর সমর্থনে টিকেট আইটিনারী পর্যালোচনায় দেখা যায় ০৫.০২.২০১৩ তারিখ ২২.১৫ ঘটিকায় যাত্রা করে ০৪.২০ ঘটিকায় সিঙ্গাপুর ও সিঙ্গাপুর ০৬.০২.২০১৩ হতে ০৭.০৫ ঘটিকায় যাত্রা করে ০২.৫৫ ঘটিকায় জাপান পৌছান এবং জাপান হতে ০৭.২৫ ঘটিকায় যাত্রা করে ০৭.০২.২০১৩ তারিখ সকাল ৬.৫৫ ঘটিকায় হনুলুলু যুক্তরাষ্ট্র পৌঁছেতে মোট ২৫ ঘণ্টা সময় ব্যয় হয়। ফেরার পথে ১৬.০২.২০১৩ তারিখ সকাল ১০.১৫ ঘটিকায় যাত্রা করে ০২.২৫ ঘটিকায় জাপান পৌঁছাতে এবং জাপান হতে ১৭.০২.২০১৩ তারিখ ০৫.৪৫ ঘটিকায় যাত্রা করে ১৮.০২.২০১৩ তারিখ সকাল ১২.২০ ঘটিকায় সিঙ্গাপুর ও সিঙ্গাপুর হতে ১৯.০২.২০১৩ তারিখ ১৮.৪৫ ঘটিকায় যাত্রা করে ২০.৫০ ঘটিকায় ঢাকা পৌছেন মোট ১৩ ঘন্টা সময় ব্যয় হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-অম/অবি/ব্যঃনিঃ-২/২(১৯)/ ২০০০-০৪/অংশ-১/২২১(১০০০) তারিখ ০৯.১০.২০১২ মোতাবেক সরকারি কাজ সম্পাদনের জন্য আকাশ, রেল ও স্থল পথে ভ্রমণকালে এক পথে তিন ঘন্টার কম সময় অতিবাহিত হলে কোন ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য হবেন না। এক পথে তিন ঘন্টার বেশি সময় অতিবাহিত হলে ০১ দিনের ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য হবেন। তবে যাওয়া ও আসা বাবদ ২৪ ঘন্টার অধিক সময় অতিবাহিত না হলে ০১ দিনের ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য হবেন বিধায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যাওয়া জন্য ০১টি ও আসার জন্য ০১ টি মোট ০২টি ট্রানজিট ভাতা প্রাপ্য হবেন। এমতাবস্থায় ০২ দিনের অতিরিক্ত ট্রানজিট ভাতা বাবদ গ্রহণকৃত (৫০.৫০×৮০.৫০×২) = ৮,১৩০.৩০ টাকা আদায়যোগ্য। যা দেশিয় মুদ্রায় দেড় গুণ হিসাবে ১২,১৯৫.৭৫ টাকা ফেরতযোগ্য।

২। পকেট ভাতা ঃ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ০৬.০২.২০১৩ হতে ১৫.০২.২০১৪ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র অবস্থানের জন্য ১০ দিনের পকেট ভাতা বাবদ (৫০.৫০×১০×৮০.৫০)= ৪০,৬২৫.৫০ গ্রহণ করেন। আলোচ্য ক্ষেত্রে এএফডি এর জিও মোতাবেক যুক্তরাষ্ট্র সরকার অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তার আন্তর্জাতিক যাতায়াত বিমান ভাড়া, ট্যাক্স, প্রশিক্ষণ ফি, থাকা খাওয়া (Daily allowance for food) প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ যাতায়াত এবং চিকিৎসা খরচ প্রদান করবে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-অম/অবি/ব্যঃনিঃ-২/২(১৯)/ ২০০০-০৪/অংশ-১/২২১(১০০০) তারিখ ০৯.১০.২০১২ মোতাবেক স্বাগতিক দেশ কোন নগদ অর্থ প্রদান করলে পকেট ভাতা প্রাপ্য নয়। এমতাবস্থায় পকেট ভাতা বাবদ গ্রহণকৃত অর্থ আদায়যোগ্য। যা দেশিয় মুদ্রায় দেড় গুণ হিসাবে ৬০,৯৩৮.২৫ টাকা ফেরতযোগ্য।

৩। বাধ্যতামুলক অবস্থানের জন্য হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ ঃ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ১৭.০২.২০১৩ তারিখ জাপান অবস্থানের জন্য হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ করেন। এর সমর্থনে হোটেল ভাউচার ও টিকেট আইটিনারী পর্যালোচনায় দেখা যায় ১৭.০২.২০১৩ তারিখ ১৪.৩০ ঘটিকায় প্রবেশ করেন এবং ১৭.৩০ ঘটিকায় প্রস্থান করেন অর্থাৎ ০৩ ঘণ্টা হোটেলে অবস্থান করেন। এছাড়া অর্থ মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-অম/অবি/ব্যঃনিঃ-২/২(১৯)/২০০০-০৪/অংশ-১/২২১(১০০০) তারিখ ০৯.১০.২০১২ মোতাবেক ছয় ঘন্টার অধিক সময় অতিবাহিত না হলে কোন দৈনিক ভাতা প্রাপ্য নয়। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ১৮.০২.২০১৩ তারিখ সিঙ্গাপুর এ অবস্থানের জন্য হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা গ্রহণ করেন। এর সমর্থনে হোটেল ভাউচার মোতাবেক ১৮.০২.২০১৩ তারিখ ০০.৩০ ঘটিকায় প্রবেশ করেন এবং ১৮.০০ ঘটিকায় প্রস্থান করেন অথচ ১৭.০২.২০১৩

তারিখ হোটেলে অবস্থানে জন্য বিল প্রদান করা হয়েছে। ইহাতে ভাউচারটি তৈরিকৃত প্রমাণিত হয়। এএফডি এর জিও মোতাবেক যুক্তরাষ্ট্র সরকার অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তার আন্তর্জাতিক যাতায়াত বিমান ভাড়া, ট্যাক্স, প্রশিক্ষণ ফি, থাকা খাওয়া (Daily allowance for food) প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ যাতায়াত এবং চিকিৎসা খরচ প্রদান করবে বিধায় যাতায়াতকালীন সময় কোথাও অবস্থানের জন্য বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর বাজেট খাত হতে অর্থ প্রদানের কোন সুযোগ নাই। এমতাবস্থায় ০২ দিনের হোটেল ভিত্তিক দৈনিক ভাতা বাবদ গ্রহণকৃত (৩৮১×২×৮০.৫০) = ৬১,৩৪১.০০ টাকা আদায়যোগ্য। যা দেশিয় মুদ্রায় দেড় গুণ হিসাবে ৯২,০১১.৫০ টাকা।

৪। **টার্মিনাল চার্জঃ** সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের জন্য ০৪টি টার্মিনাল চার্জ গ্রহণ করেন। অর্থ মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-অম/অবি/ ব্যঃনিঃ-২/২(১৯)/২০০০-০৪/অংশ-১/২২১(১০০০)তারিখঃ ০৯/০৮/২০১২ মোতাবেক টার্মিনাল চার্জ প্রতিটি ভ্রমণের শুরু ও শেষে ০২টি প্রাপ্য। এমতাবস্থায় অতিরিক্ত ০২টি টার্মিনাল চার্জ বাবদ গ্রহণকৃত (২০.২০×৮০.৫০×২)=৩,২৫২.২০০ টাকা আদায়যোগ্য। যা দেশিয় মুদ্রায় ফেরতের ক্ষেত্রে দেড় গুণ হিসাবে ৪,৮৭৮.৩০ টাকা ।

৫। **সরকারী দেনাঃ** সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যুক্তরাষ্ট্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য ১,২৫,০৪০.০০ টাকা অগ্রিম গ্রহণ করেন। কিন্তু নিরীক্ষায় ১,১৮,৬৩১.৭০ টাকা প্রাপ্য এবং ৬,৪০৯.০০ টাকা সরকারী পাওনা দেখিয়ে বিলটি সমন্বয় করা হয়। যা আদায়যোগ্য।

অতএব, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট হতে মোট (১২,১৯৫.৭৫+৬০,৯৩৮.২৫+৯২,০১১.৫০+৪৮৭৮.৩০+৬,৪০৯.০০)= **১,৭৬,৪৩২.৩৮** টাকা আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ-০৪

পরিশিষ্ট-৪(৪৮)

এপি নং-১৪৯৪৭; আপত্তি নং-৮৪

ইউনিটের নাম: এসএফ সি (নেভী) ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

পি নং-১৬৬৭ লেঃ মারজিয়া ইসলাম কর্তৃক চীনে প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে পকেট ভাতা অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ টাঃ ৩,১৪,৯৫০।

চীনে ০১/০৯/২০১২ হতে ৩০/০৭/২০১৩ পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত Course of Missile Antopilot Engineer এ অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা পি নং-১৬৬৭ লেঃ মারজিয়া ইসলাম এর ভ্রমণ ভাতার বিল যাচাইয়ে দেখা যায় যে, প্রকৃত দিনের চেয়ে বেশী দিনের পকেট ভাতা, বানানো কাগজপত্রের মাধ্যমে শীপ ফ্রেইট, বিবিধ ভাতা সমন্বয় না করা ইত্যাদি বাবদ অতিরিক্ত গ্রহণ টাকা ৩,১৪,৯৫০.১৫।

অতিরিক্ত গ্রহণের বিবরণ ঃ

(১) পকেট ভাতা ঃ প্রকৃত প্রশিক্ষণ ০৩/০৯/২০১২ হতে ২৮/০৭/২০১৩ পর্যন্ত মোট ৩২৯ ছিল। কিন্তু পকেট ভাতা গ্রহণ ৩৩৩ দিনের। সুতরাং ৪ দিনের অতিরিক্ত মাঃ ডঃ ৯৮।

(২) বিমান এমসিওঃ যাওয়ার ক্ষেত্রে ১৮ কেজি বহন না করায় ফেরার পথে কেবলমাত্র ১০ কেজি প্রাপ্য। সুতরাং ১৮ কেজি অতিরিক্ত গ্রহণ টাঃ ২২৫০০ (১২৫০×১৮)।

(৩) পকেট ভাতার সাথে বিবিধ ভাতা সমন্বয় না করাঃ চীনে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আয়োজক সংস্থা কর্তৃক মাসিক ৮০০ আরএমবি বিবিধ ভাতা প্রদান করে থাকে যা পকেট ভাতার সাথে সমন্বয়যোগ্য। আলোচ্য ক্ষেত্রে ১১ মাসে প্রাপ্য ৮০০×১১ = আরএমবি ৮৮০০÷৬ = মাঃ ডঃ ১৪৬৬.৬৭ সমন্বয় না করায় তা আদায়যোগ্য।

(৪) শীপ ফ্রেইট ঃ শীপ ফ্রেইট সংক্রান্ত দরপত্র, তুলনামূলক বিবরণ ইত্যাদিতে চীনে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টার স্বাক্ষর জাল, কাগজপত্রের ঠিকানা ও ফোন নম্বরে অসংগতি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শীপ ফ্রেইট বাবদ অর্থ প্রাপ্তির লক্ষ্যে কাগজপত্র বানিয়ে দাখিল করা হয়েছে। অতএব, এ বাবদ পরিশোধিত অর্থ ফেরতযোগ্য।

অতএব, তাঁর কর্তৃক গৃহিত অতিরিক্ত ঃ

ক্রমিক	বিবরণ	টাকা	মন্তব্য বৈদেশিক মুদ্রায় গ্রহণ বিধায় বৈদেশিক মুদ্রায় ফেরত নতুবা দেশীয় মুদ্রায় দেড়গুণ হারে আদায়যোগ্য
১	পকেট ভাতা	মাঃ ডঃ ৯৮	মাঃ ডঃ ৯৮×৮২.৪৫= টাঃ ৮০৮০.১০×১.৫ গুণ = টাঃ ১২১২০.১৫
২	বিমান এমসিও		টাঃ ২২৫০০
৩	বিবিধ ভাতা	মাঃ ডঃ ১৪৬৬.৬৭	১৪৬৬.৬৭×৮২.৪৫ = টাঃ ১২০৯২৬.৯৪×১.৫ গুণ = টাঃ ১,৮১,৩৯০.৪৯
৪	শীপ ফ্রেইট	মাঃ ডঃ ৮০০	৮০০×৮২.৪৫ = টাঃ ৬৫৯৬০×১.৫ গুণ = টাঃ ৯৮,৯৪০.০০
সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট হতে সর্বমোট আদায়যোগ্য			**টাঃ ৩,১৪,৯৫০.১৫**

অনুচ্ছেদ-০৪

পরিশিষ্ট-০৪ (৪৯)

এপি নং-২৫০৪১; আপত্তি নং-২৬

ইউনিটের নাম: **এস**<u>এফসি (বিমান) ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬</u>

ভারতে প্রশিক্ষণ উপলেক্ষে ০৫ জন বিমান কর্মকর্তা কর্তৃক অতিরিক্ত হারে পকেট ভাতা ও কম্প্রিহেনসিভ ডিএ গ্রহণ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ২,১৪,৩২৬ টাকা।

এএফডি এর ০৪.০৮.২০১৫তারিখের পত্র নং-১৭০৭ এবং বিমান সদর এর ২২.০৯.২০১৫ তারিখের এফজিও নং-৬৭ক মোতাবেক Opertional Training in Aviation Medicine for Fighter Pilots Course এ অংশগ্রহণের জন্য ০৫ অক্টোবর হতে ০৯ অক্টোবর ২০১৫ পর্যন্ত ৫ দিন (যাতায়াত সময় ব্যতীত) নিম্নোক্ত ০৫ জন কর্মকর্তাকে ভারত গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমোদন প্রদান করেন।

১। বিডি/৯০৭০ স্কোয়াড্রন লীডার শেখ মঞ্জুরুল হাসান

২। বিডি/ ৯৪৫৪ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট আবু জেহাদ আরাফাত

৩। বিডি/৯৪৮৫ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মোঃ রাউফুন ইলাহী।

৪। বিডি/৯৮৮৯ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মোঃ তাইসির বিন নুর

৫। বিডি/৯৪৯২ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট সরকার আলিফ মোহাম্মদ

সংশ্লিষ্ট ০৫ জন কর্মকর্তারগণের ভ্রমণভাতার বিল পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের বিবরণ নিম্নরুপঃ

১। পকেট ভাতাঃ ০৪.১০.২০১৫ হতে ১০.১০.২০১৫ পর্যন্ত ভারত ভ্রমণের জন্য ০৫ কর্মকর্তা ৩০% হারে পকেট ভাতা গ্রহণ করেন। আলোচ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ০৫ জন কর্মকর্তা ২৫% হারে পকেট ভাতা প্রাপ্য। ৬ দিনের পকেট ভাতা বাবদ গ্রহণ করেছেন ১,৭৬৪ ডলার (১৪৭০+২৯৪)। কিন্তু ২৫% পকেট ভাতা হিসেবে কর্মকর্তাগণ প্রাপ্য ১৪৭০ ডলার ($৪৯×৫জন×৬দিন)। অতিরিক্ত গ্রহণ করেছেন ২৯৪ ডলার (১৭৬৪-১৪৭০) যা টাকার অংকে ২৩,৮১৪ (২৯৪×৮১) এবং দেশীয় মুদ্রায় পরিশোধের ক্ষেত্রে দেড় গুণ হিসেবে ৩৫,৭২১ টাকা (২৩,৮১৪ ×১.৫)।

২। কম্প্রিহেনসিভ ডিএ গ্রহণঃ সংশ্লিষ্ট ০৫ জন কর্মকর্তা যাওয়ার দিন অর্থাৎ ৪.১০.২০১৫ তারিখ কোলকাতা হতে বিমান সংযুক্তির জন্য ০১ দিন এবং আসার দিন অর্থাৎ ১০.১০.২০১৫ তারিখ কোলকাতা হতে বিমান সংযুক্তির জন্য ০১দিন মোট ০২দিনের কম্প্রিহেনসিভ ডিএ বাবদ (১৯৬+৯৮) = ২৯৪×৫×৮১=১,১৯,০৭০.০০ টাকা গ্রহণ করেন। এএফডি এই আদেশ মোতাবেক ভারত সরকার অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের আন্তর্জাতিক বিমান ভাড়া ,থাকা, খাওয়া (লিভিং এলাউন্স) বাবদ ২৫০০০ রুপী প্রদান করেছে বিধায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর খাত হতে কম্প্রিহেনসিভ ডিএ প্রদানের কোন সুযোগ । এমতাবস্থায় কম্প্রিহেনসিভ ডিএ বাবদ গ্রহণকৃত অর্থ আদায়যোগ্য। যা দেশীয় মুদ্রায় ফেরতের ক্ষেত্রে দেড় গুণ হিসাবে ১৭৮৬০৫.০০ টাকা ফেরতযোগ্য।

অতএব, সংশ্লিষ্ট ০৫ জন কর্মকতা নিকট হতে আদায়যোগ্য।

১। অতিরিক্ত গৃহীত পকেট ভাতা = ৩৫,৭২১.০০

২। কম্প্রিহেনসিভ ডিএ = ১,৭৮,৬০৫.০০

সর্বমোট টাকা= ২,১৪,৩২৬.০০

অনুচ্ছেদ-০৪
পরিশিষ্ট-০৪ (৫০)
এপি নং-১৪৬১৫; আপত্তি নং-৩৩

ইউনিটের নাম: এফসি (আর্মি) পে-০২ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

ভারতে প্রশিক্ষণে গমনকারী প্রশিক্ষণার্থীকে প্রকৃত হোটেল ভাউচার ব্যতীত নগদসহ হোটেল ভাতা এবং প্রাপ্যের চেয়ে অতিরিক্ত হোটেল ভাতা ও পকেট ভাতা প্রদান করায় ক্ষতি ২,২৫,৯২৮ টাকা।

বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা বিলে প্রকৃত হোটেল ভাউচার ব্যতীত নগদসহ হোটেল ভাতা প্রদান করায় ২,২৫,৯২৮ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, শাখা-২ এর স্মারক নং অম/অবি/ব্যঃনিঃ-২/২(১৯)/২০০০-০৪/অংশ-১/২২১(১০০০) তারিখ ০৯-১০-২০১২খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ ১২ অনুযায়ী বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতা বিলে নগদসহ হোটেল ভাতা গ্রহণ করলে যথাযথ হোটেল ভাউচার দাখিল করতে হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং ০৬.০০.০০০০.০১০.৩০.০০১.১৫.৮২০ তারিখ০৭-০৪-২০১৫খ্রিঃ এবং সেনাসদর, জেনারেল ষ্টাফ শাখা, সামরিক প্রশাক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং ২৩.০১.৯০১. ০২৬.০৫. ০৯৬.০১.০৮.০৪.১৫ তারিখ ০৮-০৪-২০১৫খ্রিঃ এর প্রেক্ষিতে ২৫-০৪-২০১৫খ্রিঃ তারিখ হতে ২৯-০৪-২০১৫খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে ভারতে অনুষ্ঠিত ৩৬ তম মাষ্টার্স এ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশীপ-২০১৫ এ অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিম্নে বর্ণিত ০৪(চার) জন সৈনিককে ভারতে গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়।

১) নং-১০০৩৬৯৩ সাঃ মোঃ মাসুদুল করিম
২) নং-১২২১৭৩১ সাঃ মোঃ আনোয়ার হোসেন
৩) নং-১২১৭০৮৩ সাঃ হানিফুর রহমান এবং
৪) নং-৪০২১২৬৮ কর্পোঃ মোঃ শরিফুল ইসলাম

ভারত সরকার প্রশিক্ষণার্থী খেলোয়ারগণের থাকা-খাওয়া খরচ বহন করে। যাতায়াতসহ অন্যান্য খরচ বাংলাদেশ সরকারের বাজেট হতে বহন করা হয়। উক্ত খেলায় অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে নং-৪০২১২৬৮ কর্পোরাল মোঃ শরিফুল ইসলাম এর টিএ/ডিএ বিল নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, তিনি ২০-০৪-২০১৫খ্রিঃ, ২৩-০৪-২০১৫খ্রিঃ ও ০৫-০৫-২০১৫খ্রিঃ ০৩দিনের নগদসহ হোটেল ভাতা বাবদ ৫৬,৪৮২ টাকা এবং ১৩ (তের) দিনের পকেট ভাতা বাবদ ৩৪,৬৪০ টাকা গ্রহন করেছেন। এ ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত অসংগতিসমূহ নিম্নরূপঃ

১) অননুমোদিত এফজিও ভিত্তিতে অতিরিক্ত পকেট ভাতাঃ এএফডি'র উপর্যুক্ত স্মারকে যাতায়াত সময় ব্যতীত ২৫-০৪-২০১৫ হতে ২৯-০৪-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমোদন দেয়া হয়। কিন্তু সেনাসদরের উপর্যুক্ত এফজিওতে ১৯-০৪-২০১৫ হতে ০৫-০৫-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত সফর দেখানো হয়েছে যা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনহীন মর্মে বিবেচিত। তাই তিনি ২৫ হতে ২৯-০৪-২০১৫খ্রিঃ পর্যন্ত ০৫(পাঁচ) দিনের পকেট ভাতা বাবদ (১৩৭×২৫%×৫দিন×৭৭.৮০টাকা) বা ১৩,৩২৩ টাকা প্রাপ্য। কিন্তু তিনি ১৩(তের) দিনের পকেট ভাতা বাবদ গ্রহন করেছেন ৩৪,৬৪০ টাকা। ফলে পকেট ভাতা বাবদ প্রাপ্যতা বহির্ভূত গ্রহণ (৩৪৬৪০-১৩৩২৩) বা ২১,৩১৭ টাকা।

২) ত্রুটিপূর্ণ হোটেল ভাউচারে হোটেল ভাতাঃ হোটেল ভাতা গ্রহণের সমর্থনে দাখিলকৃত হোটেল ভাউচারগুলোর ত্রুটিসমূহ-

(ক) দাখিলকৃত হোটেল ভাউচারগুলো ফটোকপি, যা গ্রহণযোগ্য নয়।

(খ) এফজিওতে ২০ ও ২৩ এপ্রিল ২০১৫ এবং ০৪ মে ২০১৫ তারিখের জন্য নগদসহ হোটেল ভাতার মঞ্জুরী প্রদান করা হয়েছে। বিলে ২০ ও ২৩ এপ্রিল ২০১৫ এবং ০৫ মে ২০১৫ তারিখের জন্য নগদসহ হোটেল ভাতা দাবী করা হয়েছে। কিন্তু ২০ ও ২৩ এপ্রিল ২০১৫ এবং ০১ মে ২০১৫ তারিখের হোটেল ভাউচার দাখিল করা হয়েছে।

(গ) দাখিলকৃত হোটেল ভাউচারগুলোর মধ্যে ২০-০৪-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ভাউচারটি মোঃ শরিফ, ২৩-০৪-২০১৫খ্রিঃ তারিখের ভাউচারটি মিঃ মাসুদ এবং ০১-০৫-২০৫খ্রিঃ তারিখের ভাউচার টি মোঃ সুরুফ এর নামে।

(ঘ) ২০-০৪-২০১৫খ্রিঃ এবং ০১-০৫-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ভাউচার দুটো একই হোটেলের এবং স্ক্রল/ক্রমিক নং একই (২০৫৪৭)। অর্থা হোটেলের প্যাড ফটোকপি করে ভাউচারগুলো তৈরী করা হয়েছে।

(ঙ) ২৪-৪-২০১৫খ্রিঃ তারিখের হোটেল বিলে ২৪-০৪-২০১৫ তারিখ বিকাল ৫.০০ ঘটিকা হতে ২৪-০৪-২০১৫ তারিখ সকাল ৬.০০ ঘটিকা পর্যন্ত এবং ০১-০৫-২০১৫ তারিখের হোটেল বিলে ০১-০৫-২০১৫ তারিখের রাত্রি ১১.০০ ঘটিকা হতে ০১-০৫-২০১৫ তারিখের সকাল ১১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত সময়ের জন্য হোটেল বিল পরিশোধ দেখানো হয়েছে, যা একেবারেই অসংগতিপূর্ণ।

উপর্যুক্ত অসামঞ্জস্যতার কারনে সংশ্লিষ্ট সৈনিকনগণসহ হোটেল ভাতা প্রাপ্য নহেন। গ্রীন লাইন পরিবহনের বাস টিকেট অনুযায়ী তিনি ০২-০৫-২০১৫খ্রিঃ তারিখে রাত ১০.০০ ঘটিকায় ঢাকা প্রত্যাবর্তন করায় তিনি ৩০-০৪-২০১৫ ও ০১-০৫-২০১৫খ্রিঃ ০২ দিনের সর্বসাকূল্যভাতা বাবদ (১৩৭×২দিন×৭৭.৮০টাকা) ২১,৩১৭ টাকা প্রাপ্য। ফলে নগদসহ হোটেল ভাতা বাবদ অতিরিক্ত গ্রহণ (৫৬৪৮২-২১৩১৭) = ৩৫,১৬৫ টাকা।

এভাবে সংশ্লিষ্ট সৈনিক কর্তৃক মোট অতিরিক্ত গ্রহণ (২১৩১৭+৩৫১৬৫) ৫৬,৪৮২ টাকা।

উল্লেখ্য যে, একই সফরে ০৪ (চার) জন সৈনিক অংশগ্রহণ করেছেন। অন্য সৈনিকদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে মর্মে প্রতীয়মান হচ্ছে। তাই ০৪ (চার) জন কর্তৃক মোট অতিরিক্ত গ্রহণ (৫৬,৪৮২×৪) ২,২৫,৯২৮ টাকা।

অনুচ্ছেদ-০৪

পরিশিষ্ট-০৪ (৫১)

এপি নং-২৫০৬৪; আপত্তি নং-৭২

ইউনিটের নাম: **এস**এফসি (বিমান) ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

রাশিয়ায় Course উপলক্ষ্যে বিডি/৯৪৪৭ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রুবাইয়াত আল মিজান এবং বিডি /৪৬১৪০৩ ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ আজিজুর রহমান কর্তৃক অতিরিক্ত হারে পকেট ভাতা ও ভাউচার প্রদর্শন না করে বিমানে মালামাল পরিবহন বাবদ অর্থ গ্রহণ ২,৬২,৩৬৭ টাকা।

এএফডি এর ২৪.০৮.২০১৫ তারিখের পত্র নং-৩৬ এবং বিমান সদর এর ০৯.০৯.২০১৫ তারিখের এফজিও নং-১৬ক মোতাবেক বিডি/৯৪৪৭ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রুবাইয়াত আল মিজান এবং বিডি/৪৬১৪০১ ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ আজিজুর রহমানকে বিমান বাহিনীতে ব্যবহারিত MI-171 হেলিকপ্টারের ২টি TB3-117BM Engine মেরামত ও ওভারহলের সময় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনের জন্য ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ হতে ২৫ অক্টোবর ২০১৫ পর্যন্ত (যাতায়াত সময় ব্যতীত) রাশিয়া গমনাগমন ও অবস্থানের অনুমোদন প্রদান করা হয়।

বিডি/৯৪৪৭ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রুবাইয়াত আল মিজান এবং বিডি /৪৬১৪০১ ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ আজিজুর রহমান এর ভ্রমণ ভাতার বিলে পরিলক্ষিত অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের বিবরণ নিম্নরুপ:

১। পকেট ভাতাঃ বিডি/৯৪৪৭ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রুবাইয়াত আল মিজান রাশিয়া ৪৩ দিন ভ্রমণের ক্ষেত্রে ৩০% হারে পকেট ভাতা গ্রহণ করেন । আলোচ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ২৫% হারে মাঃ ডঃ ২৪৮৩.২৫ (২৩১×২৫% = ৫৭.৭৫×৪৩ দিন) পকেট ভাতা প্রাপ্য। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার অতিরিক্ত গ্রহণকৃত পকেট ভাতা (২৯৭৯.৯০-২৪৮৩.২৫)= ৪৯৬.৬৫×৮১=টাকা ৪০২২৪.৬৫। অনুরুপভাবে বিডি /৪৬১৪০১ ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ আজিজুর রহমান কর্তৃক অতিরিক্ত গ্রহণকৃত পকেট ভাতা (২৭৭৩.৫০−২৩১১,২৫)=৪৬২.২৫×৮১ = টাকা ৩৭,৪৪২.২৫।

২. ফ্রি লাগেজ বহনের অতিরিক্ত ১৮ কেজি ও আসার সময় ২৮ কেজি মালামাল পরিবহন বাবদ: ২ জন কর্মকর্তা যাওয়ার পথে ফ্রি লাগেজের অতিরিক্ত ১৮ কেজি মালামাল পরিবহন বাবদ জন প্রতি ৩৬,০০০ টাকা এবং ফেরার পথে বিমান কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ফ্রি লাগেজ বহনের সুযোগের অতিরিক্ত ২৮ কেজি মালামাল পরিবহন বাবদ ৭০০ ডলার করে মোট ১৪০০ ডলার গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বিলের সাথে বিমানে অতিরিক্ত মালামাল পরিবহনের যে এমসিও দেয়া হয়েছে বিভিন্ন অসংগতির জন্য তা যথাযথ নয়। যেমন- ফ্লাঃ লেঃ রুবাইয়াতের ক্ষেত্রে বিমান আইটিনারীতে টিকেট নং ১৫৭৯৬০৯৪০৮১৫১৫২ কিন্তু যাওয়ার জন্য দাখিলকৃত এমসিওতে টিকেট নং ১৫৭৯৬০৯৩৯৬১৫৬/২ এর ফেরার পথের এমসিওতে টিকেট নং ১৫৭৯৬০৯৩৯৬৩০১৪-২ উল্লেখ রয়েছে। আবার বোর্ডিং পাসে ঢাকা-রাশিয়া, রাশিয়া-ঢাকা, যাত্রায় তাং-২৬/১০/২০১৫, ফ্লাইট নং QR ১১৯, বোর্ডিং টাইম ০৭২৫ ঘটিকা। আবার বোর্ডিং পাসে মালামালের ওজন ১৮ ও ২৮ কেজি উল্লেখ রয়েছে সেখানে এয়ার এ্যালাউন্স ৩০ কেজি করে। এতসব অসংগতির কারণে প্রতীয়মান বিমান এমসিও বাবদ অর্থ প্রাপ্তির লক্ষ্যে বানানো (Manufactured) ভাউচার দাখিল করা হয়েছে। অতএব, এ বাবদ গৃহিত অর্থ আদায়যোগ্য। অতএব, উক্ত কর্মকর্তাদ্বয়ের নিকট হতে মোট আদায়যোগ্য:

ক্র:নং	নাম,পদবী ও নম্বর	পকেট ভাতা	বিমানে অতি: মালামাল পরিবহন বাবদ	মোট আদায়যোগ্য টাকা
১	বিডি/৯৪৪৭ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রুবাইয়াত আল মিজান	৪০২২৪.৬২ টাকা	৯২০০০ টাকা (৩৬০০০+৫৬৭০০) = (৭০০×৮১)	১,৩২,৯২৪.৬২
২	বিডি/৪৬১৪০১ ওয়ারেন্ট অফিসার আজিজুর রহমান	৩৭৪৪২.২৫ টাকা	৯২০০০ টাকা (৩৬০০০+৫৬৭০০)	১,২৯,৪৪২.২৫
সর্বমোট টাকা =				**২,৬২,৩৬৬.৮৭**

অনুচ্ছেদ-০৪
পরিশিষ্ট-০৪ (৫২)
এপি নং-১৪৬১৬; আপত্তি নং-৩৪

ইউনিটের নাম: এফসি (আর্মি) পে-০২ ঢাকা ক্যান্ট। নিরীক্ষা সাল: ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

মিনুসমা (মালি) সফরকারী সৈনিকগণকে পদমর্যাদা অনুযায়ী প্রাপ্যতা অপেক্ষা অধিক হারে নগদসহ হোটেল ভাতা এবং বাধ্যতমূলক অবস্থানের জন্য প্রাপ্যের চেয়ে অতিরিক্ত হোটেল ভাতা (নগদসহ) প্রদান করায় ক্ষতি ১,০৫,৭৬৮ টাকা।

প্রশিক্ষণার্থী সৈনিকগনকে মূল বেতন/পদমর্যাদা অনুযায়ী প্রাপ্যতা অপেক্ষা অতিরক্ত হারে নগদসহ হোটেল ভাতা এবং বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য প্রাপ্যের চেয়ে অতিরিক্ত হোটেল ভাতা(নগদসহ) প্রদান করায় ১,০৫,৭৬৮ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং ২৬৮৯/অপস/এফএ/মিনুসমা তারিখ ০৭-০১-২০১৫খ্রিঃ এবং সেনাসদর, জিএস শাখা, ওভারসীজ অপারেশন পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর স্মারক নং-৮০৪১/মিনুসমা (মালি)/ লগ তারিখ ০৭-০১-২০১৫খ্রিঃ এর প্রেক্ষিতে ১৩-০১-২০১৫খ্রিঃ হতে ২৩-০১-২০১৫খ্রিঃ পর্যন্ত ১১দিন (যাতায়াত সময়) ব্যতীত মিনুসমা (মালি) গমনা গমণ ও অবস্থানের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর

১) নং-২৪১০১১২ সার্জেন্ট আবুল কালাম আজাদ
২) নং-২৪০৭৫৫৮ সার্জেন্ট মোঃ আনোয়ার হোসেন এবং
৩) নং-২৪১০৬৬২ কর্পোঃ মোঃ জাকির হোসেন খানকে অনুমতি দেয়া হয়। এদের মধ্যে সার্জেন্ট আবুল কালাম আজাদের টিএ/ডিএ বিল পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

১) অতিরিক্ত হোটেল ভাতাঃ হোটেল ভাতা ১৬৫ মাঃ ডঃ এবং নগদ ভাতা ৭৭ মাঃ ডঃ মোট ২৪২ মাঃ ডঃ হারে প্রদান করা হয়। কিন্তু মালি গ্রুপ-২ এর অন্তর্ভূক্ত দেশ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সার্জেন্ট হোটেল ভাতা হিসেবে ১৫০ মাঃ ডঃ এবং নগদ ভাতা হিসেবে ৬৪ মাঃ ডঃ মোট ২১৪ মাঃ ডঃ প্রাপ্য। তাই তাকে প্রতিদিনের জন্য(২৪২-২১৪) বা ২৮ মাঃ ডঃ হিসেবে ১১ দিনের জন্য(২৮×১১) বা ৩০৮ মাঃ ডঃ তথা দেশীয় মুদ্রায় ২৪,০২৪ টাকা অতিরিক্ত প্রদান করা হয়।

২) বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য অতিরিক্ত সুবিধাঃ তাছাড়া সংশ্লিষ্ট সৈনিককে বাধ্যতামূলক অবস্থানের জন্য ১২, ২৪ ও ২৫ জানুয়ারি ২০১৫ খ্রিঃ তারিখের জন্য নগদসহ হোটেল ভাতা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু বিলের সাথে ১১ ও ২৫ তারিখের হোটেল ভাউচার সংযুক্ত থাকলেও ২৪ তারিখের কোন ভাউচার পাওয়া যায়নি। তাই তিনি ২৪ জানুয়ারি ২০১৫খ্রিঃ তারিখে নগদসহ হোটেল ভাতার পরিবর্তে সর্বসাকূল্যভাতা হিসেবে ১১৫ মাঃ ডঃ প্রাপ্য। অধিকন্তু সংশ্লিষ্ট সৈনিককে বাধ্যতামূলক অবস্থানের ০৩ দিনের জন্য ও ২২৯মাঃ ডঃ হারে নগদসহ হোটেল ভাতা প্রদান করা হয়েছে যেখানে তিনি (উপরের বর্ননা অনুযায়ী) ২১৪ মাঃ ডঃ হারে প্রাপ্য। অতএব, বাধ্যতামূলক অবস্থানের ০৩ দিনের জন্য তাঁকে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে {(২২৯×৩)-(২১৪×২+১১৫)}১৪৪ মাঃ ডঃ দেশীয় মুদ্রায় (১৪৪×৭৮) ১১,২৩২ টাকা। এভাবে সংশ্লিষ্ট সৈনিককে মোট অতিরিক্ত প্রদান (২৪০২৪+১১২৩২) ৩৫,২৫৬ টাকা। উল্লেখ্য যে, অপর ০২ (দুই) সৈনিকের বিল নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি। তবে একই সফরের সঙ্গী হওয়ায় তাঁদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে মর্মে নিরীক্ষায় প্রতীয়মান হচ্ছে। তাই এক্ষেত্রে মোট অতিরিক্ত প্রদান (৩৫২৫৬×৩) ১,০৫,৭৬৮ টাকা।

তারিখঃ ১৩ ফাল্গুন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
২৬/০২/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

(মোহাম্মদ গোলাম ছরওয়ার ভূঁঞা)
মহাপরিচালক
প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর